মহাভারতের
চরিতাবলী

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং
(প্রাইভেট) লিঃ

প্রকাশক
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৬৪

প্রচ্ছদ-শিল্পী
শ্রীঅনিল মিত্র

মুদ্রক
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

শৈশবে যাঁহার কোলে বসিয়া
রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী শুনিতে শুনিতে
মনে মনে নানা ছবি আঁকিতাম,
আমার সেই পরমারাধ্যা পিতামহীঠাকুরাণী
স্বর্গতা জগদম্বা দেবীর
শ্রীচরণে সমর্পিত ।

নিবেদন

মহাভারত মানবসভ্যতার সর্ববিধ আচার-অনুষ্ঠান ও চিন্তার আকর। এই গ্রন্থ পাঠ কবিলে আমাদেব বিস্ময়েব অন্ত থাকে না। স্বয়ং গ্রন্থকার মহর্ষি ইহাকে হিমালয় ও সমুদ্রের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন—

যথা সমুদ্রো ভগবান্ তথা হি হিমবান্ গিবিঃ।
খ্যাতাবুভৌ বত্ননিধী তথা ভাবতমুচ্যতে॥ স্বর্গা ৫/৬৬

—অনন্তবত্নপ্রভব হিমালয়ের ন্যায় মহাভারতও অতি তুঙ্গ এবং বিরাট, আবার রত্নাকর সুগম্ভীর সমুদ্রের ন্যায় ইহা অতলস্পর্শী এবং অসংখ্য রত্নের আকর।

বিষযবস্তুর গৌরবে গাম্ভীর্যে এবং আকৃতির বিশালতায় এই গ্রন্থ পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। মানবের জীবনে এরূপ কোন অবস্থা আসিতে পারে না, যাহাতে মহাভারতের উজ্জ্বল আলোক তাহার পথপ্রদর্শক হইবে না। এই মহাভারত সর্ববিধ জ্ঞানের আকর। অদ্ভুতকর্মা গ্রন্থকার মহর্ষি নিজেই বলিয়াছেন—

পুরা কিল সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সমেত্য তুলয়া ধৃতম্।
চতুর্ভ্যঃ সরহস্যেভ্যো বেদেভ্যো হ্যধিকং যদা॥
তদা প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ মহাভাবতমুচ্যতে।
মহত্ত্বে চ গুরুত্বে চ ধ্রিয়মাণং যতোঽধিকম্।
মহত্ত্বাদ্ ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে॥ আদি ১/২৭২, ২৭৩
ভরতানাং মহজ্জন্ম তস্মাদ্ভারতমুচ্যতে। স্বর্গা ৫/৪৫

—পুরাকালে দেবগণ মিলিত হইয়া তুলাদণ্ডের একদিকে সরহস্য সমগ্র বেদ ও অপর দিকে মহাভারতকে স্থাপন করিয়া ওজন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানির মহত্ত্ব ও গুরুত্ব (ভারবত্ত্ব) অধিক হওয়ায় ইহা 'মহাভারত' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ভরতবংশীয় নৃপতিগণের জন্মবৃত্তান্ত এই গ্রন্থে কীর্তিত হইয়াছে। এইজন্য ইহাকে 'ভারত'ও বলা হয়।

এই মহাভারতকে কার্ষ্ণ বেদ (আদি ১/২৬৮, স্বর্গা ৫/৪১) অর্থাৎ মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ (দ্বৈপায়ন) কর্তৃক বিরচিত বেদ এবং ইহাকে পঞ্চম বেদও (আদি ৬৩/৮৯। শা ৩৪০/২১) বলা হইয়াছে।

মহাভারত একাধারে ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, মোক্ষশাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস ও কাব্য। এই গ্রন্থে যাহা আছে, তাহা অন্যত্রও আছে, এই গ্রন্থে যাহা নাই, তাহা অন্য কোথাও নাই। প্রবাদ বাক্য আছে—'যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে'। অর্থাৎ মহাভারতে যাহা নাই, তেমন

কিছু ভারতবর্ষেও (ভারতীয় চিন্তায়ও) নাই।

অর্থশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ধর্মশাস্ত্রমিদং মহৎ।
কামশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা ॥ আদি ২/৩৮৩
ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ ॥ আদি ২/৩৯০। স্বর্গা ৫/৫০
ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং সত্যবতীসুতঃ। আদি ১/৫৪
অস্য কাব্যস্য কবয়ো ন সমর্থা বিশেষণে। আদি ১/৭৩
পুরাণপূর্ণচন্দ্রেণ শ্রুতিজ্যোৎস্নাঃ প্রকাশিতাঃ। আদি ১/৮৬

এই অনুপম গ্রন্থে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্পূর্ণ পরিচয় পাওযা যায়। ভারতবর্ষের চিরকালের চিত্ত-সম্পদ এই গ্রন্থে বিধৃত রহিয়াছে।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের বর্ণনা মহাভারতের প্রধান বিষয় নহে। এই বর্ণনার দ্বারা মহর্ষি ব্যাসদেব তাঁহার মূল বক্তব্যকে পরিস্ফুট করিয়াছেন মাত্র। মহাভারতের মূল বক্তব্য হইতেছে—

যতো ধর্ম্মস্ততো জযঃ। উ ৩৯/৯। উ ১৪৮/১৬। ভী ২১/১১।
শল্য ৬৩/৬০। স্ত্রী ১৪/৯, ১২। স্ত্রী ১৮/৬

—ধর্ম যেখানে, জয সেইখানে।

অধর্মের পথে মানব আপাততঃ জয়ী হইলেও শেষ পর্যন্ত ধর্মেরই জয় হইয়া থাকে—এই মহাবাক্যের মহাভাষ্যরূপে মহাভারতকে বিচার করিলেই সম্ভবতঃ অভ্রান্ত বিচার হইবে। মহাভারতে নানাভাবে এই সত্যকে পরিস্ফুট করা হইযাছে।

মহাভারত-বনস্পতির ফল হইতেছে—শান্তিপর্বের মোক্ষধর্ম।

শান্তিপর্ব্বমহাফলঃ। আদি ১/৯০

গ্রন্থের আদিতে মহর্ষি রূপকচ্ছলে দুইটি শ্লোকের দ্বারা মূল কাহিনীর স্বরূপ বিবৃত করিয়াছেন। টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিযাছেন, এই দুইটি শ্লোক 'ভারততাৎপর্যসংগ্রাহক'। একটি শ্লোক—

দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখাঃ।
দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী ॥ আদি ১/১১০। উ ২৯/৫২

—দুর্যোধন অহঙ্কারী মহাবৃক্ষ, কর্ণ সেই বৃক্ষের স্কন্ধ, শকুনি তাহার শাখা, দুঃশাসন সেই বৃক্ষের সমৃদ্ধ পুষ্প ও ফল, আর বৃক্ষটির মূল হইতেছেন—প্রজ্ঞাহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্র। 'অমনীষী' শব্দের দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের মনোনিগ্রহের অসমর্থতা প্রকাশ করা হইয়াছে। এই স্নেহাতুর স্বার্থান্ধ বৃদ্ধের দুর্বলতাতেই মন্যুময় মহাদ্রুম দুর্যোধন ক্রমশঃ দৃঢ়মূল হইতেছিলেন।

শ্লোকটির গূঢ়ার্থ হইতেছে—ক্রোধলোভাদিস্কন্ধ হিংসাচৌর্যাদিশাখ বধবন্ধনাদিফলপুষ্প আসক্তি-তরুকে মূলভূত অজ্ঞানের বিনাশের দ্বারাই বিনাশ করিতে হইবে। ইহাই মানব জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

অপর শ্লোকটি হইতেছে—

যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখাঃ।

মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে

মূলং কৃষ্ণ ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ ॥ আদি ১/১১১। উ ২৯/৫৩

যুধিষ্ঠির ধর্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জুন এই বৃক্ষের স্কন্ধ, ভীমসেন ইহার শাখা, মাদ্রীসুত নকুল ও সহদেব এই বৃক্ষেব সমৃদ্ধ পুষ্প ও ফল, ইহাব মূল শ্রীকৃষ্ণ, বেদ এবং ব্রাহ্মণগণ।

এই শ্লোকটিতেও গূঢ় অর্থ বহিয়াছে। বেদ ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকিয়া বেদোক্ত অনুষ্ঠান করিলে সত্যাদিস্কন্ধ ধ্যানধাবণাদিশাখ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারফল ধর্ম লাভ হয়। এইপ্রকার ধর্ম (মুক্তি) লাভ কবাই জীবেব লক্ষ্য হওয়া উচিত।

হিন্দুগণ পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে অন্নোৎসর্গের পব এই দুইটি শ্লোক পাঠ করিযা থাকেন। ইহা হইতেও বোঝা যায, ভাবতীয় চিত্তে এই দুইটি শ্লোক কিরূপ শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

গ্রন্থেব উপসংহারে 'ভাবত-সাবিত্রী' নামে কীর্তিত যে চারিটি শ্লোকের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইযাছে—সেই চারিটি শ্লোকেও মহর্ষিব মূল উদ্দেশ্য বিঘোষিত। মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত-সংহিতা বচনা কবিযা আপন পুত্র শুকদেবকে প্রথমতঃ এই চাবিটি শ্লোকেব দ্বাবাই সমগ্র মহাভাবতের তাৎপর্য অধ্যাপনা করিযাছিলেন। ভারত-সাবিত্রী—

'মাতা-পিতৃসহস্রাণি পুত্রদাবশতানি চ।
সংসারেষ্বনুভূতানি যান্তি যাস্যন্তি চাপবে ॥
হর্ষস্থানসহস্রাণি ভযস্থানশতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম ॥
ঊর্দ্ধবাহুর্ব্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিচ্ছৃণোতি মাম।
ধর্ম্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেব্যতে ॥
ন জাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভা-
দ্ধর্ম্মং ত্যজেজ্জীবিতস্যাপি হেতোঃ।
নিত্যো ধর্ম্মঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে
জীবো নিত্যো হেতুরস্য ত্বনিত্যঃ ॥'

উ ৪০/১৩। স্বর্গা ৫/৬১/ ৬৪

—জন্ম-জন্মান্তরে সহস্র সহস্র মাতা-পিতা এবং শত শত স্ত্রী-পুত্রের সহিত সম্বন্ধ ঘটিযাছে। তাঁহাবা সকলেই গিযাছেন, অন্যেবাও যাইবেন। জীবনে অসংখ্য আনন্দের এবং অসংখ্য ভযেব বিষয উপস্থিত হয। মূঢ় ব্যক্তিগণকেই আনন্দ ভয় প্রভৃতি অভিভূত করিযা থাকে, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিকে অভিভূত করিতে পারে না। ধর্মপথে থাকিলেই অর্থ এবং কাম উপভোগ করিতে পারা যায়। কেন লোকে ধর্মের সেবা করে না—এই কথা আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চস্বরে বলিতেছি, কিন্তু কেহই আমার কথা শুনিতেছে না।

কামনা ভয় বা লোভবশতঃ, এমন কি, জীবনরক্ষার নিমিত্তও কদাচিৎ ধর্মকে ত্যাগ করিবে না। ধর্ম নিত্য, পরন্তু সুখদুঃখ অনিত্য। জীব নিত্য, পরন্তু শরীরের সহিত জীবের সম্বন্ধ অনিত্য। এই চতুঃশ্লোকী ভারত-সাবিত্রীর মধ্যে মহাভাবতেব সকল কথাই সূক্ষ্মরূপে নিহিত বহিয়াছে। এই পঞ্চম বেদ মহর্ষির সিংহনাদস্বরূপ।

শ্রূয়তাং সিংহনাদোঽয়মৃষেস্তস্য মহাত্মনঃ। স্বর্গা ৫/৪৭

মহাভারতে প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে অনেক রূপকথারও মিশ্রণ ঘটিয়াছে। বহুবিধ অপ্রাকৃত ব্যাপার বর্ণিত হইলেও সমগ্র মহাভারতের মধ্যে যে-সকল নরনারীর সহিত

আমাদের পরিচয় ঘটে, তাঁহাদের দোষ-গুণ, সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির সহিত আমাদের চরিত্রের দোষ-গুণ প্রভৃতির কিছুমাত্র পার্থক্য নাই।

মহাভারতে মানবচরিত্রের যে জটিল রহস্য ও বৈচিত্র্য পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়, অপর ভারতীয় সাহিত্যে সেইপ্রকার বৈচিত্র্য দেখা যায় না। এইসকল বৈচিত্র্যের কোন সমন্বয়-সাধন প্রায়ই সম্ভবপর হয় না। তখনকার সমাজ এবং এখনকার সমাজের ভাল-মন্দ একরূপ নহে। সম্ভবতঃ এইজন্যই তখনকার নরনারীর চরিত্র বিচার করিতে গেলে অনেক অসঙ্গতি চোখে পড়ে।

মহাভারতকার মহর্ষি ব্যাসদেব একান্ত নির্লিপ্তভাবে তাঁহার পাত্রপাত্রীর চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। বিস্ময়কর মনীষার অধিকারী মহর্ষি সম্পূর্ণ নিরাসক্তচিত্তে মানবজীবন পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন।

মানব-চরিত্রের অতি নীচ প্রবৃত্তি হইতে মানবের দেবত্বলাভ পর্যন্ত নানাভাবে উপাখ্যান ও ইতিহাসের মধ্য দিয়া মহাভারতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মহাভারত মানবচরিত্রের বিচিত্র চিত্রশালা।

কাব্য হিসাবে মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণের স্থান উপরে হইলেও রামায়ণে শুধু গার্হস্থ্য আশ্রমের মর্মবাণী ধ্বনিত হইয়াছে। মহাভারত রামায়ণ অপেক্ষা বহুগুণে বিশাল এবং বহুবিধ আলোচনায় সমৃদ্ধতর। এই গ্রন্থে নরনারীর চরিত্রেও বহুপ্রকার জটিলতা দেখিতে পাই। তাহাতে আমাদের কৌতূহল সমধিক বৃদ্ধি পায়। মহাভারতে আমরা যেন জীবন্ত মানুষের সাক্ষাৎ পাই।

এই গ্রন্থে ১৮২৬ শকাব্দে বঙ্গবাসী-প্রকাশিত পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়-সম্পাদিত মহাভারত হইতে শ্লোকাদি গৃহীত হইয়াছে। পর্বের আদ্যক্ষর, কোথাও বা প্রথম দুইটি অক্ষরে পর্বের নাম সংক্ষেপ করা হইল।

শান্তিনিকেতনে 'আলাপিনী মহিলা-সমিতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। এক সময়ে এই সমিতির নেত্রী ছিলেন—স্বর্গতা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। তাঁহারই আমন্ত্রণে ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের ৩রা ও ১০ই শ্রাবণ তারিখে এই সমিতির অধিবেশনে মহাভারত সম্বন্ধে আলোচনার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিলাম।

স্বর্গত শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও সেই উভয় অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশনের স্থান ছিল—উদয়ন (কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাড়ী)।

আলোচনার সময় লক্ষ্য করিলাম—মহাভারতের সামাজিক বা দার্শনিক আলোচনা অপেক্ষা পাত্রপাত্রীদের চরিত্র সম্বন্ধে জানিবার কৌতূহলই যেন শ্রোতৃবর্গের সমধিক।

পাত্রপাত্রীদের চেহারা সম্বন্ধে শিল্পাচার্য আমাকে অনেক প্রশ্ন করেন। ভীমসেন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুদর্শন পুরুষ—এই কথা শুনিয়াই তিনি উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। তখনই তিনি আমাকে বলেন যে, আমি যেন মহাভারতের পাত্রপাত্রীদের আকৃতি ও প্রকৃতি বিষয়ে একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করি। শিল্পাচার্যের এই প্রস্তাবে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেন।

তারপর অধ্যাপনার অবকাশে কিছু কিছু লিখিতে থাকি। তিন চারি বৎসরের মধ্যেই প্রবন্ধগুলির রচনা প্রায় শেষ হয়। তখন এইগুলিকে প্রকাশ করিবার কোন চেষ্টা করি নাই।

আমার প্রতি বিশেষ স্নেহাসক্ত পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট একদিন (১৩৭০ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে) এই প্রবন্ধগুলির কথা বলিলে পর তিনি দুই তিনটি প্রবন্ধ শুনিয়া উপদেশ দিলেন যে, মূল উদ্ধৃতি বর্জন করিয়া এই

প্রবন্ধগুলিকে সংক্ষিপ্তরূপে প্রথমতঃ কোন পত্রিকায় প্রকাশ করিলে ভাল হয়। সেইভাবে লিখিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ তাঁহারই হাতে দিয়াছিলাম। পরে আরও কতকগুলি প্রবন্ধ সংক্ষেপে লিখিয়াছি। ১৩১০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাস হইতে ১৩১১-এর বৈশাখ মাস মধ্যে 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় সংক্ষিপ্ত বারটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তারপর ১৩১১-এর আষাঢ় হইতে ১৩১৩-এর বৈশাখ মধ্যে 'অমৃত' পত্রিকায় সতেরটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

অনেক বিদ্যোৎসাহী সুধীজন সেই প্রবন্ধগুলি পড়িয়া আনন্দিত হইয়াছেন এবং আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়াছেন। তাঁহাদের সকলেব প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

এই গ্রন্থ-রচনায় যাঁহারা প্রথমতঃ আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী মহোদয়া এখন পরলোকে। তাঁহাদের বিদেহী আত্মার উদ্দেশে আমাব শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। 'আলাপিনী মহিলা-সমিতির' সভ্যাগণের নিকটও আমি কৃতজ্ঞ। তাঁহারাও আমাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন।

এই গ্রন্থ প্রকাশের সকল ব্যবস্থাই করিয়াছেন—শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁহার সর্ববিধ অনুকূলতাকে ঋণরূপে স্বীকার করিব না। ইহা অপবিশোধ্য, বিদ্যোৎসাহীর, উদার হৃদয়ের স্নেহের অভিব্যক্তি। আমার একাধিক গ্রন্থ প্রকাশে এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে তাঁহার অকুণ্ঠ স্নেহ লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে কবিতেছি।

'আনন্দধাবা প্রকাশনের' অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মজুমদাব মহাশয় এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। জগদীশ্বর তাঁহার কল্যাণ করুন।

মূল মহাভারতের উদ্ধৃতি সহ পূর্বলিখিত মোট পঞ্চাশটি চরিত্র এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

'মহাভাবতের কথা অমৃত-সমান'—সুতবাং চরিত্রলেখকেব দোষত্রুটি সত্ত্বেও শুধু বিষয়বস্তুর গৌরবেই গ্রন্থখানি পাঠক-পাঠিকাদেব দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে বলিয়া আশা করিতেছি।

এই গ্রন্থখানিও আমার 'মহাভারতের সমাজ'-এর ন্যায় সুধীসমাজে আদৃত হইলে কৃতার্থতা বোধ করিব।

নিবেদন

দীর্ঘদিন পূর্বেই 'মহাভারতের চরিতাবলী'র প্রথম প্রকাশিত বইগুলি নিঃশেষিত হইয়াছে। অনেক সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা বইখানির অভাব অনুভব করিতেছিলেন।

'অমৃতসমান' মহাভারতের কথা বা বিষয়বস্তু মূল মহাভারত হইতে সকলের পক্ষে আস্বাদন করা সম্ভবপর নহে। এইহেতু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে মহাভারতের সামাজিক চিত্র অঙ্কন করিতে আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষের আদেশ শিরোধার্য করিয়া 'মহাভারতের সমাজ'-নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলাম।

সেই গ্রন্থখানি সুধীসমাজে আদৃত হওয়ায় উৎসাহিত হইয়া অধ্যাপনার অবকাশে 'মহাভারতের চরিতাবলী', 'মহাভারতের চতুর্বর্গ' এবং 'রামায়ণের চরিতাবলী' রচনা করি। এই গ্রন্থগুলিও সুধীসমাজের স্নিগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করায় আমি কৃতজ্ঞ।

কোন কোন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও ভাষাতাত্ত্বিক আপন আপন সংস্কার অনুসারে রামাযণ এবং মহাভাবতের আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের ন্যায় অল্পজ্ঞ পাঠকের পক্ষে সেইসকল গবেষণাকে মানিয়া লওয়া সম্ভবপর হইতেছে না। এই দুইখানি আর্ষ মহাগ্রন্থকে আমরা শ্রদ্ধানত চিত্তে মস্তকে ধাবণ কবিয়া আসিতেছি।

প্রস্তুত গ্রন্থে চরিত্রগুলিব আলোচনায় আমরা অদ্ভুতকর্মা মহর্ষি ব্যাসদেবের বর্ণনাকে নিজের কল্পনার দ্বারা কলুষিত করি নাই। শুধু কাব্য বা ইতিহাসরূপেই মহাভারত আলোচ্য নহে, ইহা ধর্মশাস্ত্র এবং পঞ্চম বেদরূপেও শিরোধার্য।

আমার এই গ্রন্থখানি পূর্বের ন্যায় পাঠকসমাজে আদৃত হইলেই কৃতার্থতা বোধ করিব।

'আনন্দ পাবলিশার্স'-এব কর্তৃপক্ষ গ্রন্থখানিব দ্বিতীয় প্রকাশে উদ্যোগী হইয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। জগদীশ্বরের চবণে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। ইতি শম।

সূচী

শান্তনু	১৭
দেবব্রত (ভীষ্ম)	১৯'
শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন (ব্যাসদেব)	৪০
চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য	৪৩
ধৃতরাষ্ট্র	৪৪
পাণ্ডু	৫৭
বিদুর	৫৯
দুর্যোধন (সুযোধন)	৭৪
দুঃশাসন	৮৯
বিকর্ণ	৯১
ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর একশত পুত্র এবং এক কন্যা	৯২
যুযুৎসু	৯৩
বসুষেণ (কর্ণ)	৯৪
যুধিষ্ঠির	১১১
ভীমসেন	১৩৪
অর্জুন	১৫৩
নকুল	১৭৮
সহদেব	১৮১
অভিমন্যু	১৮৪
ঘটোৎকচ	১৮৭
পরিক্ষিৎ	১৯০
জনমেজয়	১৯৩
দ্রোণাচার্য	১৯৭
কৃপাচার্য	২১৭
অশ্বত্থামা	২২৩

সঞ্জয়	২৩০
শকুনি	২৩৮
জয়দ্রথ	২৪৫
শল্য	২৪৯
যজ্ঞসেন (দ্রুপদরাজা)	২৫৫
শিখণ্ডী	২৫৮
ধৃষ্টদ্যুম্ন	২৬২
বিরাট	২৬৬
বিরাট-পুত্রগণ	২৬৯
কৃষ্ণ	২৭০
বলরাম	৩০০
সাত্যকি (যুযুধান)	৩০৩
কৃতবর্মা	৩০৬
গঙ্গা	৩০৮
সত্যবতী	৩১১
অম্বিকা ও অম্বালিকা	৩১৪
গান্ধারী	৩১৭
পৃথা (কুন্তী)	৩২৯
মাদ্রী	৩৪৫
দেবিকা	৩৪৮
কৃষ্ণা (দ্রৌপদী)	৩৪৯
সুভদ্রা	৩৭০
অন্যান্য পাণ্ডবভার্যা ও কৌরবভার্যাগণ	৩৭২
উত্তরা	৩৭৭
সুদেষ্ণা	৩৭৯

শান্তনু

শান্তনুর পিতার নাম প্রতীপ এবং জননীর নাম সুনন্দা।[১] শান্তনুর জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম দেবাপি এবং কনিষ্ঠের নাম বাহ্লীক। দেবাপি বাল্যকালেই প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করেন। এইহেতু শান্তনুই পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হন।[২] 'শান্তনু' এই নামের কারণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—তিনি যাহাকে হাত দিয়া স্পর্শ করিতেন, সে বৃদ্ধ হইলেও যেন নবযৌবন ফিরিয়া পাইত। এই কারণেই নাম রাখা হয়—'শান্তনু'।[৩] তাঁহার পূর্বজন্ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে— ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতি মহাভীষ পরজন্মে শান্তনুরূপে জন্মগ্রহণ করেন।[৪]

শান্তনুর চেহারা ছিল অতি সুন্দর। তিনি 'সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ', কম্বুগ্রীব, মহাসত্ত্ব এবং চক্রবর্তিলক্ষণযুক্ত। তিনি ধর্মাত্মা, সত্যবাদী, পরিশ্রমী এবং অনলস।[৫] শান্তনু মৃগয়াতে আসক্ত ছিলেন।[৬] একদিন মৃগয়া উপলক্ষ্যে একাকী গঙ্গাতীর দিয়া যাইতেছেন, এমন সময় দিব্যাভরণভূষিতা এক সুন্দরীকে দেখিয়া একটু বিচলিত হইলেন। অবশেষে তাঁহাকে পত্নীরূপে পাইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। সেই সুন্দরীই গঙ্গাদেবী। তিনি শান্তনুকে বলিলেন, 'মহারাজ, আমি আপনার মহিষী হইতে পারি, কিন্তু আপনাকেও একটি কথা রাখিতে হইবে। আমি যাহাই করি না কেন, তাহাতে আপনি বাধা দিতে পারিবেন না।' শান্তনু এই শর্ত মানিয়া লইলেন। গান্ধর্ব-বিধানে উভয়ের বিবাহ হইয়া গেল। গঙ্গার গর্ভে আটটি পুত্রের জন্ম হইয়াছিল। বশিষ্ঠ ঋষির শাপে অষ্টবসু মনুষ্যলোকে গঙ্গাকে জননীরূপে বরণ করেন। শাপভ্রষ্ট সেই অষ্টবসুই এই আটটি পুত্র। প্রত্যেক পুত্রের জন্মের পরক্ষণেই গঙ্গাদেবী 'হে পুত্র, আমি তোমার প্রীতি উৎপাদন করিতেছি'—এই বলিয়া পুত্রকে গঙ্গাস্রোতে নিক্ষেপ করিতেন। ক্রমে ক্রমে সাতটি পুত্রই এইরূপে নিক্ষিপ্ত হইল। অষ্টম পুত্রের জন্মের পর তাহারও এইরূপ দশা হইবে এই আশঙ্কা করিয়া মহারাজ শান্তনু পত্নীকে বারণ করিলেন। পূর্বকৃত শর্ত ভঙ্গ হওয়ায় গঙ্গাদেবী আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সেই অষ্টম পুত্রই দেবব্রত ভীষ্ম। গঙ্গার অন্তর্ধানে শান্তনু নিতান্ত বিমর্ষচিত্তে কাল কাটাইতে লাগিলেন।[৭]

অনেক বৎসর কাটিয়া গেল। শান্তনু আদর্শ রাজার ন্যায় রাজ্যশাসন করিতেছেন। জননীর তত্ত্বাবধানে থাকিয়াই পুত্র দেবব্রতেরও শিশুত্ব ঘুচিয়াছে, এখন তিনি যুবা। জননী গঙ্গাদেবী তাঁহাকে শান্তনুর হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। শান্তনু পুত্র দেবব্রতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। এইভাবে আরও চারিবৎসর অতিক্রান্ত হইল। একদা শান্তনু যমুনাতীরস্থ অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছেন, কোথা হইতে কিসের সুগন্ধ পাইয়া তাহার হেতু অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনুসন্ধানে দেখিতে পাইলেন, যমুনা নদীতে পরমসুন্দরী এক কন্যা খেয়ানীর কাজ করিতেছে এবং তাহারই শরীর হইতে এই সুগন্ধ বিকীর্ণ হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন—কন্যার পিতা ধীবররাজ কন্যাকে এই কাজে নিযুক্ত করিয়াছেন। শান্তনু কন্যার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া

কন্যাটির পাণিপ্রার্থনা করিলেন। দাশরাজ জানাইলেন—যদি শান্তনু এই কন্যার গর্ভজাত পুত্রকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার দিতে পারেন, তবেই তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। শান্তনু এই প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারিলেন না। তিনি হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু দাশকন্যাকে ভুলিতে পারিলেন না, দিন দিন কৃশ ও মলিন হইতে লাগিলেন। পুত্র দেবব্রত পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার ব্যাধি জানিতে চাহিলে পিতা যাহা বলিলেন, তাহাতে মনোভাব গোপন করিতে চাহিলেও পিতার সলজ্জ কামুকতা পুত্রের নিকট অস্পষ্ট রহিল না। শান্তনু মনোভাব লুকাইতে পারেন নাই। তিনি দেবব্রতকে বলিয়াছেন—"বৎস, তুমিই এই মহৎবংশের একমাত্র সন্তান। তুমি সংগ্রামমত্ত বীরপুরুষ, কখন কি হয়, বলা যায় না। তুমি শতপুত্র হইতেও শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৃথা পুনরায় দারপরিগ্রহ করা আমার অভিপ্রেত নহে। ধর্মবাদিগণ বলেন, 'একমাত্র পুত্র অনপত্যের মধ্যে গণ্য।' যদি তোমার কোন অমঙ্গল ঘটে, তবে এই বংশের ভবিষ্যৎ কি হইবে—এই বিষয়ে সর্বদাই চিন্তিত থাকি।" মহাবুদ্ধি দেবব্রত পিতার মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনিই বৃদ্ধ অমাত্যগণকে সঙ্গে লইয়া দাশরাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। নিজের রাজসিংহাসনের দাবি ত্যাগ এবং আমরণ ব্রহ্মচর্যের প্রতিজ্ঞা করিয়া দাশকন্যা সত্যবতীকে হস্তিনাপুরে লইয়া আসিলেন এবং পিতার সহিত বিবাহ দিলেন। শান্তনু সন্তুষ্ট হইয়া দেবব্রতকে ইচ্ছামৃত্যুর বর দিয়াছিলেন।

সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যের জন্ম হয়। সেই দুই পুত্রকে শিশু রাখিয়াই শান্তনু লোকান্তরিত হন। তিনি ছত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।[৮]

তাঁহার জীবনে কোন বৈচিত্র্য নাই। এক এক করিয়া সাতটি জীবন্ত পুত্রকে গঙ্গাদেবী নদীতে বিসর্জন দিলেন, শান্তনু চুপ করিয়া রহিলেন, বাধা দিতে সাহস করিলেন না, পাছে গঙ্গাদেবী চলিয়া যান। শান্তনুর এই বিমূঢ়তাকে পত্নীপ্রেম বলা যায় কি না ভাবিবার বিষয়। মনে হয়, প্রবৃত্তির স্রোতে তিনি গা ভাসাইয়াছিলেন, তাঁহার চরিত্রে দৃঢ়তা কমই ছিল।

১। আদি ৯৫/৪৪
২। আদি ৯৫/৪৫
৩। আদি ৯৫/৪৬, ৯৭/১৯
৪। আদি ৯৬তম অ।
৫। আদি ১০০তম অ।
৬। আদি ৯৭/২৫
৭। আদি ৯৮তম ও ৯৯তম অ।
৮। আদি ১০০তম ও ১০১তম অ।

দেবব্রত (ভীষ্ম)

দেবব্রত ভীষ্মের চরিত্র মহাভারতের অনেকস্থানে পরিব্যাপ্ত। উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলির মধ্যে তাঁহার চরিত্র অন্যতম।

এক সময়ে বসুগণ বশিষ্ঠের হোমধেনু অপহরণ করিয়াছিলেন। এই অপরাধে বশিষ্ঠের অভিসম্পাতে তাঁহারা মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টবসুর মধ্যে দ্যু-নামক বসুই পরজন্মে দেবব্রতরূপে পরিচিত হন। দেবব্রতের জনক মহারাজ শান্তনু এবং জননী গঙ্গাদেবী।[১] শিশুকালে জননী গঙ্গাদেবীই দেবব্রতের পালন ও শিক্ষাদীক্ষার ভার গ্রহণ করেন। জননীর আদেশে দেবব্রত বশিষ্ঠ হইতে সাঙ্গ বেদ শিক্ষা করেন। ধনুর্বেদে পরশুরাম তাঁহার গুরু।

গঙ্গাদেবী কৃতবিদ্য পুত্রকে স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। শান্তনু দেখিতে পাইলেন—চারুদর্শন মহেন্দ্রসদৃশ পুত্র দিব্যাস্ত্রের অনুশীলন করিতেছেন। গঙ্গাদেবী পুত্রের বিদ্যার বিষয়ে স্বামীকে বলিতেছেন—শুক্রাচার্য এবং বৃহস্পতি যে-সকল শাস্ত্র জানেন, সেই-সকল শাস্ত্র এই পুত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই বীর্যবান্ বশিষ্ঠ হইতে সাঙ্গ বেদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং জামদগ্ন্য রাম যে-সকল শস্ত্রবিদ্যা জানেন তাহার সমস্তই ইহার অধিগত হইয়াছে।[২] এই পরিচয় হইতে জানা যাইতেছে, যুবক দেবব্রত বেদজ্ঞ, সর্বশাস্ত্রবিৎ, রাজধর্মজ্ঞ এবং বলিষ্ঠ রূপবান্ পুরুষ। তাঁহার শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

মহারাজ শান্তনু উপযুক্ত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।[৩] যুবরাজ দেবব্রত রাজকার্যের অনেক কিছু দেখাশোনা করিতেছেন, তাঁহার স্বভাবে ও আচরণে অমাত্যবর্গ এবং পৌরজানপদগণ পরম আহ্লাদিত। পিতা শান্তনুও পুত্রের সহিত চারি বৎসর পরম সুখে অতিবাহিত করিলেন। একদা যমুনাতটে অটবীমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে মহারাজ শান্তনু দিব্য সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া অনুসন্ধানে দিব্যগন্ধা দাশকন্যাকে দেখিতে পাইলেন। সুন্দরীর রূপ-লাবণ্য এবং অঙ্গসৌরভে মুগ্ধ শান্তনু কন্যার পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া কন্যার পাণিপ্রার্থনা করিলেন। ধীবররাজ সসম্ভ্রমে শান্তনুকে জানাইলেন যে, এই কন্যার গর্ভজাত পুত্র ভবিষ্যতে হস্তিনার রাজসিংহাসনের অধিকারী হইবে, এইরূপ প্রতিশ্রুতি পাইলেই তিনি সানন্দে কন্যাদান করিতে পারেন। শান্তনু এই প্রস্তাবে রাজী হইতে পারিলেন না। ধীবরকন্যার অনুপম রূপলাবণ্য স্মরণ করিয়া ক্ষুণ্ণমনে হস্তিনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

শান্তনু তাঁহার এই আধি গোপন রাখিতে পারিলেন না, বিষণ্ণমনে দিন কাটাইতে লাগিলেন। পিতৃভক্ত দেবব্রত পিতার বিষাদের কারণ জানিতে চাহিলে পিতা পুত্রকে যাহা বলিলেন তাহাতে পুত্রের কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। উপযুক্ত পুত্র সত্ত্বেও প্রৌঢ় বয়সে পিতার দারান্তর গ্রহণের অভিলাষকে দেবব্রত ঘৃণার চক্ষে দেখেন নাই, তিনি পিতার এই অভিলাষকেও সঙ্গত বলিয়াই মনে করিয়াছেন।[৪]

দেবব্রত বৃদ্ধ অমাত্যগণ হইতে কন্যার পিতার পণের বিষয় অবগত হইয়া অমাত্যগণসহ

দাশরাজার ভবনে উপস্থিত হইলেন এবং পিতার সহিত বিবাহ দিবার নিমিত্ত সত্যবতীকে প্রার্থনা করিলেন।

পিতৃভক্ত গাঙ্গেয় ধীবররাজ হইতে পণের কথা শুনিয়া ধীরভাবে বলিলেন, 'আপনি যাহা বলিলেন তাহাই হইবে, এই কন্যার গর্ভজাত পুত্রই আমাদের রাজা হইবেন'।

এবমেতৎ করিষ্যামি যথা ত্বমনুভাষসে।
যোঽস্যাং জনিষ্যতে পুত্রঃ স নো রাজা ভবিষ্যতি ॥ আদি ১০০/৮৭

(এই প্রতিজ্ঞার সহিত দেবব্রত আরও বলিয়াছেন, এইপ্রকার প্রতিজ্ঞা কেহ কখনও করে নাই, ভবিষ্যতেও করিতে পারিবে না—'নৈব জাতো ন বাজাত ঈদৃশং বক্তুমুৎসহেৎ'। এই উক্তিতে দেবব্রতের অহমিকা প্রকাশিত হইতেছে। অনেকে বলেন, ইহা বৈশম্পায়নেরই উক্তি, প্রমাদবশতঃ দেবব্রতের উক্তির ভিতরে স্থান পাইয়াছে।)

দেবব্রতের প্রতিজ্ঞা-শ্রবণে সুচতুর ধীবররাজ কহিলেন—আপনি দুষ্কর কর্ম করিয়াছেন। আপনি বরকর্তা হইয়া এখানে আসিয়াছেন, আমার অনুরোধে কন্যাপক্ষের কর্তৃত্বও গ্রহণ করুন। কন্যার দান বিষয়েও আপনাকেই সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রদান করিতেছি। আমার আরও একটি বক্তব্য আছে। আপনি যে প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাহা শুধু আপনাতেই সম্ভবপর। এই প্রতিজ্ঞার যে অন্যথা হইবে না, সেই বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। পরন্তু আপনার যে পুত্র জন্মিবে, তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।

এই কথা শুনিয়া দেবব্রত সকলের সাক্ষাতে দাশরাজকে গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন—আমি সিংহাসনের উত্তরাধিকার পূর্বেই ত্যাগ করিয়াছি, এখন পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিতেছি—

অদ্য প্রভৃতি মে দাশ ব্রহ্মচর্যং ভবিষ্যতি।
অপুত্রস্যাপি মে লোকা ভবিষ্যন্ত্যক্ষয়া দিবি ॥ আদি ১০০/৯৬

—হে দাশরাজ, আজ হইতে আমি ব্রহ্মচর্য-ব্রত গ্রহণ করিলাম, আমি অপুত্রক থাকিলেও অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিব।

দেবব্রতের এই বিস্ময়কর ত্যাগ দর্শনে দাশরাজ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া কহিলেন—আমি আপনার পিতাকেই কন্যাদান করিব। দেবতা ও অপ্সরোগণ অন্তরীক্ষ হইতে দেবব্রতের শিরে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে 'ভীষ্ম' এই উপাধিতে ভূষিত করিলেন। তদবধি যুবরাজ দেবব্রত এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য 'ভীষ্ম' নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ভীষ্ম সত্যবতীকে কহিলেন—মাতঃ, রথে আরোহণ করুন, আমরা গৃহে যাই। এই বলিয়া সত্যবতীসহ হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়া সত্যবতীকে পিতার হাতে সমর্পণ করিলেন। শান্তনু সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং এই অসাধারণ আত্মত্যাগের জন্য পুত্রকে স্বেচ্ছামৃত্যুর বর দিলেন। পিতার সন্তুষ্টির নিমিত্ত দেবব্রতের এই আত্মত্যাগ তুলনারহিত। এই ত্যাগই তাঁহার চরিত্রকে সমধিক মহনীয় করিয়াছে।

এই মহাপুরুষের অসাধারণ শাস্ত্রবিশ্বাস ছিল। পিতার মৃত্যুর পর তিনি গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বারে) পিতার শ্রাদ্ধশান্তি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, পিতৃলোকের উদ্দেশে প্রদেয় পিণ্ড কুশের উপর স্থাপন করিতে হয়। ভীষ্ম পিণ্ডদানের সময় দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পিতা হস্ত প্রসারণ করিয়া যেন পিণ্ড প্রার্থনা করিতেছেন। ভীষ্ম শাস্ত্রানুসারে কুশের উপরেই পিণ্ডদান করিয়াছিলেন, পিতার হাতে দেন নাই। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

পিতা মম মহাতেজাঃ শান্তনুর্নিধনং গতঃ।

তস্য দিৎসুরহং শ্রাদ্ধং গঙ্গাদ্বারমুপাগমম্ ॥
ইত্যাদি। অনু ৮৪/১১-২৩

তাঁহার এই শাস্ত্র-বিশ্বাসের জন্য পিতৃগণ অতীব সন্তোষ লাভ করেন।

এবার ভীষ্ম তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদকে সিংহাসনে বসাইলেন। তিন বৎসর রাজত্ব করার পর এক গন্ধর্বের সহিত যুদ্ধে চিত্রাঙ্গদ প্রাণ হারাইলেন। অতঃপর ভীষ্ম তাঁহার বৈমাত্র অপর ভ্রাতা অপ্রাপ্তবয়স্ক বিচিত্রবীর্যকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া সত্যবতীর আদেশে নিজেই রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তিনিই ভাইদের শিক্ষাদীক্ষার তত্ত্বাবধান করিতেন।

বিচিত্রবীর্যের বয়স হইলে ভীষ্ম তাঁহার বিবাহের নিমিত্ত পাত্রীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন যে, কাশীরাজের তিন কন্যা স্বয়ংবরা হইবেন। বিমাতার অনুমতি লইয়া ভীষ্ম সেই স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হইলেন এবং কাশীরাজের তিনটি দুহিতাকেই বলপূর্বক আপন রথে তুলিয়া লইয়া স্বয়ংবর-সভায় সমাগত নৃপতিগণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। (এই সময়ে ভীষ্ম যৌবন অতিক্রম করিয়াছেন।) এই আকস্মিক ব্যাপার দর্শনে সভামধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। নৃপতিগণ ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু যুদ্ধে ভীষ্মেরই জয় হইল। পরাজিত রাজগণ ক্ষুণ্ণমনে আপন আপন রাজ্যে চলিয়া গেলেন। পরে পথিমধ্যে শাল্বরাজ ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইলেন।

মহাবীর ভীষ্ম কন্যাগণসহ হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া ভ্রাতার বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা সলজ্জস্বরে কহিলেন, 'আমি ইতঃপূর্বে মনে মনে শাল্বরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি। সুতরাং ধর্মতঃ যাহা কর্তব্য হয় করুন।' ধর্মজ্ঞ ভীষ্ম বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া অম্বাকে তাঁহার অভীষ্ট সাধনে অনুমতি দিলেন। (এই কন্যাই পরজন্মে শিখণ্ডিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভীষ্মের মৃত্যুর নিমিত্তীভূত হইবেন।)

অপর দুই কন্যার সহিত বিচিত্রবীর্যের বিবাহ হইয়া গেল। বিচিত্রবীর্য একান্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। স্বল্পকাল মধ্যেই দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগে তাঁহার জীবনের অবসান ঘটিল। দেবব্রত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। সুতরাং কুরুকুলে আপাততঃ কোন সন্তান-সন্ততি রহিল না।[৫]

বংশলোপ হইলে কুলস্ত্রীতে নিয়োগ প্রথায় পুত্রোৎপাদন শাস্ত্রসিদ্ধ ছিল। এই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা অনুসারে সত্যবতী ব্রহ্মচারী ভীষ্মকে অনুরোধ করিলেন, 'তুমি এখন এই রূপযৌবনসম্পন্না বিধবা ভ্রাতৃজায়াদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন কর, তুমি রাজ্যে অভিষিক্ত হও, দারপরিগ্রহ কর, পূর্বপুরুষগণকে নরকে নিমজ্জিত করিও না'।[৬] প্রজাগণ, পুরোহিত, অমাত্যপ্রমুখ ব্যক্তিগণও সিংহাসনে আরোহণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন।[৭]

সত্যব্রত ভীষ্ম মাতাকে যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অসাধারণ সত্যনিষ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,

পরিত্যজেয়ং ত্রৈলোক্যং রাজ্যং দেবেষু বা পুনঃ।
যদ্বাপ্যধিকমেতাভ্যাং ন তু সত্যং কথঞ্চন ॥
ত্যজেচ্চ পৃথিবী গন্ধমাপশ্চ রসমাত্মনঃ।
...
ন ত্বহং সত্যমুৎস্রষ্টুং ব্যবসেয়ং কথঞ্চন ॥ আদি ১০৩/১৫—১৮

—আমি ত্রৈলোক্য পরিত্যাগ করিতে পারি, ইন্দ্রত্বপদ পরিত্যাগ করিতে পারি, ইহা অপেক্ষা স্পৃহনীয় কিছু থাকিলে তাহাও পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু কখনও সত্যকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। যদি পৃথিবী গন্ধ ত্যাগ করে, জল রস ত্যাগ করে, জ্যোতি রূপ ত্যাগ করে,

বায়ু স্পর্শগুণ ত্যাগ করে, সূর্য প্রভা ত্যাগ করে, ধূমকেতু উষ্মা ত্যাগ করে, আকাশ শব্দ ত্যাগ করে, চন্দ্র হিমকিরণ ত্যাগ করেন, ইন্দ্র বিক্রম ত্যাগ করেন, ধর্মরাজ ধর্ম ত্যাগ করেন, তথাপি আমি সত্যকে ত্যাগ করিতে পারিব না।

সত্যবতী ভীষ্মের এই সত্যনিষ্ঠার অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়া একটা কিছু উপায় স্থির করিবার নিমিত্ত ভীষ্মকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় ভীষ্ম নিয়োগ-প্রথার অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শনান্তে মাতাকে বলিলেন—আপনি কোন গুণবান্ ব্রাহ্মণকে নিয়োগ করুন, তিনিই এই বংশকে রক্ষা করিবেন। সত্যবতী তাঁহার প্রথম পুত্র কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের নাম করিলে ভীষ্ম সানন্দে অনুমোদন করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুরের জন্মের পর ভীষ্মই তাঁহাদের জাতকর্মাদি সংস্কার সম্পন্ন করিয়াছেন এবং যথাকালে তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের লালন-পালনের ভারও তিনিই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সময়েও তাঁহাকেই রাজ্যশাসন করিতে হইয়াছে। তাঁহার সু-শাসনে তখন কুরুরাজ্যে ধর্মচক্রের প্রবর্তন হইয়াছিল।

স দেশঃ পররাষ্ট্রাণি বিমৃজ্যাভিপ্রবর্দ্ধিতঃ।
ভীষ্মেণ বিহিতং রাষ্ট্রে ধর্ম্মচক্রমবর্ত্তত ॥ আদি ১০৯/১৪

—সুখে শান্তিতে বাস করিবার নিমিত্ত ভিন্ন রাষ্ট্র হইতেও অনেক শান্তিকাম ব্যক্তি তখন হস্তিনায় বসবাসের উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন। কুরুরাষ্ট্রে ভীষ্মের দ্বারা ধর্মচক্র প্রবর্তিত হইয়াছিল। ('ধর্মচক্র' শব্দটি মহারাজ অশোকের আবিষ্কৃত নহে। মহাভারতেই শব্দটির আদি প্রয়োগ পাওয়া যাইতেছে।)

ধৃতরাষ্ট্রাদির বিবাহ, পাণ্ডুকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা প্রভৃতি সকল দায়িত্বপূর্ণ কাজই ভীষ্মের কর্তৃত্বে সম্পন্ন হইয়াছে। পাণ্ডুর লোকান্তরের পর তাহার পাঁচ পুত্র এবং ধৃতরাষ্ট্রের একাধিক শতপুত্রের শিক্ষার ভারও তাঁহারই উপর ন্যস্ত হইয়াছিল।

ভীষ্ম আচার্য দ্রোণকে পাইয়া সসম্মানে তাঁহাকে নিজপুরীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই সময়ে তিনি আচার্যকে যেভাবে সম্মানিত করিয়াছেন—তাহা বিশেষ গুণগ্রাহিতার পরিচায়ক। প্রার্থী দরিদ্র ব্রাহ্মণকে শিশুদের আচার্যরূপে বরণ করিয়া ভীষ্ম সবিনয়ে বলিতেছেন—

কুরূণামস্তি যদ্ বিত্তং রাজ্যঞ্চেদং সরাষ্ট্রকম্।
ত্বমেব পরমো রাজা সর্বে চ কুরবস্তব ॥
যচ্চ তে প্রার্থিতং ব্রহ্মন্ কৃতং তদিতি চিন্ত্যতাম্।
দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি বিপ্রর্ষে মহান্মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ ॥
আদি ১৩১/৭৮, ৭৯

—কৌরবগণের বিত্ত, রাষ্ট্র প্রভৃতি সকলই আপনার অধীন, আপনি এই রাজ্যের রাজা, কুরুগণ আপনারই অনুগত। আপনার সকল বাসনাই পূর্ণ হইবে। আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনি কৃপা করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন।

ভীষ্ম পৌত্রগণকে আচার্যের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং প্রভূত ধনরত্নের সহিত একখানি অট্টালিকা আচার্যকে দান করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধনের নানাবিধ দুরভিসন্ধির ফলে দুর্যোধনাদি কৌরবগণ এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের মধ্যে বিশেষ মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছে। কৌরবগণ পাণ্ডবগণের বিনাশের নিমিত্ত বিষপ্রয়োগ, জতুগৃহে নির্বাসন প্রভৃতি যে-সকল উপায়

অবলম্বন করিয়াছিলেন, সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে। উপরন্তু পাণ্ডবগণ মহারাজ দ্রুপদের কন্যা কৃষ্ণাকে লাভ করিয়া পাঞ্চালরাজকে পরম আত্মীয়রূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের সহায়-সম্বল বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁহারা হস্তিনায় আসিয়াই প্রাপ্য রাজ্যার্ধ প্রার্থনা করিলেন। কর্ণ পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধ করিবার পরামর্শ দিতে লাগিলেন। এই সময়ে কি কর্তব্য—তাহাই ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ভীষ্ম বলিতেছেন, 'ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডবগণের সহিত বিবাদ করা উচিত নহে। আমার পক্ষে তুমি এবং পাণ্ডু উভয়ই সমান। সুতরাং তোমাদের পুত্রগণও সমভাবেই আমার স্নেহভাজন। দুই পক্ষে যুদ্ধবিগ্রহ হয় ইহা কখনই আমার অভিমত হইতে পারে না। পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিয়া তাহাদিগকে অর্ধেক রাজ্য প্রদান কর।'

অতঃপর মহামতি ভীষ্ম দুর্যোধনকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'বৎস দুর্যোধন, তুমি যেমন রাজ্যকে তোমার পিতৃসম্পত্তিরূপে মনে করিয়া থাক, পাণ্ডবগণও সেইরূপ তাহাদের পৈতৃক বিত্ত বলিয়াই মনে করে। তাহারা যদি রাজ্যাধিকারী না হয়, তবে তুমিই বা হইবে কেন ? তোমার অধিকারের পূর্বেই তাহারা রাজ্যে অধিকারী হইয়াছে। অতএব আমার পরামর্শ এই যে, বিবাদ না করিয়া তাহাদিগকে অর্ধেক রাজ্য ফিরাইয়া দাও। ইহাতে সকলেরই হিত হইবে। আমার বাক্য উপেক্ষা করিলে কাহারও মঙ্গল হইবে না, বিশেষতঃ তোমার পরম অকীর্তি হইবে। কীর্তি রক্ষা কর। নষ্টকীর্তি মনুষ্যের জন্মই নিষ্ফল। ধর্মের অনুসরণ করিয়া স্বীয় পূর্বপুরুষের অনুরূপ কার্যে ব্রতী হও। আমাদের সৌভাগ্যক্রমেই সমাতৃক পাণ্ডবগণ জীবিত রহিয়াছে। পাপাত্মা পুরোচন যে সফলকাম না হইয়াই মারা গিয়াছে, ইহা আমাদেরই ভাগ্যের বল। যে অবধি শুনিয়াছি যে, কুন্তীপুত্রগণ দগ্ধ হইয়াছে, সেই অবধি লজ্জায় উত্তমরূপে কাহারও মুখের দিকে তাকাইতেই পারি না। কুন্তীর সেই অবস্থা জানিয়া লোকে তোমাকে যেমন দোষী বলিয়া মনে করে, পুরোচনকে ততটা দোষী মনে করে না। পাণ্ডবেরা জীবিত থাকাতেই তোমার কলঙ্ক ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। পাণ্ডবগণ জীবিত থাকিতে স্বয়ং বজ্রধারী ইন্দ্রও তাহাদের পৈতৃক সম্পত্তি হরণ করিতে পারিবেন না। যদি আমার প্রিয় কর্ম করিতে অভিলাষ কর, যদি সকলের মঙ্গল চাও, তবে পাণ্ডবগণকে অর্ধেক রাজ্য প্রদান কর।'[৮]

এই উক্তিতে ভীষ্মের যে স্পষ্টবাদিতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অতুলনীয়।

ভীষ্ম, দ্রোণ এবং বিদুরের সৎপরামর্শে ফল হইল। ধৃতরাষ্ট্র ভয়েই হউক, আর যে কারণেই হউক, পাণ্ডবগণকে অর্ধেক রাজ্য দিয়াছেন। পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী নির্মাণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে যুধিষ্ঠির রাজসূয়যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। কর্তব্য কর্মগুলি যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় কি না, তাহার তত্ত্বাবধানের ভার পড়িল ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যের উপর। সামাজিক আচার-ব্যবহারে ভীষ্ম বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই যুধিষ্ঠির তাঁহাকে এই দুরূহ কর্মে বৃত করিয়াছিলেন।

যজ্ঞারম্ভে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, 'হে ভারত, সমাগত রাজগণের যথাযোগ্য অর্চনা কর। আচার্য, ঋত্বিক্, সম্বন্ধী, স্নাতক, প্রিয়পাত্র এবং নৃপতি—এই ছয়জনকে অর্ঘ্য প্রদান করিতে হয়। উপস্থিত রাজন্যগণের প্রত্যেকের নিমিত্ত এক একটি অর্ঘ্য আনয়ন কর। যিনি ইঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁহাকে অগ্রে অর্ঘ্য প্রদান কর।' এই উক্তিতে ভীষ্মের ব্যবহারজ্ঞান, শাস্ত্রজ্ঞান ও লৌকিকতার পরিচয় পরিস্ফুট। সমাগত রাজন্যবৃন্দের মধ্যে কে অর্হণীয়তম, তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নির্দেশ চাহিলে ভীষ্ম—

বার্ষ্ণেয়ং মন্যতে কৃষ্ণমর্হণীয়তমং ভুবি। সভা ৩৬/২৭

—পৃথিবীতে বৃষ্ণিকুলসম্ভব কৃষ্ণকেই পূজ্যতম বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। প্রসঙ্গতঃ কৃষ্ণের সর্বাতিশায়ী তেজোবীর্যেরও কীর্তন করিলেন।

ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে সহদেব কৃষ্ণকে অর্ঘ্যপ্রদান করিলেন। কৃষ্ণও যথাশাস্ত্র অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছেন। এই রাজসূয়সভায়ই সর্বসমক্ষে প্রকাশ্যভাবে ভীষ্মকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের পূজা প্রবর্তিত হইল।

কৃষ্ণদ্বেষী চেদিরাজ শিশুপাল এবং তাঁহার অনুবর্তী একদল নৃপতি কৃষ্ণের এই প্রাধান্য সহ্য করিতে পারিলেন না। শিশুপাল যুধিষ্ঠিরকে ভর্ৎসনা করিয়া সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার অনুবর্তিগণও চলিয়া গেলেন। যুধিষ্ঠিরের অনুনয়-বিনয়ে কোন কাজ হইল না। ভীষ্ম কৃষ্ণের লৌকিক ও অলৌকিক মহিমা কীর্তন করিলেন। অবশেষে বলিলেন, কৃষ্ণকে পূজা করা অন্যায় হইয়াছে বলিয়া যদি চেদিরাজ মনে করেন, তবে তিনি যাহা ভাল বোধ করেন, স্বচ্ছন্দে তাহা করিতে পারেন। সহদেব শিশুপালের স্পর্ধায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। অতঃপর সহদেব অন্যান্য নৃপতিগণকেও পূজা করিয়াছেন। শিশুপাল কাহারও কথায় শান্ত না হইয়া দলবলসহ যজ্ঞ পণ্ড করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। উপস্থিত সঙ্কটে যুধিষ্ঠির প্রমাদ গণিতেছিলেন। যজ্ঞেব যাহাতে বিঘ্ন না হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে তিনি ভীষ্মকে অনুরোধ করিলেন। চেদিরাজের ব্যবহারে ভীষ্ম অতিশয় বিরক্তি বোধ করিতেছিলেন। যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, 'তুমি ভীত হইও না, কুকুর কি কখনও সিংহকে বধ করিতে পারে ? এই দুর্বুদ্ধি চেদিরাজ এবং তাহার সমর্থক নৃপতিবৃন্দের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে। নরব্যাঘ্র শ্রীকৃষ্ণ যাহাদিগকে সংহার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের এইভাবেই বুদ্ধিবিপর্যয় ঘটিয়া থাকে।'

ভীষ্মের বাক্য শুনিয়া শিশুপাল ততোধিক উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তিনি ভীষ্মকে ক্লীব, কুলাঙ্গার প্রভৃতি বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন এবং অশ্রাব্য ভাষায় কৃষ্ণের নিন্দা করিতে লাগিলেন। ভীম শিশুপালের সেইসকল অশিষ্টবচনে পরম ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থে উত্থিত হইলে ভীষ্মই তাঁহাকে বারণ করিলেন। অতঃপর ভীষ্ম শিশুপালের জন্মকথা সকলকে শোনাইলেন এবং বলিলেন যে—এই দুরাত্মা শ্রীকৃষ্ণের হাতেই নিহত হইবে। শিশুপাল নিতান্তই কালগ্রস্ত হইয়াছে। এই দুর্মতি আজ যেভাবে আমাকে অপমানিত করিল, পৃথিবীতে আর কেহ এরূপ করিতে সাহসী হইত না। শিশুপাল কিছুতেই থামিবার পাত্র নহেন। তাঁহার অশিষ্টতা চরমে উঠিল। তিনি ভীষ্ম ও কৃষ্ণের প্রতি নানাবিধ দুর্বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম বলিলেন—আমরা গোবিন্দকে পূজা করিয়াছি। তিনি এখানেই আছেন। শীঘ্র যাঁহার মরিতে সাধ হয়, তিনি চক্রগদাধারী শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করুন। শিশুপাল কৃষ্ণকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন এবং কৃষ্ণকর্তৃক তৎক্ষণাৎ নিহত হইলেন। ভীষ্মের উক্তি সফল হইল।

এই রাজসূয়-প্রকরণে দেখিতে পাই, ভীষ্ম গুণীর সমাদর করিতে জানিতেন এবং বৃথামৎসরী বা ভগবদ্দ্বেষীকে ক্ষমা করিতেন না। তাঁহার অনন্যসাধারণ সহিষ্ণুতাও এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারই বুদ্ধিবলে রাজসূয়যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল। পরিণাম যে এইরূপ ঘটিবে',তাহা তিনি পূর্বেই স্থির করিতে পারিয়াছিলেন। তাই যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

মা ভৈস্ত্বং কুরুশার্দ্দূল শ্বা সিংহং হন্তুমর্হতি ?
শিবঃ পন্থাঃ সুনীতোঽত্র ময়া পূর্ব্বতরং বৃতঃ ॥

সভা ৪০/৬

—হে কুরুশ্রেষ্ঠ, তুমি ভয় পাইও না। কুকুর কি সিংহকে বধ করিতে পারে ? এই বিষয়ে

মঙ্গলজনক পন্থা আমি পূর্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছি।

যোগী দেবব্রতের কৃষ্ণভক্তি তাঁহার চরিত্রকে সমধিক উজ্জ্বল করিয়াছে। কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে তিনি পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন।

শকুনির কপট পাশাখেলার সভায় ভীষ্মও উপস্থিত ছিলেন। যুধিষ্ঠির খেলায় পণ রাখিয়া দ্রৌপদীকে পর্যন্ত হারাইয়াছেন। দুর্যোধনের আদেশে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিতে উদ্যত। দ্রৌপদী জানিতে চাহিলেন, সত্যসত্যই তিনি কৌরবগণের দাসী হইয়াছেন কি না। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রমুখ গুরুজনকেও দ্রৌপদী এই অধর্মের জন্য ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।

ভীষ্ম বলিলেন, 'হে সুভগে, ধর্মতত্ত্ব পরম সূক্ষ্ম। এইহেতু তোমার এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে পারিতেছি না। নিজেই যে অপরের অধীন, সেইরূপ অস্বামী ব্যক্তি পরের সম্পত্তিকে পণ রাখিতে পারে না, অথচ পত্নীর উপরে ভর্তার প্রভুত্বও আছে। যুধিষ্ঠির নিজেই বলিয়াছেন যে, তিনি পরাজিত হইয়াছেন। এই কারণে আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেছি না।'

প্রকৃতপক্ষে দ্রৌপদী পরাজিতাই হইয়াছেন, কিন্তু এই অপ্রিয় সত্য বলা উচিত নহে বিবচনায় ভীষ্ম কিছুই বলিলেন না। ইহাতে তাঁহার সত্যনিষ্ঠা প্রকাশ পাইলেও আমাদের বিবেচনায় এই ব্যাপারে ভীষ্মচরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছে। শকুনির কপট দ্যূতক্রীড়া, দুর্যোধন কর্ণ প্রভৃতির অশ্রাব্য উক্তি, কুলবধূর উপর অত্যাচার—এইসকল ব্যাপারে তাঁহার উপস্থিত থাকা উচিত হইয়াছে কি না চিন্তনীয়। ইচ্ছা করিলে তিনি তখনই সভাস্থল ত্যাগ করিতে পারিতেন। দুর্যোধনের অন্নপুষ্ট হইলেও তাঁহার ন্যায় সর্বত্যাগী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ শুধু উদরান্নের নিমিত্ত কেন এই গ্লানি সহ্য করিলেন, বুঝিতে পারি না। পরে নানাবিধ অকল্যাণসূচক দুর্নিমিত্ত দেখিয়া তিনি সভাগৃহ ত্যাগ করিয়াছেন।[৯] এই সময়ে ইচ্ছা করিলে তিনি দুর্যোধন কর্ণ প্রভৃতিকে সময়োচিত উপদেশও দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি কিছুই করেন নাই। নিরাসক্ত দ্রষ্টা হইয়া এই অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য ব্যবহারের সহিত এই অংশের সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

পাণ্ডবগণের দ্বৈতবনে বাসকালে দুর্যোধনাদি ঘোষযাত্রা (দ্বৈতবনের গোপালক-পল্লীতে যাত্রা) করেন। উদ্দেশ্য ছিল, নিজেদের ঐশ্বর্য প্রদর্শন করিয়া বনবাসী পাণ্ডবগণের মনে কষ্ট দেওয়া। পরন্তু বিপরীত ফল ফলিল। মদমত্ত দুর্যোধন প্রভৃতি চিত্ররথ গন্ধর্ব কর্তৃক বন্দী হইলেন এবং পাণ্ডবগণের অনুগ্রহেই মুক্তিলাভ করিলেন। এইবার তাঁহারা হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসিলে একদিন ভীষ্ম দুর্যোধনকে বলিলেন—আমি তোমাদের যাত্রার কথা শুনিয়া পূর্বেই নিষেধ করিয়াছিলাম। ধর্মজ্ঞ পাণ্ডবগণ তোমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন, ইহাতে কি লজ্জা হয় না ? পাণ্ডবগণের বিক্রম তো প্রত্যক্ষ করিলে ? কর্ণ শকুনি প্রভৃতির উপর নির্ভর করিও না। আমার উপদেশ শোন —পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিয়া থাকিলেই এই বংশের মঙ্গল হইবে। ভীষ্মের বচন অরণ্যরোদনে পর্যবসিত হইল। দুর্যোধন অট্টহাস্যে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া সদলবলে চলিয়া গেলেন। ভীষ্ম দুর্যোধনের ঔদ্ধত্য ও অশিষ্টতায় নিতান্ত লজ্জিত হইয়াই ক্ষুণ্ণমনে নিজ গৃহে গমন করিলেন।[১০]

তাঁহার অন্তরে কুরুকুলের মঙ্গলকামনা সতত জাগরূক ছিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, দুর্যোধনের ঈর্ষাতেই কুরুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

পাণ্ডবগণের বনবাসকাল শেষ হইতে চলিল।

অজ্ঞাতবাসের এক বৎসরের মধ্যে পরিজ্ঞাত হইলে পুনরায় পাণ্ডবগণ বার বৎসর বনে

বাস করিবেন—এই ভরসায় দুর্যোধন চর্তুদিকে নিপুণ চর প্রেরণ করিলেন। দুর্যোধনের গুপ্তচরেরা বহু অন্বেষণ করিয়াও কোন খবর বাহির করিতে পারিল না। দুঃশাসন প্রভৃতি কেহ কেহ ভাবিলেন, পাণ্ডবরা হয়ত ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু কর্তৃক নিহত হইয়াছেন। দুর্যোধন এই কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রমুখ প্রধানগণকে কর্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে ভীষ্ম বলিলেন—পাণ্ডবগণ সর্বলক্ষণসম্পন্ন, সাধুব্রত, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, ক্ষত্রধর্মপর, সত্যব্রত, কৃষ্ণের অনুগত, বীর্যবান্ এবং মহাত্মা। সুতরাং কোন কারণেই তাঁহাদের কোন অমঙ্গল ঘটিবে না। তাঁহারা আপন বীর্যে ও ধর্মবলে সুরক্ষিত। তাঁহারা প্রতিজ্ঞাত সময়ের অপেক্ষা করিতেছেন। ইহা নিশ্চিত বলিতে পারি যে, তাঁহারা বিনষ্ট হন নাই। রাজা যুধিষ্ঠির যে নগরে বা জনপদে বাস করিবেন, সেখানকার লোকসকল দানশীল, প্রিয়ভাষী এবং সত্যপ্রিয় হইবে। সেখানে সর্ববিষয়েই কল্যাণ বিরাজ করিবে। নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণ কোথাও ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছেন। সাধারণ চরেরা কি পাণ্ডবদের সন্ধান পাইবে?[১১]

লোকচরিতজ্ঞ ভীষ্মের কথাই যে সত্য, তাহা পরে দেখা গিয়াছে। পাণ্ডবগণকে তিনি ভালরূপেই চিনিতে পারিয়াছিলেন।

দুর্যোধন বিরাটরাজার ষাট হাজার গরু হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ মহারথিগণও এই কাজে দুর্যোধনের সহায় ছিলেন। গোপাধ্যক্ষ মৎস্যপুরীতে এই সংবাদ জানাইলে ক্লীববেশধারী অর্জুন এবং বিরাটপুত্র উত্তর কুরুপক্ষের নিকট হইতে গোধন প্রত্যাহরণ করিবার নিমিত্ত নগর হইতে নির্গত হইলেন। ক্লীববেশধারী অর্জুনকে দেখিয়াই ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ বীরগণ চিনিতে পারিয়াছেন। দেবদত্ত-শঙ্খের মহানিনাদ এবং গাণ্ডীবের প্রচণ্ড নির্ঘোষ শুনিয়াই দ্রোণাচার্য অর্জুনের প্রশংসা করিয়া ভবিষ্যৎ পরাজয়ের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। অভিমানী কর্ণ এই প্রশংসাবাদ সহ্য করিতে না পারায় দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কর্ণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। ভীষ্ম মধ্যস্থ হইয়া সাধুবাদে দুই পক্ষের বিবাদ মিটাইয়া দিলেন।[১২] ভীষ্মের গুরুগম্ভীর ভাব ও নিরপেক্ষতা সর্বত্রই চোখে পড়ে।

প্রতিজ্ঞাত এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের পূর্বেই অর্জুন সর্বসমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া দুর্যোধন মনে করিলেন। কাল পূর্ণ হইবার পূর্বে প্রকাশিত হইলে পুনরায় পূর্ববৎ বার বৎসর বনে এবং এক বৎসর অজ্ঞাতভাবে বাস করিতে হইবে, এইরূপ পণ ছিল। দুর্যোধন মনে মনে উল্লসিত হইয়াই ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্যকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।[১৩] দ্রোণাচার্যের অনুরোধে ভীষ্ম গণনা করিয়া দেখিলেন, বনবাসের এবং অজ্ঞাতবাসের তের বৎসর সময়ের মধ্যে পাঁচটি মলমাস গিয়াছে এবং তদুপরি আরও বার দিন অতিক্রান্ত হইয়াছে।[১৪] চান্দ্রগণনায় এই মাস গৃহীত হইয়াছিল। দুর্যোধন সৌরগণনায় পরের বিজয়াদশমী পর্যন্ত প্রতিজ্ঞাত অজ্ঞাতবাসের সময় বলিয়া মনে করিতেছিলেন। পরন্তু গ্রীষ্মকালেই বিরাটের গোহরণের সময় অর্জুন আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। এই গণনাতে ভীষ্মের গণিতশাস্ত্রে অভিজ্ঞতার কথা জানা যাইতেছে। অর্জুনের সহিত যুদ্ধে সকলেরই পরাজয় ঘটিল। ভীষ্মও পরাজিত হইলেন। রথের সারথি অতি কষ্টে সংজ্ঞাহীন ভীষ্মকে লইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল।[১৫] পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া ভীষ্ম রণক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন। তখন সকল যোদ্ধাদের সহিতই অর্জুনের প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিল। অর্জুন ঐন্দ্রাস্ত্র প্রক্ষেপ করিলে একমাত্র ভীষ্ম ছাড়া আর সকলেই মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভীষ্ম এই অস্ত্রের প্রতিষেধ জানিতেন। দুর্যোধন সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, অর্জুন ব্যূহ হইতে নিক্রান্ত হইয়া গিয়াছেন। তখন তিনি পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন—অর্জুন আপনার হাত

হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইল ? এখন ইহাকে এমনভাবে প্রহার করুন, যাহাতে মুক্ত হইতে না পারে। ভীষ্ম হাসিয়া বলিলেন—এতক্ষণ তোমার এই বুদ্ধি ও বীরত্ব কোথায় ছিল ? অর্জুন ধর্মপরায়ণ বলিয়া এই যুদ্ধে সকলেই প্রাণে বাঁচিয়াছি। আর সাহসে কাজ নাই, সত্বর হস্তিনায় পলায়ন কর, অর্জুনও বিরাটের গো-ধন লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হউন।[১৬]

এই প্রকরণে ভীষ্মের তীক্ষ্ণ রসিকতা এবং সদুপদেশ লক্ষ্য করিবার বিষয়। গোহরণে কেন যে তিনি দুর্যোধনের সঙ্গী হইলেন, ইহা বোঝা কঠিন। তাঁহার ন্যায় বীর এবং শান্তপ্রকৃতি মহামতির পক্ষে এই দুষ্কার্যে যোগ দেওয়া উচিত হয় নাই। তবে এই প্রকরণে ভীষ্মচরিত্রের একটি মহত্ত্বও ফুটিয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধ-পরাজয়ের গ্লানি তাঁহার চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। পরাজয়ের পরমুহূর্তেই তিনি সহাস্য পরিহাসে দুর্যোধনের প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন এবং অর্জুনের বিস্তর প্রশংসা কীর্তন করিয়াছেন। বিরাটদুহিতা উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ হইয়াছে। পাণ্ডবগণ বিরাটের উপপ্লব্য-নামক নগরে বাস করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত আছেন। পাণ্ডবদের অর্ধেক রাজ্য পাইবার নিমিত্ত এবং বিরোধ মিটাইবার নিমিত্ত দ্রুপদরাজার পুরোহিত দূতরূপে হস্তিনায় প্রেরিত হইয়াছেন। পুরোহিত কুরুসভায় উপস্থিত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। পরন্তু ব্রাহ্মণের ভাষা কিছু তীক্ষ্ণ হইল, ব্রাহ্মণ সরসভাবে প্রস্তাবটি উত্থাপন করিতে পারিলেন না। ভীষ্ম ব্রাহ্মণের প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইলেন, ব্রাহ্মণের বাক্য যে অতিশয় কঠোর হইয়াছে তাহাও বলিতে ছাড়িলেন না। ইহাও বলিলেন যে—ব্রাহ্মণ্যহেতুই বোধ করি, আপনার বচন এত তীক্ষ্ণ।

কর্ণ সন্ধির প্রস্তাবকে একেবারেই অগ্রাহ্য করিলেন, পাণ্ডবদের নিন্দাকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্ববীর্যের কিঞ্চিৎ আস্ফালনও করিলেন। ভীষ্ম কর্ণের চাপল্যের উত্তরে গম্ভীরভাবে বলিলেন—হে কর্ণ, বৃথা শ্লাঘা করা উচিত নহে। তোমার কি মনে নাই যে, গোহরণের সময় একাকী অর্জুন আমার ছয়জন রথীকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের সমুচিত বাক্যকে উপেক্ষা করিলে শীঘ্রই পার্থের শরে ধরাশায়ী হইতে হইবে।[১৭]

কিছুতেই কিছু হইল না। যুধিষ্ঠিরের সন্ধির প্রস্তাব দুর্যোধনের নিকট উপেক্ষিত হইল। ধৃতরাষ্ট্রপ্রেরিত সঞ্জয়ের মুখে অর্জুনের বীরবাণী শ্রবণ করিয়া পুনরায় ভীষ্ম অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের পূর্বজন্মে নরনারায়ণত্ব দুর্যোধনকে স্মরণ করাইলেন। তাঁহাদের বীরত্ব কীর্তন করিলেন এবং আত্মঘাতী কলহের ভবিষ্যৎ চিত্র তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। কর্ণ পুনরায় স্বীয় বীরত্বের আস্ফালন করিতে লাগিলেন। অগত্যা ভীষ্ম মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—কর্ণ পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন যে, তিনি পাণ্ডবগণকে বধ করিবেন, কিন্তু আমি মনে করি, কর্ণ বীরত্বে পাণ্ডবগণের ষোড়শাংশও নহেন। তোমার দুরাত্মা পুত্রগণের সকল দুর্নীতির মূলেই এই দুর্মতি সূতপুত্রকে কারণ বলিয়া জানিবে। পাণ্ডবগণের শক্তির কাছে কর্ণ, দুর্যোধন প্রভৃতি যে কত অসহায়, তাহা ঘোষযাত্রায় এবং বিরাটনগরে পরীক্ষিত হইয়াছে। তুমি সতর্ক হও, ইহাদের মিথ্যা আশ্বাসে যুদ্ধ কামনা করিও না।[১৮]

পুনরায় ভীষ্ম কর্ণের শ্লাঘা শুনিয়া তাঁহাকে সদুপদেশ দিয়াছেন।[১৯] কিন্তু তাঁহার উপদেশ নিষ্ফল হইয়াছে। ভীষ্ম বুঝিতেছিলেন যে, দুর্যোধন কর্ণের মন্ত্রণায়ই চালিত হইতেছেন। কর্ণের বাহুবলের উপরেই তাঁহার সমস্ত ভরসা। ধৃতরাষ্ট্রও কর্ণের বীরত্বে বিশেষ আস্থাবান্। তাই কোনও উপায়ে কর্ণের যুদ্ধোদ্যম নিরস্ত করিতে পারিলেই এই আত্মঘাতী সংগ্রাম আরব্ধ হইবে না।

উভয় পক্ষেই যুদ্ধের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। সন্ধির কোন চেষ্টাই সফল হয় নাই। শেষবারের মত সন্ধির চেষ্টার নিমিত্ত উপপ্লব্য হইতে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দূতরূপে

হস্তিনায় আসিয়াছেন। মন্দমতি ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে অর্থের দ্বারা বশীভূত করিয়া পাণ্ডবপক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টায় আছেন। দুর্যোধন কৃষ্ণকে বন্দী করিয়া রাখিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।[২০]

ভীষ্ম এই সময়েও ধৃতরাষ্ট্রকে সময়োচিত উপদেশ দিয়াছেন। ভীষ্ম বলিলেন—ধৃতরাষ্ট্র, তোমার এই মন্দবুদ্ধি পুত্রের নিতান্তই মতিভ্রম ঘটিয়াছে। তুমিও সুহৃদ্‌গণের বাক্য তুচ্ছ করিয়া এই পাপাত্মারই অনুবর্তন করিতেছ। অধিক কি বলিব, এই দুরাত্মা যদি কৃষ্ণের কোনপ্রকার অপমান করে, তবে অমাত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত ক্ষণকাল মধ্যেই বিনষ্ট হইবে। আমি আর এইসকল অভদ্র বচন শুনিতে ইচ্ছা করি না। এই কথা বলিয়া পরম ক্রোধে ও ক্ষোভে তিনি সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।[২১]

ভীষ্ম ভাবিতেছিলেন, কৃষ্ণের অবমাননায় হয়তো পুনরায় শিশুপালবধের ন্যায় কাণ্ড ঘটিতে পারে। তাই বেশী উপদেশ না দিয়া দুর্যোধনের হঠকারিতার চরম ফল কি হইতে পারে, তাহাই শোনাইয়া দিয়া সভা ত্যাগ করিলেন। এই দৃশ্যে তাঁহার গাম্ভীর্য, বিজ্ঞতা ও তেজস্বিতা সমভাবে লক্ষ্য করা যায়।

শ্রীকৃষ্ণের সকল তথ্য-বচনই নিরর্থক হইল। গর্বিত দুর্যোধন কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ ভাবী যুদ্ধের ভীষণ পরিণতির কথা শোনাইলে পুত্রস্নেহাতুর দুষ্টবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র ভীত হইয়া পড়িলেন। পুত্রকে সৎপথে আনিতে পারেন কি না—সেই চেষ্টা করিবার নিমিত্ত দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারীকে সভামধ্যে আনাইলেন। গান্ধারী স্বামীকেও ভর্ৎসনা করিতে ছাড়িলেন না, দুর্যোধনকেও সন্ধির নিমিত্ত প্রচুর উপদেশ দিলেন এবং পরিণাম চিন্তা করিয়া নানা ভয়ও দেখাইলেন। সব কিছুই ব্যর্থ হইল। বিফলকাম শ্রীকৃষ্ণ উপপ্লব্যে যাইবার পূর্বে বিদুরের গৃহে পিসীমাতা কুন্তীর সহিত দেখা করিতে যাইয়া সকল বৃত্তান্ত তাঁহাকে জানাইলেন। কুন্তীদেবী ক্ষত্রধর্মরতা বহুশ্রুতা বিদুলার পুত্রানুশাসনের ইতিহাস শুনাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে কেশব, তুমি পাণ্ডবগণকে বীরাঙ্গনার এই উপদেশ শোনাইবে, পুনঃ পুনঃ আমাদের দুর্গতির কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইবে।[২২]

কুন্তীর বাক্য শুনিলে ভীমার্জুনের প্রতিজ্ঞা যে কিরূপ দৃঢ় হইবে, ভীষ্ম এবং দ্রোণ তাহার ভীষণতা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা উন্মার্গগামী দুর্যোধনকে পথে আনিতে পারেন কি না—এই সম্বন্ধে শেষবারের মত চেষ্টা করিলেন। দুর্যোধনকে বলিলেন—হে পুরুষব্যাঘ্র, কুন্তীদেবী কেশবের নিকট যে-সকল অত্যুগ্র অর্থবৎ বাক্য বলিয়া দিলেন, তাহা শুনিতে পাইয়াছ? বাসুদেবের প্রিয়পাত্র পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই জননীর বাক্য পালন করিবেন। রাজ্য না পাইলে তাঁহারা কিছুতেই শান্ত হইবেন না। দ্যূতসভায় দ্রৌপদীর উপর যে অত্যাচার করিয়াছিলে, শুধু ধর্মপাশে বদ্ধ থাকায়ই তাঁহারা পত্নীর সেই অপমান সহ্য করিয়াছেন। কৃতাস্ত্র ধনঞ্জয়, কৃতনিশ্চয় বৃকোদর, বলবীর্যবান্ নকুল এবং সহদেব, অর্জুনের গাণ্ডীব, অক্ষয় তূণীর-যুগল, কপিধ্বজ রথ এবং বাসুদেব যাহার পক্ষে, সেই যুধিষ্ঠির কখনও এই অন্যায়কে ক্ষমা করিবেন না। বিরাটনগরে একাকী পার্থ আমাদের সকলকে পরাজিত করিয়াছেন, ইহা তো প্রত্যক্ষই করিয়াছ। ঘোরকর্মা নিবাতকবচ দানবগণ যাহার বাণে দগ্ধ হইয়াছে, ঘোষযাত্রায় কর্ণ প্রভৃতি বীরগণ এবং কবচধারী ও রথারূঢ় তুমি যাহার বাহুবলে মুক্ত হইয়াছিলে, তাহার বীরত্বের কথা বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই। হে ভারত, ভ্রাতৃবর্গে মিলিত হইয়া পাণ্ডবদের সহিত সন্ধি স্থাপন কর। মৃত্যুর গ্রাস হইতে এই পৃথিবীকে রক্ষা কর। যুধিষ্ঠির তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ধর্মশীল, বৎসল, প্রিয়বাক্ এবং পণ্ডিত। অতএব পাপচিন্তা ত্যাগ করিয়া তাহার সহিত মিলিত হওয়াই তোমার উচিত। মিলিত হইলেই তোমার কল্যাণ

হইবে। ভ্রাতৃগণের সহিত একযোগে সমস্ত পৃথিবী শাসন কর। যুদ্ধার্থ সমাগত নৃপতিবৃন্দ হর্ষভরে-পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া আপন আপন স্থানে গমন করুন। সুহৃদ্‌গণের হিতবচন শ্রবণ কর, যুদ্ধ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যুদ্ধ ঘটিলে ক্ষত্রিয়কুলের অবশ্যম্ভাবী বিনাশ উপস্থিত হইবে, সেইরূপ দুর্নিমিত্ত প্রকাশ পাইতেছে। বিশেষতঃ আমাদের পুরীতেই দুর্নিমিত্তের সমধিক প্রাদুর্ভাব। জ্যোতিঃসমূহ প্রতিকূল, পশুপক্ষিগণ দারুণভাব ধারণ করিয়াছে। আরও বিবিধ উৎপাত দেখা যাইতেছে—যেগুলি ক্ষত্রনাশন বলিয়া মনে হয়। হে মহাবাহো, তোমার জনক-জননী এবং আমাদের ন্যায় হিতৈষীর পরামর্শ গ্রহণ কর। যদি একান্তই সুহৃদ্‌বর্গের বাক্যে কর্ণপাত না কর, তবে আপন বাহিনীকে পার্থের বাণে প্রপীড়িত দেখিয়া অনুতপ্ত হইবে। তেজস্বী ভীমসেনের ভীষণ গর্জন এবং গাণ্ডীবের প্রচণ্ড নিঃস্বন শ্রবণ করিয়া আমার এইসকল বাক্য অবশ্যই স্মরণ করিবে। আমার কথা না শুনিলে যাহা বলিলাম তাহা নিশ্চিতই ফলিবে।[১৩]

উপরি-উক্ত উপদেশের যুক্তি এবং ভাব অতুলনীয়। তাঁহার এই সারগর্ভ উপদেশরূপ জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা মদান্ধ দুর্যোধনের চক্ষু উন্মীলিত করিতে পারে নাই।

শ্রীকৃষ্ণ উপপ্লব্য-নগরে প্রত্যাবর্তন করিয়া পাণ্ডবগণের নিকট দৌত্য-কর্মের সকল বৃত্তান্তই বর্ণনা করিয়াছেন। কুরুসভায় শ্রীকৃষ্ণের মুখে শান্তির বাণী শুনিয়াই দুর্যোধন হাসিয়া উঠিলেন। ইহাতে ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার ভিতরে নিজের কথাও কিছু রহিয়াছে। তিনি একস্থানে বলিয়াছেন—

প্রতিজ্ঞাং দুষ্করাং কৃত্বা পিতুরর্থে কুলস্য চ।
অরাজা চোর্দ্ধরেতাশ্চ যথা সুবিদিতং তব।
প্রতীতো নিবসাম্যেষ প্রতিজ্ঞামনুপালযন্॥ উ ১৪৭।২০

—কুলরক্ষা এবং পিতার অভিলাষ পূরণের নিমিত্ত আমি দুষ্কর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞা-রক্ষার্থ আমি যে রাজা হই নাই এবং ঊর্ধ্বরেতাঃ হইয়া আছি, ইহা তোমাদের সুবিদিত। 'আমি প্রতিজ্ঞা পালন করিতেছি' এই তুষ্টিতেই আনন্দে কাল কাটাইতেছি।

ভীষ্মের এই উক্তি হইতে জানা যাইতেছে, রাজত্ব না পাওয়ার দরুন তাঁহার মনে কোন ক্ষোভ নাই। নিয়তির বিধানে বার-বার তাঁহাকেই কুরুরাজ্য চালনা করিতে হইয়াছে, কিন্তু সিংহাসন তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। প্রতিজ্ঞাপালনের আনন্দেই তিনি ঐহিক ভোগে অনাসক্ত। কুরুরাজ্যে তিনি একজন উত্তম সেবকমাত্র। এই সেবার গৌরব তাঁহাকে রাজাধিরাজ হইতেও গৌরবান্বিত করিয়াছে।

আচার্য দ্রোণের উক্তি হইতে জানা যায়, মহারাজ পাণ্ডু যখন সস্ত্রীক অরণ্য-ভ্রমণে গমন করেন, তখন অধীন রাজন্যবর্গের দেখাশোনার ভার পড়িয়াছিল সন্ধিবিগ্রহজ্ঞ মহাতেজাঃ ভীষ্মের উপর।[১৪]

শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখ বীরপুরুষদের বাহুবলের ভরসাতেই দুর্যোধন পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইতেছেন, কিছুতেই সন্ধির প্রস্তাবে কর্ণপাত করিতেছেন না। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—

কৃতমিত্রাঃ কৃতবলা ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ পরন্তপ।

বলবত্তাং হি মন্যন্তে ভীষ্মদ্রোণ-কৃপাদিভিঃ॥ উ ৭৩।৭

—হে শত্রুতাপন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ মিত্র ও সৈন্যাদি সংগ্রহ করিয়াছেন। ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখ বীরগণের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা নিজকে সমধিক বলবান্ বলিয়া মনে করিতেছেন।

কৃষ্ণের এই অনুমান যে সম্পূর্ণ সত্য, ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনসংবাদে দুর্যোধনের মুখেই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। পিতার চিত্তে আশা সঞ্চারের নিমিত্ত দুর্যোধন বলিয়াছেন—

পুরৈকেন হি ভীষ্মেন বিজিতাঃ সর্ব্বপার্থিবাঃ।

স ভীষ্মঃ সুসমর্থোঽয়মস্মাভিঃ সহিতো রণে।
পরান্ বিজেতুং তস্মাত্তে ব্যেতু ভীর্ভরতর্ষভ ॥ ইত্যাদি।

উ ৫৫/২০-২২, ৪৬-৪৮

—কাশীরাজকন্যাগণের স্বয়ংবর-সভায় যে ভীষ্ম একাকী সকল নৃপতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, সেই ভীষ্ম আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করিবেন। তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। পিতামহ ভীষ্ম শান্তনু হইতেও অধিক বলশালী। তিনি ব্রহ্মর্ষিসদৃশ এবং দেবতাদেরও ভীতিজনক, বিশেষতঃ তিনি ইচ্ছামৃত্যু। তাঁহাকে কে নিধন করিতে পারে ? এরূপ বীরপুরুষ সহায় থাকিতে ভীত হইবার কারণ কি ?

দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারীও দুর্যোধনের এই মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিয়াছেন—

যচ্চ ত্বং মন্যসে মূঢ় ভীষ্মদ্রোণকৃপাদয়ঃ।
যোৎস্যন্তে সর্বশক্ত্যেতি নৈতদদ্যোপপদ্যতে ॥ ইত্যাদি।

উ ১২৯।৫১—৫৩

—হে মূঢ়, তুমি মনে করিতেছ—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রমুখ বীরগণ সর্বশক্তি নিয়োগ কবিযা তোমাব পক্ষে যুদ্ধ করিবেন, তাহা কখনও সম্ভবপর হইবে না। তাঁহাদেব পক্ষে তোমরা এবং পাণ্ডবগণ সকল বিষয়েই সমান, পরন্তু পাণ্ডবেরা ধর্মপরায়ণ। যদি রাজপ্রদত্ত অন্ন ভোগ করিতেছেন বলিয়া ইঁহারা যুদ্ধে যোগ দেন, তবে বরং প্রাণ ত্যাগ করিবেন, তথাপি যুধিষ্ঠিবের মুখের দিকে লজ্জায় চাহিতে পারিবেন না।

দুর্যোধনের এই মনোভাব বুদ্ধিমান্ সকলেই বুঝিতে পারিতেন। মহামতি বিদুব ক্ষোভে ও দুঃখে পিতৃস্থানীয় ভীষ্মকে একদিন ভর্ৎসনাও করিযাছেন। তিনি বলিয়াছেন—'নষ্টপ্রায় কৌরববংশকে তুমিই পুনরুদ্ধার করিয়াছিলে। আমি পুনঃপুনঃ বিলাপ কবিতেছি, কিন্তু তুমি তাহা উপেক্ষা করিতেছ। লোভী দুর্যোধনের অভিপ্রায়কে অতিক্রম কবিতে তুমিও পারিতেছ না, তুমি জীবিত থাকিতে সেই কুলাঙ্গার দুর্যোধন এই বংশের কে ? এই অনার্য অকৃতজ্ঞ লোভীর দোষেই কুরুকুল বিনষ্ট হইবে। হে মহারাজ, এই বংশকে রক্ষা কর। আমি এবং ধৃতরাষ্ট্র তো শুধু তোমার চিত্রিত আলেখ্যমাত্র, তুমিই সব কিছু করিতেছ। মহারাজ, তোমার রক্ষিত এই কুল যেন তোমারই উপেক্ষায় বিনষ্ট না হয়। আজ এই দুর্দিনে যদি তোমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়া থাকে, তবে ধৃতরাষ্ট্র এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া বনে যাত্রা কর। অথবা এই দুর্মতি দুর্যোধনকে বন্দী করিয়া তুমিই পাণ্ডবগণের সাহায্যে এই রাজ্য শাসন কর। হে রাজশার্দূল, প্রসন্ন হও, অগণিত নৃপক্ষয় ও কুলক্ষয় নিবারণ কর।'[২৫]

বিদুরের এই কাতর প্রার্থনার সুরে মনে হয়, ভীষ্ম ইচ্ছা করিলে দুর্যোধনকে নিগৃহীত করিয়াও পাণ্ডবদিগকে তাঁহাদের প্রাপ্য ন্যায্য অংশ দিতে পারিতেন। এতখানি করুন বা না করুন, অন্ততঃ 'অন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধ করিতে আমার ইচ্ছা নাই' এইকথা বলিয়াও তিনি দুর্যোধনকে অনায়াসেই ভয় দেখাইতে পারিতেন। দুর্যোধন যে তাঁহার বাহুবলকেই প্রধান সম্বল বলিয়া মনে করিতেছেন, তাঁহার ন্যায় মহামতি পুরুষের পক্ষে ইহা অনুমান না করিবার কথা নহে।

কৌরবসভায় দৌত্যকর্মে ব্যর্থকাম হইয়া কৃষ্ণ উপপ্লব্যে ফিরিয়া গিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—দুর্বুদ্ধি দুর্যোধন কোন কথাই গ্রাহ্য করে না। ভীষ্ম, বিদুর প্রমুখ ব্যক্তিগণের শান্তির বাণীতেও কর্ণপাত করে না। দুরাত্মা কর্ণকে সহায়রূপে পাইয়া তাহার ঔদ্ধত্য সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। সেই পাপাত্মা আমাকেও বন্দী করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সফলকাম হয় নাই।

ন চ ভীষ্মো ন চ দ্রোণো যুক্তং তত্রাহতুর্ব্বচঃ।
সর্বে তমনুবর্ত্তন্তে ঋতে বিদুরমচ্যুত ॥ উ ১৫৩।১১

—ভীষ্ম এবং দ্রোণ দুর্যোধনকে অনেক হিতবচন বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু যতটুকু বলা উচিত ছিল, ততটুকু বলেন নাই। একমাত্র বিদুর ব্যতীত সকলেই দুর্যোধনের অভিপ্রায়ের অনুবর্তন করেন।

তীক্ষ্ণমতি শ্রীকৃষ্ণের নিকট ভীষ্ম ও দ্রোণের পরোক্ষ অনুমোদন গোপন থাকে নাই। ভীষ্ম এবং দ্রোণ যে পাপমতি দুর্যোধনের পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করিবেন, কৃষ্ণ উভয়ের মৌনভাব হইতেই তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। তাই ভীষ্ম দুর্যোধনকে এত উপদেশ দিযাও পরোক্ষে প্রশ্রয় দিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ ইহাই মনে করিয়াছেন।

অন্যথা কৃষ্ণ কি করিয়া ভীষ্মের বচনকে 'অযুক্ত' বলিতে পারেন? এই অংশেও ভীষ্মচরিত্রের একটি দুর্বল দিক্ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যুদ্ধের তোড়জোড় চলিতেছে। দুর্যোধনের পক্ষে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সংগৃহীত হইয়াছে। দুর্যোধন স্বপক্ষীয় নৃপতিবৃন্দের সহিত ভীষ্ম-সকাশে উপস্থিত হইয়া সেনাপতিত্ব স্বীকারের নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইলে ভীষ্ম উত্তর করিলেন—হে নরাধিপ, আমি পাণ্ডবগণকে শ্রেয়োবিষয়ে উপদেশ দিব এবং তোমার পক্ষে যুদ্ধ করিব—ইহা স্থির করিয়াছি। নরব্যাঘ্র ধনঞ্জয় ব্যতীত আমার সমান যোদ্ধা কোথাও দেখিতে পাই না। তিনিও সাক্ষাৎ-সমরে আমাকে জয় করিতে পারিবেন না। ক্ষণকাল মধ্যেই আমি এই জগৎকে মনুষ্যশূন্য করিতে পারি, কিন্তু আমি পাণ্ডুর পুত্রগণকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি না। আমি প্রত্যহ দশ হাজার সৈন্য নিধন করিব। হে রাজন্, আরও একটি কথা বলিতে চাই, হয় কর্ণ পূর্বে যুদ্ধ করুন, অথবা আমি করি। এই সূতপুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে আমার সহিত সতত স্পর্ধা করিয়া থাকেন।

কর্ণও প্রতিজ্ঞা করিলেন, ভীষ্ম জীবিত থাকিতে তিনি যুদ্ধ করিবেন না।[২৬]

দুর্যোধনের স্তুতিবাক্যে ভীষ্ম অতি সহজেই গলিয়া গেলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইবার মত তেজস্বিতা তিনি দেখাইতে পারেন নাই। বিশেষতঃ প্রত্যহ দশ হাজার পাণ্ডবসৈন্য বধের প্রতিজ্ঞা এবং তাদৃশ আত্মশ্লাঘা কি শুধু দুর্যোধনকে আশ্বস্ত করার নিমিত্ত? এরূপ আত্মশ্লাঘা দুর্বলপ্রকৃতির লক্ষণ।

সৈনাপত্যমনুপ্রাপ্য ভীষ্মঃ শান্তনবো নৃপঃ।
দুর্যোধনমুবাচেদং বচনং হর্ষযন্নিব ॥ উ ১৬৪।৬

—শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সেনাপতিরূপে বৃত হইয়া যেন দুর্যোধনের আনন্দবর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন।

এই শ্লোক হইতে বোঝা যায়, ভীষ্মের মুখে স্বগুণকীর্তন শুধু দুর্যোধনের প্রীতিবর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে। এই কথা স্বীকার করিয়াও আমরা বলিতে পারি, একমাত্র দুর্যোধনের অসঙ্গত লোভই যে যুদ্ধের কারণ, ইহা ভালরূপে জানিয়াও কেন ভীষ্ম এই অন্যায় যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন তাহা একান্ত রহস্যাবৃত। তাঁহার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তির এই দুর্বলতা বড়ই বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

দুর্যোধনের অনুনয়কে তিনি রাজাজ্ঞা বলিয়া শিরে ধারণ করিয়াছেন। শুধু উদরান্নের নিমিত্ত এতটা আনুগত্য স্বীকারেরও কোন প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না। এই ব্যাপারে ভীষ্মচরিত্রের একটি দিক্ উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা এই যে, ভীষ্ম পাণ্ডবগণের শ্রেয়স্কামনা করিতেছেন, ইহা শুনিয়াও দুর্যোধন তাঁহাকেই সেনাপতিত্বে বরণ করায় বোঝা যাইতেছে, ভীষ্মের কর্তব্যনিষ্ঠার উপর দুর্যোধনের অসাধারণ বিশ্বাস ছিল। অপর কাহাকেও দুর্যোধন এরূপ বিশ্বাস করেন নাই।

দুর্যোধনের জিজ্ঞাসার উত্তরে উভয় পক্ষের মধ্যে কে কেমন যোদ্ধা তাহাও ভীষ্মই প্রকাশ কবিয়াছেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ বীরগণের সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।

সেনাপতিত্ব স্বীকার করিয়াই ভীষ্ম তাঁহার দুইটি প্রতিজ্ঞার কথা দুর্যোধনকে জানাইলেন। প্রথম প্রতিজ্ঞা—তিনি শিখণ্ডীকে বধ করিবেন না। কারণ এই যে, শিখণ্ডী প্রথমতঃ নারীরূপে জন্মগ্রহণ করেন, পরে পুংস্ত্ব প্রাপ্ত হন। অতএব স্ত্রীলোক বা স্ত্রীপূর্বকে তিনি হত্যা করিতে পারিবেন না। দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা—তিনি পাণ্ডবদের মধ্যে কাহাকেও বধ করিবেন না।[১৭]

তাঁহার এই উভয় প্রতিজ্ঞাতে শেষ পর্যন্ত তিনি অটলই ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে দুই পক্ষেই সেনাসন্নিবেশ কবা হইয়াছে। ভীষ্ম তখন প্রায় শতবর্ষীয় বৃদ্ধ। তাঁহার উষ্ণীষ এবং বর্ম শ্বেতবর্ণের, রথের অশ্বও শ্বেত। রথের ধ্বজে সুবর্ণময় তাল। ধ্বজটি চিত্রিত, তাহাতে পাঁচটি তারা এবং সূর্যের চিত্র অঙ্কিত আছে।[১৮] যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত সেনাপতি ভীষ্ম তখন শ্বেত মেঘখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত সূর্যের ন্যায় দেখাইতেছিলেন।

শ্বেতাভ্র ইব তীক্ষ্ণাংশুং দদৃশুঃ কুরুপাণ্ডবাঃ। ভী ১৬।২৩

প্রত্যহ প্রাতঃকালে সংযত হইয়া পিতামহ পাণ্ডবগণের বিজয় আকাঙ্ক্ষা করিতেন। তিনি বলিতেন—'জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাম্' (ভী ১৭।৬), কিন্তু তিনি দুর্যোধনের পক্ষে সেনাপতিত্বে বৃত হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন।

ধর্মের প্রতি তাঁহার কিরূপ আন্তরিক আকর্ষণ ছিল, ইহা হইতেও তাহা জানা যাইতেছে। বিপক্ষের ধর্মপ্রবণতা তিনি মনেপ্রাণে অনুভব করিতেন বলিয়াই বিপক্ষের বিজয়াকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন।

যুদ্ধারম্ভে যুধিষ্ঠির পদব্রজে শত্রুসেনার দিকে অগ্রসর হইয়া প্রথমতঃ পিতামহের চরণবন্দনাপূর্বক যুদ্ধে তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন। পিতামহ বলিলেন—হে ভারত, তুমি যদি আশিস্ প্রার্থনা করিতে না আসিতে, তবে তোমাকে অভিসম্পাত করিতাম। আমি তোমার ব্যবহারে প্রীত হইয়াছি। এই যুদ্ধে তুমি জয়লাভ কর। তোমার অন্য কোন অভিলাষ থাকিলেও ব্যক্ত কর, তোমাকে বর দিব।

পাছে যুধিষ্ঠির তাঁহার যুদ্ধবিরতি-রূপ বর প্রার্থনা কবিয়া বসেন—এই আশঙ্কায় পিতামহ সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়াছেন—

অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥
অতস্ত্বাং ক্লীববদ্ বাক্যং ব্রবীমি কুরুনন্দন।
ভৃতোঽস্ম্যর্থেন কৌরব্য যুদ্ধাদন্যৎ কিমিচ্ছসি॥ ভী ৪৩।৪১,৪২

—মহারাজ, মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, ইহা সত্য। আমি কৌরবদের দ্বারা অর্থে বদ্ধ হইয়াছি। এইহেতু ক্লীবের ন্যায় তোমাকে বলিতেছি, আমি কৌরবদিগের অর্থে প্রতিপালিত। যুদ্ধ বিষয়ে কোন বর প্রার্থনা ব্যতীত আর কি চাও, বল।

শুধু উদরান্নের নিমিত্ত ভীষ্মের এই ভৃত্যভাব বা ক্লীবতা (তাঁহারই ভাষায়) আমাদিগকে পীড়া দেয়।

যুধিষ্ঠির প্রার্থনা করিলেন—হে মহাবাহো, কৌববপক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করুন, কিন্তু আমাকে সুমন্ত্রণা দিন, এবং আমার হিতকামনা করুন। ভীষ্ম উত্তর করিলেন—বাজন, আমি তোমার কিরূপ সাহায্য করিতে পারি, তোমার মনোভাব প্রকাশ কবিয়া বল। এবাব যুধিষ্ঠির ক্রমে ক্রমে আসল কথাটি পাড়িলেন। তিনি বলিলেন—কি উপাযে সমরে আপনাকে নিধন করা যাইবে, সেই উপায়টি বলুন। ভীষ্ম বলিলেন—এখনও আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় নাই, তুমি আবার আসিও। এই প্রশ্নোত্তর হইতে জানা যাইতেছে, পিতামহ মৃত্যুভয়কে জয় করিয়াছেন এবং তিনি সত্যসন্ধ। যুধিষ্ঠিরও তাহা ভালরূপেই জানেন। ভীষ্মেব সত্যনিষ্ঠা অনন্যসাধারণ—এই কথা জানা না থাকিলে যুধিষ্ঠির এইপ্রকার প্রার্থনা করিতে নিশ্চযই সাহসী হইতেন না।

যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ভীষ্ম প্রচণ্ডবিক্রমে পাণ্ডবসৈন্য সংহার করিতেছেন। তৃতীয দিবসের যুদ্ধে ভীষ্মের তেজস্বিতা কেহই সহ্য কবিতে পাবিতেছেন না। অর্জুনও আজ ভীষ্মেব সঙ্গে পাবিযা উঠিতেছেন না। শ্রীকৃষ্ণেব যেন আত্মবিস্মৃতি ঘটিল। তিনি যে যুদ্ধ না কবার প্রতিজ্ঞা করিযাছিলেন, তাহা ভুলিযা গেলেন। বথ হইতে শীঘ্র অবতরণ করিয়া চক্রপাণি ভীষ্মকে আক্রমণ কবেন। ভীষ্ম আনন্দে কৃষ্ণের স্তুতি কবিতে লাগিলেন। অর্জুন অতি কষ্টে কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করিয়াছেন।

নবম দিনের যুদ্ধেও এরূপ ঘটিয়াছিল। ঘটনাব ভাষা প্রায় একই রকমের। সম্ভবতঃ শুধু নবম দিনেই কৃষ্ণেব ধৈর্যচ্যুতি ঘটিযাছিল। তৃতীয় দিনের ঘটনা লিপিকারের প্রমাদবশতঃ পুনরুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

এই সময়ে ভীষ্ম কৃষ্ণকে যে স্তুতি কবিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাব কৃষ্ণভক্তি বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। ভক্তেব বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে ভগবানের কিরূপ ব্যাকুলতা, তাহাই এই ব্যাপাবে প্রকাশিত হইযাছে বলিযা শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৯।৩৭,৩৮) উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবেন না—এই প্রতিজ্ঞা কবিযাছিলেন। ভীষ্মের ইচ্ছা ছিল, যেভাবেই হউক কৃষ্ণকে অস্ত্র ধাবণ করাইবেন। ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ভগবান নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইলেন। ভক্তপ্রবর ভীষ্মের ভগবদভক্তি মহাভারতের নানাস্থানে প্রকাশিত হইয়াছে।

অষ্টম দিবসের যুদ্ধের পব কর্ণের পরামর্শে দুর্যোধন ভীষ্মেব শিবিরে উপস্থিত হইয়া পাণ্ডব-নিধনের নিমিত্ত পিতামহকে বিশেষরূপে অনুনয় করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বলিলেন—হে রাজন্, যদি পাণ্ডবদের প্রতি করুণাবশতঃ অথবা আমার প্রতি দ্বেষ থাকায় আপনি পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তবে কর্ণকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি করুন। তিনি পাণ্ডবগণকে জয় করিতে পারিবেন।

দুর্যোধনের বাক্‌শল্যে বিদ্ধ হইয়া পিতামহ বিশেষ দুঃখিত হইলেন। অর্জুনের নানা বীরত্বকাহিনী দুর্যোধনকে স্মরণ করাইয়া কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনাও করিলেন। অবশেষে—

নির্ব্বেদং পরমং গত্বা বিনিন্দ্য পরবশ্যতাম্।
দীর্ঘং দধ্যৌ শান্তনবো যোদ্ধুকামোঽর্জ্জুনং রণে ॥ ভী ৯৮।২৯

—দুর্যোধনের অসঙ্গত বাক্যে ভীষ্ম আপনাকে বিশেষ অপমানিত বোধ করিলেন। অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মনে মনে পরাধীনতার গ্লানি স্মরণ করিয়া অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার কথা অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন।

ভীষ্ম আপনাকে দুর্যোধনের অর্থদাস মনে করেন, ইহা তাঁহার অনেক কথায়ই প্রকাশ পাইয়াছে। সর্বত্যাগী যোগিপুরুষের এই মনোভাবের বিষয় চিন্তা করিলে তাঁহার এক সকরুণ আকৃতি আমাদের মানসপটে উদিত হয়। তাঁহার এই দুর্বলতার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

নবম দিবসের যুদ্ধে ভীষ্মের পরাক্রম দেখিয়া পাণ্ডবগণ বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সেই দিনের যুদ্ধবিরতির পর রাত্রিতে সৃঞ্জয় ও বৃষ্ণিগণসহ পাণ্ডবগণ মন্ত্রণা করিতে বসিলেন। ভীষ্মের অসামান্য পরাক্রম-দর্শনে যুধিষ্ঠির বিচলিত হইয়াছেন। তিনি কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে কৃষ্ণ, বনে যাওয়াই আমার ভাল, সেখানেই আমার কল্যাণ দেখিতেছি। ভীষ্ম যেভাবে আমাদের সৈন্য বিনাশ করিতেছেন, তাহাতে আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। ৫৫

ভীষ্মের পূর্বকথা অনুসারে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ ও ভ্রাতৃগণসহ সেই রাত্রিতেই ভীষ্মের শিবিরে উপস্থিত হইয়াছেন। ভীষ্ম তাঁহাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন—আমি তোমাদের প্রীতিকর কি কার্য করিতে পারি, তোমাদের প্রীতিজনক কার্য যত দুষ্করই হউক না কেন, সর্বতোভাবে তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।

যুধিষ্ঠির সবিনয়ে অন্যান্য কথা বলার পর বলিলেন—

ভবান্ হি নো বধোপায়ং ব্রবীতু স্বয়মাত্মনঃ।
ভবন্তং সমরে বীর বিষহেম কথং বয়ম্॥ ভী ১০৭।৬৩

—আপনি নিজেই আপনার বধের উপায় আমাদিগকে বলুন। হে বীর, সমরক্ষেত্রে আপনার বীরত্ব আমরা কি প্রকারে সহ্য করিব?

ভীষ্ম এই জিজ্ঞাসায় কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে আপনার নিধনের উপায় বলিতে লাগিলেন—

অর্জ্জুনঃ সমরে শূরঃ পুরস্কৃত্য শিখণ্ডিনম্।
মামেব বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈরভিদ্রবতু দংশিতঃ॥

মাং পাতয়তু বীভৎসুরেবং তে বিজয়ো ধ্রুবম্॥ ভী ১০৭।৮২-৮৭

—অর্জুন শিখণ্ডীর অন্তরালে থাকিয়া তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আমাকে আঘাত করিবেন। শিখণ্ডী পূর্বে স্ত্রীলোক ছিলেন বলিয়া তাহাকে দেখিলে আমি সেই রথের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিব না এবং এই অবসরে অর্জুন আমাকে নিপাতিত করিলে তোমার জয় হইবে।

আলোচিত ভীষ্ম-যুধিষ্ঠিরসংবাদে ভীষ্মের যে আত্মত্যাগ ও মৃত্যুঞ্জয়তা চিত্রিত হইয়াছে, শুধু মহর্ষি দধীচির আত্মত্যাগের সহিতই ইহার তুলনা করা চলে।

দশম দিবসের যুদ্ধে অর্জুন শিখণ্ডীকে সঙ্গে লইয়াই রণাঙ্গনে উপস্থিত হইয়াছেন। সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে অর্জুন শিখণ্ডীকে পুরোবর্তী করিয়া ভীষ্মের সম্মুখীন হইলেন। ভীষ্মও ভীষ্মবিক্রমে অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু শিখণ্ডী অর্জুনের সম্মুখে থাকায় ভীষ্মের শৌর্য শিথিলতা প্রাপ্ত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার দেহে যে-সকল বাণ বিদ্ধ হইতেছে, সেইগুলি নিশ্চয়ই শিখণ্ডীর বাণ নহে, অর্জুনেরই বাণ। তিনি দুঃশাসনকে বলিয়াছেন—

অর্জ্জুনস্য ইমে বাণা নেমে বাণা শিখণ্ডিনঃ।
কৃন্তন্তি মম গাত্রাণি মাঘমাং সেগবা ইব॥ ভী ১১৯/৬৫

—মাঘমার (কাঁকড়ার) জঠরস্থ সেগবা (বাচ্চা) যেরূপ জননীর পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, সেইরূপ এই বাণগুলিও আমাকে বিদীর্ণ করিতেছে। এইগুলি অর্জুনেরই বাণ, শিখণ্ডীর

নহে।

অর্জুনের ক্ষিপ্রতায় ভীষ্ম এরূপভাবে বিদ্ধ হইলেন যে, তাঁহার দেহের কোথাও এক ইঞ্চি স্থানও অবিদ্ধ রহিল না। দশম দিবসের যুদ্ধে সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্তে তিনি রথ হইতে পড়িয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শরবিদ্ধ দেহ ভূমি স্পর্শ করিল না, শরশয্যাতেই রহিয়া গেল।

ধরণীং ন স পস্পর্শ শরসঙ্ঘৈঃ সমাবৃতঃ ॥ ভী ১১৯/৯১

আকাশমার্গে ঋষিগণের দৈববাণী শুনিয়া তিনি দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ করিলেন না।

মহোপনিষদঞ্চৈব যোগমাস্থায় বীর্যবান্।
জপন্ শান্তনবো ধীমান্ কালাকাঙ্ক্ষী স্থিতোঽভবৎ ॥ ভী ১১৯।১২২

—বীর্যবান্ শান্তনুতনয় যোগাবলম্বনপূর্বক ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে মৃত্যুকালের (উত্তরায়ণের) অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই প্রসঙ্গে ভীষ্মচরিত্র সম্বন্ধে দুইটি সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে—

(১) কৌরবপক্ষে সেনাপতিত্বে বৃত হইয়া বিপক্ষকে বিজয়ের পরামর্শ দেওয়া উচিত হইয়াছে কি না।

(২) স্বমুখে নিজের বধের উপায় ব্যক্ত করা ধর্মানুমোদিত কি না।

আমাদের মনে হয়, এই দুইটি কাজে তাঁহার চরিত্র অধিকতর উজ্জ্বলই হইয়াছে।

(১) যখন তিনি দুর্যোধনের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন, তখনই দুর্যোধনকে জানাইয়া রাখিয়াছেন যে, যথাশক্তি দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করিবেন, কিন্তু পাণ্ডবদিগকে সুপরামর্শ দিবেন এবং শিখণ্ডীকে প্রহার করিবেন না। দুর্যোধন ভীষ্মের এই শর্ত স্বীকার করিয়া লইয়াই তাঁহাকে বরণ করিয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসায় ভীষ্ম যাহা সুপরামর্শ মনে করিয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন। আপনার পরাভবের উপায় ব্যক্ত করাকেও তিনি সুপরামর্শ বলিয়াই মনে করিয়াছেন। অসাধারণ বীরত্ব ও সত্যনিষ্ঠা না থাকিলে কি এরূপ পরামর্শ দিতে পারিতেন ?

দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠির উভয়েই তাঁহাকে ধার্মিক, সত্যসন্ধ এবং মহাবীর বলিয়া মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন। তাহা না হইলে বিপক্ষের জয়াকাঙ্ক্ষী শতবর্ষীয় বৃদ্ধকে নিশ্চয়ই দুর্যোধন সেনাপতিরূপে বরণ করিতেন না এবং যুধিষ্ঠিরও বিপক্ষের সেনাপতির নিকট তাঁহারই বধোপায় জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইতেন না। এই ঘটনা 'বশিষ্ঠনিধন'-যজ্ঞে বশিষ্ঠের পৌরোহিত্য-স্বীকারের অনুরূপ।

(২) আপনার বধের উপায় বলিয়া দেওয়াও তাঁহার ন্যায় ইচ্ছামৃত্যু মহাপুরুষের পক্ষে দোষের কি না বলা কঠিন। আমাদের ন্যায় মৃত্যুভীত জীবের পক্ষে এই ব্যাপারের সমালোচনা করা সম্ভবপর নহে।

প্রসঙ্গতঃ শিখণ্ডী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। কোন কোন প্রখ্যাত সমালোচক শিখণ্ডী সম্পর্কিত সকল ঘটনাকেই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পরন্তু আমরা তাহা মনে করি না। মহাভারতের অনুক্রমণিকাতে শিখণ্ডীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ভীষ্ম এবং অন্যান্যের মুখেও পুনঃপুনঃ এই সকল বিবরণ ব্যক্ত হইয়াছে। ভীষ্মের দেহত্যাগে শিখণ্ডীর কথা অস্বীকার করা চলে না। অর্জুন ভীষ্মকে নিধন করিবার মত শক্তির অধিকারী ছিলেন—ইহা সত্য। বিরাটপর্বের গো-গ্রহে অর্জুনের হাতে ভীষ্মের পরাজয় হইতেই তাহা বোঝা গিয়াছে। পিতামহকে বধ করিবেন বলিয়া উপপ্লব্যনগরে অর্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, কিন্তু রণক্ষেত্রে ভীষ্মের সম্মুখীন হইলেই তাঁহার গাণ্ডীব যেন শিথিল হইয়া পড়িতেছে। তিনি কৃষ্ণকে বলিয়াছেন—

ক্রীড়তা হি ময়া বাল্যে বাসুদেব মহামনাঃ।

পাংশুরুষিতগাত্রেণ মহাত্মা কলুষীকৃতঃ ॥ ইত্যাদি।

ভী ১০৭/৯২-৯৪

—হে বাসুদেব, বাল্যকালে খেলার সময় শরীরে ধূলাবালি মাখিয়া এই মহাত্মার কোলে বসিয়াছি। সেই ধূলাবালির দ্বারা তাঁহাব দেহকেও মলিন করিয়াছি। শৈশবে কোলে বসিয়া যাঁহাকে পিতৃ-সম্বোধন কবিলে যিনি বলিতেন—বৎস, আমি তোমার পিতার পিতা—সেই মহাত্মাকে আমি কিরূপে বধ করিব ?

অর্জুনের যুদ্ধোদ্যম শিথিল না হইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ উৎসাহ দিয়াছেন এবং কর্তব্য কর্ম স্মরণ কবাইয়াছেন। ভীষ্ম আততায়ী। এইহেতু যুদ্ধে তাঁহাকে বধ করা কিছুমাত্র অন্যায় হইবে না—এই কথাও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। সুতরাং ধর্মযুদ্ধে শিখণ্ডীকে অগ্রে স্থাপন কবিয়া ভীষ্মেব তেজোহানি করা হইয়াছিল। এই ব্যাপারকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে অনেক কিছুই অসঙ্গত হইয়া পড়িবে।

কুরুপাণ্ডবগণ শবশয্যায় শয়ান পিতামহের সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। পিতামহ উপাধান (বালিস) চাহিলে দুর্যোধনাদি বীরগণ স্ফীত এবং কোমল উপাধান উপস্থিত করিলেন। ভীষ্ম তাঁহার শরশয্যার অনুপযুক্ত উপাধান গ্রহণ না করিয়া অর্জুনের দিকে চাহিতেছেন। অর্জুন তিনটি তীক্ষ্ণশবে উপাধান প্রস্তুত করিয়া তদুপরি পিতামহের মস্তক স্থাপন কবিলেন। ভীষ্ম পরম প্রীত হইলেন। দুর্যোধন পিতামহের শল্য উদ্ধাবের নিমিত্ত সুশিক্ষিত বৈদ্যগণকে লইয়া আসিলে ভীষ্ম শল্যোদ্ধারে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন—চিকিৎসকগণকে উপযুক্ত অর্থ দিযা বিদায় কর। আমি ক্ষত্রধর্মের প্রশস্ত গতি প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সকল শরদ্বারাই আমার দেহ দাহ করিবে। অতঃপর রাত্রিতে বীরগণ আপন আপন শিবিরে চলিয়া গেলেন। পরদিন প্রভাতে পুনরায় সকলেই পিতামহের নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। পিতামহ পানীয় জল চাহিলে উপস্থিত রাজগণ শীতল সুগন্ধ জল আহরণ করেন। ভীষ্ম সেই মানুষোচিত জল প্রত্যাখ্যান করিয়া অর্জুনের নিকট জল চাহিলে অর্জুন ভীষ্মের দক্ষিণ পার্শ্বে শবদ্বারা পাতাল ভেদ করিলেন। সেই পাতালোত্থ বারিধারা পান করিযা পিতামহ পবম তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। সর্বসমক্ষে অর্জুনের প্রশংসা করিয়া পিতামহ সন্ধির নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ দুর্যোধনকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—

যুদ্ধং মদন্তমেবাস্তু তাত সংশাম্য পাণ্ডবৈঃ। ভী ১২১/৫০

—হে বৎস, আমার মৃত্যুতেই এই যুদ্ধ পরিসমাপ্ত হউক, পাণ্ডবদের সহিত সন্ধি কর।

পিতামহের বাক্য দুর্যোধনেব মনঃপূত হইল না।

বীরগণ চলিয়া গেলে কর্ণ অশ্রুপূর্ণনেত্রে উপস্থিত হইয়া পিতামহের পাদবন্দনা করিযা বলিলেন—কুরুশ্রেষ্ঠ, আপনার চক্ষুঃশূল এবং দ্বেষের পাত্র রাধাতনয় উপস্থিত হইয়াছে। পিতামহ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বক্ষিগণকে সরাইয়া দিলেন এবং সস্নেহে এক হাতে কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন— আইস, আইস, তুমি আমার স্পর্ধাকারী বিপক্ষ। যদি তুমি না আসিতে, তবে তোমার অকল্যাণ হইত। বৎস, তুমি রাধার পুত্র নহ, তুমি কুন্তীর তনয়। অধিরথ তোমার পিতা নহেন, তুমি সূর্য হইতে জাত। আমি নারদ এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। বৎস, সত্য বলিতেছি, তোমার প্রতি আমার কিছুমাত্র দ্বেষ নাই। তোমার তেজোহানির নিমিত্ত তোমাকে কটু কথা বলিয়াছি। হে সুব্রত, বিনা কারণে তুমি পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা সাধন করিতেছ। ধর্মসঙ্গতভাবে তোমার জন্ম হয় নাই, এইহেতু তোমার বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে। নীচাশ্রয়ে থাকায় গুণিজনকেও তুমি দ্বেষ করিয়া থাক, এইকারণে কুরুসভায় তোমাকে অনেক রুক্ষ বচন শোনাইয়াছি। তোমার দুঃসহ বীর্য,

ব্রহ্মণ্যতা, শৌর্য, দাতৃত্ব প্রভৃতি ভালরূপেই জানি। শুধু কুলভেদের ভয়ে সর্বদা তোমাকে পরুষ বচন শোনাইয়াছি। ব্রহ্মণ্যে, সত্যবাদিতায়, তেজে, বলে তুমি দেবতার সমান, যুদ্ধে তুমি মনুষ্যাতীত। তোমার প্রতি আমার যাহা কিছু বিরক্তি ছিল, অদ্য তাহা অপনীত হইল। হে অরিসূদন, পাণ্ডবগণ তোমার সহোদর, তাঁহাদের সহিত সন্ধি করিলেই আমি প্রীত হইব। হে আদিত্যনন্দন, আমার দেহান্তের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধেরও অন্ত হউক।[৩৪]

কর্ণ উত্তর করিলেন—তিনি সকলই জানেন, কিন্তু কিছুতেই দুর্যোধনের পক্ষ ত্যাগ করিতে পারিবেন না। পরিশেষে তিনি সকল অন্যায় ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ভীষ্মের আশীর্বাদ গ্রহণপূর্বক সাশ্রুকণ্ঠে বিদায় লইয়াছেন।

ভীষ্ম-কর্ণসংবাদে ভীষ্মের স্পষ্টবাদিতা এবং যুদ্ধবিরতির আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

আরও আট দিন যুদ্ধের পর কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ সমাপ্ত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করিয়া হস্তিনায় প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে এবং বিদুর প্রমুখ ব্যক্তিগণ যথাযোগ্য পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। পরলোকগত বীরগণের শ্রাদ্ধশান্তি সম্পন্ন করিয়া যুধিষ্ঠির ঋণমুক্ত হইয়াছেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠির দেখিতে পাইলেন, শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানস্থ হইয়া আছেন। যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলি হইয়া ধ্যানের উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলে বাসুদেব বলিলেন—

শরতল্পগতো ভীষ্মঃ শাম্যন্নিব হুতাশনঃ।
মাং ধ্যাতি পুরুষব্যাঘ্রস্ততো মে তদগতং মনঃ॥ শা ৪৬।১১

—নির্বাণোন্মুখ অগ্নির ন্যায় শরশয্যাগত পুরুষব্যাঘ্র ভীষ্ম আমাকে স্মরণ করিতেছেন। এইহেতু আমার মনও তাঁহারই কথা চিন্তা করিতেছে। কৃষ্ণ আরও বলিলেন—পার্থ, সেই পুরুষব্যাঘ্র স্বর্গারোহণ করিলে পৃথিবী অমাবস্যার রাত্রির ন্যায় তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে, বিরাট জ্ঞানরাশি তিরোহিত হইবে। অতএব তুমি তাঁহার নিকটে যাইয়া রাজধর্ম, মোক্ষধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে তোমার যাহা জিজ্ঞাস্য আছে, জানিয়া লও। যুধিষ্ঠিরও পিতামহের অগাধ জ্ঞানের কথা জানিতেন। ব্যাস, নারদ, দেবস্থান, জৈমিনি প্রভৃতি মহাত্মগণ ভীষ্মের চতুর্দিকে বসিয়া আছেন, আর ভীষ্ম ভগবানের স্তুতিগান করিতেছেন—এরূপ সময়ে কৃষ্ণকে পুরোবর্তী করিয়া ভ্রাতৃগণ ও কৃপাচার্যাদিসহ যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মসমীপে উপস্থিত হইলেন। (ভীষ্মের পতন-দিবস হইতে গণনা করিয়া আঠাশ দিন গত হইয়াছে, ঊনত্রিংশ দিনে যুধিষ্ঠির তৎসমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। শা ৫১ শ অ) ভীষ্ম সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইলেন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। কৃষ্ণের অনুগ্রহে ভীষ্ম গতব্যথ হইয়া জ্ঞাননেত্র লাভ করিয়াছেন। পরদিবস পুনরায় কৃষ্ণাদি সকলই ভীষ্মসমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। কৃষ্ণ স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিতে সমর্থ হইলেও তিনি ভীষ্মকে এই বিষয়ে অনুরোধ করিয়া বলিলেন—

যচ্চ ত্বং বক্ষ্যসে ভীষ্ম পাণ্ডবায়ানুপৃচ্ছতে।
বেদপ্রবাদ ইব তে স্থাস্যতে বসুধাতলে॥ শা ৫৪।২৯

—ভীষ্ম, তুমি জিজ্ঞাসু যুধিষ্ঠিরকে যে উপদেশ দিবে, তাহা পৃথিবীতে বেদবাক্যের ন্যায় আদৃত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিলেন—

ভবান হি বয়সা বৃদ্ধঃ শ্রুতাচারদমান্বিতঃ।
কুশলো রাজধর্মাণাং সর্বেষামপরাশ্চ যে॥ ইত্যাদি। শা ৫৪।৩৪, ৩৫

—তুমি বয়োবৃদ্ধ, শাস্ত্রজ্ঞানী, আচারবান্ ও সংযমী। তুমি রাজধর্ম বিষয়ে পরম বিজ্ঞ এবং অন্যান্য বিদ্যায়ও পারদর্শী। তুমি ন্যায়নিষ্ঠ পবিত্র পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণের বিবেচনায় ভীষ্মই তৎকালে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষ এবং সর্বপ্রকার উপদেশ দিবার প্রকৃত অধিকারী বা আচার্য।

সুদীর্ঘ শান্তিপর্ব ও অনুশাসনপর্বে ভীষ্মের মুখ হইতে যে-সকল তত্ত্ব, উপদেশ ও উপাখ্যানাদি বিবৃত হইয়াছে, তাহার তুলনা হয় না। কৃষ্ণের বচন কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে।

আটান্ন দিন শরশয্যায় থাকিয়া মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমী তিথিতে ইচ্ছামৃত্যু, মহাজ্ঞানী, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যোগযুক্ত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। অন্তিমকালে বলিলেন—

যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ। অনু ১৬৭।৫১

—ধর্ম যেখানে জয় সেইখানে। উপস্থিত সুহৃদ্‌বর্গকে তিনি আরও বলিলেন—

সত্যেষু যতিতব্যং বঃ সত্যং হি পরমং বলম্।

—তোমরা সত্য পালনে যত্ন করিবে। সত্যই পরম বল। অনু ১৬৭।৪৯

ভীষ্মের ন্যায় স্বার্থত্যাগী, পিতৃভক্ত পুরুষ জগতে কমই জন্মিয়াছেন। রাজাধিরাজের একমাত্র পুত্র হইয়া তাঁহার ন্যায় অসাধারণ কোন বীরপুরুষ সম্ভবতঃ যাবজ্জীবন নিঃস্বার্থ পরসেবায় কাল কাটান নাই। কোন কঠোর প্রতিজ্ঞা শুনিলে এখনও লোকে 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা' বলিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার কথা স্মরণ করে।

হিন্দুর নিত্য-তর্পণে ভীষ্মতর্পণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। প্রত্যেক হিন্দু এই চিরকুমার যোগী পুরুষকে স্মরণ করিয়া বলিয়া থাকেন—

বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাংকৃতিপ্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্মণে ॥
ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াম্ ॥

—সাংকৃতিপ্রবর বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্র অপুত্রক ভীষ্ম-বর্মাকে আমি এই জলের দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেছি। শান্তনুনন্দন সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয বীর ভীষ্ম এই জলের দ্বারা পুত্রপৌত্রোচিত ক্রিয়ার ফল প্রাপ্ত হউন।

এই তর্পণের নাম ভীষ্ম-তর্পণ। ইহা ভারতীয় হিন্দুর শ্রেষ্ঠ বীরের পূজা। মাঘের শুক্লাষ্টমী তিথিতে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে। এই তিথিটিকেও ভীষ্মাষ্টমীরূপে চিহ্নিত করিয়া হিন্দুগণ স্মরণ করিয়া আসিতেছেন।

---

১ আদি ৬৭।৭৪, ৭৫
আদি ৯৯।৩৯
২ আদি ১০০ তম অ। উ ১৭৯।১৬
৩ আদি ১০০।৪৩
৪ উ ১৪৭।১৮
৫ আদি ১০২।৮
৬ আদি ১০৩ তম অ।
৭ উ ১৪৭ তম অ।
৮ আদি ২০৩ তম অ।
৯ সভা ৬৭।৪৭—৪৯
ঐ ৬৯।১৪—১৬
ঐ ৮১।২৬
১০ বন ২৫২।৪—১৩
১১ বি ২৮ শ অ।
১২ বি ৫১ তম অ।
১৩ বি ৪৭ শ অ।
১৪ বি ৫২ শ অ।
১৫ বি ৬৪ তম অ।
১৬ বি ৬৬ তম অ।
১৭ উ ২১ শ অ।
১৮ উ ৪৯ শ অ।
১৯ উ ৬২ তম অ।
২০ উ ৮৬ তম ও ৮৮ তম অ।
২১ ঐ ৮৮।১৯—২৩

২২ উ ১৩৭ তম অ।
২৩ উ ১৩৭ তম অ।
২৪ উ ১৪৮।১০
২৫ উ ১৪৮ তম অ।
২৬ উ ১৫৫ তম অ।
২৭ উ ১৭১ তম অ।
২৮ বি ৫৫।৫৪, ৫৫। বি ৬১।১। ভী ১৬।২২

২৯ ভী ৪৩।৪৩-৪৮
৩০ ভী ৫৯ তম অ।
৩১ ভী ১০৬ তম অ।
৩২ ভী ৬৬ তম ও ৬৭ তম অ
ভী ১০৬।৬৭
৩৩ ভী ১০৭।১৯
৩৪ ভী ১২২ তম অ।

শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন (ব্যাসদেব)

মহাভারতের রচয়িতা মহাকবি মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতে তাঁহার আত্মজীবনীরও কিয়দংশ প্রচার করিয়াছেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের প্রপিতামহ এবং মহর্ষি শক্তি তাঁহার পিতামহ। মহর্ষি পরাশর হইতে দাশরাজার পালিতা কন্যা মৎস্যগন্ধা সত্যবতীর গর্ভে তাঁহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

সত্যসন্ধ মহর্ষির ভাষায়ই জানা যাইতেছে—অদ্রিকানাম্নী মৎস্যরূপিণী অপ্সরার গর্ভে চেদিরাজ উপরিচর বসুর ঔরসে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কন্যাটির দেহে মৎস্যের গন্ধ অনুভূত হইত। রাজা তাহাকে কন্যারূপে পালন করিবার নিমিত্ত এক ধীবরকে দান করেন। সেই মৎস্যগন্ধা কন্যার নাম হইল—সত্যবতী এবং কালী।

পালক পিতার সাহায্যার্থে মৎস্যগন্ধা যমুনানদীতে খেয়ানীর কাজ করিতেন। একদা তীর্থভ্রমণ-প্রসঙ্গে মহর্ষি পরাশর সেই খেয়াঘাটে উপস্থিত হইয়া কন্যাটিকে দেখিতে পাইলেন। তাহার অনন্যসাধারণ রূপলাবণ্য দর্শনে মহর্ষির ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি তখনই তাহাকে পাইবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিলেন। উত্তরে মৎস্যগন্ধা বলিলেন—এখানে প্রকাশ্য স্থানে সকলের দৃষ্টির সাক্ষাতে কি করিয়া আপনার বাসনা পূর্ণ করিব? এই কথা শুনিয়া মহর্ষি তাঁহার যোগবলে তৎক্ষণাৎ গাঢ় কুয়াসার সৃষ্টি করিলেন। তখন সেই স্থান কুয়াসায় অন্ধকার হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া

বিস্মিতা সাঽভবৎ কন্যা ব্রীড়িতা চ তপস্বিনী। আদি ৬৩।৭৫

—মৎস্যগন্ধা বিস্মিতা ও লজ্জিতা হইয়া মহর্ষিকে বলিলেন—ভগবন্, আমি কুমারী এবং পিতার অধীন। আমার কুমারীত্ব দূষিত হইলে কি-প্রকারে বাড়ী যাইব? কি-প্রকারেই বা জীবন ধারণ করিব? আমার অবস্থা চিন্তা করিয়া যাহা করিতে হয়, করুন। মহর্ষি প্রীত হইয়া বলিলেন—আমার অভিলাষ পূর্ণ করিলে তোমার কুমারীত্ব দূষিত হইবে না, তুমি কুমারীই থাকিয়া যাইবে। তুমি আর কি বর চাও, বল। আমার প্রসাদে তোমার মনস্কাম সিদ্ধ হইবে।

এবমুক্তা বরং বব্রে গাত্রসৌগন্ধ্যমুত্তমম।
স চাস্যৈ ভগবান প্রাদান্মনসঃ কাঙ্ক্ষিতং ভুবি ॥ আদি ৬৩।৮০

—মৎস্যগন্ধা প্রার্থনা করিলেন, তাঁহার দেহের গন্ধ যেন সুরভি হয়। মহর্ষি তাঁহাকে প্রার্থিত বর প্রদান করিয়াছেন।

মৎস্যগন্ধার দেহসৌরভ এক যোজন পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এখন হইতে তিনি 'গন্ধবতী' এবং 'যোজনগন্ধা' নামেও প্রখ্যাতা হইলেন। গন্ধবতী সানন্দে পরাশরের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া তৎক্ষণাৎ যমুনাদ্বীপে একটি বীর্যবান্ পুত্র প্রসব করিলেন।

জজ্ঞে চ যমুনাদ্বীপে পারাশর্য্যঃ স বীর্যবান। আদি ৬৩।৮৪

এই দ্বীপজাত শিশুই মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন (বেদব্যাস, বাদরায়ণ)। অসাধারণ সত্যনিষ্ঠা না থাকিলে সরল ভাষায় অকপটে তিনি আপনার এইপ্রকার জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে

পারিতেন না।

জন্মের পরমুহূর্তেই তিনি জননীর অনুমতি লইয়া তপস্যার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। তাঁহাকে স্মরণ করিলেই তিনি জননী-সমীপে উপস্থিত হইবেন—এইকথা জননীকে বলিয়া গেলেন।[২]

তাঁহার দেহের বর্ণ ছিল কৃষ্ণ। এইজন্য তাঁহার আসল নাম রাখা হইয়াছিল—শ্রীকৃষ্ণ। তিনি মহর্ষিত্ব প্রাপ্ত হইয়া তপোবলে বেদ-চতুষ্টয়ের বিভাগ করিয়াছিলেন। এইহেতু তিনি 'বেদব্যাস' বা 'ব্যাস' নামে পরিচিত। যমুনার দ্বীপে তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া তাঁহাকে 'দ্বৈপায়ন' বলা হয় এবং তাঁহার তপঃক্ষেত্র বদবিকাশ্রমের সহিত যোগ রাখিয়া তাঁহাকে বলা হয়—'বাদরায়ণ'।[৩]

তাঁহার একমাত্র পুত্র শুকদেব জন্মসিদ্ধ মহাপুরুষ। মহর্ষি বদরিকাশ্রমে সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, শুকদেব ও বৈশম্পায়ন—এই পাঁচজন শিষ্যকে বেদচতুষ্টয় ও মহাভারত অধ্যাপনা করিযাছিলেন—

> বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্।
> সুমন্তুং জৈমিনিং পৈলং শুকঞ্চৈব স্বমাত্মজম।
> প্রভুর্ব্বরিষ্ঠো বরদো বৈশম্পায়নমেব চ॥ আদি ৬৩।৮৯, ৯০ শা ৩৪০।১৯-২২

এই মহর্ষির প্রজ্ঞা, মনস্বিতা ও প্রতিভা অনন্যসাধারণ। তিনি বেদব্যাস, পুরাণপ্রকাশক ও মহাভারতের রচয়িতা। তাঁহার জননী সত্যবতীর অনুরোধে তিনিই বিচিত্রবীর্যের ভার্যা অম্বিকা, অম্বালিকা ও একজন দাসীর গর্ভে নিয়োগ-প্রথানুসারে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্মদাতা।

মহর্ষির যৌবনকালেব একটি চেহাবা মহাভাবতে অঙ্কিত হইয়াছে।

> তস্য কৃষ্ণস্য কপিলাং জটাং দীপ্তে চ লোচনে।
> বভ্রূণি চৈব শ্মশ্রূণি ...॥ আদি ১০৬।৫

—তাঁহাব গাত্রবর্ণ ঘোর কৃষ্ণ, মাথায কপিল বর্ণের জটা, লোচনদ্বয় সমুজ্জ্বল, মুখে পিঙ্গল বর্ণের শ্মশ্রু বিদ্যমান।

তাঁহার সেই চেহারা দেখিযাই বিচিত্রবীর্যেব পত্নী অম্বিকা চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এইহেতু ধৃতরাষ্ট্র জননীর দোষে জন্মান্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। অম্বালিকাও মহর্ষিকে দেখিয়াই ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিলেন বলিযা তাঁহার পুত্র পাণ্ডুত্ব প্রাপ্ত হন।[৪]

সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া ব্যাসদেব নানাবিধ অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। কেহ তাঁহাকে স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারিতেন। প্রয়োজনবোধে শুধু তাঁহাকে স্মরণ করিবার কথা বলিয়াই জননীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। জননীর স্মরণে তাঁহার সমীপে আসিতেও বিলম্ব করেন নাই।[৫]

দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ব্যাসদেবের পৌত্র। যখনই তাঁহারা কোন বিপদে পড়িয়াছেন, অথবা কুপথে চলিয়াছেন, তখনই ব্যাসদেব তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে তাহা জানিতে পারিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং সদুপদেশ দিয়াছেন। দুর্যোধন ও পাণ্ডবদের মধ্যে যাহাতে যুদ্ধ না ঘটে, ব্যাসদেব সেই উদ্দেশ্যে ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার সকল উপদেশই ব্যর্থ হইয়াছে। সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষু দান, পুত্রশোকাতুর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে সান্ত্বনা, শোকাকুল বিরাগী যুধিষ্ঠির সমীপে গার্হস্থ্যের প্রশংসন, সান্ত্বনা-দান, প্রায়শ্চিত্তরূপে অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ—ইত্যাদি কয়েকটি কাজে তাঁহার চরিত্রের

কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারই প্রসাদে ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখ ব্যক্তিগণ লোকান্তরিত বন্ধুবান্ধবদেরও দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টরূপেই বোঝা যায় যে, তিনি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। আলোচনা করিবার মত তাঁহার চরিত্রে কিছু নাই। জীবন্মুক্ত পুরুষ হইলেও সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত তিনি অনেককেই অযাচিতভাবে উপদেশ বিতরণ করিয়াছেন। সাক্ষিরূপ দ্রষ্টা হইয়াও প্রয়োজনবোধে অনাসক্তভাবে কর্ম করিয়াছেন।

ব্যাসদেব অতি শান্তপ্রকৃতি ছিলেন। কোথাও তাঁহার চরিত্রে উগ্রতা দেখা যায় না। শুধু তপস্বী বলিয়াই নহেন, গ্রন্থকাররূপেও এই মহাপুরুষ চির অমরতা লাভ করিয়া সর্বত্র পূজা পাইতেছেন।

---

১ আদি ১০৫।২৪
২ আদি ৬৩।৮৫। আদি ১০৫।৩-১৪
৩ আদি ৬৩।৮৪-৮৮। আদি ১০৫।১৫
৪ আদি ১০৬ তম অ।
৫ আদি ১০৫ তম অ।

চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য

মহারাজ শান্তনুর দ্বিতীয়া পত্নী সত্যবতীর দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠের নাম চিত্রাঙ্গদ এবং কনিষ্ঠের নাম বিচিত্রবীর্য। শান্তনুর লোকান্তর গমনের পর ভীষ্ম সত্যবতীর অনুমতিক্রমে চিত্রাঙ্গদকে হস্তিনার সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। চিত্রাঙ্গদ অতিশয় বলদর্পিত পুরুষ। তিনি কাহাকেও আপনার সদৃশ বীর মনে করিতেন না। একদা তাঁহার এই অহঙ্কার সহ্য করিতে না পারিয়া চিত্রাঙ্গদ-নামা গন্ধর্বরাজ তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। কুরুক্ষেত্রেই তিন বৎসর ব্যাপিয়া সেই যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। অবশেষে শান্তনুতনয় চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্বরাজ কর্তৃক নিহত হন।[১]

সত্যবতীর কনিষ্ঠ পুত্র বিচিত্রবীর্য শৈশবাবধি ভীষ্মের দ্বারাই প্রতিপালিত। তাঁহার শৈশবেই ভীষ্ম তাঁহাকে কুরুরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। ভীষ্ম কাশীরাজের দুই কন্যার (অম্বিকা ও অম্বালিকা) সহিত তাঁহার বিবাহও দিয়াছিলেন। বিচিত্রবীর্য যৌবনে অসংযমের ফলে বিবাহের সাতবৎসর পরে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।[২]

এই দুই ভ্রাতার স্বল্পস্থায়ী জীবনে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই। বিচিত্রবীর্যের প্রথমা পত্নী অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র এবং দ্বিতীয়া পত্নী অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুর জন্ম হয়। উভয়ই ক্ষেত্রজ পুত্র। তাঁহাদের জনক মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

---

১ আদি ১০১ তম অ।
২ আদি ১০২ তম অ।

ধৃতরাষ্ট্র

অরিষ্টার পুত্র হংসনামা গন্ধর্বপতি পরজন্মে বিচিত্রবীর্যের জ্যেষ্ঠা পত্নী অম্বিকার গর্ভে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই ধৃতরাষ্ট্র।[১] মহর্ষির ভয়ানক আকৃতি দেখিয়াই ধৃতরাষ্ট্রজননী অম্বিকা চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এইহেতু মাতৃদোষে পুত্র ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হইলেন।[২] মহামতি ভীষ্ম তাঁহার শিক্ষাদীক্ষার ভার গ্রহণ করেন। বেদ, ধনুর্বেদ, গদাযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ প্রভৃতি, গজশিক্ষা, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস পুরাণ এইসকল বিষয়ে তিনি যথারীতি শিক্ষা লাভ করেন।

যৌবনে গান্ধাররাজ সুবলের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার পত্নী শুধু গান্ধারী নামেই পরিচিত। গান্ধারী যথাকালে শতপুত্র এবং একটি কন্যার জননী হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের একটি বৈশ্যজাতীয়া পরিচারিকা (রক্ষিতা) ছিল। সেই পরিচারিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র যুযুৎসু জন্মগ্রহণ করেন।[৩]

জন্মান্ধ ছিলেন বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র রাজা হইতে পারেন নাই। তাঁহার বৈমাত্র ভাই পাণ্ডু সিংহাসন লাভ করেন।[৪] ধৃতরাষ্ট্রের মনে এই বিষয়ে ক্ষোভ ছিল।

দুর্যোধনের জন্মের পরমুহূর্তেই তিনি ভীষ্ম, বিদুর, অন্যান্য সুহৃদ্বর্গ এবং ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—যুধিষ্ঠিরের পরে জাত তাঁহার এই পুত্রটি রাজা হইবে কি না। তাঁহার বাক্য শেষ হইতেই চতুর্দিকে ঘোর দুর্লক্ষণ দেখা গেল। বিদুর প্রমুখ সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন—

> ব্যক্তং কুলান্তকরণো ভবিতৈষ সুতস্তব।
> তস্য শান্তিঃ পরিত্যাগে গুপ্তাবপনয়ো মহান্॥ আদি ১১৫।৩৬

—তোমার এই পুত্রটি কুলক্ষয়কর হইবে—ইহা নিশ্চিত। ইহাকে ত্যাগ করিলে শান্তি আর রক্ষণে মহা অনিষ্ট উপস্থিত হইবে।

> স তথা বিদুরেণোক্তস্তৈশ্চ সর্বৈর্দ্বিজোত্তমৈঃ।
> ন চকার তথা রাজা পুত্রস্নেহসমন্বিতঃ॥ আদি ১১৫।৩৯

—বিদুর এবং সকল ব্রাহ্মণ এইরূপ বলিলেও পুত্রের প্রতি স্নেহাসক্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে ত্যাগ করিলেন না।

মহারাজ পাণ্ডু তাঁহার দুই ভার্যাকে সঙ্গে লইয়া অরণ্যে গমন করিলে ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। পাণ্ডুকে তিনি যথার্থই স্নেহ করিতেন। পাণ্ডুর অরণ্যগমনের খবর শুনিয়া—

> ধৃতরাষ্ট্রো নরশ্রেষ্ঠঃ পাণ্ডুমেবান্বশোচত।
> ন শয্যাসনভোগেষু রতিং বিন্দতি কর্হিচিৎ।
> ভ্রাতৃশোকসমাবিষ্টস্তমেবার্থং বিচিন্তয়ন্॥ আদি ১১৯।৪৫, ৪৬

—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর জন্যই শোক করিতেছিলেন। শয্যা, আসন, ভোগ্যবস্তু প্রভৃতি

কিছুতেই তাঁহার আসক্তি রহিল না। ভ্রাতার শোকে ব্যাকুল হইয়া শুধু তাঁহার বিষয়ই চিন্তা করিতেছিলেন।

পাণ্ডুর মৃত্যুর খবর জানিয়াও শোকার্ত ধৃতরাষ্ট্র যথারীতি তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-কলাপ সম্পন্ন করাইয়াছেন।[৫]

কুরু-পাণ্ডবগণের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে ধৃতরাষ্ট্রই যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

স্থাপিতো ধৃতরাষ্ট্রেণ পাণ্ডুপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ। আদি ১৩৯।১

পাণ্ডবগণ ধৃতি, স্থৈর্য, বল এবং দক্ষতায় অল্পদিন মধ্যেই সর্বত্র সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন। বিশেষতঃ ভীমের দৈহিক বল এবং অর্জুনের রণকৌশলের খ্যাতি সমগ্র দেশবিদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভীম ও অর্জুন নানা দেশ জয় করিয়া আপনাদের রাষ্ট্রকে উন্নত করিয়াছেন। পাণ্ডবগণের এইপ্রকার সমৃদ্ধি দর্শনে ধৃতরাষ্ট্রের চিত্তবিকার উপস্থিত হইল। এই ঈর্ষার অন্য কোন কারণ দেখা যায় না। ঈর্ষার জ্বালায় তিনি জ্বলিতে লাগিলেন, রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইল না।

ততো বলমতিখ্যাতং বিজ্ঞায় দৃঢ়ধন্বিনাম্।
দূষিতঃ সহসা ভাবো ধৃতবাষ্ট্রস্য পাণ্ডুষু।
স চিন্তাপরমো রাজা ন নিদ্রামলভন্নিশি॥ আদি ১৩৯।২৭

—তিনি কূটরাজধর্মবিদ্ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ কণিক-নামক ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া আপনার মনোভাব জানাইলেন। পাণ্ডবদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত—তাহা জানিতে চাহিলেন। কূটবুদ্ধি কণিক নানাবিধ পরামর্শের দ্বাবা ধৃতবাষ্ট্রের ঈর্ষাবহ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রক্ষেপ করিযা পবিশেষে বলিলেন—

ভ্রাতৃব্যা বলিনো যস্মাৎ পাণ্ডুপুত্রা নরাধিপ।
ব্রবীমি তস্মাদ্ বিস্পষ্টং যৎ কর্ত্তব্যমরিন্দম॥
সপুত্রঃ শৃণু তদ্ রাজন্ শ্রুত্বা চ ভব যত্নবান্।
যথা ভয়ং ন পাণ্ডুভ্যস্তথা কুরু নরাধিপ।
পশ্চাত্তাপো যথা ন স্যাত্তথা নীতির্বিধীয়তাম্॥ আদি ১৪০/৯২,৯৩

—হে রাজন্, যেহেতু তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ বলবান্, সেইহেতু তোমাব যাহা কর্তব্য তাহা স্পষ্টরূপে বলিলাম। পাণ্ডবগণ হইতে যাহাতে তোমাব ভয় উপস্থিত না হয় এবং পরে যাহাতে অনুতাপ করিতে না হয়, সেইরূপ নীতি অবলম্বন কব। তুমি পুত্রেব সহিত আমার বাক্য শ্রবণ কর এবং যত্নবান্ হও।

সুদীর্ঘ অধ্যায়ে কণিক যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্মার্থ হইতেছে—পাণ্ডবগণ কদাচ ধৃতরাষ্ট্রের মিত্র নহেন, সুযোগ পাইলেই তাঁহারা চবম শত্রুতা সাধন করিবেন। সত্বর যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে পাণ্ডবগণই ভবিষ্যতে সমস্ত গ্রাস করিবেন।[৬]

ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার এই ঈর্ষাজনিত অশান্তির কথা যদি বিদুর বা গান্ধারীকে জানাইতেন, তবে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ হইতে পারিত না। ধৃতরাষ্ট্রের চিত্তে যে অগ্নিকণা প্রজ্বলিত হইল, তাহাই ভবিষ্যতে ভীষণ দাবানলে পরিণত হইয়া সকল কিছু ছারখার করিবে। তিনিও আমরণ সেই অগ্নিতেই পলে পলে দগ্ধ হইবেন। পুত্র দুর্যোধন দুঃশাসনাদির অশিষ্টতা, অপকর্ম প্রভৃতি সকল অনর্থের জন্য প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তিনিই দায়ী।

কণিকের উপদেশ শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি প্রভৃতির সহিত গোপন পরামর্শ করিয়াছেন। মন্ত্রণায় স্থির হইল—সমাতৃক পাণ্ডবগণকে যে-কোন উপায়ে

হত্যা করিতে হইবে। প্রথমতঃ জতুগৃহ নির্মাণ করিয়া তাঁহাদিগকে দগ্ধ করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইল। দুষ্টদের আকার-ইঙ্গিতে বিদুর সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। তিনি কুন্তীকে বলিলেন—

এষ জাতঃ কুলস্যাস্য কীর্ত্তিবংশপ্রণাশনঃ।
ধৃতরাষ্ট্রঃ পরীতাত্মা ধর্ম্মং ত্যজতি শাশ্বতম্॥ আদি ১৪১।৬

—বংশের কীর্তি নাশ করিবার নিমিত্ত এবং বংশকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্র এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিপরীতবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র নিত্য ধর্মকে ত্যাগ করিতেছেন।

স্বল্পভাষী মহামতি বিদুর তখনই ধৃতরাষ্ট্রের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্র প্রতিমুহূর্তে বিবেকের দংশন অনুভব করিতেন, পরন্তু তাঁহার শুভ বুদ্ধি সকল সময়ই অসদভিসন্ধির নিকট পরাজয় স্বীকার করিত। জতুগৃহের ব্যাপারেও দেখিতেছি—

কণিকস্য চ বাক্যানি তানি শ্রুত্বা স সর্ব্বশঃ।
ধৃতরাষ্ট্রো দ্বিধাচিত্তঃ শোকার্ত্তঃ সমপদ্যত॥ আদি ১৪২।২

কণিকের সকল কথা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র দ্বিধাচিত্ত এবং শোকার্ত হইয়াছেন।

অর্থাৎ পাণ্ডবদিগকে হত্যা করিতে তাঁহার মন যেন মানিতেছে না, কিন্তু দুর্যোধন যখন নানা যুক্তিবিন্যাসপূর্বক তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, পাণ্ডবগণ জীবিত থাকিলে ভবিষ্যতে সমূহ অকল্যাণের অশঙ্কা আছে, তখনই তাঁহার বিবেক যেন তিরোহিত হইল। তিনি দুর্যোধনকে বলিলেন—

দুর্য্যোধন মমাপ্যেতদ্ধৃদি সম্পরিবর্ত্ততে।
অভিপ্রায়স্য পাপত্বান্নৈবং তু বিবৃণোম্যহম্॥
ন চ ভীষ্মো ন চ দ্রোণো ন চ ক্ষত্তা ন গৌতমঃ।
বিবাস্যমানান্ কৌন্তেয়াননুমংস্যন্তি কর্হিচিৎ। আদি ১৪২।১৬,১৭

—দুর্যোধন, আমারও এইপ্রকার অভিপ্রায়, কিন্তু ইহা পাপ অভিপ্রায় বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর এবং কৃপ পাণ্ডবগণকে হস্তিনার বাহিরে পাঠানো অনুমোদন করিবেন না।

দুর্যোধন পুনরায় নানাবিধ বাক্যে পিতাকে সম্মোহিত করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পাণ্ডবগণ সমাতৃক বারণাবত-নগরে যাত্রা করিলেন। বিদুর সমস্ত বুঝিতে পারিয়া নিতান্ত শোকগ্রস্ত হইলেন এবং সাধারণের অবোধ্য ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে সতর্ক করিয়া দিলেন। পাণ্ডবগণের যাত্রার সময় পুরবাসী তেজস্বী নির্ভয় ব্রাহ্মণগণ স্পষ্টভাষায় ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দা করিয়াছেন—

তত্র কেচিদ্ ব্রুবন্তি স্ম ব্রাহ্মণা নির্ভয়াস্তদা।
দীনান্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডুসুতানতীব ভৃশদুঃখিতাঃ॥
বিষমং পশ্যতে রাজা সর্ব্বথা স সুমন্দধীঃ।
কৌরব্যো ধৃতরাষ্ট্রস্তু ন চ ধর্ম্মং প্রপশ্যতি॥ আদি ১৪৫।৬,৭

—পাণ্ডবগণকে দীন দেখিয়া দুঃখিত সেই ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছেন— অতিশয় মন্দবুদ্ধি রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে বিষম দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, তিনি ধর্মচ্যুত হইতেছেন।

এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণগণ নিষ্ক্রিয়তার জন্য ভীষ্মকেও এই পাপে দায়ী করিয়াছেন।

মহামতি বিদুরের সহায়তায় পাণ্ডবগণ জতুগৃহে মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা পাইলেন। পাঁচটি পুত্র সহ এক নিষাদী ও দুর্বুদ্ধি পুরোচন পুড়িয়া মরিল। পরের দিন ভোরবেলা বারণাবতবাসিগণ পঞ্চপুত্র সহ দগ্ধ নিষাদীকে দেখিয়া পঞ্চপাণ্ডব সহ কুন্তীই দগ্ধ

হইয়াছেন—এইপ্রকার মনে করিল। তাহারা দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এই সংবাদ পাঠাইল যে, 'তোমার কামনা সিদ্ধ হইয়াছে, পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিয়াছ।'

তে বয়ং ধৃতরাষ্ট্রস্য প্রেষয়ামো দুরাত্মনঃ।
সংবৃত্তস্তে পরঃ কামঃ পাণ্ডবান্ দগ্ধবানসি ॥ আদি ১৫০।৬

সাধারণ প্রজাবৃন্দও ধৃতরাষ্ট্রকে 'দুরাত্মা' বলিয়াই মনে করিয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র সেই সংবাদ পাইয়া

বিললাপ সুদুঃখিতঃ। আদি ১৫০।১০

—অতিশয় দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতেছিলেন। এই দুঃখের অভিনয়ও তিনি নিপুণভাবেই করিয়াছেন। তিনি জ্ঞাতিবন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রচুর অর্থব্যয়ে কুন্তী সহ পাণ্ডবগণের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিতেও ত্রুটি করেন নাই।[৮]

ভীমের হিড়িম্বাবিবাহ, হিড়িম্ব-বধ, বকরাক্ষস-বধ প্রভৃতি অনেক ঘটনার পর লক্ষ্যবেধ করিয়া অর্জুন দ্রুপদদুহিতা কৃষ্ণাকে লাভ করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া বিদুর সানন্দে ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, 'ভাগ্যক্রমে কুরুবংশ সমৃদ্ধ হইল।' দুর্যোধনও স্বয়ংবর-সভায় গিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বুঝিলেন যে, দুর্যোধনই কৃষ্ণাকে লাভ করিয়াছেন। তিনি আদেশ করিলেন, তাঁহার পুত্রবধূর নিমিত্ত শীঘ্রই যেন বহুমূল্য বসনভূষণ পাঠানো হয় এবং বিশেষ সমারোহে যেন পুত্র ও পুত্রবধূকে বাড়ীতে আনা হয়। পরে অর্জুনের যশোবার্তা শুনিয়া মনে তীব্র জ্বালা অনুভব করিলেও বিদুরের নিকট সেই ভাব গোপন করিয়া আহ্লাদই প্রকাশ করিয়াছেন। দুর্যোধন এবং কর্ণ মনে করিলেন, সত্যই বুঝি ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের বিজয়ে উল্লসিত হইয়াছেন। বিদুর চলিয়া গেলে তাঁহারা উভয়ে বৃদ্ধের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—আপনি এ কি করিতেছেন, শত্রুর সৌভাগ্যোদয়ে আনন্দ প্রকাশ করা কি শোভা পায়? যে উপায়েই হউক পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিতে হইবে। ঈর্ষান্বিত বৃদ্ধ বলিলেন—

অহমপ্যেবমেবৈতচ্চিকীর্ষামি যথা যুবাম্।
বিবেক্তুং নাহমিচ্ছামি ত্বাকারং বিদুরং প্রতি ॥ আদি ২০১।১

—তোমাদের ন্যায় আমিও ইহাই করিতে চাই। কিন্তু বিদুরের নিকট আমার মনোভাব প্রকাশ করা তো উচিত নহে।

ভ্রাতুষ্পুত্রদের প্রতি বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠতাতের এই মনোভাব সর্বত্রই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, শত চেষ্টা করিয়াও তিনি গোপন রাখিতে পারেন নাই।

পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ পাণ্ডবগণের শ্বশুর হইয়াছেন। তিনিও সর্বতোভাবে পাণ্ডবগণকে সাহায্য করিবেন। বিশেষতঃ পাণ্ডবদের বুদ্ধি এবং শৌর্যবীর্য আপন পুত্রগণের অপেক্ষা অধিক, বৃদ্ধ ইহা ভালরূপেই জানিতেন। দুর্যোধন ও কর্ণ পাণ্ডবদের সহিত শত্রুতাসাধনের মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। সেই গোপন মন্ত্রণায় ধৃতরাষ্ট্রও উপস্থিত ছিলেন। তিনি যেন কর্ণ ও দুর্যোধনের উপর ততটা আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। ভীষ্ম, দ্রোণ এবং বিদুরের পরামর্শে পুত্রগণের ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়াই কুন্তী ও কৃষ্ণা সহ পাণ্ডবগণকে হস্তিনায় লইয়া আসিবার নিমিত্ত বিদুরকে পাঞ্চালে পাঠাইলেন। তাঁহারা আসিলে ধৃতরাষ্ট্রই তাঁহাদিগকে অর্ধেক রাজ্য দিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে (ইন্দ্রপ্রস্থে) বাস করিতে পাঠাইলেন; পাণ্ডবগণ সেই ঘোর অরণ্যে নগর নির্মাণ করিয়া সুখে বাস করিতেছেন।[৯] দীর্ঘকাল এইভাবেই অতীত হইল। পাণ্ডবগণকে দূরে সরাইয়া দিয়া ধৃতরাষ্ট্র কিছুটা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। পাণ্ডবগণ দিগ্বিজয় করিয়া রাজসূয়-যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রমুখ সকলই সেই যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। দুর্যোধন এবং দুঃশাসন বিশেষ বিশেষ কর্মেও বৃত হইয়াছেন।

নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের এই শ্রী সহ্য করিতে পারিলেন না। তীব্র ঈর্ষায় তাঁহার চিত্তে সন্তাপ উপস্থিত হইল। তিনি চিন্তাজ্বরে জীর্ণ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বিবর্ণ কৃশ আকৃতি দেখিয়া শকুনি শঙ্কিত হইয়াই ধৃতরাষ্ট্রকে দুর্যোধনের অস্বাস্থ্যের বিষয় জানাইলেন। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের মুখে সন্তাপের কারণ অবগত হইয়া প্রতীকারের উপায় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার শ্যালক শকুনি দ্যুতক্রীড়ার প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। এই ব্যাপারে বিদুরের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র মত প্রকাশ করিলে দুর্যোধন পিতাকে বলিলেন—'বিদুর এই পরামর্শ সমর্থন করিবেন না। দ্যুতক্রীড়ার অনুমতি না পাইলে আমার মৃত্যু নিশ্চিত।' এই ভয় প্রদর্শনে বৃদ্ধের মন বিচলিত হইল। ঈর্ষাকাতর দুর্বলচিত্ত ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের এবং আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির উপায়রূপে এইবার শকুনির পরামর্শকেই গ্রহণ করিলেন। বিদুরের হিতবচনে কোন ফল হইল না। যদিও মনের অন্তঃস্থলে থাকিয়া দুর্বল বিবেকবুদ্ধি তাঁহাকে দংশন কবিয়াছে,তথাপি স্নেহদুর্বল বৃদ্ধ বিমূঢ় হইয়া পুত্রকেই অনুমোদন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।[১০]

এই অস্থিরমতি বৃদ্ধেরও সময় সময় ধর্মবুদ্ধি জাগ্রত হয়। দুর্যোধনকে দ্যুত হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত তিনিই বলিয়াছেন—

অনার্য্যাচরণং তাত পরস্বস্পৃহণং ভৃশম্। সভা ৫৪।৬

—হে বৎস, পরস্ব গ্রহণের অভিলাষ অনার্যজনেরই হইয়া থাকে।

ধৃতরাষ্ট্রের এই মানসিক উদারতা কখনও দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। তাঁহার বিবেকের জ্যোতি নীচতা-মেঘের দ্বারা আবৃত। দুর্যোধন যেন তাঁহাকে সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন। সকল ব্যাপারেই তিনি দুর্যোধন-পরিচালিত কলেব পুতুলের ন্যায় দুর্যোধনকেই অনুমোদন করেন। বিদুর প্রমুখ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদের নিকট মুখরক্ষার নিমিত্ত দৈবের দোহাই দেওয়া ব্যতীত আর কিছু তাঁহার বলিবার নাই। বিপদে পড়িলেই তিনি বলেন—

ধাত্রা তু দিষ্টস্য বশে কিলেদং
সর্ব্বং জগচ্চেষ্টতি ন স্বতন্ত্রম্। সভা ৫৭।৪

—জন্মান্তরেব কর্ম অনুসারেই বিধাতা সুখ-দুঃখের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। জগতে সকলেই স্ব-স্ব অদৃষ্টবশে পরিচালিত, কেহই স্বাধীন নহে।

এই দোহাই দিলে বৃদ্ধ যেন মনে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পান। তাঁহার অসচ্চিন্তা এবং অসাধু আচরণকেও দৈবের ঘাড়ে স্থাপন করিয়া নিষ্কৃতি লাভের উপায় খুঁজেন। বৃদ্ধ কিছুতেই স্নেহাসক্ত চিত্তকে সংযত এবং দৃঢ় রাখিতে পারেন না।

সাধু উপায়েই হউক, আর অসাধু উপায়েই হউক, পাণ্ডবগণ অপেক্ষা নিজের পুত্রগণকে বিত্তশালী দেখিতে বৃদ্ধের গোপন ইচ্ছা। দ্যুতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির সর্বস্ব হাবাইয়াছেন, ভ্রাতৃগণ সহ স্বয়ং পণে বিজিত হইয়াছেন, দ্রৌপদীকেও পণে হারাইয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের বিজয়ে বিশেষ উৎফুল্ল হইলেও এতক্ষণ হর্ষ গোপন করিতে পাবিয়াছিলেন, এখন আর তাহা সম্ভবপর হইল না।

ধৃতরাষ্ট্রস্তু সংহৃষ্টঃ পর্য্যপৃচ্ছৎ পুনঃপুনঃ।
কিং জিতং কিং জিতমিতি হ্যাকারং নাভ্যরক্ষত ॥ সভা ৬৫।৪৩

—ধৃতরাষ্ট্র সংহৃষ্ট হইয়া পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এবার পুত্রগণ কোন বস্তু জয় করিল। তিনি মনোগত হর্ষকে গোপন রাখিতে পারিলেন না।

ভীমসেন দুর্যোধনের উরুভঙ্গ এবং দুঃশাসনেব রক্তপানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। চতুর্দিকে ঘোর দুর্নিমিত্ত দেখা যাইতেছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রমুখ ব্যক্তিগণ দারুণ

অমঙ্গলের আশঙ্কায় বিষণ্ণ। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রমুখ ব্যক্তিগণ সভাগৃহ ত্যাগ করিয়াছেন। গান্ধারী ও বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের ভীষণতা বুঝাইয়া দিলে বৃদ্ধের হর্ষ অপগত হইল। পুত্রগণের বিপদাশঙ্কায় অগত্যা দ্রৌপদীকে বর দিতে চাহিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের বরে দ্রৌপদী এবং পঞ্চপাণ্ডব দাসত্ব হইতে মুক্ত হইলে অন্ধরাজা স্তোকবাক্যে যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করেন।[১১]

স্বার্থান্ধ দুর্যোধন পিতাকে সময় সময় বার্হস্পত্য নীতিশাস্ত্রও শোনাইয়া থাকেন। পিতাও পুত্রের বচনে বিচলিত হইয়া পাণ্ডবগণের অনিষ্টসাধনে প্রস্তুত হন। এইভাবেই পুনরায় দ্যূতক্রীড়ার নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করা হইল।

অকামানাঞ্চ সর্ব্বেষাং সুহৃদামর্থদর্শিনাম।
অকরোৎ পাণ্ডবাহ্বানং ধৃতরাষ্ট্রঃ সুতপ্রিয়ঃ ॥ সভা ৭৪।২৭

—বিচক্ষণ সুহৃদ্গণের হিতবচন উপেক্ষা করিয়া পুত্রস্নেহাতুর ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় পাণ্ডবগণকে দ্যূতক্রীড়ার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন।

দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে ধর্মপথে থাকিবার নিমিত্ত অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া পরিশেষে বলিলেন—

তস্মাদয়ং মদ্বচনাৎ ত্যজ্যতাং কুলপাংসনঃ। সভা ৭৫।৮

—এই কুলাধম দুর্যোধনই সকল অনর্থের মূল। মহারাজ, আমার বাক্য শোন, এই দুরাচারকে পরিত্যাগ কর।

গান্ধারীর বাক্যেও ধৃতরাষ্ট্রের স্বার্থপর মনে ধর্মবুদ্ধির উদয় হইল না। দ্যূতে পরাজিত হইয়া পাণ্ডবগণ বনে যাত্রা করিয়াছেন। এবার ধৃতরাষ্ট্র কিঞ্চিৎ বিবেকদংশন অনুভব করিলেন।

রাজা চ ধৃতরাষ্ট্রস্তু পুত্রাণামনয়ং তদা।
ধ্যায়নুদ্বিগ্নহৃদয়ো ন শান্তিমধিজগ্মিবান্ ॥ সভা ৭৯।৩৪

—রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের দুর্নীতির বিষয় চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্নহৃদয়ে অশান্তভাবে কাল কাটাইতেছিলেন।

বৃদ্ধের এই চিন্তা ধর্মবুদ্ধিজাত নহে, ক্রুদ্ধ ভীমসেন এবং অর্জুন হইতে পুত্রগণের কত বড় বিপদ ঘটিতে পারে—এই আশঙ্কায়ই অস্থিরমতি বৃদ্ধ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। পাণ্ডবগণ এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে ছাড়িবেন না, তখন পুত্রগণের কি উপায় হইবে—এই চিন্তাই তাঁহার প্রবল হইয়া উঠিল।[১২]

ভীত হইলেই এই বৃদ্ধ বিদুরের পথ্যবচন শুনিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন, কিন্তু বিদুরের পরামর্শ সহ্য করিতে পারেন না। স্বার্থত্যাগের কথা উঠিলেই বৃদ্ধ বিরক্তি প্রকাশ করেন। একবার বিদুরের পরামর্শে স্বার্থান্ধ বৃদ্ধ ধৈর্যহারা হইয়া বিদুরকে পাণ্ডবহিতৈষী বলিয়া তিরস্কার করিলেন এবং চলিয়া যাইতে বলিলেন।[১৩] বিদুরও ধৃতরাষ্ট্রের দুর্নীতি দেখিয়া পূর্ব হইতেই অসন্তুষ্ট হইয়া আছেন। তদুপরি ধৃতরাষ্ট্রের প্রত্যাখ্যানে কাম্যক-বনে পাণ্ডবসমীপে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র আপনার আচরণে অনুতপ্ত হইয়াছেন এবং বিদুরের পরামর্শ পাইলে পাণ্ডবগণের শক্তি বর্দ্ধিত হইবে মনে করিয়া বিদুরকে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত সঞ্জয়কে পাঠাইয়াছেন। বিদুর ফিরিয়া আসিলেন।[১৪]

এখানে যদিও ধৃতরাষ্ট্র অনুতপ্ত হইয়াছেন, তথাপি পাণ্ডবদের শক্তিবৃদ্ধি হইবে মনে করিয়া সত্বর বিদুরকে পাণ্ডব হইতে বিযুক্ত করিবার নিমিত্ত সঞ্জয়কে পাঠাইয়াছেন। ঈর্ষাপরায়ণ ধৃতরাষ্ট্র কিছুতেই পাণ্ডবদের কল্যাণ সহ্য করিতে পারিতেছেন না। পাণ্ডবগণকে বনে

পাঠাইয়াও ধৃতরাষ্ট্রের শান্তি নাই। সেখানে তাঁহারা তপস্যা করিয়া শক্তি বৃদ্ধি করিতেছেন, এই সংবাদ শুনিয়াও তিনি পুত্রগণের অমঙ্গলের আশঙ্কায় বিলাপ করেন।[১৩]

পাণ্ডবগণের বনবাসের ও অজ্ঞাতবাসের তের বৎসরই ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে ঈর্ষাজনিত শঙ্কা ও ভয়ে মহাদুঃখে কাল যাপন করিয়াছেন। বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের কাল উত্তীর্ণ হইলে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাণ্ডবগণ দ্রুপদরাজার পুরোহিতকে কুরুসভায় পাঠাইলেন। ধৃতরাষ্ট্র এবার প্রমাদ গণিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণের বিক্রমের কথা শুনিয়া তিনি চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন। শুধু মিষ্টবচনে পাণ্ডবগণকে কিছুদিন ভুলাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই বৃদ্ধ সঞ্জয়কে উপপ্লব্য-নগরে পাঠাইলেন। সঞ্জয় প্রত্যাবর্তন করিয়া দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতির জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে ভর্ৎসনা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। পরদিবস কুরুসভায় তিনি যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন। ধৃতরাষ্ট্র অশান্তিতে ছট্‌পট্ করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হয় না। বিদুরকে ডাকাইয়া আনিয়া সমস্ত রাত্রি নীতিকথা শুনিতে লাগিলেন।[১৬] পরে ভগবান্ সনৎকুমার হইতে আত্মবিদ্যার উপদেশ লাভ করিয়াও মন স্থির করিতে পারিলেন না। ভয়ে তাঁহার চিত্ত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। পরদিন সভাস্থলে সঞ্জয়ের মুখে ক্রমে ক্রমে পাণ্ডবগণের বিনীত নিবেদন এবং উগ্র বচন শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র অধিকতর ভীত হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধের আন্তরিক ইচ্ছা এই যে, অন্যায়ভাবে অধিকৃত রাজ্যার্ধ পুত্রগণেরই থাকুক, অথচ যুদ্ধ যেন না হয়। ভীষ্ম, দ্রোণ এবং বিদুর তাঁহাকে স্বার্থত্যাগের পরামর্শ দিলে তিনি সহ্য করিতে পারেন না।[১৭] ধৃতরাষ্ট্র অর্জুনকে বিশেষতঃ ভীমকে যথেষ্ট ভয় করেন। তিনি বলিয়াছেন—

ভীমসেনাদ্ধি মে ভূয়ো ভয়ং সংজায়তে মহৎ।
ক্রুদ্ধাদমর্ষণাত্তাত ব্যাঘ্রাদিব মহারুরোঃ॥ উ ৫১।২

—ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রকে হরিণ যেরূপ ভয় করিয়া থাকে, ক্রুদ্ধ এবং দুর্ধর্ষ ভীমসেনকেও আমি ঠিক সেইরূপ ভয় করিয়া থাকি।

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইলে কুরুপক্ষ নিশ্চিতই পরাজিত হইবে—এই চিন্তায় বৃদ্ধ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ভীতকণ্ঠে তিনি অসহায়ের মত সঞ্জয়কে বলিতেছেন—

কিন্নু কুর্য্যাং কথং কুর্য্যাং ক্ব নু গচ্ছামি সঞ্জয়।
এতে নশ্যন্তি কুরবো মন্দাঃ কালবশং গতাঃ॥ উ ৫১।৫৯

—সঞ্জয়, আমি কোথায় যাই, কি উপায়ে কি করি, এই মন্দমতি কুরুগণ কালগ্রস্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

সঞ্জয় অতিশয় স্পষ্টবাদী, অপ্রিয় সত্য কথনেও ইতস্ততঃ করেন না। তিনি বৃদ্ধের ক্ষতে ক্ষার প্রক্ষেপ করিয়া বলিলেন—দ্যূতক্রীড়ার সময় আপনি পুত্রদের বিজয় শ্রবণে শিশুর ন্যায় উল্লসিত হইয়াছিলেন, পুত্রগণ পাণ্ডবদের নানাবিধ অপমান করিলেও উপেক্ষাই করিয়াছেন। আপনার দুর্নীতিতেই অবস্থা এতদূর গড়াইয়াছে। এখনও সময় আছে, পুত্রগণকে সংযত করুন।[১৮]

তখনই দুর্যোধনের সাহঙ্কার অভয় বচনে হতভাগ্য বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ আশান্বিত হইয়া উঠিলেন। পুনরায় সঞ্জয় হইতে ভীম এবং অর্জুনের বলবীর্যের বর্ণনা শুনিয়া সবিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।[১৯] তাঁহার এই অস্থিরচিত্ততা পাঠকের মনে করুণার উদ্রেক করে। বৃদ্ধ যখন মনে করেন, পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই তাঁহার শতপুত্রকে হত্যা করিতে পারিবেন, তখনই তিনি ভীত হইয়া দুর্যোধনকে উপদেশ দিয়া থাকেন, আবার দুর্যোধনের আস্ফালন দেখিলে তাঁহার চিত্তে বিজয়ের ক্ষীণ আশাও সঞ্চারিত হয়। তখন তিনি উভয় পক্ষে সমবেত বীরগণের বলাবল পরীক্ষার নিমিত্ত সঞ্জয়কে আহ্বান করেন। সঞ্জয়ের তথ্য বচনকেও

সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারেন না ।[১০] পুত্রস্নেহান্ধ এই অন্ধরাজার অসহায় অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ।

কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের দূত হইয়া শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত হস্তিনায় আসিতেছেন । ক্রূরবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া অর্জুন হইতে বিযুক্ত করিবেন বলিয়া মনে করিতেছেন । অভ্যর্থনার ঘটা দেখিয়াই তীক্ষ্ণধী বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন ।[১১]

কৃষ্ণ কুরুসভায় উপস্থিত হইয়াছেন । তাঁহার যুক্তিযুক্ত বচন শুনিয়া উপস্থিত সকলেই পরিতৃপ্ত হইলেন । কৃষ্ণের মুখে পুনরায় ভীম ও অর্জুনের বীরত্ব-কাহিনী শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রও ভয়ে দুর্যোধনকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কৃষ্ণের উপদেশ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত পরামর্শ দিলেন ।[১২] অভিমানী দুর্যোধন কাহারও কথায় কাণ দিলেন না । এবার কৃষ্ণ আসন্ন যুদ্ধের পরিণাম সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্রকে সচেতন করিতে চেষ্টা করিলেন । দুর্যোধনকে বন্দী করিয়া পাণ্ডবদের সহিত শান্তি স্থাপনের পরামর্শও দিলেন । ক্রূরবুদ্ধি অসহায় বৃদ্ধ দুর্যোধনকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত গান্ধারীকে রাজসভায় আনাইয়াছেন । গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকেই ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন । তিনি বলিলেন—

ত্বং হ্যেবাত্র ভৃশং গর্হ্যো ধৃতরাষ্ট্র সুতপ্রিয়ঃ ।
যো জানন্ পাপতামস্য তৎপ্রজ্ঞামনুবর্ত্তসে ॥ উ ১২৯।১১

—রাজন্, তুমিই এই বিষয়ে অত্যধিক ভর্ৎসনার যোগ্য । জানিয়া শুনিয়াও পুত্রের পাপ চক্রান্তের তুমিই অনুবর্তন করিয়া থাক ।

শান্তির চেষ্টা ব্যর্থ হইল । কৃষ্ণ এখন কুরুসভা হইতে বিদায় লইতেছেন । ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের নিকট সাধু সাজিয়া আত্মদোষ মোচনের চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই । তিনি কৃষ্ণকে বলিতেছেন—'জনার্দন', পুত্রদের উপর আমার কতখানি প্রভাব আছে, তাহা তুমি প্রত্যক্ষ করিলে । আমি শান্তির নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম । তুমি আমার শান্তির আন্তরিকতায় সন্দেহ করিবে না বলিয়াই মনে করি । সকলেই ইহা জানেন যে, আমি সর্বপ্রযত্নে শান্তির নিমিত্তই চেষ্টা করিতেছি ।'[১৩]

জনার্দন যে কতটুকু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং অন্তর্দর্শী, বৃদ্ধ রাজা তাহা বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই আত্মদোষ ক্ষালনের এই বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন । ধৃতরাষ্ট্র যে বেশ চতুর এবং বুদ্ধিমান্ ছিলেন, এরূপ বলা যায় না । তাঁহার কূট চক্রান্ত ও মনোভাব সকলের কাছেই ধরা পড়িয়াছে ।

যুদ্ধের উদ্যোগ চলিতেছে । কুরুক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সেনাসন্নিবেশ হইতেছে, এরূপ সময়ে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ধৃতরাষ্ট্র সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন—

ধর্ম্ম্যং দেশয় পন্থানং সমর্থো হ্যসি বারণে । ভী ৩।৫৩

—রাজন্, তুমি এই যুদ্ধ নিবারণ করিতে সমর্থ । তোমার পুত্রগণকে ধর্মপথ দেখাইয়া দাও ।

ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের জনক । তাঁহার সহিত কপটতা করিতে ধৃতরাষ্ট্রের বিবেক বাধা দিল । তিনি সরলভাবে নিজের স্বার্থপরতা স্বীকার করিয়া বলিলেন—

স্বার্থে হি সংমুহ্যতি তাত লোকঃ । ভী ৩।৬০

—পিতঃ, সকলই স্বার্থের নিমিত্ত মোহিত হইয়া থাকে ।

ব্যাসদেব বলিলেন, সংগ্রামে যে তোমার পক্ষেই জয় হইবে, ইহার নিশ্চয়তা কি ? আর জয় হইলেও সংগ্রামের জয় ক্ষয়েরই তুল্য ।

কোন উপদেশেই কাজ হইল না । ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে সমর্থন করিলেন । যুদ্ধারম্ভের পূর্বে

ব্যাসদেবের প্রসাদে সঞ্জয় দিব্য চক্ষু লাভ করিলেন। তিনি হস্তিনায় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে থাকিয়া অন্ধরাজাব নিকট যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণনা করিবেন—ইহা স্থির হইল।

যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র পুনঃপুনঃ স্বপক্ষের পরাভবের বর্ণনাই শুনিতেছেন। পাণ্ডবপক্ষের জয়ে বৃদ্ধের মন হাহাকার করিয়া উঠিতেছে। সঞ্জয় তাঁহার ক্ষতে যেন লবণ প্রক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

শৃণু রাজন্ স্থিরো ভূত্বা তবৈবাপনয়ো মহান্। ভী ৬২।৭

—রাজন্, স্থির হইয়া তোমারই দুর্নীতির ফল শ্রবণ কর।

সঞ্জয় পুনঃপুনঃ স্পষ্টভাষায় ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁহার দুষ্কর্মের জন্য ভর্ৎসনা করিয়াছেন। বৃদ্ধ একে একে স্বপক্ষীয় বীরগণের মৃত্যুসংবাদে শোকাকুল হইয়া বিলাপ করিতেছেন—

কেনাবধ্যা মহাত্মানঃ পাণ্ডোঃ পুত্রা মহাবলাঃ।
কেন দত্তবরাস্তাত কিং বা জ্ঞানং বিদন্তি তে ॥ ভী ৬৫।৫

—মহাত্মা মহাবল পাণ্ডবগণ কিহেতু অবধ্য, তাহাদিগকে কে বর দিলেন, অথবা তাহারা কি বিদ্যা জানেন—বৎস সঞ্জয়, তুমি কি আমাকে বলিতে পার?

পবেও পুনঃপুনঃ পরাজয়ের সংবাদ শুনিয়া বৃদ্ধ বার বার মূর্ছিত হইয়াছেন, বিলাপ করিয়াছেন, আপনার দোষেই কুলক্ষয় হইল, এই অনুতাপে প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। নিজেই নিজের দুষ্কর্মের কথা প্রকাশ করিতেছেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার বন্ধু-বান্ধব সুহৃৎ মিত্র, একশত পুত্র, সকলকেই একে একে হারাইয়াছেন, তথাপি তাঁহার পাণ্ডববিদ্বেষ কমে নাই।[২৪]

হৃতরাজ্য হতবন্ধু হতভাগ্য বৃদ্ধ রাজাকে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত ব্যাসদেব, শ্রীকৃষ্ণ, বিদুর, সঞ্জয় প্রমুখ মহাত্মগণ বিস্তর চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের উপদেশে ধৃতরাষ্ট্র কিছুটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পাণ্ডববিদ্বেষ অপগত হয় নাই। গান্ধারী, কুন্তী প্রমুখ পুরনারীগণ সহ ধৃতবাষ্ট্র কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহার পাদবন্দনা করিলে পর তিনি ভীমকে স্নেহালিঙ্গন করিতে চাহিলেন। দুর্যোধন গদাযুদ্ধের প্রতিপক্ষরূপে লৌহ দ্বাবা ভীমের এক মূর্তি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের দুষ্ট অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ভীমকে তাঁহার নিকট হইতে সরাইয়া আনিলেন এবং সেই লৌহপ্রতিমাকেই ভীম বলিয়া উপস্থিত করিলেন। শোকাতুর অন্ধ সেই মূর্তিকেই প্রকৃত ভীম মনে করিয়া এরূপ সবলে আলিঙ্গন করিলেন যে, মূর্তিটি ভাঙ্গিয়া গেল এবং নিজের বক্ষঃস্থল বিমথিত হইয়া মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে লাগিল। বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ পরেই বুঝিতে পারিলেন, কাজটি ভাল হয় নাই। তখন তাঁহার ক্রোধের প্রচণ্ডতাও কিছুটা শিথিল হইয়া আসিয়াছে। তিনি 'হা ভীম'—বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। বাসুদেব বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিয়া প্রকৃত ব্যাপারটি জানাইলেন এবং কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনা করিতেও ছাড়িলেন না। কৃষ্ণ কহিলেন—

আত্মাপরাধাদাপন্নস্ত্বং কিং ভীমং জিঘাংসসি। স্ত্রী ১৩।৯

—আপনি নিজের দুষ্কর্মের ফল ভোগ করিতেছেন, ভীমকে হিংসা করিবার কি কারণ আছে?

কৃষ্ণের মৃদু ভর্ৎসনায় বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ না হইয়া আপনার দুষ্কার্যের কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

যুধিষ্ঠির সিংহাসনে আরোহণ করিয়া জ্যেষ্ঠতাতকে বিশেষ সুখে-সম্মানে রাখিয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম বা ত্রুটি বৃদ্ধের চোখে ধরা পড়ে নাই। আপনার কৃত কর্মের জন্য গভীর পরিতাপে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে। তিনি পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন—

অশ্রুত্বা হিতকামস্য বিদুরস্য মহাত্মনঃ।

বাক্যানি সুমহার্থানি পরিতপ্যামি দুর্মতিঃ ॥ অশ্ব ১।১১

—হিতকাম মহাত্মা বিদুরের সারগর্ভ বচন না শোনাতেই দুর্মতি আমি এখন পরিতাপ করিতেছি।

ভীম জ্যেষ্ঠতাতের পূর্ব ব্যবহার ভুলিতে পারেন নাই। তিনি মধ্যে মধ্যে সকলের অগোচরে ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক কিছু শোনাইতেন। গান্ধারীও ভীমের দুর্বাক্য শুনিতে পাইতেন। ভীম দুর্যোধনাদি শত ভ্রাতার হননের জন্য আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিতেন। পনর বৎসরকাল যুধিষ্ঠিরের সেবা-শুশ্রূষায় বৃদ্ধ মোটামুটি ভালই ছিলেন, কিন্তু এখন ভীমের বাক্‌শল্য যেন তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। যুধিষ্ঠিরাদি সকলের কাছেই তিনি মনোভাব গোপন করিয়া রহিলেন।

পবম সুখে-সম্মানে যুধিষ্ঠিরের আশ্রয়ে পনর বৎসব অতিবাহিত হইবার পর ভীমের বাকাবাণে প্রপীডিত হইযা ধৃতরাষ্ট্র সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নির্বেদ উপস্থিত হইল।

ততঃ পঞ্চদশে বর্ষে সমতীতে নরাধিপঃ।
রাজা নির্ব্বেদমাপেদে ভীমবাগবাণপীডিতঃ ॥ আশ্র ৩।১২

ধৃতবাষ্ট্র একদিন সকল সুহৃজ্জনকে আহ্বান কবিযা বাষ্পকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—

বিদিতং ভবতামেতদ্, যথাবৃত্তঃ কুরুক্ষযঃ।
মমাপবাধাত্তৎ সর্ব্বমনুজ্ঞাতঞ্চ কৌববৈঃ ॥
ইত্যাদি। আশ্র ৩।১৭-২৫

—এই কুরুবংশ যে-ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইযাছে, তাহা আপনাবা জানেন। আমারই অপরাধে সেইসকল ঘটনা ঘটিয়াছে। কৌরবগণ আমার দোষেই দুষ্কার্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন। আমি অতিশয দুর্মতি এবং পুত্রস্নেহাতুব। দুষ্টমতি দুর্যোধনকে আমিই কৌরবাধিপত্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলাম। বিদুব, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃষ্ণ প্রমুখ মনীষিগণেব হিতবচন আমি উপেক্ষা কবিযাছি। আমি পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের পৈতৃক ধনে বঞ্চিত কবিযাছিলাম। নিজের সকল দুষ্কার্যেব কথা স্মবণ কবিযা এখন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছি। দুর্মতি আমি এখন সেই পাপের প্রাযশ্চিত্ত করিতেছি। কিছুদিন যাবৎ আমি যে কঠোব ব্রত অবলম্বন কবিয়াছি, তাহা গান্ধারী জানেন।"

ধৃতবাষ্ট্রেব করুণ বচন শুনিযা যুধিষ্ঠিব অত্যন্ত বিচলিত হইযা পড়িলেন, তিনি আপনাকে নানাভাবে ধিক্কাব দিতে লাগিলেন এবং রাজ্যত্যাগেব ইচ্ছা প্রকাশ কবিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে প্রবোধ দিযা এবার তাঁহার চরম সঙ্কল্প প্রকাশ কবিতেছেন—

তাপস্যে মে মনস্তাত বর্ত্ততে কুরুনন্দন।
উচিতঞ্চ কুলেঽস্মাকমরণ্যগমনং প্রভো ॥
চিরমস্ম্যুষিতঃ পুত্র চিরং শুশ্রূষিতস্ত্বযা।
বৃদ্ধং মামপ্যনুজ্ঞাতুমর্হসি ত্বং নরাধিপ ॥ আশ্র ৩।৫৬,৫৭

—বৎস, আমার মন তপস্যাব নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়াছে। বার্দ্ধক্যে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া অরণ্যে বাস করা আমাদেব বংশের ধর্ম। বৎস, দীর্ঘকাল তোমাব সেবা-শুশ্রূষা লাভ করিয়া তোমার কাছে বাস করিয়াছি। রাজন্, এই বৃদ্ধের অরণ্যযাত্রা অনুমোদন কর।

ধৃতরাষ্ট্রের দেহে আব সেই বল নাই। তিনি বেশী কথা বলিতে পারিলেন না। গান্ধারীকে আশ্রয় করিয়া মূর্ছিতের মত বসিয়া পড়িলেন। যুধিষ্ঠিরের সেবায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া তিনি যুধিষ্ঠিরকে সস্নেহ আশীর্বাদ করিলেন।

যুধিষ্ঠিরের অনুমোদন লাভ না করিয়া তিনি আহার করিবেন না—এই সঙ্কল্প যুধিষ্ঠিরকে জানাইলে পর ব্যাসদেব সেখানে উপস্থিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্কল্পে বাধা না দিবার নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরকে অনুরোধ করিয়াছেন।[২৬] অতঃপর যুধিষ্ঠিরের অনুমোদন লাভ করিয়া বৃদ্ধ আহার করিলেন এবং রাজধর্ম বিষয়ে যুধিষ্ঠিরকে অতি মূল্যবান্ উপদেশ দিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি উপদেশে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের নানাবিধ অভিজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে।

তারপর ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার রাষ্ট্রের প্রজাপুঞ্জকে আহ্বান করিয়া নিজের এবং দুর্যোধনের ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পরিশেষে করুণভাবে বলিয়াছেন—

বৃদ্ধোঽয়ং হতপুত্রোঽয়ং দুঃখিতোঽয়ং নরাধিপঃ।
পূর্ব্বরাজ্ঞাঞ্চ পুত্রোঽয়মিতি কৃত্বানুজানথ॥
ইয়ঞ্চ কৃপণা বৃদ্ধা হতপুত্রা তপস্বিনী।
গান্ধারী পুত্রশোকার্ত্তা যুষ্মান্ যাচতি বৈ ময়া॥ আশ্র ৯।৮, ৯

—এই ব্যক্তি বৃদ্ধ, হতপুত্র, দুঃখিত এবং রাজবংশের সন্তান—ইহা মনে করিয়া তোমরা আমাকে (বনগমনের) অনুমতি দাও। আর এই বৃদ্ধা, কৃপাপাত্রী, হতপুত্রা, নির্দোষা পুত্রশোকার্তা গান্ধারীও আমার মুখেই তোমাদের অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছেন।

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর করুণ সম্ভাষণে সকলের চোখেই অশ্রু দেখা গেল। কিছুক্ষণ পরে প্রজাবৃন্দ—

রুরুদুঃ শোকসন্তপ্তা মুহূর্ত্তং পিতৃমাতৃবৎ। আশ্র ১০।৭

—মাতাপিতার বিয়োগে সন্তান যেরূপ শোকসন্তপ্ত হইয়া ক্রন্দন করে সেইরূপ ক্রন্দন করিতেছিলেন।

প্রজাপুঞ্জের মুখপাত্ররূপে এক ব্রাহ্মণ ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের রাষ্ট্রপরিচালনার অনেক সুখ্যাতি করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বস্ত করিয়াছেন।

অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠির হইতে প্রচুর অর্থ লাভ করিয়া তাঁহার পূর্বপুরুষ, সুহৃদ্-বান্ধব ও পুত্রাদির শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া আপনার এবং গান্ধারীর ঔর্ধ্বদেহিক কৃত্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

এবং স পুত্রপৌত্রাণাং পিতৃণামাত্মনস্তথা।
গান্ধার্য্যাশ্চ মহারাজ প্রদদাবৌর্ধ্বদেহিকম্॥ আশ্র ১৪।১৫

(শাস্ত্রে আত্মশ্রাদ্ধেরও বিধান আছে।)

তারপর কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা যজ্ঞ করাইয়া বল্কল ও অজিন ধারণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। পুত্র ও পুত্রবধূগণের কাতর প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া কুন্তী গান্ধারীর সঙ্গে অরণ্যে যাত্রা করিয়াছেন। বিদুর এবং সঞ্জয় এই সময়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন। তখনকার যাত্রার দৃশ্য বড়ই করুণ। হস্তিনাপুরীর 'বর্দ্ধমান'-নামক দ্বার অতিক্রম করিয়া তাঁহারা পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এই অরণ্যযাত্রায় কুন্তী চলিয়াছেন পুরোভাগে, তাঁহার স্কন্ধে হাত রাখিয়া চলিয়াছেন বদ্ধনেত্রা গান্ধারী, আর গান্ধারীর স্কন্ধে হাত রাখিয়া চলিয়াছেন অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র।

প্রথম রাত্রি তাঁহারা ভাগীরথী-তীরে কুশ-শয্যায় যাপন করিয়া দ্বিতীয় দিনে কুরুক্ষেত্রে রাজর্ষি শতযূপের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেইখানে কিছুদিন বাস করার পর একদা যুধিষ্ঠির সপরিবারে তাঁহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত আসিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রাদির কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত দর্শনে তাঁহারা সকলেই অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাতেই

বিদুর যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করেন।

একদা ব্যাসদেব সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তপস্যা দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে কি না এবং তিনি পুত্রশোক ভুলিতে পারিয়াছেন কিনা—ব্যাসদেব এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে পর ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছেন—

দূয়তে মে মনো নিত্যং স্মরতঃ পুত্রগৃদ্ধিনঃ।
অপাপাঃ পাণ্ডবা যেন নিকৃতাঃ পাপবুদ্ধিনা ॥
ইত্যাদি। আশ্র ২৯।১৭-৩৪

—ভগবন্, আমার চিত্তে শান্তি নাই। পাপবুদ্ধি আমি পুত্রস্নেহে অপাপ পাণ্ডবগণকে কষ্ট দিয়াছি। আমারই দুর্বুদ্ধিবশতঃ এই ভীষণ লোকক্ষয় ঘটিয়াছে। যাঁহারা যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছেন, পরলোকে তাঁহাদের কিরূপ গতি হইয়াছে—তাহা জানিবার নিমিত্ত আমার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছে। নিজের পাপকর্ম স্মরণ করিয়া আমি দিবানিশি দগ্ধ হইতেছি। হে পিতঃ, শোকে দুঃখে একান্ত অভিভূত হইয়া কিছুমাত্র শান্তি পাইতেছি না।

পতিব্রতা গান্ধারীও শ্বশুরকে বলিয়াছেন—

পুত্রশোকসমাবিষ্টো নিঃশ্বসন্ হ্যেষ ভূমিপঃ।
ন শেতে বসতীঃ সর্ব্বা ধৃতরাষ্ট্রো মহামুনে ॥ আশ্র ২৯।৩৯

—হে মহামুনে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশোকে কাতর হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসত্যাগ করেন, তাঁহার নিদ্রা নাই। (ষোল বৎসর গত হইল, এখনও তাঁহার পুত্রশোকের তীব্রতা কিছুমাত্র কমে নাই।)

সকলের মনোভাব অবগত হইয়া ব্যাসদেব তাঁহার অলৌকিক প্রভাবে একরাত্রির নিমিত্ত যুদ্ধে নিহত বীরগণকে সকলের দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী প্রমুখ সকলই নিহত বীরগণের উত্তমা গতি দর্শন করিয়া শোকমুক্ত হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্রস্তু তান্ সর্ব্বান্ পশ্যন্ দিব্যেন চক্ষুষা।
মুমুদে ভারতশ্রেষ্ঠ প্রসাদাত্তস্য বৈ মুনেঃ ॥ আশ্র ৩২।২১

যুধিষ্ঠির সপরিবারে কিঞ্চিদধিক একমাস কাল আশ্রমে কাটাইলে পর ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে অজস্র আশীর্বাণীর সহিত বিদায় দিলেন। গান্ধারী ও কুন্তীর সস্নেহ আদেশে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনায় প্রত্যাবর্তন করিতে হইল।

যুধিষ্ঠিরের প্রত্যাবর্তনের পর দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। একদা অনেক তীর্থ পর্যটন করিয়া দেবর্ষি নারদ হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন। তিনি বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন শুনিয়া যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট হইতে ধৃতরাষ্ট্রাদির সংবাদ জানিতে চাহিলে দেবর্ষি বলিলেন—'মহারাজ, তোমরা চলিয়া আসার পর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয় রাজর্ষি শতযূপের আশ্রম ত্যাগ করিয়া গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বারে) চলিয়া যান। সেইখানে এক গভীর অরণ্যে বাস করিয়া তাঁহারা অতি কঠোর তপশ্চর্যায় মনোনিবেশ করেন। একদা অকস্মাৎ সেই অরণ্যে দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে দূরে প্রস্থান করিতে বলিয়া সেই অগ্নিতে দেহ আহুতি দিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। তিনি সঞ্জয়কে বলিলেন—

নৈষ মৃত্যুরনিষ্টো নো নিঃসৃতানাং গৃহাৎ স্বয়ম্। আশ্র ৩৭।২৭

—স্বয়ং গৃহত্যাগী আমাদের পক্ষে এইপ্রকার মৃত্যু পাপের কারণ নহে।

এই কথা বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র

প্রাঙ্মুখঃ সহ গান্ধার্য্যা কুন্ত্যা চোপাবিশত্তদা। আশ্র ৩৭।২৯

—গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত পূর্বাভিমুখ হইয়া যোগাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

মনীষী ঋষিপুত্র যোগযুক্ত হইয়া

সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামমাসীৎ কাষ্ঠোপমস্তদা। আশ্র ৩৭।৩১

— ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া কাষ্ঠবৎ নিশ্চল হইয়া রহিলেন।

গান্ধারী এবং কুন্তীও যোগাবলম্বন করিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। দাবাগ্নি সেই তাপস ঋষিপুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে এবং গান্ধারী ও কুন্তী তাপসীদ্বয়কে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। সঞ্জয় সেই দাবাগ্নি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া গঙ্গাতীরে তপস্বিগণের নিকট এই ঘটনা বিবৃত করিয়াছিলেন, আমিও সেইখানে উপস্থিত ছিলাম। অতঃপর সঞ্জয় গঙ্গাদ্বার হইতে হিমালয়ের দিকে চলিয়া গিয়াছেন। আমি ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর ভস্মীভূত কলেবর দেখিয়াছি'।[২৭]

জীবনে যত কিছুই করুন না কেন, যোগিজনবাঞ্ছিত মৃত্যু বরণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রমাণ করিলেন—তিনি যথার্থই ঋষিপুত্র ছিলেন। শেষ জীবনের কঠোর তপস্যা তাঁহার সমস্ত অজ্ঞানকে দূরীভূত করিয়াছে। তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ধর্মবুদ্ধি ও ঈর্ষা—এই উভয়ের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রের জীবনের দীর্ঘকাল নিতান্ত অশান্তিতে কাটিয়াছে। গান্ধারীর ন্যায় মহীয়সী পত্নী লাভ করিয়াও তাঁহার গার্হস্থ্য-ধর্ম সুখের হয় নাই। কুপুত্রের দ্বারা সম্মোহিত দুর্বলচিত্ত পিতা কখনও শান্তি পান নাই। সুদীর্ঘ জীবনের শেষ দুই বৎসরকাল তিনি যথার্থ আনন্দে যাপন করিয়াছেন।

---

১ আদি ৬৭।৮৩
২ আদি ৬৭।৮৪, আদি ১০৬।১০
৩ আদি ১১৫ তম অ।
৪ আদি ১০৯ তম অ।
৫ আদি ১২৭ তম অ।
৬ আদি ১৪০ তম অ।
৭ আদি ১৪৫।১০
৮ আদি ১৫০।১৫
৯ আদি ২০৭ তম অ।
১০ সভা ৫০ শ অ।
১১ সভা ৭২ তম ও ৭৩ তম অ।
১২ সভা ৮১ তম অ।
১৩ বন ৪র্থ অ।
১৪ বন ৬ষ্ঠ অ।
১৫ বন ৪৮শ অ।
১৬ উ ৩৩শ—৪১শ অ।
১৭ উ ৪৯ শ অ।
১৮ উ ৫৪ তম অ।
১৯ উ ৬০ তম অ।
২০ উ ৬৪ তম অ—৬৯ তম অ।
২১ উ ৮৭ তম অ।
২২ উ ১২৫ তম অ।
২৩ উ ১৩১।৩২—৩৫
২৪ শল্য ২।৩
২৫ আশ্র ৩য় অ।
২৬ আশ্র ৪র্থ অ।
২৭ আশ্র ৩৭ শ অ।

পাণ্ডু

বিচিত্রবীর্যের দ্বিতীয়া পত্নী অম্বালিকার গর্ভে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে পাণ্ডুর জন্ম হয়। পাণ্ডুও বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্র। জননী অম্বালিকা মহর্ষিকে দেখিযাই ভয়ে পাণ্ডুবর্ণা (ফ্যাকাশে) হইয়া পড়েন। এইহেতু পুত্রের বর্ণও পাণ্ডু হইযাছিল।[1]

জন্মাবধি ভীষ্ম তাঁহাকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিযাছেন। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে পাণ্ডুর উপনয়নাদি সংস্কার, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি সম্পন্ন হয়। বেদ, ধনুর্বেদ, গদাযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ, গজশিক্ষা, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস-পুরাণ প্রভৃতি বিষয়ে পাণ্ডু শিক্ষালাভ করেন। ধনুর্বেদেই তাঁহার খ্যাতি সর্বাপেক্ষা অধিক। যথাসময়ে তিনি কুরুসিংহাসনে আবোহণ কবিযাছেন।[2]

যদুশ্রেষ্ঠ শূবেব কন্যা পৃথা রাজা কুন্তিভোজের দ্বারা প্রতিপালিত হন। সেই পৃথারই অপর নাম কুন্তী। স্বয়ংবব-সভায অসামান্য রূপলাবণ্যবতী পৃথা সিংহদর্প, মহোবস্ক, মহাবল পাণ্ডুর কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করেন। ভীষ্ম পাণ্ডুর আবও একটি বিবাহ দিয়াছিলেন। পাণ্ডুর সেই ভার্যা মদ্ররাজ শল্যেব ভগিনী। মাদ্রীনামেই তিনি পরিচিতা ছিলেন।

বিবাহের একমাস পরেই পাণ্ডু দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা করিলেন। দশার্ণ, মগধ, মিথিলা, কাশী, সুহ্ম, পুন্ড্র প্রভৃতি দেশের অধিপতিগণকে পবাস্ত কবিয়া তিনি সেইসকল দেশে আপন অধিকাব বিস্তার করেন।[3]

পাণ্ডু গুরুজনের বিশেষ অনুগত ছিলেন। তিনি ধৃতবাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া ভীষ্ম, সত্যবতী, বিদুর প্রমুখ গুরুজনের হাতেই তাঁহার বিজয়লব্ধ রত্নরাজি অর্পণ করিয়াছেন।[4]

ইহার কিছুদিন পরে ভার্যাদ্বয় সহ পাণ্ডু অরণ্যে চলিযা গেলেন। হঠাৎ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া অরণ্যে চলিয়া যাওয়ার কি কারণ ছিল, তাহা জানা যায় না। হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে গিরিপৃষ্ঠে এবং প্রকাণ্ড অরণ্যের মধ্যে শুধু মৃগয়া করিয়াই তিনি দিন কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার এই মৃগয়াকে একমাত্র বিলাসব্যসন ব্যতীত আব কিছুই বলা যায় না। কারণ ধৃতরাষ্ট্র সকল সময়েই অরণ্যচারী পাণ্ডুর ভোগ্যবস্তু অরণ্যেই পাঠাইতেছিলেন।[5] নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া তিনি অরণ্যযাত্রা করেন নাই।

একদা মৃগয়াব্যসনী পাণ্ডু এক মৃগদম্পতিকে বাণবিদ্ধ করেন। পুংমৃগটি মৃগরূপধারী কিন্দম-নামা মুনি। পাণ্ডুরও শোচনীয়ভাবে মৃত্যু ঘটিবে, মুনি এইরূপ অভিসম্পাত করিলেন।[6]

পাণ্ডু নিজের দুষ্কর্মের জন্য অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি তপস্যা দ্বারা এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন—ইহাই স্থির করেন। লোক-মারফতে রাজকীয় পোশাকপরিচ্ছদ হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পাঠাইয়া দিয়া দুই ভার্যাকে সঙ্গে লইয়া তিনি তপস্যার উদ্দেশ্যে শতশৃঙ্গ-পর্বতে চলিয়া গেলেন।[7]

শতশৃঙ্গে আরও অনেক মুনি-ঋষি তপস্যা করিতেছিলেন। তাঁহাদের সহিত পাণ্ডুর বিশেষ হৃদ্যতা জন্মিল। কিছুকাল পরে পিতৃঋণ পরিশোধের উপায় এবং পুত্রমুখদর্শনের

নিমিত্ত তাঁহার চিত্তে প্রবল বাসনা উপস্থিত হইল। মুনির শাপে তিনি স্বয়ং পুত্রোৎপাদনে অসমর্থ বলিয়া অগত্যা ক্ষেত্রজ পুত্র লাভের নিমিত্ত কুন্তীকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।[৭]

তাঁহার অনুরোধে কুন্তী যুধিষ্ঠিরাদি তিন পুত্রের এবং মাদ্রী নকুল ও 'সহদেবের জননী হইলেন।

পাঁচটি ক্ষেত্রজ পুত্র লাভ কবিয়া পাণ্ডু পরম আনন্দে কাল যাপন করিতেছিলেন। একদা কামার্ত হইয়া তিনি কিছুতেই মাদ্রীব নিষেধ শুনিলেন না এবং তাহাতেই প্রাণত্যাগ করিলেন।[৮]

পাণ্ডুর জীবনে একমাত্র দিগ্বিজয় ব্যতীত আর কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা নাই। অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, তাঁহার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল না। ক্ষেত্রজ-পুত্রলাভ এবং দেহত্যাগের মূলে কি শুধু কিন্দম-মুনির অভিসম্পাত, না আর কোনরূপ অসামর্থ্য—তাহা ঠিক জানা যায় না।

---

১ আদি ১০৬।২১
২ আদি ১০৯ তম অ।
৩ আদি ১১৩ তম অ।
৪ আদি ১১৪।১, ২
৫ আদি ১১৪ তম অ।
৬ আদি ১১৮ তম অ।
৭ আদি ১১৯ তম অ।
৮ আদি ১২০ তম অ।
৯ আদি ১২৫ তম অ।

বিদুর

মহাভারতে যে কয়েকটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের কথা ব্যাসদেব উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে বিদুর-চরিত্র অন্যতম।

বিস্তরং কুরুবংশস্য গান্ধার্য্যা ধর্ম্মশীলতাম্।
ক্ষত্তুঃ প্রজ্ঞাং ধৃতিং কুন্ত্যাঃ সম্যগ্ দ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ। আদি ১।৯৯

—গান্ধারীর ধর্মশীলতা, ক্ষত্তা বিদুরের প্রজ্ঞা এবং কুন্তীর ধৈর্য—মহাভারতে সম্যগ্‌রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

অণীমাণ্ডব্য-ঋষির শাপে স্বয়ং ধর্ম বিদুররূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন।[১] বিচিত্রবীর্যের প্রথমা ভার্যা অম্বিকা তাঁহার শাশুড়ী সত্যবতীর আদেশে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে ধৃতরাষ্ট্রকে লাভ করিয়াছেন। মাতৃদোষে ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হইলেন। সত্যবতী পুনরায় অম্বিকাকে পুত্রলাভার্থ নিয়োগ করিলে অম্বিকা মহর্ষির বিকট রূপ ও উগ্র দেহগন্ধ স্মরণ করিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি আপন বসনভূষণে অলঙ্কৃত করিয়া একজন দাসীকে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সেবা করিতে প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে দাসীর গর্ভেই মহাত্মা বিদুরের আবির্ভাব। মহর্ষির বরে বিদুরের গর্ভধারিণীর দাসীত্ব লোপ পাইল। বিদুরও বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ-পুত্ররূপেই পরিচিত হইলেন। বিদুর অনেকগুলি পিতৃগুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। বিদুর গর্ভস্থ হইলে তাঁহার জনক মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন গর্ভধারিণীকে বলিয়াছিলেন—

অযঞ্চ তে শুভে গর্ভঃ শ্রেয়ানুদরমাগতঃ।
ধর্ম্মাত্মা ভবিতা লোকে সর্ব্ববুদ্ধিমতাং বরঃ॥ আদি ১০৬।২৭

—হে কল্যাণি, তোমার গর্ভে যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ আসিয়াছেন, তিনি পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ এবং ধর্মাত্মা হইবেন।

মহর্ষির ভবিষ্যদ্‌বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল। মাতৃকুক্ষিতে জন্মের শুভক্ষণেই বিদুর পিতার আশীর্বাদ লাভ করিয়াছেন। ধর্মার্থকুশল, ধীমান্, মেধাবী, মহামতি, সূক্ষ্মদর্শী, স্থিরমতি প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগে ভারতকার মহর্ষি, বিদুরের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তৎকালে অপর কোন ব্যক্তিই বিদুরের ন্যায় ধর্মজ্ঞ ছিলেন না, কেহ কখনও তাঁহার অধর্ম আচরণ দেখে নাই।

ত্রিষু লোকেষু ন ত্বাসীৎ কশ্চিদ্ বিদুরসম্মিতঃ।
ধর্ম্মনিত্যস্তথা রাজন্ ধর্ম্মে চ পরমং গতঃ॥ আদি ১০৯।২২

ভীষ্ম বিদুরকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়াছিলেন এবং বিদুরের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থাও তাঁহাকেই করিতে হইয়াছিল। বিদুর ধনুর্বেদ, গজশিক্ষা, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস-পুরাণ প্রভৃতিতে শিক্ষিত হইয়া উঠিলেন।[২]

পারসব (শূদ্রা জননীর গর্ভে ব্রাহ্মণ জনক হইতে জাত) বলিয়া রাজ্যে বিদুরের কোন

অধিকাব ছিল না।[৫] 'পারসব' অর্থেই মহাভারতে 'ক্ষত্তা' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর বিবাহের পর ভীষ্ম মহীপতি দেবকের পারসবী সুন্দরী কন্যার সহিত বিদুরের বিবাহ দিয়াছেন। যথাকালে বিদুর কয়েকজন গুণবান পুত্র লাভ করেন।[৬] তাঁহার পুত্রগণেব কোন পরিচয় জানা যায় না। মহাভারতকার তাঁহাদের চরিত্র প্রকাশ কবেন নাই।

ধনুর্বেদ শিক্ষা করিলেও বিদুর কখনও তাহার অনুশীলন করেন নাই। ধৃতরাষ্ট্রের প্রধান অমাত্যরূপেই প্রথমতঃ তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে। দেখিতে পাই, তিনি স্পষ্টবাদী এবং নীতিবিৎ। দুর্যোধনের জন্মেব পব প্রাকৃতিক নানাবিধ দুর্নিমিত্ত দেখা দিল। সেই ঘোর দুর্নিমিত্ত দেখিয়া বিদুর বুঝিতে পারিলেন, এই ধৃতরাষ্ট্রতনয় হইতেই কুরুকুল ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। এই পুত্রটিকে ত্যাগ করিবার নিমিত্ত তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিয়া বলিলেন—মহাবাজ,

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥ আদি ১১৫।৩৮

—কুলকে রক্ষা কবিবাব নিমিত্ত প্রয়োজন হইলে ব্যক্তিবিশেষকে ত্যাগ করা উচিত। গ্রামকে বক্ষা করিবাব নিমিত্ত কুলকেও ত্যাগ কবিতে হয। জনপদের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রয়োজন হইলে গ্রামকেও ত্যাগ করিতে হয়। আপনাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত পৃথিবীকে (দেশকে) যদি ত্যাগ করিতে হয, তবে তাহাও করা উচিত।

বলা বাহুল্য, ধৃতরাষ্ট্র এই হিতবচনে কাণ দিলেন না। কুরুকুলের সকল শুভ কর্মেই ভীষ্মের ন্যায় বিদুরও পুরোভাগে দাঁড়াইতেন।

বিধবা রাণী কুন্তী সকল বিষয়েই বিদুবকে একমাত্র সহায় বলিয়া মনে করিতেন। যুধিষ্ঠিব দুর্যোধন প্রভৃতি রাজকুমারগণের গঙ্গায় জলক্রীড়ার সময় পাপমতি দুর্যোধন ভীমকে বিষমিশ্রিত খাদ্য দ্বারা সংজ্ঞাহীন করিয়া লতাপাশে বন্ধনপূর্বক গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে যুধিষ্ঠিরাদি চাবি পাণ্ডব গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু ভীমকে দেখিতে না পাইযা ব্যাকুল কুন্তীদেবী বিদুরকে আনাইয়া বলিলেন—'হে মহাপ্রাজ্ঞ, জলক্রীডা হইতে ভীম ফিরিয়া না আসায় আমার সন্দেহ হইতেছে—দুর্মতি দুর্যোধন হযতো তাহাকে হত্যা করিয়াছে।'

উত্তবে বিদুব বলিলেন—

মৈবং বদস্ব কল্যাণি শেষসংরক্ষণং কুরু।
প্রত্যাদিষ্টো হি দুষ্টাত্মা শেষেঽপি প্রহরেত্তব॥ ইত্যাদি। আদি ১২৯।১৭, ১৮

—হে কল্যাণি, আপনি এরূপ বলিবেন না। আপনার অপর পুত্রগণকে রক্ষা করুন। দুর্যোধনকে দোষী করিলে দুষ্টাত্মা আপনার অপর পুত্রগণকেও বিনাশ করিতে পারে। ভীম অবশ্যই ফিরিয়া আসিবে। আপনার পুত্রগণ সকলই দীর্ঘায়ু, মহর্ষি ব্যাসদেব ইহা বলিয়াছেন।

কুন্তী আপন দুঃখের কথা বিদুর ব্যতীত অপরকে জানাইতে ভরসা পান নাই। বিদুরও তাঁহাকে সুপরামর্শই দিয়াছিলেন। ভীম নাগলোকে রসায়ন পান করিয়া সমধিক শক্তিসঞ্চয়পূর্বক অষ্টম দিবসে ফিরিয়া আসিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী হইলেও তাঁহার কোন পক্ষপাত ছিল না। প্রয়োজনবোধে তিনি পাণ্ডবগণকেও কল্যাণের পথ দেখাইয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্রের কূট ষড়যন্ত্রে পাণ্ডবগণ যখন বারণাবতে যাত্রা করেন, তখন বিদুরই সাধারণের অবোধ্য ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে সতর্ক করিয়া

দেন।[৫] তিনিই পরে তাঁহার কোনও সুহৃৎ খনককে যুধিষ্ঠিরের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। সেই খনক জতুগৃহে একটি সুরঙ্গ-পথ খনন করিয়াছেন, সেই সুরঙ্গ পথে সমাতৃক পাণ্ডবগণ পলাইয়া আসিতে সমর্থ হন।[৬]

সুযুক্তিবিন্যাস এবং স্পষ্টভাষণ মহামতি বিদুরের চরিত্রকে সমধিক মহনীয় করিয়াছে। কখনও তিনি ধৃতরাষ্ট্র বা দুর্যোধনের অসাধু চেষ্টাকে অনুমোদন করেন নাই। ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধনাদি কি মনে করিবেন, তাঁহার সম্বন্ধে কি ভাবিবেন, এইসকল চিন্তা কখনও তাঁহার চিত্তকে পীড়া দেয় নাই বা সঙ্কুচিত করে নাই। যখন যাহা বলা উচিত মনে করিয়াছেন, তখনই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। অনন্যোপায় ধৃতরাষ্ট্রও তাঁহাকে বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিয়োগ করিতেন। দ্রুপদপুরী হইতে কুন্তী ও কৃষ্ণা সহ পঞ্চপাণ্ডবকে হস্তিনাপুরে আনিবার নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকেই পাঠাইয়াছিলেন।[৭]

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পাণ্ডবগণ রাজ্যের অর্ধাংশ লাভ করিয়া অরণ্যময় খাণ্ডবপ্রস্থে নগর স্থাপন করিলেন। এই নগরের নাম ইন্দ্রপ্রস্থ। ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে প্রচুর ধনরত্ন ব্যয়িত হইয়াছিল। যুধিষ্ঠির সর্বধর্মবিদ্ বিদুরকে ব্যয়-বিভাগের কর্তৃত্বে বরণ করিয়াছিলেন।[৮] ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় অসংযত স্বার্থপর ব্যক্তিও বিদুরের প্রজ্ঞাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। দ্যূত-ক্রীড়ার কুফল সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্যোধনকে বলিতেছেন—

> অলং দ্যূতেন গান্ধারে বিদুরো ন প্রশংসতি।
> ন হ্যসৌ সুমহাবুদ্ধিরহিতং নো বদিষ্যতি ॥ সভা ৫০।৭
>
> ....
>
> যৎ প্রাহ শাস্ত্রং ভগবান্ বৃহস্পতিরুদারধীঃ।
> তদ্ বেদ বিদুরঃ সর্ব্বং সরহস্যং মহাকবিঃ ॥ সভা ৫০।৯

—হে গান্ধারীতনয়, দ্যূত-ক্রীড়া হইতে বিরত হওয়াই উচিত। বিদুর ইহা অনুমোদন করেন না। মহাবুদ্ধি বিদুর কখনও আমাদের অহিত কথা বলিবেন না, ইহা নিশ্চিত। মহাজ্ঞানী বৃহস্পতি ইন্দ্রকে যে শাস্ত্র (নীতি ও রাজধর্ম) উপদেশ দিয়াছিলেন, মহামতি বিদুব তাহা সম্পূর্ণরূপেই অবগত আছেন।

ব্যাসদেবও একস্থানে বলিয়াছেন, বিদুর মহাবুদ্ধি, মহাযোগী এবং মহাত্মা। দেবগুরু বৃহস্পতি এবং দেবারিগুরু শুক্রাচার্য হইতেও বিদুরের প্রজ্ঞা সমধিক তীক্ষ্ণ।

> বৃহস্পতির্ব্বা দেবেষু শুক্রো বাপ্যসুরেষু চ।
> ন তথা বুদ্ধিসম্পন্নো যথা স পুরুষর্ষভঃ ॥ আশ্র ২৮।১৩

পাপমতি দুর্যোধন বিদুরকে ভাল চোখে না দেখিলেও মনে মনে ভয় করিতেন, কিন্তু বিদুরের হিত-বচন প্রায়ই তাঁহার স্বার্থের প্রতিকূল হইত বলিয়া সহ্য করিতে পারিতেন না। বিদুর রাজা দুর্যোধনকে 'সুমন্দবুদ্ধি' বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।[৯] তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন, স্পষ্ট ভাষায় শোনাইয়া দিতেন—

> অতঃ প্রিয়ং চেদনুকাঙ্ক্ষসে ত্বং
> সর্ব্বেষু কার্য্যেষু হিতাহিতেষু।
> স্ত্রিয়শ্চ রাজন্ জড়পঙ্গুকাংশ্চ
> সংপৃচ্ছ ত্বং তাদৃশাংশ্চৈব সর্ব্বান্ ॥ সভা ৬৪।১৫

—আমি তোমার মোসাহেবের কাজ করিতে পারিব না। মন্ত্রী তোমার সকল অভিপ্রায়েরই অনুমোদন করিবেন—ইহাই যদি মনে কর, তবে স্ত্রীলোক, জড়, পঙ্গু প্রভৃতিকে মন্ত্রিত্বে বরণ কর।

বিদুর দুর্যোধনকে আরও বলিয়াছেন—

লভ্যতে খলু পাপীয়ান্ নরঃ সুপ্রিয়বাগিহ।
অপ্রিয়স্য হি পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥ সভা ৬৪।১৬

—প্রিয়বক্তা অসৎলোকের অভাব হয় না, পরন্তু অপ্রিয় হিতবচনের বক্তা এবং শ্রোতা দুইই দুর্লভ।

তাঁহার ন্যায় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি মহাভারতে বিরল। দ্যূত-ক্রীড়ার শেষ পরিণতি—মহাযুদ্ধ, এই কথা তিনি প্রথম হইতেই বুঝিতেছিলেন।[১৩]

শকুনির অসাধু প্ররোচনায় যুধিষ্ঠির যখন দ্যূত-ক্রীড়ায় দ্রৌপদীকে পণ রাখিলেন, তখন সভাস্থলে বৃদ্ধদের মুখ হইতে ধিক্কার-শব্দ উত্থিত হইল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপপ্রমুখ সভ্যগণের শরীর ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিল, অনেকেরই নেত্র বাষ্পাকুল হইল। তখন—

শিরো গৃহীত্বা বিদুরো গতসত্ত্ব ইবাভবৎ।
আস্তে ধ্যায়ন্নধোবক্ত্রো নিঃশ্বসন্নিব পন্নগঃ॥ সভা ৬৫।৪২

—বিদুর মাথায় হাত দিয়া অধোমুখে অচেতনের মত বসিয়া থাকিলেও বিষধরেব ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন।

এইবারের পণেও যুধিষ্ঠির হারিলেন। ধৃষ্ট দুর্যোধন দ্রৌপদীকে সভাস্থলে উপস্থিত করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ বিদুরকেই আহ্বান করেন। বিদুর বলিলেন—হে মন্দবুদ্ধে, তোমার নিতান্ত দুঃসময় উপস্থিত, এই জন্যই মৃগ হইয়াও ব্যাঘ্রদের কোপ বৃদ্ধি করিতেছ। তোমার মাথার উপরে কুপিত বিষধর ফণা বিস্তার করিয়া অপেক্ষা করিতেছে, তাহার কোপ বৃদ্ধি করিয়া নিজের মৃত্যুকে আহ্বান করিও না—

আশীবিষাস্তে শিরসি পূর্ণকোপা মহাবিষাঃ।
মা কোপিষ্ঠাঃ সুমন্দাত্মন্ মা গমস্ত্বং যমক্ষয়ম্॥ সভা ৬৬।৩

দুর্যোধন বিদুরের উপদেশ কিছুমাত্র শুনিলেন না। বিদুর সভাস্থলে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন—

অন্তো নূনং ভবিতায়ং কুরূণাম্—সভা ৬৬।১২

—মূঢ় দুর্যোধন কিছুতেই আমার উপদেশে কাণ দিতেছেন না, কুরুকুলের বিনাশ নিশ্চিত।

বিদুর আরও বলিয়াছেন, যুধিষ্ঠির পূর্বে স্বয়ং পণজিত হওয়ায় পরাধীন হইয়াছেন, দ্রৌপদীকে পণ রাখিতে তাঁহার অধিকার নাই। সুতরাং দ্রৌপদী দাসী হইতে পারেন না।[১৪] অহঙ্কারী দুর্যোধন স্পষ্টবাদী বিদুরের কথা গ্রহণ করিলেন না, উপরন্তু তাঁহাকে ধিক্কার দিয়া প্রাতিকামীর দ্বারা দ্রৌপদীকে দ্যূতসভায় উপস্থিত কবিতে চাহিলেন। প্রাতিকামী ভয় পাইয়া গেল। পরে পণে জিতা দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণপূর্বক দুঃশাসন তাঁহাকে একবস্ত্রা এবং রজস্বলা অবস্থায় সভায় লইয়া আসিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপের কপালে ঘাম দেখা দিল। অন্য সভ্যদের অশ্রুবারি পড়িতে লাগিল। কিন্তু সকলেই নীরব দর্শক মাত্র। অসহায়া দ্রৌপদী সভ্যগণকে ভর্ৎসনা করিলেন। সেই সভায় দ্রৌপদীর এই লাঞ্ছনাতে দুর্যোধনের ভ্রাতা বিকর্ণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি বলিলেন—'আমার বিবেচনায় দ্রৌপদীকে পণ রাখিবার অধিকার পণজিত যুধিষ্ঠিরের থাকিতে পারে না।' কর্ণ তাঁহাকে ধমক দিয়া থামাইয়া দিলেন। বিদুর তখন দুই বাহু তুলিয়া সভাসদ্‌গণকে বলিতে লাগিলেন—

বিকর্ণেন যথাপ্রজ্ঞমুক্তঃ প্রশ্নো নরাধিপাঃ।
ভবন্তোঽপি হি তং প্রশ্নং বিব্রুবন্তু যথামতি॥ সভা ৬৮।৬২

কুরু-সভায় ধর্মের এইরূপ কলঙ্ককর গ্লানি দেখিয়া বিদুর অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি

সভাসদ্‌গণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—'দ্রৌপদীর এইপ্রকার লাঞ্ছনা দেখিয়াও তোমরা কেহই তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতেছ না। ইহাতে ধর্ম পীড়িত হইতেছে।' এই প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দানের ফলাফল প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে সুধন্বা ও প্রহ্লাদের আখ্যায়িকা বিবৃত করিয়াছেন। দ্রৌপদীর এই লাঞ্ছনায় সভাসদ্‌গণের মধ্যে বিদুরের ন্যায় আর কেহ এত অধিক বিচলিত হন নাই। একমাত্র বিদুর ব্যতীত আর সকলই যেন সেই দুষ্কর্মের নীরব সাক্ষী হইয়া রহিলেন।[১২]

ভীম দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করিলে পর বিদুর বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তখন বলিলেন, হে ধার্তরাষ্ট্রগণ, সভাস্থলে কুলনারীকে পণ রাখিয়া দ্যূতক্রীড়া করায় তোমাদের সমূহ অকল্যাণ উপস্থিত হইবে।'[১৩] দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার সময় বিদুর প্রতিবাদ করিয়াছেন, প্রতিবাদে ফল হয় নাই। কুন্তীদেবী পরে একস্থানে তাহাই বলিয়াছেন।[১৪]

দ্রৌপদীর এই লাঞ্ছনার পর নানাবিধ অশুভসূচক দুর্নিমিত্ত দেখা দিল। ভীষ্ম, বিদুর প্রমুখ মহাপুরুষগণ অস্থির হইয়া উঠিলেন। বিদুরের পরামর্শেই ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে বর দিয়া কোনপ্রকারে আপাততঃ বিবাদ মিটাইয়াছেন।

পুনরায় যখন দ্যূতের পরামর্শ হইতেছিল, তখনও বিদুর কঠোর ভাষায় বাধা দিয়াছেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার বাধা শোনেন নাই।[১৫]

পাণ্ডবগণের অরণ্যযাত্রার প্রাক্কালে বিদুর যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রস্তাব করিলেন, কুন্তীদেবী তাঁহারই গৃহে সসম্মানে অবস্থান করিবেন। যুধিষ্ঠির সানন্দে সেই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

তখন বিদুর পাণ্ডবগণকে সময়োচিত অনেকগুলি উপদেশ দিয়াছেন। সকলের সাক্ষাতে সেইসকল উপদেশ দিতেও তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন— যুধিষ্ঠির বিজানীহি মমেদং ভরতর্ষভ।

নাধর্ম্মেণ জিতঃ কশ্চিদ্ ব্যথতে বৈ পরাজয়ে ॥ সভা ৭৮।৯

—বৎস যুধিষ্ঠির, ধর্মবিগর্হিত উপায়ে যদি কেহ বিজিত হয় তবে তাহার ব্যথিত হইবার কোন কারণ নাই।

অগদং বোঽস্তু ভদ্রং বো দ্রষ্টাস্মি পুনরাগতান্। সভা ৭৮।২১

—তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা আবার ফিরিয়া আসিবে এবং তোমাদিগকে কল্যাণযুক্ত দেখিব।

এই সান্ত্বনাবাক্যে বিদুরের যে সমবেদনা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বিশেষ মহৎ অন্তঃকরণের পরিচায়ক।

যাত্রাকালে তিনি যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করিয়াছেন—

ভূমেঃ ক্ষমা চ তেজশ্চ সমগ্রং সূর্য্যমণ্ডলাৎ।
বায়োর্ব্বলং প্রাপ্নুহি ত্বং ভূতেভ্যশ্চাত্মসম্পদম্ ॥ সভা ৭৮।২০

—তুমি ভূমি হইতে ক্ষমা, সূর্যমণ্ডল হইতে তেজ, বায়ু হইতে বল এবং ভূতসমূহ হইতে সম্পদ লাভ কর।

পাণ্ডবগণের অরণ্যযাত্রার পর দুর্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র খুব চিন্তিত ও ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি বিদুরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বিদুর আসিলে পর জানিতে চাহিলেন—পাণ্ডবেরা কিভাবে অরণ্যে যাত্রা করিয়াছে। উত্তরে বিদুর কহিলেন, যুধিষ্ঠির বস্ত্র দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া, ভীম তাহার বিশাল বাহুযুগলের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া এবং অর্জুন ধূলিমুষ্টি বিকীর্ণ করিতে করিতে চলিতেছেন। সহদেব মুখমণ্ডল আলেপন করিয়া এবং নকুল সর্ব দেহে ধূলা মাখিয়া গমন করিতেছেন। দ্রৌপদী কেশের দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া

যাইতেছেন, আর পুরোহিত ধৌম্য রুদ্র ও যম দেবতার সাম গান করিতে করিতে চলিতেছেন।

পাণ্ডবেরা কেন এইভাবে গমন করিতেছেন—ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রশ্নে বিদুর বলিয়াছেন—কপট দ্যূতে রাজ্যভ্রষ্ট হওয়ায় যুধিষ্ঠির অতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার ক্রোধোদ্দীপ্ত চক্ষু যাহার উপরে পতিত হইবে তাহারই অকল্যাণ হইবে। এই অকল্যাণ নিবারণের নিমিত্তই তিনি নয়ন আবৃত করিয়াছেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই আচরণের বর্ণনা করিতে বিদুর খুব উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং যুধিষ্ঠিরের এই ধর্মবুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছেন। অন্যান্য পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদী এবং পুরোহিত ধৌম্যের আচরণেও ভবিষ্যতে কুরুবংশের মহা বিপদেরই সূচনা করিতেছে—ইহাও বিদুর প্রত্যেকের আচরণের তাৎপর্য প্রকাশ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন।[১৬]

যুধিষ্ঠিরাদির বনগমনের সময় কুরুরাজ্যে বহুবিধ উৎপাত দেখা গিয়াছিল। মেঘমুক্ত আকাশে বিদ্যুৎপাত, ভূমিকম্প, অকালে সূর্যগ্রহণ প্রভৃতি দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিল।

ধৃতরাষ্ট্র এইসকল দারুণ উৎপাতের কথা শুনিয়া সঞ্জয়কে বলিতেছেন, দ্যূতক্রীড়ায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার সময়েই সর্বধর্মবিৎ মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর বলিয়াছিলেন—

এতদন্তাস্তু ভরতা যদ্বঃ কৃষ্ণা সভাং গতা। সভা ৮১।২৯

—কৃষ্ণাকে দ্যূতসভায় আনয়ন করার জন্য ভরতকুল বিনষ্ট হইবে। পাণ্ডবগণ, যাদবগণ এবং পাঞ্চালগণ এই দুষ্কর্মের প্রতিশোধ না লইয়া ক্ষান্ত হইবে না।

অরণ্যযাত্রার পর পাণ্ডবগণ প্রথমতঃ কাম্যক-বনে বাস করিতেছিলেন। তখন একদিন ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'বিদুর, শুক্রাচার্যের মত তোমার শুদ্ধ প্রজ্ঞা, তুমি সূক্ষ্ম ধর্মের তত্ত্ব অবগত আছ, তুমি সমদর্শী। যাহাতে পাণ্ডবদের ও আমাদের কল্যাণ হয় তাহা বল'। ধৃতরাষ্ট্র বুঝিতেছিলেন যে, কপট দ্যূতে পাণ্ডবগণকে নির্বাসিত করার ফলে প্রজাবৃন্দ বিদ্রোহী হইয়াছে। ইহাতে নিজেরই রাজ্যচ্যুতির আশঙ্কা আছে।

ধৃতরাষ্ট্রের এই আশঙ্কা বুঝিতে পারিয়া বিদুর বলিলেন—'মহারাজ, ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের মধ্যে ধর্মই মূল, রাজ্যেরও মূল ধর্ম। তুমি ধর্মে নিষ্ঠাবান্ হইয়া আপন পুত্রগণ ও পাণ্ডবগণকে রক্ষা কর। দ্যূতসভায় শকুনি প্রভৃতি পাপাত্মগণ সেই ধর্মেরই বিনাশ সাধন করিয়াছে। তোমার এই দুষ্কর্মের একমাত্র প্রতীকার হইতেছে—পাণ্ডবগণকে ফিরাইয়া আনিয়া তাহাদের অর্ধ রাজ্য প্রত্যর্পণ করা। নিজের প্রাপ্যে সন্তুষ্ট থাক, পরধনে লোভ করিও না। এখন তোমার সর্বপ্রধান কর্তব্য—অচিরে পাণ্ডবগণকে ফিরাইয়া আনা এবং শকুনিকে অপমানিত করা। যদি তাহা অচিরে না কর তবে

ধ্রুবং কুরূণাং ভবিতা বিনাশঃ।' বন ৪।৯

অতঃপর বিদুর পাণ্ডবগণের অসাধারণ বীরত্বের কথা শোনাইয়া পুনরায় বলিলেন—'মহারাজ, দুর্যোধন যদি তোমার কথা না শোনে তবে তাহাকে নিগৃহীত কর, পরিত্যাগ কর। আগেও তোমাকে এই পরামর্শ দিয়াছি, তুমি গ্রহণ কর নাই। এখনও আমার কথা না শুনিলে পরে অনুতপ্ত হইবে। যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর। তিনি রাজা হইলে সকলই বশীভূত হইবে। প্রকাশ্য সভায় দুঃশাসন, ভীম ও দ্রৌপদীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুক'।

ধৃতরাষ্ট্র এইসকল হিতবচনে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—'আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি, তুমি আমার হিতার্থে পরামর্শ দাও নাই। তুমি আমাকে কুটিল উপদেশ দিতেছ। সর্বদাই তোমাকে সমধিক সম্মান করিয়া থাকি। অতএব তুমি ইচ্ছা করিলে এখান হইতে চলিয়াও যাইতে

পার, থাকিতেও পার। বহু সম্মান পাইয়াও অসতী স্ত্রী বশীভূত হয় না'। এই বলিয়া ক্রুদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র আসন ত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। ধৃতরাষ্ট্রের এই ধৃষ্টতায় বিদুর স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন—

নেদমস্তীতি। বন ৪।২২

—এই কুরুকুলকে কিছুতেই রক্ষা করা যাইবে না, ইহার ধ্বংস অনিবার্য।[১৭]

বিদুর মনোদুঃখে কাম্যক-বনে পাণ্ডবসমীপে উপস্থিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের মূঢ়তার বিবরণ প্রকাশ করিলেন। এদিকে বিদুরের প্রভাব ও বুদ্ধি প্রভৃতির কথা স্মরণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র ভাবিতে লাগিলেন, বিদুরকে সহায়রূপে পাইলে পাণ্ডবগণ অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিবে, সুতরাং যেভাবেই হউক বিদুরকে পাণ্ডব হইতে বিচ্ছিন্ন করা চাই। অন্ধ রাজা সঞ্জয়কে পাঠাইয়া বিদুরকে স্বসমীপে আনাইলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার করুণ বচনে বিদুরের ক্রোধের উপশম হইল।[১৮] পুনরায় দুই ভ্রাতার মিলন ঘটিল, কিন্তু পাণ্ডবদের বনবাসের তেরো বৎসরের মধ্যে বিদুর অযাচিতভাবে ধৃতরাষ্ট্রকে আর কোন হিত পরামর্শ দেন নাই। ধৃতরাষ্ট্রও বিদুরের কাছে কোন পরামর্শ চান নাই। পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের সময় যখন বিরাটের গোহরণের নিমিত্ত পরামর্শ-সভা বসিল, বিদুর সেই সভায় উপস্থিত হন নাই। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য প্রমুখ বীরগণ সেই দুষ্কর্মে দুর্যোধনের সহায় হইয়াছিলেন।

সম্ভবতঃ বিদুর ভাবিতেছিলেন—ভীষ্ম দ্রোণ যখন আপনাকে দুর্যোধনের অর্থপুষ্ট বলিয়া মনে করেন এবং দুষ্কর্মের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রতিবাদ জানাইতে সাহসী হন না—তখন ধৃতরাষ্ট্রকে বা দুর্যোধনকে অযাচিতভাবে সাধু পথের নির্দেশ দিতে যাওয়া মূঢ়তা মাত্র। গোহরণ-পর্বে কৌরবশিবিরে কর্ণের আত্মশ্লাঘা সহ্য করিতে না পারিয়া অশ্বত্থামা যখন কর্ণকে অনেক কটু কথা শোনাইয়াছেন, তখন ইহাও বলিয়াছেন—

তত্র কিং বিদুরোঽব্রবীৎ। বি ৫০।১৩

—একবস্ত্রা রজস্বলা কৃষ্ণার লাঞ্ছনায় তুমিও লিপ্ত ছিলে, তুমিও ধর্মের মূলোচ্ছেদ করিয়াছ। সেই সময়ে বিদুর যাহা বলিয়াছিলেন তাহা স্মরণ কর।

পাণ্ডবগণের বনবাসের বার বৎসর এবং অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অভিমন্যু বিরাটদুহিতা উত্তরাকে বিবাহ করিয়াছেন। মহারাজ দ্রুপদ, শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য সুহৃদ্‌বর্গের পরামর্শে দ্রুপদরাজার বৃদ্ধ পুরোহিত মৎস্যরাজ্যের সীমান্ত উপপ্লব্য নগর হইতে সন্ধির প্রস্তাব করিতে হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন। তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রমুখ ব্যক্তির সাক্ষাতে হস্তিনার রাজসভায় পাণ্ডবগণের রাজ্যার্ধ প্রত্যর্পণের নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্রের নিকট প্রস্তাব করিলেন। এই প্রস্তাব শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত সঞ্জয়কে যুধিষ্ঠির-সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের মূল বক্তব্য ছিল—তিনি রাজ্যার্ধ প্রদান করিবেন না, পরন্তু এইজন্য ধর্মনিষ্ঠ পাণ্ডবগণ যেন যুদ্ধ না করেন। সঞ্জয়ের মুখে ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া যুধিষ্ঠির ইহাতে সম্মত হন নাই। অগত্যা তিনি কুশস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত এবং আরও একটি বাসযোগ্য গ্রাম-মাত্র চাহিয়াছেন। সঞ্জয়ের প্রত্যাবর্তন-কালে যুধিষ্ঠির হস্তিনায় অবস্থিত বান্ধববর্গকে সঞ্জয়ের মুখে যথাযোগ্য অভিবাদনাদি জানাইয়া বিশেষভাবে সঞ্জয়কে বলিয়াছেন, হস্তিনায় যাইয়া মহামতি বিদুরকে বলিবে, আমরা তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছি—

স এব ভক্তঃ স গুরুঃ স ভর্ত্তা
স বৈ পিতা স চ মাতা সুহৃচ্চ।

আগাধবুদ্ধির্বিদুরো দীর্ঘদর্শী
স নো মন্ত্রী কুশলং তস্য পৃচ্ছেৎ ॥ উ ৩০।৩১

যুধিষ্ঠিরের এই সশ্রদ্ধ উক্তিতে বিদুরের চরিত্র স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পুনরায় যুধিষ্ঠির বিশেষভাবে সঞ্জয়কে বলিয়া দিলেন, তিনি যেন বিদুরকে যুধিষ্ঠিরের একটি প্রার্থনা জানান। যুধিষ্ঠির যুদ্ধ চাহেন না, বিদুর যেন এই সঙ্কট-মুহূর্তে ধৃতরাষ্ট্রকে সুপথে চলিবার উপদেশ দেন এবং শান্তির বাণী শোনান।

তথৈব বিদুরং ব্রূয়াঃ কুরূণাং মন্ত্রধারিণম্।
অযুদ্ধং সৌম্য ভাষস্ব হিতকামো যুধিষ্ঠিরে ॥ উ ৩১।১১

সঞ্জয় ফিরিয়া আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সকল কথা কহিয়াছেন এবং পাণ্ডবদের বলবীর্যের কথাও শোনাইয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্রের অতি লোভ ও কপট ব্যবহারের জন্য সঞ্জয় তাঁহাকে তিরস্কার করিতেও ছাড়িলেন না। ধৃতরাষ্ট্র বুঝিতে পারিলেন, রাজ্যার্ধ না দিলে যুদ্ধ অপরিহার্য, কিন্তু তিনি লোভ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি রাজ্যলোভে স্বার্থান্ধ এবং যুদ্ধভয়ে শঙ্কিত। সঞ্জয়ের স্পষ্টভাষণে তিনি আপনাকে অপমানিত বোধ করিতেছিলেন। এইজন্য দুশ্চিন্তায় বিনিদ্ররজনী যাপন করিতে লাগিলেন। উদ্যোগপর্বের এই অংশের নাম—প্রজাগরপর্ব। ধৃতরাষ্ট্র মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরকে আনাইয়া তাঁহার নিকট হইতে হিতবচন শুনিতে চাহিলেন। ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে বিদুর যে হিতোপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই 'বিদুরনীতি' নামে আদৃত হইয়া আসিতেছে। উদ্যোগপর্বে মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে যে-সকল নীতিকথা শোনাইয়াছেন ইহা নীতিশাস্ত্রের অপূর্ব সম্পদ। কোন কিছুই ইহাতে বাদ পড়ে নাই। জীবনের সকল অবস্থায়ই এই নীতি রসায়নস্বরূপ। পরবর্তী নীতিশাস্ত্রকারগণ মহাভারতের এই বিদুরনীতির নিকট কতখানি ঋণী, ইহা তাঁহাদের গ্রন্থ পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। চাণক্যনীতি, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে অনেক বিদুর-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। বিদুরের প্রত্যেকটি কথার ওজন আছে। তিনি যে স্বভাবতঃ মিতভাষী ছিলেন, ইহাও তাঁহার ভাষণ পড়িলে জানা যায়। তাঁহার অলঙ্কারবর্জিত স্পষ্ট বচন পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করে।[১৯]

তিনি শূদ্রা জননীর গর্ভজাত বলিয়া কাহাকেও অধ্যাত্ম-উপদেশ দিতে চাহিতেন না। ধৃতরাষ্ট্রকেও বলিয়াছেন—

শূদ্রযোনাবহং জাতো নাতোঽন্যদ্ বক্তুমুৎসহে। উ ৪১।৫

—আমি শূদ্রাজননীর গর্ভজাত, সুতরাং নীতিশাস্ত্রের উপরে অধ্যাত্মশাস্ত্রের উপদেশ দিতে ইচ্ছা করি না।

তিনিই ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন, 'যদি অধ্যাত্ম শাস্ত্র শ্রবণ করিতে চাও, তবে প্রজ্ঞাবান্ মহর্ষি সনৎকুমারকে স্মরণ কর। তিনিই তোমাকে গুহ্য তত্ত্বের উপদেশ দিবেন।'

এই ব্যাপারেও বিদুরচরিত্র উজ্জ্বলতর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সামাজিক মর্যাদাকে লঙ্ঘন করা তিনি অনুচিত বিবেচনা করিয়াছেন। অধ্যাত্মশাস্ত্রে বিলক্ষণ জ্ঞান সত্ত্বেও তিনি মর্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই। বর্ণাশ্রম-ধর্মের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা অপরিসীম। ইহাও বিদুরকে সমধিক শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

সনৎকুমার ব্রহ্মলোকবাসী, মর্ত্যলোকে থাকিয়া ধৃতরাষ্ট্র কি উপায়ে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন—এই চিন্তা ধৃতরাষ্ট্রের মনে উঠিয়াছে এবং তিনি বিদুরকে ইহা বলিয়াছেন। অতঃপর বিদুর সনৎকুমারের ধ্যান করিতেই সনৎকুমার সেইস্থানে আবির্ভূত হইলেন।[২০]

সনৎকুমার ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক অধ্যাত্মকথা শোনাইলেন। ধৃতরাষ্ট্রের বিনিদ্র রজনীর অবসান ঘটিল। পরদিন সঞ্জয়ের বার্তা শুনিবার নিমিত্ত সকলেই উৎকণ্ঠিত। ধৃতরাষ্ট্রের

রাজসভা বসিয়াছে। সঞ্জয় সভায় প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ যুধিষ্ঠিরের অভিবন্দন, কুশলজিজ্ঞাসা প্রভৃতি জ্ঞাপন করিলেন। তারপর সঞ্জয় পাণ্ডবদের শক্তি সামর্থ্য প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিলেন, সন্ধি না করিলে তাঁহারা যে নিশ্চয় যুদ্ধ করিবেন এবং সেই মহাযুদ্ধের ফল যে ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে কিরূপ শোচনীয় হইবে, তাহাও বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিলেন।

বিদুর বিরাট-নগরে অর্জুনের বীরত্বের উল্লেখ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কুটিলতা ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন। ভীত ধৃতরাষ্ট্রও দুর্যোধনকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না।

দুর্যোধন স্থির করিয়াছেন, বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবগণকে সূচ্যগ্র ভূমিও ছাড়িয়া দিবেন না। তখনও বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন—'রাজন্, তোমার পুত্রগণ শুধু মধুচক্রই দেখিতেছে, কিন্তু এই মধুচক্র যে তৃণাচ্ছন্ন কূপের মধ্যে ঝুলিতেছে, মোহবশতঃ তাহা দেখিতে পাইতেছে না।'[১১]

পাণ্ডব এবং কৌরবদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের দৌত্য স্বীকার করিয়া ধৃতরাষ্ট্র সমীপে আসিতেছেন। কূটবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র ভাবিলেন, অর্থাদি উপচারের বাহুল্যে কৃষ্ণকে বশীভূত করিয়া পাণ্ডবগণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবেন। সেইভাবে তোড়জোড়ও চলিতে লাগিল। মহাবুদ্ধি বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া সাবধানবাণী উচ্চারণ করিলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—'আপনি অর্থের দ্বারা কৃষ্ণকে বশ করিতে চাহিতেছেন, ইহা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। যে উদ্দেশ্যে তিনি আসিতেছেন, তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সফল করিতে চেষ্টা করুন। তাহাই হইবে যথার্থ অভ্যর্হণা।'[১২] স্বার্থত্যাগের প্রসঙ্গ উঠিলেই ধৃতরাষ্ট্র আপনাকে বিব্রত বোধ করেন। বিদুরের উপদেশ তাঁহার নিকট প্রত্যাখ্যাত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে কুরুসভায় উপস্থিত হইয়া কুশল প্রশ্নাদির পর বিদুরের আতিথ্য স্বীকার করিলেন। পরমভক্ত বিদুর ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—

যা মে প্রীতিঃ পুষ্করাক্ষ ত্বদ্দর্শনসমুদ্ভবা।
সা কিমাখ্যায়তে তুভ্যমন্তরাত্মাসি দেহিনাম্ ॥ উ ৮৯।২৪

—হে পদ্মপলাশলোচন, তোমার দর্শনে যে প্রীতি লাভ করিয়াছি, তাহা তোমাকে কি বলিব, তুমি দেহিগণের অন্তরাত্মা, তুমি ত সকলই দেখিতে পাও। কুন্তীদেবীও কৃষ্ণের নিকট বিদুরের উচ্চ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন—

তস্যাং সংসদি সর্ব্বেষাং ক্ষত্তারং পূজয়াম্যহম্।
বৃত্তেন হি ভবত্যার্য্যো ন ধনেন ন বিদ্যয়া ॥
তস্য কৃষ্ণ মহাবুদ্ধের্গম্ভীরস্য মহাত্মনঃ।
ক্ষত্তুঃ শীলমলঙ্কারো লোকান্ বিষ্টভ্য তিষ্ঠতি ॥ উ ৯০।৫৩,৫৪

—সেই দ্যূতক্রীড়ার সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আমি বিদুরকেই প্রশংসা করি। ধন বা বিদ্যা দ্বারা মানুষ আর্য হইতে পারে না, চরিত্রেই আর্যত্ব লাভ করা যায়। হে কৃষ্ণ, সেই মহাবুদ্ধি গম্ভীর মহাত্মা বিদুরের চরিত্রই অলঙ্কার। তাহা ত্রিলোকে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। বিদুর প্রভূত অন্নপানাদির দ্বারা কৃষ্ণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। সেই অন্নপানাদির দ্বারা কৃষ্ণ প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করেন। পরে সাত্যকি, কৃতবর্মা প্রমুখ পরিজনবর্গের সহিত কৃষ্ণ সেই পবিত্র উপাদেয় খাদ্যাদি ভোজন করিয়াছিলেন।[১৩] ইহা হইতে জানা যায়, বিদুরও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিলেন।

রাত্রিতে আহার ও বিশ্রামের পর কৃষ্ণের সহিত বিদুরের অনেক আলাপ আলোচনা

হইয়াছিল। বিদুর কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—'তুমি সন্ধির প্রস্তাব লইয়া হস্তিনায় আসিয়া ভাল কর নাই। দুর্যোধন অতি পাপিষ্ঠ, মানী ব্যক্তির মান রাখিতে জানে না। এই মূঢ় প্রাজ্ঞমানী, লোভী ও অজিতেন্দ্রিয়, কিছুতেই পাণ্ডবগণের প্রাপ্য অংশ দিবে না। তোমার সকল বাক্যই নিরর্থক হইবে। তুমি কোন হিত-বাক্য বলিলে ইহারা তোমাকে অপমানিত করিতে পারে। কুরুসভায় অনেক ক্ষুদ্রাত্মা পাপচিত্ত ব্যক্তি আছে, সেইসকল দুষ্টদের মধ্যে তুমি প্রবেশ করিবে—ইহা আমি সঙ্গত মনে করিতেছি না। তোমার প্রজ্ঞা পৌরুষ ও প্রভাব আমি বিলক্ষণ জানি, তথাপি প্রীতিবশতঃ তোমাকে এইসকল কথা বলিলাম'।[২৮]

উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন—'হে বিদুর, তোমার ন্যায় মহাপ্রাজ্ঞ ব্যক্তির যেরূপ বলা উচিত সেইরূপই বলিয়াছ। পুত্রের কল্যাণার্থ পিতামাতার যেরূপ বলা উচিত, তুমি আমাকে সেইরূপ বলিয়াছ। কিন্তু কুরুপাণ্ডবের এই বিবাদে মধ্যস্থরূপে শান্তির চেষ্টা না করিলে ভবিষ্যতে লোকে বলিবে যে, কৃষ্ণ এই সর্বনাশ নিবারণের কোন চেষ্টা করেন নাই। এই কারণেই আমি এখানে আসিয়াছি। কুরুসভায় প্রবেশ করিতে আমার কোন ভয়ের কারণ নাই। রাজন্যবর্গ মিলিতভাবে আমাকে আক্রমণ করিলেও আমি ক্রুদ্ধ হইলে আমার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না'। এইভাবে নানাবিধ কথাবার্তায় কৃষ্ণ ও বিদুর সেই রাত্রি যাপন করিলেন।

পর দিন প্রত্যূষে সূত-মাগধগণ শঙ্খ দুন্দুভির বাদ্য করিয়া কৃষ্ণের নিদ্রা ভঙ্গ করিলেন। দুর্যোধন ও শকুনি কৃষ্ণকে সভায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত বিদুরের ভবনে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া বৃষ্ণিবীরগণের দ্বারা রক্ষিত এবং কৌরবগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া বিদুরের সহিত এক রথে আরোহণ করিলেন। দুর্যোধন প্রমুখ ব্যক্তিগণও অন্য রথে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণের অনুগমন করিয়াছিলেন। মহাসমারোহে বথ সভাদ্বারে উপস্থিত হইলে পর কৃষ্ণ, বিদুর ও সাত্যকির হাত ধরিয়া সভায় প্রবেশ করিলেন।

পাণৌ গৃহীত্বা বিদুরং সাত্যকিঞ্চ মহাযশাঃ। উ ৯৪।৩৩

সেই সভায় কৃষ্ণের উপবেশনের নিমিত্ত সুবর্ণনির্মিত সর্বতোভদ্র-নামক আসনের ব্যবস্থা ছিল। কৃষ্ণের সন্নিকটে মণিপীঠে শুক্লবর্ণ মহামূল্য চর্মাসনে বিদুর উপবেশন করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া জলদগম্ভীর স্বরে শান্তির প্রস্তাব করিলেন। পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের প্রাপ্য রাজ্যার্ধ প্রদানের নিমিত্ত বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইলেন। সমাগত মহর্ষিগণও এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। ভীমার্জুন প্রভৃতির বীরত্বের কথা বলিয়া যুদ্ধের পরিণতি যে কিরূপ শোকাবহ হইবে, কৃষ্ণ তাহা বলিতেও ছাড়িলেন না। ভীষ্ম, দ্রোণ এবং বিদুর কৃষ্ণের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। ভয় পাইয়া ধৃতরাষ্ট্রও দুর্যোধনকে যুদ্ধ হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দুর্যোধন তাহার সঙ্কল্পে অটল। তিনি পাণ্ডবগণকে সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমিও ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক।

বিদুর দুর্যোধনকে বলিলেন—'আমি তোমার নিমিত্ত দুঃখ করি না, তোমার বৃদ্ধ মাতা-পিতা পুত্র-পৌত্র এবং সুহৃদ্‌বিহীন হইয়া পরম কষ্টে কাল যাপন করিবেন, ইহাই আমার দুঃখ। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের প্রতি দুর্যোধনাদির অসদ্ব্যবহারের বিষয় সভায় বিবৃত করিলেন। দুর্যোধন তাঁহার অনুগত ব্যক্তিগণের সহিত সক্রোধে সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন। কৃষ্ণ দুর্যোধনের অশিষ্ট আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্যোধনকে রাজ্যচ্যুত করিবার কথা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন। অনন্যোপায় হইয়া ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে শান্ত করিবার নিমিত্ত বিদুরের দ্বারা গান্ধারীকে রাজসভায় আনাইলেন। গান্ধারী প্রথমতঃ ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক ভর্ৎসনা করিলেন এবং দুর্যোধনকে সভায় আনাইয়া অনেক সদুপদেশ দিলেন। সকলই ব্যর্থ হইল।

দুর্যোধন পুনরায় সভা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকে বন্দী করিবার নিমিত্ত শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের সহিত মন্ত্রণা করিতেছিলেন। সাত্যকি এই ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়া যদুবীরগণকে সতর্ক থাকিতে আদেশ করিলেন। মহামতি বিদুর এই চক্রান্তের কথা শুনিয়া অতিমাত্র বিচলিত হইলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে এই ষড়যন্ত্রের বিষয় জানাইয়া বলিলেন—'এইরূপ দুঃসাহসিক কর্মে প্রবৃত্ত হইলে এখনই দুরাত্মা দুর্যোধন অমাত্যাদির সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করিতে যাওয়া অগ্নিতে পতঙ্গের ঝাঁপ দেওয়ার সমান'।

ইমং পুরুষশার্দ্দূলমপ্রধৃষ্যং দুরাসদম্।
আসাদ্য ন ভবিষ্যন্তি পতঙ্গা ইব পাবকম্॥ উ ১৩০।২০

—বিদুরের বাক্যের পর কৃষ্ণ দুর্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'দুর্বুদ্ধে, ভাবিতেছ আমি একা আছি, আমাকে বন্দী করা সহজসাধ্য হইবে'। এই বলিয়া কৃষ্ণ অট্টহাস্য করিলেন। সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিশ্বরূপ প্রকাশ পাইল। উপস্থিত রাজন্যবর্গ সেই ঘোর বিশ্বরূপ দেখিয়া ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, সভাস্থ মহর্ষিগণ এবং ধৃতরাষ্ট্র এই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের প্রার্থনায় কৃষ্ণ সাময়িকভাবে তাঁহাকে দৃষ্টিশক্তি দান করেন। বিশ্বরূপ সংহরণ করিয়া কৃষ্ণ সভাস্থল ত্যাগ করিলেন এবং পুনরায় কুন্তীদেবীকে সকল বৃত্তান্ত বলিবার নিমিত্ত বিদুরের গৃহে উপস্থিত হইলেন।[২৫]

কৃষ্ণ উপপ্লব্যনগরীতে ফিরিয়া গিয়াছেন। যুধিষ্ঠির কুরুসভার বিবরণ অবগত হইবার নিমিত্ত কৃষ্ণকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। বহু জিজ্ঞাসার মধ্যে একটি জিজ্ঞাসা আছে—আমাদের ধার্মিকশ্রেষ্ঠ খুল্লতাত বিদুর পুত্রশোকে কাতর হইয়া দুর্যোধনকে কি বলিলেন ?[২৬]

যুধিষ্ঠিরাদির দুঃখকষ্ট যে বিদুরের নিকট পুত্রশোকের সমান—এই ধারণা যুধিষ্ঠিরেরও ছিল। যুধিষ্ঠির যে বিদুরকে কতটুকু শ্রদ্ধা করিতেন, এই উক্তি হইতে তাহা বোঝা যায়।

গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর উভয়কেই হস্তিনার নৃপতিরূপে নির্দেশ করিয়াছিলেন—কৃষ্ণের উক্তি হইতে জানা যায়।[২৭]

অর্থনীতি বিষয়েও বিদুর যথেষ্ট জ্ঞান রাখিতেন। মহারাজ পাণ্ডু সপত্নীক অরণ্যে চলিয়া গেলে ধৃতরাষ্ট্রই রাজ্য শাসন করেন। ধৃতরাষ্ট্রের প্রধান সহায় ছিলেন বিদুর। রাজকোষের দেখাশোনা, কর্মচারিগণের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কাজের ভার ছিল মহামতি বিদুরের উপর।[২৮]

দুর্যোধনের পাপ চক্রান্তে অধীর হইয়া বিদুর একদিন পিতৃকল্প ভীষ্মদেবকেও প্রকাশ্য সভায় ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছেন—

কোঽয়ং দুর্য্যোধনো নাম কুলেঽস্মিন্ কুলপাংসনঃ।
যস্য লোভাভিভূতস্য মতিং সমনুবর্ত্তসে॥ উ ১৪৮।১৯

—কুলকলঙ্ক দুর্যোধন এই বংশের কে ? (প্রণষ্ট কৌরববংশকে তুমিই উদ্ধার করিয়াছ এবং রক্ষা করিতেছ।) তুমি কেন লোভাতুর দুর্যোধনের অভিমতের অনুবর্তন করিতেছ ?

বিদুর ভীষ্মদেবকে পিতার মত ভক্তি করিতেন। ভীষ্মের স্নেহযত্নে তিনি লালিত-পালিত হইয়াছেন, এই কথা কখনও ভোলেন নাই। ভীষ্ম কোন সভায় উপস্থিত থাকিলে সেই স্থলে তিনি আপনাকে ভীষ্মের অধীন বলিয়াই মনে করিতেন। তাই দুর্যোধনের অসঙ্গত রাজ্যলোভ দেখিয়া পরম ক্ষোভে ভীষ্মকে বলিয়াছেন—

মাঞ্চৈব ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ পূর্ব্বমেব মহাদ্যুতে।
চিত্রকার ইবালেখ্যং কৃত্বা স্থাপিতবানসি॥ উ ১৪৮।২২

—আমি এবং ধৃতরাষ্ট্র তোমার অঙ্কিত চিত্রের মত। অর্থাৎ তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু

করিতে পারি, সেইরূপ সামর্থ্য আমাদের নাই।

পুনরায় অতি দুঃখে বলিয়াছেন—

অথ তেহদ্য মতির্নষ্টা বিনাশে প্রত্যুপস্থিতে।
বনং গচ্ছ ময়া সার্দ্ধং ধৃতরাষ্ট্রেণ চৈব হ॥ উ ১৪৮।২৪

—ভরতবংশের সমূহ বিনাশ উপস্থিত দেখিতেছি। এই বিপৎকালে যদি তোমারও বুদ্ধি লুপ্ত হইয়া থাকে, তবে ধৃতরাষ্ট্র এবং আমাকে লইয়া বনে যাত্রা কর।

ভীষ্মের উপর তাঁহার কি গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং ভরতবংশের তিনি কিরূপ অকৃত্রিম হিতৈষী ছিলেন, উপরি-উক্ত কথাগুলি হইতে তাহা পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে।

দৌত্যকর্মে বিফলমনোরথ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ উপপ্লব্যে ফিরিয়া গিয়াছেন। কুশাগ্রধী শ্রীকৃষ্ণ কুরুসভায় সকলেরই মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—

ন চ ভীষ্মো ন চ দ্রোণো যুক্তং তত্রাহতুর্ব্বচঃ।
সর্ব্বে তমনুবর্ত্তন্তে ঋতে বিদুরমচ্যুত॥ উ ১৫৩।১১

—ভীষ্ম এবং দ্রোণ সভাস্থলে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। একমাত্র বিদুর ব্যতীত সকলেই দুর্যোধনের মতের অনুবর্তন করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের এই কথা হইতেও বিদুরের ন্যায়পরতার বিষয় জানা যায়। কাহারও কিছুমাত্র তোষামোদ করা বিদুরের স্বভাব নহে। তিনি অন্যায় করেন না এবং অপরের অন্যায় আচরণ সহ্যও করেন না। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে তিনি কোন পক্ষেই যোগ দেন নাই। নির্লিপ্ত দ্রষ্টার ন্যায় স্বগৃহে থাকিয়া এই ভয়ানক লোমহর্ষণ ব্যাপার শুনিয়াছেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য ও সৌপ্তিক পর্বে আমরা বিদুরের কোন কথা শুনিতে পাই না।

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র শত পুত্রেব শোকে মুহ্যমান। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে বসিয়া তাঁহাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতেছেন। কখনও সংসারের অনিত্যতার কথা বলিতেছেন, কখনও নিয়তির বিধানের অলঙ্ঘনীয়তার কথা কীর্তন করিতেছেন। যেন যোগযুক্ত পুরুষের ন্যায় বিদর শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার উপদেশ দিতেছেন। কোথাও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি কোন কটূক্তি নাই। প্রত্যেকটি বাক্যে সমবেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই দেবদুর্লভ চরিত্রের জন্যই বিদুর সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে গান্ধারী প্রমুখ শোকার্তা ভাবতললনাগণকে সঙ্গে লইয়া বিদুর কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে উপস্থিত হইলেন। এই লোকক্ষয় তাঁহার হৃদয়কেও বিচলিত করিয়াছে। তিনি পুত্রভর্তৃবিরহিতা নারীগণ হইতেও অধিকতর শোকাকুল হইয়াছেন, কিন্তু বাহিরে সেই শোকের কোন লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই। পুত্রশোকে ভূলুণ্ঠিত ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুর অমৃতসম বাক্যের দ্বারা যে সান্ত্বনা দিয়াছেন, স্ত্রীপর্বের দ্বিতীয়াধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইয়াছে। শোকাতুর মানব চিরকাল সেই বাক্যামৃত পান কবিয়া শান্তি পাইবে। কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত হইতেছে—

উত্তিষ্ঠ রাজন্ কিং শেষে ধারয়াত্মানমাত্মনা।
এষা বৈ সর্ব্বসত্ত্বানাং লোকেশ্বর পরা গতিঃ॥
সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্॥
অদর্শনাদাপতিতাঃ পুনশ্চাদর্শনং গতাঃ।
ন তে তব ন তেষাং ত্বং তত্র কা পরিদেবনা॥
ক্ষত্রিয়াস্তে মহাত্মানঃ শূরাঃ সমিতিশোভনাঃ।
আশিষং পরমাং প্রাপ্তা ন শোচ্যা সর্ব্ব এব হি॥

মাতাপিতৃসহস্রাণি পুত্রদারশতানি চ।
সংসারেষ্বনুভূতানি কস্য তে কস্য বা বয়ম্ ॥
ভৈষজ্যমেতদ্দুঃখস্য যদেতন্নানুচিন্তয়েৎ।
চিন্ত্যমানং হি ন ব্যেতি ভূয়শ্চাপি প্রবর্দ্ধতে ॥

—রাজন্, তুমি ভূমিতে পড়িয়া থাকিও না, উঠ, নিজেই নিজেকে আশ্বস্ত কর। মহারাজ, মৃত্যুই প্রাণিগণের শেষ পরিণতি। সকল সঞ্চয়েরই পরিণামে ক্ষয় হইয়া থাকে। পতনেই উত্থানের পরিসমাপ্তি। মিলনের শেষ ফল বিচ্ছেদ এবং মৃত্যুতেই জীবনের পর্যবসান। মৃত ব্যক্তিগণকে তাহাদের জন্মের পূর্বে দেখা যায় নাই, এখনও দেখা যাইবে না। তাহারা তোমার কেহ নহে, তুমিও তাহাদের কেহ নহ। তবে আর এই বিষয়ে শোকের কারণ কি? সেই মহাত্মগণ বীর ক্ষত্রিয় ছিলেন। যুদ্ধমৃত্যু তাঁহাদের নিকট আশীর্বাদ-স্বরূপ। তাঁহাদের মৃত্যুতে শোক করা উচিত নহে। জন্ম-জন্মান্তরে সহস্র সহস্র মাতা-পিতা, স্ত্রী পুত্রের সহিত সম্বন্ধ ঘটে। তাঁহাদের সহিত আমাদেব এবং আমাদের সহিত তাঁহাদের স্থায়ী সম্বন্ধ কোথায়? দুঃখের কারণকে চিন্তা না করাই দুঃখ নিবৃত্তির উপায়। চিন্তা করিলে দুঃখের উপশম হয় না, পরন্তু দুঃখ বহুগুণে বর্দ্ধিত হয়।

বিদুরেব বাক্যামৃতে ধৃতরাষ্ট্র আশ্বস্ত হইয়াছেন, শান্তিলাভ করিয়াছেন। অতঃপর ধৃতরাষ্ট্রের বিবিধ প্রশ্নের উত্তরে বিদুর সময়োচিত বহু উপদেশের দ্বারা শোকাতুর বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিদুরের উপদেশ অনুসারে পুত্রস্নেহাতুর স্বার্থপর হতভাগ্য ধৃতরাষ্ট্র কাজ না করিলেও বিদুবের শুদ্ধ বুদ্ধিকে তিনি সমধিক শ্রদ্ধা করিতেন।

সন্ধি করিতে দুর্যোধন সম্মত না হওয়ায় বিদুর সেই সময় যে আর্তনাদ করিয়াছিলেন এবং যে-সকল সারগর্ভ ভবিষ্যদ্বাণী কবিয়াছিলেন—অনেক বীবপুরুষই মৃত্যুকালে তাহা স্মরণ করিয়াছেন।

উলূকের মৃত্যুতে শকুনি বিদুরের হিতবাক্য স্মরণ করিয়াছিলেন।[২৯] হতবন্ধু দুর্যোধনও দ্বৈপায়ন-হ্রদে প্রবেশের পূর্বে

সস্মার বচনং ক্ষত্তুর্ধর্ম্মশীলস্য ধীমতঃ ॥ শল্য ২৯।২৬

—ধর্মশীল ধীমান্ বিদুবের হিতবচন স্মরণ করিয়াছিলেন।

শোকসন্তপ্ত ধৃতরাষ্ট্রও একসময়ে বলিয়াছেন—'আমি নিতান্তই দুর্মতি, হিতকাম মহাত্মা বিদুরের হিতবাক্য না শুনিয়া আজ শোকে দগ্ধ হইতেছি। মন্দবুদ্ধি দুর্যোধনকে পবিত্যাগ করিবার কথা বিদুর পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন, দ্যূতক্রীড়া নিবারণ করিতে বলিয়াছেন। দীর্ঘদর্শী বিদুরেব কোন কথাই শুনি নাই, পাপাত্মা দুর্যোধনেরই অনুবর্তন কবিয়াছিলাম। তাহারই ফল ভোগ করিতেছি।'[৩০]

বিদুবের মুখের ভাষাও অনুপম। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেব পব বিদুরকে একান্ত আশ্রয়রূপে অবলম্বন করিয়াই ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের রাজ্য হস্তিনাপুরে বাস করিয়াছেন।

হৃত রাজ্য উদ্ধার করিয়া যুধিষ্ঠির হস্তিনার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মহামতি বিদুরকে তিনি প্রধান সচিবের পদে বরণ করিয়াছিলেন।[৩১] সভাপর্বে (৩৫।৯) দেখিতে পাই, ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয়-যজ্ঞের সময়ও যুধিষ্ঠির অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে বিদুরকেই কর্তৃত্ব দিয়াছেন।

হস্তিনায় যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের পনর বৎসর অতীত হইয়াছে। ভীম প্রায়ই ধৃতরাষ্ট্রকে শোনাইয়া বলিতেন যে, বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্রকে তিনিই যুদ্ধক্ষেত্রে নিধন করিয়াছেন। ভীমের এইসকল কটূক্তিতে ধৃতরাষ্ট্রের নির্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি বিদুরকে মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র বনগমনে প্রস্তুত হইলেন।

গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর এবং সঞ্জয়ও ধৃতরাষ্ট্রের সহিত যাত্রা করিলেন। কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন তাঁহারা যাত্রা করিয়াছিলেন।[৩২]

ভাগীরথীতীর হইতে কুরুক্ষেত্রে যাইয়া তাঁহারা রাজর্ষি শতযূপের আশ্রমে বাস করিতেছিলেন। বল্কল ও চীরধারী বিদুরও ধৃতরাষ্ট্রাদির শুশ্রূষা ও তপস্যা দ্বারা কৃশ হইয়া গিয়াছিলেন।[৩৩]

কিছুদিন পরে পাণ্ডবগণ সপরিবারে ধৃতবাষ্ট্রের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেখানে বিদুবকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলে পর ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—

কুশলী বিদুরঃ পুত্র তপো ঘোরং সমাশ্রিতঃ।
বায়ুভক্ষো নিবাহারঃ কৃশো ধমনিসন্ততঃ ॥ আশ্র ২৬।১৭

—হে পুত্র, বিদুর কুশলেই আছেন। তিনি ঘোর তপস্যায় নিরত রহিয়াছেন। আহার পরিত্যাগ কবিয়া বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধাবণ করিতেছেন। তাহার শরীর অতি কৃশ অস্থিচর্মসার হইযাছে।

যুধিষ্ঠির বিদুরের সন্ধানে বাহিব হইলেন। গভীব অরণ্যে বিদুরকে দেখিতে পাইলেন। তিনি

দিগ্‌বাসা মলদিগ্ধাঙ্গো বনরেণু-সমুক্ষিতঃ। আশ্র ২৬।১৮

—নগ্ন, মলিন এবং বনের ধূলিকণাতে তাঁহার দেহ সমাচ্ছন্ন।

তাঁহাকে কখনও দেখা যায়, কখনও বা দেখা যায় না। 'আমি তোমার অতি আদবের রাজা যুধিষ্ঠির'—এই বলিতে বলিতে যুধিষ্ঠির গভীর অরণ্যে বিদুরেব অনুসবণ করিতে লাগিলেন। তখন বিদুব এক বৃক্ষে হেলান দিযা অনিমেষনেত্রে যুধিষ্ঠিরের দিকে চাহিযা বহিলেন।

বিদুর যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টির সহিত আপন দৃষ্টি সংযুক্ত করিয়া যোগবলে যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবেশ করিলেন। যুধিষ্ঠির দেখিতে পাইলেন, স্তব্ধনেত্র গতপ্রাণ বিদুরদেহ সেই বৃক্ষেই আশ্রিত রহিয়াছে। বিদুরের এই অনুপ্রবেশে যুধিষ্ঠির আপনাকে অধিকতব বলবান্ বলিয়া অনুভব করিলেন। তিনি বিদুরের দেহেব অগ্নিসংস্কারে উদ্‌যুক্ত হইলে অশরীরী বাণী শুনিতে পাইলেন—

ভো ভো রাজন্ন দগ্ধব্যমেতদ্ বিদুরসংজ্ঞকম্।
যতিধর্ম্মমবাপ্তোঽসৌ নৈষ শোচ্যঃ পবন্তপ ॥ আশ্র ২৬।৩২, ৩৩

—রাজন, বিদুরের দেহ অগ্নিতে দগ্ধ করিও না। বিদুর যতিধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার দেহের অগ্নিসংস্কার হইবে না। ইহার জন্য শোক কবা উচিত নহে।

আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া যুধিষ্ঠির সকলকে এই ঘটনা জানাইলেন। ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখ সকলই ইহাতে বিস্মিত হইলেন।[৩৪]

মহামতি বিদুরের এইপ্রকাব নির্যাণ বা তিবোভাবেরও তাৎপর্য বহিয়াছে। যুধিষ্ঠির ধর্মের পুত্র বলিয়া খ্যাত। বিদুরও ধর্মের অংশ হইতে উৎপন্ন।[৩৫] এইকাবণে সম্ভবতঃ ধর্ম ধর্মে লীন হইয়াছেন।

বিদুরের হিত-বচন কৌববগণ উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহাদিগকে স্বকৃত পাপের চরম প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে। বিদুরের চরিত্রে কোন কলুষের ছায়ামাত্র নাই। এই বিগ্রহবান্ ধর্ম প্রায় শতবর্ষ পরমায়ু লাভ কবিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপম আচরণ ও অমৃতোপম বাণী মানব-সমাজের অবিনশ্বর সম্পদ হইয়া রহিয়াছে।

১ আদি ৬৩।৯৬,১০৬।২৯,১০৮ তম অ।
২ আদি ১০৯।১৭—২০
৩ আদি ১০৯।২৫
৪ আদি ১১৪।১২—১৪
৫ আদি ১৪৫।২০
৬ আদি ১৪৭তম অ।
৭ আদি ২০৬তম অ।
৮ সভা ৩৫।৯
৯ সভা ৬৪।১৩
১০ সভা ৬৬ তম অ।
১১ সভা ৬৬।৪
১২ সভা ৬৮ তম অ।
১৩ সভা ৭১।১৭
১৪ উ ৯০।৫৩
১৫ সভা ৭৪ তম অ।
১৬ সভা ৮০ তম অ।
১৭ বন ৪র্থ অ।
১৮ বন ৪র্থ অ—৬ষ্ঠ অ।
১৯ উ ৩৩শ অ—৪১শ অ।
২০ উ ৪১।৮
২১ উ ৬৪।২২
২২ উ ৮৭ তম অ।
২৩ উ ৯১ তম অ।
২৪ উ ৯২ তম অ।
২৫ উ ১৩১ তম অ।
২৬ উ ১৪৭।৯
২৭ উ ১৪৮।৩১
২৮ উ ১৪৮।৯
২৯ শল্য ২৮।৩২
৩০ অশ্ব ১ম অ।
৩১ শা ৪১।১০
৩২ আশ্র ১১।৩
৩৩ আশ্র ১৯শ অ।
৩৪ আশ্র ২৬শ অ।
৩৫ বন ৩১৩।২২

দুর্যোধন (সুযোধন)

কলির অংশে দুর্যোধনের জন্ম। মহাভারতকার প্রথমেই বলিয়া রাখিয়াছেন, দুর্যোধন দুর্বুদ্ধি, দুরাচার এবং কুরুবংশের কীর্তিনাশন। তাঁহার দোষেই ভারতের বহু প্রসিদ্ধ বংশ লুপ্ত হইয়াছে। তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতা রাক্ষসের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।[১] দুর্যোধনের আরও একটি নাম ছিল 'সুযোধন'। কেহ কেহ বলেন, যুধিষ্ঠির দুর্যোধন এই অপ্রিয় নামটি উচ্চারণ করিতেন না বলিয়া 'সুযোধন' নামেই দুর্যোধনকে সম্বোধন করিতেন। কিন্তু মহাভারতে এরূপ কোন কথা পাওযা যায় না।

দুর্যোধন বয়সে যুধিষ্ঠিরের ছোট, তিনি ভীমের সমবয়স্ক।[২] তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত অদ্ভুত-রকমের। দুর্যোধনাদি শত ভ্রাতা দুই-বৎসরকাল মাতৃগর্ভেই ছিলেন। এক মাংসপেশী হইতে শত ভ্রাতার জন্ম। এইসকল বৃত্তান্তে বিশ্বাস স্থাপন করা কঠিন।

জন্মিবামাত্র দুর্যোধন গর্দভের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শকুনি শৃগাল প্রভৃতি উচ্চ চীৎকারে চারিদিক প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। নানাবিধ দুর্লক্ষণ দেখিয়া উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ এবং মহামতি বিদুর শঙ্কিত হইয়া এই পুত্রকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিলেন। স্নেহশীল ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। দুর্যোধন দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন। তাঁহার শৈশব অতিক্রান্ত হইল।[৩] বাল্যক্রীড়ার সময় হইতেই দুর্যোধন ভীমসেনের শক্তিসামর্থ্য দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন। সকলপ্রকারের খেলাতেই ভীমসেন প্রাধান্য লাভ করিতেন। দুর্যোধন তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। তেজস্বী অপরের তেজ সহ্য করিতে পারে না—ইহা জগতের স্বাভাবিক নিয়ম। দুর্যোধনের এই ঈর্ষাও যেন তেজস্বিতা হইতে উদ্ভূত। কিন্তু ঈর্ষার জ্বালায় তিনি যে-সকল অপকর্ম করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, শৈশব হইতেই তিনি নীচাশয় ছিলেন। ভীমসেনকে হত্যা করিবার নিমিত্ত তাঁহার খাদ্যে বিষ মিশাইয়াছেন, নিদ্রিত ভীমকে বাঁধিয়া নদীমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন। দৈববলে ভীমের কোন অনিষ্ট হয় নাই।[৪]

কৈশোরে এবং যৌবনারম্ভে পাণ্ডব-নিধনের চেষ্টায়ই তাঁহার অধিক সময় ব্যয়িত হইয়াছে। তিনিও বেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।[৫]

ভীম এবং দুর্যোধন দুইজনই গদাশিক্ষায় বলরামকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছেন। দুর্যোধন আচার্য কৃপ ও আচার্য দ্রোণ হইতে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করেন। দৈহিক বলে দুর্যোধন ভীম অপেক্ষা ন্যূন হইলেও গদাযুদ্ধে তাঁহার কৃতিত্বই বেশী ছিল। দুর্যোধনের অন্তিম যুদ্ধের পূর্বে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—

বলী ভীমঃ সমর্থশ্চ কৃতী রাজা সুযোধনঃ।
বলবান্ বা কৃতী বেতি কৃতী রাজন্ বিশিষ্যতে ॥ শল্য ৩৩।৮
ন হি পশ্যামি তং লোকে যোঽদ্য দুর্য্যোধনং রণে।
গদাহস্তং বিজেতুং বৈ শক্তঃ স্যাদমরোঽপি হি ॥ শল্য ৩৩।১১

ন ত্বং ভীমো ন নকুলঃ সহদেবোঽথ ফাল্গুনঃ।
জেতুং ন্যায়েন শক্তো বৈ কৃতী রাজা সুযোধনঃ॥ শল্য ৩৩।১২

—ভীম বলবান এবং সমর্থ, কিন্তু রাজা সুযোধন কৃতী অর্থাৎ কৌশলজ্ঞ। বলবান্ এবং কৃতীর মধ্যে কৃতীই শ্রেষ্ঠ। আজ গদাহস্ত দুর্যোধনকে যুদ্ধে জয় কবিতে পারেন এরূপ কাহাকেও দেখিতেছি না। কোন দেবতাও আজ তাঁহাকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না। তুমি, ভীম, নকুল, সহদেব বা অর্জুন কেহই ন্যায় পথে আজ তাঁহাকে জয় করিতে পাবিবে না।

কৃষ্ণের এই উক্তি হইতে দুর্যোধনের গদাযুদ্ধে অসামান্য কৃতিত্বের কথা জানা যায়।

কিশোব রাজকুমারদের যুদ্ধকৌশল প্রদর্শনের বঙ্গসভায় কর্ণও উপস্থিত হইয়াছিলেন। অর্জুনেব সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনার বিদ্যাবৈভব প্রকাশ করিতে তাঁহার প্রবল বাসনা ছিল। রাজপুত্রগণ রাজা বা রাজপুত্র ব্যতীত অপর কাহারও সহিত যুদ্ধ করেন না—ইহা নিয়ম। কর্ণ এই কথা শুনিয়া নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ দুর্যোধন তাঁহাকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন। পিতা এবং বিদুরাদি সচিবগণেব সহিত কিছুমাত্র পরামর্শ না করিয়াই দুর্যোধন এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে তাঁহার হঠকারিতা প্রকাশ পাইলেও এই কাজের দ্বারা কিশোব বয়সেই তিনি যে দূরদৃষ্টির পবিচয় দিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। কর্ণের সহিত অচ্ছেদ্য সৌহার্দবন্ধনে যুক্ত হইয়া দুর্যোধন রাজনীতিজ্ঞানেরও বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। বীরপুরুষকে চিনিবাব মত শক্তি তাঁহার ছিল। কর্ণকে সহায়রূপে লাভ করিয়া তাঁহার শক্তিসামর্থ্য বহুগুণে বর্দ্ধিত হইযাছে।

ভীম যখন কর্ণকে সূতপুত্র বলিয়া কঠোর উপহাস করিয়াছেন, তখন দুর্যোধন ভীমের মুখের উপব শোনাইয়া দিলেন—'ভীমসেন, এরূপ বলা তোমার শোভা পায় না। বলই ক্ষত্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, বীবপুরুষ এবং নদীর উৎপত্তিস্থান জানা শক্ত। জল হইতে অগ্নির উৎপত্তি। দধীচির অস্থি দ্বারা বজ্র নির্মিত হইয়াছিল। ভগবান্ গুহকে আগ্নেয়, কার্ত্তিকেয়, রৌদ্র, গাঙ্গেয় ইত্যাদি বলা হয়। (তাঁহারও জন্মবৃত্তান্ত রহস্যাবৃত।) বিশ্বামিত্র প্রমুখ ক্ষত্রিয়গণ যে তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ইহাও তোমার না জানিবার কথা নহে। আচার্য দ্রোণ কলস হইতে উৎপন্ন। শরস্তম্ব হইতে গৌতমের জন্ম। তোমাদের জন্মবৃত্তান্তও আমার জানা আছে। সকুণ্ডলকবচ সর্বলক্ষণসম্পন্ন আদিত্যসদৃশ এই নরব্যাঘ্রের জননী কি কখনও মৃগী হইতে পারে?"

কিশোর দুর্যোধনের এই সারগর্ভ ভাষণ হইতে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ওনীতিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

যুধিষ্ঠিরাদির জন্মবৃত্তান্ত রহস্যাবৃত। এইকারণেও সম্ভবতঃ দুর্যোধন তাঁহাদিগকে কুরুবংশের বলিয়া মনে করিতেন না এবং মনে মনে হেয় জ্ঞান করিতেন। তাঁহার কিশোর বয়সের উল্লিখিত কথাতেই সেই আভাস পাওয়া যাইতেছে।

কর্ণের সহিত দুর্যোধনের বন্ধুত্বের পরিণামই কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ। অভিমানী দুর্যোধনের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব এবং পৌরুষ সত্ত্বেও একমাত্র পাণ্ডব-বিদ্বেষই তাঁহাকে কলঙ্কিত করিয়াছে। জতুগৃহদাহের ষড়যন্ত্র, পুরোচনের সহিত পাপ-পরামর্শ প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছে। কি উপায়ে পাণ্ডবগণের ক্ষতি করা যায়, কি উপায়ে তাঁহাদিগকে বিশেষতঃ ভীমসেনকে হত্যা করা যায়, এই চিন্তা অহর্নিশ দুর্যোধনের চিত্তে জাগ্রত থাকিত।

দুর্যোধন কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদের কন্যাকে স্বয়ংবরসভা হইতে বলপূর্বক হরণ করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। এই কাজে কর্ণ তাঁহার সহায় ছিলেন।'

রাজসূয়-যজ্ঞে যুধিষ্ঠিব কর্তৃক সৎকৃত হইয়া তিনি দায়িত্বপূর্ণ কাজে বৃত হইয়াছিলেন। যজ্ঞে সমাগত বাজন্যবৃন্দ এবং অন্যান্যদের প্রদত্ত উপঢৌকনেব গ্রহণ ও বক্ষাব ভাব তাঁহাব উপর ন্যস্ত ছিল।' দায়িত্বপালনে শিথিলতা না কবিলেও যুধিষ্ঠিবেব শ্রী তাঁহার চিত্তকে পীড়িত কবিযাছে। 'পাণ্ডবশ্রীপ্রতপ্ত' দুর্যোধন আহাব নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শুধু পাণ্ডবগণের অনিষ্টচিন্তাই করিতে লাগিলেন। মাতুল শকুনিকে বলিলেন—

বহ্নিমেব প্রবেক্ষ্যামি ভক্ষয়িষ্যামি বা বিযম।
অপো বাপি প্রবেক্ষ্যামি ন হি শক্ষ্যামি জীবিতুম্॥ সভা ৪৭।৩১

—আমি আগুনে ঝাঁপ দিয়া, বিষ খাইযা অথবা জলে ডুবিয়া দেহত্যাগ করিব। শত্রুকে সমৃদ্ধ দেখিয়া কিছুতেই বাঁচিতে পারিব না।

দুর্যোধনেব এই উক্তিতে তাঁহাব চিত্তেব যে ছবি প্রকাশ পাইযাছে তাহা অতিশয কদর্য। সভাপর্বে দুর্যোধনেব সকল কথায এবং আচরণে তাঁহার পরশ্রীকাতরতা নগ্নরূপ পবিগ্রহ করিয়াছে। তিনি বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া এবং গোছাইযা কথা বলিতে পাবিতেন না। ঈর্ষাপ্রবণতা ও হঠকাবিতা তাঁহাব অনেকগুলি সদ্‌গুণকেও আচ্ছন্ন করিয়া বাখিযাছে। তাঁহার ন্যায় প্রজাবঞ্জক এবং লোকসংগ্রাহক নৃপতি দুর্লভ। জন্মান্ধ ধৃতবাষ্ট্র রাজ্যাধিকাব না পাওয়ায় পাণ্ডুব পরে দুর্যোধন হস্তিনাব সিংহাসন লাভ করেন।

স্নেহাতুব পিতার প্রজ্ঞাকে তিনি সম্মোহিত কবিযা বাখিযাছিলেন। সময সময পিতাব প্রতি যেসকল কঠোব ও তীক্ষ্ণ বচন প্রয়োগ কবিযাছেন, তাহা শিষ্টসম্মত নহে। ধৃতবাষ্ট্র, প্রথমতঃ চেষ্টা করিযাছেন, উপদেশেব দ্বারা পুত্রের পাণ্ডববিদ্বেষ দূর করিতে পারেন কি না।

ইন্দ্রপ্রস্থে বাজসূয-যজ্ঞে পাণ্ডবগণের ঐশ্বর্যদর্শনে একান্ত সন্তপ্ত হইযা দুর্যোধন পিতাব নিকট পাণ্ডবগণেব ঐশ্বর্যেব কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা কবিযাছেন। উপসংহাবে বলিযাছেন —

এতাং দৃষ্ট্বা শ্রিয়ং পার্থে হবিশ্চন্দ্রে যথা বিভো।
কথং নু জীবিতুং শ্রেয়ো মম পশ্যসি ভাবত॥
ইত্যাদি। সভা ৫৩।২৪-২৬

—হবিশ্চন্দ্রের ন্যায় কুন্তীতনয়ের এইপ্রকার ঐশ্বর্য দেখিযা আমাব বাঁচিয়া থাকিযা ফল কি? অন্ধ বিধাতা যেন এই দ্বাপরযুগে বিপর্যয় ঘটাইতেছেন। ছোটলোকের ঐশ্বর্য বাড়িতেছে আর শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ হীনতা প্রাপ্ত হইতেছেন।

পুত্রকে প্রবোধ দিতে যাইয়া ধৃতবাষ্ট্র বলিয়াছেন, 'বৎস, তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র। পাণ্ডবগণকে হিংসা করিও না। যুধিষ্ঠিব তোমাকে হিংসা কবে না, সে তোমাব মিত্র, তুমি তাহাব সমান সম্পত্তি ভোগ করিতেছ। পবধনে স্পৃহা অনার্যের আচবণ। তুমি মিত্রদ্রোহী হইও না।'[১৫]

পিতার উপদেশ-বাক্য শুনিয়া দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হইলেন। নিতান্ত অশিষ্টভাবে ধৃষ্টের মত পিতাকে বলিতে লাগিলেন—

যস্য নাস্তি নিজা প্রজ্ঞা কেবলন্তু বহুশ্রুতঃ।
ন স জানাতি শাস্ত্রার্থং দর্ব্বী সূপরসানিব॥
ন সন্তীমে ধার্ত্তরাষ্ট্রা যেষাং ত্বমনুশাসিতা।
প্রতিপন্নান্ স্বকার্য্যেষু সম্মোহয়সি নো ভৃশম্।
শত্রুশ্চৈব হি মিত্রঞ্চ ন লেখ্যং ন চ মাতৃকা।
যো বৈ সন্তাপয়তি যং স শত্রুঃ প্রোচ্যতে নৃপ।
নাস্তি বৈ জ্ঞাতিতঃ শত্রুঃ পুরুষস্য বিশাম্পতে।

যেন সাধারণী বৃত্তিঃ স শত্রুর্নেতরো জনঃ ॥
নাপ্রাপ্য পাণ্ডবৈশ্বর্য্যং সংশয়ো মে ভবিষ্যতি।
অবাপ্স্যে বা শ্রিয়ং তাং হি শিষ্যে বা নিহতো যুধি ॥

সভা ৫৫ শ অ।

—বাঞ্জনের বসে সিক্ত হইলেও হাতা ব্যঞ্জনের স্বাদ বুঝিতে পারে না, সেইরূপ প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তি শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও শাস্ত্রের মর্ম বুঝিতে পারে না। তুমি যাহাদের উপদেষ্টা, সেই ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণের বাঁচিবার আশা নাই। আমরা আপনকর্মে উদ্যুক্ত হইলে তুমি আমাদিগকে মোহগ্রস্ত কর। শত্রু আর মিত্রের কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা লিখিত বা স্থিরীকৃত নাই, যে যাহাকে তাপিত করে, সে তাহার শত্রু বলিয়া কথিত হয়। হে রাজন্, জ্ঞাতি হইতে আর বড় শত্রু কেহ নাই। যাহাদের জীবিকার উপায় একশ্রেণীর, তাহারাই পরস্পর শত্রু, অপর কেহ শত্রু নহে। পাণ্ডবের ঐশ্বর্য হস্তগত করিতে না পারিলে আমার জীবন থাকিবে কি না—সংশয় আছে। আমি সেই ঐশ্বর্য হস্তগত করিব, কিংবা যুদ্ধে নিহত হইয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিব।

এই উক্তিতে দুর্যোধনের চরিত্রের যে চিত্র দেখা যাইতেছে, তাহাও অতি কদর্য। প্রথমতঃ হাতাব সহিত দৃষ্টান্ত দিয়া পিতাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিতান্ত গর্হিত।

দুর্যোধন কাহারও হিত-বচন গ্রাহ্য করিতেন না। ভীষ্ম, বিদুর, দ্রোণাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিগণের কথাকেও অবজ্ঞার সহিত উড়াইয়া দিতেন। একদিন বিদুরের হিতোপদেশ শুনিয়া তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং অকথ্য ভাষায় বিদুরকে অপমানিত করিয়া শরীরের জ্বালা দূর কবিলেন।[১১] এইপ্রকার উদাহরণ তাঁহার আচরণে অসংখ্য।

দ্যূতসভায় যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াও হারিয়াছেন। দ্রৌপদীকে সভাস্থলে লইয়া আসিবাব নিমিত্ত মদমত্ত দুর্যোধন প্রথমতঃ বিদুরকেই আদেশ করিয়াছিলেন। বিদুর তাঁহাকে ধিক্কার দিয়া অনেক কিছু বলিতেই তিনি প্রাতিকামীকে আদেশ করিলেন। প্রাতিকামীও দ্রৌপদীর কথাবার্তা শুনিয়া ততটা সাহসী হইল না। অগত্যা দুর্যোধন তাঁহার ভ্রাতা দুঃশাসনের উপর এই কাজের ভার দিলেন। দুঃশাসন দ্রৌপদীকে চরম লাঞ্ছিত করিয়া সভাস্থলে উপস্থিত করিলে দুর্যোধন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া দ্রৌপদীকে বাম উরু প্রদর্শন করিলেন।[১২] তাহার এই আচরণে সভাস্থ সকলেই লজ্জিত হইয়াছেন। ইহা রাজোচিত হয় নাই। অতঃপর ভীত ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে বর দিয়া সপত্নীক পাণ্ডবগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠাইয়া দিলে দুর্যোধন পুনরায় দ্যূতক্রীড়ার প্রস্তাব করিলেন এবং দুর্বলচিত্ত দুর্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রেরও অনুমোদন লাভ করিলেন।[১৩]

দ্বিতীয়বার পরাজিত হইয়া পাণ্ডবগণ যখন সভাস্থল ত্যাগ করিতেছেন, দুর্যোধন তখন ভীমসেনের পাদক্ষেপভঙ্গীর অনুকরণ করিতে লাগিলেন।[১৪] ইহা যেন নিতান্ত শিশুচাপল্য বলিয়া মনে হয়। ঋষি মৈত্রেয়ের হিতভাষণ শুনিয়া দুর্যোধন সজোরে নিজের উরুতে আঘাত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অশিষ্টতায় ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন যে, ভীমসেনের গদাঘাতেই তাঁহার উরু ভঙ্গ হইবে।[১৫]

অরণ্যবাসী পাণ্ডবগণের দুঃখকে তীব্রতর করিবার উদ্দেশ্যেই দুর্যোধন কুলবধূগণ সহ সদলবলে ঘোষযাত্রা (দ্বৈতবনের গোপালকপল্লীতে যাত্রা) করিয়াছিলেন। তাঁহার মদান্ধতার ফলও তিনি হাতে হাতেই পাইয়াছিলেন। গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন দুর্যোধনের অহঙ্কার সহ্য করিতে পারিলেন না। উভয় পক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সপত্নীক কৌরবগণ গন্ধর্বগণের হাতে বন্দী হইলে দুর্যোধনের কয়েকজন সৈনিক পাণ্ডবদিগকে এই সংবাদ জানাইল।

পাণ্ডবদের প্রসাদে কৌরবগণ মুক্ত হইলেন, কিন্তু অভিমানী দুর্যোধন এই অপমান অসহ্য বোধ করিলেন। তিনি পাণ্ডবগণের অনুগ্রহে মুক্ত হইয়াছেন—এই কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় ও অপমানে প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন।[১৮]

এই সময় একমুহূর্তের জন্য দুর্যোধনের বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে এবং তিনি নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তিনি কর্ণকে বলিয়াছেন—

দুর্ব্বিনীতাঃ শ্রিয়ং প্রাপ্য বিদ্যামৈশ্বর্য্যমেব চ।
তিষ্ঠন্তি ন চিরং ভদ্রে যথাহং মদগর্ব্বিতঃ ॥ বন ২৪৮।১৮

—দুর্বিনীত ব্যক্তি শ্রী, বিদ্যা এবং ঐশ্বর্য লাভ করিয়া দীর্ঘকাল সৎপথে থাকিতে পারে না। মদগর্বিত আমিই এই বিষয়ের উদাহরণ।

এই ক্ষণিক আত্মসংবিৎ দেখিয়াই আমরা অনুমান করিতে পারি, সময় সময় তিনি বিবেকের দংশনও অনুভব করিতেন। নীচাশয় হইলেও তাঁহার অন্তর হইতে বিবেক-বুদ্ধি একেবারে তিরোহিত হয় নাই।

শকুনি, কর্ণ, দুঃশাসন প্রমুখ সুহৃদ্‌বর্গের সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহার আত্মহত্যার বাসনা শিথিল হইল। অগত্যা তিনি নগরে প্রবেশ করিলেন। এই সময় ভীষ্ম তাঁহাকে অনেক হিতবচন শোনাইলেন। ইহাও বলিলেন যে, 'ঘোষযাত্রায় গিয়া পাণ্ডবগণের শৌর্যবীর্য এবং তোমার সহচর কর্ণাদি বীরগণের কাপুরুষতা তো প্রত্যক্ষ করিয়াছ, এখনও সময় আছে, সন্ধি কর।' দুর্যোধন ভীষ্মের বচন শুনিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন এবং শকুনিকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থান ত্যাগ করিলেন।[১৯]

তাঁহার ক্ষুব্ধ চিত্তকে শান্ত করিবার নিমিত্ত কর্ণ দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়াছেন। বহু রাজাকে পরাজিত করিয়া অগণ্য ধনরত্নসহ কর্ণ হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলে পর দুর্যোধন সেই অর্থে শুধু আড়ম্বর প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে রাজসূযযজ্ঞ করিতে চাহিলেন। পরন্তু বংশে রাজসূয়যজ্ঞকারী যুধিষ্ঠির জীবিত থাকায় শাস্ত্রানুসারে রাজসূয়-যজ্ঞে তাঁহার অধিকার ছিল না। এইহেতু পুরোহিতের নির্দেশ মত তিনি 'বৈষ্ণব-যজ্ঞের' অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার এই অভ্যুদয়ের সংবাদে পাণ্ডবগণকে অধিকতর ব্যথা দিবার উদ্দেশ্যে তিনি দ্বৈতবনে দূত পাঠাইয়া পাণ্ডবদিগকেও আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। দূত সেখানে গিয়া বলিয়াছে—

আমন্ত্রয়ামি বো রাজা ধার্ত্তরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ।
মনোঽভিলষিতং রাজ্ঞস্তং ক্রতুং দ্রষ্টুমর্হত ॥ বন ২৫৫।১১

যুধিষ্ঠির এই নিষ্ঠুর পরিহাসে কোন কটু বাক্য বলেন নাই, কিন্তু ভীমসেন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।

একদা একদল শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া তপস্বী দুর্বাসা হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইলেন। দুর্যোধনাদি কৌরবগণ সেবাশুশ্রূষায় তাঁহাকে পরম প্রীত করিয়াছিলেন। তপস্বী প্রসন্ন হইয়া বর দিতে চাহিলে দুর্যোধন কর্ণ দুঃশাসনাদির সহিত পূর্বেই পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির করিয়াছিলেন, সেই বরই চাহিলেন। তিনি দুর্বাসাকে বলিলেন, 'হে ব্রহ্মন্, আপনি যেরূপ এখানে উপস্থিত হইয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন, সেইরূপ আমাদের বংশের জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ রাজা বনবাসী যুধিষ্ঠিরের আতিথ্য স্বীকার করিয়া তাঁহাকেও কৃতার্থ করিবেন—এই প্রার্থনা করি। সকল পাণ্ডবের এবং দ্রৌপদীর আহারাদি সমাপ্ত হইলে আপনি যদি তাঁহাদের অতিথিরূপে শিষ্যগণসহ উপস্থিত হন তবেই আমাকে বর দেওয়া হইল জানিবেন।' দুর্বাসা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে দুর্যোধন আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিয়া বিশেষ উল্লসিত হইলেন। তিনি মনে ভাবিলেন, নিশ্চয়ই সেইরূপ সময়ে দ্রৌপদী অতিথিকে কোন খাদ্য

দিতে পারিবেন না এবং ক্রোধন তপস্বীর শাপে পাণ্ডবগণ অধিকতর কষ্ট ভোগ করিবেন। এই অভিসন্ধিতেই তিনি বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন।[৮] কি উপায়ে পাণ্ডবগণকে কষ্ট দিবেন—এই চিন্তাই তাঁহার চিত্তকে ব্যাকুল করিয়া রাখিত। 'যেভাবেই হউক পাণ্ডবগণকে দুঃখ দিব'—ইহাই তাঁহার একমাত্র বাসনা।

সুদীর্ঘ বার বৎসর কাল পাণ্ডবগণ অরণ্যে বাস করিয়া ত্রয়োদশ বর্ষে মৎস্যদেশে বিরাটরাজের পুরীতে অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন। রাজার শ্যালক এবং সেনাপতি কীচক বল্লভবেশী ভীমসেন কর্তৃক নিহত হইয়াছেন। এই সময়ে বিরাটরাজার গো-ধন হরণের উদ্দেশ্যে ভীষ্মদ্রোণাদি মহাবীরগণকে সঙ্গে লইয়া দুর্যোধন যাত্রা করিলেন। তাঁহার ধ্বজের কেতু হেমময় এবং নানাবিধ মণিমাণিক্যখচিত। তাহাতে হাতীর ছবি অঙ্কিত।[৯] ক্লীববেশধারী অর্জুনের সহিত যুদ্ধে তাঁহার শোচনীয় পরাজয় ঘটিয়াছিল। তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।[১০] যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পরেও তিনি একাধিকবার পলায়ন করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের পুত্র সাম্ব দুর্যোধন-দুহিতা লক্ষ্মণাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনের বৈবাহিক। পাণ্ডবগণ ও দুর্যোধন প্রভৃতি দুই পক্ষই যখন ভিতরে ভিতরে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন, তখন একদিন দুর্যোধন দ্বারকায় কৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হন। দুর্যোধন কৃষ্ণপ্রদত্ত নারায়ণীসেনা পাইয়াই সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। অর্জুন প্রথমেই কৃষ্ণকে সারথ্যে বরণ করেন, তিনি কৃষ্ণের সেনা চাহেন নাই। কিন্তু দুর্যোধন কৃষ্ণ ও অর্জুনের এই দূরদর্শিতা বুঝিতে পারিলেন না।[১১] ইহাতে মনে হয়, তিনি কৃষ্ণ বা অর্জুনের ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন না। শল্যকে আত্মপক্ষে সংগ্রহ করায় বোঝা যায়, তিনিও কূটনীতিতে অভিজ্ঞ ছিলেন। নকুল ও সহদেব মদ্ররাজ শল্যের ভাগিনেয়। শল্য আপনার বিপুল সেনাদল সহ পাণ্ডবগণের সাহায্যার্থে যাত্রা করিয়াছিলেন। দুর্যোধন এই সংবাদ পাইয়া পথিমধ্যে শল্যকে একপভাবে সম্মান করিলেন যে, সরলস্বভাব শল্য তুষ্ট হইয়া আত্মীয়তা অপেক্ষা কৃতজ্ঞতাকেই বড় মনে করিলেন এবং দুর্যোধনের পক্ষেই যোগ দিতে বাধ্য হইলেন।[১২]

যুধিষ্ঠিরের ত্যাগ এবং মহানুভবতাকে দুর্যোধন দুর্বলতা বলিযাই মনে করিতেন। ইহাও তাঁহার চরিত্রে দূরদর্শিতার অভাব সূচনা করে। যুধিষ্ঠির মাত্র পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিলে দুর্যোধন পিতাকে বলিলেন—

যুধিষ্ঠিরঃ পুবং হিত্বা পঞ্চ গ্রামান্ স যাচতি।
ভীতো হি মামকাৎ সৈন্যাৎ প্রভাবাচ্চৈব মে বিভো॥ উ ৫৫।৩০

—যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থ পরিত্যাগ করিয়া মাত্র পাঁচখানি গ্রাম যাজ্ঞা করিতেছেন। আমার সৈন্য দেখিয়া এবং আমার প্রভাবে ভীত হইয়াই তিনি একপ করিতেছেন।

অতঃপব দুর্যোধন আপনাব শৌর্যবীর্যেব অহঙ্কাব কবিযাও পিতাব মনে বল সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।[১৩]

দুর্যোধন অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। নিজে যাহা ভাল মনে করিতেন, তাহা হইতে কিছুতেই বিরত হইতেন না। নিজেব পরম ক্ষতি হইলেও জেদ ছাড়িতেন না। ভীমসেন শ্রীকৃষ্ণকে দুর্যোধনের চরিত্রসম্বন্ধে বলিয়াছেন—

ম্রিয়েতাপি ন ভজ্যেত নৈব জহ্যাৎ স্বকং মতম॥ উ ৭৪।৫

—দুর্যোধন বরং প্রাণত্যাগ করিবেন, তথাপি পরাভব স্বীকার করিবেন না, অথবা নিজের মত ত্যাগ করিবেন না।

এই শ্রেণীর জেদ সাধারণতঃ ভাল নহে, কিন্তু প্রত্যেক তেজস্বী পুরুষের চরিত্রেই এই

দোষ অথবা গুণটি অতিমাত্রায় বর্তমান থাকে।

পাণ্ডবদের দৌত্যকর্মে নিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করিয়া রাখিবার চেষ্টাও দুর্যোধন করিয়াছেন।[২৪] শ্রীকৃষ্ণের তুল্য শৌর্যবীর্যশালী বুদ্ধিমান্ পুরুষ তৎকালে আর কেহই ছিলেন না—ইহাও তিনি নিশ্চয়ই জানিতেন। তাঁহার এই ব্যবহারকে সাহসিকতা ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাষায় দুর্যোধনকে তাঁহার চরিত্রের প্রধান দোষটি দেখাইয়া দিয়াছেন—

অকস্মাৎ দ্বেষ্টি বৈ রাজন্ জন্ম প্রভৃতি পাণ্ডবান্। উ ৯১।২৬

—হে রাজন্, বিনা কারণে তুমি জন্মাবধি পাণ্ডবগণের প্রতি দ্বেষ পোষণ করিতেছ। মহামতি বিদুর মিতভাষী এবং সত্যবাদী। তিনি শ্রীকৃষ্ণ সমীপে দুর্যোধনের চরিত্রের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে কিছুমাত্র অত্যুক্তির আশঙ্কা করা যায় না। বিদুর বলিয়াছেন—'হে কেশব, তুমি পাণ্ডবের দৌত্য গ্রহণ করিয়া ভাল কর নাই। দুর্যোধন কি তোমার কথা শুনিবে ? সে অর্থ এবং ধর্ম হইতে চ্যুত, মন্দমতি, গর্বিত, অপরের সম্মাননাশক পরন্তু স্বয়ং মানকাম, বৃদ্ধগণের শাসনাতিগ, ধর্মশাস্ত্রবিদ্বেষী, মূঢ়, দুরাত্মা, কামাত্মা, প্রাজ্ঞমানী, মিত্রদ্রোহী, অকৃতজ্ঞ, মিথ্যাপ্রিয় এবং অসংযত। তাঁহার চরিত্রে দোষের অন্ত নাই। এহেন পাপাত্মা কি তোমার শ্রেয়োবচনে কাণ দিবে ?'[২৫]

বিদুরের অনুমানই সত্য হইয়াছিল। কৃষ্ণের সুযুক্তিপূর্ণ বচন শুনিয়া দুর্যোধন অনেক অহঙ্কারের কথা বলিয়াছেন। সর্বশেষে বলিলেন—

যাবদ্ধি তীক্ষ্ণয়া সূচ্যা বিধ্যেদগ্রেণ কেশব।
তাবদপ্যপরিত্যাজ্যং ভূমের্নঃ পাণ্ডবান্ প্রতি॥ উ ১২৭।২৫

—হে কেশব, তীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগে যতটুকু ভূমি বিদ্ধ হইতে পারে, ততটুকু ভূমিও আমরা পাণ্ডবগণকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহি।

এই উক্তিতে যত লোভ ও দম্ভই প্রকাশিত হউক না কেন, উগ্র পৌরুষের একটি আস্ফালনও যে শোনা যাইতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মহামানী দুর্যোধন যে উগ্র পৌরুষ এবং উগ্রতর ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, তাহা তাঁহার পরম শত্রু ভীমসেনও স্বীকার করিয়াছেন। লৌকিকতা এবং সামাজিক শিষ্টাচারজ্ঞানের অভাব তাঁহার চরিত্রে বড় বেশী। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, কৃষ্ণ প্রভৃতি গুরু ও হিতকারিগণকে গ্রাহ্য না করিয়া এবং কাহারও হিতবচন না শুনিয়া দুর্যোধন সদলবলে সভাস্থল ত্যাগ করিলেন।[২৬] পুনরায় তাঁহার দীর্ঘদর্শিনী জননী তাঁহাকে সভাস্থলে সর্বসমক্ষে পাণ্ডবদের সহিত শান্তির নিমিত্ত নানা উপদেশ দিলেন। এবারও দুর্যোধন সেই কথায় কাণ দিলেন না। পরন্তু সকলকে অপমানিত করিয়াই পূর্ববৎ সভা ত্যাগ করিলেন।[২৭]

শ্রীকৃষ্ণ বিফলকাম হইয়া ফিরিয়া গেলে দুর্যোধন পাণ্ডব সমীপে শকুনির পুত্র উলূককে পাঠাইয়াছেন। উলূক দুর্যোধনের দূতরূপে নানা কটূক্তি ও উত্তেজক বচনে কৃষ্ণ সহ পাণ্ডবগণকে উত্তেজিত করিলেন। এই কাজেও দুর্যোধন শিষ্টাচারের ধার ধারেন নাই। তীব্র ভর্ৎসনা-বাক্যে পাণ্ডবপক্ষের সকলেই বিশেষ উত্তেজিত হইয়াছিলেন। এই অসৌজন্য তাঁহার অভিমানেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

দুর্যোধনেরই অতিলোভের ফলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। প্রত্যেক দিনই যুদ্ধযাত্রার পূর্বে দুর্যোধন জননীর পাদবন্দনা করিয়া বিজয়াশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু গান্ধারী তাঁহাকে সেই আশীর্বাদ করেন নাই। প্রতিদিনই পুত্রকে বলিয়াছেন—যতোধর্মস্ততো জয়ঃ। (শল্য ৬৩।৬০। স্ত্রী ১৪।৮,৯। স্ত্রী ১৭।৫,৬)

আট দিনের মধ্যে পাণ্ডবপক্ষের তুলনায় কৌরবপক্ষেরই অধিকতর ক্ষতি ঘটিয়াছে। অসংযত দুর্যোধন মনে করিলেন, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ যোদ্ধৃবর্গের শিথিলতা বা পাণ্ডবপক্ষপাত তাঁহার পরাজয়ের কারণ। তাই তিনি গর্বিত কর্ণের পরামর্শ অনুসারে পিতামহসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

হে রাজন্, পাণ্ডবদের প্রতি দয়াবশতঃ অথবা আমার প্রতি দ্বেষবশতঃ অথবা আমার মন্দভাগ্যের দরুন যদি আপনি পাণ্ডবগণকে দয়া করিয়া থাকেন তবে প্রবল পরাক্রান্ত কর্ণকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিন। তিনি বন্ধুবান্ধব সহ পৃথাতনয়গণকে জয় করিবেন।[২৮]

পিতামহ এই বাক্‌শল্যে বিদ্ধ হইয়া আপনাকে অপমানিত মনে করিয়াছেন। যদিও দুর্যোধনের এই বাক্য ভীষ্মকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করিয়াছে, তথাপি এইভাবে পিতামহকে বলা দুর্যোধনের পক্ষে ধৃষ্টতারই পরিচায়ক।

গুরুজনের হিতবচন কখনও দুর্যোধনকে সঙ্কল্পচ্যুত কবিতে পারে নাই। শবশয্যাশায়ী পিতামহেব সন্ধিবিষয়ক উপদেশকেও তিনি কিছুমাত্র গ্রাহ্য করেন নাই।[২৯]

সকল সময় ঠিক ঠিক বুদ্ধিমানের মত প্রয়োগ করিতে না পাবিলেও তিনি কূটকৌশলের প্রয়োগ করিতে ছাড়িতেন না। দুর্যোধন সেনাপতি আচার্য দ্রোণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন যে, আচার্য যেন যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করিয়া আনযন করেন। তাহা হইলে পুনরায় দ্যূতক্রীড়ায় সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্মরাজকে পরাজিত কবিয়া দীর্ঘকালের ম্যাদে অরণ্যে পাঠাইতে পারিবেন। দ্রোণাচার্য প্রতিজ্ঞা কবিলেন, যদি অর্জুন যুধিষ্ঠিরের রক্ষায় নিযুক্ত না থাকেন, তবে তিনি যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া আনিতে পারিবেন। আচার্যের প্রতিজ্ঞার ভিতরে যে একটি শর্ত রহিয়া গেল, মন্দমতি দুর্যোধন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। দ্রোণের প্রতিজ্ঞা যাহাতে দৃঢ়তর হয়, সেই উদ্দেশ্যে তিনি সকল সৈন্যের নিকট এই প্রতিজ্ঞার কথা প্রচার করিয়া দিলেন। এই প্রচারের ফলেই বিপক্ষ অতি সহজে দ্রোণের প্রতিজ্ঞা জানিতে পারিল এবং অর্জুন যুধিষ্ঠিরের রক্ষক নিযুক্ত হইলেন। আপন বুদ্ধির দোষেই দুর্যোধনের ফন্দি ব্যর্থ হইল।[৩০]

দুর্যোধন বীর ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু অর্জুনের গাণ্ডীবনির্মুক্ত বাণের সম্মুখে বেশীক্ষণ দাঁড়াইবার শক্তি তাঁহাব ছিল না।[৩১]

যে অভিমানী দুর্যোধন কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না, তিনিই জয়দ্রথের বধে অর্জুনের বীর্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, 'দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা প্রমুখ বীবগণের কেহই অর্জুনের তুল্য নহেন। যাঁহার বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া সন্ধিকাম শ্রীকৃষ্ণের বাক্যকে উপেক্ষা করিয়াছিলাম, সেই বীরবর কর্ণও অর্জুনের সমকক্ষ নহেন'।[৩২]

দুর্যোধনের এই অনুতাপ শুধু করুণার উদ্রেক করে, আর মনে জাগে—কেন তিনি সময় থাকিতে এই সত্যটি বুঝিতে পারেন নাই। অনুশোচনার ভিতরেও দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলিয়াছেন—

ভবানুপেক্ষাং কুরুতে শিষ্যত্বাদর্জ্জুনস্য হি। দ্রো ১৪৮।৩১

—অর্জুন আপনার শিষ্য, এইহেতু আপনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন না।

দুর্যোধন ভীষ্মকেও একদিন এইভাবে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। নিজের অদূরদর্শিতা ও অক্ষমতার পরিণাম কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়া অসহায়ভাবে অপরের উপর দোষ চাপাইয়া তিনি মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন।

দুর্যোধনের গভীর সন্দেহ এই যে, আচার্য দ্রোণ অবশ্যই পাণ্ডবগণের প্রতি পক্ষপাত করিয়া থাকিবেন। ভীষ্ম সম্বন্ধেও তাঁহার এইপ্রকার সন্দেহই ছিল। নিজের অক্ষমতায়

সম্যক্ অবহিত না হইয়া অপরের উপর আশঙ্কা করা দুর্বলপ্রকৃতির লক্ষণ। অসংযত দুর্যোধনের এই দুর্বলতা পুনঃপুনঃ লক্ষ্য করা যায়। [৫৫] তাঁহার কথাবার্তা প্রায়ই সংযমের এবং শিষ্টতার মাত্রা ছাড়াইয়া যাইত। অর্জুনের বীরত্বদর্শনে অধীর হইয়া একদিন তিনি অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে যাত্রা করিবেন, এমন সময় অশ্বত্থামা তাঁহাকে বারণ করিয়া স্বয়ং যাইতে উদ্যোগী হইলে দুর্যোধন বলিলেন, 'হে দ্বিজোত্তম, তুমিও তোমাব পিতার ন্যায় পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাত করিয়া থাক। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ, অথবা ধর্মরাজেব প্রতি পক্ষপাতপ্রযুক্ত, অথবা দ্রৌপদীর প্রিয় সম্পাদনের নিমিত্ত তোমার এই শিথিলতা—তাহা বুঝিতে পারি না।'[৫৬] শেষোক্ত আশঙ্কা প্রকাশযোগ্য কিনা—বিবেচনা করা উচিত ছিল।

অশ্বত্থামাও দুর্যোধনের তীব্র ভর্ৎসনাকে নীরবে সহ্য না করিয়া প্রত্যুত্তরে কঠোর ভাষায় দুর্যোধনকে তিরস্কার করিয়াছেন। অশ্বত্থামা বলিয়াছেন—

ত্বন্তু লুব্ধতমো রাজন্ নিকৃতিজ্ঞশ্চ কৌরব।
সর্ব্বাভিশঙ্কী মানী চ ততোঽস্মানভিশঙ্কসে ॥
মন্যে ত্বং কুৎসিতো রাজন্ পাপাত্মা পাপপুরুষঃ।
অন্যানপি স নঃ ক্ষুদ্র শঙ্কসে পাপভাবিতঃ ॥

দ্রো ১৫৮।৯,১০

—রাজন্, তুমি অতিশয় লোভী ও প্রবঞ্চক। সকল বিষয়েই তুমি সন্দেহ পোষণ কর, তুমি অহঙ্কারী। সেইহেতু আমাদের উপরেও তোমার সন্দেহ। তুমি নীচাশয়, কুৎসিত, পাপাত্মা ও পাপচিন্তক। বোধ হয়, সেইহেতু আমাদিগকে এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণকে আশঙ্কা করিয়া থাক।

বাক্যাহত অশ্বত্থামার এই তীব্র তিরস্কারের মধ্যে দুর্যোধনের প্রকৃত স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। অধীন এবং আশ্রিত ব্যক্তি রাজাকে এরূপ ভাষায় বলিতে পারেন, ইহা ধারণার অতীত। রাজা যথার্থই সেই প্রকৃতির বলিয়া এইসকল উক্তির প্রতিবাদ করিতেও সাহসী হন নাই।

আচার্য দ্রোণের মৃত্যুর পর সেই রাত্রিতে কৌরব-শিবিরে দুশ্চিন্তায় দুর্যোধন কর্ণ, দুঃশাসন এবং শকুনির নিদ্রা হয় নাই।

যত্তে দ্যূতপরিক্লিষ্টাঃ কৃষ্ণা চানায়িতা সভাম্।
তং স্মরন্তোঽন্বতপ্যন্ত, ভৃশমুদ্বিগ্নচেতসঃ ॥ কর্ণ ১।৭

—কপট দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবগণের ক্লেশ, দ্রৌপদীকে সভায় আনিয়া তাঁহার চরম লাঞ্ছনা ঘটানো প্রভৃতি স্বকৃত অপকর্ম স্মরণ করিয়া তাঁহারা অনুতাপ ভোগ করিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতের চিন্তায় বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন।

পরমুহূর্তেই তাঁহাদের সেই বিবেকবুদ্ধি অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। দুর্যোধনের বিবেক যেন দম্ভ এবং অহমিকায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকিত। দুঃশাসনের নিধনের পরে আচার্যপুত্র অশ্বত্থামা সন্ধির নিমিত্ত দুর্যোধনকে অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু মোহাবিষ্ট দুর্যোধন কর্ণের বাহুবলের ভরসায় সেই কথায় কাণ দেন নাই।[৫৭] কর্ণের নিধনের পর পুনরায় স্বকীয় দুষ্কৃতির কথা স্মরণ করিয়া তিনি পুনঃপুনঃ দীর্ঘনিঃশ্বাসত্যাগ করিয়াছেন। আচার্য কৃপ পুনরায় দুর্যোধনকে সন্ধির পরামর্শ দিয়া পরিশেষে বলিলেন, 'মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এবং কৃষ্ণের দ্বারা যদি এই প্রস্তাব করানো হয়, তবে পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই সন্ধি করিতে সম্মত হইবেন'। আরও বলিয়াছেন—

ন ত্বাং ব্রবীমি কার্পণ্যান্ন প্রাণপরিরক্ষণাৎ।
পথ্যং রাজন্ ব্রবীমি ত্বাং তৎ পরাসুঃ স্মরিষ্যসি ॥ শল্য ৪।৫০

—আমি ভয়ে অথবা নিজের প্রাণরক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাকে এইসকল কথা বলিতেছি না। রাজন্, তোমার হিতকর কথাই বলিতেছি। (এই পরামর্শ গ্রহণ না করিলে) মৃত্যু সময়ে আমার এই পরামর্শ স্মরণ করিবে।

অতঃপর আচার্য শারদ্বত দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া শোক করিতে লাগিলেন এবং মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

দুর্যোধন ক্ষণকাল চুপ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে আচার্যকে বলিলেন—'আপনারা আমার মঙ্গলের নিমিত্ত নিজের প্রাণের মায়া পর্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন। আপনি আমার পরম সুহৃৎ। মুমূর্ষু ব্যক্তির যেমন ঔষধে অরুচি থাকে, আমিও সেইরূপ আপনার পথ্য বচন পালন করিতে পারিতেছি না। আমরা ছলপূর্বক যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছি। তিনি কিরূপে আমাদের কথা বিশ্বাস করিবেন। সন্ধির প্রস্তাব লইয়া কৃষ্ণ হস্তিনার সভায় আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে নির্বিচারে অপমানিত করিয়াছি। তিনিই বা আমার কথায় কেন বিশ্বাস স্থাপন করিবেন? কৃষ্ণ ও অর্জুন একপ্রাণ—এই কথা শুনিয়াছিলাম, এখন প্রত্যক্ষও করিতেছি। দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার প্রতিশোধ না লইয়া তাঁহারা ছাড়িবেন কেন? অন্যায়ভাবে কৃষ্ণের ভাগিনেয় অভিমন্যুকে বধ করিয়াছি। কৃষ্ণ কিরূপে তাহা ভুলিবেন, অর্জুনই বা কিরূপে ভুলিবেন। ভীম উগ্র প্রতিজ্ঞা (ঊরুভঙ্গ) করিয়াছেন। তিনি বরং ভাঙ্গিয়া পড়িবেন, তথাপি নত হইবেন না। আর আমি রাজাধিরাজ হইয়া কিরূপেই বা যুধিষ্ঠিরের অনুগত হইব। গৃহে শয্যায় থাকিয়া মৃত্যু বরণ করিব না। যুদ্ধমৃত্যুই ক্ষত্রিয়ের কাম্য। গুরুজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব অনেকেই আমার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছেন। এখন নিজের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত সন্ধি করিয়া লোকসমাজে নিন্দিত হইতে পারিব না। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুকে বরণ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিতেছি'।[১১]

এই উক্তিতেও দুর্যোধন তাঁহার দুষ্কর্ম স্মরণ করিয়াছেন। তিনি সন্ধি করিতে সম্মত না হওয়ার যে-সকল কারণ বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আত্মসম্মানবোধ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার উক্তিতে অনুশোচনার সুরের সহিত দম্ভের জ্বালাও রহিয়াছে। অভিমানী দুর্যোধন তখনও মাথা নত করিতে সম্মত হন নাই।

মানুষের আশার শেষ নাই। দুর্যোধনও আশা করিতেছিলেন—শল্য সম্ভবতঃ পাণ্ডবগণকে জয় করিতে পারিবেন। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন—

আশা বলবতী রাজন্ পুত্রাণাং তেঽভবত্তদা।
হতে দ্রোণে চ ভীষ্মে চ সূতপুত্রে চ পাতিতে।
শল্যঃ পার্থান্ রণে সর্ব্বান্ নিহনিষ্যতি মারিষ ॥ শল্য ৮।১৬

—দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ প্রমুখ বীর পুরুষগণ নিহত হইয়াছেন। কিন্তু দুর্যোধনাদির বলবতী আশা যে, শল্য পার্থদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন।

এই আশাতেই শল্যকে সেনাপতিত্বে বরণ করা হইল। মদ্ররাজ শল্য যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন। দুর্মর্ষণ, দুষ্প্রধর্ষ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ সকলেই একে একে ভীমসেন কর্তৃক নিহত হইয়াছেন। উলূক, শকুনি প্রভৃতি কেহই আর ইহজগতে নাই। অসহায় দুর্যোধন দশদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। অগত্যা ভারাক্রান্তহৃদয়ে রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করাই স্থির করিলেন। অভিমানী দুর্যোধনের সকল অভিমান চূর্ণ হইল।

একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি কুরুরাজ দুর্যোধন আত্মরক্ষার নিমিত্ত একাকী নগ্নপদে চলিতেছিলেন, আর পুনঃপুনঃ—

সস্মার বচনং ক্ষত্তুর্ধর্ম্মশীলস্য ধীমতঃ।

ইদং নূনং মহাপ্রাজ্ঞো বিদুরো দৃষ্টবান্ পুরা।
মহদ্ বৈশসমস্মাকং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ সংযুগে ॥ শল্য ২৯।২৬,২৭

—ধর্মশীল বিদুরের কথাগুলি স্মরণ করিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর যুদ্ধে লোকক্ষয় এবং আমাদের এইরূপ সর্বনাশের বিষয় আগেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

পথে সঞ্জয়ের সহিত দেখা হইলে অত্যন্ত করুণভাবে সঞ্জয়কে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া দুর্যোধন বলিতে লাগিলেন—সঞ্জয়, তুমি পিতাকে আমার সংবাদ দিবে। তাঁহাকে বলিবে—

সুহৃদ্ভিস্তাদৃশৈর্হীনঃ পুত্রৈর্ভ্রাতৃভিরেব চ।
পাণ্ডবৈশ্চ হৃতে রাজ্যে কো নু জীবেত মাদৃশঃ ॥ শল্য ২৯।৫০

—মহাপরাক্রমশালী সুহৃদ্‌বর্গকে হারাইয়াছি। পুত্র, ভ্রাতা সকলই গিয়াছেন। পাণ্ডবগণ রাজ্য অধিকার করিবেন। এই অবস্থায় আমার ন্যায় ব্যক্তি কি বাঁচিতে পারে?

অতঃপর দ্রুতগতিতে দ্বৈপায়ন-হ্রদে প্রবেশপূর্বক মায়াদ্বারা জলস্তম্ভন করিয়া তিনি আত্মগোপন করিলেন। লোকমুখে এই সংবাদ জানিতে পারিয়া পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের সহিত সেই হ্রদের তীরে উপস্থিত হইয়াছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, যুধামন্যু, সাত্যকি প্রভৃতি বীরগণও সঙ্গে ছিলেন। হ্রদের তীরে তুমুল কোলাহল শোনা যাইতেছিল। কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা ইতিপূর্বে দুর্যোধনের সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণকে সেই দিকে আসিতে দেখিয়াই তাঁহারা দুর্যোধনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

কৃষ্ণের পরামর্শে যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে সম্বোধন করিয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়নেব জন্য ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।

দাম্ভিক দুর্যোধন জলের ভিতর হইতেই যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—

নৈতচ্চিত্রং মহারাজ যদ্ ভীঃ প্রাণিনমাবিশেৎ।
ন চ প্রাণভয়াদ্ভীতো ব্যপযাতোঽস্মি ভারত ॥
ইত্যাদি। শল্য ৩১।৩৬-৩৯

—মহারাজ, আমি ভয় পাইয়া আত্মগোপন করিয়াছি—তুমি এই কথা বলিতেছ। প্রাণিগণের ভয় পাওয়া বিচিত্র নহে। পরন্তু আমি ভীত নহি। আমার রথ, সারথি প্রভৃতি সকলই গিয়াছে। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের নিমিত্ত আমি এই হ্রদে প্রবেশ করিয়াছি। তুমি আশ্বস্ত হও, উঠিয়া পুনরায় যুদ্ধ করিব।

এখানে দেখিতেছি, দুর্যোধনের সুর নরম হইয়া আসিয়াছে। যুধিষ্ঠিরকে তিনি 'মহারাজ' সম্বোধন করিতেছেন।

পুনরায় যুধিষ্ঠির বলিলেন—'এখন উঠ, যুদ্ধ কর।'

উত্তরে দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের প্রতি যে সকরুণ তীব্র বচন প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা যুধিষ্ঠিরকেও বিচলিত করিয়াছে। দুর্যোধন বলিয়াছেন, 'এই বীরশূন্যা বসুন্ধরা তোমারই হউক। পুত্র, ভ্রাতা, সুহৃৎ, গুরু প্রভৃতি সকলই পরলোকগত, এখন আমার রাজত্বে কোন প্রয়োজন নাই। ধনরত্ন সকলই নিঃশেষিত। হে রাজন্, আমি অজিন ধারণ করিয়া অরণ্যে যাত্রা করিব, এই শ্মশানতুল্য রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই। তুমি এখন এই হতবীর, নষ্টরত্ন, গতশ্রী রাজ্য ভোগ কর।'[৫৭]

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির জয়লাভ করিলেও সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ করিতে পারিবেন না, ইহাতেই দুর্যোধনের পরম তৃপ্তি।

পুনরায় যুধিষ্ঠিরের মৃদু ভর্ৎসনা শ্রবণে দুর্যোধন স্থির থাকিতে পারিলেন না।

তথাসৌ বাক্‌প্রতোদেন তুদ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ।
বচো ন মমৃষে রাজন্নুত্তমাশ্বঃ কশামিব ॥ শল্য ৩২।৩৫

—উত্তম অশ্ব যেরূপ চাবুকের আঘাত সহ্য করিতে পারে না, দুর্যোধনও সেইরূপ পুনঃ পুনঃ যুধিষ্ঠিরের বাক্যরূপ চাবুকের আঘাত সহ্য করিতে পারিলেন না।

গদাপাণি দুর্যোধন হ্রদ হইতে উঠিয়া আসিলেন। তাঁহার গদা ছিল ইস্পাতনির্মিত, অতি ভারী এবং সোনার পাতে বেষ্টিত।[৩৮] তাঁহাকে দেখিয়া পাঞ্চালগণ এবং পাণ্ডবেয়গণ আনন্দের আতিশয্যে পরস্পব করমর্দন করিতে লাগিলেন। দুর্যোধন এই উপহাস সহ্য করিবার পাত্র নহেন। তিনি বলিলেন, 'অচিরেই এই উপহাসের ফল পাইবে।' তিনি সহায়হীন একক বলিয়া একে একে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন—'একক অভিমন্যুকে অন্যায় যুদ্ধে বেষ্টন করিয়া যখন সপ্তরথী আঘাত করিতেছিলেন,তখন তোমার এই ক্ষত্রিয়ধর্মের জ্ঞান কোথায় ছিল?

সর্ব্বো বিমৃষতে জন্তুঃ কৃচ্ছ্রস্থো ধর্মদর্শনম্।
পদস্থঃ পিহিতং দ্বাবং পরলোকস্য পশ্যাতি ॥ শল্য ৩২।৫৯

—বিপদেব দিনে সকলেই ধর্মের কথা চিন্তা করে, আর সম্পদের দিনে পরলোকের দ্বারকে রুদ্ধ বলিযা মনে কবে'।

যুধিষ্ঠিব দুর্যোধনের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তাঁহাকে কবচ দিয়া বলিলেন, 'তোমার যে-সকল যুদ্ধোপকরণেব প্রয়োজন রহিয়াছে, সেইগুলিও আমাদের নিকট হইতে গ্রহণ কর'। অধিকন্তু আবও একটি কথা বলিলেন যে, পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে যে-কোন একজনকে যুদ্ধে বধ করিতে পারিলেই দুর্যোধন জয়ী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং রাজ্য পাইবেন। শ্রীকৃষ্ণ এই প্রতিশ্রুতির জন্য যুধিষ্ঠিরকে তীব্র ভর্ৎসনা করিলেন কিন্তু অভিমানী দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির নকুল বা সহদেবের কাহাকেও আহ্বান না করিয়া বলিতে লাগিলেন, —'আমার সহিত এখন যিনি যুদ্ধ করিবেন তিনি গদা গ্রহণ করুন'।[৩৯] দুর্যোধন পাণ্ডব সম্বন্ধে নীচচরিত্র হইলেও নাম ধবিয়া কাহাকেও আহ্বান কবিতে তাঁহার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিয়াছে। তাঁহার এই আত্মসম্মানবোধই যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিল।

অতঃপব ভীমসেন যুদ্ধার্থে গদাহস্তে দুর্যোধনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। দুইজনে তুমুল বাগ্‌যুদ্ধের পর গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ—অর্জুন এই বিষয়ে কৃষ্ণকে প্রশ্ন করিলে পর কৃষ্ণ বলিলেন, উভয়েই গদাযুদ্ধ সম্বন্ধে সমান উপদেশ পাইয়াছেন। ভীমের শারীরিক শক্তি অধিক, পরন্তু দুর্যোধন কৌশলজ্ঞ এবং যত্নপর। গদাযুদ্ধের ধর্মসঙ্গত নিয়ম পালনপূর্বক যুদ্ধ করিলে ভীম জয়ী হইতে পারিবেন না।

ধনঞ্জয়স্তু শ্রুত্বৈতৎ কেশবস্য মহাত্মনঃ।
প্রেক্ষতো ভীমসেনস্য সব্যমূরুমতাড়য়ৎ ॥ শল্য ৫৮।২০

—অর্জুন' কেশবের এই বাক্য শুনিয়া ভীমকে দেখাইয়া নিজের বাম ঊরুতে চাপড় মারিলেন।

ভীম ইহার তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়া সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন এবং সুযোগ পাওয়া মাত্র দুর্যোধনের উভয় ঊরুতে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। সেই ভীষণ আঘাতে দুর্যোধনের ঊরুদ্বয় ভাঙ্গিয়া গেল।

দুর্যোধন ভূপাতিত হইয়াছেন। ভীম তাঁহার মাথায় লাথি মারিয়া দুর্যোধনের পূর্বকৃত সকল দুষ্কার্যের কথা বলিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির ভীমকে কঠোরভাবে তিরস্কার করিয়া সাশ্রুনয়নে দুর্যোধনকে প্রবোধ দিয়াছেন।[৪০]

গদাযুদ্ধে নাভির নীচে প্রহার করা নিষিদ্ধ। ভীমের এই অধর্মাচরণ দেখিয়া বলরাম ভীমকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন এবং অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার হস্তস্থিত হলের দ্বারা ভীমকে বধ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইলেন। কৃষ্ণ ভীমের সহিত তাঁহাদের আত্মীয়তা এবং ভীমের পূর্ব-প্রতিজ্ঞা প্রভৃতির কথা শোনাইয়া অতি কষ্টে বলরামকে শান্ত করিয়াছেন। বলরাম দ্বারকায় চলিয়া গেলেন।

পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ উল্লসিত হইয়া ভীমকে বিশেষভাবে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ভীমের প্রশংসাচ্ছলে তাঁহারা বাক্‌শল্য দ্বারা দুর্যোধনকে অধিকতর বিদ্ধ করিতেছিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বাধা দিয়া বলিলেন—'নিহত শত্রুকে পুনরায় বাগস্ত্র দ্বারা আঘাত করা উচিত নয়। এই পাপমতি যখন ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরাদি গুরুজনের হিতবচন না শুনিয়া পাপিগণকে সহায়রূপে পাইয়া পাণ্ডবদের ন্যায্য প্রাপ্য অন্যায় উপায়ে অধিকার করিয়াছিল, তখনই তাহার মৃত্যু হইয়াছে'।

কৃষ্ণের এই তিরস্কারে দুর্যোধন স্থির থাকিতে পারিলেন না। দুই হাতে ভূমিতে ভর দিয়া কৃষ্ণের প্রতি ভ্রূকুটী নিক্ষেপ করিলেন।

অর্দ্ধোন্নতশরীরস্য রূপমাসীন্নৃপস্য তু।
ক্রুদ্ধস্যাশীবিষস্যেব ছিন্নপুচ্ছস্য ভারত॥
প্রাণান্তকরণীং ঘোরাং বেদনামপ্যচিন্তয়ন্।
দুর্য্যোধনো বাসুদেবং বাগ্‌ভিরুগ্রাভিরার্দ্দয়ৎ॥

শল্য ৬১।২৫,২৬

—তখন অর্ধোন্নতশরীর দুর্যোধনকে ছিন্নপুচ্ছ ক্রুদ্ধ সর্পের মত দেখাইতেছিল। প্রাণান্তকর ব্যথাকে উপেক্ষা করিয়া তিনি উগ্র বাক্যের দ্বারা কৃষ্ণকে আঘাত করিলেন।

কৃষ্ণকে তিনি 'কংসের দাসপুত্র' বলিয়া সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—'তুমিই অন্যায়ভাবে আমার ঊরুতে প্রহার করিবার নিমিত্ত অর্জুনের দ্বারা ভীমকে সঙ্কেত করাইয়াছ। তুমিই সকল অনর্থের মূল। ভীষ্ম, দ্রোণ, ভূরিশ্রবাঃ, কর্ণ এবং আমার সহিত যদি অন্যায় যুদ্ধ না হইত, তবে কখনও জয়লাভ করিতে পারিতে না'।

উত্তরে কৃষ্ণও পুনরায় দুর্যোধনের ঈর্ষা ও অতিলোভের সমস্ত দুষ্কর্মের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে শোনাইয়াছেন। অতঃপর দুর্যোধন তাঁহার জীবনের সাফল্য কীর্তন করিতে যাইয়া কৃষ্ণকে বলিয়াছেন, 'জগতের নানাবিধ ভোগ্যবস্তু আমি ভোগ করিয়াছি, সসাগরা পৃথিবীকে শাসন করিয়াছি। অধ্যয়ন, দান প্রভৃতি কাজেও আমি পরাঙ্মুখ ছিলাম না। স্বধর্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়গণ যে-প্রকার মৃত্যুকে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন, আমি সেইপ্রকার মৃত্যুকে বরণ করিতেছি। আমার মত আর কে আছে। হে অচ্যুত, সুহৃৎ এবং অনুজগণের সহিত আমি স্বর্গে যাইব। তোমাদের সঙ্কল্প অপূর্ণ রহিল। এই বীরশূন্য শ্মশানতুল্য পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিয়া তোমরা সুখী হইতে পারিবে না, দুঃখই ভোগ করিবে'। দুর্যোধনের এইসকল কথার পর আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল।[৪১] জয়ী হইয়াও বিপক্ষগণ শান্তিতে সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ করিতে পারিবে না—ইহাতেও দুর্যোধন অন্তিমকালে তৃপ্তি অনুভব করিতেছেন। ভূমিশয্যায় থাকিয়া আসন্নমৃত্যু দুর্যোধন নিজের কীর্তিকলাপ স্মরণ করিয়াছেন। শূরমানী পুরুষ তখনও ভাবিতেছেন, অন্যায়ভাবে তাঁহাকে আঘাত না করিলে নিশ্চয়ই ভীমসেন জয়ী হইতেন না।[৪২]

এই সময় দীপ্তপৌরুষ মদগর্বিত দুর্যোধনের মুখে অদৃষ্টের দোহাইও শোনা যায়। তিনি অশ্রুপূর্ণনয়নে সঞ্জয়কে বলিয়াছেন—

একাদশচমূভর্ত্তা সোঽহমেতাং দশাং গতঃ ।
কালং প্রাপ্য মহাবাহো ন কশ্চিদতিবর্ত্ততে ॥ শল্য ৬৪।৯

—আমি একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি । আমার আজ এই দশা । হে মহাবাহো, কালপ্রাপ্ত হইলে কেহই নিয়তির অন্যথা করিতে পারে না ।

মাতাপিতার নিকট বলিবার নিমিত্ত সঞ্জয়কে বলিয়াছেন—আমি পরম ভাগ্যবান্ ।

যদিষ্টং ক্ষত্রবন্ধুনাং স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতাম্ ।
নিধনং তন্ময়া প্রাপ্তং কো নু স্বস্ততরো ময়া ॥ শল্য ৬৪।২৫

—স্বধর্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়ের অভিলষিত মৃত্যুকে বরণ করিতেছি, আমার মত ভাগ্যবান্ কে আছে ।

দুর্যোধন অন্যায় যুদ্ধে তাঁহার পতনের সংবাদ অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা ও কৃপাচার্যকে জানাইবার কথাও সঞ্জয়কে বলিয়াছেন ।

শেষ মুহূর্তে কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন । এইস্থলে দুর্যোধনের আকৃতির একটি অসম্পূর্ণ ছবি পাওয়া যায় । তিনি দীর্ঘবাহু, মাতঙ্গসমবিক্রম এবং গৌরকান্তি । তাঁহার মাথার চুল লম্বা । তাঁহার ধূলিধ্বস্ত দেহখানিকে তুষারাবৃতমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের মত দেখাইতেছিল ।[৮২]

চোখের জল মুছিতে মুছিতে তিনি উপস্থিত কৃপাচার্যাদিকে বলিয়াছেন, 'ইহাই সকল প্রাণীর শেষ পরিণাম । ইহা বিধাতৃনির্দিষ্ট নিয়ম । আপনারা দুঃখ করিবেন না' ।[৮৩]

এই সময়েও দুর্যোধনের চিত্ত হইতে পাণ্ডববিদ্বেষ অপগত হয় নাই । দ্রৌণি পাঞ্চাল-বধের সঙ্কল্প করিলে পর তিনি হৃষ্টচিত্তে আচার্য কৃপের দ্বারা অশ্বত্থামাকে সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করাইয়াছেন ।[৮৪]

সৌপ্তিকপর্বে দেখা যায়, পিতৃহত্যাব প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত অশ্বত্থামা গভীর রাত্রিতে পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশ করিয়া সুপ্ত বীরগণকে পৈশাচিক উল্লাসে হত্যা করিয়াছেন । কৃতকৃত্য অশ্বত্থামা দুর্যোধনের শেষ মুহূর্তে তাঁহাকে এই সংবাদ শোনাইয়াছেন ।

অশ্বত্থামা বলিয়াছেন—

দুর্যোধন জীবসি ত্বং বাক্যং শ্রোত্রসুখং শৃণু ।
সপ্ত পাণ্ডবতঃ শেষা ধার্ত্তরাষ্ট্রাস্ত্রয়ো বয়ম ॥
তে চৈব ভ্রাতরঃ পঞ্চ বাসুদেবোঽথ সাত্যকিঃ ।
অহঞ্চ কৃতবর্ম্মা চ কৃপঃ শারদ্বতস্তথা ॥ সৌ ৯।৭,৮

—দুর্যোধন, তুমি শ্রোত্রসুখকর বাক্য শুনিয়া আনন্দিত হইবে । পাণ্ডবপক্ষে পঞ্চ পাণ্ডব, কৃষ্ণ এবং সাত্যকি জীবিত আছেন, আর সকলকেই হত্যা করিয়াছি । তোমার পক্ষে কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও আমি—এই তিনজন অবশিষ্ট আছি ।

এই সংবাদে দুর্যোধনের মহাপ্রয়াণ আনন্দদায়ক হইয়াছিল ।[৮৫]

দুর্যোধন রাজ্যশাসনে বিশেষ পটু ছিলেন । প্রজারঞ্জক বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল । প্রজাসাধারণ অনুগত না থাকিলে এবং ভারতের অনেকানেক নৃপতি তাঁহার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন না হইলে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে তিনি একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন না । ভারতের অধিকাংশ বীবই তাঁহার পক্ষে যোগ দিয়াছেন ।[৮৬] বাঙ্গালী বীরগণও দুর্যোধনের পক্ষেই যোগ দিয়াছিলেন ।[৮৭] বলরামের শ্রেষ্ঠ শিষ্য দুর্যোধন গদাযুদ্ধে ভীম হইতে নিপুণতর ছিলেন । মিত্রসংগ্রহ এবং মিত্রতা রক্ষার কৌশলও তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন । যদি পাণ্ডব সম্পর্কে তাঁহার মনে কোনপ্রকার নীচতা না থাকিত, তবে ধর্মরাজ

যুধিষ্ঠিরের চরিত্র অপেক্ষাও তাঁহার চরিত্রকেই আমরা সমধিক সম্মান করিতাম

১ আদি ৬৭।৮৭—৯০
২ আদি ১১৫।২৬
৩ আদি ১১৫ তম অ।
৪ আদি ১২৮ তম অ। আদি ১২৯।৩৭
৫ আদি ৬৭।১০৮
৬ আদি ১৩৬ তম .অ।
৭ আদি ১৩৭।১০—১৬
৮ শা ৪র্থ অ।
৯ সভা ৩৫।৯
১০ সভা ৫৪ শ অ।
১১ সভা ৬৪ তম অ।
১২ সভা ৭১।১২
১৩ সভা ৭৪ তম অ।
১৪ সভা ৭৭।২৩
১৫ বন ১০ ম অ।
১৬ বন ২৪৮।২০
১৭ বন ২৫২ তম অ।
১৮ বন ২৬১ তম অ।
১৯ বি ৫৫।৪৯, ভী ১৭।২৬
২০ ভী ৬৫।১৩
২১ উ ৭ ম অ।
২২ উ ৮ ম অ।
২৩ উ ৬১ তম. অ।
২৪ উ ৮৮।১৩
২৫ উ ৯২ তম অ।
২৬ উ ১২৮।২৫—২৮
২৭ উ ১৩০।১
২৮ ভী ৯৭।৪০,৪১
২৯ ভী ১২১।৫৭
৩০ দ্রো ১১শ অ।
৩১ বি ৬৫ তম অ। দ্রো ১০১ তম অ।
৩২ দ্রো ১৪৮ তম অ।
৩৩ দ্রো ১৫০।৮,৯
৩৪ দ্রো ১৫৭।৮৭
৩৫ ক ৮৮ তম অ।
৩৬ শল্য ৫ম অ।
৩৭ শল্য ৩১।৪৫—৫১
৩৮ শল্য ৩২।৩৬, ৩৮, ৬৮
৩৯ শল্য ৩২।৭১
৪০ শল্য ৫৯ তম অ।
৪১ শল্য ৬১।৫০— ৫৩
৪২ শল্য ৬৪ তম অ।
৪৩ শল্য ৬৪।৫। শল্য ৬৫।৭
৪৪ শল্য ৬৫।২৩, ২৪
৪৫ শল্য ৬৫।৩৮
৪৬ সৌ ৯।৫৪
৪৭ আশ্র ১০।১৬। সৌ ৯।৩৫—৩৭
৪৮ দ্রো ১৫৯।৩

দুঃশাসন

দুঃশাসন ধৃতরাষ্ট্রের তৃতীয় পুত্র। সহোদর দুর্যোধন এবং বৈমাত্র ভাই যুযুৎসু বয়সে তাঁহার বড়। ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্রই শাস্ত্র এবং শস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত এবং সংগ্রামবিশারদ। সকলেই বিবাহ করিয়াছিলেন।[১]

পাণ্ডব সম্বন্ধে দুঃশাসনও কদর্য নীচতা পোষণ করিতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহচররূপে থাকায় এই দোষ তাঁহার চরিত্রে পূর্ণভাবেই সংক্রমিত হইয়াছিল। শুধু ভ্রাতার অনুবর্ত্তন ব্যতীত তাঁহার সংক্ষিপ্ত চরিত্রে উল্লেখযোগ্য আর কোন গুণ দেখা যায় না। দুঃশাসন যেন দুর্যোধনেরই ছায়া। কুরুরাজ দুর্যোধন তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।[২]

প্রথমে তাঁহার পাণ্ডববিদ্বেষ ধরা পড়ে—জতুগৃহদাহের ষড়যন্ত্রে। সভাপর্বের দ্যূতক্রীড়ায় তাঁহার যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা নিতান্তই পৈশাচিক। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দ্যূতজিতা কৃষ্ণার কেশাকর্ষণপূর্বক তাঁহাকে রাজসভায় উপস্থিত করিতে দুঃশাসনের বিবেক কিছুমাত্র বাধা দেয় নাই। কেশে ধরিতেই কৃষ্ণা বলিয়াছেন, 'আমি রজস্বলা এবং একবস্ত্রা, হে অনার্য, সভাস্থলে আমাকে লইয়া যাওয়া উচিত হইবে না।' রক্তলোচন দুঃশাসন উত্তর করিলেন, 'তুমি রজস্বলা, একবস্ত্রা বা বিবস্ত্রা যাহাই হও না কেন, দ্যূতক্রীড়ায় তুমি বিজিতা, তুমি এখন আমাদের দাসী, দাসীর পোশাকপরিচ্ছদ প্রভুর ইচ্ছাধীন।' এই বলিয়া দুঃশাসন কৃষ্ণাকে জোরে টানিয়া লইয়া সভাস্থলে উপস্থিত কবিলেন। সভামধ্যে অট্টহাস্য করিয়া দুঃশাসন দ্রৌপদীকে 'দাসী' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। কর্ণের আদেশে দুঃশাসন কৃষ্ণাকে বিবস্ত্রা করিতে উদ্যত হইয়া তাঁহার বস্ত্র আকর্ষণ কবিলেন। কিন্তু কৃষ্ণসখী কৃষ্ণাকে তিনি বিবস্ত্রা করিতে পারেন নাই। পরিশেষে দুঃশাসনই পরিশ্রান্ত হইয়া বিরত হইতে বাধ্য হইয়াছেন।[৩]

দুঃশাসনের এই অশিষ্ট আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেন তাঁহার বুকের রক্ত পান করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

কর্ণ ছিলেন দুর্যোধনের দক্ষিণ হস্ত এবং দুঃশাসন বাম হস্ত। দুর্যোধনের সকল দুষ্কর্মেই দুঃশাসন উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। দুর্যোধনের ক্রোধ ও অহঙ্কারবহ্নিতে ইন্ধন যোগানই তাঁহার একমাত্র কাজ ছিল।[৪]

সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন প্রভৃতির সহিত যুদ্ধে তিনি পুনঃ পুনঃ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সাত্যকির সহিত যুদ্ধে পলায়মান দুঃশাসনকে আচার্য দ্রোণ একদিন তীব্র ভর্ৎসনাব সুবে বলিয়াছিলেন—'হে রাজপুত্র, তুমি বাজভ্রাতা এবং যুবরাজ। দ্যূতক্রীড়ায় দ্রৌপদীকে দাসীরূপে পাইয়াছিলে। তোমার সেই মান, সেই দর্প, সেই বীরগর্জন এখন কোথায়?'[৫]

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ভীমসেন তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়াছিলেন। সুতীক্ষ্ণ অসির দ্বারা ভূপাতিত দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ভীমসেন সেই উষ্ণ শোণিতে কুলকুচা

করিয়াছেন ।[৬]

---

১ আদি ৬৭ তম অ।
২ দ্রো ১২০।৩
৩ সভা ৬৭ তম ও ৬৮ তম অ।
৪ উ ১২৮।২৩, ২৪
৫ দ্রো ১২০।২ --১০
৬ ক ৮৩ তম অ।

বিকর্ণ

ধৃতরাষ্ট্রের একশত এক পুত্রের মধ্যে মাত্র চারিজনের জীবনের ঘটনাবলী জানিতে পারা যায। তন্মধ্যে দুর্যোধনের চবিত্রই বিস্তৃত। দুঃশাসন, বিকর্ণ এবং যুযুৎসুর চরিত্র ঘটনাবহুল নহে।

এক স্থানে বলা হইযাছে—বিকর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের অষ্টম পুত্র।[1] অন্যত্র দেখা যায়, তিনি উনবিংশ।[2] বিকর্ণেব স্বভাব দুর্যোধন ও দুঃশাসনের স্বভাবেব সম্পূর্ণ বিপরীত। বিকর্ণের সহিত প্রথম আমাদের সাক্ষাৎ হয় দ্যূতক্রীড়ার সভায়। দ্রৌপদী প্রশ্ন করিয়াছেন, দ্যূতপরাজিত পতি তাঁহার স্ত্রীকে পণ রাখিবার অধিকারী কি না। পিতামহ ভীষ্ম বলিতেছেন, ধর্মের তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম, তিনি এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে অসমর্থ। অন্যান্য সভ্যগণ চুপ কবিযা বসিয়া আছেন। ন্যাযপরায়ণ বিকর্ণ দ্রৌপদীব এই লাঞ্ছনা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। উপস্থিত বৃদ্ধগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—'হে রাজন্যবর্গ, যাজ্ঞসেনীব এই প্রশ্নেব উত্তব আপনাদিগকে দিতেই হইবে। যথার্থ উত্তর না দিলে আমরা সকলেই নবকগামী হইব।' অতঃপর বিকর্ণ দুঃখে ও ক্ষোভে স্থির থাকিতে না পাবিয়া নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া বিবিধ যুক্তিব সাহায্যে স্থির করিলেন, দ্রৌপদী বিজিতা হন নাই। দুর্যোধন, শকুনি প্রভৃতিকে তিনি 'কিতব' (শঠ) বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। যুধিষ্ঠিরকেও 'দ্যূতব্যসনী' বলিতে ছাড়েন নাই। বিকর্ণের বাক্যে কর্ণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'প্রাজ্ঞবাদিক' 'ছেলেমানুষ' ইত্যাদি বলিয়া শবীরের জ্বালা মিটাইয়াছেন। মহামতি বিদুর বিকর্ণের এই ন্যায়নিষ্ঠার প্রশংসা করিয়াছেন।[3]

পুনবায় যখন পাণ্ডবদের বনবাসের নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্র, কর্ণ, দুর্যোধন ও দুঃশাসন মিলিত হইয়া দ্যূতক্রীড়ার পরামর্শ করিতেছিলেন, তখনও বিকর্ণ তাঁহাদিগকে বাধা দিয়াছেন এবং শান্তির নিমিত্ত পরামর্শ দিয়াছেন।[4]

বিকর্ণ ছিলেন—সত্যপ্রিয় এবং ভদ্রস্বভাব। দৌত্যকর্মে ব্যর্থকাম হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন কুরুসভা হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন ভীষ্ম, বিদুর প্রমুখ ব্যক্তিগণের সহিত বিকর্ণও শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিয়াছেন।[5]

এইসকল ব্যবহার হইতে অনুমান করা যায়, বিকর্ণের স্বভাব তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় নহে। তিনি দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারীর উপযুক্ত পুত্র। তিনি মাতৃগুণের অধিকারী, পিতার দোষ তাহাতে সংক্রমিত হয় নাই। নিয়তির বিধান অলঙ্ঘনীয়। এইরূপ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিও কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষেই যোগ দিলেন এবং ভীমের বাণে নিহত হইলেন।[6]

---

১ আদি ৬৭।৯৪
২ আদি ১১৭।৪
৩ সভা ৬৮ তম অ।
৪ সভা ৭৪।২৬
৫ উ ১৩১।৪০
৬ দ্রো ১৩৫।৩০

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর একশত পুত্র এবং এক কন্যা

আদিপর্বের ৬৭তম এবং ১১৭তম অধ্যায়ে ধৃতবাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধাবীব গর্ভে জাত একশত পুত্র ও একটি কন্যার নাম পাওয়া যাইতেছে। উভয় অধ্যায়ে কিছু কিছু পার্থক্য রহিয়াছে। যথাসম্ভব সমঞ্জসপূর্বক ক্রমিকভাবে উল্লেখ করা হইতেছে—

দুর্যোধন, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশল, জলসন্ধ, সম, সহ, বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্ধর্ষ, সুবাহু, দুষ্প্রধর্ষণ, দুর্মর্ষণ, দুর্মুখ, দুষ্কর্ণ, কর্ণ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, সুলোচন, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, দুর্মদ, দুর্বিগাহ, বিবিৎসু, বিকটানন, ঊর্ণনাভ, সুনাভ, নন্দ, উপনন্দক, চিত্রবাণ, চিত্রবর্মা, সুবর্মা, দুর্বিমোচন, অয়োবাহু, মহাবাহু, চিত্রাঙ্গ, চিত্রকুণ্ডল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী, বলবর্দ্ধন, উগ্রায়ুধ, সুষেণ, কুণ্ডোদর, মহোদর, চিত্রায়ুধ, নিষঙ্গী, পাশী, বৃন্দারক, দৃঢ়বর্মা, দৃঢ়ক্ষত্র, সোমকীর্তি, অনুদর, দৃঢসন্ধ, জরাসন্ধ, সত্যসন্ধ, সহস্রবাক্, উগ্রশ্রবা, উগ্রসেন, সেনানী, দুষ্পরাজয়, অপরাজিত, কুণ্ডশায়ী, বিশালাক্ষ, দুরাধব, দৃঢ়হস্ত, সুহস্ত, বাতবেগ, সুবর্চস, আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, নাগদত্ত, অগ্রযায়ী, কবচী, ক্রথন, কুণ্ডী, কুণ্ডধার, ধনুর্ধর, উগ্র, ভীমরথ, বীরবাহু, অলোলুপ, অভয়, রৌদ্রকর্মা, দৃঢ়রথ, অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বিরাবী, দীর্ঘলোচন, প্রথম, প্রমাথী, দীর্ঘরোম, দীর্ঘবাহু, মহাবাহু, ব্যূঢ়োরু, কনকধ্বজ, কুণ্ডজ ও চিত্রক।

এই শত পুত্র ছাড়া বৈশ্যা পরিচাবিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র মহাতেজা যুযুৎসু জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বয়সে শুধু দুর্যোধনের কনিষ্ঠ, আর সকল ভ্রাতারই জ্যেষ্ঠ। ধৃতরাষ্ট্রের কন্যার নাম দুঃশলা। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।

দুর্যোধনের জন্ম হয়—কলির অংশে। তাঁহার অপর সহোদরগণও ক্রূরকর্মা এবং দুর্যোধনের সহায়ক। পৌলস্ত্য অর্থাৎ যক্ষগণ দুর্যোধনের ভ্রাতৃরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পৌলস্ত্যা ভ্রাতরশ্চাস্য জজ্ঞিরে মনুজেষ্বিহ। আদি ৬৭।৮৯ (যুযুৎসুর চরিত্র অপর প্রবন্ধে বিবৃত হইবে।)

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সকলই বীরপুরুষ, যুদ্ধবিশারদ এবং বেদবিৎ। সকলেই অনুরূপ পত্নী লাভ করিয়াছিলেন।[১]

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে যুযুৎসু ব্যতীত সকলেই দুর্যোধনের সাহায্য করিতে গিয়া ভীমের হাতে প্রাণ হারাইয়াছেন।[২]

---

১ আদি ৬৭।১০৭-১০৯। আদি ১১১।১৬-১৮ ২ স্ত্রী ১৫।২১

যুযুৎসু

যুযুৎসু ধৃতরাষ্ট্রের দ্বিতীয় পুত্র। বৈশ্যাজাতীয়া একজন মহিলার গর্ভে যুযুৎসুর জন্ম হয়। যুযুৎসুজননী ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহিতা ভার্যা নহেন। ক্ষত্রিয় পিতা হইতে বৈশ্যাগর্ভে জাত বলিয়া যুযুৎসু করণজাতীয় ছিলেন।[১]

শিশুকাল হইতে যুযুৎসু শান্তস্বভাব এবং পরোপকারী। প্রথম বয়সে দুর্যোধন একদা ভীমসেনের খাদ্যে কালকূট বিষ মিশাইয়া দিয়াছিলেন। যুযুৎসু ইহা জানিতে পারিয়া ভীমসেনকে সতর্ক করিয়া দেন।[২]

পাণ্ডবদের বনবাসের ষড়যন্ত্র করিয়া দ্বিতীয়বার যে দ্যূতক্রীড়ার পরামর্শ হইতেছিল, তাহাতে বিকর্ণেব সহিত তিনিও বাধা দিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদের পরামর্শে কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই।[৩] যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন—

মহাপ্রজ্ঞো রাজপুত্রো যুযুৎসুঃ। উ ২৩।১৩

বিকর্ণের ন্যায় তিনিও সত্যপ্রিয় এবং ভদ্রস্বভাব ছিলেন। তিনিও দৌত্যকর্মে বিফলমনোরথ শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিয়াছেন।[৪]

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ যখন অনিবার্য হইয়া উঠিল, তখন তিনি আপনার ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডব-বাহিনীতে যোগ দিয়াছিলেন। অধর্ম-পক্ষে থাকিযা যুদ্ধ করিতে তাঁহার বিবেক বাধা দিয়াছে।[৫]

তাঁহার এই মহত্ত্বের তুলনা হয় না। রণক্ষেত্রে তাঁহার কোন কৃতিত্ব চোখে পড়ে না। লোকক্ষয়কর মহাযুদ্ধ হইতে মুক্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরের আদেশে যুযুৎসু সাশ্রুলোচনে হস্তিনায় প্রবেশ করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির পুনরায় হস্তিনায় প্রতিষ্ঠিত হইলে যুযুৎসুও তাঁহার অন্যতম সভাসদ্‌রূপে সেইখানেই ছিলেন।[৬] পাণ্ডবগণ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া মহাপ্রস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবার সময় যুধিষ্ঠির পরিক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া সমগ্র রাজ্য পরিচালনার ভার যুযুৎসুর উপর ন্যস্ত করিয়াছেন।[৭]

স্থিরচিত্ত বিচক্ষণ ধর্মবুদ্ধি যুযুৎসুই ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র বংশধররূপে জীবিত ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদির বিষয়ে কোন কথা জানা যায় না। তাঁহার জননী সম্বন্ধেও বিস্তৃত কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

---

১ আদি ৬৩।১১৮। আদি ৬৭।৯৩
আদি ১১৫।৪১
২ আদি ১২৯।৩৮
৩ সভা ৭৪।২৬
৪ উ ১৩১।৪০
৫ ভী ৪৩।৯৬
৬ শা ৪১।১৭
৭ মহাপ্র ১।৬

বসুষেণ (কর্ণ)

পৃথা বা কুন্তীদেবী বসুষেণের জননী। কুমারী পৃথা পিতৃগৃহে থাকিয়াই পুত্র প্রসব করেন। দীর্ঘকাল পিতৃগৃহের অতিথি উগ্রতপাঃ দুর্বাসার সেবা করায় দুর্বাসা সন্তুষ্ট হইয়া কুন্তীকে একটি মন্ত্র প্রদান করেন। সেই মন্ত্রদ্বারা যাঁহাকে আহ্বান করা যাইবে, তাঁহার প্রসাদেই কুন্তী পুত্র লাভ করিবেন—ইহাই দুর্বাসার বর। কৌতূহলান্বিতা কুন্তী একদিন সূর্যদেবকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহারই প্রসাদে বসুষেণের জননী হইলেন।[১]

কুন্তীদেবী আপন মুখে শ্বশুর মহর্ষি ব্যাসদেবের নিকট এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'আমি কোপনস্বভাব তপস্বী দুর্বাসাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলাম, আর

কোপস্থানেষ্বপি মহৎস্বকুপ্যন্ন কদাচন। আশ্র ৩০।৩

—তপস্বীর আচরণে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইবার কারণ থাকিলেও আমি কখনও ক্রুদ্ধ হই নাই'।

একটি বালিকা বিশেষ ক্রুদ্ধ হইবার মত তপস্বী কি আচরণ করিতে পারেন, তাহা প্রকাশ করা হয় নাই। এই বাক্যটি হইতে বসুষেণের জন্ম সম্বন্ধে আর কোন ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে কি না—চিন্তনীয়। শরীরে কবচ এবং কাণে কুণ্ডল লইয়াই বসুষেণ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এইগুলি সম্ভবতঃ রূপক। অসামান্য রূপলাবণ্যের অধিকারী হইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করেন—ইহা প্রকাশ করাই বোধ করি, এই রূপকের উদ্দেশ্য।

কুন্তীদেবী কলঙ্কের ভয়ে ধাত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া রাত্রিকালে সদ্যোজাত পুত্রকে একটি পেটিকাতে স্থাপন করিয়া অশ্বনদীতে স্বহস্তে বিসর্জন করিলেন। সেই পেটিকাটি জলস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে ক্রমশঃ চর্মণ্বতী এবং যমুনানদীর মধ্য দিয়া গঙ্গাতে আসিয়া পড়িল। গঙ্গায় ভাসিতে ভাসিতে চম্পাপুরীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। এই সময়ে নৃপতি ধৃতরাষ্ট্রের সখা সূতজাতীয় অধিরথ তদীয় পত্নী রাধা সহ গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছিলেন। রাধা কৌতূহলবশে পেটিকাটি তুলিয়া লইয়া পতির হাতে দিলেন। অধিরথ পেটিকা খুলিয়া এই দিব্যজ্যোতিঃ শিশুকে দেখিয়া মনে করিলেন, ভগবান্ দয়া করিয়া নিঃসন্তান দম্পতিকে এই শিশুটি দান করিয়াছেন। সূতদম্পতী পরম আহ্লাদের সহিত এই দেবদত্ত পুত্রকে গ্রহণ করিয়া লালনপালন করিয়াছেন।

শরীরে বসু—(স্বর্ণ) নির্মিত কবচ ছিল বলিয়া দ্বিজগণ এই শিশুটির নাম রাখিলেন—'বসুষেণ'। শিশুকাল হইতেই বিক্রমশালী, ধার্মিক এবং সত্যবাদী বলিয়া তাঁহার অপর নাম ছিল 'বৃষ'।[২]

নরকাসুর পরজন্মে বসুষেণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। সেই কারণেই নাকি কৃষ্ণ ও অর্জুনের সহিত তাঁহার বৈরভাব জন্মগত।[৩]

বসুষেণ অতি সুদর্শন পুরুষ ছিলেন।

নিষ্টপ্তহেমবপুষং জ্বলনার্কসমপ্রভম্। ক ৯৪।৩৩

পদ্মায়তবিশালাক্ষং পদ্মতাম্রদলোজ্জ্বলম্‌ ।
সুললাটং সুকেশান্তং···· ॥ বন ৩০৭।১৯
দীপ্তিকান্তিদ্যুতিগুণৈঃ সূর্য্যেন্দুজ্জ্বলনোপমঃ ।
প্রাংশুঃ কণকতালাভঃ সিংহসংহননো যুবা ॥ আদি ১৩৬।৪,৫
অষ্টরত্নির্ম্মহাবাহুর্ব্যূঢ়োরস্কঃ সুদুর্জ্জয়ঃ ।
অভিমানী চ শূরশ্চ প্রবীরঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ইত্যাদি । ক ৭২।২৭। ক৩৪।১৫৭
কুন্ত্যা হি সদৃশৌ পাদৌ কর্ণস্যেতি মতির্ম্মম । শা ১।৪২

—বসুষেণের দেহপ্রভা তপ্তকাঞ্চনের মত, অগ্নি ও সূর্যের প্রভার ন্যায় প্রভা তাঁহার দেহে পরিলক্ষিত হইত । পদ্মপলাশের মত আয়ত বিশাল নেত্র, সুপ্রশস্ত উন্নত ললাট এবং সুন্দর কেশজালে তাঁহাকে অপরূপ সুন্দর দেখাইত । সূর্যের ন্যায় দীপ্তি, চন্দ্রের ন্যায় কান্তি এবং অগ্নির ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্ট দীর্ঘকায় বিশালদেহ সিংহবিক্রম বিশালবক্ষ বৃষস্কন্ধ অভিমানী মহাবীর বসুষেণ যথার্থই 'প্রবীরঃ প্রিয়দর্শনঃ ।' তাঁহার দেহ ছিল—অষ্টরত্নিপ্রমাণ, অর্থাৎ সাত হাত দীর্ঘ । বসুষেণের পদদ্বয়ের আকৃতি ছিল—কুন্তীর পদদ্বয়ের আকৃতির মত ।

যথাসময়ে অধিরথ বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত বসুষেণকে হস্তিনাপুরীতে পাঠাইলেন । বসুষেণ আচার্য দ্রোণ ও কৃপ হইতে শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন ।[৪]

বসুষেণ আচার্য দ্রোণ হইতে ব্রহ্মাস্ত্র-বিদ্যা লাভ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইলে আচার্য তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন । প্রত্যখ্যানের দুইটি কারণ ছিল । আচার্য তাঁহার প্রিয় শিষ্য অর্জুনের প্রতি পক্ষপাত-বশতঃ কর্ণকে এই দুর্লভ বিদ্যা দান করিতে অস্বীকার করেন । সূতপুত্র দিব্যাস্ত্রবিৎ হইলে পাছে রাষ্ট্রের কোন অমঙ্গল ঘটে, ইহাও আচার্যের প্রত্যাখ্যানের অন্যতর কারণ । কিন্তু আচার্য মনোভাব গোপন করিয়া বসুষেণকে বলিলেন যে, দিব্যাস্ত্র-শিক্ষায় শুধু ব্রাহ্মণ ও সংযত ক্ষত্রিয়ের অধিকার । এইহেতু কর্ণকে তাহা শিখাইতে পারিবেন না ।[৫]

এই সময় হইতেই বসুষেণের চরিত্রে অর্জুন-বিদ্বেষ দেখা দেয় । অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনি আপনার বীরত্ব প্রচার করিবেন—এইরূপ একটি বাসনা তখন হইতেই তাঁহার মনে জাগিয়াছিল । আচার্য কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া বসুষেণ মহেন্দ্রপর্বতে পরশুরামের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন । তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তিনি ভৃগুগোত্রীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া আপনার পরিচয় দিলেন । পরশুরাম তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন ।

বসুষেণ একদিন আশ্রমসমীপে সমুদ্রতীরে শস্ত্রাভ্যাস করিতেছেন, সেইসময় না জানিয়া একজন অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের হোমধেনুকে বধ করিয়াছিলেন । অনেক অনুনয়-বিনয়েও ব্রাহ্মণের ক্রোধাগ্নি শান্ত হইল না । ব্রাহ্মণ অভিসম্পাত করিলেন—'যাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তুমি নিত্য শস্ত্রাভ্যাস করিতেছ, তাঁহার সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ভূমি তোমার রথচক্র গ্রাস করিবে । সেই অবসরে প্রতিপক্ষ তোমার শিরশ্ছেদ করিবেন' ।[৬]

বসুষেণ গুরু পরশুরাম হইতে সরহস্য ব্রহ্মাস্ত্রবিদ্যা লাভ করিলেন । ব্রত, তপস্যা এবং শুশ্রূষা দ্বারা তিনি গুরুকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন । একদা পরশুরাম ক্লান্ত হইয়া শিষ্য বসুষেণের কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছেন । সেইসময় মাংস-শোণিতভুক্‌ এক কৃমি বসুষেণের ঊরু ভেদ করিয়া শোণিত পান করিতে লাগিল । পাছে গুরুর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, এই ভয়ে বসুষেণ একটুও নড়িলেন না, অসহ্য ব্যথা সহ্য করিতে লাগিলেন । শরীরে রক্তের স্পর্শ লাগিবামাত্র পরশুরামের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল । বসুষেণকে এই রক্তপাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেই কৃমির কথা তাঁহাকে বলিলেন । পরশুরামও নিকটস্থ সেই ভীষণ

কৃমিকে দেখিতে পাইলেন। পরশুরাম ক্রুদ্ধ হইয়া বসুষেণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

অতিদুঃখমিদং মূঢ় ন জাতু ব্রাহ্মণঃ সহেৎ
ক্ষত্রিয়স্যেব তে ধৈর্য্যং কাময়া সত্যমুচ্যতাম্ ॥ শা ৩।২৫

—হে মূঢ়, ব্রাহ্মণ কখনও এত দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না। তোমার ধৈর্য ক্ষত্রিয়ের মত, সত্য কথা বল—তুমি ক্ষত্রিয় কি না।

বসুষেণ তখন নিজেকে সূতপুত্র বলিয়া পরিচয় দিলেন। বিদ্যাপ্রদ গুরুর গোত্র অনুসারে তিনি আপনাকে 'ভার্গব' বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন—ইহাও প্রকাশ করিলেন। ক্ষত্রিয়কুলান্তক পরশুরাম শিষ্যকে ক্ষমা করিলেন না। অভিসম্পাত করিলেন—'যেহেতু ব্রহ্মাস্ত্রের লোভে তুমি আমার সহিত প্রতারণা করিয়াছ, সেইহেতু মৃত্যু সন্নিহিত হইলে ব্রহ্মাস্ত্রের জ্ঞান তোমার তিরোহিত হইবে।' এই বলিয়া পরশুরাম বসুষেণকে বিদায় করিয়া দিলেন।[৭]

শাস্ত্রবিদ্যায়ও বসুষেণ কম ছিলেন না। বেদাদিশাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং তিনি প্রত্যহ বেদপাঠ, উপাসনা প্রভৃতি যথারীতি সম্পন্ন করিতেন।[৮] বসুষেণ সূর্যের উপাসক ছিলেন। মধ্যাহ্ন-কাল পর্যন্ত তিনি সূর্যের উপাসনা করিতেন।[৯] সেই উপাসনার সময় অনেক ব্রাহ্মণ দান-প্রাপ্তির আশায় তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইতেন। তৎকালে বসুষেণ কোন প্রার্থীকে নিরাশ করিতেন না।[১০] তাঁহার দানশীলতা ছিল অসাধারণ। পরবর্তী কবিগণ তাঁহার দান বিষয়ে নানা উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন।

বসুষেণ প্রথম হইতেই দুর্যোধনের পক্ষপাতী ছিলেন। পাণ্ডবদের উপর বিশেষতঃ অর্জুনের উপর তাঁহার বিদ্বেষ সহজাত। অনুমান হয়, দ্রোণাচার্যের নিকট শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার সময় অর্জুনের প্রতি আচার্যের পক্ষপাত দেখিয়াই বসুষেণ সমধিক অর্জুনবিদ্বেষী হইয়া উঠেন।[১১]

কুমারগণের শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার পর হস্তিনাপুরে সভা করিয়া আচার্য দ্রোণ শিষ্যগণের পটুতা প্রদর্শন করিতেছিলেন। দ্রোণশিষ্য বসুষেণও সেই রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন। আচার্যের আদেশে বসুষেণ নানাবিধ কৌশল প্রদর্শন করার পর দুর্যোধন বিশেষ প্রীত হইয়া বসুষেণকে আলিঙ্গন করিলেন, বসুষেণও দুর্যোধনের বন্ধুত্ব প্রার্থনা করিলেন এবং অর্জুনের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে চাহিলেন। আচার্য কৃপ অর্জুনের বংশ-পরিচয় দিয়া বসুষেণকে বলিলেন—'তোমারও বংশের পরিচয় দাও, অতঃপর অর্জুন তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন।

এবমুক্তস্য কর্ণস্য ব্রীড়াবনতমাননম্।
বভৌ বর্ষাম্বুবিক্লিন্নং পদ্মমাগলিতং যথা ॥ আদি ১৩৬।৩৪

—এই কথায় বসুষেণ অতিশয় লজ্জিত হইয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখখানি বর্ষাজলক্লিন্ন বৃন্তচ্যুত পদ্মের ন্যায় দেখাইতেছিল।

কুরুবংশীয় পাণ্ডুপুত্র পৃথাতনয়ের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে যে-প্রকার কৌলীন্য থাকা প্রয়োজন, তাঁহার সেইপ্রকার বংশমর্যাদা নাই, ইহা বসুষেণ জানিতেন। তিনি জানিতেন—তাঁহার পরিচয় শুধু সূতনন্দন মাত্র। এই গ্লানিতেই কোন পরিচয় না দিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। দুর্যোধন সেই মুহূর্তেই বসুষেণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন। এখন রাজার সহিত রাজপুত্রের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আর কোন বাধা রহিল না। বসুষেণ দুর্যোধনের এই বদান্যতার কথা কখনও ভোলেন নাই।[১২]

এই সময়ে সূত অধিরথ বসুষেণের অমঙ্গল আশঙ্কায় লাঠিতে ভর করিয়া রঙ্গস্থলে

উপস্থিত হইলে বসুষেণ তাঁহার পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়াছেন। ভীমসেন তাঁহাকে সূতপুত্র বলিয়া ঠাট্টা করিলে তিনি

গগনস্থং বিনিঃশ্বস্য দিবাকরমুদৈক্ষত। আদি ১৩৭।৮

—দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আকাশস্থ সূর্যের দিকে তাকাইলেন। (তবে কি বসুষেণ তখনই তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছিলেন ? জানিয়া থাকিলেও পালক পিতা অধিরথের প্রতি তাঁহার যে ব্যবহার দেখা যায়, তাহা বিশেষ মাধুর্যমণ্ডিত)।

দুর্যোধন ভীমের ঠাট্টার সমুচিত উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। তিনি বসুষেণের জন্ম সম্বন্ধে অন্যরূপ ধারণাই পোষণ করিতেন। তাই ভীমকে বলিয়াছেন—

কথমাদিত্যসদৃশং মৃগী ব্যাঘ্রং জনিষ্যতি। আদি ১৩৭।১৬

—আদিত্যসদৃশ এই পুরুষশার্দুলের জননী কি কখনও মৃগী হইতে পারে ?

রঙ্গভূমিতে বসুষেণের শস্ত্রকৌশল ও তেজস্বিতা দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের মনে হইল—এরূপ ধনুর্দ্ধর আর পৃথিবীতে নাই।[১৩]

এই রঙ্গভূমির পরীক্ষার পর হইতেই পাণ্ডবদের প্রতি বসুষেণের ঈর্ষা ও নীচতা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে। অল্পদিন পরেই দেখা যায়, জতুগৃহদাহের ষড়যন্ত্রে দুর্যোধনের সহিত তিনিও লিপ্ত আছেন।[১৪]

রঙ্গসভায় ভীমাদিকৃত অপমানের কিছুদিন পরেই নীচকুলে জন্ম বলিয়া দ্রুপদরাজদুহিতা কৃষ্ণা তাঁহাকে স্বয়ংবর-সভায় অপমানিত করিয়াছেন। বসুষেণও কৃষ্ণার বরমাল্যপ্রার্থীদের অন্যতম। সমাগত নৃপতি ও রাজপুত্রগণের অনেকেই লক্ষ্যবেধে অকৃতকার্য হইয়াছেন। বসুষেণ ধনুতে বাণ যোজনা করিতেই কৃষ্ণা উচ্চস্বরে বলিলেন—'আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না।' বসুষেণ আপনাকে বিশেষ অপমানিত বোধ করিয়া নিরস্ত হইলেন এবং সূর্যের দিকে তাকাইলেন।[১৫]

এইসকল অপমানের জ্বালায়ই পাণ্ডবদের সম্বন্ধে এই বীর পুরুষের ঈর্ষা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

ভীষ্ম, দ্রোণ এবং বিদুর দুর্যোধনকে সাধু পরামর্শই দিতেন—যাহা শ্রেয়ঃ হইলেও দুর্যোধনের প্রেয়ঃ হইত না। বসুষেণও দুর্যোধনের ন্যায় সেইসকল সৎপরামর্শ সহ্য করিতে পারিতেন না। অনেক সময় গুরুজনকে নীচ ভাষায় আক্রমণ করিতেন। এইপ্রকার ধৃষ্টতা তাঁহার চরিত্রে বহুবার প্রকাশ পাইয়াছে।[১৬]

সকল কাজেই তিনি কুরুরাজ দুর্যোধনের দক্ষিণহস্তস্বরূপ। দুর্যোধনের সংসর্গদোষে তাঁহার পতন ঘটিয়াছে, অথবা তাঁহার সংসর্গদোষে দুর্যোধনের পতন ঘটিয়াছে—তাহা বলা শক্ত। পাণ্ডব সম্পর্কে তিনিও দুর্যোধনের ন্যায় অশিষ্ট এবং নীচ। কলিঙ্গরাজের কন্যার স্বয়ংবরসভায় কন্যাহরণে বসুষেণই দুর্যোধনের প্রধান সহায় ছিলেন।[১৭] মগধরাজ জরাসন্ধ একদা বসুষেণকে দ্বৈরথযুদ্ধে আহ্বান করেন। সেই যুদ্ধে বসুষেণ জয়লাভ করিয়াছেন। বিজিত মগধরাজ বসুষেণকে মগধরাজ্যের 'মালিনী' নগরী দান করিয়াছেন।[১৮]

সূতগৃহে প্রতিপালিত বসুষেণ সূতোচিত জাতকর্মাদি সংস্কারেই সংস্কৃত হইয়াছিলেন। তিনি একাধিক সূতদুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াও জানা যায়।[১৯] বৃষসেন, ভানুসেন এবং সুষেণ নামে তাঁহার তিন পুত্রের সহিত আমাদের পরিচয় হয়। সকলেই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে পাণ্ডবদের হাতে প্রাণ হারাইয়াছেন।[২০]

দ্যূতসভায় লাঞ্ছিতা কৃষ্ণাকে দুঃশাসন যখন 'দাসী' বলিয়া সম্বোধন করিতেছিলেন, তখন বসুষেণ অতিশয় হৃষ্টচিত্তে অট্টহাস্যে দুঃশাসনের সম্বোধনের প্রশংসা করিয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্রপুত্র বিকর্ণ সভাস্থলে কৃষ্ণার লাঞ্ছনার জন্য সভাসদ্‌গণকে ধিক্কার দিতে থাকিলে বসুষেণ বিকর্ণের প্রতিও কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন এবং কৃষ্ণাকে 'বেশ্যা' বলিতেও তাঁহার রসনা কুণ্ঠিত হয় নাই। তাঁহারই আদেশে দুঃশাসন কৃষ্ণার বস্ত্র-হরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।[২১] এই হীনতা নিতান্তই কাপুরুষোচিত। স্বয়ংবর-সভায় কৃষ্ণার সদম্ভ প্রত্যাখ্যান বসুষেণকে পীড়া দিতেছিল। সুযোগ উপস্থিত হইতেই তিনি সেই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই শ্রেণীর ব্যবহার নিতান্তই কদর্য, ইহাতে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। ইহাতেও কর্ণের প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি শান্ত হয় নাই। দাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইবার নিমিত্ত তিনি প্রকাশ্য সভায় উপদেশচ্ছলে কৃষ্ণাকে এবং পাণ্ডবগণকে কঠোর ব্যঙ্গ করিতেও ছাড়েন নাই।[২২]

দ্বিতীয়বার দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পাণ্ডবগণ অরণ্যে প্রস্থান করিয়াছেন। আর কিছু করা যায় কি না—ভাবিয়া দেখিবার নিমিত্ত দুর্যোধন শকুনি, দুঃশাসন ও বসুষেণ সহ মন্ত্রণায় বসিলেন। বসুষেণ বীরদর্পে বলিলেন—'আমরা চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। অতর্কিত আক্রমণ করিয়া পাণ্ডবদিগকে হত্যা করিতে পারিলেই নিষ্কণ্টক হওয়া যায়'।[২৩] সেই পরামর্শ অনুসারে তাঁহারা অরণ্যযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এই দুষ্কর্ম হইতে তাঁহাদিগকে বারণ করিয়াছেন। এই মন্ত্রণায়ও বসুষেণের যে নীচতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বীরোচিত নহে।

দ্বৈতবনবাসী পাণ্ডবগণের দুঃখকষ্ট স্বচক্ষে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিবার উদ্দেশ্যে দুর্যোধনের ঘোষযাত্রার আয়োজন। এই ব্যাপারেও বসুষেণই অগ্রণী।[২৪] গর্ন্ধবগণের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া তিনিই প্রথমতঃ রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। দুর্যোধনের কি গতি হইবে—তখন তাহা ভাবিয়া দেখিবারও তাঁহার অবকাশ ঘটে নাই।[২৫] পরে ভীম ও অর্জুনের বাহুবলে দুর্যোধনাদি সপরিবারে গন্ধর্বপাশ হইতে মুক্ত হইলেন। শত্রুব সাহায্যে মুক্ত হওয়ায় দুর্যোধনের গ্লানি উপস্থিত হইল। তিনি হস্তিনায় প্রবেশ না করিয়া রাজধানীর বাহিরে থাকিয়া অনশনে দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। বসুষেণ এই সময়ে দুর্যোধনকে যেসকল বাক্যে প্রবোধ দিয়াছেন, সেইগুলি নিতান্তই বালকোচিত বলিয়া মনে হয়। তাঁহার বাক্যে চরম নির্লজ্জতা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রবোধ বাক্যের মূল সুর হইতেছে—যুধিষ্ঠিরাদি তোমার প্রজা, রাজার বিপদে প্রজা সাহায্য করিতে বাধ্য। সুতরাং তোমার ইহাতে গ্লানির কোন কারণ নাই।[২৬]

অতঃপর দুর্যোধনকে খুশি করিবার নিমিত্ত বসুষেণ দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা করিলেন। নানাদেশ জয় করিয়া তিনি প্রভূত ধনরত্ন আহরণ করিয়াছেন। দুর্যোধনের 'বৈষ্ণব'যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে বসুষেণ প্রতিজ্ঞা করিলেন—'অর্জুনকে বধ না করা পর্যন্ত আমি অপরের দ্বারা পাদপ্রক্ষালন করাইব না, মাংস আহার করিব না এবং সুরা-পান করিব না। আমি আরও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, কোনও প্রার্থীকে নিরাশ করিব না।'[২৭]

পাণ্ডবদের বনবাসের বার বৎসর পূর্ণ হইলে ত্রয়োদশ বর্ষের প্রারম্ভে দেবরাজ ইন্দ্র একদিন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে বসুষেণ সমীপে প্রার্থিরূপে উপস্থিত হইয়া বসুষেণের কবচ ও কুণ্ডল ভিক্ষা চাহিলেন। কবচ ও কুণ্ডল দান করিলে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের নিকট পরাজিত হইতে হইবে—এই কথা জানিয়াও বসুষেণ প্রার্থীকে বিমুখ করেন নাই। ব্রাহ্মণবেশী সূর্যদেব পূর্বেই বসুষেণকে এই বিষয়ে সতর্ক হইতে বলিয়াছিলেন। তাহাতেই বসুষেণ ছদ্মবেশী দেবরাজকে চিনিতে পারিলেন এবং সূর্যের পরামর্শ অনুসারে দেবরাজের নিকট শত্রুঘাতিনী একটি অমোঘা শক্তি প্রার্থনা করিলেন। দেবরাজ হইতে সেই বৈজয়ন্তী-শক্তিটি লাভ করিয়া

স্বহস্তে হাসিমুখে তিনি আপনার কবচ ও কুণ্ডল ছেদন করিয়া ইন্দ্রের হাতে তুলিয়া দিলেন। সম্ভবতঃ কর্ণ কোন অভেদ্য বর্ম এবং কোন দেবদত্ত কুণ্ডলের অধিকারী ছিলেন, তাহাকেই সহজাত বলা হইয়াছে। স্বহস্তে কবচটি কর্তন করিয়া দান করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'বৈকর্তন' নামে এবং কর্ণ হইতে ছেদন করিয়া কুণ্ডল দান করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'কর্ণ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[২৮]

বসুষেণের দানশীলতার এই দুইটি উপাধি পুণ্য নামের মতই লোকমুখে উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে। এইপ্রকার অতিদান ভাল কি মন্দ তাহা বিচার্য বিষয় হইলেও এই আত্মত্যাগ কর্ণচরিত্রকে মহনীয় করিয়াছে, সন্দেহ নাই।

কর্ণচরিত্রে মহত্ত্ব এবং নীচত্ব দুই-ই পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যায়। বিরাটরাজার গোহরণের উদ্দেশ্যে দুর্যোধন যাত্রা করিয়াছেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ প্রমুখ যোদ্ধৃবৃন্দও তাঁহার অনুগামী হইলেন। বিনা যুদ্ধে গোধন হরণ করা সম্ভবপর হইল না। যুদ্ধক্ষেত্রে বৃহন্নলারূপী অর্জুনকে দেখিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ বীরগণ প্রমাদ গণিতে লাগিলেন, কিন্তু কর্ণের আত্মপ্রশংসা ও বীর্যশ্লাঘা মাত্রা অতিক্রম করিল।[২৯] দ্রৌণি এই ঔদ্ধত্য সহ্য করিতে না পারিয়া কর্ণকে কঠোর ভাষায় দুই চারিটি কথা শোনাইয়া দিলেন। পিতামহ ভীষ্ম মধ্যস্থরূপে উভয়ের বিবাদ মিটাইয়াছেন। কর্ণ অচিরেই তাঁহার আত্মশ্লাঘার ফল লাভ করিলেন। প্রথমতঃ কর্ণের সঙ্গেই বৃহন্নলার যুদ্ধ হইল। কর্ণ অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন।[৩০] পুনরায় তিনি পলায়নে বাধ্য হইয়াছিলেন।[৩১]

কর্ণের রথের এবং ধ্বজের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। তাঁহার রথের ঘোড়া ছিল সাদা রংএর। রথের শুভ্র পতাকায় হাতী বাঁধিবার শিকল বা দড়ি আঁকা ছিল। সেই শিকল ইন্দ্রধনুর মত দেখাইত। তাঁহার ধনুর পৃষ্ঠদেশ ছিল সুবর্ণনির্মিত। স্বয়ং বিশ্বকর্মা ইন্দ্রের নিমিত্ত সেই ধনু নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র সেই দিব্য ধনু পরশুরামকে দান করেন। শস্ত্রগুরু পরশুরাম হইতে কর্ণ তাহা প্রাপ্ত হন। সেই ধনুর নাম ছিল—'বিজয়'।[৩২] তিনবার সাক্ষাৎ-সমরে অর্জুনের শৌর্যবীর্য প্রত্যক্ষ করিয়াও কর্ণ নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারেন নাই। তাঁহার আত্মশ্লাঘার প্রবৃত্তি কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই। এই দোষে তিনি ভীষ্ম ও দ্রোণের বহু গঞ্জনা সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু দোষ ত্যাগ করিতে পারেন নাই।[৩৩]

বনবাস এবং অজ্ঞাতবাসের তেরবৎসরের পর যুধিষ্ঠির সন্ধির প্রস্তাব করিলে দুর্যোধন কিছুতেই রাজী হইলেন না। দুর্যোধনের এই ঔদ্ধত্যে কর্ণই প্রধান সহায়। তিনি পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন—'ভয় কি, আমিই পাণ্ডবগণকে বধ করিতে পারিব'। ভীষ্ম কর্ণের এই প্রগল্‌ভতা সহ্য করিতে না পারিয়া অর্জুনের সঙ্গে তাঁহার যে কিছুতেই তুলনা হইতে পারে না—এই কথাটি স্পষ্টভাষায় প্রকাশ করিলেন। অভিমানী কর্ণ ভীষ্মের তিরস্কারে আহত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, ভীষ্মের সহিত মিলিতভাবে তিনি কখনও যুদ্ধ করিবেন না।[৩৪] কর্ণের এই প্রতিজ্ঞার ফলে কুরুক্ষেত্রসমরে দুর্যোধনের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছিল।

কুরুসভায় দৌত্যকর্মে উপস্থিত কৃষ্ণকে বন্দী করিয়া রাখিবার নিমিত্ত যে চক্রান্ত হইয়াছিল, সেই চক্রান্তকারীদের মধ্যে কর্ণও প্রধান একজন।[৩৫]

শান্তিস্থাপনে বিফলকাম শ্রীকৃষ্ণ উপপ্লব্যে প্রত্যাবর্তনের সময় কর্ণকে দুর্যোধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নানা প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে পাণ্ডবপক্ষে সংগ্রহ করিতে পারেন কি না—সেই চেষ্টারও ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু দৃঢ়চেতাঃ কর্ণকে তিনি কিছুতেই টলাইতে পারেন নাই। দুর্যোধনের প্রতি কর্ণের কৃতজ্ঞতা অপরিসীম। কোন প্রলোভনেই তিনি ভোলেন নাই।[৩৬] এই ব্যাপারে কর্ণের যে মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার

তুলনা হয় না। এইখানে দেখিতেছি—কর্ণ তাঁহার জন্ম-রহস্য ভালরূপেই জানিতেন। কি উপায়ে জানিযাছেন, তাহা তিনি কৃষ্ণকে বলেন নাই। এই প্রসঙ্গে তাঁহার চরিত্রের আরও একটি মাধুর্য প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—

যদব্রুবমহং কৃষ্ণ কটুকানি স্ম পাণ্ডবান্।
প্রিয়ার্থং ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য তেন তপ্যে হ্যকর্ম্মণা ॥ উ ১৪১।৪৫

—হে কৃষ্ণ, দুর্যোধনের সন্তুষ্টির নিমিত্ত আমি পাণ্ডবদের প্রতি নানা কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি। সেইসকল দুষ্কর্মের জন্য আমি অনুতপ্ত।

কুরুক্ষেত্রেব মহাযুদ্ধ যখন অনিবার্য হইয়া উঠিল, তখন একদিন মধ্যাহ্নে জননী কুন্তীদেবী কর্ণের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

আত্মজস্য ততস্তস্য ঘৃণিনঃ সত্যসন্ধিনঃ।
গঙ্গাতীরে পৃথাশ্রৌষীদ্বেদাধ্যযননিস্বনম্ ॥ উ ১৪৪।২৭

—কুন্তী গঙ্গাতীবে সত্যসন্ধ দযার্দ্রহৃদয পুত্রের বেদধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

কর্ণ প্রাঙ্মুখ ঊর্ধ্ববাহু হইয়া সূর্যেব উপাসনা করিতেছিলেন। উপাসনান্তে তিনি কুন্তীকে দেখিতে পাইয়া প্রণাম কবিয়া যুক্তকরে বলিলেন—

রাধেয়োঽহমাধিবথিঃ কর্ণস্ত্বামভিবাদযে।
প্রাপ্তা কিমর্থং ভবতী ব্রূহি কিং করবাণি তে ॥ উ ১৪৫।১

—রাধা ও অধিবথেব পুত্র আমি কর্ণ আপনাকে অভিবাদন কবিতেছি। আপনি কি উদ্দেশ্যে আমার নিকট আসিযাছেন, আমি কি করিব—বলুন।

উত্তবে কুন্তী বলিলেন,—'বৎস, তুমি কুন্তীর পুত্র, অধিবথ তোমার পিতা নহেন। তুমি আমারই কানীন-পুত্র, সূর্যদেব তোমাব জনক। বৎস, তুমি অর্জুনের সহিত মিলিত হইযা যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য ভোগ কর। তুমি ও অর্জুন কৃষ্ণ-বলরামের ন্যায় মিলিত হইলে জগতে তোমাদের অসাধ্য কর্ম কিছুই থাকিবে না। দেবগণেব দ্বারা পবিবৃত প্রজাপতির ন্যায় তুমি পঞ্চপাণ্ডবেব দ্বারা পবিবৃত হইয়া শোভিত হও। তুমি সর্বগুণে পাণ্ডবগণেব জ্যেষ্ঠের উপযুক্ত। তুমি বীর্যবান্ পার্থ, তোমাকে যেন আর সূতপুত্র বলা না হয়'।[৭] ঠিক সেই মুহূর্তে কর্ণ তাঁহার জনক সূর্যেব বচনও শুনিতে পাইলেন। সূর্য বলিলেন—'বৎস, তোমার জননী যাহা বলিলেন, তাহা সত্য। তুমি জননীর বাক্য পালন করিলে কল্যাণ হইবে'।[৮]

জনক-জননীর বচনে সত্যধৃতি কর্ণের বুদ্ধি বিচলিত হয নাই। তিনি জননীকে বলিলেন—'হে ক্ষত্রিয়ে, যদিও আপনার আদেশ পালন করা আমার ধর্ম, তথাপি আমি তাহা পালন করিতে অসমর্থ।

অকরোন্ময়ি যৎ পাপং ভবতী সুমহাত্যয়ম্।
অপাকীর্ণোঽস্মি যন্মাতস্তদ্‌যশঃকীর্ত্তিনাশনম্ ॥
অহঞ্চেৎ ক্ষত্রিয়ো জাতো ন প্রাপ্তঃ ক্ষত্রসৎক্রিয়াম্।
ত্বৎকৃতে কিন্নু পাপীয়ঃ শত্রুঃ কুর্য্যান্মমাহিতম্ ॥ উ ১৪৬।৫,৬

—হে মাতঃ, আমাকে ত্যাগ করিয়া আমার প্রতি আপনি যে অবিচার করিয়াছেন, তাহাতেই আমার জীবন অভিশপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমি ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত হইয়াও ক্ষত্রোচিত সংস্কারে সংস্কৃত হই নাই, শুধু আপনার অবিচারেই আমার এই দুর্গতি ঘটিয়াছে। ইহা অপেক্ষা শত্রুতা আর কি হইতে পারে ? আমার সেইসকল সংস্কাবের বেলা আপনি কিছুমাত্র অনুকম্পা প্রদর্শন করেন নাই, এখন কেন আমাকে দয়া করিতেছেন ?

ন বৈ মম হিতং পূর্ব্বং মাতৃবচ্চেষ্টিতং ত্বয়া।

সা মাং সংবোধয়স্যদ্য কেবলাত্মহিতৈষিণী ॥ উ ১৪৬।৮
—পূর্বে আপনি কখনও মাতৃবৎ আমার হিতের চেষ্টা করেন নাই, এখন সেই আপনি শুধু আত্মহিতার্থে আমাকে উপদেশ দিতেছেন।

কৃষ্ণার্জুন আজ মিলিত হইয়াছেন। এই মিলন সকলেবই ভয় উৎপাদন করিতেছে। এই সময় আমি পার্থপক্ষে মিলিত হইলে কি সকলে আমাকে ভীত মনে করিবে না ? পাণ্ডবগণ আমাকে ভ্রাতা বলিয়া জানেন না, এখন যুদ্ধকালে সেই পরিচয় দিলে ক্ষত্রিয়গণ আমাকে কি বলিবেন ? ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ আমাকে যথেষ্ট সম্মান করেন এবং আপন জন বলিয়া ভাবেন। আমি কি অকৃতজ্ঞ হইতে পারি ? আমি সত্য করিয়া বলিতেছি—ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের কল্যাণার্থে আপনার পুত্রদের সহিত যুদ্ধ করিব। সুতরাং আপনার বাক্য পালন করিতে পারিব না। যেহেতু আপনি আমার কাছে আসিয়াছেন, সেইহেতু আপনার সম্মান রক্ষার্থে বলিতেছি, অর্জুন ব্যতীত অপর চারি ভ্রাতাকে বধ করা সম্ভবপর হইলেও বধ করিব না, শুধু অর্জুনের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিব।

ন তে জাতু নশিষ্যন্তি পুত্রাঃ পঞ্চ যশস্বিনি।
নিরর্জ্জুনাঃ সকর্ণা বা সার্জ্জুনা বা হতে ময়ি ॥ উ ১৪৬।২৩
—হে যশস্বিনি, আপনাব পাঁচ পুত্র কখনও হত হইবেন না। অর্জুন হত হইলে কর্ণ সহ পাঁচ পুত্র থাকিবেন, আর আমি হত হইলে অর্জুন সহ পাঁচপুত্র থাকিবেন।'

কর্ণের এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া কুন্তী কাঁপিতে কাঁপিতে কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ধৈর্যবান্ অকম্পিত কর্ণও আপন গৃহে চলিয়া গেলেন।

এই কর্ণকুন্তী-সংবাদে কর্ণ অকপটে তাঁহার সকল ক্ষোভ ও দুঃখ জননীর নিকট প্রকাশ করিযাছেন, ধৈর্য হারান নাই। জননীর আগমনকে সার্থক করিবার নিমিত্ত তিনি যে প্রতিজ্ঞা কবিয়াছেন—তাহাতেও তাঁহার উদার হৃদয়ের পরিচয় পাইতেছি। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা দ্বারা দুর্যোধনের ক্ষতি হইয়াছিল। ইহাতে কর্ণচরিত্রে কিঞ্চিৎ ভাবপ্রবণতা প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া মনে হয়।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের উদ্যোগ চলিতেছে। কাঁহার কতটুকু সামর্থ্য আছে—এই বিষয়ে দুর্যোধন ভীষ্মকে প্রশ্ন করিলে পর রথাতিরথগণনা-প্রসঙ্গে ভীষ্ম দুর্যোধনকে বলিয়াছেন—'তোমার সর্বাপেক্ষা প্রধান সহায় কর্ণ রথীও নহেন, অতিরথও নহেন।

বিমুক্তঃ কবচেনৈষ সহজেন বিচেতনঃ।
কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ দিব্যাভ্যাং বিযুক্তঃ সততং ঘৃণী ॥
অভিশাপাচ্চ রামস্য ব্রাহ্মণস্য চ ভাষণাৎ।
করণানাং বিয়োগাচ্চ তেন মেঽৰ্দ্ধরথো মতঃ ॥ উ ১৬৭।৫.৬
—কবচ ও দিব্যকুণ্ডলবিহীন স্বভাবতঃ মূর্খ পরনিন্দক কর্ণকে পরশুরাম ও ব্রাহ্মণের অভিশাপবশতঃ অর্ধরথ বলিয়া আমি মনে করি'।

আচার্য দ্রোণও বলিয়াছেন যে,-অত্যন্ত অহঙ্কারী এবং প্রত্যেক যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করার জন্য তিনিও কর্ণকে অর্ধরথ বলিয়াই মনে করেন।[২২]

ভীষ্ম ও দ্রোণের মন্তব্য শুনিয়া কর্ণ ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া ভীষ্মকে অনেক কটুবাক্য শোনাইয়াছেন। পরিশেষে দুর্যোধনকে বলিয়াছেন, যেহেতু ভীষ্ম সেনাপতি-পদে বৃত হইয়াছেন সেইহেতু—

নাহং জীবতি গাঙ্গেয়ে যোৎস্যে রাজন্ কথঞ্চন।
হতে ভীষ্মে তু যোদ্ধাস্মি সর্ব্বৈরেব মহারথৈঃ ॥ উ ১৬৭।২৯

—হে রাজন্ ! ভীষ্ম জীবিত থাকিতে আমি কিছুতেই যুদ্ধ করিব না। ভীষ্ম নিহত হইলে পর সকল মহারথের সহিত যুদ্ধ করিব।

ভীষ্মও কর্ণের কটু বাক্যে ও স্পর্ধায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক কিছু বলিয়াছেন। দুর্যোধন অনুনয়-বিনয়ে উভয়কে শান্ত করেন। ভীষ্মই প্রথম তাঁহাকে অর্ধরথরূপে গণনা করিয়াছিলেন। দ্রোণাচার্য ভীষ্মবচনেরই প্রতিধ্বনিমাত্র করায় দ্রোণাচার্যকে সম্বোধন করিয়া কর্ণ কিছু না বলিলেও ভীষ্মকে যে তিরস্কার করিয়াছেন, আচার্যও তাহাতেই তিরস্কৃত হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন।

কে কত দিনে পাণ্ডব-সৈন্য নিধন করিতে পারিবেন—দুর্যোধনের এই জিজ্ঞাসার উত্তরে ভীষ্ম ও দ্রোণ বলিয়াছেন—দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগে একমাসে সম্ভবপর হইতে পারে। আচার্য কৃপ বলিয়াছেন—দুই মাসে, অশ্বত্থামা বলিয়াছেন—দশ দিনে। সর্বশেষে

কর্ণস্তু পঞ্চরাত্রেণ প্রতিজজ্ঞে মহাস্ত্রবিৎ। উ ১৯৫।২০

—মহাস্ত্রবিৎ কর্ণ পাঁচদিনে পাণ্ডব-সৈন্য নিধন করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন।

কর্ণের কথা শুনিয়া ভীষ্ম অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন, 'হে রাধেয়, যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণার্জুনের সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত অধিকতর স্পর্দ্ধিত বাক্যও বলিতে পারিবে।'

কর্ণের এই উক্তিতে সমধিক স্পর্ধা প্রকাশ পাইয়াছে। অর্জুনের বাহুবল ও কৃষ্ণের বুদ্ধিবলের বিষয় ভালরূপে জানিয়াও এইপ্রকার প্রতিজ্ঞা করিতে তিনি লজ্জা অনুভব করেন নাই। শুধু দুর্যোধনকে আশ্বস্ত করিবার নিমিত্ত এরূপ বলিয়াছেন. মনে হয় না। কর্ণের চরিত্রে আত্মশ্লাঘাপ্রবৃত্তি অতি প্রবল।

যুদ্ধারম্ভের পূর্বমুহূর্তে কৃষ্ণ কর্ণের নিকট গিয়া তাঁহাকে বলিলেন—'আমি শুনিয়াছি, তুমি নাকি ভীষ্ম জীবিত থাকিতে যুদ্ধ করিবে না ? যদি তাহাই হয়, তবে যত দিন ভীষ্ম জীবিত থাকিবেন, ততদিন পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিতে তোমাকে অনুরোধ করিতেছি। পরে কৌরব-পক্ষে চলিয়া যাইবে।' কর্ণ উত্তরে বলিলেন—

ন বিপ্রিয়ং করিষ্যামি ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য কেশব।
ত্যক্তপ্রাণং হি মাং বিদ্ধি দুর্য্যোধনহিতৈষিণম্ ॥ ভী ৪৩।৯২

—হে কেশব, আমি দুর্যোধনের অপ্রিয় কর্ম করিতে পারিব না। দুর্যোধনের হিতার্থে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি—ইহা জানিবে।

কর্ণের কৃতজ্ঞতা অনন্যসাধারণ। এই গুণটি কখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই।

যুদ্ধের অষ্টম দিবস পর্যন্ত কৌরব-পক্ষেরই অধিকতর ক্ষতি হইতেছিল। সেই দিবসে যুদ্ধ সমাপ্তির পর দুর্যোধন শকুনি, দুঃশাসন ও কর্ণের সহিত মন্ত্রণা করিতে বসিলেন। দুর্যোধন বলিলেন—'ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি বীরগণও যেন কিছুই করিতে পারিতেছেন না। এখন কি উপায় করা যায় ?'

কর্ণ বলিলেন—'রাজন্, তুমি শোক করিও না। ভীষ্ম শস্ত্রত্যাগ করিলেই তোমার বিজয় সুনিশ্চিত। তুমি ভীষ্মকে শস্ত্র ত্যাগ করাও। তারপর আমি সকল সৈন্যসহ পাণ্ডবগণকে নিধন করিব।' দুর্যোধন কর্ণের বচনে আশান্বিত হইলেন।[৪০]

কর্ণের এইপ্রকার অহঙ্কার ও ধৃষ্টতা সর্বত্রই প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা তাঁহার প্রকৃতিগত।

যুদ্ধের দশম দিবসে ভীষ্মের পতন ঘটিয়াছে। তিনি শরশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। এবার কর্ণও কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি নির্জনে অশ্রুপূর্ণলোচনে

অভ্যেত্য পাদয়োরস্য নিপপাত মহাদ্যুতিঃ। ইত্যাদি।

ভী ১২২।৪,৫

—ভীষ্মের পাদযুগলে পতিত হইয়া বলিলেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ, তোমার পরম দ্বেষ্য চক্ষুঃশূল রাধেয় আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি।

ভীষ্ম সস্নেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন—'বৎস, তুমি কুন্তীর তনয় এবং সূর্যদেব তোমার জনক, তুমি রাধা এবং অধিরথের তনয় নহ। নারদ ও ব্যাসদেব হইতে আমি ইহা জানিয়াছি। তোমার প্রতি আমার কোন দ্বেষ নাই, শুধু তোমার ঔদ্ধত্য শান্ত করিবার নিমিত্ত তোমাকে কটুবাক্য বলিয়াছি'।[৪১]

ভীষ্ম আরও বলিলেন—

অকস্মাৎ পাণ্ডবান্ সর্ব্বানবাক্ষিপসি সুব্রত।

জাতোঽসি ধর্ম্মলোপেন ততস্তে বুদ্ধিরীদৃশী ॥
নীচাশ্রয়ান্মৎসরেণ দ্বেষিণী গুণিনামপি।
তেনাসি বহুশো রূক্ষং শ্রাবিতঃ কুরুসংসদি ॥ ভী ১২২।১১-১৩

—হে সুব্রত, বিনা কারণে তুমি পাণ্ডবগণকে হিংসা করিয়া থাক। ধর্মসঙ্গতভাবে তোমার জন্ম হয় নাই। সেই কারণে তোমার এইপ্রকার বুদ্ধি হইয়াছে। নীচ-সংসর্গে তোমার চরিত্র কলুষিত। এইহেতু গুণিগণকেও দ্বেষ করিয়া থাক। এইসকল কারণে কুরুসভায় তোমাকে অনেক কঠোব কথা বলিয়াছি।

অতঃপর ভীষ্ম কর্ণের শাস্ত্রজ্ঞান, সত্যপ্রীতি ও বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া পাণ্ডবদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবার নিমিত্ত উপদেশ দিয়াছেন। কর্ণ উত্তরে বলিয়াছেন—'হে মহাবাহো, আমি সমস্তই জানি এবং বুঝিতেছি। পাণ্ডব ও বাসুদেবের শৌর্যবীর্যও আমার অজ্ঞাত নহে।

অবকীর্ণস্ত্বহং কুন্ত্যা সূতেন চ বিবর্দ্ধিতঃ।
ভুক্ত্বা দুর্যোধনৈশ্বর্য্যং ন মিথ্যা কর্ত্তুমুৎসহে ॥
বসুদেবসুতো যদ্বৎ পাণ্ডবার্থে দৃঢব্রতঃ।
বসু চৈব শরীরঞ্চ পুত্রদারং তথা যশঃ।
সর্ব্বং দুর্যোধনস্যার্থে ত্যক্তং মে ভূরিদক্ষিণ ॥

ন চ শক্যমবস্রষ্টুং বৈরমেতৎ সুদারুণম্।
ধনঞ্জয়েন যোৎস্যেঽহং যুধি সম্প্রীতমানসঃ ॥
অনুজ্ঞাতস্ত্বয়া বীর যুধ্যেয়মিতি মে মতিঃ।
যদুক্তং বিপ্রতীপং বা সংরম্ভাচ্চাপলাত্তথা।
যন্ময়েহ কৃতং কিঞ্চিত্তন্মে ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ভী ১২২।২৪-৩৩

—আমি কুন্তী দ্বারা পরিত্যক্ত এবং সূতের দ্বারা প্রতিপালিত। আমি দুর্যোধনের ঐশ্বর্য ভোগ করিতেছি, তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিতে পারিব না। বাসুদেব যেরূপ পাণ্ডবহিতে রত আছেন, আমিও সেইরূপ দুর্যোধনের হিতের নিমিত্ত আমার অর্থ, শরীর, পুত্র, দারা, যশ প্রভৃতি সমস্তই ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। এই সুদারুণ পাণ্ডববৈর ত্যাগ করিতে পারিব না। হে বীর, তুমি অনুমতি দাও। তোমার অনুমতি লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে আমি অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব। ক্রোধ বা চপলতাবশতঃ তোমাকে যে-সকল অযুক্ত বাক্য বলিয়াছি, অথবা তোমার সহিত যে-সকল অনুচিত আচরণ করিয়াছি, তুমি তাহা ক্ষমা কর—এই প্রার্থনা।'

ভীষ্ম বলিলেন—'বৎস, তুমি যদি একান্তই পাণ্ডবদের সহিত বৈরভাব পরিত্যাগ করিতে না পার, তবে

যুধ্যস্ব নিরহঙ্কারো বলবীর্য্যব্যপাশ্রয়ঃ।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ভী ১২২।৩৭

—অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া যথাশক্তি যুদ্ধ কর। ধর্মসঙ্গত যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়স্কর আর কিছু নাই।'

ভীষ্মের অনুমতি লাভ করিয়া কর্ণ পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দুর্যোধনের নিকট যাইবার উদ্দেশ্যে রথে আরোহণ করিলেন।"[২]

এই ভীষ্মকর্ণ-সংবাদে কর্ণচরিত্র অতি উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দুর্যোধনের প্রতি অসাধারণ আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা এবং স্বকৃত অপকর্মের জন্য অনুতাপ তাঁহার চরিত্রকে মহনীয় করিয়াছে। বিশেষতঃ তাঁহার অশ্রুজলে যেন দুষ্কৃতরাশি বিধৌত হইয়া তাঁহার হৃদয়ের প্রশস্ততা ও মাধুর্য সমধিক প্রকাশ পাইতেছে।

যুদ্ধের দশ দিন কর্ণ শস্ত্র ধারণ করেন নাই।[৩] অভিমন্যুর মৃত্যুর পর অর্জুনের জয়দ্রথবধের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া দুর্যোধন সন্ত্রস্ত হইয়া কর্ণের শরণ লইয়াছেন। ইতিমধ্যে ভীমার্জুনের রণকৌশল দেখিয়া অতিদর্পিত কর্ণও যেন কিছু ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি দুর্যোধনকে বলিতেছেন—

অদ্য যোৎস্যেঽর্জ্জুনমহং পৌরুষং স্বং ব্যপাশ্রিতঃ।
ত্বদর্থং পুরুষব্যাঘ্র জয়ো দৈবে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ দ্রো ১৪৩।৩০

—হে পুরুষব্যাঘ্র, আজ আমি সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া তোমার জয়ের নিমিত্ত অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব। কিন্তু যুদ্ধের জয় দৈবের অধীন।

উগ্র পৌরুষবাদী বীরপুরুষও আজ দৈবের দোহাই দিতেছেন। দ্রোণকৃত ব্যূহ ভেদ করিয়া অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করিয়াছেন। এই ঘটনায় দুর্যোধন অর্জুনের প্রতি সেনাপতি দ্রোণাচার্যের পক্ষপাতের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। এই সময় কর্ণ দুর্যোধনকে বলিয়াছেন—'রাজন্, আচার্যকে সন্দেহ করা উচিত নহে। তিনি অতি বৃদ্ধ এবং অর্জুন কৃতী, দক্ষ ও শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর। বিধির বিধানের উপর কাহারও হাত নাই, মনে হয়। আমরা এত করিয়াও জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে পারিলাম না। কতপ্রকার ছলচাতুরী দ্বারা পাণ্ডব-হত্যার চেষ্টা করিয়াছি, সমস্তই বিফল হইল। যথাশক্তি যুদ্ধ কর, ফল বিধির হাতে'।[৮]

এই উক্তি হইতে মনে হয়, অর্জুনের বীরত্ব দর্শনে কর্ণ কিঞ্চিৎ নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। অর্জুনের প্রশংসা করিতেও এখন তিনি কুণ্ঠিত নহেন। কিন্তু ইন্দ্রপ্রদত্ত একবীরঘাতিনী শক্তি তাঁহার হাতে থাকায় তিনি অর্জুনবধের আশাও পোষণ করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের বীরত্ব দেখিয়া দুর্যোধন ভীত হইয়াছেন। কর্ণ তখন আস্ফালন করিয়া বলিতেছেন—

পরিত্রাতুমিহ প্রাপ্তো যদি পার্থং পুরন্দরঃ।
তমপ্যাশু পরাজিত্য ততো হন্তাস্মি পাণ্ডবম্ ॥ দ্রো ১৫৬।৫

—আজ যদি স্বয়ং ইন্দ্রও অর্জুনকে রক্ষা করিতে আসেন, তথাপি ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া অর্জুনকে বধ করিব।

সর্ব্বেষামেব পার্থানাং ফাল্গুনো বলবত্তরঃ।
তস্যামোঘাং বিমোক্ষ্যামি শক্তিং শক্রবিনির্মিতাম্ ॥ ইত্যাদি।
দ্রো ১৫৬।৮-১১

—সকল পৃথাতনয়ের মধ্যে অর্জুনই সমধিক বলশালী। ইন্দ্রনির্মিত শক্তি তাহার উপরই

নিক্ষেপ করিব। অর্জুন নিহত হইলে তাহার ভ্রাতৃগণ তোমার আনুগত্য স্বীকার করিবে, অথবা পুনরায় অরণ্যে চলিয়া যাইবে। আমি জীবিত থাকিতে তোমার বিষাদের কোন কারণ নাই। আমি পাণ্ডব, পাঞ্চাল, কেকয়, বৃষ্ণি প্রভৃতি সকলকেই সংহার করিব।

কর্ণের আস্ফালন দেখিয়া কৃপাচার্য তাঁহাকে কঠোরভাবে ঠাট্টা করিয়াছেন, তিরস্কারও করিয়াছেন। পরন্তু কর্ণ দমিবার পাত্র নহেন। তিনি পুনরায় তাঁহার বাসবদত্ত শক্তির কথা বলিয়া কৃপাচার্যের প্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। এমন কি, পুনরায় এইরূপ বলিলে তাঁহার জিহ্বাচ্ছেদ করিবেন বলিয়াও শাসাইয়াছেন।[৪৫]

অশ্বত্থামা মাতুলের এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া কর্ণের শিরশ্ছেদন করিতে অসিহস্তে ধাবিত হইলেন। দুর্যোধন ও কৃপাচার্য তাঁহাকে ধরিয়া থামাইলেন। দুর্যোধনের অনুনয়-বিনয়ে উভয়ই কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছেন। পুনরায় পাণ্ডবপক্ষের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল।[৪৬] এই সময়ে কর্ণ মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিতেছিলেন। কৃষ্ণ তাঁহার ইন্দ্রদত্ত শক্তির বিষয় জানিতেন। এইহেতু কিছুতেই তিনি অর্জুনকে কর্ণেব সম্মুখীন হইতে দেন নাই। ত্রয়োদশ দিবসেব যুদ্ধ সমাপ্তিব পর রাত্রিকালেও ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই যুদ্ধে ভীমের হিড়িম্বাগর্ভজাত পুত্র ঘটোৎকচও যোগ দিয়াছিলেন। কৃষ্ণের পরামর্শেই তাঁহাকে অশ্বত্থামা, কর্ণ প্রমুখ বীরগণেব সহিত যুদ্ধ করিবাব নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। মায়াবী ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধে কৌববপক্ষের অসংখ্য সৈন্য নিহত হইল। ঘটোৎকচের বিক্রমে দুর্যোধন ভীত হইয়া পড়িলেন। ঘটোৎকচ কর্ণকে আক্রমণ করিয়া এরূপ ভীষণ বিক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, কর্ণও প্রমাদ গণিতেছিলেন। রাক্ষস অলায়ুধ দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দিয়া ঘটোৎকচের হাতে প্রাণ হারাইলেন। কৌরব-পক্ষে 'ত্রাহি ত্রাহি' রব উঠিল। মায়াবী ঘটোৎকচ কৌরবসেনা নিশ্চিহ্ন করিবেন ভাবিয়া ভীত সন্ত্রস্ত কৌরবগণ ইন্দ্রদত্ত শক্তির দ্বারা ঘটোৎকচকে বধ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুলভাবে কর্ণের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। কর্ণ বিপন্ন হইয়া সেই 'বৈজযন্তী'-শক্তি নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ঘটোৎকচ নিহত হইলেন, কিন্তু কর্ণ আজ শক্তিহীন হইয়াছেন দেখিয়া বাসুদেব অর্জুনকে আলিঙ্গন কবিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। অর্জুনবধের উদ্দেশ্যে কর্ণের সযত্নসঞ্চিত বাসবপ্রদত্ত শক্তি ঘটোৎকচের প্রাণ হরণ করিয়া ঊর্ধ্বে অন্তর্হিত হইয়া গেল।[৪৭]

অবস্থার চাপে পড়িয়া কর্ণ তাঁহার বৈজয়ন্তী-শক্তি ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদেব মনে হয়, তিনি যদি স্থিববুদ্ধি হইতেন, তবে এই মহাস্ত্রকে নিশ্চয়ই অর্জুন-নিধনের নিমিত্ত সযত্নে রক্ষা করিতেন। ভাগ্যহত কর্ণের এই বুদ্ধিভ্রংশে আমাদের দুঃখ হয়। কৃষ্ণের বুদ্ধিবলেই অবস্থার বিপাকে কর্ণ রিক্ত হইলেন।

আচার্য দ্রোণের পতনের পর যুদ্ধের ষোড়শ দিবসের পূর্বাহ্ণে কর্ণ কৌরবপক্ষের সেনাপতির পদে বৃত হইয়াছেন।[৪৮] অভিষিক্ত হইয়াই কর্ণ পুনরায় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া দুর্যোধনকে আশ্বাস দিয়া বলিতে লাগিলেন—

জেষ্যামি পাণ্ডবান্ সর্ব্বান সপুত্রান্ সজনার্দ্দনান্।

স্থিরো ভব মহারাজ জিতান্ বিদ্ধি চ পাণ্ডবান্॥ ক ১০।৪০,৪১

—সপুত্র পাণ্ডবগণকে জনার্দনের সহিত আমি জয় করিব। মহারাজ, তুমি স্থির হও, পাণ্ডবগণ জিত হইয়াছেন—ইহা মনে কর।

এখন হইতে কর্ণ তাঁহার 'বিজয়'-নামক দিব্য ধনুর প্রভাব বর্ণনা করিয়া দুর্যোধনের চিত্তে আশার সঞ্চার করিতে লাগিলেন। এই ধনু অর্জুনের গাণ্ডীব হইতেও শ্রেষ্ঠ, সুতরাং অর্জুনকে

জয় করিতে তাঁহাকে কোন বেগ পাইতে হইবে না—ইত্যাদি সাহঙ্কার বচনে হতাশ দুর্যোধনকে পুনঃপুনঃ প্রবোধ দিতে লাগিলেন ।[৬৯]

কৃষ্ণ অর্জুনের সারথি হইয়াছেন, এইজন্যই অর্জুনের সমধিক বীরত্ব প্রকাশ পাইতেছে । সুতরাং তিনিও যদি উপযুক্ত সারথি লাভ করেন, তবে তাঁহার জয় সুনিশ্চিত । এই কথা বলিয়া শল্যকে তাঁহার সারথ্যে বরণ করিবার নিমিত্ত কর্ণ নিজেই প্রস্তাব করিয়াছেন এবং শল্যেব শক্তিসামর্থ্যকীর্তনে পঞ্চমুখ হইয়াছেন ।[৭০]

দুর্যোধনের মুখে এই প্রস্তাব শুনিয়াইপ্রথমতঃ শল্য ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন । তিনি এই প্রস্তাবে নিজকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিযাছেন । দুর্যোধন অনেক স্তবস্তুতি করিয়া শল্যকে কৃষ্ণ অপেক্ষাও শক্তিমান্ বীরপুরুষ বলার পরে শল্য প্রীত হইয়া কর্ণের সারথ্য স্বীকার করিলেন । পরন্তু তিনি রণক্ষেত্রে কর্ণকে সমীহ করিয়া কথা বলিতে পারিবেন না, যেমন খুশি কথা বলিবেন—এই শর্ত্ত আরোপ করিলে পর অগত্যা দুর্যোধন তাহাতেই সম্মত হইলেন ।[৭১]

দুর্যোধন কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত না জানিলেও তাঁহার ধারণা ছিল যে, কর্ণ নিশ্চয়ই সূতবংশে জাত নহেন । তিনি শল্যকে বলিয়াছেন—

নাপি সূতকুলে জাতং কর্ণং মন্যে কথঞ্চন ।
দেবপুত্রমহং মন্যে ক্ষত্রিয়াণাং কুলোদ্ভবম্ ॥

কথমাদিত্যসদৃশং মৃগী ব্যাঘ্রং জনিষ্যতি ।

মহাত্মা হ্যেষ রাজেন্দ্র রামশিষ্যঃ প্রতাপবান্ ॥ ক ৩৪।১৫৪-১৫৮

—আমি কিছুতেই কর্ণকে সূতবংশজাত বলিয়া মনে করি না । তাঁহাকে আমি ক্ষত্রিয়া জননীর গর্ভজাত এবং দেবপুত্র বলিয়াই মনে করি । এই আদিত্যসদৃশ নর-ব্যাঘ্রের জননী কি মৃগী হইতে পারে ? হে রাজেন্দ্র, এই প্রতাপবান্ মহাত্মা কর্ণ পরশুরামের শিষ্য ।

কর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল এবং সহদেবকে এক এক সময়ে জয় করিয়াও বধ করেন নাই । কুন্তীর নিকট তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্তই তিনি ক্ষান্ত হইয়াছেন ।[৭২]

দুর্যোধনের তোষামোদ-বাক্য শুনিলে কর্ণ আর প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারেন না । দুর্যোধন তাঁহাব কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত কর্ণকে কৃষ্ণার্জুন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ বলায় কর্ণ অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠিলেন । রথে আরোহণ করিয়াই তিনি বলিতে লাগিলেন—'আজ রণক্ষেত্রে যে-ব্যক্তি অর্জুনকে দেখাইয়া দিতে পারিবে, আমি তাহাকে প্রচুর ধন দান করিব । সে যাহা চাহিবে তাহাই দিব, অধিকন্তু কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বধ করিয়া কৃষ্ণার্জুনের সমস্ত ধন-সম্পত্তিও তাহাকে দান করিব ।' এইরূপ অনেক সাহঙ্কার ঘোষণার পর কর্ণ শঙ্খনিনাদে রণভূমি প্রকম্পিত করিয়া তুলিলেন ।[৭৩]

নানাবিধ কটুবাক্যে কর্ণের তেজস্বিতা খর্ব করিবেন বলিয়া যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে শল্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন । এবার তিনি কৃষ্ণার্জুনের শৌর্যবীর্য বর্ণনা করিয়া সেই উভয় পুরুষসিংহের তুলনায় কর্ণকে শৃগাল বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন ।[৭৪]

অতঃপর রথী ও সারথির মধ্যে তুমুল বাগযুদ্ধ হইয়া গেল । পরস্পরের জাতি, কুল, জন্মস্থান প্রভৃতির কুৎসা কীর্তনে উভয়েই অতিশয় মুখর হইয়া উঠিলেন । দুর্বাক্য প্রয়োগ করিতে কেহই কম করেন নাই । পরিশেষে দুর্যোধন অতি কষ্টে উভয়কে নিরস্ত

করিয়াছেন ।[৫৫]

এই ঘটনায় ক্রোধে ও অপমানে কর্ণের তেজোহানি ঘটিয়াছিল। ইহাও কর্ণের পক্ষে অন্যতম দৈববিড়ম্বনা।

একজন ব্রাহ্মণ যে কর্ণকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, ইহাও কর্ণ কথাপ্রসঙ্গে শল্যের নিকট ব্যক্ত করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন—

তস্মাদ্ বিভেমি বলবদ্ ব্রাহ্মণব্যাহৃতাদহম্। ক ৪২।৪২

—(কৃষ্ণ বা অর্জুনকে আমি ভয় করি না, কিন্তু ব্রাহ্মণের বচন অব্যর্থ) এইজন্য আমি সেই ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতবাক্যে ভীত হইয়া আছি।

কর্ণ তাঁহার গুরু পরশুরাম ও সেই ব্রাহ্মণের অভিসম্পাত স্মরণ করিয়া সকল সময়ই কিঞ্চিৎ ভীতি অনুভব করিতেন—সন্দেহ নাই। তথাপি তিনি সেনাপতি হইয়া অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছিলেন।

কর্ণার্জুনেব মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হইবার দিনে, অর্থাৎ মহাসংগ্রামের সপ্তদশ দিনে কৃষ্ণ

অবশ্যন্তু ময়া বাচ্যং যৎ পথ্যং তব পাণ্ডব।
মাবমংস্থা মহাবাহো কর্ণমাহবশোভিনম্ ॥
কর্ণো হি বলবান্ দৃপ্তঃ কৃতাস্ত্রশ্চ মহারথঃ।
কৃতী চ চিত্রযোধী চ দেশকালস্য কোবিদঃ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন সংক্ষেপাচ্ছৃণু পাণ্ডব।
ত্বৎসমং ত্বদ্বিশিষ্টং বা মন্যে কর্ণং মহারথম্ ॥ ক ৭২।২৩-২৫

—হে পাণ্ডব, তোমাব যাহা হিতকর, তাহা অবশ্যই আমার বলা উচিত। কর্ণ বলবান্, তেজস্বী, শস্ত্রবিশারদ, মহারথ, কৌশলজ্ঞ, বহুপ্রকার সংগ্রামে অভিজ্ঞ ও দেশকালবিৎ। অধিক কি বলিব, সংক্ষেপে ইহাই বলিতেছি যে, আমি মহারথ কর্ণকে তোমার সমান অথবা তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া মনে করি।

এইসকল বাক্যে অর্জুনকে সতর্ক করিয়া অর্জুনের ক্রোধ উদ্দীপ্ত করিবার নিমিত্ত পুনরায় কৃষ্ণ বলিয়াছেন—

যচ্চ যুষ্মাসু পাপং বৈ ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ প্রযুক্তবান্।
তত্র সর্ব্বত্র দুষ্টাত্মা কর্ণঃ পাপমতির্মুখম্ ॥ ক ৭৩।৬৯

—দুর্যোধন তোমাদের প্রতি যে-সকল পাপাচরণ করিয়াছে, সেইসকল আচরণে দুষ্টাত্মা পাপমতি কর্ণ ছিল—প্রধান।

অতঃপর অন্যায়-যুদ্ধে অভিমন্যুকে বধ করিতে কর্ণ কি করিয়াছিলেন এবং অভিমন্যু নিহত হইলে পর কর্ণ ও দুর্যোধন হাসিয়াছিলেন ইত্যাদি স্মরণ করাইয়া কৃষ্ণ অর্জুনকে সমধিক উত্তেজিত করিয়াছেন।

যুদ্ধের সপ্তদশ দিবসে কর্ণের বিক্রম দেখিয়া পাণ্ডবসেনা যখন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখন অর্জুন কর্ণবধে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রথমতঃ কর্ণপুত্র বৃষসেন অর্জুনের বাণে নিহত হইয়াছেন। পুত্রকে নিহত দেখিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে শোকাকুল কর্ণ অর্জুনের রথের সম্মুখীন হইয়া প্রথমতঃ দশটি বাণের দ্বারা অর্জুনকে প্রহার করিলেন।[৫৬] দুই মহারথের মধ্যে ভীষণ দ্বৈরথ-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কর্ণ একটি সর্পমুখ ভীষণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। খাণ্ডবদাহনে অর্জুনের সহিত কৃতবৈর সুমুখ-নামক সর্প অর্জুন-বধের নিমিত্ত যোগবলে সেই বাণের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিতেছিল। কর্ণ তাহা জানিতেন না। কৃষ্ণ ব্যাপারটি বুঝিতে

পারিয়া কৌশলে পায়েব চাপে রথের চাকাকে ভূমির ভিতর কিঞ্চিৎ প্রবেশ করাইয়া দিলেন। তাহাতে বাণটি শুধু অর্জুনের কিরীট হরণ করিল, অন্য কোন ক্ষতি করিতে পারিল না।'[৭]

অতঃপর সেই নাগ অর্জুন-হননে কর্ণকে সাহায্য করিতে চাহিলে কর্ণ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছেন—

ন নাম কর্ণোঽদ্য রণে পরস্য
বলং সমাস্থায় জয়ং বুভূষেৎ। ক ৯০।৪৭

—কর্ণ আজ অপরের শক্তির সহায়তায় জয়লাভ করিতে ইচ্ছুক নহে।

এই কথায় কর্ণের অসাধারণ বীরত্ব ও চরিত্রবল প্রকাশ পাইতেছে

সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া কর্ণ অর্জুনের সহিত ঘোর সংগ্রামে লিপ্ত আছেন। অকস্মাৎ তাঁহার রথেব বাম চাকা ভূমিতে নিমগ্ন হইয়া পড়িল এবং তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্র-জ্ঞান তিরোহিত হইল। তিনি বিষণ্ণ মনে রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং অতিশয় বিচলিত হইয়া পুনঃপুনঃ ধর্মের নিন্দা কবিতে লাগিলেন। অশ্রুপূর্ণনযনে তিনি অর্জুনের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন—

.. .. . মুহূর্ত্তং ক্ষম পাণ্ডব।
সব্যং চক্রং মহীগ্রস্তং দৃষ্ট্বা দৈবাদিদং মম।
পার্থ কাপুরুষাচীর্ণমভিসন্ধিং বিবর্জ্জয় ॥

ন মাং রথস্থো ভূমিষ্ঠমসজ্জং হন্তুমর্হসি ॥ ক ৯০।১০৩-১০৮

—হে পার্থ, এক মুহূর্ত সময় ক্ষমা কর। আমার রথের বাম চাকা দৈববশতঃ ভূমিগ্রস্ত হইয়াছে, ইহা দেখিযা কাপুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিও না। তুমি শূরতম এবং যুদ্ধধর্মে অভিজ্ঞ। রথে থাকিয়া ভূমিস্থিত অসজ্জিত আমাকে বধ করিও না।

তমব্রবীদ্ বাসুদেবো রথস্থো রাধেয় দিষ্ট্যা স্মরসীহ ধর্ম্মম্।
প্রায়েণ নীচা ব্যসনে নিমগ্না নিন্দন্তি দৈবং কুকৃতং ন তু স্বম্ ॥ ক ৯১।১

—কর্ণের বচন শুনিয়া রথস্থ কৃষ্ণ বলিলেন—হে রাধেয়, ভাগ্যক্রমে তুমি আজ যুদ্ধধর্ম স্মরণ করিতেছ। প্রায়ই দেখা যায়, হীনচরিত্র ব্যক্তিগণ বিপদে পতিত হইলে দৈবের নিন্দা করিয়া থাকে, স্বকৃত কুকর্মের নিন্দা করে না।

অতঃপর কৃষ্ণ কঠোর ভাষায় ভীমকে বিষ খাওয়ানো, জতুগৃহের ব্যাপার, দ্যূতক্রীডা, দ্রৌপদীর অপমান, পুনর্বার দ্যূতক্রীড়া, পাণ্ডবগণের বনবাস, সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, অভিমন্যুর নিধন প্রভৃতি কুকর্মে কর্ণের ব্যবহারের বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করিয়াছেন—

ক্ব তে ধর্ম্মস্তদা গতঃ। ক ৯১।৩

—তখন তোমার ধর্মজ্ঞান কোথায় ছিল?

পরিশেষে কৃষ্ণ বলিয়াছেন—

যদ্যেষ ধর্ম্মস্তত্র ন বিদ্যতে হি
কিং সর্ব্বথা তালুবিশোষণেন।
অদ্যেহ ধর্ম্মাণি বিধৎস্ব সূত
তথাপি জীবন্ন বিমোক্ষ্যসে হি ॥ ক ৯১।১২

—সেইসকল কুকর্মের সময় যদি ধর্ম না থাকে, তবে আজ 'ধর্ম' 'ধর্ম' বলিয়া তালু শুকাইলে কি হইবে? আজ এই যুদ্ধক্ষেত্রে ধর্মকে অবলম্বন করিলেও জীবন রক্ষা হইবে না।

এবমুক্তস্তদা কর্ণো বাসুদেবেন ভারত।
লজ্জয়াবনতো ভূত্বা নোত্তরং কিঞ্চিদুক্তবান্ ॥ ক ৯১।১৫

—কৃষ্ণের কথা শুনিয়া কর্ণ লজ্জায় অধোবদন হইলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

পব মুহূর্তেই তিনি মহাপবাক্রমে অর্জুনেব সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণের কথাগুলি শুনিয়া কর্ণের পূর্বকৃত ব্যবহার-স্মরণে অর্জুনও ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া গাণ্ডীবে দিব্যাস্ত্র যোজনা কবিলেন। সমস্ত দিন যুদ্ধের পর অপরাহ্ণ কালে অর্জুনের অস্ত্রে কর্ণের শির ভূপাতিত হইল।[২৮]

ব্রাহ্মণস্যাভিশাপেন বামস্য চ মহাত্মনঃ।
কুন্ত্যাশ্চ বরদানেন মায়য়া চ শতক্রতোঃ ॥
ভীষ্মাবমানাৎ সংখ্যাযাং রথস্যার্দ্ধানুকীর্ত্তনাৎ।
শল্যাত্তেজোবধাচ্চাপি বাসুদেবনয়েন চ ॥

হতো বৈকর্ত্তনঃ কর্ণো দিবাকবসমদ্যুতিঃ ॥ শা ৫।১১-১৪

—সূর্যের সমান দ্যুতিবিশিষ্ট এই দৈবাভিশপ্ত মহাবীর একাধিক কারণে গাণ্ডীবনির্মুক্ত দিব্যাস্ত্রেব দ্বাবা নিহত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও পবশুবামের অভিসম্পাত, অর্জুন ব্যতীত অপর চাবিপাণ্ডবকে বধ কবিবেন না বলিয়া কুন্তীকে আশ্বাস দান, ইন্দ্রেব মাযায় কবচ ও কুণ্ডল দান, ভীষ্ম কর্তৃক অর্ধবথরূপে পরিগণনা-জনিত অপমান, শল্যেব দুর্বাক্যে তেজোহানি এবং কৃষ্ণেব বুদ্ধির নিকট পরাজিত হইয়া ঘটোৎকচেব উপব বাসবদত্ত শক্তির নিক্ষেপ—এতগুলি কাবণে এই বীবপুরুষ ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইতেছিলেন।

কর্ণের সমগ্র জীবন আলোচনা করিলে দেখিতে পাই—জ্ঞানে, গুণে, দানে, ধ্যানে তিনি পাণ্ডবগণ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। সম্ভবতঃ দুর্যোধনেব সংসর্গদোষে তাঁহার চিত্ত নীচ হইয়া পডিয়াছিল। দুর্যোধনের বদান্যতায় তিনি অঙ্গবাজ্যেব অধীশ্বর হইয়াছিলেন বলিয়া নিজকে যেন দুর্যোধনের অন্নপুষ্ট মনে করিতেন। কর্ণেব ভরসাতেই দুর্যোধন সমস্ত দুষ্কর্ম করিতে সাহসী হইয়াছেন। জননী কুন্তীর ব্যবহারে তিনি মাতৃস্নেহে বঞ্চিত এবং লোকসমাজে অশেষ লাঞ্ছিত হইয়াছেন। এইজন্য আমাদেব মন প্রথম হইতেই তাঁহার প্রতি সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠে। তাঁহাব চবিত্রের অশেষ মহত্ত্ব ও অসংখ্য হীনত্বের সামঞ্জস্য-সাধন সম্ভবপব নহে। নীলকণ্ঠ মহাভাবতের টীকায় (অনু ৯৩।৯২) একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

কৌশিকে ক্রৌর্য্যতপসী বাধেযে শৌর্য্যভীরুতে।
খলে বাক্‌চিত্তবৈমত্যে বীজসংস্কারসঙ্করাৎ ॥

—বিশ্বামিত্রের ক্রূরতা ও তপস্যা, কর্ণের বীরত্ব ও ভীরুতা এবং খল ব্যক্তির বাক্য ও মনের পরস্পর বিরোধের কারণ—জন্ম ও সংস্কারের বিরুদ্ধতা। অর্থাৎ জনকোচিত সংস্কারের (জাতকর্ম, উপনয়ন প্রভৃতি) দ্বারা তাঁহারা সংস্কৃত হন নাই।

এই অভিশপ্ত বীরপুরুষ সম্বন্ধে আর কি বলা যাইতে পারে?

---

১ আদি ৬৩।৯৮। আদি ৬৭তম অ।
২ বন ৩০৬তম—৩০৮তম অ। দ্রো ১৭৮।২৪
৩ বন ২৫১।২০
৪ বন ৩০৮।১৮

৫ শা ২।১২
৬ শা ২।২০-২৫
৭ শা ৩য় অ।
৮ উ ১৪৪।২৭-২৯
৯ আদি ১১১।২৬
১০ বন ৩০৮।২৪
১১ আদি ১২৯।৪০
১২ আদি ১৩৬তম অ।
১৩ আদি ১৩৭।২৫
১৪ আদি ১৪১।১
১৫ আদি ১৮৭।২৩
১৬ আদি ২৯৪ তম অ।
১৭ শা ৪র্থ অ।
১৮ শা ৫ম অ।
১৯ উ ১৪১।৯-১১। স্ত্রী ২১।৬
২০ ক ৮৫।৩৫।ক ৪৮।২৭।শল্য ১০।৪৭
২১ সভা ৬৭তম ও ৬৮তম অ।
২২ সভা ৭১।১-৫
২৩ বন ৭ম অ।
২৪ বন ২৩৬।২৩
২৫ বন ২৪০তম অ।
২৬ বন ২৪৮তম ও ২৪৯তম অ।
২৭ বন ২৫৬।১৬, ১৭
২৮ আদি ৬৭।১৪৭।আদি ১১১।৩১।বন ৩০৯তম অ।
দ্রো ১৭৮।১৯
২৯ বি ৪৮তম অ।
৩০ বি ৫৪তম অ।
৩১ বি ৬০।২৭
৩২ বি ৫৫।৫২।ক ৮৭।৭।ক ৮৬।২-৫
ক ১১।৭-৯।ক ৩১।৪২-৪৪
৩৩ উ ৪৯তম অ।
৩৪ উ ৬২তম অ।
৩৫ উ ১৩০তম অ।
৩৬ উ ১৪১তম অ।
৩৭ উ ১৪৫তম অ।
৩৮ উ ১৪৬।১, ২
৩৯ উ ১৬৭।৮, ৯
৪০ ভী ৯৭তম অ।
৪১ ভী ১২২।৯, ১০
৪২ ভী ১২২।৩৯
৪৩ দ্রো ১।৪১
৪৪ দ্রো ১৫০তম অ।
৪৫ দ্রো ১৫৬তম অ।
৪৬ দ্রো ১৫৭তম অ।
৪৭ দ্রো ১৭৭তম ও ১৭৮তম অ।
৪৮ ক ১।১১
৪৯ ক ৩১শ অ।
৫০ ক ৩১শ অ।
৫১ ক ৩২শ অ।
৫২ ক ৩৫।১৬, ১৭। ক ৬৩তম অ
৫৩ ক ৩৮শ অ।
৫৪ ক ৩৯।১-১০
৫৫ ক ৩৯শ—৪৫শ অ।
৫৬ ক ৮৭।১।ক ৮৯।১২
৫৭ ক ৯০তম অ।
৫৮ ক ৯১।৫১

যুধিষ্ঠির

মহারাজ পাণ্ডু কিছুকাল রাজ্যভোগের পর ভার্যাদ্বয় সহ অরণ্যে গমন করেন। তাঁহার অবণ্যযাত্রার নিশ্চিত কোন কারণ জানা যায় না। কিন্দম-মুনির অভিসম্পাতে তাঁহার চিত্তে নির্বেদ উপস্থিত হইয়াছিল। এই কারণেই সম্ভবতঃ তপস্যার নিমিত্ত তিনি অরণ্যবাসী হইয়াছিলেন। হিমালয়ের উত্তরে শতশৃঙ্গ-পর্বতে তিনি কিছুদিন তপস্যা করিয়াছেন। ভবিষ্যতে বংশলোপের আশঙ্কায় তিনি ক্ষেত্রজ পুত্র লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া কুন্তীকে এই বিষয়ে অনুরোধ করেন।[১] তাঁহারই সনির্বন্ধ অনুরোধে কুন্তী অগত্যা স্বীকৃত হইলেন এবং তাঁহাবই নির্দেশে ধর্মকে আহ্বান করিয়া পুত্র লাভ করিলেন।

ঐন্দ্রে চন্দ্রসমাযুক্তে মুহূর্ত্তেঽভিজিতেঽষ্টমে।
দিবামধ্যগতে সূর্য্যে তিথৌ পূর্ণেঽতিপূজিতে॥
সমৃদ্ধযশসং কুন্তী সুষাব প্রববং সুতম্।
জাতমাত্রে সুতে তস্মিন বাগুবাচাশরীরিণী॥
এষ ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো ভবিষ্যতি নরোত্তমঃ।
বিক্রান্তঃ সত্যবাক্ চৈব রাজা পৃথ্ব্যাং ভবিষ্যতি॥ আদি ১২৩।৬-৮

—জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে, দিবা অষ্টম মুহূর্তে, পূর্ণা তিথিতে যুধিষ্ঠির ভূমিষ্ঠ হইলেন। (নীলকণ্ঠমতে আশ্বিনেব শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সাধারণতঃ এইপ্রকার যোগ সম্ভবপব। কেহ কেহ জ্যৈষ্ঠ মাসেব পূর্ণিমা তিথিব কথা বলিয়াছেন।) যুধিষ্ঠিরের জন্মমুহূর্তেই দৈববাণী শোনা গেল—এই নরোত্তম শ্রেষ্ঠ ধার্মিক, বীর, সত্যবাদী এবং পৃথ্বীশ্বর হইবেন।

অংশাবতবণাধ্যায়েও উক্ত হইযাছে, যুধিষ্ঠির ধর্মেব অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।[২]

যুধিষ্ঠির শৈশবেই পিতৃহীন হইলেন। পাণ্ডু ও মাদ্রীর স্বর্গগমনের পর কুন্তী এবং পঞ্চ পাণ্ডবকে লইয়া অরণ্যবাসী ঋষিগণ হস্তিনায় উপস্থিত হইয়াছেন এবং ধৃতরাষ্ট্রাদির নিকট সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ কবিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন।[৩]

ধৃতরাষ্ট্র পরম যত্নে ও সস্নেহে পাণ্ডবগণকে লালনপালন করিয়াছেন এবং যথাসময়ে তাঁহাদের ক্ষত্রোচিত সংস্কারকৃত্য সম্পন্ন করিয়াছেন।[৪]

দুর্যোধন প্রথম হইতেই পাণ্ডবগণের বলবুদ্ধি দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির শৈশব হইতেই স্থিরমতি ও তীক্ষ্ণধী ছিলেন, তাঁহার ব্যবহারে এই পবিচয় পাওয়া যায়। জলক্রীডাব সময় দুর্যোধন ভীমসেনকে বিষপ্রয়োগে অজ্ঞান করিয়া লতা দ্বারা বাঁধিয়া নদীতে ফেলিয়া দেন। ভীম নাগলোকে উপস্থিত হইয়া বাসুকিপ্রদত্ত রসায়ন-পানে দ্বিগুণ শক্তি লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং সাড়ম্বরে নাগলোকের ঘটনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির ভীমকে বলিয়াছেন—

তূষ্ণীং ভব ন তে জল্প্যমিদং কার্য্যং কথঞ্চন। আদি ১২৯।৩৪

—চুপ কর, এইসকল ঘটনা কিছুতেই প্রকাশ করা উচিত নহে। কিছুদিন পরে ধৃতরাষ্ট্রও

পাণ্ডবদিগকে ঈর্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি যখন গুপ্তহত্যার উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে বারণাবতে যাইবার আদেশ দিলেন, তখনই যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাতের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্রস্য তং কামমনুবুধ্য যুধিষ্ঠিরঃ।
আত্মনশ্চাসহায়ত্বং তথেতি প্রত্যুবাচ তম্॥ আদি ১৪৩।১১

—ধৃতরাষ্ট্রের দুরভিসন্ধি সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াও নিজেদের অসহায়তার বিষয় চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠির বারণাবতে যাইতে স্বীকার করিয়াছেন। ইহাও তাঁহার সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচায়ক।

ইতিপূর্বে ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র আচার্য কৃপ এবং আচার্য দ্রোণকে কুরুপাণ্ডব কুমারগণের শস্ত্রগুরুর পদে বরণ করিয়াছিলেন। শিষ্যগণও সাধ্যানুসারে কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন এবং একদিন দ্রোণাচার্য সর্বসমক্ষে তাঁহার শিষ্যগণের শস্ত্র-কৌশলও প্রদর্শন করিয়াছেন।[৫]

ভীম, অর্জুন, কর্ণ বা দুর্যোধনের ন্যায় শস্ত্র-চালনায় যুধিষ্ঠির দক্ষ ছিলেন না, পরন্তু তাঁহাদের অপেক্ষা দুর্বলই ছিলেন। পাণ্ডবগণ ও দুর্যোধনাদি ভ্রাতৃগণের মধ্যে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ।

তাঁহার চেহারার সম্পূর্ণ চিত্র মহাভারতে অঙ্কিত না হইলেও যতটুকু পাওয়া যায়, তাহাতেই তাঁহাকে একজন সুদর্শন পুরুষ বলা চলে।

যোঽসৌ পুরস্তাৎ কমলায়তাক্ষস্তনুর্ম্মহাসিংহগতির্ব্বিনীতঃ।
গৌরঃ প্রলম্বোজ্জ্বলচারুঘোণঃ বিনিঃসৃতঃ সোঽচ্যুত ধর্ম্মপুত্রঃ॥
আদি ১৮৯।২২

য এষ জাম্বূনদশুদ্ধগৌরঃ। .. .. বন ২৬৯।৭
য এষ জাম্বূনদশুদ্ধগৌরতনুর্ম্মহান সিংহ ইব প্রবৃদ্ধঃ।
প্রচণ্ডঘোণঃ পৃথুদীর্ঘনেত্রস্তাম্রায়তাস্যঃ কুরুরাজ এষঃ॥
আশ্র ২৫।৫।বি ৭১।১৩।

বিশালবক্ষাঃ পৃথুলোহিতাক্ষঃ। দ্রো ১৫৫।৩৮

—পদ্মপলাশের ন্যায় বিশাল এবং দীর্ঘ তাঁহার নেত্রযুগল, তাঁহার নাসিকা লম্বা, উজ্জ্বল এবং মনোরম। ওষ্ঠাধর তাম্রবর্ণ, বিশাল তাঁহার বক্ষ এবং দেহের বর্ণ পাকা সোনার মত গৌর। তিনি সিংহের মত পদক্ষেপ করেন এবং তাঁহার আকৃতিতে বিনয় প্রকাশ পায়।

সকল পাণ্ডবই দীর্ঘকায় ছিলেন। তৎকালীন সাধারণ পুরুষ হইতে তাঁহাদেব দেহ আধ হাত লম্বা ছিল।

আচার্য দ্রোণের আদেশে অর্জুন গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত পাঞ্চালরাজ্য জয় করিয়া গর্বিত নৃপতি দ্রুপদকে বন্দী করিয়া আনিয়াছেন এবং আচার্যও দ্রুপদকর্তৃক পূর্বকৃত অপমানের প্রতিশোধ লইয়া পাঞ্চাল-রাজকে মুক্তি দিয়াছেন। পাণ্ডবগণের শৌর্যবীর্যের বার্তা সকল দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ততঃ সংবৎসরস্যান্তে যৌবরাজ্যায় পার্থিব।
স্থাপিতো ধৃতরাষ্ট্রেণ পাণ্ডুপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ॥ আদি ১৩৯।১

—তাহার একবৎসর পর ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক যুধিষ্ঠির যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন।

অল্প দিনের মধ্যে ধৃতি, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতা, দযা প্রভৃতি চরিত্রগুণে যুধিষ্ঠির তাঁহার পিতার কীর্তিকেও ম্লান করিয়া দিলেন।

ধৃতি-স্থৈর্য্যসহিষ্ণুত্বাদানৃশংস্যাৎ তথার্জ্জবাৎ।

পিতুরন্তদ্দধে কীর্ত্তিং শীলবৃত্তসমাধিভিঃ ॥ আদি ১৩৯।২, ৩

ইহাতে প্রজাবৃন্দ পাণ্ডবগণের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। এবার পুত্রস্নেহাতুর ধৃতরাষ্ট্র প্রমাদ গণিতে লাগিলেন[৭] এবং পাণ্ডবদের অহিত চিন্তায় তাঁহার নিদ্রা তিরোহিত হইল।

অতঃপর ধৃতরাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রে বারণাবতে গমন, জতুগৃহ হইতে মুক্তিলাভ, একাচক্রাতে বাস ইত্যাদি অশেষ দুর্গতিতে পাণ্ডবগণের কিছুকাল অতিবাহিত হইয়াছে।

বারণাবতে যাত্রার সময় পাণ্ডবহিতৈষী মহামতি বিদুর সর্বসমক্ষে সাধারণের অবোধ্য ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে নানা বিষয়ে সতর্ক করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির ব্যতীত অপর কেহ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। যুধিষ্ঠির ম্লেচ্ছভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন।[৮]

একচক্রায় এক কুম্ভকারের বাড়ীতে গুপ্তভাবে অবস্থানকালে অর্জুন স্বয়ংবর-সভায় লক্ষ্যবেধ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণবেশী অর্জুনের এই বিজয়ে সভায় উপস্থিত পাণিপ্রার্থী রাজন্যবৃন্দ স্থির থাকিতে পারিলেন না। পাঞ্চালরাজ ব্রাহ্মণকেই কন্যাসম্প্রদান করিতেছেন দেখিয়া তাঁহারা দ্রুপদকে আক্রমণ করিয়াছেন। আক্রমণের প্রচণ্ডতা দেখিযা যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবকে সঙ্গে লইযা আপন বাসস্থানে প্রস্থান করিলেন। ভীম ও অর্জুনের বীরত্বে রাজন্যবৃন্দ পরাজিত হইলেন।[৮] এই ব্যাপারে যুধিষ্ঠিরের যেন যুদ্ধভীরুতা প্রকাশ পাইতেছে। নকুল এবং সহদেবও তখন শিশু নহেন। পাণ্ডবগণের জ্যেষ্ঠানুক্রমে বয়সের পরস্পর তফাত্ এক বৎসর মাত্র। সুতরাং নকুল ও সহদেব ছিলেন অর্জুনের মাত্র এক বৎসরে কনিষ্ঠ।

অনুসংবৎসরং জাতা অপি তে কুরুসত্তমাঃ।
পাণ্ডুপুত্রা ব্যরাজন্ত পঞ্চ সংবৎসরা ইব ॥ আদি ১২৪।২২

গৃহাগত দ্রৌপদীকে দেখিযা যুধিষ্ঠিরও প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। পাঁচ ভাই কিরূপে দ্রৌপদীর পতি হইবেন—এই বিষয়ে পরে তিনি সন্দিগ্ধ দ্রুপদের নিকট জননীর আদেশের কথা ব্যক্ত করিলেও আপন মনোভাব গোপন করিতে পারেন নাই।[৯]

অবশেযে পাঁচ ভাই যথাক্রমে পাঞ্চালীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। পাণিগ্রহণের পর দেবর্ষি নারদের উপদেশে পাণ্ডবগণ একটি নিয়ম স্থাপন করিলেন—পাঞ্চালী যে-সময়ে যাঁহার সহিত পত্নীরূপে বাস করিবেন, সেইসময়ে তিনি ব্যতীত অপর ভ্রাতা পাঞ্চালীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে পারিবেন না, প্রবেশ করিলে বার বৎসর ব্রহ্মচর্যগ্রহণ করিয়া অরণ্যে বাস করিতে হইবে।[১০]

ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের অভ্যুদয়ের বার্তা জানিয়া চিন্তিত হইলেন। শক্তিশালী পাণ্ডবগণকে এইভাবে আর বঞ্চনা করা সম্ভবপর হইবে না মনে করিয়া তিনি পরম সমাদবে তাঁহাদিগকে রাজধানীতে আনাইলেন এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরের পরামর্শে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভীত হইয়া তাঁহাদিগকে অর্ধরাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে পাণ্ডবগণ খাণ্ডবপ্রস্থে ইন্দ্রপ্রস্থনামে নূতন পুরী নির্মাণ করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন।[১১]

দ্রৌপদীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরেব একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার নাম ছিল প্রতিবিন্ধ্য।[১২]

যুধিষ্ঠিরের আরও একজন ভার্যা ছিলেন। তাঁহার নাম দেবিকা। তিনি ছিলেন গোবাসন শৈব্যের দুহিতা। স্বয়ংবর-সভায় তিনি যুধিষ্ঠিরকে বরণ করিয়াছিলেন। দেবিকারও একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। তাহার নাম ছিল—যৌধেয়।[১৩] অশ্বত্থামা এই পুত্রগণকে হত্যা করিয়াছিলেন।[১৪]

ইন্দ্রপ্রস্থে ময়-দানবের দ্বারা আশ্চর্যজনক সভাগৃহ নির্মাণ করাইয়া যুধিষ্ঠির পরম সুখে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। তাঁহার চরিত্রগুণে এবং সু-শাসনে নানা দেশ হইতে বহু গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ঋষিগণ সমভিব্যাহারে দেবর্ষি নারদ তাঁহার সভায় উপস্থিত হইয়া রাজধর্ম বিষয়ে তাঁহাকে বহু অমূল্য উপদেশ দিয়াছেন এবং তাঁহার ধর্মজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া পরম সন্তোষলাভ করিয়াছেন।[১৫]

অনুগৃহ্ণন্ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বধর্ম্মভৃতাং বরঃ।
অবিশেষেণ সর্ব্বেষাং হিতং চক্রে যুধিষ্ঠিরঃ॥ সভা ১৩।৭

—সকল প্রজার প্রতি সমভাবে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া ধার্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সকলের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন।

রাজসূয়-যজ্ঞে দীক্ষিত হইবার পূর্বে তিনি তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ, ঋত্বিক্‌গণ, পুরোহিত ধৌম্য, কৃষ্ণ, অমাত্যবর্গ এবং বেদব্যাসাদি গুরুজনের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন।[১৬] মন্ত্রণাপ্রিয়তা তাঁহার চরিত্রের অন্যতম গুণ। রাজসূয়-যজ্ঞে তিনি সকলকেই যথারীতি আমন্ত্রণ করিয়াছেন। নকুলকে হস্তিনাপুরে পাঠাইয়া ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ প্রণম্য ব্যক্তিগণকে এবং দুর্যোধনাদি ভ্রাতৃবর্গকেও সসম্মানে আমন্ত্রণ করিয়াছেন।[১৭] আত্মীয়বান্ধব ছাড়াও নানা দেশের অসংখ্য ব্যক্তি তাঁহার যজ্ঞে আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সমাগত নৃপতিবৃন্দ ও যজ্ঞদর্শক সকল ব্যক্তিকেই তিনি পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। তাঁহার সৌজন্যে কিছুমাত্র ত্রুটি লক্ষিত হয় নাই। যজ্ঞের বিভিন্ন কর্মের ভার তিনি যেভাবে ন্যস্ত করিয়াছিলেন—তাহাতেও তাঁহার বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভক্ষ্য-ভোজ্যাদির ব্যবস্থাপনে দুঃশাসনকে, ব্রাহ্মণগণের পরিচর্যায় অশ্বত্থামাকে এবং রাজন্যবর্গের অভ্যর্থনায় সঞ্জয়কে নিয়োগ করা হইয়াছিল। সমস্ত কর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে কি না—তাহা দেখা-শোনা করিবার নিমিত্ত যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যকে বরণ করিয়াছিলেন। স্বর্ণ ও মণিমাণিক্যাদির তত্ত্বাবধান এবং যজ্ঞে যথোপযুক্ত দক্ষিণাদি প্রদানের ভার পড়িয়াছিল কৃপাচার্যের উপর। বাহ্লিক, ধৃতরাষ্ট্র, সোমদত্ত এবং জয়দ্রথ নিজের গৃহের ন্যায় সর্ববিষয়ে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহামতি বিদুর ব্যয়বিভাগে বৃত হইয়াছিলেন। রাজন্যবর্গের প্রদত্ত উপঢৌকন গ্রহণ করিতে দুর্যোধনকে ভার দেওয়া হইয়াছিল। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের পাদক্ষালনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।[১৮]

সেই যজ্ঞেই ভীষ্মের নির্দেশে শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্যপ্রদানের জন্য কৃষ্ণদ্বেষী শিশুপাল কৃষ্ণ ও ভীষ্মকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দেন এবং কৃষ্ণকর্তৃক নিহত হন।

যজ্ঞ সমাপ্তির পরে যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, শিশুপালের নিধনে কোন উৎপাতের সূচনা হইতেছে কি না। ব্যাসদেব উত্তরে বলিয়াছেন—'রাজন্, ইহাতে একটি প্রচণ্ড অমঙ্গলের সূচনা হইয়াছে, তের বৎসর ব্যাপিয়া ক্ষত্রিয়কুল বিনাশের নিমিত্ত একটি প্রস্তুতি চলিবে। দুর্যোধনের অপরাধে তোমাকে নিমিত্ত করিয়াই এই ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠিত হইবে'। ব্যাসের বাক্য শুনিয়া যুধিষ্ঠির চিন্তাকুল হইলেন। তিনি ভ্রাতৃবর্গকে বলিলেন—'এখন হইতে তের বৎসর কাহাকেও কিছুমাত্র দুর্বাক্য বলিব না, জ্ঞাতিবর্গের অনুগত হইয়া থাকিব। কোনপ্রকার ভেদনীতি বা যুদ্ধবিগ্রহাদিতে লিপ্ত হইব না'। ভ্রাতৃগণও যুধিষ্ঠিরের এই প্রতিজ্ঞা সমর্থন করিয়াছেন।[১৯]

এই দিকে যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্যদর্শনে শ্রীকাতর দুর্যোধন সেইসকল ঐশ্বর্য আত্মসাৎ করিবার নিমিত্ত পণপূর্বক দ্যূতক্রীড়ার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। কর্ণ, শকুনি প্রভৃতির অনুমোদন-ক্রমে এই পরামর্শই যখন স্থির হইল, তখন কপটাচার শকুনি দুর্যোধনকে বলিয়াছেন—

দ্যূতপ্রিয়শ্চ কৌন্তেয়ো ন স জানাতি দেবিতুম্।
সমাহূতশ্চ রাজেন্দ্রো ন শক্ষ্যতি নিবর্ত্তিতুম্ ॥ সভা ৪৮।১৯

—মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত, কিন্তু তিনি ক্রীড়ায় অভিজ্ঞ নহেন। তাঁহাকে আহ্বান করিলে তিনি নিবৃত্ত হইতে পারিবেন না।

যুধিষ্ঠিরের দ্যূতাসক্তিরূপ দুর্বলতার বিষয় সকলেই জানিতেন। এই দ্যূতাসক্তিই তাঁহার সর্ববিধ দুর্ভাগ্যের কারণ।

শকুনির অনুরোধে দুর্বলচিত্ত ঈর্ষাতুর ধৃতরাষ্ট্রও মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরের নিষেধে কর্ণপাত না করিয়া যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিবার নিমিত্ত বিদুরকেই ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠাইয়াছেন। এই ক্রীড়া যে একটি ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নহে—বিদুরের মুখে ইহা শুনিয়াও যুধিষ্ঠির বলিলেন—

আহূতোঽহং ন নিবর্ত্তে কদাচিৎ
তদাহিতং শাশ্বতং বৈ ব্রতং মে। সভা ৫৮।১৬

—আহূত হইলে আমি কখনও নিবৃত্ত হই না। ইহা আমার চিরদিনের ব্রত।

এই সঙ্কল্পের কথা বলিয়াই তিনি সপরিবারে যাত্রার আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন। এই ব্যাপারে ভাইদের এবং দ্রৌপদীর পরামর্শ শুনিবার কথাও তাঁহার মনে হয় নাই। ভবিষ্যতের শোচনীয় ফলের বিষয় মনে মনে বুঝিয়াও তিনি কাহারও মতামতের অপেক্ষা করেন নাই। ইহা শুধু দুর্দৈব বলিয়া মনে করা যায় না। ইহাতে তাঁহার হঠকারিতাই প্রকাশ পাইয়াছে।

হস্তিনার রাজসভায় উপস্থিত হইয়াও শকুনির কথাবার্ত্তায় যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছেন। শকুনি তাঁহাকে বলিলেন—'যদি তুমি ভীত হইয়া থাক, তবে এই দ্যূতক্রীড়ায় নিবৃত্ত হওয়াই উচিত'। যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন—

আহূতো ন নিবর্ত্তেয়মিতি মে ব্রতমাহিতম্।
বিধিশ্চ বলবান্ রাজন্ দিষ্টস্যাস্মি বশে স্থিতঃ ॥ সভা ৫৯।১৮

—দ্যূতক্রীড়ায় আহূত হইলে আমি নিবৃত্ত হইব না—এই আমার সঙ্কল্প। নিয়তির ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে, অদৃষ্টের বশে আছি।

যুধিষ্ঠিরের এই সঙ্কল্পের মধ্যে মহত্ত্ব বা পৌরুষ দেখিতেছি না।

দ্যূতক্রীড়ায় তাঁহার দারুণ পরাজয় ঘটিতে লাগিল। পণ রাখিয়া তিনি একে একে সর্বস্ব হারাইলেন। এমন কি, অবশেষে আপনাকে, ভ্রাতৃগণকে এবং দ্রৌপদীকেও পণে হারিয়া দুর্যোধনের অধীনতা স্বীকার করিলেন। খেলার নেশায় তাঁহার বিবেক-বুদ্ধি যেন তিরোহিত হইয়াছিল। তখন তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন বলিয়া মনে করা যায় না। স্থিরমতি যুধিষ্ঠিরের এই বুদ্ধিভ্রংশ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই।

সভামধ্যে ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া এবং ভীষ্ম বিদুরাদির বাক্যে, আর নানাবিধ উৎপাত দর্শনে ধৃতরাষ্ট্র ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি দ্রৌপদীকে বর দিয়া সকলকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিলেন এবং দ্যূতজিত সম্পত্তি পুনরায় প্রত্যর্পণ করিয়া পাণ্ডবগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে যাইবার অনুমতি দিলেন।

পাণ্ডবগণ সপরিবারে ইন্দ্রপ্রস্থে চলিয়া যাওয়ার পর দুর্যোধন পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, পাণ্ডবগণ কিছুতেই এই লাঞ্ছনা ভুলিতে পারিবেন না। সুতরাং বার বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের পণ রাখিয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতে আহ্বান করা হউক। সম্মোহিত ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম, বিদুর, গান্ধারী প্রমুখ হিতাকাঙ্ক্ষীদের নিষেধকে উপেক্ষা

করিয়া পুনরায় প্রতিকামীকে পাঠাইয়া যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিলেন। আবার ভ্রাতৃগণ সহ—

জানংশ্চ শকুনের্মায়াং পার্থো দ্যুতমিয়াৎ পুনঃ। সভা ৭৬।৬

—শকুনির কপটাচরণ জানিয়াও যুধিষ্ঠির পুনরায় দ্যুতক্রীড়ায় উপস্থিত হইলেন।

এবারও শকুনির সহিত ক্রীড়ায় পরাজিত হইলেন। দ্যুতক্রীড়ায় আহূত হইলে নিবৃত্ত হওয়া ক্ষত্রধর্মে গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হয়, এরূপ কথাও যুধিষ্ঠির এবং অর্জুনের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।[১০] কিন্তু এই কথার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া যুধিষ্ঠিরের দোষকে লঘু করা চলিবে না। কারণ প্রথমবারের দ্যূতে আহূত হইয়া আহ্বান গ্রহণ করা উচিত কি না—এই বিষয়ে যুধিষ্ঠির প্রথমতঃ বিদুরের পরামর্শ চাহিয়াছেন। বিদুর দ্যূতক্রীড়াকে অনর্থের হেতু বলাতেও তিনি নিবৃত্ত হন নাই।[১১] দ্যূতক্রীড়ার আহ্বান ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অবশ্য গ্রহণীয় হইলে বিদুরের পরামর্শ চাহিবার অবকাশ কোথায়? কৃষ্ণও বনবাসী যুধিষ্ঠিরকে পবে বলিয়াছেন যে, তিনি উপস্থিত থাকিলে এই দ্যূতক্রীড়া নিশ্চয়ই নিবারণ করিতেন।[১২]

দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণের সহিত বনে যাত্রা করিলেন। পুরোহিত ধৌম্যও তাঁহাদেব সঙ্গে ছিলেন। প্রজাবৃন্দ নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাদের অনুগমন করিতেছিলেন। যুধিষ্ঠিব নানাপ্রকারে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছেন। এই ঘটনায় বিদুর নিতান্ত মর্মাহত হইয়া পাণ্ডবগণকে বহুভাবে প্রবোধ দিয়া তাঁহাদের দুঃখভাব লাঘব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পাণ্ডবগণ পশ্চিম দিকে বন হইতে বনান্তরের মধ্য দিয়া সরস্বতীনদীর তীরে অবস্থিত মুনিগণের প্রিয় বাসভূমি কাম্যকবনে উপস্থিত হইলেন। (হিতবক্তা বিদুর ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক অপমানিত হইয়া সেই বনেই যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।)

যুধিষ্ঠির এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণেব সত্যনিষ্ঠাকে তাঁহাদের পরম শত্রু শকুনি, কর্ণ প্রমুখ ব্যক্তিগণও শ্রদ্ধা করিতেন। বিদুরের পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় পাণ্ডবগণকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন—দুর্যোধন এইপ্রকার আশঙ্কা প্রকাশ করিলে পর শকুনি বলিয়াছেন—

সত্যবাক্যে স্থিতাঃ সর্বে পাণ্ডবা ভরতর্ষভ।
পিতুস্তে বচনং তাত ন গ্রহীষ্যন্তি কর্হিচিৎ॥ বন ৭।৮

—হে রাজন্, সকল পাণ্ডবই সত্যনিষ্ঠ। তোমার পিতার বাক্যে তাঁহারা বনবাসের প্রতিজ্ঞা কখনও লঙ্ঘন করিবেন না।

কর্ণও বলিয়াছেন—

নাগমিষ্যন্তি তে ধীরা অকৃত্বা কালসংবিদম্॥ বন ৭।১৩

—সেই স্থিরবুদ্ধি পাণ্ডবগণ প্রতিজ্ঞাত সময় অতিক্রম না করিয়া প্রত্যাবর্তন করিবেন না।

ঘোষযাত্রার পূর্বেও দেখা যায়, পাণ্ডবগণের নিকটস্থ বনে যাওয়া উচিত হইবে কি না—এই বিষয়ে দুর্যোধনাদি মন্ত্রণা করিতেছেন। তখনও ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরেব সহিষ্ণুতার কথা বলিয়াছেন এবং শকুনি যুধিষ্ঠিরের ধর্মনিষ্ঠার কথা সকলকে শোনাইয়াছেন—

ধর্ম্মরাজো ন সংক্রুধ্যেৎ। বন ২৩৮।৯

ধর্ম্মজ্ঞঃ পাণ্ডবো জ্যেষ্ঠঃ। বন ২৩৮।১৮

কাম্যকবনে অবস্থানকালে কৃষ্ণও পাণ্ডবগণকে দেখিতে আসিয়া কিছুদিন তাঁহাদের সঙ্গে বাস করিয়াছেন। কৃষ্ণ দ্বারকায় চলিয়া যাইবার পর যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে প্রবেশ করেন। অনেক মুনি-ঋষি ও ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া যুধিষ্ঠির সদালোচনায় দিন

কাটাইতেছিলেন। একদা সায়ংকালে দ্রৌপদী ও পঞ্চপাণ্ডব একত্র বসিয়া নিজেদের দুঃখের কথা স্মরণ করিতেছেন। দুঃখে ও অপমানে দ্রৌপদী নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া অত্যধিক ক্ষমাশীলতার জন্য ভর্ৎসনার সুরে যুধিষ্ঠিরকে উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু নির্বিকার যুধিষ্ঠির শান্ত বচনে পুনঃপুনঃ ক্ষমাবই মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। তিনি বলিযাছেন—

এতদাত্মবতাং বৃত্তমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
ক্ষমা চৈবানৃশংস্যঞ্চ তৎ কর্ত্তাস্ম্যহমঞ্জসা ॥ বন ২৯।৫২

—ক্ষমা এবং দযাই যথার্থতঃ সৎপুরুষের ধর্ম. আমি সর্বতোভাবে সেই ধর্মই অবলম্বন কবিয়াছি।

দ্রৌপদীর নানাবিধ উত্তেজক বচনের পর ভীমসেনও পুনরায় সদম্ভ উক্তিব দ্বারা যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন. অবিলম্বে দুর্যোধনকে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির ধর্ম ও সত্যরক্ষার দোহাই দিয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পরে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ. কর্ণ প্রমুখ বীরগণ যে দুর্যোধনকে যুদ্ধে প্রাণপণে সাহায্য করিবেন, তাহাও বলিযাছেন।[২৩]

এই সময়ে অকস্মাৎ মহাযোগী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেখানে উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে 'প্রতিস্মৃতি' বিদ্যা দান করিয়া বলিয়াছেন যে, এই বিদ্যার প্রভাবে অর্জুন. ইন্দ্র, রুদ্র প্রমুখ দেবতাদের প্রসাদে অনেক দিব্যাস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারিবেন এবং যুদ্ধে অজেয় হইবেন। অতঃপর পুনরায় অন্য বনে যাইবার নিমিত্ত উপদেশ দিয়া মহর্ষি অন্তর্হিত হইয়াছেন।[২৪]

পাণ্ডবগণ দ্বৈতবন পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় কাম্যকবনে প্রবেশ করিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহার প্রাপ্ত প্রতিস্মৃতি বিদ্যায অর্জুনকে দীক্ষিত করেন। অর্জুন সেই বিদ্যার প্রভাবে অনেক দিব্যাস্ত্র লাভ করিযাছেন। বনবাসী হইয়াও যুধিষ্ঠির প্রত্যহ বহু ব্রাহ্মণ এবং স্নাতক প্রভৃতিকে ভক্ষ্যভোজ্যাদির দ্বাবা পরিতৃপ্ত করিতেন। পাণ্ডবগণেব স্বাস্থ্য কিছুমাত্র খারাপ হয নাই। বন্য হরিণাদির মাংসই ছিল তাঁহাদের প্রধান খাদ্য।[২৫]

একদা মহর্ষি বৃহদশ্ব কাম্যকবনে উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের দুঃখ লাঘবের নিমিত্ত নল-দয়মন্তীর উপাখ্যান কীর্তন করিয়াছেন। মহর্ষি 'অক্ষহৃদয়'-বিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন। অক্ষহৃদয় জানা থাকিলে অক্ষক্রীড়ায় অজেয় হওয়া যায। যুধিষ্ঠির বৃহদশ্ব হইতে এই বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[২৬]

অর্জুন যখন অস্ত্র সংগ্রহের নিমিত্ত দেবলোকে গিয়াছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদ, মহর্ষি লোমশ ও পুরোহিত ধৌম্য যুধিষ্ঠিরের নিকট অনেক তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। তাঁহাদের বর্ণনা শুনিয়া যুধিষ্ঠিরও মহর্ষি লোমশ, পুরোহিত ধৌম্য, দ্রৌপদী, ভ্রাতৃগণ ও ইন্দ্রসেনাদি ভৃত্যগণকে সঙ্গে লইয়া তীর্থপর্যটনে যাত্রা করিয়াছেন। অনেক তীর্থ পর্যটন ও তীর্থকৃত্য সম্পাদনের পর তাঁহারা নরনারায়ণাশ্রমে (বদরিকাশ্রম) আসিয়া বাস করিতেছিলেন। এই সময়ে পাণ্ডবগণের বনবাসের চারিবৎসর গত হইয়াছে। হিমালয়ে গন্ধমাদন-পর্বতে বসতির সময় অর্জুন দেবলোক হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সকলের সহিত মিলিত হইয়াছেন।[২৭]

হিমালয়ে ভ্রমণকালে অজগররূপী নহুষের সহিত যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাৎকার হয়। যুধিষ্ঠির অজগরের অনেক জটিল প্রশ্নের যেরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিদ্যাবত্তায বিস্মিত হইতে হয়। বনপর্বের অন্তর্গত এই প্রকরণ 'আজগর-পর্ব' নামে প্রসিদ্ধ। মহর্ষি অগস্ত্যেব অভিসম্পাতে নহুষ অজগরত্ব প্রাপ্ত হন। নহুষের ক্ষমাপ্রার্থনায় মহর্ষি

অগস্ত্য বলিয়াছিলেন যে, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে শাপের অবসান ঘটিবে ।[২৮]

অতঃপর পাণ্ডবগণ পুনরায় কাম্যকবনে ফিরিয়া আসিয়াছেন । এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ও মহামুনি মার্কণ্ডেয় পাণ্ডবগণের সহিত দেখা করিতে আসেন ।[২৯] প্রথম সাক্ষাৎকারের পরেই কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের ধীরতা ও সহিষ্ণুতার বহু প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন—

> ন গ্রাম্যধর্ম্মেষু রতিস্তবাস্তি,
> কামান্ন কিঞ্চিৎ কুরুষে নরেন্দ্র ।
> ন চার্থলোভাৎ প্রজহাসি ধর্ম্মং
> তস্মাৎ প্রভাবাদসি ধর্ম্মরাজঃ ॥ বন ১৮৩।১৮

—মহারাজ ! তুমি জিতেন্দ্রিয়, লোভবশে তুমি কোন কাজ কর না, অর্থের লোভে তুমি ধর্মকে ত্যাগ কর না । সেই ধর্মের প্রভাবেই তুমি 'ধর্মরাজ' নামে খ্যাত হইয়াছ ।

যুধিষ্ঠির দীর্ঘজীবী মুনিবর হইতে অনেক ধর্মকথা এবং লোক-ব্যবহারের বিষয় শ্রবণ করিয়াছেন । বনপর্বের অন্তর্গত সেই প্রকরণ 'মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব' নামে খ্যাত । সেই প্রকরণে যুধিষ্ঠিরের প্রত্যেক প্রশ্নে তাঁহার ধর্মজ্ঞতা, বিনয় ও শিষ্যসুলভ মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে ।

অতঃপর তাঁহারা পুনরায় দ্বৈতবনে প্রবেশ করিলেন ।[৩০] অহঙ্কৃত দুর্যোধন পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীর দীনবেশ দেখিয়া সমধিক উল্লাস করিবার উদ্দেশ্যে অরণ্যযাত্রা করিলেন । তাঁহার পার্ষদগণ, ভার্যাগণ এবং সৈন্য-সামন্তকেও সঙ্গে লইলেন । তিনি প্রকাশ্যে প্রচার করিলেন 'ঘোষযাত্রা' করিতেছেন, অর্থাৎ অরণ্যে তাঁহার গোধনরক্ষকগণের বাসস্থানে যাইয়া গোধন দর্শন করিবেন । সেখানে যাওয়ার পরেই সেখানকার অধিপতি গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ উপস্থিত হয় । সেই যুদ্ধে কৌরবসেনা ও কর্ণাদি বীরগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন এবং দুর্যোধন, দুঃশাসন, দুর্বিষহ প্রমুখ বীরগণ ও তাঁহাদের ভার্যাগণ গন্ধর্বরাজের হাতে বন্দী হইলেন ।[৩১] দুর্যোধনের সৈনিকগণ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পাণ্ডবগণকে এই সংবাদ জানাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল । ভীম এই সংবাদে আনন্দিত হইলেন এবং গন্ধর্বরাজ তাঁহাদেরই আনুকূল্য করিয়াছেন বলিয়া উল্লাস করিতে লাগিলেন । যুধিষ্ঠির ভীমকে বলিলেন—আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত নহে ।

> যদা তু কশ্চিজ্জ্ঞাতীনাং বাহ্যঃ প্রার্থয়তে কুলম্ ।
> ন মর্ষয়ন্তি তৎ সন্তো বাহ্যেনাভিপ্রধর্ষণম্ ॥ ইত্যাদি । বন ২৪২।৩-৭

—বাহিরের কোন ব্যক্তি যদি জ্ঞাতিদের অপমান করে, তবে সজ্জনগণ তাহা সহ্য করেন না । দুর্যোধনের এই অপমান আমাদের বংশের সকলেরই অপমান । সুতরাং হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা যুদ্ধার্থ সজ্জিত হও, শীঘ্র দুর্যোধন প্রভৃতিকে মুক্ত কর ।

মূল মহাভারতে না থাকিলেও এখানে যুধিষ্ঠিরের উক্তিরূপে একটি শ্লোক গুরুপরম্পরায় শোনা যায় । শ্লোকটি অন্যত্র (শা-৮০ তম অ) নীলকণ্ঠের টীকায় জ্ঞাতিদের সহিত ব্যবহারের প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইয়াছে । যথা—

> পরস্পর-বিরোধে হি বয়ং পঞ্চ চ তে শতম্ ।
> অন্যৈঃ সহ বিরোধে তু বয়ং পঞ্চোত্তরং শতম্ ॥

—আমরা এবং দুর্যোধনাদির মধ্যে পরস্পর বিরোধের বেলা আমরা পাঁচ ভাই, আর তাঁহারা একশত ভাই, কিন্তু অপর কাহারও সহিত বিরোধের বেলা মিলিতভাবে আমরা একশত পাঁচ ভাই ।

এই ব্যাপারে ক্ষমাশীল যুধিষ্ঠিরের দেবচরিত্র প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার তুলনা দুর্লভ। তিনি ভ্রাতৃগণকে আরও বলিয়াছেন যে, যুদ্ধ না করিয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে কার্যসিদ্ধির চেষ্টা করিবে। তাহাতে ফল না হইলে অগত্যা যুদ্ধ করিতে হইবে। শেষ পর্যন্ত তাঁহাদিগকে যুদ্ধই কবিতে হইল। দেবরাজ ইন্দ্র দুর্যোধনাদির দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া গন্ধর্বরাজের দ্বারা দুর্যোধন প্রভৃতির এই দুর্গতি ঘটাইয়াছিলেন, ইহাও গন্ধর্বরাজ প্রকাশ করিলেন।

দুর্যোধনকে মুক্ত কবিয়া যুধিষ্ঠির তাঁহাকে উপদেশ দিলেন—

মাস্ম তাত পুনঃ কার্ষীরীদৃশং সাহসং ক্বচিৎ।
ন হি সাহসকর্ত্তারঃ সুখমেধন্তি ভারত॥ বন ২৪৫।২২

—বৎস, কখনও আর এইপ্রকাব হঠকারিতা করিবে না। হঠকারিগণ কখনও সুখী হন না।

অপমানে ও লজ্জায় মৃতকল্প দুর্যোধন ধর্মরাজকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। পাণ্ডবগণ তপস্বিগণের সহিত দ্বৈতবনে সানন্দে বাস করিতে লাগিলেন।

একদা রাত্রিতে যুধিষ্ঠির স্বপ্নে দেখিলেন যে, দ্বৈতবনের মৃগগুলি তাহাদের বংশ নির্মূল না করিবাব নিমিত্ত তাঁহার নিকট করুণ প্রার্থনা জানাইতেছে। পব দিবস প্রভাতে তিনি সকলকে এই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিয়া এক বৎসর আট মাস দ্বৈতবনে বাস করিবার পর পুনরায় কাম্যক-বনে যাত্রা করিলেন। সেখানে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে পর তাঁহাদের বনবাসের এগার বৎসর পূর্ণ হইল। এই সময়ে একদা মহর্ষি ব্যাসদেব সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বহু উপদেশ দিয়াছেন এবং তের বৎসব পূর্ণ হইলে তাঁহারা পুনরায় অপহৃত ঐশ্বর্য ফিরিয়া পাইবেন—এই আশীর্বাদ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন।

এক সময়ে অতিক্রোধন দুর্বাসা মুনি দুর্যোধনের পরিচর্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে তিনি বর চাহিলেন—দ্রৌপদীর ভোজনের পর একদিন যেন সশিষ্য দুর্বাসা যুধিষ্ঠিরেব অতিথিরূপে বনে উপস্থিত হন। মুনি তাহাই করিলেন। যুধিষ্ঠির পরম ভক্তিভরে তাঁহার পরিচর্যা করিয়াছেন, কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। যদিও দ্রৌপদীর কাতর আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে এই বিপদে রক্ষা করিয়াছেন, তথাপি দুর্বাসা যুধিষ্ঠির হইতে ভয়ের আশঙ্কা করিয়া শিষ্যগণকে বলিয়াছেন—

বৃথা পাকেন বাজর্ষেরপরাধঃ কৃতো মহান্।
মাস্মানধাক্ষুর্দৃষ্টৈব পাণ্ডবাঃ ক্রূরচক্ষুষা॥ ইত্যাদি। বন ২৬২।৩২-৩৪

—আমরা রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরের অতিথি হইয়া ভক্ষ্যভোজ্যাদি পাক করাইয়া তাঁহার নিকট অপরাধী হইয়াছি। ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপে পাণ্ডবগণ যেন আমাদিগকে দগ্ধ না করেন। পাণ্ডবগণ ধার্মিক, বীর, কৃতবিদ্য এবং তপস্বী।

এই বলিয়া দুর্বাসা শিষ্যগণ সহ পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন। এখানে দুর্বাসা 'রাজর্ষি' বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া ধর্মরাজের তপঃশক্তিব কথা বলিয়াছেন।

বনে পর্ণশালায় বাস করিলেও যুধিষ্ঠির অতিশয় অতিথিপরায়ণ ছিলেন। দ্রৌপদী তাঁহাকে 'প্রিয়াতিথি' বলিয়াছেন। পাঁচ ভাই মৃগয়া দ্বারা প্রচুর মৃগমাংস আহরণ করিতেন। তাহাতেই অতিথিসেবা ও নিজেদের আহার সম্পন্ন হইত।

দ্রৌপদীহারী জয়দ্রথ যুধিষ্ঠিরের কৃপাতেই প্রাণে বাঁচিয়াছেন, ভীম জয়দ্রথের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহাকে তপস্বিপরিবৃত যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর নিকট উপস্থিত করিলে পর ভীমের আদেশে জয়দ্রথ যুধিষ্ঠিরের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির জয়দ্রথের দুর্দশা দেখিয়া তাঁহাকে মুক্তি দিয়া বলিয়াছেন—

অদাসো গচ্ছ মুক্তোঽসি মৈবং কার্ষীঃ পুনঃ ক্বচিৎ।

ধর্মে তে বর্দ্ধতাং বুদ্ধির্মা চাধর্মে মনঃ কৃথাঃ ॥ বন ২৭১।২১-২৩
—তোমাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিলাম, আর কখনও এরূপ কাজ করিবে না। ধর্মে তোমার মতি হউক, অধর্ম আচরণ করিবে না।

এইপ্রকার ক্ষমার উদাহরণ জগতে দুর্লভ। ধর্মরাজ যেন ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। তাঁহার প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি অত্যন্ত সংযত ছিল।

দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় বিষণ্ণ যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া মহামুনি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে রামায়ণের ঘটনা এবং সাবিত্রীর উপাখ্যান শোনাইয়াছেন।

অতঃপর পাণ্ডবগণ পুনরায় দ্বৈতবনে চলিয়া গেলেন। একদা এক ব্রাহ্মণ তাঁহার অরণী (যজ্ঞের অগ্নি উত্থিত করিবার কাষ্ঠখণ্ড) ও মন্থ (অগ্নিপ্রজ্বালনের মন্থন দণ্ড) একটি গাছে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। কোনও হরিণের শৃঙ্গে তাহা সংলগ্ন হইলে পর হরিণটি দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মণ তাঁহার অরণী ও মন্থ পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত পাণ্ডবগণের শরণ লইলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলেন, কিন্তু বহু অন্বেষণ করিয়াও মৃগের সন্ধান পাইলেন না। গভীর অরণ্যে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পাণ্ডবগণ এক বটগাছের ছায়ায় বসিয়া পড়িলেন। যুধিষ্ঠিরের আদেশে নকুল গাছে চড়িয়া জলাশ্রিত বৃক্ষাদি দেখিয়া এবং সারসের ডাক শুনিয়া অনতিদূরে জলাশয়ের অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের আদেশে নকুল জল আনিতে যাত্রা করেন। তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া যুধিষ্ঠির সহদেবকে পাঠাইলেন। তিনিও ফিরিলেন না। এইরূপে ক্রমশঃ অর্জুন এবং ভীম গেলেন। তাঁহাদেরও বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া উৎকণ্ঠিত যুধিষ্ঠির সেই জলাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া চারি ভ্রাতার মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন। তিনি কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া জল পানের নিমিত্ত জলাশয়ে নামিবামাত্র অন্তরীক্ষে শুনিতে পাইলেন, কে যেন বলিতেছে—'আমি শৈবাল ও মৎস্যভোজী বক। তোমার চারি ভ্রাতাই আমার দ্বারা নিহত হইয়াছেন। এই জলাশয়ে আমার অধিকার। বৎস, সাহস দেখাইও না। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জল পান করিলে তোমারও মৃত্যু ঘটিবে। প্রশ্নের উত্তর দিয়া জল পান কর'। পরে বকরূপ যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে আপন যথার্থ স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন।

এরূপ দুঃখ ও শোকের সময়েও যুধিষ্ঠির বকের সকল প্রশ্নেরই চমৎকার উত্তর দিয়াছেন। প্রশ্ন যেরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ, উত্তরও সেইরূপ। সেইসকল উত্তরে যুধিষ্ঠিরের অনুপম প্রজ্ঞা প্রকাশ পাইয়াছে। উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া যক্ষ মৃত চারি ভাই-এর মধ্যে একজনের মাত্র জীবন দান করিতে চাহিলে যুধিষ্ঠির নকুলের জীবন প্রার্থনা করিয়াছেন। ভীম বা অর্জুনের জীবন না চাহিয়া নকুলের জীবন প্রার্থনার কারণ জানিতে চাহিলে যুধিষ্ঠির যক্ষকে বলিয়াছেন—'আমি জীবিত আছি, তাহাতেই জননী কুন্তী সপুত্রা রহিলেন। নকুল জীবিত থাকিলে জননী মাদ্রীরও পুত্র থাকিবেন। এইহেতু আমি নকুলের জীবন প্রার্থনা করি'। যুধিষ্ঠিরের সাধুতায় সন্তুষ্ট হইয়া যক্ষ ভীমাদি চারি ভ্রাতার জীবন দান করিলেন।

পরে যুধিষ্ঠিরের ধর্মজ্ঞতার প্রশংসা করিয়া যক্ষ তাঁহার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ছিলেন যুধিষ্ঠিরের জনক ধর্ম। যুধিষ্ঠিরের চরিত্র ও প্রজ্ঞা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনিই হরিণরূপে ব্রাহ্মণের অরণী ও মন্থ হরণ করিয়াছিলেন। অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর বিরাট-নগরে বাস করিবার উপদেশ দিয়া এবং ধর্মরাজকে পুনঃ পুনঃ আশীর্বাদ করিয়া ধর্ম অন্তর্হিত হইলেন। বনপর্বের অন্তিম পাঁচটি অধ্যায়ে এই ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। এই অধ্যায়পঞ্চককে 'আরণেয় পর্ব' বলা হয়।

যুধিষ্ঠির ধর্মের নিকট হইতে অরণী ও মন্থ আনিয়া ব্রাহ্মণকে দিলেন। পাণ্ডবগণের বনবাসের বার বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, এবার তাঁহারা অজ্ঞাতবাসের নিমিত্ত বিরাট-নগরকেই নির্বাচন করিলেন। অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিলেন—তিনি '**কঙ্ক**' এই ছদ্মনাম প্রকাশ কবিযা ব্রাহ্মণের বেশে বিরাট রাজার সভায় অবস্থান করিবেন। তাঁহার কাজ হইবে—দ্যূতক্রীডা দ্বাবা বিরাটের সন্তোষ-বিধান। বিরাট তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন, তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরেব প্রাণসম সখা ছিলেন।[৫৭] নিজেদের মধ্যে তাঁহার সাঙ্কেতিক নাম হইল—'জয'।

অপব চাবি ভাই ও দ্রৌপদী বিভিন্ন ছদ্মনাম গ্রহণ করিযা বিভিন্ন কর্মে বিরাটপুরে অজ্ঞাতবাস কবিবেন স্থির হইল। ধর্মরাজ পুরোহিত ধৌম্যকে অগ্নিহোত্র রক্ষার নিমিত্ত দ্রুপদেব পুবীতে এবং ইন্দ্রসেনাদি পরিচারকবর্গকে দ্বারকাপুরীতে পাঠাইয়া দিলেন। মৎস্যবাজের পুরে কিভাবে বাস করিতে হইবে—ইত্যাদি বিষযে ধৌম্য পাণ্ডবগণকে অমূল্য উপদেশ দিযাছেন। যুধিষ্ঠিব শ্রদ্ধার সহিত সেই উপদেশ শিবোধার্য করিয়াছেন।

বিবাট-নগবে প্রবেশেব পূর্বে যুধিষ্ঠির দুর্গাদেবীকে স্তুতি কবিযা দেবীব আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইযাছেন।[৫৮] বৈদূর্যমণিময পাশাব ঘুঁটিকে কাপডে বাঁধিয়া ব্রাহ্মণবেশে তিনি বিরাটের সভায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাব অনুপম কান্তি দেখিয়া মৎস্যপতি বিরাট তাঁহাকে নৃপতি বলিয়াই সন্দেহ কবিযাছেন। পবে তাঁহাব মুখে কৃত্রিম পরিচয় পাইয়াও পরম সমাদবে তাঁহাকে সভাসদ্‌রূপে স্থান দিযাছেন।[৫৯]

বিবাটেব শ্যালক দ্রৌপদীকে বিরাটেব সম্মুখেই পদাঘাত করাব পর দ্রৌপদী রাজসভায় বিচাবপ্রার্থিনী হইযা করুণভাবে অনেক কিছু বলিয়াছেন এবং গূঢ় ভাষায় পতিগণকে ধিক্কাব দিযাছেন। ভীত বিরাট বিচাব করিলেন না।

যুধিষ্ঠিবস্য কোপাত্তু ললাটে স্বেদ আগমৎ। বি ১৬।৩৯

—ক্রোধে যুধিষ্ঠিবেব কপাল ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিল।

তিনি দ্রৌপদীকে বলিলেন—সূর্যেব ন্যায় তেজস্বী তোমাব গন্ধর্বরূপ পতিগণ সম্ভবতঃ ভাবিতেছেন—এখন ক্রোধ প্রকাশের সময় নহে।[৬০]

বৃহন্নলার যুদ্ধবিজয়ের পবে বিরাটরাজা মনে করিলেন—তাঁহার পুত্র উত্তরেব বীরত্বেই কৌববপক্ষ পবাজিত হইয়াছেন। পবন্তু কঙ্কের মুখে বৃহন্নলার প্রশংসা শুনিয়া মৎস্যরাজের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি পাশাব ঘুঁটি ছুঁডিয়া যুধিষ্ঠিবেব মুখে এরূপ আঘাত করিলেন যে, তাঁহাব নাক দিযা বক্ত ঝরিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির অঞ্জলি পাতিয়া সেই বক্তের ভূমিপতন বন্ধ করিলেন। তাঁহার ইঙ্গিতে দ্রৌপদী একটি সুবর্ণপাত্র আনিয়া নাকের নীচে ধরিলেন। ঠিক সেই সময়ে উত্তব ও অর্জুন সভাদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। মৎস্যরাজ তাঁহাদিগকে সভায় উপস্থিত করিবার নিমিত্ত দৌবারিককে আদেশ দিলে যুধিষ্ঠির দৌবারিকের কাণে কাণে বলিলেন যে, বৃহন্নলাকে যেন এখনই উপস্থিত করা না হয়। যেহেতু তাঁহার শরীরে রক্ত দেখিলে বৃহন্নলা তাঁহার আঘাতকারীকে হত্যা করিবেন—বৃহন্নলার এইরূপ প্রতিজ্ঞা আছে।[৬১]

পরে উত্তবের কথায় মৎস্যরাজ কঙ্কের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে পর কঙ্ক বলিয়াছেন—

চিরং ক্ষান্তমিদং রাজন্ ন মন্যুর্বিদ্যতে মম। ইত্যাদি। বি ৬৮।৬৩-৬৫

—রাজন্, আমি আগেই ক্ষমা করিয়াছি। আমার দুঃখ হয় নাই। আমার রুধির ভূমিতে পডিলে সমগ্র রাষ্ট্রের সহিত আপনি বিনাশ প্রাপ্ত হইতেন। শক্তিশালী প্রভু ব্যক্তি হঠাৎ

এইপ্রকার নৃশংস কর্ম করিয়া থাকেন। এইজন্য আপনার এই কাজে আমি ক্রুদ্ধ হই নাই।
·যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে ক্ষমার উদাহরণ অসংখ্য। তিনি যথার্থই রাজর্ষি ছিলেন। অর্জুনও মৎস্যরাজকে পরে যুধিষ্ঠির সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

মহর্ষিকল্পো রাজর্ষিস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
বলবান্ ধৃতিমান্ সৌম্যঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়। বি ৭০।১৪

এই পরিচয়ে অর্জুন অত্যুক্তি করেন নাই।

পাণ্ডবগণেব প্রতিজ্ঞাত বনবাস ও অজ্ঞাতবাসেব কাল পূর্ণ হইয়াছে। অভিমন্যুর বিবাহ উপলক্ষ্যে কৃষ্ণ, বলরাম, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখ সকল আত্মীয়স্বজনই বিরাটনগরে উপস্থিত হইয়াছেন। বিবাহোৎসবেব পরদিন সকালবেলা বিবাটের সভায় সকলই মিলিত হইলে কৃষ্ণ সকলকে শোনাইয়া ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনাদির ব্যবহার ও পাণ্ডবগণের দীর্ঘদিনের দুঃখকষ্টেব কথা বলিলেন। তখনকার কর্তব্য সম্বন্ধে স্থির হইল যে, পাণ্ডবগণের রাজ্যার্ধ প্রত্যর্পণের নিমিত্ত ধার্মিক, শুচি, সৎকুলোৎপন্ন কোন ব্যক্তিকে দূতরূপে দুর্যোধন সমীপে প্রেরণ করা হইবে। পরন্তু শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধৃতবাষ্ট্র এবং দুর্যোধন হৃত রাজ্য প্রত্যর্পণ কবিবেন না। অতএব দূত প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতিও চলিতে থাকুক। বিভিন্ন দেশের নৃপতিগণকে স্বপক্ষে পাইবার নিমিত্ত শীঘ্রগামী দূতগণকে দেশে দেশে প্রেরণ করা হউক। অতঃপব কৃষ্ণ প্রমুখ সকল আত্মীয়স্বজনই আপন আপন গৃহে চলিয়া গেলেন, শুধু বয়োবৃদ্ধ পাঞ্চালবাজ দ্রুপদ মৎস্যবাজেব সহিত মিলিতভাবে এই বিষযে বিবিধ ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত বিরাটনগবে কিছুদিন বহিযা গেলেন। দ্রুপদরাজা তাঁহার পুবোহিতকেই দূতরূপে হস্তিনায পাঠাইযাছেন।[৮১]

মদ্রবাজ শল্য নকুল ও সহদেবের মাতুল। যুধিষ্ঠিবেব দূতমুখে সংবাদ অবগত হইয়া তিনি তাঁহাব বিপুল সেনাবাহিনী সহ পাণ্ডবদেব সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে যাত্রা কবিযাছেন। দুর্যোধন এই খবর জানিতে পারিয়া পথিমধ্যে মাতুলকে এরূপ অভ্যর্থনা করিলেন যে, সরলপ্রকৃতি শল্য তাঁহার আসল উদ্দেশ্য ভুলিযা দুর্যোধনকেই সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। পবে পাণ্ডবদের সহিত মিলিত হইযা সকল ঘটনা প্রকাশ করিলে পব যুধিষ্ঠিবও তাঁহাকে সবিশেষ সম্মান প্রদর্শন কবিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, ভবিষ্যৎ যুদ্ধে মাতুল অবশ্যই কর্ণের সাবথি হইবেন। তখন যেন কৃপাপূর্বক অর্জুনকে রক্ষা করেন এবং কর্ণের তেজোহানি ঘটান। যুধিষ্ঠির পরিশেষে বলিযাছেন—

অকর্ত্তব্যমপি হ্যেতৎ কর্ত্তুমর্হসি মাতুল। উ ৮।৪৪

—মাতুল, এই কর্ম অনুচিত হইলেও আমার অনুরোধে তুমি ইহা অবশ্য করিবে।

শল্য এই প্রার্থনায় স্বীকৃতি জানাইয়াছেন। এই প্রার্থনায় যুধিষ্ঠিবের দূরদর্শিতা প্রকাশ পাইলেও তাঁহাব সত্যনিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। যুদ্ধারম্ভে যুধিষ্ঠির পুনরায় শল্যকে তাঁহার প্রতিজ্ঞাব কথা স্মরণ করাইয়াছেন।[৮২]

পাঞ্চাল-পুরোহিতের দৌত্যকর্ম নিষ্ফল হইল। তাঁহার কথাগুলি অতি স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ হইয়াছিল। তাঁহার বাক্য শুনিয়া ভীষ্ম বলিয়াছিলেন—

অতিতীক্ষ্ণস্তু তে বাক্যং ব্রাহ্মণ্যাদিতি মে মতিঃ। উ ২১।৪

—ব্রাহ্মণ বলিযাই আপনার বাক্য বোধ হয় অতি তীক্ষ্ণ।

অতঃপর পুরোহিতেব কঠোর বাক্যে ভীত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র উপপ্লব্য নগরে (বিবাটপুরের নিকটস্থ) সঞ্জয়কে দূতরূপে পাণ্ডবগণের নিকট পাঠাইয়াছেন। বৃদ্ধের আসল বক্তব্য এই যে, যেহেতু যুধিষ্ঠির ধর্মপবাযণ এবং সত্যনিষ্ঠ, সেইহেতু দুর্যোধন তাঁহাদের প্রাপ্য রাজ্যার্ধ না

দিলেও যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যুদ্ধ করা উচিত হইবে না।[৪৪]

ধৃতরাষ্ট্রও যুধিষ্ঠিরকে মহাতপস্বী এবং অজাতশত্রু বলিয়া জানিতেন· এবং যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইলে যে অমঙ্গল অনিবার্য—ইহা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন। তিনি সঞ্জয়কে বলিয়াছেন—

ধর্ম্মারামো হ্রীনিষেবস্তরস্বী
কুন্তীপুত্রঃ পাণ্ডবোঽজাতশত্রুঃ।

মহাতপা ব্রহ্মচর্য্যেণ যুক্তঃ
সঙ্কল্পোঽয়ং মানসস্তস্য সিধ্যেৎ॥ উ ২২।৩৩-৩৫

যুধিষ্ঠির পরম সমাদরে সঞ্জয়কে গ্রহণ করিয়াছেন। সঞ্জয়ের মুখে হস্তিনার সকল ব্যক্তিকেই তাঁহার যথাযোগ্য অভিবাদনাদি জানাইয়া যাহাতে কুরুপাণ্ডবের বিবাদ না ঘটে, সেইরূপ প্রার্থনা জানাইয়াছেন। পরিশেষে দুর্যোধনকে জানাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন—

দদস্ব বা শক্রপুরীং মমৈব
যুধ্যস্ব বা ভারতমুখ্য বীর। উ ৩০।১৯

—হে বীর, হে ভাবতশ্রেষ্ঠ, আমার ইন্দ্রপ্রস্থপুরী প্রত্যর্পণ কর, কিংবা যুদ্ধ কর।

যুদ্ধ যাহাতে না হয়, সর্বপ্রযত্নে যুধিষ্ঠির সেই চেষ্টা করিয়াছেন। সঞ্জয় হস্তিনায় চলিয়া যাইবার পর যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে হস্তিনায় যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছেন। কৃষ্ণ দূতরূপে যাত্রা করিবার সময় ধর্মরাজ বলিয়া দিতেছেন—

বিশ্বক্সেন কুরূন্ গত্বা ভরতান্ শময়েঃ প্রভো।
যথা সর্ব্বে সুমনসঃ সহ স্যাম সুচেতসঃ॥ উ ৭২।৯০

—হে প্রভাবশালিন্, তুমি কুরুদেশে যাইয়া ভরতবংশীয়গণকে শান্ত করিবে। যাহাতে সকলে সানন্দে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারি, সেই ব্যবস্থা করিবে।

যুদ্ধ পরিহারের নিমিত্ত যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের নিকট মাত্র পাঁচখানি গ্রাম চাহিয়াছিলেন। অসহায় ধৃতরাষ্ট্র তাহাতেও দুর্যোধনকে সম্মত করিতে পারেন নাই। দুর্যোধন পণ করিয়াছেন, পাণ্ডবগণকে সূচ্যগ্র ভূমিও ছাড়িয়া দিবেন না।[৪৫]

দৌত্যকর্মে কৃষ্ণের অনুপম শান্তির প্রস্তাব; ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুরাদি মহামতিগণের উপদেশ, গান্ধারীর অনুশাসন—সমস্তই ব্যর্থ হইল। দুর্যোধন তাঁহার পণ কিছুতেই ভঙ্গ করিলেন না। অগত্যা কৃষ্ণের মুখেই যুদ্ধারম্ভের সাত দিন পূর্বে পাণ্ডবগণের পক্ষ হইতে যুদ্ধ ঘোষিত হইল।[৪৬]

পাণ্ডবপক্ষে সাত অক্ষৌহিণী ও কৌরবপক্ষে এগার অক্ষৌহিণী সেনা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধভূমিতে উপস্থিত হইয়াছেন। অতঃপর দুর্যোধনের দূত উলূকের অশ্রাব্য বাক্যবাণে আহত হইয়াও যুধিষ্ঠির ধৈর্য হারান নাই। শান্তভাবে উলূককে বিদায় দিয়াছেন।[৪৭]

উভয় পক্ষের সেনা সমবেত হইলে পর রণভেরী বাজিয়া উঠিল। প্রত্যেক বীরই সুসজ্জিত হইয়া আপন আপন শঙ্খনিনাদে আকাশ-পাতাল প্রকম্পিত করিয়া তুলিলেন। যুধিষ্ঠিরের শঙ্খের নাম ছিল—'অনন্তবিজয়'![৪৮] তাঁহার ধনু ছিল চারুদর্শন ও ইন্দ্রগোপকচিত্রিত, অর্থাৎ মাঝে মাঝে লালরঙে রঞ্জিত।[৪৯] তাঁহার রথের ধ্বজে একটি 'মৃদঙ্গ' অঙ্কিত ছিল।[৫০] এইজন্য তাঁহাকে 'মৃদঙ্গকেতু' বলা হইয়াছে। যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে যুধিষ্ঠির কবচ ও ধনুর্বাণ ত্যাগ করিয়া রথ হইতে নামিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পদব্রজে শত্রুসেনার দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। এই দৃশ্যে ভীম, অর্জুন প্রমুখ ব্যক্তিগণ প্রমাদ গণিলেন,

কিন্তু কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছেন। যুধিষ্ঠির যথাক্রমে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও শল্যকে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন। প্রত্যেকেই তাঁহাকে যুদ্ধ জয়ের আশীর্বাদ করিয়াছেন। এই ব্যাপারে প্রণত ও প্রণম্য উভয়েরই মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। ভীষ্মাদি মহারথিগণ যে শুধু দুর্যোধনেব অন্নঋণ শোধ করিবার নিমিত্ত যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের সলজ্জ বচন হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়।[১১]

অতঃপর যুধিষ্ঠির উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিলেন—'যিনি আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে আমি সাদরে গ্রহণ করিব।' ধৃতরাষ্ট্রপুত্র যুযুৎসু এই আহ্বানে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের এই দুইটি আচরণে যুদ্ধার্থে উপস্থিত বীরবৃন্দের নেত্র অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। সকলেই তাঁহার ধর্মনিষ্ঠার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষেই বহু বীর নিহত হইতে লাগিলেন। ভীষ্মের বিক্রম দর্শনে পাণ্ডব পক্ষে হাহাকার পড়িয়া গেল। সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এইপ্রকার লোকক্ষয় দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের চিত্তে নির্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি পুনবায় বনে যাওয়া শ্রেয়ঃ মনে করিয়া কৃষ্ণের নিকট আপন অভিপ্রায ব্যক্ত করেন।[১২] কৃষ্ণ নানা সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া প্রকৃতিস্থ করিলেন।

যুদ্ধারম্ভের পূর্ব মুহূর্তে ভীষ্মের আশীর্বাদ প্রার্থনা কালেই যুধিষ্ঠির কি উপায়ে ভীষ্মকে জয় করিতে পারিবেন—ভীষ্মকেই ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। নয় দিন যুদ্ধ চলিয়াছে। ভীষ্ম পূর্ণ বিক্রমে পাণ্ডবসৈন্য নিধন করিতেছেন। নবম দিবস রাত্রিতে যুধিষ্ঠিব কৃষ্ণ ও ভ্রাতৃগণকে সঙ্গে লইযা বিনীত বেশে ভীষ্মের শিবিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাব চরণবন্দনা করিলে পর স্বাগত সম্ভাষণান্তে ভীষ্ম বলিলেন—

কিংবা কার্য্যং করোম্যদ্য যুষ্মাকং প্রীতিবর্দ্ধনম্।
সর্ব্বাত্মনাপি কর্ত্তাস্মি যদ্যপি স্যাৎ সুদুষ্করম্॥ ভী ১০৭।৬০

—আজ তোমাদের প্রীতিব নিমিত্ত কি করিব, বল। তাহা সুদুষ্কর হইলেও সর্বোপায়ে নিষ্পন্ন করিব।

ভীষ্মের বচনে আশ্বস্ত হইয়া যুধিষ্ঠির দীনভাবে বলিলেন—'হে ধর্মজ্ঞ! কি উপায়ে জয়লাভ করিব, এই লোকক্ষয় কি ভাবে নিবারিত হইবে? কি প্রকারে আপনার এই বিক্রম সহ্য করিব?

ভবান্ হি নো বধোপায়ং ব্রবীতু স্বয়মাত্মনঃ॥ ভী ১০৭।৬৩

—আপনার বধের উপায় আপনি স্বয়ং আমাদিগকে বলিয়া দিন।'

শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া তীক্ষ্ণ শরের দ্বারা অর্জুন তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিবেন—ভীষ্ম স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকে এই উপায়ের কথা বলিলে পর পুনরায় সকলে মৃত্যুঞ্জয় পিতামহকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলেন। যুধিষ্ঠিরের এই জিজ্ঞাসায় সরলতার ভিতর কুটিলতাও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

যুধিষ্ঠির অর্জুনাদির ন্যায় বীর না হইলেও শস্ত্রবিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। অর্জুন মৎস্যরাজকে বলিয়াছেন—

এষোঽস্ত্রং বিবিধং বেত্তি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
ন চৈবান্যঃ পুমান্ বেত্তি ন বেৎস্যতি কদাচন॥ বি ৭০।১১

—ইনি বিবিধ অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ। ত্রিলোকে কেহই এরূপ অভিজ্ঞ নহেন, ভবিষ্যতেও হইবেন না।

আচার্য দ্রোণের সহিত যুদ্ধকালে যুধিষ্ঠিরের সর্ববিধ দিব্যাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া

যায়।[৫৩]

অভিমন্যুব নিধনে দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কর্ণ ও কৃতবর্মার নৃশংসতাকেই যুধিষ্ঠির সমধিক দায়ী কবিযাছেন। জয়দ্রথকে বধ করায় তিনি দুঃখিত হইয়াছেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলিয়াছেন—

কর্ণদ্রোণৌ রণে পূর্ব্বং হন্তব্যাবিতি মে মতিঃ।
এতৌ হি মূলং দুঃখানামস্মাকং পুরুষর্ষভ ॥ দ্রো ১৮২।৪৬

—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, কর্ণ এবং দ্রোণকে পূর্বে নিধন কবা উচিত। এই দুইজনই সম্প্রতি আমাদের দুঃখের মূল।

এই উক্তি হইতে বোঝা যাইতেছে, দ্রোণের নৃশংস আচবণে যুধিষ্ঠিব অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে আচার্যের অসাধারণ বিক্রম দেখিয়া কৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে পরামর্শ দিলেন যে, যে-কোন উপায়ে আচার্যকে অস্ত্র ত্যাগ করাইতে হইবে। অশ্বত্থামার মৃত্যু সংবাদ শুনিলে এই ব্রাহ্মণ অস্ত্র ত্যাগ করিবেন। সুতরাং অগত্যা ধর্মত্যাগ করিযাও কেহ যেন তাহাই বলেন।

এতন্নারোচযদ্ বাজন কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
অন্যে ত্বরোচয়ন্ সর্ব্বে কৃচ্ছ্রেণ তু যুধিষ্ঠিরঃ ॥ দ্রো ১৮৯।১৩

—অর্জুন এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই। যুধিষ্ঠির অগত্যা অনুমোদন কবিয়াছেন। অন্যেবা এই প্রস্তাবে পূর্ণ সমর্থন জানাইলেন।

পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধকারী মালববাজ ইন্দ্রবর্মার হাতীর নাম ছিল—'অশ্বত্থামা'। ভীম গদার আঘাতে তাহাকে বধ কবিযা দ্রোণকে শোনাইয়া উচ্চৈঃস্ববে বলিতে লাগিলেন,—'অশ্বত্থামা হতঃ'। দ্রোণ এই বাক্য সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিলেন না। তিনি তখনও যুদ্ধই কবিতে লাগিলেন। তখন অগ্নিদেব ও বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণ আচার্যকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবাব নিমিত্ত উপস্থিত হইযা বলিলেন—'এই ক্রুর কর্ম ত্যাগ কর'। ভীমের বাক্য এবং দেবতা ও ঋষিগণেব আদেশ শ্রবণ, আর সম্মুখে ধৃষ্টদ্যুম্নকে উপস্থিত দেখিয়া আচার্য ব্যথিত হইলেন। আচার্যের বিশ্বাস ছিল—ধর্মরাজ কখনও মিথ্যা বলিবেন না। তাই তিনি তাঁহার মুখে অশ্বত্থামার সংবাদ জানিতে চাহিলেন। কৃষ্ণ ও ভীমের অনুরোধে

তমতথ্যভয়ে মগ্নো জয়ে সক্তো যুধিষ্ঠিরঃ।
অব্যক্তমব্রবীদ রাজন হতঃ কুঞ্জর ইত্যুত ॥ ইত্যাদি।
দ্রো ১৮৯।৫৫। দ্রো ১৯২।৫৫—৫৯

—মিথ্যা ভাষণের ভয়ে ভীত, পরন্তু যুদ্ধ জয়ে উৎসুক যুধিষ্ঠিব আচার্যকে 'অশ্বত্থামা নিপাতিতঃ' বলিয়া পরে অব্যক্ত স্ববে 'কুঞ্জর ইতি' উচ্চাবণ করিলেন।

যুধিষ্ঠিরের কথা কখনও মিথ্যা হইবে না মনে করিয়া বৃদ্ধ আচার্য শস্ত্র ত্যাগ করিলে পর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার শিরশ্ছেদ করিয়াছেন।

এই ঘটনাই যুধিষ্ঠিব-চরিত্রে সর্বাপেক্ষা কলঙ্কজনক। রণক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির একাধিকবার পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কৃতবর্মা, অশ্বত্থামা ও কর্ণের সহিত বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধ করিতে গিয়া পরাজিত যুধিষ্ঠির পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন।[৫৪] ইহাতে বোঝা যায়—শস্ত্রবিদ্যায় বিশারদ হইলেও কৌশলে ও শারীরিক শক্তিতে তিনি সেইসকল বীরদেব সমকক্ষ ছিলেন না। কর্ণের বাণে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যুধিষ্ঠির ক্ষোভে ও অপমানে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। অর্জুন তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলে তিনি কর্ণের বীরত্বের সহিত অর্জুনের বীরত্বের তুলনা করিয়া অর্জুনকে এবং তাঁহার গাণ্ডীবকে ধিক্কার দিয়াছেন। কৃষ্ণের হাতে গাণ্ডীব দিবার কথাও অর্জুনকে বলিয়াছেন। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা

ছিল—যে তাঁহার গাণ্ডীবেব নিন্দা করিবে, অথবা অন্যের হাতে গাণ্ডীব দিবার কথা বলিবে, তিনি তাহার শিরশ্ছেদ করিবেন। অর্জুন তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করিবার নিমিত্ত অসিকে কোষমুক্ত করিবামাত্র কৃষ্ণ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া থামাইলেন, এবং গুরুজনকে অসম্মান কবিবাব উদ্দেশ্যে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিলেই তাঁহার শিরশ্ছেদ করা হয়—এই উপদেশ দিলেন। অর্জুন অগত্যা তাহাই করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরের দ্যূতাসক্তির দোষেই যে সমস্ত অনথ ঘটিয়াছে, সেই কথা অতি কঠোর ভাষায় তাঁহাকে বলিতেও ছাড়িলেন না। অতঃপব লজ্জায় ও আত্মগ্লানিতে অর্জুন স্বহস্তে আপনার শিরশ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইলে পর কৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন—নিজের মুখে আত্মগুণ কীর্তন করা আত্মহত্যার তুল্য। কৃষ্ণ অর্জুনকে তাহাই করিতে উপদেশ দেওয়ায় অর্জুন কৃষ্ণের উপদেশ পালন করিলেন। যুধিষ্ঠির অর্জুনের সুকঠোর বচনে অতিশয় ব্যথিত হইয়া বন-গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। এই বিপদেও কৃষ্ণই তাঁহাকে শান্ত করিয়াছেন। অর্জুন কাঁদিতে কাঁদিতে জ্যেষ্ঠভ্রাতার পদতলে পতিত হইলে পর যুধিষ্ঠিরও অশ্রুজলে তাঁহার শিব অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন।

রুদিত্বা সুচিরং কালং ভ্রাতরৌ সুমহাদ্যুতী।
কৃতশৌচৌ মহারাজ প্রীতিমন্তৌ বভূবতুঃ॥ ক ৭১।১৪

—দীর্ঘকাল কাঁদিয়া দুই ভাই মনের গ্লানি দূর করিয়া স্বস্থ হইলেন।

রণক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরের হাতে শল্য ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিহত হইয়াছেন। ইহা ছাড়া যুধিষ্ঠিরের রণনৈপুণ্যের আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। শল্যের মৃত্যুর পর হতাশ দুর্যোধন দ্বৈপায়নহ্রদে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। লোক-মুখে পাণ্ডবগণ এই সংবাদ জানিতে পারিলেন। যে-কোন উপায়ে শত্রুকে পরাস্ত করিতে হইবে—কৃষ্ণের এই পরামর্শ শুনিয়া যুধিষ্ঠির হ্রদতীরে উপস্থিত হইয়া ঈষৎ ব্যঙ্গভরে দুর্যোধনকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—'রাজন্, সুযোধন, সমস্ত ক্ষত্রিয়কুলেব ধ্বংস সাধন করিয়া এখন কেন আত্মগোপন করিয়াছ? এখন তোমার সেই পৌরুষ কোথায়? উঠ, যুদ্ধ কর। জয়ী হইয়া রাজ্যলাভ কর, কিংবা নিহত হইয়া ভূমিশয্যা আশ্রয় কর'। অভিমানী দুর্যোধন এই ভর্ৎসনা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনিও যুধিষ্ঠিরকে যথোপযুক্ত উত্তর দিয়াছেন। পরন্তু তিনি অস্ত্রশস্ত্রবিহীন এবং অসহায়। তবে এক এক করিয়া প্রতিপক্ষদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছেন—এই অভিপ্রায় জলে থাকিয়াই প্রকাশ করিলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন—'তাহাই হইবে, তোমাকে অস্ত্রাদি দিব এবং আমাদের পাঁচ ভাই-এর মধ্যে যে-কোন একজনকে নিধন করিতে পারিলেই তুমি রাজা হইবে'। দুর্যোধন হ্রদে থাকিয়াই বলিলেন—'তোমাদের মধ্যে যে-কোন একজন আমার সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, এই আমার বাসনা।' যুধিষ্ঠির তাহা স্বীকার করিলে পর দুর্যোধন তাঁহার সুবর্ণমণ্ডিত গদা হস্তে লইয়া হ্রদ হইতে উঠিয়া আসিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে কবচ দিয়াছেন। যে-কোন একজনের সহিত যুদ্ধ করিতে বলায় কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন। দুর্যোধন যদি ভীম ব্যতীত অপর চারি ভ্রাতার মধ্যে একজনকে আহ্বান করেন, তবে কিরূপ শোচনীয় পরিণতি ঘটিবে, যুধিষ্ঠির তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই। ভীম দুর্যোধনের সহিত গদাযুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং কৃষ্ণের পরামর্শে ও অর্জুনের ইঙ্গিতে যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া দুর্যোধনের ঊরু ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে ভূপাতিত করিলেন।[৭৭]

ভীম পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া ভূপাতিত দুর্যোধনের মাথায় বাম পদের দ্বারা লাথি মারিয়াছেন। এই ঘটনায় অনেকেই দুঃখিত হইয়াছেন। যুধিষ্ঠির তখন ভীমের অশোভন

উল্লাস দেখিয়া বলিতেছেন—

মা শিরোঽস্য পদা মর্দ্দীর্ম্মা ধর্ম্মস্তেঽতিগো ভবেৎ।
রাজা জ্ঞাতির্হতশ্চায়ং নৈতন্ন্যায্যং তবানঘ ॥
একাদশচমূনাথং কুরূণামধিপং তথা।
মা স্প্রাক্ষীর্ভীম পাদেন রাজানং জ্ঞাতিমেব চ ॥
হতবন্ধুর্হতামাত্যো ভ্রষ্টসৈন্যো হতো মৃধে।
সর্ব্বাকারেণ শোচ্যোঽয়ং নাবহাস্যোঽয়মীশ্বরঃ ॥ শল্য ৫৯।১৬-১৮

—ভীম, ইহার শিরে লাথি মারিও না, ইহাতে তুমি ধর্ম লঙ্ঘন করিতেছ। ইনি রাজা, জ্ঞাতি এবং ভূপাতিত। তোমার এরূপ ব্যবহার অন্যায়। ইনি একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি, ইনি কুরুরাজ, ইনি আমাদের জ্ঞাতি। পাদের দ্বারা ইহাকে স্পর্শ করিবে না। যুদ্ধে ইহার বন্ধু, অমাত্য, সৈন্য সকলই নিহত হইয়াছেন, ইনিও মুমূর্ষু। সর্বাবস্থায় এই নৃপতি দয়ার (শোকের) পাত্র, উপহাসের নহেন।

অতঃপর যুধিষ্ঠির সাশ্রুনয়নে দুর্যোধন সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছেন—বৎস, দুঃখ করিও না, কৃত কর্মের ফল ভোগ করিতেছ। লোভ, অহঙ্কার ও নির্বুদ্ধিতাবশতঃ এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমার মৃত্যু শ্লাঘ্য, ইহা বীরের মৃত্যু। আমরাই সর্বপ্রকারে শোচনীয় হইলাম। বন্ধুবান্ধব পুত্র পৌত্রাদির শোকে ক্লিষ্ট হইয়া আমরাই দুঃখভোগের নিমিত্ত রহিলাম। রাজন্, তুমি স্বর্গে প্রস্থান করিতেছ, আমরাই নারকী, শোকক্লিষ্টা বিধবাগণের অভিসম্পাতে আমরা শুধু দুঃখই ভোগ করিব।[১৬]

অন্যায় যুদ্ধে দুর্যোধনের পতনে যুধিষ্ঠির গান্ধারীর তপঃশক্তির কথা ভাবিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—

সা হি পুত্রবধং শ্রুত্বা কৃতমস্মাভিরীদৃশম।
মানসেনাগ্নিনা ক্রুদ্ধা ভস্মসান্নঃ করিষ্যতি ॥ শল্য ৬৩।১১

—অন্যায় যুদ্ধে আমাদের দ্বারা তাঁহার পুত্র নিহত হইয়াছেন—এই সংবাদ শুনিলে ক্রুদ্ধা গান্ধারী মানসাগ্নির দ্বারা আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবেন। এই বিপদে তিনি সঙ্কটতারণ শ্রীকৃষ্ণকে হস্তিনায় পাঠাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনায় গিয়া নানাবিধ সান্ত্বনাবাক্যে ধৃতরাষ্ট্রকে, বিশেষতঃ গান্ধারীকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি কোনপ্রকারে কৃতবর্মা, কৃপাচার্য ও অশ্বত্থামার মহাস্ত্র হইতে প্রাণ বাঁচাইয়া অতি প্রত্যুষে যুধিষ্ঠির সমীপে উপস্থিত হইয়া রাত্রিতে সুপ্ত পাণ্ডবপক্ষীয় সমস্ত বীরের শোচনীয় হত্যার সংবাদ তাঁহাকে জানাইয়াছেন। যুধিষ্ঠির এই দারুণ সংবাদ শুনিয়া পুত্রশোকে মূর্ছিত হইয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন। সাত্যকি ও ভ্রাতৃগণের শুশ্রূষায় সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া নিহত বীরগণকে স্মরণ করিয়া তিনি করুণ বিলাপ করিয়াছেন এবং পুনঃপুনঃ তাঁহার যুদ্ধবিজয়কে ধিক্কার দিয়াছেন। পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রগণের নিধনবার্তা শ্রবণে কৃষ্ণার যে কি অবস্থা হইবে—এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠির সমধিক শোকাকুল হইয়া পড়িলেন। দ্রৌপদীকে আনিবার নিমিত্ত তিনি নকুলকে উপপ্লব্যে পাঠাইয়াছেন। অতঃপর তিনি শিবিরে উপস্থিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নাদি আত্মীয়স্বজন এবং পুত্রগণের রুধিরার্দ্র শবদেহ দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে মূর্ছিত হইয়া পড়েন। ভীমার্জুনাদিরও সেই দশা।[১৭]

কিছুক্ষণ পরে সকলেই ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইলেন। দ্রৌপদী পতিগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া এই দারুণ সংবাদে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। সংজ্ঞালাভের পর তিনি নৃশংস হত্যাকারী

অশ্বত্থামাকে যুদ্ধে হত্যা করিবাব নিমিত্ত পতিগণকে উত্তেজিত কবিয়াছেন। পরে যুধিষ্ঠিরের বচনে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, অশ্বত্থামার মাথার মণি আনিয়া যুধিষ্ঠিব মাথায় ধারণ না কবিলে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। ভীম অনেক অনুসন্ধান কবিয়া ভাগীরথীতীরে অশ্বত্থামাকে দেখিতে পাইলেন। অশ্বত্থামা পাণ্ডববংশ নির্মূল করিবার নিমিত্ত 'ব্রহ্মশির'-নামক দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন। অর্জুন কৃষ্ণ সহ ভীমের অনুসরণ করিতেছিলেন। এই ভীষণ ব্যাপার দেখিযা কৃষ্ণের পরামর্শ মত তিনিও অশ্বত্থামার দিব্যাস্ত্রনিবারক অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন। দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি ব্যাসের আদেশে অর্জুন তাঁহার অস্ত্র সংহবণ করিযা লইলেন, কিন্তু অশ্বত্থামা তাহা পাবিলেন না। অগত্যা তাঁহাকে উত্তরাব গর্ভস্থ সন্তান নাশের নিমিত্ত সেই দিব্যাস্ত্রকে অভিমন্ত্রিত করিতে হইল এবং মাথাব মণিটি ভীমকে দিতে হইল। দ্রৌপদী সেই মণি পাইয়া যুধিষ্ঠিরকে ধারণ করিতে বলায়

ততো দিব্যং মণিবরং শিরসা ধারয়ন্ প্রভুঃ।
শুশুভে স তদা বাজা সচন্দ্র ইব পর্ব্বতঃ ॥ সৌ ১৬।৩৬

—যুধিষ্ঠির সেই দিব্য মণিরত্ন শিরে ধাবণ করিয়া চন্দ্রযুক্ত পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন।

লোকক্ষয়কর মহাযুদ্ধ শেষ হইল। বিদুর শোকাতুর ধৃতবাষ্ট্রকে সুমধুব সান্ত্বনা-বাক্যে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিয়াছেন। শোকার্ত ধৃতবাষ্ট্র গান্ধারী প্রভৃতি পুরনারীগণ সহ কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে যাত্রা করিয়াছেন। যুধিষ্ঠিব এই সংবাদ শুনিতে পাইযা কৃষ্ণ, যুযুধান, যুযুৎসু, দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণ সহ তাঁহাদেব অনুসরণ করিলেন। শোকার্তা নাবীগণেব করুণ ধিক্কার শুনিতে শুনিতে ধৃতরাষ্ট্রের পাদমূলে উপস্থিত হইয়া প্রণাম-পূর্বক পাণ্ডবগণ নিজেদের পরিচয় দিলেন। শোকার্ত ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সান্ত্বনা দিলেন।[৮] শোকাতুবা ক্রুদ্ধা গান্ধাবী ধর্মরাজকে দেখিতে চাহিলে যুধিষ্ঠির ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে যুক্তকবে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া পায়ে পড়িয়া বলিলেন—

পুত্রহন্তা নৃশংসোঽহং তব দেবি যুধিষ্ঠিরঃ।
শাপার্হঃ পৃথিবীনাশে হেতুভূতঃ শপস্ব মাম্ ॥ স্ত্রী ১৫।২৬

—দেবি, আমি তোমার পুত্রহন্তা নৃশংস যুধিষ্ঠির। আমিই পৃথিবীনাশের হেতু, আমি শাপার্হ, আমাকে অভিসম্পাত কর।

গান্ধারী মৌনভাবে শুধু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার নেত্রাচ্ছাদিত বস্ত্রখণ্ডেব ফাঁক দিয়া যুধিষ্ঠিবের হাতের নখেব উপর দৃষ্টি পতিত হইবা-মাত্র যুধিষ্ঠিরের সুদর্শন নখগুলি কুৎসিত হইয়া গেল। ইহা দেখিয়াই অর্জুন ভয়ে কৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশে লুকাইয়া রহিলেন। অন্যেরাও ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। গান্ধারীর ক্রোধের তীব্রতা প্রশমিত হইল। তিনি পাণ্ডবগণকে মাতৃবৎ সান্ত্বনা দিলেন।[৯]

গঙ্গাতে মৃত বীরগণের উদককৃত্যের সময় শোকাকুলা কুন্তী সহসা পুত্রগণের নিকট উপস্থিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কর্ণের যথার্থ পরিচয় দিয়া তাঁহার উদ্দেশে তর্পণ করিবার নিমিত্ত বলিলেন। কর্ণ তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন—মাতৃমুখে এই আকস্মিক পরিচয় শ্রবণে পাণ্ডবগণ শোকে সমধিক ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। এই পরিচয় গোপন রাখার জন্য যুধিষ্ঠির করুণ বিলাপ করিয়া সমগ্র স্ত্রীজাতিকে অভিসম্পাত করিতেছেন—

অতো মনসি যদ্ গুহ্যং স্ত্রীণাং তন্ন ভবিষ্যতি। স্ত্রী ২৭।২৯। শা ৬।১১

—এখন হইতে স্ত্রীলোকের মনে কোন গুহ্য কথা থাকিবে না। (তাঁহাদিগকে প্রকাশ করিতেই হইবে।)

ভ্রাতৃশোকে ব্যাকুল যুধিষ্ঠির কর্ণের উদ্দেশেও তর্পণ করিয়াছেন। সমস্ত সুহৃদ্বর্গের তর্পণাদি কৃত্যের পর ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর প্রমুখ ব্যক্তিগণ এবং বংশের মহিলাগণ সহ পাণ্ডবগণ একমাস কাল গঙ্গাতীরে অবস্থান করিয়াছেন। যুদ্ধকালে যে-সকল পাপ করিয়াছেন, সেইসকল পাপের নিবৃত্তিই গঙ্গাবাসের উদ্দেশ্য।[৬০]

দ্বৈপায়ন, নারদ, দেবল প্রমুখ অনেক মহাতপস্বী তখন পাণ্ডবদের সহিত বাস করিতেছিলেন। যুদ্ধহত সুহৃদ্বর্গের, বিশেষতঃ কর্ণের কথা স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠির একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। মহাযুদ্ধের জন্য নিজেকেই সম্পূর্ণরূপে অপরাধী মনে করিয়া সন্তপ্ত যুধিষ্ঠির দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন—

ধিগস্তু ক্ষাত্রমাচারং ধিগস্তু বলপৌরুষম। শা ৭।৫

—ক্ষত্রিয়ের আচারকে ধিক, বল এবং পৌরুষকে ধিক্।

অর্জুনের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া যুধিষ্ঠির বনগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।[৬১] ভ্রাতৃগণ, দ্রৌপদী এবং মুনি-ঋষিগণের অর্থযুক্ত নানাভাবের সান্ত্বনাবচনে তাঁহার সেই সঙ্কল্প শিথিল হইল। অতঃপর যথাসময়ে হস্তিনাপুরী প্রবেশের পর যুধিষ্ঠিরের অভিষেকক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যে অভিষিক্ত এবং পৌরজানপদবর্গের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া ধর্মরাজ ভীমকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন। মহামতি বিদুরকে প্রধান মন্ত্রীর পদে এবং অর্থ বিভাগের মন্ত্রীর পদে সুপণ্ডিত সঞ্জয়কে বরণ করেন। এইভাবে যথাযোগ্য সম্মানের সহিত প্রত্যেককেই এক একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করিয়া তিনি রাজকার্য পরিচালনা করিয়াছেন। পৌরজানপদবর্গকে সম্বোধন করিয়া যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন—

যদি চাহমনুগ্রাহ্যো ভবতাং সুহৃদাং তথা।
ধৃতরাষ্ট্রে যথাপূর্বং বৃত্তিং বর্ত্তিতুমর্হথ ॥
এষ নাথো হি জগতো ভবতাঞ্চ ময়া সহ।
অস্যৈব পৃথিবী কৃৎস্না পাণ্ডবাঃ সর্ব্ব এব চ ॥ শা ৪১।৬, ৭

—আপনারা সুহৃদ্বর্গ যদি আমাকে অনুগৃহীত করিতে চাহেন, তবে ধৃতরাষ্ট্রের সহিত পূর্ববৎ আচরণ করিবেন। ইনি আপনাদের এবং আমার পালক। সমগ্র পৃথিবী এবং আমরা ইঁহারই অধীন।

অতঃপর প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া যুধিষ্ঠির যুদ্ধহত আত্মীয়স্বজনের শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পন্ন করিয়াছেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের দ্বারাও করাইয়াছেন।[৬২] প্রচুর দান-দক্ষিণা দ্বারা সকলকে পরিতুষ্ট করিয়া বর্ণাশ্রমধর্মের রক্ষক ধর্মরাজ ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, যুযুৎসু, বিদুর, কৃষ্ণ ও ধৌম্যের হাতে রাজ্য নিবেদন করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি কৃষ্ণের সহিত দেখা করিতে গিয়া তাঁহাকে ধ্যানস্থ দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন—শরশয্যাগত পিতামহ কৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন আছেন বলিয়া কৃষ্ণের মনও পিতামহেই লগ্ন হইয়া আছে। কৃষ্ণ আরও বলিলেন যে, মহাজ্ঞানী তপস্বী ভীষ্মদেব দেহত্যাগ করিলে পৃথিবী অমাবস্যার রাত্রির ন্যায় তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে। ভীষ্ম সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে সর্ববিধ জ্ঞান আহরণ করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিলেন। সাশ্রুকণ্ঠ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে অগ্রবর্তী করিয়া পিতামহের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। অনেক মুনি-ঋষিও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। কৃপাচার্য, যুযুৎসু, সঞ্জয় এবং অপর পাণ্ডবগণও সঙ্গে গিয়াছেন। তাঁহারা সকলে কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানের নিকটে 'ওঘবতী' নদীর তীরে [৬৩] মুনিগণপরিবৃত ভীষ্মের সমীপে উপস্থিত হইলেন। পিতামহের দেহত্যাগের আর ত্রিশ দিন বাকী আছে। [৬৪] কৃষ্ণের প্রসাদে ভীষ্মের সর্ববিধ গ্লানি ও কষ্ট দূর হইল। কৃষ্ণের অনুরোধে সর্বজ্ঞানী ভীষ্ম সন্তপ্ত যুধিষ্ঠিরকে

উপদেশ দিতে সম্মত হইয়া যুধিষ্ঠিরেব বহু গুণের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকেই প্রশ্ন করিতে আহ্বান করিলেন।[৫]

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বিনীত অন্তেবাসীর ন্যায় পিতামহের চরণ বন্দনা করিয়া রাজধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম এবং মোক্ষধর্ম সম্বন্ধে অসংখ্য প্রশ্ন করিযাছেন। সর্বজ্ঞ পিতামহ অতি সরলভাবে গল্প এবং অতি প্রাচীন ইতিহাসের ঘটনাবলী উল্লেখ করিয়া সকল প্রশ্নেরই অনুপম উত্তর দিয়া চলিয়াছেন। শান্তিপর্বের ৫৬তম অধ্যায় হইতে অনুশাসন পর্বের ১৬৭তম অধ্যায় পর্যন্ত, মোট চারিশত সাতাত্তর অধ্যায়ে এই উপদেশাবলী বিধৃত হইয়াছে। দেহত্যাগের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ত্রিশ দিনে পিতামহ তাঁহার অমৃতোপম বচনে শ্রোতৃবর্গকে অভিষিক্ত করিয়াছেন। এই উপদেশাবলীতে মানবজীবনের যে-কোন সমস্যাব সমাধানের উপায় বিবৃত হইয়াছে।

ভীষ্মের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর যুধিষ্ঠির পুনরায় শোকে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। ধৃতরাষ্ট্র, কৃষ্ণ প্রমুখ ব্যক্তিগণের অশেষ সান্ত্বনায় তিনি কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। কিন্তু তিনিই এই লোকক্ষযের কারণ—ইহা মনে কবিযা অত্যন্ত অশান্ত হইয়া পড়িলেন। ব্যাসদেব এই পাপক্ষালনের নিমিত্ত অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিতে তাঁহাকে উপদেশ দিযাছেন। যুধিষ্ঠির তদনুসারে সমস্ত দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিয়া ব্যাসদেবের আদেশেই চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন।[৬৬]

প্রচুর দান-দক্ষিণা দ্বারা ধর্মরাজ সকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন। নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন হইল।[৬৭] ধর্মরাজ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর এরূপ সুখশান্তির এবং পরিচর্যার ব্যবস্থা করিলেন যে, দুর্যোধনও তাঁহাদিগকে এরূপ পরিচর্যা করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের কিছুমাত্র অভাববোধ যাহাতে না হয়, ধর্মরাজ সর্বতোভাবে সেই বিষয়ে অবহিত রহিলেন।[৬৮]

ধৃতরাষ্ট্র যখন যাহা করিতে চাহিয়াছেন, যুধিষ্ঠির তখনই তাহার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। শোকার্ত ধৃতরাষ্ট্র তাহাতেও হৃদয়ে শান্তি পান নাই। তিনি দুর্মতি পুত্রদিগকে স্মরণ করিয়া এবং আপনার সমস্ত কুকর্মের বিষয় ভাবিয়া অতিশয় অনুতাপ ভোগ করিতেন। এইভাবে তাঁহার পনর বৎসর কাটিয়া গেল। ভীম সর্বদাই সকলের অগোচরে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে শোনাইয়া দুর্যোধনাদির দুষ্কর্ম, তাহার পরিণতি ও আপনার বাহুবলের কথা বলিতেন। এই অপ্রিয় শ্রবণে অনুতপ্ত ধৃতরাষ্ট্রের চিত্তে নির্বেদ উপস্থিত হইল। একদিন তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট বানপ্রস্থ গ্রহণের সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। এই সঙ্কল্প শ্রবণে যুধিষ্ঠির নিতান্ত ব্যথিত হইয়া নিজেকে পুনঃপুনঃ ধিক্কার দিয়াছেন এবং জ্যেষ্ঠতাতের সঙ্কল্পকে শিথিল করিবার প্রার্থনা জানাইয়াছেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার সঙ্কল্পে অটল রহিলেন। নানাপ্রকার সস্নেহ সান্ত্বনা-বাক্যে যুধিষ্ঠিরকে শান্ত করিয়া ধৃতরাষ্ট্র অরণ্যযাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। গান্ধারী, বিদুর এবং সঞ্জয় তাঁহার অনুগামী হইলেন। শোকাতুরা কুন্তীও তাঁহাদের সঙ্গে যাইবার সঙ্কল্প প্রকাশ করায় ব্যথিত যুধিষ্ঠির অতিমাত্র বিচলিত হইয়া পড়িলেন। অনেক অনুনয়-বিনয়েও তিনি জননীকে ফিরাইতে পারিলেন না।[৬৯]

যথাসময়ে তাঁহারা অরণ্যে যাত্রা করিয়াছেন। শোকাকুল পাণ্ডবগণ সকল কর্মে নিরুদ্যম হইয়া শুধু বনবাসিগণের অসহায়তার কথাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন যুধিষ্ঠির পরিবারবর্গকে সঙ্গে লইয়া অরণ্যচারী গুরুজনকে দেখিবার নিমিত্ত অরণ্যযাত্রা করিলেন। তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রাদির সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের চরণবন্দনা করিলেন। এই সময় তপস্বী বিদুর যোগবলে যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবেশ করিয়া মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।[৭০]

ব্যাসদেবের প্রসাদে সকলেই পরলোকগত ব্যক্তিদের দর্শনলাভে কৃতার্থতা বোধ

করিয়াছেন। এক মাসের কিঞ্চিদধিক কাল বনে গুরুজনের সহিত বাস কবার পর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে যুধিষ্ঠিরাদি পুনরায় হস্তিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।[১১]

ইহার দুই বৎসর পরে হস্তিনায় সমাগত দেবর্ষি নারদের মুখে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর মহাপ্রয়াণের সংবাদ জানিয়া যুধিষ্ঠির অতিশয় মর্মাহত হইয়া বহু বিলাপ করিয়াছেন। তাঁহাদের পারলৌকিক কৃত্যে প্রচুর দান-দক্ষিণা করিয়া

যুধিষ্ঠিরস্তু নৃপতির্নাতিপ্রীতমনাস্তদা।
ধারয়ামাস তদ্ রাজ্যং নিহতজ্ঞাতিবান্ধবঃ॥ আশ্র ৩৯।২৭

—জ্ঞাতি ও বান্ধবগণকে হারাইয়া নৃপতি যুধিষ্ঠির বিষণ্ণচিত্তে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন।

রাজ্যপ্রাপ্তির পর এইভাবে পঁয়ত্রিশ বৎসর গত হইয়াছে। এই সময়ে যুধিষ্ঠিরের বয়স একশত আট বৎসর। যুধিষ্ঠির চতুর্দিকে নানাবিধ দুর্লক্ষণ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। পরস্পর হানাহানি করিয়া বৃষ্ণিবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কৃষ্ণের তিরোভাব ঘটিয়াছে। কৃষ্ণের সারথি দারুকের মুখে এই দুঃসংবাদ শুনিয়া পাণ্ডবগণ অতিমাত্র শোকাকুল হইয়াছেন। অর্জুন শ্মশানতুল্য দ্বারকাপুরীতে গিয়া তৎকালোচিত ব্যবস্থা করিয়াছেন, পরন্তু অর্জুনের শক্তিসামর্থ্যও লোপ পাইল। দুঃসহ শোকে দুঃখে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণের নিকট মহাপ্রস্থানের সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন। সকলেই একবাক্যে যুধিষ্ঠিরের সঙ্কল্পের অনুমোদন করিয়া তাঁহার সঙ্গী হইতে চাহিলেন। অভিমন্যুপুত্র পরিক্ষিতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করা হইল এবং যুযুৎসুব উপর রাজ্যপরিচালনার ভার দেওয়া হইল। আচার্য কৃপকে পরিক্ষিতের গুরুর পদে বরণ করা হইল। হস্তিনাপুরীতে পরিক্ষিৎ এবং ইন্দ্রপ্রস্থে যদুবংশীয় বজ্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া যুধিষ্ঠির অভিমন্যুজননী সুভদ্রার হাতে উভয়কেই সঁপিয়া দিয়াছেন। মাতুল বসুদেব, বলরাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি সুহৃদ্‌বর্গের পারলৌকিক ক্রিয়া যথাবিধি সম্পন্ন করিয়া ধর্মরাজ প্রজাবর্গকে আহ্বান করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জানাইলেন। কালধর্মবিদ্ নৃপতি প্রজাবর্গের কোনপ্রকার উপরোধ-অনুরোধে নিবৃত্ত হইলেন না। পাঁচ ভাই ও দ্রৌপদী বল্কল পরিধান করিয়া নগর হইতে নির্গত হইয়াছেন, একটি কুকুর তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। উলূপী গঙ্গায় প্রবেশ করিলেন এবং চিত্রাঙ্গদা মণিপুরে যাত্রা করিলেন।

প্রথমতঃ পাণ্ডবগণ পূর্বদিকে চলিতে চলিতে বহু দেশ ও নদনদী অতিক্রম করিয়া লৌহিত্য-সাগরের (?) নিকটে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর দক্ষিণাভিমুখে চলিতে চলিতে লবণ-সমুদ্রের উত্তর তীরে যাইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চলিতে লাগিলেন। তারপর পশ্চিম দিকে চলিতে চলিতে সাগরপরিপ্লুতা দ্বারকানগরী দেখিতে পাইলেন। এবার উত্তরমুখে যাত্রা আরম্ভ হইল।[১২]

ক্রমশঃ হিমাচল অতিক্রম করিয়া বিশাল মরুভূমির মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে তাঁহারা উত্তরমেরুর নিকটস্থ হইলেন। যথাক্রমে কৃষ্ণা, সহদেব, নকুল, অর্জুন ও ভীম পথিমধ্যে নিপতিত হইয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ নির্বিকার যুধিষ্ঠির কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। সঙ্গী কুকুরটিও তাঁহাকে ছাড়িল না। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র ধর্মরাজকে স্বর্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত রথ লইয়া আসিলে তিনি বলিলেন যে, কৃষ্ণা ও ভ্রাতৃগণকে না লইয়া তিনি একাকী স্বর্গে যাইতে ইচ্ছুক নহেন। স্বর্গে তাঁহাদের সহিত দেখা হইবে—দেবরাজ এই কথা বলিলে যুধিষ্ঠির তাঁহার সঙ্গী কুকুরটিকে সঙ্গে লইয়া ইন্দ্ররথে আরোহণ করিতে চাহিলেন। ইন্দ্র তাহাতে প্রবল আপত্তি করিলে পর ধর্মরাজ বহু শাস্ত্রবাক্য উল্লেখ করিয়া তাঁহার ভক্ত কুকুরটিকে যে কিছুতেই ত্যাগ করিবেন না—এই দৃঢ় সঙ্কল্প ব্যক্ত করিয়াছেন। স্বয়ং ধর্ম কুকুরদেহ ধারণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের ধর্মনিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার সঙ্গী

হইয়াছিলেন। এবার তিনি পবম প্রীত হইয়া স্বীয় রূপ ধারণ করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে পুনঃপুনঃআশীর্বাদ করিয়া ইন্দ্ররথে আরোহণ করাইলেন। দেবরাজ যুধিষ্ঠিরকে সশরীরে স্বর্গে লইয়া যাইতে চাহিলেও যুধিষ্ঠির তাঁহাব ভ্রাতৃগণ ও কৃষ্ণার সহিত একই লোকে বাস করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিযাছেন।[৭৫]

স্বর্গলোকে দুর্যোধনকে দেখিয়া যুধিষ্ঠির বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহার কুকর্মের কথা স্মরণ করিয়া কিঞ্চিৎ ঈর্ষান্বিতও হইয়াছেন। দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে উপদেশ দিয়া শান্ত কবেন। কর্ণ, ভ্রাতৃগণ ও কৃষ্ণাকে দেখিবার নিমিত্ত ধর্মরাজ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। দেবগণের নির্দেশে দেবদূত তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দুর্গম দুর্গন্ধ অন্ধকার পথের মধ্য দিয়া পাপিগণের দুর্গতি দেখাইতে দেখাইতে চলিল। সেই ভীষণ নরকের মধ্য হইতে কর্ণ, ভীম প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ও কৃষ্ণা, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া যুধিষ্ঠির সমধিক বিচলিত হইয়া পড়েন। তিনি দেবদূতকে বিদায় করিয়া সেইখানেই রহিযা গেলেন। দেবদূতের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাগণ সেখানে উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন—যাঁহাদের পাপের মাত্রা অধিক, তাঁহারাই পূর্বে স্বর্গভোগ কবেন এবং পরে নরকে নিপতিত হন। আবও বলিলেন যে, ছলপূর্বক দ্রোণাচার্যকে নিধন করায় তাঁহাকেও নরক দর্শন করিতে হইয়াছে। অতঃপর দেবগণের নির্দেশে পুণ্য দেবনদীতে অবগাহন করিয়া ধর্মরাজ মানবদেহ পরিত্যাগ-পূর্বক দিব্যধামে প্রস্থান কবিলেন। তাঁহার সুহৃদ্‌বর্গও তাঁহারই অনুগমন কবিয়াছেন।[৭৮]

যুধিষ্ঠিরের সমগ্র জীবনী পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়—তিনি অতিশয় প্রজ্ঞাবান্‌ ও স্থিরপ্রকৃতি। তাঁহার সহিষ্ণুতা অনন্যসাধারণ। তিনি অতিশয় দৃঢ়চিত্ত। ধৃতবাষ্ট্র, কর্ণ, দুর্যোধন প্রমুখ কেহই কখনও তাঁহাকে অমর্যাদা কবেন নাই। তিনি সকলেরই বিশ্বাসভাজন এবং তাঁহার ধর্মনিষ্ঠায় সকলেই পরম বিশ্বাসী। শত্রুপক্ষও তাঁহার কথা বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার ক্রোধ অতি সংযত, এইহেতু প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবৃত্তিও তীব্র নহে। এইসকল কারণে কুন্তী, ভীম ও দ্রৌপদীর বহু গঞ্জনা তিনি সহ্য করিয়াছেন, পরন্তু বিচলিত হন নাই। বিশেষ বিচার না করিয়া কোন কাজে তিনি লিপ্ত হইতেন না। ক্ষমাবৃত্তি তাঁহার জন্মগত। এতগুলি গুণ সত্ত্বেও তাঁহার মহৎ একটি দোষ দেখা যায়। তিনি অত্যধিক দ্যূতাসক্ত এবং দ্যূতক্রীড়ায় মত্ত হইলে তাঁহার হিতাহিত-বিবেচনা লোপ পায। তাঁহার জীবনের অনেক দুঃখ-কষ্টই এই দ্যূতাসক্তির পরিণতি।

রামচন্দ্রের বনগমনে মহত্ত্ব আছে, সেই ব্যাপারে তিনি দায়ী নহেন, পিতৃসত্য পালন করিয়া তিনি সৎপুত্রের আদর্শস্থানীয় হইয়াছেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের বনগমনে কোন মহত্ত্ব নাই। ইহা তাঁহারই দ্যূতাসক্তিরূপ দুষ্কর্মের পরিণতি।

---

১ আদি ১২০ তম অ।
২ আদি ৬৭।১১০। আদি ১২৬।২৩
৩ আদি ১২৬ তম অ।
৪ আদি ১২৮।১৪
৫ আদি ১২৯ তম, ১৩০ তম ও ১৩৫ তম অ।
৬ উ ১৬৮।৮
৭ আদি ১৪৫ তম অ।
৮ আদি ১৮৮।২৬
৯ আদি ১৯১।১৩। আদি ১৯৫।৩০
১০ আদি ১১২।২৯
১১ আদি ২০৭ তম অ।
১২ আদি ৯৫।৭৫
১৩ আদি ৯৫।৭৬
১৪ সৌ ৮ ম অ।
১৫ সভা ১ ম-অ—১৩ শ অ।
১৬ সভা ১৩।২৯
১৭ সভা ৩৩।৫৪, ৫৫
১৮ সভা ৩৫।৫—১০
১৯ সভা ৪৬ শ অ।
২০ সভা ৬৮।৯। সভা ৭৫।২০

২১ সভা ৫৮।১০ ১১
২২ বন ১৩ শ অ।
২৩ বন ৩৩ শ—৩৬ শ অ।
২৪ বন ৩৬ শ অ।
২৫ বন ৫০ তম অ।
২৬ বন ৭৯।২০
২৭ বন ১৬৫ তম অ।
২৮ বন ১৮১।৪০
২৯ বন ১৮২ তম ও ১৮৩ তম অ।
৩০ বন ২৩৫ তম অ।
৩১ বন ২৪০ তম ও ২৪১ তম অ।
৩২ বন ২৩৫ তম অ।
৩৩ বন ২৫৭ তম অ।
৩৪ বন ২৫৮ তম—২৬০ তম অ।
৩৫ বন ২৬২।৮
৩৬ বন ৩১০।২
৩৭ বি ১ ম অ।
৩৮ বি ৬ষ্ঠ অ।
৩৯ বি ৭ম অ।
৪০ বি ১৬।৪২
৪১ বি ৬৮ তম অ।
৪২ উ ৬ষ্ঠ অ।
৪৩ ভী ৪৩।৮৬
৪৪ ভী ২২ শ অ। উ ৭২।৮
৪৫ উ ৭২।১৫-১৭। উ ৮৭।৯; উ ১৬২।২৭
৪৬ উ ১৪২ তম অ।
৪৭ উ ১৬২ তম অ।
৪৮ ভী ২৫।১৬
৪৯ বি ৪৩।৯
৫০ দ্রো ১৫৪।১৭
৫১ ভী ৪৩ শ অ।
৫২ ভী ১০৭।১৯
৫৩ দ্রো ১৫৫।৩৩-৪২
৫৪ দ্রো ১৬৩ তম অ। ক ৫৫।৩৬। ক ৬৩ তম অ।
৫৫ শল্য ৩১শ-৩৩শ ও ৫৮ তম অ।
৫৬ শল্য ৫৯।২১-৩০
৫৭ সৌ ১০ম অ।
৫৮ স্ত্রী ১২শ অ।
৫৯ স্ত্রী ১৫।২৮-৩১
৬০ শা ১।২
৬১ শা ৭ম অ।
৬২ শা ৪২শ অ।
৬৩ শা ৫০।৭
৬৪ শা ৫১শ অ।
৬৫ শা ৫৫শ অ।
৬৬ অশ্ব ৭২।৪
৬৭ অশ্ব ৮৯ তম অ।
৬৮ আশ্র ১ম অ।
৬৯ আশ্র ৩য়—১৭শ অ।
৭০ আশ্র ২৬ অ।
৭১ আশ্র ৩৬শ অ।
৭২ মহাপ্র ১ম অ।
৭৩ মহাপ্র ৩য় অ।
৭৪ স্বর্গা ৩য় অ।

ভীমসেন

ভীমসেন কুন্তীদেবীর গর্ভজাত। তিনি পাণ্ডুর দ্বিতীয় ক্ষেত্রজ পুত্র। যুধিষ্ঠিরের জন্মের পরে পাণ্ডু পুনরায় পুত্রলাভের নিমিত্ত কুন্তীকে অনুরোধ করিলে কুন্তী বায়ুদেবকে আহ্বান করিয়া তাঁহাবই প্রসাদে এই পুত্রটিকে লাভ করেন। বয়সে তিনি যুধিষ্ঠিরের এক বৎসরে ছোট ছিলেন। চৈত্রের শুক্লা ত্রয়োদশীতে দিবা ষোড়শ দণ্ড সময়ে শতশৃঙ্গ পর্বতে তাঁহার জন্ম হয়।

দুর্যোধনও সেই দিনেই জন্মগ্রহণ করিযাছিলেন। তাঁহার জন্ম হয় রাত্রিতে। ভীমসেনের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই দৈববাণী শোনা গেল—

সর্ব্বেষাং বলিনাং শ্রেষ্ঠো জাতোঽযমিতি ভারত। আদি ১২৩।১৫

ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিছুক্ষণ পরে ভীম মাতৃক্রোড় হইতে একটি শিলার উপর পড়িয়া গেলেন। তাঁহার দেহের চাপে শিলাটি চূর্ণ হইয়া গেল। এই দৃশ্যে পাণ্ডু আশ্চর্যান্বিত হইয়াছেন। শিশুটি মহাবাহু ও ভীমপবাক্রম। এইজন্য তাঁহাব নাম রাখা হইল—'ভীমসেন'। তাঁহার উদরে বৃকনামা বহুভক্ষ অগ্নি বিবাজ করিতেন, অর্থাৎ তিনি অত্যন্ত অধিক আহার করিতেন বলিয়া পরে বৃকোদর-নামেও পরিচিত হইয়াছেন।

পাণ্ডুর লোকান্তর গমনের পর তিনিও হস্তিনাপুরীতে উপনীত হইয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ও পাণ্ডবদের মধ্যে দৈহিক শক্তিতে ভীমসেনই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র পিতৃস্নেহে শিশু পাণ্ডবগণকে লালনপালন করিয়াছেন এবং তাঁহাদেব ক্ষত্রোচিত সংস্কারাদি কৃত্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

কুরু-পাণ্ডব কুমাবগণ দৌড়াদৌড়ি, সাঁতাব কাটা, এবং অন্যান্য নানাবিধ খেলাধুলায় আনন্দে দিন কাটাইতেন। এইসকল খেলায ভীম দুর্যোধনাদি ভ্রাতৃগণকে নাকাল করিয়া ছাড়িতেন।

বাল্যক্রীড়ার সময়েই ভীমের পদাঘাতে বৃক্ষসমূহ প্রকম্পিত হইত। অনেক ফলবান্ বৃক্ষ তাঁহার পদাঘাতে ভূলুণ্ঠিত হইত। তাঁহার এইপ্রকার শক্তি দেখিয়া দুর্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন। সরলস্বভাব ভীমসেন তাঁহাদিগকে ঈর্ষা কবিতেন না, শুধু শক্তি প্রদর্শন করিয়া অনাবিল আনন্দ পাইতেন।

এবং স ধার্ত্তরাষ্ট্রাংশ্চ স্পর্দ্ধমানো বৃকোদরঃ।
অপ্রিয়েঽতিষ্ঠদত্যন্তং বাল্যান্ন দ্রোহচেতসা॥ আদি ১২৮।২৪

দুর্যোধন ভীমকে হত্যা করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। একদিন দুর্যোধন গঙ্গাতীরে প্রমাণকোটি-নামক স্থানে তাঁবু তৈয়ার করাইয়া পাণ্ডবগণ সহ জলবিহারে যাত্রা করেন। নানাবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্যাদির আয়োজন করিয়া তাঁহারা একে অন্যকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। দুর্যোধন ভীমের খাদ্যে কালকূট বিষ মিশ্রিত করিয়া সেই খাদ্য প্রচুর পরিমাণে ভীমকে খাওয়াইয়া দিলেন। তীব্র বিষের জ্বালায় ভীম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে দুর্যোধন

যুধিষ্ঠিরাদির অগোচরে তাঁহাকে লতাপাশে বাঁধিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিলেন। ভীম মূর্চ্ছিত অবস্থায় নাগলোকে উপস্থিত হইলে পর অনেক বিষধর নাগের দংশনে তাঁহার দেহের বিষক্রিয়া দূর হইল। নাগরাজ বাসুকি তাঁহার দৌহিত্র কুন্তীভোজের দৌহিত্র ভীমের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে রসায়ন পান করিতে দেন। ইহাতে ভীমের শক্তিসামর্থ্য সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল এবং নাগগণ তাঁহাকে পুনরায় গঙ্গাতীরে আনিয়া দিলেন।

অতঃপর দুর্যোধন পুনরায় একদিন ভীমের খাদ্যে তীব্র বিষ দিয়াছিলেন। যুযুৎসু পাণ্ডবগণকে এই ব্যাপারে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। পরন্তু সেই বিষমিশ্রিত খাদ্য গ্রহণ করিয়াও ভীমের কোনপ্রকার অনিষ্ট হয় নাই, তিনি তাহা হজম করিয়াছিলেন।'

ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া পাণ্ডবগণ আচার্য কৃপ ও দ্রোণ হইতে শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। ভীমসেন পুনরায় বলরামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অসিযুদ্ধ, গদাযুদ্ধ ও রথযুদ্ধ বিশেষভাবে শিক্ষা করেন।' তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে।

পরাক্রমেণ সম্পন্নো ভ্রাতৃণামচরদ্ বশে। আদি ১৩৯।৫

—তিনি অতি পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছেন এবং ভ্রাতৃবর্গের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিতেছেন।

ভীমের অপরিমিত দৈহিক সামর্থ্যের কথা বহু জায়গায় বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতে তাঁহার তুল্য শক্তিশালী অন্য কাহাকেও দেখা যায় না। তাঁহার আকৃতিও অতি মনোহর।

অযং শ্যামো মহাবাহুঃ সিংহস্কন্ধো মহাদ্যুতিঃ।
কম্বুগ্রীবঃ পুষ্করাক্ষঃ ॥ আদি ১৫২।১৮
নবহেমাভং মহাবলম। আদি ১৫৪।৭
য এষ নাগর্ষভতুল্যরূপঃ। গৌরো যুবা সংহননোপপন্নঃ। আদি ১৯২।৬
প্রাংশুঃ কণকবর্ণাভঃ সিংহসংহননো যুবা।
মত্তবারণবিক্রান্তো মত্তবারণবেগবান্ ॥ বন ১৪৬।২৮
নবাবতারং রূপস্য . । বন ১৪৬।৩১
সিংহর্ষভগতিঃ,শ্রীমানুদারঃ কণকপ্রভঃ। ইত্যাদি। বন ১৬০।২৮-৩০
সিংহোন্নতাংসোঽযমতীব রূপবান। বি ৮।৩
অযং পুনর্মত্তগজেন্দ্রগামী প্রতপ্তচামীকরশুদ্ধগৌরঃ।
পৃথ্বাযতাংসো যুগদীর্ঘবাহুর্বৃকোদরঃ পশ্যত পশ্যতৈনম ॥
বি ৭১।১৪। আশ্র ২৫/৬

শূরস্তথাঽপ্রতিবলো গৌরস্তাল ইবোন্নতঃ।
প্রমাণতো ভীমসেনঃ প্রাদেশেনাধিকোঽর্জ্জুনাৎ ॥ উ ৫১।১৯
তঞ্চ তূবরকং বালং বহ্বাশিনম্…॥ উ ১৫৯।৬৩
দ্রো ১৩৭।৮৫। দ্রো ১৪৬।৩

নাগাযুতসমপ্রাণঃ। বন ১৭৮।৩২

—ভীমসেনের দেহ অতি উন্নত, অর্জুন অপেক্ষাও তিনি দ্বাদশাঙ্গুল উচ্চ। তাঁহার বর্ণ তপ্ত সোনার মত উজ্জ্বল। তাঁহার স্কন্ধদেশ সিংহের ন্যায়, গ্রীবাদেশ শঙ্খের ন্যায় এবং পদ্মের পাপ্‌ড়ির ন্যায় তাঁহার নেত্রযুগল। তাঁহার দেহ সিংহের ন্যায় সুদৃঢ়, তাঁহার গতি ও বেগ মত্তহস্তীর ন্যায়, তিনি যেন রূপের অভিনব অবতারস্বরূপ। তাঁহার অংসদ্বয় অতি প্রশস্ত, বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত। অযুত হস্তীর বল তিনি ধারণ করেন।

তিনি তূবরক, অর্থাৎ তাঁহার মুখমণ্ডল শ্মশ্রুগুম্ফবিহীন। (নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—'তূবরক'

শব্দের অর্থ দীর্ঘশৃঙ্গবিশিষ্ট ষাঁড়। অর্থাৎ ভীম অতি বলবান ষাঁড়ের মত। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—'তূবরক' শব্দের অর্থ শ্মশ্রুহীন পুরুষ। তাঁহারা সেই প্রকারই ভীমের আকৃতি কল্পনা করেন। উ ১৫৯।৬৩ টীকা) ভীম বহুভুক পুরুষ ছিলেন। তাঁহার জঠরাগ্নি অতিশয় প্রখর। (অনেক স্থানেই এই কথা বলা হইয়াছে।)

তাঁহার রথের ধ্বজে একটি সুবর্ণময় সিংহ ছিল। সিংহের চক্ষু ছিল বৈদূর্যমণিময়। তাঁহার রথের অশ্বগুলি ছিল কৃষ্ণবর্ণ। রণক্ষেত্রে 'পৌণ্ড্র'-নামক শঙ্খের নিনাদে তিনি শত্রুপক্ষের হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার করিতেন। অন্যপ্রকার যুদ্ধ অপেক্ষা গদাযুদ্ধেই তিনি সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্রের মুখে তাঁহার গদার বর্ণনা শোনা যায়। মহাযুদ্ধের পূর্বে ভীত ধৃতরাষ্ট্র বলিতেছেন—

অষ্টাশ্রিমায়সীং ঘোরাং গদাং কাঞ্চনভূষণাম।
মনসাহং প্রপশ্যামি ব্রহ্মদণ্ডমিবোদ্যতম ॥ উ ৫১।৮,২৪
শৈক্যাং তাত চতুষ্কিস্কুং ষডশ্রিমমিতৌজসম।
প্রহিতাং দুঃখসংস্পর্শাং কথং শক্ষ্যন্তি মে সুতাঃ ॥ উ ৫১।২৮

—আটটি ফলা-বিশিষ্ট কাঞ্চনভূষিত লৌহনির্মিত দুই হাত লম্বা, ব্রহ্মদণ্ডসদৃশ ভীষণ গদাটিকে আমি মানস-নেত্রে দেখিতে পাইতেছি।
—ভূমিতে পতিত হইলে ভূমি বিদীর্ণ হইবে—এই আশঙ্কায় শিকায় স্থাপিত ছয়টি ফলাযুক্ত ভীষণ গদাটি আমার পুত্রগণের উপর নিক্ষিপ্ত হইলে তাহারা কিরূপে সহ্য করিবে?

গদার দুইপ্রকার বর্ণনা দেখিয়া মনে হয়—ভীমের সেইরূপ দুইটি গদাই ছিল। গদাপাণি ক্রুদ্ধ ভীম দেখিতে 'দণ্ডপাণি-রিবান্তকঃ' (দণ্ডপাণি সাক্ষাৎ যমের মত)। খাণ্ডবদাহনে মুক্তিপ্রাপ্ত ময়দানব অর্জুনের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ কৈলাসপর্বতের বিন্দুসরোবর হইতে দানবরাজ বৃষপর্বার পরিত্যক্ত ভীষণ গদাটি সংগ্রহ করিয়া ভীমসেনের ব্যবহারের নিমিত্ত অর্জুনকে উপহার দিয়াছিলেন।

কুটিল ধৃতরাষ্ট্র সমাতৃক পাণ্ডবগণকে বারণাবতের জতুগৃহে পোড়াইয়া হত্যা করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার ষড়যন্ত্র সফল হয় নাই। ভীম একদিন রাত্রিতে জতুগৃহে আগুন লাগাইয়া দুষ্ট পুরোচনকে দগ্ধ করিয়া সকলকে লইয়া পূর্বকল্পিত সুরঙ্গপথে পলায়ন করিয়াছেন। জননী কুন্তীকে স্কন্ধে, নকুল ও সহদেবকে দুই ক্রোড়ে বহন করিয়া যুধিষ্ঠির ও অর্জুনকে দুই হাতে ধরিয়া দুর্গম অরণ্যপথে তিনি দ্রুতবেগে চলিয়াছেন। বুকের চাপে বহু বৃক্ষকে ভূপাতিত করিয়া পায়ের চাপে মহী বিদীর্ণ করিয়া বৃকোদর বায়ুবেগে পলায়ন করিতেছিলেন।

একমাত্র ভীমের বাহুবলকে আশ্রয় করিয়াই কুন্তী ও অপর পাণ্ডবগণ সেই বিপদে রক্ষা পাইয়াছেন। অতঃপর গহন অরণ্যে ভীম নিত্য জাগ্রত থাকিয়া অন্যদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেই অরণ্যেই নরমাংসলোভী রাক্ষস হিড়িম্ব তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত তাহার ভগিনী হিড়িম্বাকে পাঠাইয়াছিল। রাক্ষসী হিড়িম্বা ভীমের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার নিমিত্ত কামনা জানাইল। ভীম কামরূপিণী রাক্ষসীর উত্তম মানবীরূপ দেখিয়াও নিতান্ত অবজ্ঞাভরে প্রথমতঃ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগিনীর বিলম্ব দেখিয়া হিড়িম্ব স্বয়ং সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ভগিনীর মানবীরূপ দেখিয়াই ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। ভীমের গর্জনে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া হিড়িম্ব তাঁহার সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। উভয়ের তুমুল গর্জনে কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি জাগিয়া সেই দৃশ্য দেখিলেন এবং হিড়িম্বার মুখে সকল ঘটনা অবগত হইলেন। ভীম রাক্ষসকে পিষিয়া হত্যা করিয়াছেন।

অতঃপর তিনি মায়াবিনী হিড়িম্বাকেও হত্যা করিতে উদ্যত হইয়া যুধিষ্ঠিরের বাক্যে স্ত্রীবধে ক্ষান্ত হইলেন। হিড়িম্বা কাতর বচনে কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরের নিকট তাহার বাসনা ব্যক্ত করিলে যুধিষ্ঠির বলিলেন—'দিনের বেলা তুমি ভীমের সহিত যথেচ্ছ ভ্রমণ করিবে, কিন্তু রাত্রিতে তাহাকে আমাদের কাছে লইয়া আসিতে হইবে।' ভীম রাক্ষসীকে বলিলেন যে, যতদিন তাঁহার পুত্র না হইবে, ততদিন তিনি তাহার সহিত থাকিবেন। হিড়িম্বা এই উভয় শর্তেই সম্মত হইলেন। রাক্ষসী হিড়িম্বা ভীম হইতে একটি পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল ঘটোৎকচ। অতঃপর ভীমসেন হিড়িম্বাকে বিদায় দিয়াছেন।

সেই অরণ্য ত্যাগ করিয়া সমাতৃক পাণ্ডবগণ আরণ্যপথে মৎস্য, ত্রিগর্ত, পাঞ্চাল প্রভৃতি দেশ অতিক্রম করিয়া ব্যাসদেবের সাক্ষাৎলাভ করিলেন। তাঁহার আদেশে অরণ্যসমীপে একচক্রা-নগরে এক ব্রাহ্মণগৃহে বসতি স্থাপন করিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ জটা এবং বল্কলাজিন ধারণ করিয়া ভিক্ষা করিয়া তপস্বীর মত বাস করিতেছিলেন।

অর্দ্ধং সর্ব্বস্য ভৈক্ষ্যস্য ভীমো ভুঙক্তে মহাবলঃ। আদি ১৫৭।৬

আদি ১৯২।৬

—সংগৃহীত ভিক্ষান্নের অর্ধাংশ মহাবল ভীম ভক্ষণ করিতেন।

একদিন তাঁহাদের আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল। অনুসন্ধানে কুন্তী জানিতে পারিলেন, সেই নগরের নিকটে বক-নামে এক রাক্ষস বাস করে। প্রত্যহ সে একজন মানুষ খাইয়া থাকে। নগরস্থ লোক পালাক্রমে সেই খাদ্য যোগায়। সেইদিন এই ব্রাহ্মণ-পরিবার হইতে রাক্ষসের খাদ্য দিতে হইবে। পরিবারে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী ও তাঁহাদের এক পুত্র ও একটি কন্যা আছে। প্রত্যেকেই নিজে মৃত্যু বরণ করিতে চাহেন। এইজন্য তাঁহারা সকলেই উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছেন। কুন্তী ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিলেন এবং ব্রাহ্মণের একান্ত নিষেধ সত্ত্বেও ভীমকে রাক্ষসের নিকট পাঠাইলেন। অযুত হস্তীর সমান বলবান ভীম বাহুযুদ্ধে বককে যমালয়ে প্রেরণ করেন।

দৃষ্ট্বা ভীমবলোদ্ধূতং বকং বিনিহতং তদা।

জ্ঞাতয়োঽস্য ভয়োদ্বিগ্নাঃ প্রতিজগ্মুস্ততস্ততঃ ॥ আদি ১৬৪।৮

—ভীম কর্তৃক বক-রাক্ষসের নিধন দেখিয়া রাক্ষসের জ্ঞাতিবর্গ ভয়ে সেই দেশ ত্যাগ করিল।

কিছুদিন পর লোকমুখে পাঞ্চালরাজদুহিতা কৃষ্ণার স্বয়ংবর-বার্তা শুনিয়া পাণ্ডবগণও ব্রাহ্মণ-বেশে সেই সভায় গিয়াছিলেন। লক্ষ্যবেধ করিয়া অর্জুন কৃষ্ণাকে লাভ করিয়াছেন। একজন ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিবেন দেখিয়া সমাগত পাণিপ্রার্থী রাজন্যবৃন্দ দ্রুপদরাজকে আক্রমণ করিলেন। পরন্তু ভীম ও অর্জুনের বীরত্বে সকলই পরাজিত হইয়াছেন।[১১]

মাতৃবাক্যে এবং পরিশেষে ব্যাসদেবের উপদেশে পাঁচ ভাই ক্রমশঃ কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। কৃষ্ণাকে দেখিয়া ভীমও প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন।' এই বিবাহের পর ধৃতরাষ্ট্র ভীত হইয়া কুন্তী সহ পাণ্ডবগণকে হস্তিনায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত বিদুরকে পাঠাইয়াছেন। পাণ্ডবগণ দ্রুপদের অনুমতি লইয়া সেখানে গিয়াছেন।

দ্রৌপদীর গর্ভে ভীমের একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। তাহার নাম 'সুতসোম'। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়—তাহার নাম ছিল—'শ্রুতসেন'।[১৩] ভীমের আরও দুইজন ভার্যা ছিলেন। একজন কাশীরাজদুহিতা বলন্ধরা। ভীম তাঁহার গর্ভে 'সর্বগ'-নামক পুত্র লাভ করেন। শল্যের ভগিনী 'কালী'ও ভীমের ভার্যা ছিলেন। তাঁহার পুত্র 'সর্বগত'।[১৫] ভীমের এই

পুত্রগণও অশ্বত্থামার হাতে নিহত হইযাছিলেন। (সৌপ্তিক পর্ব)

ভীম সুযোগ পাইলেই কর্ণকে 'সূতপুত্র' বলিযা উপহাস করিতেন। কর্ণও তাঁহাকে 'তুবরক', 'মূঢ়' এবং 'ঔদরিক' বলিয়া উপহাস কবিতেন। উভয়েই এই উপহাসে মনে মনে অতিশয ব্যথিত হইতেন, কিন্তু কোন কথা বলিতেন না। আচার্য দ্রোণের নিকট শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষাব পর সর্বসমক্ষে শস্ত্রকৌশল প্রদর্শনের সময ভীমই প্রথমতঃ কর্ণকে উপহাস করিয়াছেন। কর্ণ জীবনে তাহা ভুলিতে পাবেন নাই।[১]

যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয-যজ্ঞেব উদ্যোগ করিতেছেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে পবামর্শ দিলেন যে, মগধাধিপতি এবং কংসের শ্বশুব জরাসন্ধকে বধ করিতে না পারিলে নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে না। অতিশয় বলবান ও দর্পিত জবাসন্ধ তাঁহার রাজধানী গিরিব্রজে ছিযাশীজন বিজিত নৃপতিকে বন্দী কবিয়া বাখিয়াছেন। আর চৌদ্দজনকে বন্দী কবিতে পাবিলেই পাশুপত-যজ্ঞে তাঁহাদিগকে বলি দিবেন। সেই বাজন্যবর্গকে মুক্ত কবিতে না পাবিলে যজ্ঞ অসম্পূর্ণ থাকিবে। জরাসন্ধের ভয়ে কৃষ্ণও মথুবা ত্যাগ করিয়া দ্বারকায চলিয়া যান।[১] এই প্রস্তাব শুনিয়া যুধিষ্ঠিব ভযে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। ভীম তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া কহিতেছেন—'কৃষ্ণ, অর্জুন ও আমি—এই তিনজনে নিশ্চয়ই জবাসন্ধকে বধ করিতে পাবিব'।

কৃষ্ণে নয়ো মযি বলং জয়ঃ পার্থে ধনঞ্জয়ে। সভা ১৫।১৩

—কৃষ্ণের বুদ্ধি, অর্জুনের কৌশল ও আমার শক্তিতে অবশ্যই কার্য সিদ্ধ হইবে।

কৃষ্ণ এবং অর্জুনও যুধিষ্ঠিরকে উৎসাহ দেওয়ায অগত্যা তিনি সম্মত হইলেন। কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন ব্রাহ্মণের বেশে গিরিব্রজে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞে দীক্ষিত জরাসন্ধ কর্তৃক যথাবিধি অভ্যর্থিত হইয়াছেন। যথাসময়ে তাঁহারা আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলে পর জরাসন্ধ ভীমের সহিত বাহুযুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। ভীমের সমধিক বীরত্বব্যঞ্জক আকৃতি দেখিয়াই সম্ভবতঃ মহাবীর জরাসন্ধ তাঁহাকেই প্রতিপক্ষ স্থির করিয়াছেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর মহাবল ভীম শ্রান্ত জরাসন্ধের পায়ে ধরিয়া তাঁহার দেহ দুইভাগে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

করে গৃহীত্বা চবণং দ্বেধা চক্রে মহাবলঃ। সভা ২৪।৭

বিজয়ী ভীমের নিনাদে আকাশ পাতাল প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

কিন্নু স্যাদ্ধিমবান্ ভিন্নঃ কিন্নু বিদীর্য্যতে মহী।
ইতি বৈ মাগধা জগ্মুর্ভীমসেনস্য নিঃস্বনাৎ॥ সভা ২৪।১০

—মগধবাসিগণ ভীমের গর্জন শুনিয়া ভাবিতে লাগিল—হিমালয়পর্বত খসিয়া পড়িল কি? না পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া গেল?

অতঃপর বন্দী রাজন্যবর্গকে মুক্ত করিয়া জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মুক্ত রাজন্যবর্গ সহ বীরত্রয় ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। কৃতজ্ঞতায় বিহ্বল রাজন্যবৃন্দ নিজ নিজ দেশে চলিয়া গেলেন। ভীমসেনের বাহুবলে এই অসাধ্য-সাধন সম্ভবপর হইল।[১৮]

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ের পূর্বে ভীমাদি চারি ভ্রাতা দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন। ভীম পূর্বদিকে যাত্রা করিয়া গণ্ডক, দশার্ণ, চেদি, কোশল, অযোধ্যা, কাশী, মৎস্য, তাম্রলিপ্ত, কর্বট, সুহ্ম, লৌহিত্য প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন। সেইসকল ধনরত্ন যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে ব্যয়িত হইয়াছে।[১৯]

শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদানের পর যজ্ঞসভায় বসিয়াই শিশুপাল অকথ্য ভাষায় কৃষ্ণ ও

ভীষ্মকে গালাগালি দিতেছিলেন। পরে তিনি অন্যায় উপায়ে জরাসন্ধকে বধ করার জন্য ভীম এবং অর্জুনকেও কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ভীম শিশুপালের বাক্যে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শিশুপালকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার নিমিত্ত সবেগে উত্থিত হইলে পর ভীষ্ম তাঁহাকে ধরিয়া থামাইয়াছেন।

তস্য ভীমস্য ভীষ্মেণ বার্যমানস্য ভারত।
গুরুণা বিবিধৈর্বাক্যৈঃ ক্রোধঃ প্রশমমাগত ॥
নাতিচক্রাম ভীষ্মস্য স হি বাক্যমরিন্দমং। সভা ৪২।১৪ ১৫

—ভীষ্মের বিবিধ বাক্যে ভীমের ক্রোধ শান্ত হইল। ভীষ্ম তাঁহার গুরুজন। এইহেতু তিনি ভীষ্মের বাক্য লঙ্ঘন করেন নাই।

অতি ক্রোধন হইলেও সরলচিত্ত ভীম সর্বদাই গুরুজনকে যথোচিত সম্মান করিতেন। ভ্রাতৃবর্গের সহিত কোন পরামর্শ না করিয়াই যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের দ্যূতক্রীড়ার আহ্বান গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভ্রাতৃগণকে সঙ্গে লইয়া হস্তিনায় যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতারা জ্যেষ্ঠের এই ব্যবহারে কোন বাধা দেন নাই। দ্যূতক্রীড়ায় মত্ত হইয়া যুধিষ্ঠির সমস্ত ধনরত্ন হারাইলেন। পরে যথাক্রমে নকুল সহদেব, অর্জুন এবং ভীমকে একে একে পণ রাখিয়া পরাজিত হইলেন। তখনও ভীম কিছু বলেন নাই। কিন্তু দ্রৌপদীকে পণ রাখায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা দেখিয়া এই বীরপুরুষ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অতি ক্ষুব্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—সর্বপ্রকার ধনরত্ন রাজ্য তুমি এবং আমরা ভ্রাতৃগণ ছলপূর্বক শত্রুদের দ্বারা হৃত হইয়াছি।

ন চ মে তত্র কোপোঽভূৎ সর্বস্যেশো হি নো ভবান।
ইমং ত্বতিক্রমং মন্যে দ্রৌপদী যত্র পণ্যতে ॥
এষা হ্যনর্হতী বালা পাণ্ডবান প্রাপ্য কৌরবৈঃ।
ত্বৎকৃতে ক্লিশ্যতে ক্ষুদ্রৈর্নৃশংসৈরকৃতাত্মভিঃ ॥
অস্যাঃ কৃতে মন্যুরয়ং ত্বযি রাজন নিপাত্যতে।
বাহূ তে সংপ্রধক্ষ্যামি সহদেবাগ্নিমানয় ॥ সভা ৬৮।৪ ৬

—তাহাতে আমার ক্রোধ জন্মে নাই, যেহেতু তুমি আমাদের সকলেরই প্রভু। কিন্তু দ্রৌপদীকে পণ রাখা অসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। এই পাণ্ডবভার্যা বালিকা এইপ্রকার লাঞ্ছনার যোগ্য নহেন। তোমারই দোষে নৃশংস, নীচ, দুষ্টমতি কৌরবদের দ্বারা ইনি এইপ্রকার লাঞ্ছনা পাইতেছেন। হে রাজন, ইঁহার এই লাঞ্ছনার জন্য তোমার উপর আমার ক্রোধ পতিত হইতেছে। তোমার বাহুদ্বয় দগ্ধ করিব। সহদেব, অগ্নি আনয়ন কর।'

এই ব্যাপারে শত্রুগণ উল্লসিত হইবে, এইপ্রকার আচরণে ধর্ম নষ্ট হইবে—ইত্যাদি বহুপ্রকার সান্ত্বনা বাক্যে অর্জুন ভীমকে কিঞ্চিৎ শান্ত করিয়াছেন।

কর্ণের আদেশে দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিবার চেষ্টা করিলেন। দ্রৌপদীর কাতর ক্রন্দনে লোকচক্ষুর অগোচরে থাকিয়া কৃষ্ণ তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন। সভাস্থ সকলেই দুঃশাসনকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। এই সময়ে

শশাপ তত্র ভীমস্তু রাজমধ্যে বৃহৎস্বনঃ।
ক্রোধাদ্বিস্ফুরমাণৌষ্ঠো বিনিষ্পিষ্য করে করম্ ॥
ইত্যাদি। সভা ৬৮।৫০-৫৩

—ক্রোধে ভীমের ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। তিনি একহাতে অপর হাতকে নিষ্পেষণ করিয়া সভামধ্যে গর্জন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—হে ক্ষত্রিয়গণ, আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করুন।

কোন ব্যক্তি এরূপ প্রতিজ্ঞা কখনও করে নাই আর কখনও করিবে না। আমি যদি যুদ্ধক্ষেত্রে এই দুর্বুদ্ধি পাপকর্মা ভরতকুলকলঙ্ক দুঃশাসনের বক্ষ বিদারণ করিয়া রক্ত পান না করি তবে আমার পূর্ব-পুরুষগণের এক লোকে যেন আমার গতি না হয়।

এই ভীষণ লোমহর্ষণ প্রতিজ্ঞা শ্রবণে অনেকেই ভীমকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

স্বয় পরাজিত হইয়া যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রাখিতে অধিকারী কি না—দ্রৌপদী সভাস্থলে এই প্রশ্ন করিলে দুর্যোধন কোন উত্তর না দিয়া পাণ্ডবগণকেই এই প্রশ্ন করিবার নিমিত্ত দ্রৌপদীকে বলিয়াছেন। সভাস্থ সকলেই মৌনী রহিলেন। তখন ভীম সক্রোধে কহিতেছেন—

যদ্যেষ গুরুরস্মাকং ধর্মরাজো মহামনাঃ।
ন প্রভুঃ স্যাৎ কুলস্যাস্য ন বয়ং মর্ষয়েমহি ॥

ইত্যাদি। সভা ৭০।১২ ১৩

—এই মহামনাঃ ধর্মরাজ আমাদের গুরু। ইনি যদি আমাদের প্রভু না হইতেন তবে আমরা এই লাঞ্ছনা সহ্য করিতাম না। ইনি আমাদের পুণ্য আমাদের তপস্যা, এমন কি, আমাদের প্রাণেরও প্রভু।

অতঃপর ভীম স্বীয় বাহুবলের অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছেন—সিংহ যেরূপ ক্ষুদ্র পশুগণকে হত্যা করে ধর্মরাজের আদেশ পাইলে আমিও সেইরূপ এই পাপিষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে পারি।

ভীমের বচন শুনিয়া ভীষ্ম দ্রোণ ও বিদুর একবাক্যে তাঁহাকে বলিয়াছেন—'ক্ষমা কর তোমার দ্বারা সকলই সম্ভবপর'। যুধিষ্ঠিরকে নিতান্ত ব্যথিত ও মৌনী দেখিয়া স্পর্দ্ধিত দুর্যোধন দ্রৌপদীকে বাম ঊরু প্রদর্শন করিয়াছেন। এই দৃশ্যে ভীমের নেত্রদ্বয় ক্রোধে লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। তিনি সকলকে শোনাইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—

পিতৃভিঃ সহ সালোক্যং মাস্ম গচ্ছেদ বৃকোদরঃ।
যদ্যেতমূরুংগদয়া ন ভিন্দ্যাং তে মহাহবে ॥ সভা ৭১।১৪

—মহাযুদ্ধে গদার আঘাতে যদি তোমার এই ঊরু ভঙ্গ না করে, তবে বৃকোদর পিতৃগণের লোকে যাইবে না।

ক্রোধে ভীমের দেহ হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। বিদুর সকলকে সম্বোধন করিয়া সতর্কবাণী উচ্চারণ করিলেন—

পরং ভয়ং পশ্যত ভীমসেনাৎ। সভা ৭১।১৬

—ভীমসেন হইতে অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হইয়াছে। তোমরা দেখ।

ভীত ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে বর দিয়া দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু ভীম এই লাঞ্ছনায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। তিনি তখনই কৌরবগণকে ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে—

সান্ত্ব্যমানো বীক্ষ্যমাণঃ পার্থেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
খিদ্যত্যেষ মহাবাহুরন্তর্দহেন বীর্যবান ॥ সভা ৭২।১৩

—প্রশান্তস্বভাব যুধিষ্ঠির তাঁহার দিকে তাকাইয়া সান্ত্বনা দিয়াছেন। বীর্যবান মহাবাহু ভীম অন্তর্দাহের জ্বালা অনুভব করিতেছিলেন।

দ্বিতীয়বার দ্যূতে আহূত হইয়াও যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবর্গের সহিত পরামর্শ না করিয়াই সকলকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিয়াছেন। দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া অজিনোত্তরীয় ধারণ করিয়া পাণ্ডবগণ বনে যাত্রা করিতেছেন। সেই সময় দুঃশাসনের নানাবিধ অশ্রাব্য বাক্যবাণে বিদ্ধ

হইয়া ভীম হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিয়াছেন—

যথা তুদসি মর্ম্মাণি বাক্‌শরৈরিহ নো ভৃশম্।
তথা স্মারয়িতা তেঽহং কৃন্তমর্ম্মাণি সংযুগে ॥ সভা ৭৭।১৭

—বাক্‌শরের দ্বারা যেভাবে আমাদিগকে মর্মাহত করিতেছ, যুদ্ধক্ষেত্রে সেইভাবে হৃদয় বিদারণ করিয়া তোমাকে (এই দুষ্কর্ম) স্মরণ করাইব।

পুনরায় তিনি দুঃশাসনের রক্তপান ও দুর্যোধনের উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞার কথা বলিতে বলিতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুসরণ করিয়াছেন। যাত্রাকালে পুনঃপুনঃ তিনি নিজের বিশাল বাহুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন।[১১]

পাণ্ডবগণ প্রথমতঃ সরস্বতীতীরে কাম্যক-বনে প্রবেশ করিয়াছেন। ভীমাদি ভ্রাতৃগণ জ্যেষ্ঠের প্রতি ভক্তিবশতঃ তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া অতি কষ্টে ক্রোধ দমন করিয়া আছেন। বক-রাক্ষসের ভ্রাতা এবং হিড়িম্বের মিত্র রাক্ষস কির্ম্মীর কাম্যক-বনে বাস করিতেছিল। পাণ্ডবগণের পরিচয় জানিয়া এক রাত্রিতে সে ভীমকে বধ করিতে উপস্থিত হইল। ভীমের সহিত প্রচণ্ড বাহুযুদ্ধে রাক্ষস প্রাণ হারাইল।[১১]

কিছুদিন পর পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে উপস্থিত হইলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা তাঁহারা নিতান্ত দুঃখিতভাবে বসিয়া আছেন, এমন সময় দ্রৌপদী তাঁহার লাঞ্ছনার কথা স্মরণ করাইয়া যুধিষ্ঠিরকে উত্তেজিত করিতেছিলেন এবং ক্ষমাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রতেজে উদ্বুদ্ধ হইতে অনুরোধ করিতেছিলেন। যুধিষ্ঠির নানা সান্ত্বনা-বচনে দ্রৌপদীর ক্ষোভ নিবারণের চেষ্টা করিয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের সেইসকল কথা শুনিয়া ভীমের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরের ক্ষমাগুণের নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিলেন—'দুর্যোধন কপটতা করিয়া আমাদিগকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়াছেন। আমরা এখনই তাহার প্রতিশোধ লইব না কেন ? শুধু তোমারই অদূরদর্শিতায় সকলের এ-হেন দুর্গতি ঘটিয়াছে। তোমার দিকে চাহিয়াই আমরা সমস্ত সহ্য করিতেছি। রাজন্, এই দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। পৌর-জানপদবর্গ আমাদের অনুকূল। তোমার ভ্রাতৃবর্গের বীরত্ব কম নহে। আমার গদার আঘাত কে সহ্য করিতে পারিবে ? শুধু ধর্মের দোহাই দিয়া ক্লীবের ন্যায় ঘৃণ্য জীবন যাপন করা কি উচিত ? যে আচরণ নিজকে এবং পরিবারবর্গকে দুঃখ দেয়, তাহা ধর্ম নহে। সুদীর্ঘ তের বৎসর এরূপ দুঃখে যাপন করা সুকঠিন। রাজন্, তোমার বুদ্ধি ব্রাহ্মণের ন্যায়, ক্ষত্রিয়ের বুদ্ধি এরূপ হয় না। স্বয়ং মনু বলিয়াছেন—অন্যায়কারীকে ক্ষমা করিতে নাই। আমাদের ন্যায় ব্যক্তিগণের, বিশেষতঃ কৃষ্ণার পক্ষে অজ্ঞাতবাস সম্ভবপর নহে। আমরা হস্তিনায় যে-সকল গুপ্তচর পাঠাইয়াছিলাম, তাঁহাদের মুখে দুর্যোধনের সাধু আচরণ ও লোকসংগ্রহের যে-সকল সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে ভয় হইতেছে। দুর্যোধন ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইতেছেন। এখনই আক্রমণ করিতে আমাদিগকে অনুমতি দাও। রাজন্, তুমি প্রতিজ্ঞাভঙ্গের ভয় করিও না। আমরা তের মাস বনে বাস করিয়াছি। মনীষীরা সোমের অভাবে যজ্ঞে পূতিকার ন্যায় বৎসরের প্রতিনিধিরূপে মাসকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। অথবা একটি বৃষকে গোগ্রাস দান করিয়া পরিতৃপ্ত করিলেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। অতএব হে রাজন্, তুমি শত্রুবধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হও'।[১০]

যুধিষ্ঠির নানা কথায় ভীমকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শুধু দাদার কথা অমান্য করা অনুচিত বিবেচনায় এই সরলস্বভাব মহাবীর মন্ত্রবশীভূত বিষধরের ন্যায় চুপ করিয়া রহিয়াছেন। আরও একদিন তিনি অতি দুঃখে যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—

ভবতো দ্যূতদোষেণ সর্ব্বে বয়মুপপ্লুতাঃ।

অহীনপৌরুষা বালা বলিভির্ব্বলবত্তরাঃ ॥
ক্ষাত্রধর্ম্মং মহারাজ ত্বমবেক্ষিতুমর্হসি ।
ন হি ধর্ম্মো মহারাজ ক্ষত্রিয়স্য বনাশ্রয়ঃ ॥ বন ৫২।১৩, ১৪

—তোমার দ্যূতাসক্তির দোষেই আমাদের সকলের এই লাঞ্ছনা ঘটিয়াছে। আমরা অধিকতর বলবান্ ও পৌরুষযুক্ত হইয়াও শত্রুদের চক্রান্তে অসহায় হইয়া পড়িয়াছি। মহারাজ, তুমি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অবলম্বন কর, বনবাস ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নহে। (এবারও যুধিষ্ঠির সস্নেহে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়াছেন।)

অর্জুনের দেবলোক গমনের পর লোমশ-মুনির সঙ্গে পাণ্ডবগণও কৃষ্ণা সহ নানাতীর্থ পর্যটন করিয়াছেন। পুরোহিত ধৌম্যও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা কৈলাস-পর্বত অতিক্রম করিয়া গন্ধমাদনে প্রবেশ করিয়াছেন। সেখানে একটি সহস্রদল পদ্মের দিব্য গন্ধে বিস্মিত হইয়া পাঞ্চালী এইরূপ আরও কয়েকটি পদ্ম সংগ্রহের নিমিত্ত ভীমকে অনুরোধ করিলেন। ভীম সুগন্ধ অনুসরণ করিয়া বায়ুবেগে চলিতে চলিতে পথে অনেক হিংস্র জন্তুর সম্মুখে পডিয়াছেন। প্রিয়তমাব তুষ্টির নিমিত্ত বাহুবলে সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অবশেষে তিনি গন্ধমাদন-পর্বতেব সানুদেশে বহু যোজন বিস্তৃত কদলীবনে প্রবেশ করিলেন। সেই বনেব ভিতর একটি সরোবরে সেই জাতীয় অসংখ্য দিব্য পুষ্প দেখিয়া সেই সরোবরে অবগাহন করিলেন। অতঃপর আনন্দে বাহুর আস্ফোটন ও শঙ্খধ্বনিতে সেই বন প্রকম্পিত করিয়া তুলিলেন। সেই স্থান হইতে ঊর্ধ্ব দেশে যাত্রা করিলে ভীমের অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে মনে করিযা তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পবননন্দন হনুমান্ পথ রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিয়া আছেন। হনুমানেব লাঙ্গুল-আস্ফালনের ভীষণ শব্দ শুনিয়া ভীম সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি হনুমানকে সামান্য বানর-মাত্র মনে করিয়া পথ ছাডিয়া দিতে বলায় হনুমান্ বলিলেন যে, তাঁহার উঠিবার শক্তি নাই, তিনি ব্যধিগ্রস্ত, ভীম ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতে পারেন। ভীম সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াও হনুমানের লাঙ্গুল নড়াইতে পারিলেন না। অতঃপর সবিনয়ে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানিতে চাহিলে হনুমান্ আত্মপরিচয় দিয়া ভীমকে সস্নেহে অনেক উপদেশ দিয়াছেন, ভীমও শিষ্যের মত সেই উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। অর্জুনের ধ্বজে অবস্থান করিয়া ভীষণ নিনাদে শত্রুগণকে সন্ত্রস্ত কবিবেন—হনুমান্ ভীমকে এই আশ্বাস দিয়া অন্তর্হিত হইলেন।[২৪]

তারপর কুবেরের গৃহ-সমীপস্থ পুষ্করিণী হইতে ভীম বাহুবলে অনেকগুলি সৌগন্ধিক সহস্রদল পদ্ম আহরণ করিয়া দ্রৌপদীকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন।[২৫] উদ্বিগ্ন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণা ও ভ্রাতৃগণ সহ সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সকলে মিলিয়া নরনারায়ণ-স্থান বদরিকাশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। সেইস্থানে পাণ্ডবগণের অস্ত্রশস্ত্র অপহরণের উদ্দেশ্যে জটাসুর ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হইয়া একদা ভী. ও ঘটোৎকচের অনুপস্থিতির সুযোগে যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও কৃ্ষ্ণাকে এবং পাণ্ডবগণের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। যুধিষ্ঠিরের শান্তির বাণীতে সে কর্ণপাত করে নাই। পথিমধ্যে ভীম অসুরকে দেখিতে পাইলেন। তাহার কাণ্ড দেখিয়া ক্রুদ্ধ ভীম বাহুবলে তাহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এই অসুরও বক এবং হিড়িম্বের সুহৃৎ ছিল।[২৬]

অতঃপর হিমালয়ে তপস্বী আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে বাসের সময় দ্রৌপদী একদা হিমালয়ের শিখরদেশ দেখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে ভীম সেই সময়ই পথঘাট দেখিয়া আসিবার নিমিত্ত পর্বতারোহণ করিয়াছেন। পথে অনেক যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্বগণ তাঁহাকে বাধা দিতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বাহুবলের নিকট পরাজিত হইলেন। পরিশেষে কুবেরের সখা

মণিমান্‌-নামক রাক্ষস তাঁহাকে প্রবলভাবে বাধা দিতে গিয়া যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন। আরও অনেক রাক্ষস ভীমের গদার আঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।[২৭]

এই ঘটনার পর দেবলোক হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া অর্জুনও ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া রাজর্ষি বৃষপর্বার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ভীম সেই আশ্রমসন্নিহিত অরণ্যসমূহে নির্ভয়ে বিচরণ কবিতেন। একদিন তিনি এক অতিকায় মহাসর্প দেখিতে পাইলেন। সাপটি হঠাৎ ভীমকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার বাহুদ্বয়কে এরূপভাবে পাশবদ্ধ করিল যে, ভীমের নড়িবারও শক্তি রহিল না। এই সর্প ছিলেন—অজগররূপী শাপগ্রস্ত রাজর্ষি নহুষ। যুধিষ্ঠিবের দর্শন-লালসায় তিনি ভীমকে ধরিয়াছিলেন। ভীমের করুণ বিলাপেও তিনি তাঁহাকে ছাড়িলেন না, পবন্তু আত্মপরিচয় দিযা তিনি ভীমকে ভক্ষ্যরূপে পাইয়াছেন—ইহাই বলিতে লাগিলেন। এইদিকে নানাবিধ দৈব দুর্নিমিত্ত লক্ষ্য করিয়া যুধিষ্ঠিব ব্যাকুল হইযা ভীমেব অন্বেষণে বাহিব হইয়াছেন। গভীব অরণ্যে ভীমকে তদবস্থ দেখিয়া যুধিষ্ঠিব অজগবকে অন্যবিধ আহার্য দিযা ভাইকে মুক্ত কবিবার প্রার্থনা জানাইলেন। অজগর তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি ধর্মবাজকে বলিলেন যে, তাঁহার কতকগুলি প্রশ্নেব যথাযথ উত্তব দিতে পাবিলে তিনি ভীমকে মুক্তি দিবেন। পবে ধর্মরাজ নহুষের প্রশ্নাবলীব সমীচীন উত্তব দিযা ভীমকে মুক্ত কবিয়াছেন।[২৮]

ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে ভীমকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। দুর্যোধনাদির ঘোষযাত্রাব পবামর্শ শুনিয়া তিনি বলিয়াছেন—

ভীমসেনস্ত্বমর্ষণঃ। বন ২৩৮।৯

—ভীমসেন অত্যন্ত অসহিষ্ণু ও ক্রোধনস্বভাব।

অর্থাৎ তাঁহাদেব নিকটস্থ অবণ্যে গেলে ভীম হইতে বিপদেব আশঙ্কা আছে—এই কথাই তিনি বলিযাছেন। দুর্যোধন প্রভৃতি গন্ধর্বের হাতে বন্দী হইলে পর দুর্যোধনের অমাত্যবর্গ পাণ্ডবগণেব সাহায্য ভিক্ষা কবিলে ভীম এই সংবাদে উল্লসিত হইয়া বলিয়াছেন—'অনেক প্রযত্নে আমাদেব যাহা কবিতে হইত, ভাগ্যক্রমে গন্ধর্বগণ তাহাই কবিযাছেন।'[২৯]

যুধিষ্ঠিবের আদেশে পবে ভীম ও অর্জুন দুর্যোধন প্রভৃতিকে মুক্ত কবিয়াছিলেন।

মদমত্ত জযদ্রথ পাণ্ডবগণের অনুপস্থিতিতে একদা দ্রৌপদীকে হবণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। পাণ্ডবগণ জযদ্রথকে আক্রমণ কবিলে জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে রথ হইতে নামাইয়া প্রাণভযে গভীব অরণ্যে আত্মগোপন করিলেন। ভীম পলায়মান জযদ্রথের চুলে ধরিযা তাঁহাকে ভূমিতলে নিষ্পেষণ কবিতে কবিতে মাথায় লাথি মাবিতে লাগিলেন। অর্জুন ভীমকে বাবণ না করিলে জয়দ্রথেব প্রাণ রক্ষা পাইত না। ক্রুদ্ধ ভীম অর্দ্ধচন্দ্র-বাণে জয়দ্রথের মস্তককে পাঁচচুলা করিযা তাঁহাকে বাঁধিযা যুধিষ্ঠিব সমীপে উপস্থিত করিলে জযদ্রথ দ্রৌপদীব সাক্ষাতে দাসখত দিয়া ধর্মরাজের দয়ায প্রাণ লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন।[৩০]

বার বৎসর বনবাসের পর এক বৎসর অজ্ঞাত বাসেব সময় উপস্থিত হইয়াছে। মৎস্যরাজ বিবাটের পুরীতে বাস করা স্থির হইল। যুধিষ্ঠিবের জিজ্ঞাসার উত্তরে ভীম বলিলেন—তিনি 'বল্লব' নাম গ্রহণ কবিয়া আপনাকে 'পৌরোগব' বলিয়া পরিচয় দিবেন।[৩১] 'বল্লব' শব্দের অর্থ পাচক, আর 'পৌরোগব' শব্দের অর্থ পাকশালার অধ্যক্ষ। (পুবঃ=প্রথমতঃ। গাবঃ=রশ্মিসমূহ। মাতৃগর্ভস্থ সন্তানের প্রথমতঃ বায়ুরশ্মিভূত প্রাণের আবির্ভাব হয়। সুতরাং প্রথমতঃ রশ্মিসমূহ যাঁহার—এই অর্থে 'পুরোগু' শব্দ বায়ুকে বুঝায়। পুরোগুর অপত্য এই অর্থেও 'পৌরোগব' শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে! বি ২।১ নীলকণ্ঠের টীকা।) ভীমসেন উৎকৃষ্ট পাচক ছিলেন। এই জন্য তিনি অজ্ঞাতবাসের সময় পাচকরূপেই

বিরাটপুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, পাকের নিমিত্ত প্রচুর কাষ্ঠ আহরণ করিয়াও তিনি বিরাট রাজার প্রীতি উৎপাদন করিবেন এবং মল্লযুদ্ধের পটুতা দেখাইয়া তিনি সকলের তুষ্টি বিধান করিবেন। বিরাট পরিচয়, জানিতে চাহিলে বলিবেন—তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরের মল্লযোদ্ধা এবং পাচক ছিলেন।[৬২]

নিজেদের মধ্যে প্রয়োজনীয় কথাবার্তার নিমিত্ত যুধিষ্ঠির ভীমের গুপ্ত নাম রাখিয়াছিলেন—'জয়ন্ত'।[৬৩] যুধিষ্ঠিরের প্রবেশের পর ভীম এক হাতে খজা (কাঁটা) ও হাতা এবং অপর হাতে একখানা কোষমুক্ত তরবারি লইয়া মৎস্যরাজের পুরীতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ ছিল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। বিরাটরাজা তাঁহার পরিচয় জানিয়া এহেন পুরুষকে পাচক বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই। তথাপি তিনি তাঁহাকে পাকশালার অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।[৬৪]

অজ্ঞাতবাসের চতুর্থ মাসে বিরাটপুরীতে ব্রহ্মোৎসব (নবধান্যোৎপত্তিতে উৎসববিশেষ) উপলক্ষ্যে অনেক মল্লও উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জীমূত-নামক একজন অমিতবলশালীর সহিত কেহই পারিয়া উঠিল না। তখন বিরাটরাজা বল্লবকে জীমূতের সহিত যুদ্ধ করিতে নির্দেশ দিলেন। প্রকাশিত হইবার ভয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অগত্যা ভীমকে বিরাটের নির্দেশ মানিতে হইল। অনেক ক্ষণ যুদ্ধের পর জীমূতমল্ল পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। যখন বল্লবের সমকক্ষ যোদ্ধা আর কেহই রহিলেন না, তখন বিরাট বাঘ, সিংহ ও হাতীর সহিত বল্লবকে যুদ্ধ করাইয়া কৌতুক বোধ করিলেন। পুনরায় রাজার আদেশে ভীষণ সিংহদের সহিত বল্লবকে অন্তঃপুরে যুদ্ধ দেখাইতে হইল। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া বল্লবকে প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন।[৬৫]

রাজশ্যালক সেনাপতি দুশ্চরিত্র কীচকের কুপ্রস্তাবে দ্রৌপদী তাহাকে লাথি মারিয়াছিলেন। তিনি কীচককে ভূপাতিত করিয়া রাজসভায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে দ্রুত ধাবিতা হইয়াছেন। দুরাত্মা কীচক ধাবমানা দ্রৌপদীর চুলে ধরিয়া তাঁহাকে ধরাশায়িনী করিয়া বিরাটের সাক্ষাতেই পদাঘাত করিল। ভীম এই দৃশ্য দেখিয়া ক্রোধে ও ক্ষোভে অজ্ঞাতবাসের কথা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার উগ্র ভ্রূকুটি এবং ঘর্মাক্ত ললাটদেশ দেখিয়া দুঃখিত যুধিষ্ঠির প্রমাদ গণিয়াছেন। ভীম

ভূয়শ্চ ত্বরিতঃ ক্রুদ্ধঃ সহসোত্থাতুমৈচ্ছত। বি ১৬।১৬

—অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া সহসা ত্বরায় দণ্ডায়মান হইতে চাহিয়াছেন। (উদ্দেশ্য—তখনই কীচককে যমালয়ে প্রেরণ করিবেন।)

সমীপস্থ যুধিষ্ঠির ভীমের হাত টিপিয়া তাঁহাকে সঙ্কেত না করিলে তখনই তিনি যে ভীম—ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িত। রাজসভায় করুণ বিলাপ করিয়াও দ্রৌপদী ভীত বিরাটের নিকট কোন সুবিচার পাইলেন না। অপমানের অসহ্য যন্ত্রণায় তেজস্বিনী দ্রৌপদী গোপনে ভীমসেনের নিকট তাঁহার সকল দুঃখ বর্ণনা করিলে শত্রুতাপন ভীম শোকে দুঃখে কাতর হইয়া

ততস্তস্যাঃ করৌ সূক্ষ্মৌ কিণবন্তৌ বৃকোদরঃ
মুখমানীয় দ্রৌপদ্যা রুরোদ পববীরহা॥ বি ২০।৩০

—দ্রৌপদী সূক্ষ্ম এবং শক্ত কড়াযুক্ত করদ্বয়ে আপন মুখ আচ্ছাদন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

পরে অনেক সতী-সাধ্বীর দুঃখের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ভীম দ্রৌপদীকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া পরামর্শ দিলেন যে, পরদিন রাত্রিকালে নর্তনশালায় মিলিত হইবার নিমিত্ত কীচককে প্রলুব্ধ

করিতে হইবে। ভীম সেখানকার খাটে উৎকৃষ্ট শয্যায় দ্রৌপদীর সাজে সজ্জিত হইয়া অন্ধকারে কীচকের প্রতীক্ষায় শুইয়া থাকিবেন এবং সেইখানেই লম্পটকে হত্যা করিয়া এই গাত্রদাহ নিবারণ করিবেন। পরামর্শ অনুসাবে কাজ হইল। দুরাত্মা কীচকের প্রাণহীন দেহ ভীমের হাতে একটি মাংসপিণ্ডে পরিণত হইল। দ্রৌপদীকে কীচকের দেহপিণ্ড দেখাইয়া ভীম গোপনে পাকশালায় প্রবেশ করিলেন।[৫৬]

দ্রৌপদী নর্তনাগারের রক্ষিগণকে জানাইলেন যে, তাঁহার গন্ধর্ব পতিগণ দুরাত্মা কীচককে হত্যা করিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া সকলই উপস্থিত হইয়া এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। কীচকের জ্ঞাতিবান্ধবগণ শোকসন্তপ্ত হইয়া কীচকেব শবদেহের সহিত সৈরন্ধ্রীকেও (দ্রৌপদী) দাহ করিবার নিমিত্ত বিরাটেব অনুমতি চাহিলে উপকীচকগণের ভয়ে ভীত হইয়া বিরাট তাহাদের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। উপকীচকগণ ভয়ত্রস্তা সৈরন্ধ্রীকে বাঁধিয়া শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করিল। সৈরন্ধ্রী জয় জয়ন্ত প্রভৃতি গুপ্ত নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া তাঁহা‌র পতিগণকে এই বিপত্তির কথা জানাইলে বল্লব তৎক্ষণাৎ শয্যা ত্যাগ করিয়া সৈরন্ধ্রীকে অভয় দিলেন এবং বেশভূষা পরিবর্তন করিয়া লম্ফ দিয়া প্রাচীর অতিক্রম করিয়া শ্মশানাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি বাহুবলে প্রকাণ্ড একটি বৃক্ষকে উৎপাটন করিয়া দণ্ডপাণি যমের ন্যায় চিতাসমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই কীচকের জ্ঞাতিবন্ধুগণের প্রাণ ভয়ে উড়িয়া গেল। তাহারা সৈরন্ধ্রীকে ছাড়িয়া দিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। ক্রুদ্ধ গন্ধর্ব (বল্লব) তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন না। বায়ুবেগে ধাবিত হইয়া বৃক্ষের আঘাতে সেই একশত পাঁচজন পাপিষ্ঠকে যমালয়ে প্রেরণ কবিলেন। সৈবন্ধ্রীকে অভয় দিযা তিনি পুনরায় বল্লবের বেশে পাকশালায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন।[৫৭]

গন্ধর্বের অত্যাশ্চর্য শক্তি দেখিয়া আব কেহ সৈরন্ধ্রীর দিকে তাকাইতেও সাহস করিত না। দ্রৌপদী নিষ্কণ্টক হইলেন। আর মাত্র তেরদিন অজ্ঞাত বাসের বাকী রহিল।[৫৮]

ভীমাদি ভ্রাতৃগণ যুধিষ্ঠিরকে যে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন, দ্রোণাচার্যেব ও ভীষ্মের উক্তি হইতে জানা যায়। দ্রোণ বলিয়াছেন,

শূবাশ্চ কৃতবিদ্যাশ্চ বুদ্ধিমন্তো জিতেন্দ্রিয়াঃ।
ধর্ম্মজ্ঞাশ্চ কৃতজ্ঞাশ্চ ধর্ম্মরাজমনুব্রতাঃ ॥
নীতিধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞাঃ পিতৃবচ্চ সমাহিতাঃ।
ধর্ম্মে স্থিতং সত্যধৃতিং জ্যেষ্ঠং জ্যেষ্ঠানুযায়িনঃ ॥ বি ২৭।২,৩

—পাণ্ডবগণ বীর, কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান্, জিতেন্দ্রিয়, ধর্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ। তাঁহারা নীতিধর্মার্থতত্ত্বজ্ঞ এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগত। ধার্মিক, সত্যধৃতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কনিষ্ঠগণ পিতার ন্যায় মান্য করিয়া তাঁহাব অনুগত আছেন।

পরবর্তী অধ্যায়ে ভীষ্মও পাণ্ডবগণের এইসকল গুণের কথা বলিয়াছেন।

ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা বিরাটের গো-ধন হরণ করিতে গিয়াছিলেন। মৎস্যপতি বিরাটের সহিত তাঁহাব ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধে। যুদ্ধে বিরাটকে বন্দী করিয়া সুশর্মা স্বরাজ্যে লইয়া যাইতেছিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া বিরাটকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত যুধিষ্ঠির ভীমকে পাঠাইয়াছেন। ত্রিগর্তাধিপতি ভীমের লাথি খাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে বিবাটরাজার দাসত্ব স্বীকার করিয়া সুশর্মা প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন।[৫৯] পাণ্ডবগণের প্রতিজ্ঞাত তের বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। দুই পক্ষেই শান্তির নিমিত্ত দূত প্রেরিত হইতেছেন, ভিতরে ভিতরে যুদ্ধেব আয়োজনও চলিতেছে। ধৃতরাষ্ট্রপ্রেরিত সঞ্জয় পাণ্ডবগণের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাদের মনোভাব জানিয়া হস্তিনায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। হস্তিনার রাজসভায়

সর্বসমক্ষে তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন যে, পাণ্ডবগণের প্রাপ্য রাজ্যার্ধ প্রত্যর্পণ না করিলে যুদ্ধ অনিবার্য। তিনি পাণ্ডবগণের শৌর্যবীর্যের কথাও স্পষ্টভাষায় ধৃতরাষ্ট্রকে শোনাইলেন। সঞ্জয়ের বাক্য শুনিয়া স্বার্থান্ধ বৃদ্ধ অতিশয় ভীত হইয়া বলিতেছেন—'পাণ্ডবগণ সকলই বীরপুরুষ, পরন্তু ভীমসেনের বীরত্ব স্মরণ করিলেই আমার ভয় হয়। চারি পাণ্ডব একদিকে, আর ভীম একদিকে। অপর পশুগণ সিংহকে যেরূপ ভয় করে, সেইরূপ ভীমের ভয়েও রাত্রিতে আমার নিদ্রা হয় না। ভীমের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারেন—এরূপ কেহ দুর্যোধনের পক্ষে নাই। সেই অমর্ষণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মহাবীর আমার মন্দবুদ্ধি পুত্রগণকে যুদ্ধে নিঃশেষ করিবেন। শৈশবে তাহার বাহুবলে পুনঃ পুনঃ লাঞ্ছিত হইয়াই আমার পুত্রগণ প্রথমতঃ পাণ্ডবদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছে। সেই বহ্বাশী দণ্ডপাণি যমসদৃশ বীরের কথা স্মরণ করিলেই আমার হৃদয় কাঁপিতে থাকে। দ্যূতক্রীড়ার সময়েই ভীম যে আমার পুত্রগণকে নিঃশেষ করেন নাই, ইহাই মহাভাগ্য বলিয়া মনে করিতেছি।'[৪৮]

অস্ত্রে দ্রোণার্জ্জুনসমং বায়ুবেগসমং জবে।
মহেশ্বরসমং ক্রোধে কো হন্যাদ্ ভীমমাহবে॥ উ ৫১।১৪
ন স জাতু বশে তস্থৌ মম বাল্যেহপি সঞ্জয়।
কিং পুনর্ম্মম দুষ্পুত্রৈঃ ক্লিষ্টঃ সম্প্রতি পাণ্ডবঃ।
নিষ্ঠুরো রোষণোহত্যর্থং ভজ্যেতাপি ন সন্নমেৎ॥ উ ৫১।১৭,১৮

—এই ভীম অস্ত্রে দ্রোণ এবং অর্জুনের সমান, বেগে বায়ুর তুল্য, ক্রোধে মহেশ্বরের ন্যায়, কে ইহাকে বধ করিতে পারে? হে সঞ্জয়, বাল্যকালেও সে কখনও আমার বশে থাকিত না, সম্প্রতি আমার দুষ্ট পুত্রগণের দ্বারা ক্লিষ্ট হইয়া কি আর বশে থাকিবে? নিষ্ঠুর অতিক্রোধী ভীম বরং ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তথাপি নত হইবে না।

সমগ্র অধ্যায়ে একষষ্টিটি শ্লোকে ভীমভীত ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ শোনা যাইতেছে। যখন স্থির হইল যে, কৃষ্ণ হস্তিনায় যাইয়া শেষবারের মত শান্তির চেষ্টা করিয়া দেখিবেন, তখন কৃষ্ণের যাত্রাকালে ভীম নরম সুরে তাঁহাকে বলিতেছেন—'হে মধুসূদন, তুমি যুদ্ধের কথা বলিয়া ঐশ্বর্যমদমত্ত দুর্যোধনকে ক্রুদ্ধ করিবে না। যাহাতে যুদ্ধ না ঘটে সেইভাবেই কথা বলিবে। দুর্যোধন বরং মৃত্যুবরণ করিবে, তথাপি নত হইবে না, কিংবা নিজের মত পরিবর্তন করিবে না। তুমি মৃদু ভাষায় ধর্মার্থযুক্ত বচনে সেই পাপাত্মাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিবে। বরং আমরা দুর্যোধনের আনুগত্য স্বীকার করিব, তথাপি যেন ভরতবংশ বিনষ্ট না হয়। ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে আমরা কেহই যুদ্ধ কামনা করি না। তুমি পিতামহ ও অপর সভাসদ্‌বৃন্দকে বলিবে—কৌরবদের সহিত ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া আমরা বাস করিতে চাই'।[৪৯]

ভীমের এই মৃদুতা দর্শনে কৃষ্ণও বিস্মিত হইয়াছেন। তিনি যেন ভীমের মনোভাবকে

গিরেরিব লঘুত্বং তচ্ছীতত্বমিব পাবকে। উ ৭৫।২

—পর্বতের লঘুতা ও অগ্নির শীতলতার ন্যায় মনে করিয়াছেন।

তিনি ভীমকে তাঁহার প্রতিজ্ঞাদির কথা স্মরণ করাইয়া উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিলে পর ভীম বলিয়াছেন—'যুদ্ধে আমি ভীত নহি, প্রতিজ্ঞার কথাও মনে আছে—

কিন্তু সৌহৃদমেবৈতৎ কৃপয়া মধুসূদন।
সর্ব্বাংস্তিতিক্ষে সংক্লেশান্ মা চ নো ভরতা নশন্॥ উ ৭৬।১৮

—হে মধুসূদন, অন্তরের করুণাবশতঃ এই ভ্রাতৃমিলনের কথা বলিতেছি। আমাদের ভরতকুল যেন বিনষ্ট না হয়—সেই উদ্দেশ্যেই সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি।'

ইহা শুনিয়া কৃষ্ণ বলিয়াছেন—'আমি তোমাকে ভর্ৎসনা করি নাই, শুধু তোমার মনোগত অভিলাষ বুঝিবার নিমিত্ত এরূপ বলিয়াছি।

যথা চাত্মনি কল্যাণং সম্ভাবয়সি পাণ্ডব।
সহস্রগুণমপ্যেতত্ত্বয়ি সম্ভাবয়াম্যহম্ ॥
যাদৃশে চ কুলে জন্ম সর্ব্বরাজাভিপূজিতে।
বন্ধুভিশ্চ সুহৃদ্ভিশ্চ ভীম ত্বমসি তাদৃশঃ ॥ উ ৭৭।৩,৪

—তুমি নিজেকে যেরূপ কল্যাণকাম মনে কর, আমি তোমাকে তদপেক্ষা সহস্রগুণ কল্যাণার্থী মনে করি। যেরূপ শ্রেষ্ঠ বংশে তোমার জন্ম, তুমি তোমার বন্ধু ও সুহৃদ্‌বর্গের সহিত সেই বংশোচিত ব্যবহারই করিতেছ।

আমি আগামী কল্য হস্তিনায় যাত্রা করিব। সেখানে সর্বপ্রযত্নে শান্তিরই চেষ্টা করিব। সেই চেষ্টা সফল হইলে আমার অনন্ত সুখ্যাতি হইবে, তোমাদের বাসনা পূর্ণ হইবে, কৌরবদেরও বিশেষ কল্যাণ হইবে। আর যদি চেষ্টা সফল না হয়, তবে যুদ্ধই একমাত্র পন্থা। যদি সত্যই যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়, তবে তোমার উপর দুর্বহ ভার আপতিত হইবে। তোমার শান্তির বচন শুনিয়া আশঙ্কিত হইয়াই তোমাকে উত্তেজক অনেক কিছু বলিয়াছি'।[৮২]

যুদ্ধ যখন অনিবার্য হইয়া উঠিল, তখন যুধিষ্ঠির যে সাতজন সেনাপতি বরণ করিয়াছেন—ভীম তাঁহাদের অন্যতম।[৮৩] উভয় পক্ষে যুদ্ধের আয়োজন পূর্ণ হইয়াছে। দুর্যোধন শকুনিপুত্র উলূককে পাণ্ডবগণের নিকট বার্তাবহরূপে পাঠাইলেন। পাণ্ডবপক্ষে সমাগত শ্রেষ্ঠ বীরগণ, কৃষ্ণ এবং পাণ্ডবগণকে অকথ্য ভাষায় ভর্ৎসনা করিতে বলিয়া দিলেন। উলূক তাঁহার কর্তব্য নিপুণভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন। ভীম অতি ক্রোধে লাফাইয়া উঠিয়া উলূককে বলিলেন, 'হে মূর্খ, দুর্যোধন আমাদিগকে অসমর্থ মনে করিয়া উত্তেজনার নিমিত্ত যাহা বলিয়াছেন—তাহা শুনিলাম, তুমি হস্তিনায় গিয়া সর্বসমক্ষে দুর্যোধনকে বলিবে—

অস্মাভিঃ প্রীতিকামৈস্তু ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য নিত্যশঃ।
মর্ষিতং তে দুরাচার তত্ত্বং ন বহু মন্যসে ॥
প্রেষিতশ্চ হৃষীকেশঃ শমাকাঙ্ক্ষী কুরূন্ প্রতি।
কুলস্য হিতকামেন ধর্ম্মরাজেন ধীমতা ॥
ত্বং কালচোদিতো নূনং গন্তুকামো যমক্ষয়ম্।
গচ্ছস্বাহবমস্মাভিস্তচ্চ শ্বো ভবিতা ধ্রুবম্ ॥ উ ১৬১।২১-২৩

—রে দুরাচার, আমরা সর্বদা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রীতিকাম বলিয়া তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি, তুমি তাহা গ্রাহ্য কর নাই। বংশের হিতকামনায় ধর্মরাজ শান্তির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে হস্তিনায় পাঠাইয়াছিলেন। তুমি নিতান্তই কালপ্রেরিত হইয়া মৃত্যুকে বরণ করিতে চাহিতেছ। যুদ্ধে যাত্রা কর, আগামী কল্য নিশ্চয়ই আমাদের সহিত তোমার যুদ্ধ হইবে।

ভীম তাঁহার সকল প্রতিজ্ঞার উল্লেখ করিয়া পুনরায় দুর্যোধনকে জানাইবার নিমিত্ত উলূককে বলিয়া দিয়াছেন— হত্বা সুযোধন ত্বাং বৈ সহিতং সর্ব্বসোদরৈঃ।
আক্রমিষ্যে পদা মূর্দ্ধ্নি ধর্ম্মরাজস্য পশ্যতঃ ॥ উ ১৬২।৩৬
সর্ব্বেষাং ধার্ত্তরাষ্ট্রানামহং মৃত্যুঃ সুযোধন। উ ১৬২।৩৪

—হে সুযোধন, সকল সহোদরের সহিত তোমাকে বধ করিয়া ধর্মরাজের সাক্ষাতেই তোমার মাথায় লাথি মারিব। আমিই সমস্ত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের যমস্বরূপ।

এই দূতপ্রেরণে পাণ্ডবগণের, বিশেষতঃ ভীমের ক্রোধাগ্নিতে দুর্যোধন ঘৃতাহুতি প্রক্ষেপ

করিয়াছেন।

ভীম তাঁহার প্রত্যেক প্রতিজ্ঞাই পূর্ণ করিয়াছিলেন। দুর্যোধনের সকল সহোদরই একে একে রণক্ষেত্রে ভীমের হাতে নিহত হইয়াছেন। ভীষ্মের খুল্লতাত বাহ্লীক ভীমের গদা-প্রহারে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[৮৯]

যুদ্ধযাত্রাকালে ভীম কিঞ্চিৎ মদ্যপান করিতেন। ইহাতে তাঁহার প্রচণ্ডতা অধিকতর বৃদ্ধি পাইত।[৯০] যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণ ভীমের নিকট পরাজিত হইয়াছেন, আবার ভীমও কর্ণের নিকট পরাজিত হইয়াছেন।[৯১] দ্রোণের প্রচণ্ড শক্তি দেখিয়া যখন পাণ্ডবগণ চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন, তখন কৃষ্ণ পরামর্শ দিলেন যে, অশ্বত্থামার নিধনবার্তা শ্রবণ করিলেই আচার্য শস্ত্রত্যাগ করিবেন, অন্যথা আচার্যকে জয় করা সম্ভবপর হইবে না। ভীম তখনই এক ফন্দী স্থির কবিলেন। স্বপক্ষের যোদ্ধা মালববাজ ইন্দ্রবর্মার হাতীর নাম ছিল—অশ্বত্থামা। ভীম গদার প্রহারে সেই হাতীকে বধ করিয়া দ্রোণের নিকটে গিয়া—

অশ্বত্থামা হত ইতি শব্দমুচ্চৈশ্চকার হ। দ্রো ১৮৯।১৬

—'অশ্বত্থামা হত হইয়াছেন'—উচ্চৈঃস্বরে এই বাক্য উচ্চাবণ করিলেন।

আচার্য কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেও এই বাক্য বিশ্বাস করিলেন না। পরে যুধিষ্ঠিরের মুখে এই বাক্য শুনিয়া তিনি শস্ত্রত্যাগ করিয়াছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন আচার্যের শিরশ্ছেদ করিলেন। অর্জুন মিথ্যা ভাষণেব পরামর্শে কৃষ্ণকে সমর্থন করেন নাই। আচার্যের এইপ্রকার শোচনীয় মৃত্যুব জন্য তিনি যুধিষ্ঠির, ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে ধিক্কার দিলেন। তাঁহার কঠোর বাক্যে পীড়িত হইয়া ভীম অর্জুনকে বলিলেন—'তুমি ক্ষত্রিয়, তোমার পক্ষে এরূপ বলা উচিত নহে। তোমার বাক্য যেন অরণ্যবাসী মুনিজনের ধর্মোপদেশেব মত। যত দুঃখ-কষ্ট পাইযাছ, সমস্ত স্মরণ কব। সকল ঘটনা ভুলিয়া শুধু ধর্মপথে থাকিলে ক্ষাত্রধর্ম পালিত হয় না।'

একদিন সম্মুখ-সমরে দুঃশাসনকে দেখিতে পাইয়া ভীম ক্রুদ্ধ সিংহের মত ধাবিত হইলেন। গদার আঘাতে দুঃশাসনের রথকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দুঃশাসনকে এরূপ আঘাত করিলেন যে, দুঃশাসন মূর্ছিতপ্রায় হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। ভীম তখন দুঃশাসনের দুষ্কর্ম স্মরণ করিয়া অতি ক্রোধে দুর্যোধন, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মাকে ডাকিয়া কহিলেন—'দুঃশাসনকে বধ করিতেছি, যদি শক্তি থাকে তবে রক্ষা কর।' এই বলিয়াই বিদ্যুদ্‌বেগে রথ হইতে নামিয়া দুঃশাসনের গলায় পা দিয়া শাণিত তরবারির দ্বারা তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রক্তের দ্বারা পুনঃ পুনঃ কুল্‌কুচা করিতে লাগিলেন। পরে দুঃশাসনের কণ্ঠচ্ছেদন করিয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া গর্জন করিয়া বলিলেন—'আর কি উপায়ে প্রতিহিংসা মিটাইব ?

মৃত্যুনা রক্ষিতোঽসি। ক ৮৩।২২

—মৃত্যুই তোমাকে রক্ষা করিল'।

ভীমের সেই ভীষণ মূর্তি দেখিয়া কৌরব-পক্ষের সকলই ভয়ে পলাইয়াছেন। ভীম আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন—'এবার যজ্ঞপশু দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ করিয়া তাহার মাথায় লাথি মারিয়া এই রণযজ্ঞ সমাপ্ত করিব'।

কর্ণের নিধনের পর হতাশ হইয়া কৃপাচার্য যুধিষ্ঠিরের সহিত সন্ধি করিবার নিমিত্ত দুর্যোধনকে পরামর্শ দিয়াছেন। অনুতপ্ত দুর্যোধন আচার্যকে বলিয়াছেন—

মধ্যমঃ পাণ্ডবস্তীক্ষ্ণো ভীমসেনো মহাবলঃ।
প্রতিজ্ঞাতঞ্চ তেনোগ্রং স ভজ্যেত ন সংনমেৎ। শল্য ৫।১৩

—মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন মহাবলবান্ ও অতিক্রোধন। তিনি উগ্র প্রতিজ্ঞা (আমার ঊরুভঙ্গ)

করিয়াছেন। তিনি বরং ভাঙ্গিয়া পড়িবেন, তথাপি নতি স্বীকার করিবেন না। (সুতরাং আমাব সন্ধির প্রস্তাব পাণ্ডবগণ গ্রহণ করিবেন না।)

ভীমের চরিত্র-দৃঢ়তা ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধন ভালরূপেই জানিতেন। সেনাপতি শল্যও নিহত হইযাছেন। দুর্যোধনের হতাবশিষ্ট সহোদরগণ ক্রুদ্ধ সিংহের নখরে মৃগযূথের ন্যায় ভীমের হাতে প্রাণ দিয়াছেন।[৪৮] এক্ষণে ভীমের অপর প্রতিজ্ঞা-পালনের সময় উপস্থিত। হতবান্ধব ক্ষতবিক্ষত দুর্যোধন রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া দ্বৈপায়ন-হ্রদে আত্মগোপন করিলেন। লোকমুখে এই খবর জানিয়া কৃষ্ণসহ পাণ্ডবগণ হ্রদের তীরে উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠিরের ভর্ৎসনা বাক্যে অভিমানী দুর্যোধন তীরে উঠিয়া যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইয়াছেন। পাণ্ডবদের যে-কোন একজনকে জয় কবিতে পারিলেই দুর্যোধন জযী হইবেন—যুধিষ্ঠির এই কথা বলা সত্ত্বেও দুর্যোধন পাণ্ডবগণকে একে একে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আহ্বান করিয়াছেন।[৪৯] গদাপাণি ভীম দুর্যোধনের প্রতিপক্ষরূপে সজ্জিত হইয়া অগ্রসর হইলেন। শিষ্যদ্বয়ের গদাযুদ্ধ দেখিবাব নিমিত্ত বলরামও সেইখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।[৫০]

উভয় বীরেব তুমুল বাগ্‌যুদ্ধের পর ভীষণ গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল, কেহই কম নহেন। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতে লাগিলেন, যদি ন্যায়পথে থাকিয়া ভীমসেন যুদ্ধ কবিতে থাকেন, তবে দুর্যোধনেরই জয় হইবে। যেহেতু ভীমসেন অধিকতর শক্তিশালী হইলেও দুর্যোধন সমধিক কৌশলজ্ঞ। এই কথা শুনিয়া অর্জুন নিজের বাম উরুতে করাঘাত করিয়া ভীমকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। এবার ভীম সুযোগ পাইয়া দুর্যোধনের উভয় উরুতে এরূপ প্রচণ্ড আঘাত হানিলেন যে, কুরুরাজ ভগ্নোরু হইয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন। ভীম ভূপাতিত কুরুরাজের নিকট গিয়া তাঁহার সমস্ত দুষ্কর্মের উল্লেখ করিয়া বাম পদের দ্বারা কুরুরাজের মাথায় লাথি মারিয়াছেন। ভীমের এই আচরণে অনেকেই দুঃখিত হইলেন। যুধিষ্ঠিরও ভীমকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন। গদাযুদ্ধে নাভির অধোদেশে প্রহার করা অবৈধ। এইজন্য বলরাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমকে ধিক্কার দিতে দিতে লাঙ্গলের দ্বারা প্রহার করিতে ছুটিলেন। কৃষ্ণ অনেক অনুনয়-বিনয়ে তাঁহাকে থামাইলেন। ক্রুদ্ধ বলরাম সেই মুহূর্তেই দ্বারকায় প্রস্থান করেন।[৫১]

অশ্বত্থামা গভীর রাত্রিতে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখ পাঞ্চালগণ এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণকে হত্যা করিযাছেন। এই শোচনীয় ঘটনায় শোকার্তা দ্রৌপদী প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, অশ্বত্থামাকে উপযুক্ত শাস্তি না দিলে তিনি জলগ্রহণ করিবেন না। এই কাণ্ড করার পরেই পাণ্ডবদের ভয়ে অশ্বত্থামা দূর বনে পলায়ন করিয়াছেন। দ্রৌপদীর করুণ বিলাপ শুনিয়া ভীম অশ্বত্থামাকে ধরিতে যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির এবং অর্জুনও পরে ছুটিয়াছেন। ভাগীরথীকচ্ছে তাঁহারা ধূলিধূসরিত অশ্বত্থামাকে ব্যাসসমীপে দেখিতে পাইলেন। অশ্বত্থামা তাঁহাদিগকে দেখিয়াই ভীত হইয়া 'ব্রহ্মশিরো'নামক দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করেন। অর্জুনও কৃষ্ণের নির্দেশে অপর প্রতিষেধক দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। নারদ ও ব্যাসের অনুরোধে অর্জুন অস্ত্র সংহরণ করিয়াছেন, কিন্তু অশ্বত্থামা পারেন নাই। প্রাণভয়ে তিনি তাঁহার শিরঃস্থিত অমূল্য মণিটি দিতে বাধ্য হইলেন। ভীম সেই মণিটি দ্রৌপদীকে দিয়াছিলেন।[৫২]

লোকক্ষয়কর মহাযুদ্ধ শেষ হইয়াছে। শোকার্ত ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনা হইতে কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানের দিকে যাত্রা করিয়াছেন। এই খবর জানিতে পারিয়া যুধিষ্ঠির সপরিবারে জ্যেষ্ঠতাতের সহিত মিলিত হইয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিতে চাহিলে কৃষ্ণ তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া ভীমকে বৃদ্ধের কাছে যাইতে না দিয়া একটি লৌহনির্মিত

ভীমের মূর্তিকে অন্ধের সম্মুখে ধরিলেন। অযুত হস্তীর মত বলশালী বৃদ্ধ সেই মূর্তিকেই যথার্থ ভীম মনে করিয়া এমনই আলিঙ্গন করিলেন যে, সেই মূর্তিটি চূর্ণ হইয়া গেল। পুত্রহন্তা ভীমের উপর এই অন্ধরাজার যে কিরূপ আক্রোশ ছিল—এই ঘটনায় তাহা জানা যাইতেছে।[৫৩]

অন্যায়ভাবে দুর্যোধনকে বধ করার জন্য গান্ধারীও ভীমের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়াছিলেন। তাঁহার কথায় ইহা প্রকাশ পাইলে ভীম ভীত হইয়া সবিনয়ে গান্ধারীকে বলিলেন—'মাতঃ, আমি আত্মরক্ষার নিমিত্ত ত্রাসে এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছি। তোমার পুত্রের দুষ্কর্ম এবং তজ্জনিত নিজেদের লাঞ্ছনা স্মরণ করিয়া স্থির থাকিতে পারি নাই। তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করি'। এই কথার পরে গান্ধারী দুঃশাসনের রক্তপানের জন্য ভীমকে তিরস্কার করিলে পর ভীম বলিয়াছেন—'মাতঃ, আমি রক্তপান করি নাই। শুধু ওষ্ঠকে রক্তরঞ্জিত করিয়াছিলাম। কৃষ্ণার অপমানের সময় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সেই প্রতিজ্ঞা পালনের নিমিত্ত এই নিষ্ঠুর কর্ম করিতে বাধ্য হইয়াছি'।

অতঃপর ভীমও কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া গান্ধারীকে বলিয়াছেন—

অনিগৃহ্য পুরা পুত্রানস্মাস্বনপরাধিষু।
অধুনা কিং নু দোষেণ পরিশঙ্কিতুমর্হসি ॥ স্ত্রী ১৫।২০

—নিরপরাধ আমাদের উপর তোমার পুত্রগণ যখন অত্যাচার করিতেছিলেন, তখন তুমি পুত্রগণকে নিগৃহীত কর নাই। এখন আমাদিগকে কেন দোষ দিতেছ?

গান্ধারী তখন বলিলেন—'অন্ধের যষ্টিরূপে কি একটি অল্পাপরাধী পুত্রকেও রাখিতে পারিতে না? একটি পুত্র জীবিত থাকিলেও আমার এত দুঃখ হইত না'।[৫৪]

নিহত বীরগণের তর্পণের সময় শোকাকুলা কুন্তীর মুখে কর্ণের যথার্থ পরিচয় জানিতে পারিয়া সকল পাণ্ডবই শোকাকুল হইয়া অনুশোচনা করিয়াছেন।[৫৫] শোকাকুল যুধিষ্ঠির কিছুতেই শান্ত হইতেছেন না। কোন উপদেশেই তাঁহার চিত্ত স্থির হইতেছে না। ভাইদের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তিনি একাকী অরণ্যবাসের সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার এই সঙ্কল্প শুনিয়া ভীম বলিয়াছেন—'রাজন্, তোমার এইরূপ অভিপ্রায় পূর্বে জানিতে পারিলে আমরা শস্ত্রগ্রহণ করিতাম না। কূপ খনন করিয়া জল পাইবার পূর্বে শুধু শরীরে কাদা মাখিয়া কোনো ব্যক্তি ফিরিয়া যায় না। শত্রুহননের পর কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করে না। তোমার ন্যায় দুর্বলচিত্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগত বলিয়া আমাদের নিজেকে ধিক্কার দেওয়া উচিত। আমরা বলবান্ হইয়াও তোমার ন্যায় ক্লীবের অধীনে দুর্বলের মত ছিলাম। ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য। যদি নিরুপদ্রবে অরণ্যে বাস করিলেই ধর্মলাভ হয়, তবে পর্বত, বৃক্ষ প্রভৃতি তো পরম ধার্মিক। কর্ম ত্যাগ করিলে সিদ্ধিলাভ করা যায় না'।[৫৬]

অন্যান্য ভ্রাতৃগণ, দ্রৌপদী এবং দেবস্থান, ব্যাস প্রমুখ ঋষিগণ এইভাবে অনেক কিছু বলায় যুধিষ্ঠির প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হইয়াছে। যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।[৫৭]

পৌর-জানপদ প্রজাবর্গ পরম শান্তিতে বাস করিতে লাগিলেন। গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের দ্বারা সমধিক অর্চিত হইয়া পূর্বাপেক্ষা সুখে থাকিলেও পুত্রশোক ভুলিতে পারেন নাই। পাণ্ডবগণ শরশয্যাগত পিতামহের মুখে সুদীর্ঘ ত্রিশ দিনে রাজধর্ম, আপদ্ধর্ম ও মোক্ষধর্ম বিষয়ে অমৃতোপম উপদেশ শ্রবণ করিয়া কৃতার্থতা বোধ করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ-যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছেন। নানাবিধ সৎকর্মে যুধিষ্ঠির প্রচুর দানদক্ষিণা করিয়া রাজ্যশাসন করিতেছেন। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপ্রাপ্তির পর এইভাবে পনর বৎসর অতিবাহিত

হইয়াছে।

ভীমের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের ক্রোধ শান্ত হয় নাই। ভীমও ধৃতরাষ্ট্রের পূর্ব্বের আচরণ ভুলিতে পারেন নাই। সকলের অগোচরে তিনি ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে শোনাইয়া আপনার বাহুবলের আস্ফালন করিতেন। অন্ধ নৃপতিব পুত্রগণকে তিনিই যে যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন—এই কথাও হতপুত্র বৃদ্ধকে সাড়ম্বরে শোনাইতেন। ভৃত্যাদির দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ লঙ্ঘন করাইয়াও প্রতিহিংসা মিটাইতেন। ভীমের সেইসকল ব্যবহারে ধৃতরাষ্ট্রের নির্বেদ উপস্থিত হইল। ধৃতবাষ্ট্র যুধিষ্ঠিবাদি সুহৃদ্বর্গকে আহ্বান করিয়া মূল ঘটনা গোপন রাখিয়া তাঁহার বানপ্রস্থ-গ্রহণের সঙ্কল্প ব্যক্ত কবিলেন। যুধিষ্ঠিরেব শত অনুনয়-বিনয়েও তাঁহার সঙ্কল্প শিথিল হইল না।[৭৮]

ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধহত বন্ধুবান্ধবাদির, নিজের ও গান্ধারীর শ্রাদ্ধ করিতে চাহিলে যুধিষ্ঠির মুক্তহস্তে তাঁহাকে প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে সম্মত হইলেন। পরন্তু

ভীমশ্চ সর্ব্বদুঃখানি সংস্মৃত্য বহুলান্যুত।
কৃচ্ছ্রাদিব মহাবাহুরনুজজ্ঞে বিনিঃশ্বসন॥ আশ্র ১৩।৫

--ভীম সকল দুঃখেব ঘটনা স্মবণ করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ কবিয়া যেন অতিকষ্টে যুধিষ্ঠিবের অনুমোদন করিলেন।

ভীমের মনোভাব এই যে, শ্রাদ্ধশান্তি না হইলে দুষ্টাত্মা দুর্যোধন প্রভৃতি পবলোকেও যাতনা ভোগ করিবেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

কষ্টাৎ কষ্টতবং যান্তু সর্ব্বে দুর্য্যোধনাদয়ঃ।
যৈবিযং পৃথিবী কৃৎস্না ঘাতিতা কুলপাংসনৈঃ॥ আশ্র ১১।১৯

—ভীমেব এই প্রবল ক্রোধ কিছুতেই যেন শান্ত হইতেছে না। তাই তিনি বিদুব, যুধিষ্ঠির প্রমুখ ব্যক্তিগণের সাক্ষাতেও তাঁহাব মনোভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হন না। ভীমের এইসকল অভিমতেব জন্য যুধিষ্ঠিব লজ্জিত হইয়া ধৃতবাষ্ট্রের নিকট পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা কবিয়াছেন।[৭৯]

ধৃতবাষ্ট্রেব সঙ্গে গান্ধাবী, কুন্তী, বিদুব এবং সঞ্জয়ও অবণ্যে যাত্রা কবিলেন। কুন্তী পুত্রগণের করুণ প্রার্থনাযও বিরত হইলেন না। কিছুদিন পরে ব্যথিত পাণ্ডবগণ সপরিবাবে ধৃতরাষ্ট্রাদিব সহিত দেখা করিবাব নিমিত্ত বনে যাত্রা করিয়াছেন। কিছুকাল সেখানে বাস করিয়া পুনরায তাঁহাবা হস্তিনায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। দুই বৎসর পরে দেবর্ষি নারদের মুখে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর মহাপ্রযাণেব খবব পাইযা হস্তিনায় ক্রন্দনের রোল উঠিল। ভীমসেনও জননীর শোকে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।[৮০]

যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন লাভেব পব পঁয়ত্রিশ বৎসর কাটিযা গিয়াছে। ষড়্‌ত্রিংশ বর্ষের প্রারম্ভে ধর্মরাজ নানাবিধ দৈব দুর্নিমিত্ত দেখিতে লাগিলেন। নিজেদের মধ্যে মুষলের দ্বারা হানাহানি করিয়া যদুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কৃষ্ণ এবং বলবামও মানবলীলা সংবরণ কবিয়াছেন। যুধিষ্ঠির এইবার মহাপ্রস্থানের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। ভ্রাতৃগণ এবং কৃষ্ণাও যুধিষ্ঠিরেব সঙ্কল্পেব অনুমোদন করিযা সঙ্গী হইযাছেন। (প্রাসঙ্গিক কৃত্যগুলি যুধিষ্ঠিরের চবিত্রে দ্রষ্টব্য।) সমগ্র ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিযা তাঁহারা হিমালয় অতিক্রম করিয়া মেরুপর্বতের নিকটবর্তী হইলে পব যথাক্রমে কৃষ্ণা, সহদেব, নকুল ও অর্জুন ভূমিতলে লুটাইয়া পডিলেন। অতঃপব ভীমসেনের পতন ঘটিল। তিনি যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'রাজন্, আমি কি দোষে পড়িয়া গেলাম—যদি তোমার জানা থাকে, তবে বল'। যুধিষ্ঠিব উত্তরে বলিলেন—'তুমি বহুভুক ছিলে এবং নিজেব শক্তিমত্তার অহঙ্কারে অপর

কাহাকেও গণ্য করিতে না। এই দোষেই তোমার পতন ঘটিয়াছে'।

এই পতনই ভীমসেনের মহাপ্রস্থান।

ভীম অতি সরলপ্রকৃতি ও স্পষ্টবক্তা। কুলক্ষয়কর যুদ্ধ যাহাতে না ঘটে, তিনিও সেই চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে ধর্মভীরুতা থাকিলেও প্রয়োজনবোধে ছলনার আশ্রয় লইতেও তিনি ইতস্ততঃ করিতেন না। 'দাদা আর গদা ছাড়া তিনি আর কিছু জানিতেন না'—আমাদের এই ধারণা যথার্থ নহে। সুদর্শন স্পষ্টবক্তা অমিতবলশালী এই পুরুষসিংহ যথার্থ ক্ষাত্রতেজে বলীয়ান ছিলেন। ভ্রাতৃগণ, এবং দ্রৌপদী তাঁহারই বাহুবলের উপর সমধিক আস্থা রাখিতেন। এরূপ প্রচণ্ড বিক্রমশালী পুরুষের জ্যেষ্ঠানুগত্য সত্যই বিস্ময়কর। পাণ্ডবগণের মধ্যে তাঁহাকেই আমরা বেশী শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। তাঁহার অধিকাংশ আচরণই আমাদিগকে বিস্মিত করে। এই সরলস্বভাব বীরপুরুষ মহাভারতের পাত্র-পাত্রীগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছেন।

---

১ আদি ১১৭তম অ। (মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সম্পাদিত গ্রন্থ।)
২ আদি ১২৩।১৪ ১৯। আদি ১১৫।২৭
৩ আদি ৩১।১১ নীলকণ্ঠটীকা
৪ আদি ১২৮তম অ।
৫ আদি ১২৮তম ও ১২৯তম অ।
৬ আদি ১২৯তম ও ১৩০তম অ। আদি ১৩৯।৪
৭ ঐ ৮৭।৩৩ দ্রো ২২।৮৩। দ্রো ২২।২
৮ ঐ ৮৫।১৫
৯ ঐ ৫০।৭। সভা ৩।৭
১০ আদি ১৪৮তম অ।
১১ আদি ১৫৫তম অ।
১২ আদি ১৮৯তম ও ১৯০তম অ।
১৩ আদি ১৯১।১৩
১৪ আদি ৯৫।৭৫। আদি ২২১।৮২। বন ১২।৭৩। শ্রীমদ্ভাগবত ৯।২২।২৯
১৫ আদি ৯৫।৭৭। আশ্র ২৫।১২। শ্রীমদ্ভাগবত ৯।২২।৩১
১৬ আদি ১৩৭।৬। দ্রো ১৩৭।৮৫ দ্রো ১৪৬।৩
১৭ সভা ১৪শ ও ১৫শ অ।
১৮ সভা ১৪শ অ।
১৯ সভা ২৯শ ও ৩০শ অ।
২০ সভা ৭০।১৪—১৮,
২১ সভা ৮০।৪
২২ বন ১১শ অ।
২৩ বন ৩৩শ ও ৩৫শ অ।
২৪ বন ১৪৬তম - ১৫১তম অ।
২৫ বন ১৫৫তম অ।
২৬ বন ১৫৭তম অ।
২৭ বন ১৬০তম অ।
২৮ বন ১৮১তম অ।
২৯ বন ২৪১।১৫ ২১
৩০ বন ২৭১তম অ।
৩১ বি ২য় অ
৩২ বি ২য় অ।
৩৩ বি ৫।৩৫
৩৪ বি ৮ম অ।
৩৫ বি ১৩শ অ।
৩৬ বি ২২শ অ।
৩৭ বি ২৩শ অ।
৩৮ বি ২৪।২৯
৩৯ বি ৩৩শ অ।
৪০ উ ৫১তম অ।
৪১ উ ৭৪তম অ।
৪২ উ ৭৭।১৫ ২০
৪৩ উ ১৫১।৪
৪৪ দ্রো ১৫৫।১৫
৪৫ দ্রো ১২৫।১৩
৪৬ দ্রো ১২৭ তম অ। দ্রো ১৩৭।৮৪
৪৭ দ্রো ১৯৬ তম অ।
৪৮ শল্য ২৬শ অ।
৪৯ শল্য ৩২শ অ।
৫০ শল্য ৩৭শ অ।
৫১ শল্য ৬০ তম অ।
৫২ সৌ ১৫শ ও ১৬শ অ।
৫৩ স্ত্রী ১২শ অ।
৫৪ স্ত্রী ১৫।২১ ২৩
৫৫ স্ত্রী ২৭।১৩
৫৬ শা ১০ম ও ১৬শ অ।
৫৭ শা ৮১।৯
৫৮ আশ্র ৩য় অ।
৫৯ আশ্র ১৩।৭ ৯
৬০ আশ ৩৭।৪২ মহাপ্র ২য় অ।

অর্জুন

তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন পাণ্ডুব ক্ষেত্রজ পুত্র। কুন্তীব গর্ভে দেববাজ ইন্দ্র হইতে তিনি জন্ম গ্রহণ কবেন। যুধিষ্ঠির ও ভীমকে লাভ করিয়াও পাণ্ডুর বাসনা তৃপ্ত হইল না। পুনরায় একটি লোকশ্রেষ্ঠ পুত্র লাভেব নিমিত্ত তিনি মহর্ষিগণেব পবামর্শ অনুসাবে কুন্তীকে একবৎসর কাল ব্রত পালন করিতে আদেশ দিলেন এবং নিজেও কঠোর তপস্যায় দেবরাজকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাব প্রসাদে এই অদ্ভুতকর্মা পুত্ররত্ন লাভ কবিলেন। তিনি পূর্বজন্মে 'নব'—নামক ঋষি ছিলেন। নারায়ণেব সহিত তিনি বদরীতে তপস্যা করিতেন।[১] ফাল্গুনের পূর্ণিমা তিথিতে দিবা একবিংশ দণ্ড সময়ে শতশৃঙ্গপর্বতে অর্জুনের জন্ম হয়।[২] তাঁহার জন্ম মুহূর্তেই দৈববাণী শোনা গেল—

জামদগ্ন্যসমঃ কুন্তি বিষ্ণুতুল্যপবাক্রমঃ।
এষ বীর্যবতাং শ্রেষ্ঠো ভবিষ্যতি মহাযশাঃ ॥ আদি ১২৩।৪৩

—হে কুন্তি, এই শিশু পরশুরামের ন্যায় তেজস্বী, বিষ্ণুর সমান পবাক্রমশালী, বীবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং অতিশয় যশস্বী হইবেন।

অনেক মুনিঋষি তাঁহার জন্ম-স্থানে উপস্থিত হইয়া সদ্যোজাত শিশুকে অভিনন্দিত কবিয়াছেন। দ্যুলোক হইতে দেবগণ এই শিশুকে আশীর্বাদ করিয়াছেন।[৩]

পিতৃ-বিয়োগের পর সমাতৃক পঞ্চ পাণ্ডব শতশৃঙ্গবাসী তপস্বিগণের সহিত হস্তিনায় উপনীত হইলে কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র যথাশাস্ত্র তাঁহাদের সংস্কারাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন এবং পিতামহ ভীষ্ম ও জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া তাঁহারা আচার্য কৃপ ও আচার্য দ্রোণ হইতে শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিযাছেন। বেদাদি শাস্ত্রেও পাণ্ডবগণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। কুরুপাণ্ডব কুমাবগণের মধ্যে শস্ত্রবিদ্যায় অর্জুনের সমকক্ষ কেহই ছিলেন না।

নৃত্যগীতাদি গান্ধর্ব বিদ্যাযও অর্জুনেব প্রচুর জ্ঞান ছিল।[৪] ক্রমশঃ অর্জুন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাব আকৃতি অতি মনোহর।

যস্য দীর্ঘৌ সমৌ পীনৌ ভুজৌ পবিঘসন্নিভৌ।
মৌর্বীকৃতকিণৌ বৃত্তৌ খড়্গায়ুধধনুর্ধরৌ ॥
নিষ্কাঙ্গদকৃতাপীড়ৌ পঞ্চশীর্ষাবিবোরগৌ। বন ৮০।১৮, ১৯
সত্ত্বোপপন্নঃ পুরুষোঽমবোপমঃ।
শ্যামো যুবা বাবণযূথপোপমঃ ॥ বি ১১।৫
নীলাম্বুদসমপ্রখ্যং মত্তবাবণগামিনম্। বন ৮০।১৪।
সিংহোন্নতাংসো গজবাজগামী।
পদ্মায়তাক্ষোঽর্জুন এষ বীরঃ ॥ বি ৭১।১৫। আশ্র ২৫।৭
ঊর্দ্ধরেখতলৌ পাদৌ পার্থস্য শুভলক্ষণৌ। উ ৫৯।৯
(পিণ্ডিকেঽস্যাধিকে যতঃ। অশ্ব ৮৭।৮)

—অর্জুনের বাহুদ্বয় দীর্ঘ ও পুষ্ট, দেখিতে গদার ন্যায় কঠিন। ধনুব মৌর্বী (ছিলা) আকর্ষণে হাতে কড়া পড়িয়াছে। দুই হাতে সোনার বলয় রহিয়াছে। হস্তদ্বয় যেন পঞ্চশীর্ষ সর্পদ্বয়ের ন্যায়। দেহের গঠন দেখিলেই তাঁহাকে মহাবলশালী বলিয়া মনে হয়। তাঁহার গাত্রবর্ণ নীল মেঘের ন্যায় কৃষ্ণ, বারণযূথপতিব ন্যায় এই বীবপুরুষেব আকৃতি। সিংহের ন্যায় উন্নত তাঁহার অংসদ্বয়, গজরাজের ন্যায় তাঁহাব গতি ও পদ্মপলাশেব ন্যায় সুবিস্তৃত তাঁহার নেত্রযুগল। তাঁহার পাদতলে ঊর্ধ্বরেখা বিরাজিত। এই সমস্তই তাঁহার দেহের শুভ লক্ষণ। (পবন্তু এ-হেন সুদর্শন বীবপুরুষ কেন জীবনে এরূপ কষ্ট পাইতেছেন—যুধিষ্ঠিরেব এই জিজ্ঞাসার উত্তরে কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, অর্জুনের দেহে একটি অশুভ লক্ষণ আছে। এই লক্ষণটি দুঃখভোগের সূচনা করে। লক্ষণটি হইতেছে —তাঁহার জানুদ্বয়ের নিম্নস্থিত মাংসপেশী দুইটি অতি স্থূল ও দীর্ঘ।)

যদিও যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন—তিনজনই পৃথাব (কুন্তীর) পুত্র বলিয়া 'পার্থ' নামে পরিচিত, তথাপি 'পার্থ' বলিলে প্রধানতঃ অর্জুনকেই বুঝায। অর্জুনেব আসল নাম ছিল—কৃষ্ণ। তাঁহার আরও নযটি নাম ছিল। সেই প্রত্যেক নামই অর্থযুক্ত। যথা—

অর্জ্জুনঃ ফাল্গুনো জিষ্ণুঃ কিরীটী শ্বেতবাহনঃ।
বীভৎসুর্বিজয়ঃ কৃষ্ণঃ সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ॥ বি ৪৪।৯

—বহু জনপদ জয় করিয়া শুধু ধন আহরণ করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম 'ধনঞ্জয়'। যুদ্ধ জয় না কবিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেন না বলিয়া তাঁহার নাম ছিল—'বিজয'। তাঁহার রথেব অশ্বগুলি ছিল শ্বেতবর্ণের। এইজন্য তাঁহাকে 'শ্বেতবাহন' বলা হইত। তাঁহার জন্মদিনে নক্ষত্র ছিল উত্তরফল্গুনী। এইহেতু তিনি 'ফাল্গুন' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। দানবগণেব সহিত যুদ্ধের সময় দেববাজ ইন্দ্র একটি সূর্যাভ কিবীটের দ্বাবা তাঁহার শিব ভূষিত কবিযাছিলেন। এইজন্য তাঁহার নাম 'কিরীটী'। রণক্ষেত্রে তিনি কোন বীভৎস কর্ম করিতেন না বলিয়া তাঁহার নাম হইযাছিল 'বীভৎসু'। তিনি উভয় হস্তে সমানভাবে গাণ্ডীব বিকর্ষণে সমর্থ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'সব্যসাচী' বলা হইত। শুভ কর্মে তাঁহার রুচি ছিল বলিয়া তিনি 'অর্জুন' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তিন দুর্ধর্ষ বীরপুরুষ ছিলেন। এইজন্য তাঁহার নাম 'জিষ্ণু'। তাঁহার গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ অথচ উজ্জ্বল। তিনি সকলেবই চিত্ত আকর্ষণ করিতেন। এইজন্য তাঁহার পিতা নাম রাখিয়াছিলেন—'কৃষ্ণ'।

অর্জুন নিদ্রাকে জয় করিয়াছিলেন। এইহেতু তাঁহাকে 'গুড়াকেশ'ও বলা হইত।

দ্রোণাচার্য কুরুপাণ্ডবগণের গুরুর পদে বৃত হইয়াই শিষ্যগণকে বলিলেন—'তোমরা শস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া আমার একটি বাসনা পূর্ণ করিবে।' গুরুর বাক্য শুনিয়া সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন, শুধু অর্জুন প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি অবশ্যই গুরুর বাসনা পূর্ণ করিবেন। আচার্য তাঁহাব মস্তকাঘ্রাণ করিয়া আলিঙ্গন-পূর্বক আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। শিক্ষা আরম্ভ হইল।

অর্জ্জুনঃ পরমং যত্নমাতিষ্ঠদ্ গুরুপূজনে।
অস্ত্রে চ পরমং যোগং প্রিয়ো দ্রোণস্য চাভবৎ॥ আদি ১৩২।২০

—অর্জুন গুরুশুশ্রূষায় ও অস্ত্রশিক্ষায় বিশেষ মনোনিবেশ করিলেন এবং দ্রোণাচার্যের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

একদা রাত্রিকালে অর্জুন ভোজনে বসিলে প্রবল ঝড়ে ঘরের প্রদীপ নিবিয়া যায়। অর্জুন লক্ষ্য করিলেন যে, অন্ধকারেও তাঁহার গ্রাস ঠিক মুখেই যাইতেছে। অভ্যাসের ফলেই এরূপ হইতেছে বুঝিতে পারিয়া তিনি রাত্রির অন্ধকারেও শস্ত্রাভ্যাস আরম্ভ করিলেন। আচার্য

রাত্রিকালেও অর্জুনের বিদ্যাভ্যাস দেখিয়া পরম প্রীতিভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—

প্রযতিষ্যে তথা কর্তুং যথা নান্যো ধনুর্দ্ধরঃ।
ত্বৎসমো ভবিতা লোকে সত্যমেতদ ব্রবীমি তে॥ আদি ১৩২।২৭

—তোমার তুল্য ধনুর্ধর পৃথিবীতে কেহই যাহাতে না হইতে পারে, আমি সেইভাবেই তোমাকে শিক্ষা দিব।

ইহার পর হইতে আচার্য সর্ববিধ শস্ত্রবিদ্যায় অর্জুনকে অদ্বিতীয় করিয়া তুলিলেন। শিষ্যদের বীরত্বে আচার্যের সুখ্যাতি দেশ-দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। একদা নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য শস্ত্রবিদ্যায় দ্রোণকে আচার্যত্বে বরণ করিতে চাহিলে দ্রোণ তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন নাই। পাছে নিষাদপুত্র কুরুপাণ্ডবগণ হইতে অধিকতর শস্ত্রবিশারদ হইয়া উঠেন—এই আশঙ্কায়ই আচার্য তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। প্রত্যাখ্যাত হইয়াও একলব্য গভীর অরণ্যে দ্রোণের মৃণ্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া তাঁহারই পাদমূলে বসিয়া শস্ত্রাভ্যাস করিতে লাগিলেন। একদা কুরুপাণ্ডব কুমারগণ মৃগয়া উপলক্ষ্যে সেই অরণ্যে গিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে একটি কুকুর ছিল। কুকুরটি কৃষ্ণাজিনধারী জটাধর একলব্যকে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। একলব্য ক্ষণমধ্যে সাতটি শব্দবেধী বাণ নিক্ষেপ করিয়া কুকুরটির মুখ বন্ধ করিলেন। সেই অবস্থায় কুকুরটি পাণ্ডবগণের সমীপে ফিরিয়া আসিলে তাঁহারা এই বাণক্ষেপ্তার হস্তলাঘব ও শব্দবেধিত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। অরণ্যে অনুসন্ধান করিতে করিতে একলব্যের দেখা পাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় একলব্য আপনাকে দ্রোণশিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

কুরুপাণ্ডবগণ পুরীতে ফিরিয়া আসিয়া আচার্যকে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন। ঈর্ষান্বিত অর্জুন গোপনে আচার্যকে বলিলেন—'আপনি আমাকে সস্নেহে বলিয়াছিলেন যে, আপনার শিষ্যবর্গের মধ্যে আমা-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই হইবেন না, এই নিষাদাধিপতির পুত্রকে অধিকতর ক্ষমতাপন্ন দেখিতেছি।' আচার্য অর্জুনকে সঙ্গে লইয়া একলব্যের সাধন-ভূমিতে উপস্থিত হইয়াছেন। ভক্তিমান্ শস্ত্রসাধক একলব্য পরম ভক্তিভরে গুরুকে প্রণাম করিয়া সবিনয়ে জোড়হাতে গুরুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আচার্য বলিলেন—'আমাকে যদি গুরু বলিয়া মনে কর, তবে গুরুদক্ষিণা দাও।' একলব্য গুরুর নির্দেশ প্রার্থনা করিলে আচার্য নিষ্ঠুরভাবে

তমব্রবীৎ ত্বয়াঙ্গুষ্ঠো দক্ষিণো দীয়তামিতি। আদি ১৩২।৫৬

—তাঁহাকে বলিলেন, 'তোমার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠটি দাও'। আচার্যের এই দারুণ নির্দেশে সত্যনিষ্ঠ একলব্য হৃষ্টচিত্তে নিজের ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠটি কাটিয়া আচার্যকে দক্ষিণা দিলেন। অতঃপর অঙ্গুষ্ঠহীন হস্তের দ্বারা তিনি আর পূর্ববৎ ক্ষিপ্রহস্তে বাণ নিক্ষেপ করিতে পারিলেন না। অর্জুন আচার্যের কাছে দাঁড়াইয়া এই নিষ্ঠুর ব্যাপার দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। তাঁহার ঈর্ষা দূর হইয়াছে—

ততোঽর্জ্জুনঃ প্রীতমনা বভূব বিগতজ্বরঃ। আদি ১৩২।৬০

—এই ঘটনায় অর্জুন-চরিত্রে যে নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বিশেষ কলঙ্কজনক।

একদিন শিষ্যগণের একাগ্রতা পরীক্ষার নিমিত্ত দ্রোণ একটি গাছের উচ্চ শাখায় একটি কৃত্রিম পাখী স্থাপন করিয়া পাখীটির মস্তক ভূপাতিত করিবার নিমিত্ত শিষ্যগণকে একে একে আহ্বান করিয়াছেন। জিজ্ঞাসায় আচার্য বুঝিলেন যে, একমাত্র লক্ষ্যস্থানে কাহারও দৃষ্টি নিবদ্ধ

নহে। সর্বশেষে অর্জুনকে আহ্বান করিয়া আচার্য জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কি কি দেখিতে পাইতেছ'? অর্জুন উত্তর করিলেন—'লক্ষ্য পাখীটির মস্তক ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না'। আচার্যের মুখমণ্ডল আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি প্রিয় শিষ্যকে বাণ নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিবামাত্র অর্জুনের বাণে পাখীটির শির ভূপাতিত হইল। আচার্যের আনন্দের সীমা রহিল না।

একদা আচার্য শিষ্যগণসহ গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন। একটি কুমীর আচার্যের জঙ্ঘায় কামড় দিয়া ধরিল। আচার্য স্বয়ং কুমীরটিকে হত্যা করিতে সমর্থ হইলেও শিষ্যগণের পরীক্ষার নিমিত্ত অসহায়ের ন্যায় তাহাদের সাহায্য চাহিলেন। জলের ভিতরে অদৃশ্য জন্তুটিকে আঘাত করিতে গিয়া পাছে আচার্যের দেহে বাণক্ষেপ করেন—এই ভয়ে সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। অর্জুন অতি ক্ষিপ্র হস্তে পাঁচটি বাণ নিক্ষেপ করিয়া কুমীরটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া আচার্যকে মুক্ত করিয়াছেন। শিষ্যের বিদ্যাবত্তায় আচার্য অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে অতি তেজস্বী ব্রহ্মশিরো-নামক দৈবাস্ত্র দান করিলেন এবং অস্ত্রটির প্রয়োগ ও সংহরণের কৌশল শিখাইলেন। পরিশেষে আচার্য আশীর্বাদ করিতেছেন—

ভবিতা ত্বৎসমো নান্যঃ পুমাল্লোকে ধনুর্দ্ধরঃ।
অজেয়ঃ সর্ব্বশত্রূণাং কীর্ত্তিমাংশ্চ ভবিষ্যসি ॥ আদি ১৩৩।২৩

—পৃথিবীতে কোন পুরুষ তোমার সমান ধনুর্ধর হইবে না। তুমি সকল শত্রুর অজেয় হইবে এবং কীর্তিমান্ হইবে।

কুরু-পাণ্ডব কুমারগণের অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে। দ্রোণাচার্য ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম প্রমুখ কুরুমুখ্যগণকে এই শুভ সংবাদ জানাইলেন। কুমারগণ এবার সর্বসমক্ষে তাঁহাদের শস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করিবেন। যথাযথ ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত আচার্য ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করিয়াছেন। যথাকালে প্রেক্ষাগার নির্মিত হইল। কুমারগণ সমস্ত পুরুষ ও মহিলাদের সমক্ষে আপন আপন বিদ্যাবত্তা প্রদর্শন করিলেন। দর্শকবৃন্দ 'ধন্য ধন্য' করিতে লাগিলেন। সেই পরীক্ষামঞ্চেও অর্জুনের কৃতিত্বই সর্বাপেক্ষা অধিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।"

দ্রোণের বাল্যসখা পঞ্চালরাজ যজ্ঞসেন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্যকে বন্ধুর মত সমাদর করেন নাই, পরন্তু দরিদ্র বলিয়া কটুবাক্যে অপমান করিয়াছিলেন। দ্রোণ সেই অপমান ভুলিতে পারেন নাই। এবার তাঁহার শিষ্যগণ কৃতবিদ্য হইয়াছেন। আচার্য তাঁহাদের নিকট গুরুদক্ষিণা চাহিলেন—

পঞ্চালরাজং দ্রুপদং গৃহীত্বা রণমূর্দ্ধণি।
পর্য্যানয়ত ভদ্রং বঃ সা স্যাৎ পরমদক্ষিণা ॥ আদি ১৩৮।৩

—যুদ্ধ করিয়া পঞ্চালরাজ দ্রুপদকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিবে। তাহাই হইবে শ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণা। তোমাদের কল্যাণ হউক।

আচার্যকে পুরোবর্তী করিয়া কুমারগণ পঞ্চাল-দেশে যাত্রা করিয়াছেন। সেখানে আচার্যকে কিছুই করিতে হয় নাই। মহাধনুর্ধর অর্জুনের বীরত্বে পঞ্চালরাজ বন্দী হইলেন। আচার্যের সমীপে তাঁহাকে উপস্থিত করা হইলে আচার্য দ্রুপদকে কঠোর ভর্ৎসনা করিয়া মুক্তি দিয়া বলিলেন—'যেহেতু দরিদ্র ব্যক্তি রাজার বন্ধু হইতে পারেন না, সেইহেতু তোমার রাজ্যকে ভাগাভাগি করিয়া অর্ধাংশ আমি অধিকার করিতেছি, আর অর্ধাংশ তোমাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি। ভাগীরথীর দক্ষিণ তীর দ্রুপদকে প্রত্যর্পণ করিয়া উত্তর তীর অধিকারপূর্বক অহিচ্ছত্রা-পুরীতে আচার্য আপন রাজধানী স্থাপন করিলেন। (আচার্য সম্ভবতঃ দ্রুপদরাজকে

উপযুক্ত শিক্ষা দিবার নিমিত্তই নামেমাত্র রাজ্যাধিকার করিয়াছিলেন, কখনও রাজ্যশাসন করেন নাই। দ্রুপদই শাসন করিতেন।)[১০]

এইসকল ঘটনায় পাণ্ডবদের শৌর্যবীর্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া সপুত্রক ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছেন। বারণাবতে জতুগৃহে পাঠাইয়াও ঈর্ষাতুর বৃদ্ধ সফলকাম হন নাই। নানা দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়া সমাতৃক পাণ্ডবগণকে কিছুকাল অতিবাহিত করিতে হইযাছে। দ্রুপদরাজার যজ্ঞবেদিসম্ভূতা কন্যা কৃষ্ণার স্বযংবরসভায় পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণবেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পাণিপ্রার্থী রাজন্যবৃন্দ একে একে লক্ষ্যবেধের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইলে পর ব্রাহ্মণগণের মধ্য হইতে উঠিয়া

প্রণম্য শিরসা দেবমীশানং বরদং প্রভুম্।
কৃষ্ণঞ্চ মনসা কৃত্বা জগৃহে চার্জ্জুনো ধনুঃ ॥ আদি ১৮৮।১৮

—বরদাতা ভগবান্ মহাদেবকে প্রণাম করিয়া মনে মনে কৃষ্ণের ধ্যানপূর্বক অর্জুন ধনু গ্রহণ করিলেন।

নিমেষ মধ্যে ধনু সজ্জিত করিয়া যুগপৎ পাঁচটি বাণের দ্বারা লক্ষ্যবেধ করিয়া বিদ্ধ লক্ষ্যটিকে তিনি ভূপাতিত করিয়াছেন। দেবতাগণ অর্জুনের শিরে পুষ্প বর্ষণ করেন। কৃষ্ণা সহর্ষে এই মহাধনুর্ধরের গলে বরমাল্য অর্পণ করিলেন।[১১]

কৃষ্ণা একজন ব্রাহ্মণকে বরণ করিয়াছেন দেখিয়া সমাগত পাণিপ্রার্থিগণ দ্রুপদরাজাকে আক্রমণ করিয়াছেন। ভীম ও অর্জুনের বাহুবলের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া তাঁহারা নিরস্ত হইলেন। কৃষ্ণাকে লইয়া পঞ্চ পাণ্ডব তাঁহাদের আশ্রয়দাতা কুম্ভকারের গৃহে উপস্থিত হইয়া উৎকৃষ্ট ভিক্ষা লাভ করিযাছেন বলিয়া জননীকে জানাইলে কুন্তীদেবী না দেখিয়াই গৃহমধ্য হইতে আদেশ করিলেন—'সকলে মিলিতভাবে ভোগ কর'। পরে কৃষ্ণাকে দেখিযা কুন্তী তাঁহার আদেশের জন্য লজ্জিত হইয়াছেন, পাণ্ডবগণও নিজেদের বিব্রত বোধ করিযাছেন। এই ঘটনা শুনিযা দ্রুপদরাজাও চিন্তিত হইয়াছেন। পরিশেষে ব্যাসদেবের কথায় পাঁচ ভাই একে একে যথাক্রমে কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ করিলেন। সন্তুষ্ট পঞ্চালরাজ পরম সমাদরে পাঁচ জামাতাকে কিছুকাল আপন পুরীতে রাখিয়াছেন।[১২]

নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিযাও পাণ্ডবগণকে হত্যা করা সম্ভবপর হইল না, অধিকন্তু দ্রুপদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় তাঁহাদের শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ঈর্ষাতুর ধৃতরাষ্ট্র এবার ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরের পরামর্শে বিদুরকে পাঠাইয়া কুন্তী ও কৃষ্ণাসহ পাণ্ডবগকে হস্তিনায় আনাইলেন। তিনি পাণ্ডবগণকে অর্ধেক রাজ্যাংশ দিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতে নির্দেশ দিযাছেন। পাণ্ডবগণ সেখানে অতি মনোরম নূতন পুরী নির্মাণ করেন। পুরীর নাম হইয়াছে—ইন্দ্রপ্রস্থ।

রাজ্য লাভ করিয়া পাণ্ডবগণ পরম সুখে ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদীর গর্ভে অর্জুনের একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। তাহার নাম ছিল—শ্রুতকীর্তি।[১৩] অশ্বত্থামার হাতে তাহার মৃত্যু হয়।

দেবর্ষি নারদের উপদেশে পাণ্ডবগণ নিয়ম স্থাপন করিযাছিলেন যে, কৃষ্ণা যখন যাঁহার ভার্যারূপে থাকিবেন, তখন তিনি ব্যতীত অপর কোন ভাই কৃষ্ণার শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিলে তাঁহাকে বার বৎসর কাল ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বন করিয়া বনে বাস করিতে হইবে। পরম সুখে পাণ্ডবগণের দিন কাটিতেছিল। একদা এক ব্রাহ্মণের গো-ধন চোরেরা লইয়া যাইতেছিল। ব্রাহ্মণ পাণ্ডবগণের শরণাপন্ন হইলে অর্জুন রোরুদ্যমান ব্রাহ্মণের করুণ বিলাপ শুনিয়া ব্রাহ্মণকে অভয় দিলেন এবং অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিয়া ধনুর্বাণ লইয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে

চোরগণের প্রতি ধাবিত হইলেন। সেই অস্ত্রাগারে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণার সহিত বাস করিতেছিলেন। অর্জুন জানিয়া শুনিয়াই বিপন্ন ব্রাহ্মণের ধনরক্ষার নিমিত্ত অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি চোরদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া ব্রাহ্মণের গোধন উদ্ধার করিয়াছেন। পুরীতে প্রবেশ করিয়া গুরুজনকে প্রণাম করিয়া তিনি বনে যাত্রার নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রার্থনা করেন। গুরুজনের গৃহে সেই সময়ে প্রবেশ করায় কোন অন্যায় হয় নাই—যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া অর্জুনকে বনগমনে নিষেধ করায় তিনি উত্তর করিলেন—

ন ব্যাজেন চরেদ্ধর্ম্মমিতি মে ভবতঃ শ্রুতম্।
ন সত্যাদ্ বিচলিষ্যামি সত্যেনায়ুধমালভে ॥ আদি ২১৩।৩৪

—ছলপূর্বক ধর্মাচরণ করিতে নাই—এই কথা আপনার নিকট হইতে শুনিয়াছি। আমি সত্য হইতে বিচ্যুত হইব না, শস্ত্র স্পর্শ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

অর্জুনকে কিছুতেই তাঁহার সত্য হইতে বিচ্যুত করা সম্ভবপর হইল না। তিনি বনে যাত্রা করিয়াছেন। অনেক অরণ্যাদি অতিক্রম করিয়া তিনি গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বারে) উপস্থিত হইলেন। একদা তিনি গঙ্গাস্নান করিয়া তীরে উঠিবেন, সেই সময় কৌরব্যনাগের কন্যা উলূপী তাঁহাকে জলমধ্যে আকর্ষণ করিয়া পাতালপুরীতে লইয়া গেলেন। উলূপী অর্জুনের রূপে আকৃষ্টা হইয়া তাঁহাকে পতিরূপে লাভ করিবার অদম্য বাসনা ব্যক্ত করিয়াছেন। অর্জুন তাঁহার ব্রহ্মচর্য নাশের আশঙ্কায় প্রথমতঃ এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেও পরে ধর্মনাশের ভয়ে সেই রাত্রি উলূপীর সহিত যাপন করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। অর্জুন জলে অজেয় হইবেন—এই বর দিয়া উলূপীও পিত্রালয়ে ফিরিয়া গেলেন। উলূপীর গর্ভে ইরাবান্-নামক অর্জুনের একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। উলূপী পূর্বে বিবাহিতা ছিলেন। তাঁহার স্বামী সুপর্ণ কর্তৃক অপহৃত হন। সুতরাং ইরাবান্ ক্ষেত্রজ পুত্র।[১৪] তারপর অর্জুন বহু দেশ অতিক্রম করিয়া মণিপুরে (দক্ষিণপশ্চিম ভারতে) উপস্থিত হইয়াছেন। সেখানকার অধিপতি চিত্রবাহনের সহিত দেখা করিতে গিয়া তিনি রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে দেখিতে পাইয়াছেন। অর্জুন তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। চিত্রবাহনের নিকট আত্মপরিচয় দিয়া তিনি রাজকন্যাকে প্রার্থনা করিয়াছেন। চিত্রবাহন বলিলেন—'চিত্রাঙ্গদাই তাঁহার একমাত্র সন্তান। সুতরাং ভবিষ্যতে চিত্রাঙ্গদার পুত্রই তাঁহার অর্থাৎ মাতামহের পারলৌকিক কৃত্য করিবে, চিত্রাঙ্গদার পুত্রই তাঁহার পুত্রিকা-পুত্র হইবে। এই শর্তে অর্জুন যদি সম্মত থাকেন, তবে তিনি সানন্দে কন্যাদান করিবেন। অর্জুন সম্মত হইলেন এবং চিত্রাঙ্গদাকে ভার্যারূপে গ্রহণ করিয়া তিন বৎসর কাল মণিপুরে অবস্থান করিলেন। চিত্রাঙ্গদার একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। তাহার নাম ছিল—বভ্রুবাহন।[১৫]

তিন বৎসর পরে অনেক তীর্থ ভ্রমণের পর নারীতীর্থে জল-জন্তুরূপী ব্রহ্মশাপগ্রস্ত পাঁচটি নারীকে (বর্গা, সৌরভেয়ী প্রভৃতি) উদ্ধার করিয়া অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে দেখিবার নিমিত্ত মণিপুরে ফিরিয়া গিয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের সময় ইন্দ্রপ্রস্থে দেখা হইবে—চিত্রাঙ্গদাকে এই আশ্বাস দিয়া পুনরায় তিনি তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছেন।[১৬]

পশ্চিম সমুদ্রের তীরবর্তী অনেক তীর্থ দর্শনের পর অর্জুন প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ সেই সংবাদ পাইয়া প্রভাসে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। কৃষ্ণার্জুন মনোরম রৈবতক-পর্বতে একরাত্রি অবস্থানের পর দ্বারকায় চলিয়া গিয়াছেন। সেখানে অর্জুন কৃষ্ণের সহিত কিছুকাল বাস করেন। একদা রৈবতক-পর্বতে বৃষ্ণ্যন্ধককুলের বিশেষ একটি উৎসব উপলক্ষ্যে কৃষ্ণার্জুনও সেইখানে উপস্থিত হইয়াছেন। সেখানে সখীগণ-পরিবৃতা কৃষ্ণভগিনী

সুভদ্রাকে দেখিতে পাইয়া অর্জুন তাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কৃষ্ণ অর্জুনের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া প্রথমতঃ পরিহাস করিয়া পরে পরামর্শ দিয়াছেন যে, বলপূর্বক হরণই তিনি শ্রেয়ঃ মনে করেন। শীঘ্রগামী লোক পাঠাইয়া এই বিষয়ে যুধিষ্ঠিরের মনোভাব জানিতে চাহিলে তিনিও সানন্দে অনুমোদন করিয়াছেন। অর্জুন কৃষ্ণের সহিত পুনরায় পরামর্শ করিয়া বলপূর্বক সুভদ্রাকে রথে তুলিয়া লইয়াই ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অর্জুনের এই ব্যবহারে যদুবংশের অপমান করা হইল মনে করিয়া—যাদবগণ, বিশেষতঃ বলরাম অর্জুনকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। পরন্তু কৃষ্ণের যুক্তিপূর্ণ বচনে পরে সকলই নিরস্ত হইয়াছেন।[১৭]

বলরাম ও অন্য যাদবগণ কৃষ্ণের তথ্যপূর্ণ বচনে সাদরে অর্জুনকে ফিরাইয়া দ্বারকায় লইয়া গেলেন। অর্জুনের সহিত সুভদ্রার পরিণয় সম্পন্ন হইল। সেখানে অর্জুন পরম সুখে বৎসরাধিক কাল বাস করিয়া কিছুদিন পুষ্করতীর্থে অবস্থানের পর দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইলে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্তন করেন।[১৮] সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম হইয়াছিল।[১৯]

উলূপীর প্রার্থনা পূর্ণ করায় ধর্মতঃ অর্জুনের ব্রহ্মচর্য স্খলিত হয় নাই, কিন্তু চিত্রাঙ্গদা ও সুভদ্রাকে তিনি কামার্ত হইয়াই বিবাহ করিয়াছেন। শাস্ত্রানুসারে ইহাতে অর্জুনেব ব্রতভঙ্গ হইয়াছে। অরণ্যবাস তো হয়ই নাই, পরন্তু তিনি উভয় শ্বশুরবাড়ীতে চারি বৎসরের অধিককাল পরম সুখে বাস করিয়াছেন। ইহাতেও তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া মনে করি। এইসকল ঘটনাকে তাঁহার চরিত্রের দুর্বলতা ছাড়া কি বলিব?

অর্জুনের ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্তনের পর একদা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইযা কৃষ্ণ ও অর্জুন যমুনাতে জলকেলির উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন। দ্রৌপদী, সুভদ্রা প্রমুখ মহিলাগণও তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছেন। জলকেলির পর কৃষ্ণ ও অর্জুন যখন যমুনাতীরে বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণের বেশে অগ্নিদেব তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'আমি বহুভুক্‌ ব্রাহ্মণ, তোমরা আমাকে ভোজ্যদান করিয়া পরিতৃপ্ত করিবে—এই ভিক্ষা করিতেছি।' কৃষ্ণার্জুন ভিক্ষা দিতে সম্মত হইলে ব্রাহ্মণরূপী অগ্নিদেব আপনার যথার্থ পরিচয় দিয়া বলিলেন—'এই খাণ্ডববনে তক্ষকনাগ সপরিবারে বাস করেন। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের বন্ধু। এইহেতু আমি এই বনকে দগ্ধ করিতে চাহিলেই দেবরাজ জলবর্ষণে আমাকে নির্বাপিত করেন। তোমরা মহাধনুর্ধর। তোমাদের সহায়তায় আমি এই বনকে ভক্ষণ কবিব—ইহাই আমার ভিক্ষা।' শ্বেতকি-রাজার দ্বাদশবার্ষিক মহাযজ্ঞে অপরিমিত ঘৃতভক্ষণে অগ্নিদেবের অরুচি ধরিয়াছিল। তিনি তেজোহীন হইয়া অরুচি-রোগ হইতে মুক্ত হইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিতে ব্রহ্মাব নিকট গেলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন যে, খাণ্ডবারণ্যবাসী প্রাণিগণের মেদের দ্বারা পরিতৃপ্ত হইলে তাঁহার রোগ সারিবে। অগ্নিদেব পর পর সাতবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। পুনরায় ব্রহ্মার শরণ লইলে ব্রহ্মা বলিলেন যে, নর ও নারায়ণ-ঋষি অর্জুন ও কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের সহায়তা লাভ করিলে অগ্নিদেব সফলকাম হইবেন।[২০]

অতঃপর অগ্নিদেব বরুণদেবের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি বরুণদেবের নিকট অর্জুনকে দিবার নিমিত্ত সোম-প্রদত্ত গাণ্ডীবনামক ধনু (গাণ্ডী অর্থাৎ গণ্ডারের পৃষ্ঠদেশ দ্বারা নির্মিত। গাণ্ডী + বিকারার্থে 'ব' প্রত্যয়। অথবা গাণ্ডী = বজ্রগ্রন্থি। উ ৯৮।১৯, নীলকণ্ঠ) ও বাণ এবং রথ, আর কৃষ্ণকে দিবার নিমিত্ত সুদর্শনচক্রটি প্রার্থনা করিলেন। বরুণদেব এইগুলি তো দিলেনই, অধিকন্তু কৃষ্ণকে দিবার নিমিত্ত দৈত্যান্তকরণী ঘোরা কৌমোদকী-নাম্নী গদাটিও দিয়া দিলেন। অর্জুনের রথেব চারিটি ঘোড়া ছিল শুভ্র মেঘখণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল এবং বায়ুসম

বেগবান্, আর রথখানি নবমেঘের ন্যায় মনোহর।[২১]

কৃষ্ণার্জুন অগ্নিদেব হইতে সেইসকল শস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া সমধিক দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন। কৃষ্ণার্জুনের সহায়তায় অগ্নিদেব খাণ্ডবারণ্যে তাঁহার লেলিহান রসনা বিস্তার করিয়াছেন। এবার ইন্দ্রের বারিবর্ষণ ব্যর্থ হইল। প্রাণিগণের ভয়ঙ্কর নিনাদ ও অগ্নির হুঙ্কারে খাণ্ডব-বন প্রকম্পিত হইতে লাগিল। খাণ্ডবদহনের পূর্বেই তক্ষক-নাগ কুরুক্ষেত্রে গিয়াছিলেন, তিনি রক্ষা পাইলেন। আরও কয়েকটি প্রাণী কৃষ্ণার্জুনের শরণাপন্ন হইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। পরিশেষে ইন্দ্রও অর্জুনের বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ছয় দিন ব্যাপিয়া অগ্নিদেব মেদোভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইলেন।[২২]

অর্জুন দানবশিল্পিশ্রেষ্ঠ ময়কে বাঁচাইয়াছিলেন। কৃতজ্ঞ ময় অর্জুনের কোনপ্রকার প্রিয় কর্ম সাধন করিতে চাহিলে অর্জুন কৃষ্ণকে প্রীত করিতে বলিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের একটি সভাগৃহ নির্মাণ করিয়া দিলেই তিনি প্রীতি লাভ কবিবেন। ময় ইন্দ্রপ্রস্থে একটি বিস্ময়কর সভাগৃহ নির্মাণ কবিলেন। কৈলাসস্থিত বিন্দুসরোবব হইতে তিনি উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই সরোবর হইতে আহরণ করিয়া দানবশিল্পী দেবদত্ত-নামক শঙ্খটিও অর্জুনকে উপহার দিযাছেন।[২৩]

যুধিষ্ঠির বাজসূয়-যজ্ঞের পূর্বে কৃষ্ণের পরামর্শ চাহিয়াছেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে যজ্ঞ করিতে উৎসাহ দিযা বলিয়াছেন—মগধাধিপতি এবং কংসের শ্বশুর জবাসন্ধকে বধ করিতে না পারিলে জরাসন্ধ প্রস্তাবিত যজ্ঞে বাধা সৃষ্টি করিবেন। ভীম ও অর্জুন এই ব্যাপাবে যুধিষ্ঠিরকে উৎসাহ দিয়াছেন।[২৬] কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন মগধের গিবিব্রজপুরে প্রবেশ করিয়া জরাসন্ধকে রণে আহ্বান করেন। ভীমের বাহুবলে জরাসন্ধ নিহত হইলেন এবং তৎকর্তৃক বন্দীকৃত ছিয়াশীজন নরপতি মুক্ত হইলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ, ভীম এবং অর্জুনের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়াই রাজ্য শাসন করিতেন। তিনি বলিয়াছেন—

ভীমার্জ্জুনাবুভৌ নেত্রে মনো মন্যে জনার্দ্দনম্।
মনশ্চক্ষুর্ব্বিহীনস্য কীদৃশং জীবিতং ভবেৎ॥ সভা ১৬।২

—ভীম ও অর্জুন এই উভয়কে আমার নেত্র এবং জনার্দনকে মন বলিয়া মনে করি। মন এবং নেত্রহীনের জীবন কিরূপ হইবে?

রাজসূয়-যজ্ঞের পূর্বে যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীমাদি পাণ্ডবগণ দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছেন। অর্জুন উত্তর দিকে যাত্রা করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, কাশ্মীর, ত্রিগর্ত, কোকনদ, হাটক প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া প্রভূত ধনরত্ন আহরণ করিয়াছিলেন। সমস্তই তিনি যুধিষ্ঠিরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।[২৭]

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছে। ঈর্ষাতুর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিয়াছেন। ভ্রাতৃবর্গের সহিত পরামর্শ না করিয়াই যুধিষ্ঠির সেই আহ্বান গ্রহণ করিলেন। জ্যেষ্ঠভক্ত ভ্রাতৃগণ তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। কপট দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির ক্রমাগত হারিয়াই চলিয়াছেন। পণ রাখিয়া তিনি সর্বস্ব হারাইয়াছেন। একে একে ভ্রাতৃগণ ও নিজেকে পণ রাখিয়াও হারিয়াছেন। অবশেষে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া হারিবার পর দুর্যোধন, দুঃশাসনাদির অশিষ্ট আচরণে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা দেখিয়া ভীমসেন ক্ষোভে ও ক্রোধে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হস্তদ্বয় দগ্ধ করিতে চাহিলে অর্জুন ভীমকে বলিয়াছেন—

ভ্রাতরং ধার্ম্মিকং জ্যেষ্ঠং কোঽতিবর্ত্তিতুমর্হতি। সভা ৬৮।৮

—ধার্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কে অতিক্রম করে? (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অপমান করা কি উচিত?)

অজুন তাঁহাব ক্ষোভ ও দুঃখকে চাপিয়া বাখিযাছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাব উপব কোন দোষাবোপ কবেন নাই। ভযে ধৃতবাষ্ট্র দ্রৌপদীকে বব দিযা পাণ্ডবগণকে দাসত্বমুক্ত কবিযাছেন, হৃত বাজ্যও প্রত্যর্পণ কবিযাছেন। কর্ণ অশিষ্ট ভাষায পাণ্ডবগণকে ভর্ৎসনা কবায অর্জুন কহিলেন—'হীন ব্যক্তিদেব সহিত কথা বলিতে নাই। প্রতিকাবে সমর্থ হইযাও সাধুগণ শত্রুতাব কথা মনে বাখেন না, অপব পক্ষেব সাধু আচবণই মনে বাখেন'। অর্জুনেব এই বাক্যে কোন ক্ষোভেব ভাব প্রকাশ পায নাই। তিনি অতিশয গম্ভীবপ্রকৃতি। পুনবায দ্যূতক্রীডায পবাজিত পাণ্ডবগণ যখন অজিনোত্তবীয ধাবণ কবিযা বনে যাত্রা কবিতেছেন, তখনও দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ প্রমুখ ব্যক্তিগণ নানাবিধ ভর্ৎসনাবাক্যে পাণ্ডবগণেব মর্মপীডা উৎপাদন কবিযাছেন। ভীম এই অপমান সহ্য কবিতে না পাবিযা ভযানক প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চাবণ কবেন। অর্জুন ভীমকে থামাইবাব নিমিত্ত বলিলেন—

নৈবং বাচা ব্যবসিতং ভীম বিজ্ঞাযতে সতাম।
ইতশ্চতুর্দশে বর্ষে দ্রষ্টাবো যদ্ ভবিষ্যতি ॥ সভা ৭৭।৩০

— সাধুগণ এইভাবে বাক্যেব দ্বাবা প্রকাশ কবেন না। এখন হইতে চতুর্দশ বর্ষে যাহা ঘটিবে, দর্শকগণই তাহা দেখিবেন।

ভীমকে শান্ত কবিতে চেষ্টা কবিলেও অর্জুন ইহাব পবেই কর্ণবধেব প্রতিজ্ঞা কবিযাছেন। তখন তিনিও উত্তেজনা দমন কবিতে পাবেন নাই। বনে যাত্রাব সময অর্জুন দুই হাতে ধূলি বিকীর্ণ কবিযা চলিযাছেন। তাৎপর্য এই যে, ভবিষ্যতে তিনি শত্রুদেব উপব ধূলিমুষ্টিব মত অজস্র বাণক্ষেপ কবিবেন।

পাণ্ডবগণ বনে বাস কবিতেছেন। যুধিষ্ঠিব ব্যাসদেবেব প্রসাদে লব্ধ প্রতিস্মৃতি-বিদ্যায অর্জুনকে দীক্ষিত কবিযা বলিলেন—'বৎস, ভবিষ্যতে কৌববগণেব সহিত যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইলে তোমাব উপবই আমাদেব আশা-ভবসা নির্ভব কবিবে। ঋষিদত্ত এই বিদ্যাব প্রভাবে তুমি দেবগণেব আশীর্বাদ লাভ কবিযা তাঁহাদেব অনুগ্রহে দিব্যাস্ত্রলাভে কৃতার্থ হইবে। তুমি আজই ইন্দ্রলোকে যাত্রা কব'। দ্রৌপদীও অর্জুনকে এই যাত্রায প্রেবণা দিযাছেন। অর্জুন সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদনাদি কবিযা যাত্রা কবিলেন। এক দিনেই তিনি হিমালযে উপস্থিত হইযাছেন। পবে তিনি ইন্দ্রলোকে গিযা ইন্দ্রেব চবণে প্রণত হইলেন। দেববাজ তাঁহাকে স্বর্গভোগেব লোভ দেখাইলেও তিনি প্রলুব্ধ না হইযা দিব্যাস্ত্র প্রার্থনা কবেন। ইন্দ্র বলিলেন যে, তপস্যা দ্বাবা মহাদেবকে প্রসন্ন কবিতে পাবিলে ইন্দ্রেব নিকট হইতে দিব্যাস্ত্রলাভ সম্ভবপব হইবে। অর্জুন যোগাবলম্বনপূর্বক মহাদেবেব ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

তাঁহাব কঠোব তপস্যায মহাদেব প্রীত হইযাছেন। তিনি অর্জুনকে পবীক্ষা কবিবাব নিমিত্ত কিবাতেব বেশ ধাবণ কবিযা স্ত্রীজনপবিবেষ্টিত হইযা অর্জুনেব সমীপে উপস্থিত হইলেন। সেই মুহূর্তেই মূক-নামক দানব ববাহবেশে অর্জুনকে বধ কবিবাব নিমিত্তই যেন সেই স্থানে উপস্থিত হইল। কিবাত ও অর্জুন একই সমযে ববাহটিব উপব বাণক্ষেপ কবিলেন। ববাহটি তৎক্ষণাৎ ভীষণ দানবদেহ ধাবণ কবিযা মৃত্যুববণ কবিলে কাঁহাব বাণে ববাহটি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইযাছে, এই বিষযে উভযেব মধ্যে তুমুল বাগযুদ্ধেব পব ধনুর্যুদ্ধ আবম্ভ হইল। অর্জুন কিছুতেই কিবাতকে জয কবিতে না পাবিযা মৃণ্ময স্থণ্ডিলে মহাদেবেব পূজা কবিতে বসিলেন। কিবাতেব মস্তকে তাঁহাব প্রদত্ত মাল্য দেখিযা তিনি মহাদেবজ্ঞানে কিবাতেব পদতলে লুটাইযা পডেন। আশুতোষ পবম প্রীত হইযা আপন রূপ ধাবণ কবিলেন এবং অর্জুনেব পূর্বজন্মেব (নব-ঋষি) বৃত্তান্ত বর্ণনা কবিযা তাঁহাকে বব দিতে চাহিলেন। অর্জুন 'পাশুপত' অস্ত্র চাহিযা লইলে মহাদেব সেই দিব্যাস্ত্রেব সবহস্য

প্রয়োগপদ্ধতি তাঁহাকে শিখাইয়া অন্তর্হিত হইলেন।[১১]

অতঃপর কৃতকৃত্য অর্জুন ইন্দ্রপ্রেরিত দিব্য রথে আরোহণ করিয়া দেবলোকে উপস্থিত হইয়াছেন। ইন্দ্র সস্নেহে তাঁহাকে অনেক দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগপদ্ধতি শিক্ষা দিয়া অস্ত্রসমূহ দান করিয়াছেন। ইন্দ্রের নির্দেশে ইন্দ্রসখা চিত্রসেনের নিকট হইতে অর্জুন গীত, বাদিত্র ও নৃত্যাদি শিক্ষা করিলেন। ঘৃতাচী, মেনকা, উর্বশী প্রমুখ অপ্সরাগণ ইন্দ্রের সভায় নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকেন। নৃত্যকালে অর্জুন পুনঃ পুনঃ উর্বশীর প্রতি লক্ষ্য করায় দেবরাজ মনে করিলেন যে, অর্জুন উর্বশীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনেব দ্বারা উর্বশীকে অর্জুনসকাশে পাঠাইয়া দিলেন। উর্বশীর মুখে তাঁহার আগমনের কারণ শুনিয়া অর্জুন অঙ্গুলিদ্বারা কর্ণদ্বয় বন্ধ করিয়া বলিলেন—'মাতঃ, তোমাকে আমি জননী কুন্তী এবং শচীদেবীর ন্যায় মনে করি। তুমি পুরুবংশের জননী, এইজন্য পুনঃ পুনঃ তোমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছি'। উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ায় উর্বশী নিজকে অপমানিতা বোধ করিযা ক্রুদ্ধা হইলেন। তিনি ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া অর্জুনকে শাপ দিয়াছেন—

তব পিত্রাভ্যনুজ্ঞাতাং স্বয়ঞ্চ গৃহমাগতাম্।
যস্মান্মাং নাভিনন্দেথাঃ কামবাণবশং গতাম ॥
তস্মাত্ত্বং নর্ত্তনঃ পার্থ স্ত্রীমধ্যে মানবর্জিতঃ।
অপুমানিতি বিখ্যাতঃ ষণ্ডবদ্ বিচরিষ্যসি ॥ বন ৪৬।৪৯, ৫০

—তোমার পিতার নির্দেশে আমি স্বয়ং তোমার গৃহে আসিয়াছি। যেহেতু কামার্তা আমাকে তুমি গ্রহণ করিলে না. সেইহেতু হে পার্থ, মানবর্জিত এবং অপুরুষরূপে খ্যাত হইয়া তুমি নর্তকরূপে স্ত্রীলোকের মধ্যে নপুংসকের ন্যায় বিচরণ করিবে।

ক্রোধান্বিতা উর্বশী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া চিত্রসেনকে সকল বৃত্তান্ত জানাইয়াছেন। দেবরাজ চিত্রসেন হইতে এই ব্যাপার জানিয়া অর্জুনকে অজস্র আশীর্বাদ কবিয়া বলিয়াছেন—'অজ্ঞাতবাসের সময় এই শাপ তোমার বররূপে পবিণত হইবে। তোমার মত সৎপুত্রের জননী পৃথা ধন্যা, ধৈর্যে তুমি ঋষিগণকেও জয় করিয়াছ'।[১২]

ইন্দ্র সর্বসমক্ষে মহর্ষি লোমশের নিকট অর্জুনের পূর্বজন্মের তপস্যাব কথা বিবৃত করিয়া তাঁহার বর্তমান জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

নরনারায়ণৌ যৌ তৌ পুরাণাবৃষিসত্তমৌ।
তাবিমাবনুজানীহি হৃষীকেশধনঞ্জয়ৌ ॥

ভূমেৰ্ভারাবতরণং মহাবীর্যৌ করিষ্যতঃ ॥ বন ৪৭।১০—১৪

—বদরী-নামক বিশ্রুত আশ্রমে যে নর-ঋষি উগ্র তপস্যায় রত ছিলেন, তিনিই অর্জুনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আর নারায়ণঋষি কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই উভয় মহাবীর্য পুরুষ ভূমির ভার লাঘব করিবেন।

অর্জুন দিব্যাস্ত্র লাভের নিমিত্ত শক্রলোকে গিয়াছেন—এই সংবাদে ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহার পুত্রদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া করুণ বিলাপ করিয়াছিলেন।[১৩]

অর্জুনের বিচ্ছেদে কাম্যকবনবাসী পাণ্ডবচতুষ্টয় ও কৃষ্ণা অত্যন্ত দুঃখিতভাবে দিন কাটাইতেছিলেন।[১৪] নারদ, লোমশ, ধৌম্য প্রমুখ মুনিঋষিগণ তাঁহাদিগকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়াছেন। অতঃপর তাঁহারা লোমশ ও ধৌম্যের সহিত নানা তীর্থ পর্যটন করিতে বাহির হইলেন। পাঁচ বৎসর কাল অর্জুনকে না দেখিয়া সকলেই তাঁহার দর্শনলালসায় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন।[১৫] যুধিষ্ঠির অর্জুনকে স্মরণ করিয়া বলিতেছেন—

যস্য বাহুবলে তুল্যঃ প্রভাবে চ পুরন্দরঃ।
জবে বায়ুর্মুখে সোমঃ ক্রোধে মৃত্যুঃ সনাতনঃ ॥

ইত্যাদি। বন ১৪১।২১, ২২

—যাহার প্রভাব ও বাহুবল ইন্দ্রের ন্যায়, বেগে যিনি বায়ুর সমান, যাহার মুখ চন্দ্রের ন্যায় এবং যাহার ক্রোধ সনাতন মৃত্যুর (যম) ন্যায়, সেই নরব্যাঘ্রকে দেখিবার নিমিত্ত আমরা গন্ধমাদনে প্রবেশ করিব।

কিছুদিন পরে আগ্নেয়, বারুণ, সৌম্য, বায়ব্য, বৈষ্ণব, ঐন্দ্র, পাশুপত এবং ব্রাহ্ম অস্ত্র লাভ করিয়া অর্জুন মর্ত্যলোকে যাত্রা করিলেন। গন্ধমাদন-পর্বতে কৃষ্ণা ও ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া অর্জুন সকল ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। স্বর্গাবতরণের পথে নিবাতকবচ-নামক দানবগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। হিরণ্যপুরে কালকঞ্জ-দানবগণও তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল। তাঁহার অদম্য বাহুবলে পরাজিত হইয়া সকলেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।[৮৮]

পাণ্ডবগণের বনবাসেব বার বৎসর অতীত হইয়াছে। মৎস্যরাজ বিরাটের পুরীতে অজ্ঞাতভাবে এক বৎসর বাস করিতে হইবে—ইহা স্থির হইল। অর্জুন কি উপায়ে আত্মগোপন করিবেন—যুধিষ্ঠিরের এই জিজ্ঞাসায় অর্জুন বলিতেছেন—

প্রতিজ্ঞাং ষণ্ঢকোঽস্মীতি করিষ্যামি মহীপতে।

বেণীকৃতশিরা রাজন্নাম্না চৈব বৃহন্নলা ॥ ইত্যাদি। বি ২।২৫—২৭

—রাজন্, আমি ষণ্ঢক, অর্থাৎ নপুংসক—এই কথা বলিয়া 'বৃহন্নলা' নাম ধারণ করিয়া অজ্ঞাতবাস করিব। আমার কড়া-পড়া হস্তদ্বয় বলয়ের দ্বারা আচ্ছাদন করিব। হাতে শঙ্খবলয় পরিব, কাণে কুণ্ডল পরিব এবং মাথায় বেণী রচনা করিব।

অর্জুন আরও বলিয়াছেন—'নানা আখ্যায়িকার গল্প শোনাইয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় আমি বিরাটরাজা ও তাঁহার অন্তঃপুরচারিণীগণকে প্রীত করিব। বিরাটের পুরস্ত্রীগণকে নৃত্য, গীত ও বাদিত্র শিখাইব। প্রজাবর্গের নানা উৎকৃষ্ট কর্মের প্রশংসা করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিব। মৎস্যরাজ জিজ্ঞাসা করিলে বলিব—আমি যুধিষ্ঠিরের গৃহে দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলাম।' (দ্রৌপদীর ভর্তা—এই গূঢ়ার্থ। ষণ্ঢক=কৃষ্ণসখা—দ্রঃ—নীলকণ্ঠটীকা।)[৫৫]

নিজেদের মধ্যে ব্যবহারের নিমিত্ত অর্জুনের গুপ্ত নাম রাখা হইল—'বিজয়'।[৫৬] যুধিষ্ঠির, ভীম, দ্রৌপদী ও সহদেবের পুরীপ্রবেশের পর অর্জুন মৎস্যরাজের নিকট প্রাগুক্ত বেশে উপস্থিত হইয়া সেইরূপ পরিচয় দিয়াছেন। বিরাট তাঁহার অনুপম আকৃতি দেখিয়া তাঁহাকে ক্লীব মনে করিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহাকে ছদ্মবেশী কোন নৃপতি বলিয়াই মনে করিয়াছেন। মন্ত্রিগণের পরামর্শে তিনি মহিলাগণের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া তাঁহার ক্লীবত্বে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া অন্তঃপুরকুমারীগণের সঙ্গীত-শিক্ষকরূপে তাঁহাকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়াছেন। বৃহন্নলা অল্পদিন মধ্যেই অন্তঃপুরচারিণীগণের পরম প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।[৫৭]

অন্তঃপুরে পারিতোষিকস্বরূপ প্রচুর পুরানো কাপড়চোপড় লাভ করিয়া বৃহন্নলা বিক্রয়চ্ছলে ভ্রাতৃগণকে দান করিতেন।[৫৮]

অজ্ঞাতবাসের কাল সমাপ্তপ্রায়। ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা বিরাটরাজার গোধন হরণ করিতে গেলে বিরাট তাঁহার সৈন্যসামন্ত লইয়া সুশর্মার সহিত যুদ্ধে যাত্রা করিয়াছেন। সেই সময় বিরাটের অনুপস্থিতিতে দুর্যোধনাদি কৌরবগণ বিরাটের গোধন হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন—এই সংবাদ পাইয়া বিরাটপুত্র উত্তর (ভূমিঞ্জয়) যুদ্ধে যাইতে স্থির করিলেন। উত্তর অনেক আস্ফালন করিয়া বলিলেন, উপযুক্ত সারথি পাইলে নিশ্চয়ই তিনি

কৌরবগণকে জয় করিয়া গোধন উদ্ধার করিবেন। অর্জুন উত্তরেব আস্ফালনে কৌতুক বোধ করিয়া গোপনে সৈরন্ধ্রীকে বলিলেন যে, তিনি পার্থের সারথি ছিলেন—এই কথাটি সৈরন্ধ্রী যেন উত্তরকে বলেন। উত্তর এই কথা শুনিয়া তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী বৃহন্নলাশিষ্যা উত্তরার দ্বারা বৃহন্নলাকে সারথ্যস্বীকারে অনুরোধ জানাইলেন। বৃহন্নলা নানাপ্রকার অজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া সকলকে হাসাইয়া যেন অগত্যা উত্তরের সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন।[৩৯]

বৃহন্নলাকে সারথিরূপে লাভ করিয়া উত্তর সদর্পে যাত্রা করিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রমুখ মহারথিগণকে দেখিয়াই তিনি ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়েন। গোধন উদ্ধারের চেষ্টায় ভঙ্গ দিয়া তিনি রথ হইতে অবতরণ কবিয়া পলায়নের পথ খুঁজিতেছিলেন! বৃহন্নলা তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া রথে বসাইলেন এবং তিনিই কৌরবদের সহিত যুদ্ধ করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। তাঁহার নির্দেশে ভীত উত্তর সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন। শ্মশানের নিকটস্থ শমীবৃক্ষ হইতে অর্জুন পূর্বস্থাপিত গাণ্ডীব উত্তরের দ্বারা আনাইলেন। অসংখ্য সুবর্ণবিন্দুচিত্রিত সুবর্ণহস্তী ও সুবর্ণসূর্যখচিত সেই অনুপম ধনু দেখিয়াই উত্তর বিস্মিত হইয়াছেন। ধনুখানি কোন মহাবীরের—উত্তর ইহা জিজ্ঞাসা করিলে পর অর্জুন ক্রমে ক্রমে উত্তরকে অভয় দিয়া আত্মপবিচয প্রকাশ কবিয়াছেন। বৃহন্নলা কৌরবপক্ষের সকল মহারথীকে বিপর্যস্ত করিয়া সম্মোহন অস্ত্রে ভীষ্ম ব্যতীত সকলকে সংজ্ঞাহীন করিয়া তাঁহাদের উত্তবীয় বস্ত্র সংগ্রহ করিলেন। উত্তরা সেইসকল বস্ত্রের দ্বারা পুতুল নির্মাণ করিতে চাহিয়াছিলেন। যুদ্ধারম্ভেই বৃহন্নলা আচার্য দ্রোণের পদদ্বয়-সমীপে যুগপৎ দুইটি বাণ এবং আচার্যের কর্ণদ্বয়ের নিকট দিযা দুইটি বাণ নিক্ষেপ করেন। আচার্য প্রথম দুইটি বাণকে পার্থের প্রণতিরূপে এবং শেষের দুইটি বাণকে কুশলপ্রশ্নরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কখনও আচার্য প্রতিপক্ষরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে পার্থকে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে—পূর্বেই আচার্য পার্থকে এই প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন।[৪০]

গাণ্ডীবের টঙ্কাবে, অসাধারণ বীরত্বে এবং রথধ্বজে কপিবরের অবস্থিতিতে বৃহন্নলাকে সকলেই চিনিতে পারিয়াছেন। একক বৃহন্নলার নিকট কৌরব-মহারথিগণকে পরাজয় স্বীকার করিয়া প্রাণ লইয়া পলাইতে হইল। দুর্যোধন লাঞ্ছিত হইয়াও আস্ফালন করিতে থাকিলে ভীষ্ম হাসিয়া বলিলেন—'এতক্ষণ তোমার এই বীরত্ব কোথায় ছিল ? পার্থ অধর্ম করেন নাই বলিয়াই সকলের প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে।'[৪১] ইতস্ততঃ পলায়মান কুরুসৈন্যগণকে অভয় দিয়া পার্থ উত্তরকে বলিলেন যে, তাঁহাদের অজ্ঞাতবাসের মাত্র দুই দিন অবশিষ্ট রহিয়াছে। বিরাটরাজা যেন এই দুই দিন তাঁহাদেব পরিচয় না জানিতে পারেন। হঠাৎ এই পরিচয জানিতে পারিলে ভয়ে মৎস্যরাজের প্রাণনাশ ঘটিতে পারে।

বিরাটরাজা তাঁহার পুত্রের এহেন সাফল্যে নগরে উৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে দ্যূতক্রীড়ার সময় পুনঃ পুনঃ বিরাটের মুখে তাঁহার পুত্রের প্রশংসা শুনিতে শুনিতে কঙ্ক (যুধিষ্ঠির) বৃহন্নলারও প্রশংসা করায় বিরাটবাজা খেলার ঘুঁটি দ্বারা কঙ্কের মুখে আঘাত করিয়াছেন। কঙ্কের নাক দিয়া রক্ত ঝরিতেছে। কঙ্কের কথায় বৃহন্নলাকে দ্বারদেশে রাখিয়া বিরাটরাজা উত্তরকে রাজসভায় প্রবেশ করাইলেন। উত্তর প্রবেশ করিয়াই এই দৃশ্য দেখিযা পিতাকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন। কোনও দেবপুত্রের দ্বারা কৌরবপক্ষ পরাজিত হইয়াছেন এবং গোধন রক্ষিত হইয়াছে—উত্তর সভাতে ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

তৃতীয় দিবসে সুস্নাত শুক্লাম্বরধারী পাণ্ডবগণ রাজসভায় গিয়া রাজাসনগুলিতে উপবেশন করিয়াছেন—এমন সময় মৎস্যরাজ সভায় উপস্থিত হইয়া এইপ্রকার ধৃষ্টতা দেখিয়া কঙ্ককে ভর্ৎসনা করিলে অর্জুন স্মিতহাস্যে যুধিষ্ঠিরের পরিচয় দিলেন। মৎস্যরাজ অপর ভ্রাতৃগণ ও

কৃষ্ণাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কবিলে অর্জুন ক্রমশঃ সকলেবই পবিচয দিযাছেন। অতঃপব উত্তব পুনবায সকলেব প্রশস্তিপূবক পবিচয দিযা পঞ্চমুখে অর্জুনেব বীবত্ব কীর্তন কবিতে লাগিলেন। হষে বিস্ময়ে ও কৃতজ্ঞতায মৎস্যবাজ একান্ত অভিভূত হইযা তাঁহাব অজ্ঞাতকৃত স্খলনাদিব জন্য পুনঃ পুনঃ পাণ্ডবগণেব নিকট ক্ষমা চাহিতেছিলেন। পুনঃ পুনঃ পাণ্ডবগণকে আলিঙ্গন কবিযা তিনি অজুনেব হাতে উত্তবাকে সমপর্ণ কবিতে চাহিযাছেন।

মৎস্যবাজেব এই প্রস্তাব শুনিযা যুধিষ্ঠিব অজুনেব মুখেব দিকে তাকাইতেই অর্জুন মৎস্যবাজকে বলিলেন—'বাজন, আমি সানন্দে আপনাব দুহিতাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ কবিতে চাই। ভার্যারূপে গ্রহণ কবিতে কি বাধা আছে—মৎস্যবাজেব এই প্রশ্নেব উত্তবে অজুন বলিলেন—

অন্তঃপুবেঽহমুষিতঃ সদা পশ্যন সুতাং তব।
আচাযবচ্চ মাং নিত্যং মন্যতে দুহিতা তব॥
বযস্থযা তযা বাজন সহ সংবৎসবোষিতঃ।
অতিশঙ্কা ভবেৎ স্থানে তব লোকস্য বা বিভো॥

স্নুষাযা দুহিতুর্ব্বাপি পুত্রে চাত্মনি বা পুনঃ।
অভিশঙ্কাং ন পশ্যামি তেন শুদ্ধির্ভবিষ্যতি॥ বি ৭২।২-৬

—হে বাজন, আমি এক বৎসব কাল গোপনে ও প্রকাশ্যে আপনাব কন্যাব সহিত অন্তঃপুবে বাস কবিযাছি। সে আমাকে আচায বলিযাই জানে। সে বযস্থা, সুতবাং তাহাকে ভার্যারূপে গ্রহণ কবিলে সাধাবণ লোক ও আপনাব সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। পুত্রবধূরূপে গ্রহণ কবিলে আপনাব কন্যাব আমাব পুত্রেব এবং আমাব নিজেব চবিত্র (ব্রহ্মচয) সম্বন্ধে কোন কলঙ্ক বটিবাব অবকাশ থাকিবে না। ইহাতে তাহাবও বিশুদ্ধি সপ্রমাণ হইবে।

বিবাটবাজা অর্জুনেব এই উত্তবে বিশেষ প্রীত হইযা অজুনেব প্রস্তাব অনুসাবে মহা ধুমধামেব সহিত অভিমন্যুব হাতে উত্তবাকে সমর্পণ কবিলেন। অভিমন্যুব বিবাহোৎসবে কৃষ্ণ, বলবাম, দ্রুপদ প্রমুখ আত্মীয-বান্ধবগণ সকলই উপস্থিত হইযাছেন। পাণ্ডবগণ বিবাটপুবীব নিকটস্থ উপপ্লব্যনগবে বাস কবিতে লাগিলেন।'

উৎসব সমাপ্তিব পব দিন প্রাতঃকালে সকলেই মৎস্যবাজেব সভায উপস্থিত ছিলেন। নানা কথাব পব সভাস্থ সকলকে যথাযোগ্য সম্বোধনান্তে কৃষ্ণ পাণ্ডবগণেব প্রতি ধৃতবাষ্ট্র, দুর্যোধন প্রভৃতিব সকল আচবণেব উল্লেখ কবিযা পাণ্ডবগণেব হৃত বাজ্যপুনরুদ্ধাবেব উপায জিজ্ঞাসা কবিযাছেন। প্রথমেই বলবাম কহিলেন যে, ধর্মবাজ অতিশয দ্যূতাসক্ত, তিনি জানিযা শুনিযাই স্বযং বাজ্য হাবাইযাছেন। দুর্যোধন শকুনি প্রভৃতিব কোন দোষ নাই। সুতবাং এমন একজন বিচক্ষণ দূত পাঠানো হউক, যিনি ধৃতবাষ্ট্রকে সসম্মানে প্রণাম কবিযা কুরুপাণ্ডবেব শান্তিব প্রস্তাব কবেন। সাত্যকি বলবামকে ভর্ৎসনা কবিযা দুর্যোধনেব সমস্ত অন্যায আচবণেব পুনরুল্লেখ কবিলেন। এইসকল বাগবিতণ্ডাব পব বযোবৃদ্ধ দ্রুপদ প্রস্তাব কবিলেন যে, শান্তিব নিমিত্ত পাঞ্চাল-পুবোহিতকে ধৃতবাষ্ট্রসমীপে পাঠানো হউক এবং শীঘ্রগামী দতবর্গকে পাঠাইযা সকল দেশেব বাজন্যবর্গকে স্বপক্ষে আনিবাব নিমিত্ত চেষ্টা চলুক। এই প্রস্তাব অনুসাবেই কার্য হইল।

কৃষ্ণ, বলবাম ও অপব যদুবংশীযগণ দ্বাবকায চলিযা গিযাছেন। দুর্যোধন গুপ্তচবেব মুখে সকল সংবাদই জানিতেছিলেন। তিনি অবিলম্বে কৃষ্ণেব সাহায্য-কামনায দ্বাবকায যাত্রা কবিলেন। এই দিকে অর্জুনও সেই দিনেই দ্বাবকায গিযাছেন। তাঁহাবা যখন দ্বাবকায

উপস্থিত হইয়াছেন, কৃষ্ণ তখন নিদ্রিত। দুর্যোধন প্রথমতঃ কৃষ্ণের শয্যাপার্শ্বে গিয়া কৃষ্ণের শিয়রের দিকে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর অর্জুনও সেইখানে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণের চরণ সমীপে বিনীতভাবে বসিয়া রহিলেন। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে কৃষ্ণ প্রথমতঃ অর্জুনকে এবং পরে দুর্যোধনকে দেখিতে পাইয়াছেন। উভয়কে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া কৃষ্ণ তাঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলে দুর্যোধন স্মিতমুখে প্রার্থনা করিলেন—'ভবিষ্যৎ যুদ্ধে আমি তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। অর্জুন ও আমার সহিত তোমার সমান আত্মীয়তা। বিশেষতঃ আমিই আগে আসিয়াছি। অতএব আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর'। কৃষ্ণ উত্তরে কহিলেন—'তুমি পূর্বে উপস্থিত হইয়াছ, ইহা সত্য—পরন্তু আমি প্রথমতঃ অর্জুনকে দেখিয়াছি। অর্জুন তোমার বয়ঃকনিষ্ঠ। প্রথমতঃ কনিষ্ঠের অভিলাষ পূর্ণ করাই উচিত। আমার অর্বুদ-সংখ্যক নারায়ণী-সেনা দ্বারা এক পক্ষকে সাহায্য করিব, আর এক পক্ষে আমি থাকিব, পরন্তু যুদ্ধ করিব না। অর্জুন কি চাহেন, বলুন।' অর্জুন কৃষ্ণকেই চাহিলেন, দুর্যোধনও নারায়ণী-সেনা পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেলেন। পরে কৃষ্ণ অর্জুনকে নির্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কেন অর্জুন যুদ্ধ করিবেন না জানিয়াও তাঁহাকেই চাহিয়াছেন। অর্জুন কহিলেন—

ভবাংস্তু কীর্ত্তিমান্ লোকে তদ্ যশস্ত্বাং গমিষ্যতি।

সারথ্যন্তু ত্বয়া কার্য্যমিতি যে মানসং সদা।
চিররাত্রেপ্সিতং কামং তদ্ ভবান্ কর্ত্তুমর্হতি॥ উ ৭।৩৬, ৩৭

—তুমি কীর্তিমান্ পুরুষ। পৃথিবীতে এই যুদ্ধজনিত যশ তোমারই ঘোষিত হইবে। দীর্ঘকাল যাবৎ তোমাকে সারথিরূপে পাইতে বাসনা ছিল। আমার এই বাসনা পূর্ণ কর।

কৃষ্ণ প্রীত হইয়া পার্থের সারথ্য স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে পুনরায় উপপ্লব্যে চলিয়া আসিলেন। এই দিকে পাঞ্চাল-পুরোহিত শান্তি স্থাপনে বিফলকাম হইয়া হস্তিনা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র ভীত হইয়া মহামতি সঞ্জয়কে উপপ্লব্যে পাঠাইলেন। বৃদ্ধের উদ্দেশ্য—অন্যায় উপায়ে হৃত রাজ্য প্রত্যর্পণ না করিলেও ধর্মনিষ্ঠ পাণ্ডবগণ যেন যুদ্ধ না করেন। তিনি অর্জুনের বীরত্ব স্মরণ করিয়াও সমধিক ভয় পাইয়া বলিয়াছেন—

স হ্যেবৈকঃ পৃথিবীং সব্যসাচী
গাণ্ডীবধন্বা প্রণুদেদ্ রথস্থঃ। উ ২২।১০

—সেই গাণ্ডীবধন্বা সব্যসাচী রথে থাকিয়া একাই সমগ্র পৃথিবী বিনাশ করিতে সমর্থ।

সঞ্জয় উপপ্লব্যে গিয়া আসবপানমত্ত কৃষ্ণার্জুনের সহিত অন্তঃপুরে দেখা করিয়াছিলেন। সঞ্জয়ের মুখে ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব অবগত হইয়া কৃষ্ণ অর্জুনের শৌর্যবীর্য কীর্তন করিয়া অতি উদ্ধত ভাষায় ভবিষ্যৎ যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতির কথা সঞ্জয়কে শোনাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণ বলিয়াছেন—

যত্তদ্ বিরাটনগরে শ্রূয়তে মহদদ্ভুতম্।
একস্য চ বহূনাঞ্চ পর্য্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্॥

বলং বীর্য্যঞ্চ তেজশ্চ শীঘ্রতা লঘুহস্ততা।
অবিষাদশ্চ ধৈর্য্যঞ্চ পার্থান্নান্যত্র বিদ্যতে॥ উ ৫৯।২৭-২৯

—বিবাটনগবে একক অর্জুনেব সহিত বীবগণেব যুদ্ধে যে পবিণতিব কথা শোনা যায়, তাহা বিস্ময়কব। অর্জুনেব শৌর্যবীর্যেব তাহাই পর্যাপ্ত উদাহবণ। বল, বীর্য, তেজ, শীঘ্রতা, লঘুহস্ততা, অবিষাদ এবং ধৈর্য—পার্থ ছাড়া অপব কোন পুরুষে নাই।

'কৃষ্ণেব এইসকল উক্তিব পব অর্জুন যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে শবীব শিহবিয়া উঠে'—সঞ্জয় হস্তিনায় গিয়া ধৃতবাষ্ট্রকে এই পর্যন্ত বলিলে পব ঈর্ষাতুব ধৃতবাষ্ট্র ভয়ে কাঁপিতেছিলেন। শান্তিব শেষ চেষ্টাব নিমিত্ত যুধিষ্ঠিবেব অনুবোধে কৃষ্ণ হস্তিনায় যাইতে স্বীকাব কবিয়াছেন। তাঁহাব যাত্রাকালে পাণ্ডবগণ প্রত্যেকেই আপন আপন মনোভাব ব্যক্ত কবিলেন। অর্জুন কৃষ্ণকে বলিয়াছেন—'হে জনার্দন, তুমি সর্বপ্রযত্নে শান্তিবই চেষ্টা কবিবে। কৌবব ও পাণ্ডবগণেব তুমিই প্রধান সুহৃৎ। কৌববদেব সহিত সন্ধিস্থাপন যদি একান্ত অসম্ভব হয় তবে তোমাব নির্দেশমত যাহা কর্তব্য হইবে, তাহাই কবিব'।"[৫]

শান্তিকাম কৃষ্ণ হস্তিনায় বিদুবেব গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাব পিসীমাতা কুন্তীদেবীকে প্রণাম কবিলে কুন্তী সকলেব কুশলাদি জিজ্ঞাসা-প্রসঙ্গে অর্জুন সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

ক্ষিপত্যেকেন বেগেন পঞ্চবাণ-শতানি যঃ।
তেজসাদিত্যসদৃশো মহর্ষিসদৃশো দমে।
ক্ষময়া পৃথিবীতুল্যো মহেন্দ্রসমবিক্রমঃ।
স তে ভ্রাতা সখা চৈব কথমদ্য ধনঞ্জয়ঃ ॥ উ ৯০।২৯-৩৪

—একবাবে যে পাঁচশত বাণ নিক্ষেপ কবিতে পাবে, তেজে যে আদিত্যেব সমান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহে মহর্ষিব সমান ক্ষমায় পৃথিবীব সমান এবং বিক্রমে মহেন্দ্রেব সমান, তোমাব সেই ভ্রাতা ও সখা ধনঞ্জয় কিরূপ আছে?

কুরুসভায় কৃষ্ণেব সমীচীন ভাষণে ভীষ্ম, বিদুব প্রমুখ ব্যক্তিগণ পুনঃপুনঃ ধৃতবাষ্ট্রকে শান্তিব নিমিত্ত পবামর্শ দিয়াছেন। মহর্ষি জামদগ্ন্যও কৃষ্ণার্জুনেব নব-নাবায়ণত্ব কীর্তন কবিয়া শান্তিব পবামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল। কুরুক্ষেত্রেব মহাযুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। কৌববপক্ষে দুর্যোধন সেনাপতিরূপে পিতামহকে ববণ কবিলে পিতামহ ভীষ্ম বলিয়াছেন—

ন তু পশ্যামি যোদ্ধাবমাত্মনঃ সদৃশং ভুবি।
ঋতে তস্মান্নবব্যাঘ্রাৎ কুন্তীপুত্রাদ্ধনঞ্জয়াৎ ॥ উ ১৫৫।১৮

—পৃথিবীতে সেই নবব্যাঘ্র কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় ব্যতীত আমাব সমান যোদ্ধা দেখি না।

পাণ্ডবগণকে সমধিক উত্তেজিত কবিবাব নিমিত্ত দুর্যোধন শকুনিতনয় উলূককে দূতরূপে পাণ্ডব সমীপে পাঠাইয়াছেন। কৃষ্ণ এবং পাণ্ডবগণকে অসভ্য ভাষায় ভর্ৎসনা কবিতে বলিয়া দিয়াছেন। উলূক নিপুণভাবে কুরুবাজেব নির্দেশ পালন কবিলেন। তাহাব পরুষ বচনে সকলেই ক্রুদ্ধ হইলেন। ভীমসেন ও সহদেবেব ক্রোধেব মাত্রা অতি উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। অর্জুন স্মিতমুখে ভীমবে সান্ত্বনা দিয়া উলূককে বলিলেন যে, তিনি যেন দুর্যোধনকে বলেন—

শ্বো ভূতে কথিতস্যাস্য প্রতিবাক্যং চমূমুখে।
গাণ্ডীবেনাভিধাস্যামি ক্লীবা হি বচনোত্তবাঃ ॥ উ ১৬১।৪২

—আগামী কল্য বণক্ষেত্রে গাণ্ডীবেব দ্বাবা এইসকল কথাব উত্তব দিব। ক্লীবগণই অধিক কথা বলিয়া থাকে।

অর্জুনের এই বাক্যে তাঁহার ধৈর্য দেখিয়া উপস্থিত রাজন্যবর্গ বিস্মিত হইয়াছেন।

এবার মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবে। উভয় পক্ষে সৈন্য-সমাবেশ করা হইয়াছে। যুদ্ধভূমিতে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ অর্জুনকে কহিলেন—'হে মহাবাহো, শুচি হইয়া ভগবতী দুর্গাদেবীর স্তবপাঠ কর। দেবীর প্রসাদে যুদ্ধে জয়লাভ করিবে'। অর্জুন রথ হইতে নামিয়া জোড়হাতে ভক্তিভরে ভগবতীর স্তুতি করিলে অন্তরীক্ষ হইতে দেবী তাঁহাকে জয় লাভের বর দিয়াই অন্তর্হিতা হইলেন। কৃতার্থ অর্জুন হৃদয়ে বল লাভ করিয়াছেন।"

উভয় পক্ষের সেনাদলের মধ্যস্থানে উপস্থিত হইয়া বিপক্ষের সেনাদলকে দেখিয়াই অর্জুন বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। বিপক্ষে যুদ্ধার্থে উপস্থিত গুরুজন, বন্ধুবান্ধব, ভ্রাতৃবর্গ এবং পুত্র-পৌত্রগণকে দেখিয়া তাহার চিত্তে নির্বেদ উপস্থিত হইল। তাঁহাদিগকে বধ করিয়া রাজ্য লাভ করা অপেক্ষা ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করাও শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল, হাত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িল। তিনি শোকাকুল হইয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের এই অবস্থা দেখিয়া কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের তত্ত্ব উপদেশ দিয়া তাঁহার বিষাদ দূর করিয়াছেন এবং যুদ্ধের নিমিত্ত উৎসাহদানে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছেন। এই কৃষ্ণার্জুন-সংবাদ 'ভগবদগীতা' নামে প্রথিত। কৃষ্ণের মুখে গীতা শ্রবণ করিয়া পরিশেষে অর্জুন বলিয়াছেন—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ভী ৪২।৭৩

—হে অচ্যুত, তোমার প্রসাদে আমার মোহ কাটিয়া গিয়াছে, আমি আত্মতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তোমার উপদেশ শিরে ধারণ করিলাম, আমার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, তোমার উপদেশ পালন করিব (অর্থাৎ যুদ্ধ করিব)।

পার্থসারথির উপদেশে পার্থ পরিপূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। পিতামহ ভীষ্মও পার্থের অপূর্ব রণকৌশলে বিস্ময় বোধ করিতেছেন। সব্যসাচীর গাণ্ডীব-নির্মুক্ত বাণধারায় অসংখ্য বীরপুরুষ ধরাশায়ী হইয়াছেন।

মহৎ কৃতং কর্ম্ম ধনঞ্জয়েন
কর্তুং যথা নার্হতি কশ্চিদন্যঃ। ভী ৫৯।১৩৬

—যুদ্ধে ধনঞ্জয় যেরূপ শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করিয়াছেন, অন্য কেহই সেইরূপ করিতে পারিবেন না।

দুর্যোধনের কঠোর বাক্যবাণে আহত হইয়া ভীষ্মও অসাধারণ উদ্যমে যুদ্ধ করিতেছেন। তাঁহার বীরত্বে অসংখ্য পাণ্ডবসৈন্য নিহত হইতেছে দেখিয়া যুধিষ্ঠির প্রমাদ গণিলেন। যুদ্ধের নবম দিবসে পার্থের সহিত ভীষ্মের তুমুল সংগ্রামে ভীষ্মের দুর্ধর্ষতা দেখিয়া পার্থসারথি পর্যন্ত বিচলিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া ভীষ্মহননের নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। অর্জুন কৃষ্ণকে তাঁহার যুদ্ধ না করিবার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া অতি কষ্টে পুনরায় রথে লইয়া আসিলেন।"

যুদ্ধশেষে রাত্রিকালে যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও কৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া ভীষ্মের শিবিরে উপস্থিত হইয়াছেন। যুধিষ্ঠির পিতামহকে প্রণাম করিয়া তাঁহারই নিধনের উপায় জানিতে চাহিলে পিতামহ বলিলেন—শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া অর্জুন তীক্ষ্ণ শরের দ্বারা আঘাত করিলেই তাঁহাকে বধ করা সম্ভবপর হইবে। ভীষ্ম হইতে ভীষ্মবধের উপায় জানিয়া পাণ্ডবগণ কৃষ্ণ সহ আপন শিবিরে ফিরিয়া গিয়াছেন। অর্জুন দুঃখিত হইয়া কৃষ্ণকে বলিলেন—"কুরুবৃদ্ধ মহাপ্রজ্ঞ পিতামহকে আমি কি-প্রকারে বধ করিব? বাল্যকালে ধূলাবালি অঙ্গে মাখিয়া যে

মহাত্মার কোলকে মলিন করিযাছি, যে মহাত্মাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি বলিতেন—'আমি তোমার পিতার পিতা', সেই মহাপুরুষকে কিছুতেই বধ করিতে পারিব না। তিনি আমাকে বধ করুন, তাহাও ভাল"।[৮৫]

কৃষ্ণ অর্জুনকে সান্ত্বনা দিয়া বুঝাইলেন যে, আততায়ীকে বধ করাই ক্ষাত্রধর্ম। অর্জুনের পক্ষে ধর্মচ্যুত হওয়া উচিত নহে। দশম দিবসে রণক্ষেত্রে ভীষ্ম পূর্ববৎ বিক্রম দেখাইতেছেন। কৃষ্ণের পরামর্শে শিখণ্ডীকে পুরোভাগে রাখিয়া অর্জুন ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন। ভীষ্ম ক্রোধোদ্দীপ্ত দৃষ্টিতে শিখণ্ডীর দিকে তাকাইলেন, কিন্তু শিখণ্ডীর স্ত্রীত্ব স্মরণ করিয়া তাঁহার উপর বাণ নিক্ষেপ করিলেন না। এই সুযোগে অর্জুন তীক্ষ্ণ বাণ-ধারায় ভীষ্মেব সর্বাঙ্গ বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ভীষ্ম বাণধারার তীব্র জ্বালাতেই বুঝিতে পারিলেন, এইসকল বাণ শিখণ্ডীর নহে, শিখণ্ডীর আড়ালে থাকিয়া অর্জুনই তাঁহাকে বাণবিদ্ধ করিতেছেন। ভীষ্ম তখন দুঃশাসনকে বলিযাছেন—

অর্জ্জুনস্য ইমে বাণা নেমে বাণাঃ শিখণ্ডিনঃ।
কৃন্তন্তি মম গাত্রাণি মাঘমাং সেগবা ইবা॥ ভী ১১৯।৬৫

—এই বাণগুলি অর্জুনেব দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইতেছে, শিখণ্ডীর দ্বারা নহে। কর্কটশিশু যেরূপ জননীর পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, এই বাণগুলিও সেইরূপ আমার দেহ বিদীর্ণ কবিতেছে।

ভীষ্মদেব বথ হইতে পড়িয়া গেলেন। যুদ্ধসজ্জা ত্যাগ করিয়া কুরুপাণ্ডবগণ পিতামহের চরণ সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। শরশয্যায় শয়ান মহাবীর যথাযোগ্য উপাধান চাহিলে কেহই তাঁহার অভিলষিত উপাধান দিতে পাবেন নাই। পরে ভীষ্ম অর্জুনকে আদেশ কবিলে অর্জুন অশ্রুপূর্ণনয়নে তিনটি তীক্ষ্ণ বাণে পিতামহের মস্তক স্থাপন করিযাছেন। ভীষ্ম পানীয় চাহিলেও অর্জুন পার্জন্যাস্ত্রের দ্বারা ভূমি বিদীর্ণ করিয়া সুশীতল জলে পিতামহের তৃষ্ণা নিবাবণ কবিলেন। ভীষ্ম সর্বসমক্ষে অর্জুনের শৌর্যবীর্যের প্রশংসা করিয়া দুর্যোধনকে বলিয়াছেন—

ন শক্যঃ পাণ্ডবস্তাত যুদ্ধে জেতুং কথঞ্চন।
অমানুষাণি কর্ম্মাণি যস্যৈতানি মহাত্মনঃ॥ ভী ১২১।৪৩

—বৎস, যে মহাত্মা এই অমানুষ কর্ম করিতে সমর্থ, সেই অর্জুনকে কোনপ্রকাবেই জয় কবিতে পাবিবে না। (অতএব সন্ধি কর।)

একাদশ দিবসে কৌরবপক্ষে দ্রোণাচার্য সেনাপতিরূপে বৃত হইযাছেন। রণক্ষেত্রে অর্জুনের দুর্ধর্ষতা শ্রবণ করিয়া অনুতপ্ত ধৃতরাষ্ট্র বলিতেছেন—

ন বেদ কৃষ্ণং দাশার্হমর্জ্জুনঞ্চৈব পাণ্ডবম্।
পূর্ব্বদেবৌ মহাত্মানৌ নরনারায়ণাবুভৌ॥ দ্রো ১০।৪১

—আমার পুত্র দুর্যোধন কৃষ্ণ এবং অর্জুন যে পূর্বজন্মে নারায়ণ ও নর-ঋষি ছিলেন তাহা জানে না। (নিতান্ত কালগ্রস্ত হওয়ায়ই তাহার বুদ্ধি-বিপর্যয ঘটিয়াছে।)

দ্রোণাচার্যও পুনঃপুনঃ দুর্যোধনকে বলিযাছেন—

মা বিশঙ্কীর্ব্বচো মহ্যমজেয়ৌ কৃষ্ণপাণ্ডবৌ। দ্রো ১৬।৪

—আমাব বাক্যে সন্দেহ করিবে না, কৃষ্ণ ও অর্জুন অজেয়।

বণক্ষেত্র হইতে অর্জুনকে অন্যত্র সরাইতে পারিলে দ্রোণাচার্য যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করিতে পারিবেন—আচার্যের এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া দুর্যোধন ত্রিগর্তাধিপতি সুশর্মার দ্বারা অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করাইলেন। সংশপ্তক সৈন্যগণ অর্জুনের গাণ্ডীবানলে প্রাণ বিসর্জন

দিয়াছেন ।

প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি ভগদত্তও অর্জুন-কর্তৃক নিহত হইলেন । আচার্য যুধিষ্ঠিরকে ধরিতে পারিলেন না, পরন্তু অর্জুনের অনুপস্থিতিতে বৃহ্যমধ্যে সপ্তরথিবেষ্টিত হইয়া অর্জুনপুত্র অভিমন্যু নিহত হইযাছেন । অর্জুন ফিরিয়া আসিয়া অভিমন্যুর নিধন-বৃত্তান্ত শুনিয়া পুত্রশোকে নিতান্ত অধীর হইয়া পড়েন । কিছুক্ষণ পবে তিনি সাশ্রুনয়নে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—'আগামী কল্য নিশ্চয়ই আমি জয়দ্রথকে বধ করিব । যদি আগামী কল্য সূর্যাস্তের পূর্বে তাহাকে বধ করিতে না পাবি, তবে প্রজ্বলিত অগ্নিতে আত্মাহুতি দিব' ।

কৃষ্ণের নির্দেশে সেই বাত্রিতে অর্জুন মহাদেবের উপাসনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে বল সঞ্চয় করিয়াছেন । পরের দিন গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া কৃষ্ণার্জুন যুদ্ধযাত্রা কবিলেন । সেই দিন গাণ্ডীববাণে অনেক বীরপুরুষ প্রাণ হারাইযাছেন এবং দুর্যোধন দুঃশাসন প্রমুখ বীবগণও পলায়ন কবিতে বাধ্য হইয়াছেন । অর্জুনেব সহায়তার নিমিত্ত সাত্যকি এবং ভীম বণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন । মহাবীব ভূরিশ্রবাব হাত হইতে সাত্যকিকে বাঁচাইবার নিমিত্ত অর্জুন ভূরিশ্রবার বাহুচ্ছেদ করিয়াছেন । ভূরিশ্রবা অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করেন নাই ; অযুধ্যমান বীরের বাহুচ্ছেদন নীতিবিগর্হিত হওয়ায় সকল বীরপুরুষই অর্জুনকে ধিক্কার দিতেছিলেন । ভূরিশ্রবাও এই নৃশংসতার জন্য অর্জুনকে তিরস্কাব কবিলে পব অন্যায়ভাবে অভিমন্যুনিধনের বিষয় উল্লেখ করিযা অর্জুন আত্মকৃত কর্মকে সমর্থন করিয়াছেন ।

দিবা অবসানপ্রায়, কিন্তু অর্জুনের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল না । যোগীশ্বর কৃষ্ণ যোগবলে তমঃসৃষ্টি করিয়া সূর্যকে আবৃত করিলেন । অন্ধকাব হইযাছে দেখিয়া অর্জুনের আত্মহত্যা প্রত্যক্ষ করিতে কৌরবপক্ষ উল্লসিত হইয়াছেন । এই অবসরে কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন জয়দ্রথের রক্ষক কর্ণ, অশ্বত্থামা প্রমুখ বীরগণকে ক্ষিপ্রহস্তে পবাস্ত করিয়া ভীষণ অস্ত্রদ্বারা জয়দ্রথের মুণ্ডচ্ছেদ করিলেন । অর্জুন মুণ্ডটিকে ভূপাতিত না করিয়া কৃষ্ণেব নির্দেশে বাণের দ্বারা সমন্তপঞ্চকের বাহিরে তপস্যারত জয়দ্রথপিতা বৃদ্ধক্ষত্রের হাতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । কারণ বৃদ্ধক্ষত্রের শাপ ছিল যে, যিনি তাঁহার পুত্রের শির ভূপাতিত করিবেন, তাঁহার শিরও শতধা বিদীর্ণ হইয়া ভূপাতিত হইবে । কৃষ্ণ এই বিষয় জানিতেন । হাতে কি যেন পড়িয়াছে দেখিয়া বৃদ্ধক্ষত্র চমকাইয়া উঠিতেই সেই মস্তকটি ভূমিতে পড়িয়া গেল । অমনি বৃদ্ধক্ষত্রের মস্তকও বিদীর্ণ হইয়া ভূপতিত হইল । জয়দ্রথ নিধনের পব কৃষ্ণ তাঁহার সৃষ্ট অন্ধকার অপসারণ করিলে দেখা গেল, তখনও সূর্যাস্ত হয় নাই ।

জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে না পারায় ধৃষ্ট দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে ভর্ৎসনা করিলে কর্ণ বলিয়াছেন—'রাজন, আচার্যকে ভর্ৎসনা করা উচিত নহে, অর্জুন কৃতী, যুবা, দক্ষ, শূব, কৃতাস্ত্র ও ক্ষিপ্রহস্ত । বিশেষতঃ কৃষ্ণ তাঁহার সারথি । অর্জুনকে বাধা দেওয়া আচার্যের সাধ্যাতীত ।' এই উক্তি হইতে বোঝা যাইতেছে, অহঙ্কারী কর্ণও অর্জুনের শৌর্যবীর্যে বিস্মিত হইয়াছেন ।

যুদ্ধে আচার্য কিছুতেই অর্জুনকে জয় করিতে পারেন না দেখিয়া পুনরায় এক সময়ে দুর্যোধন আচার্যকে মৃদু তিরস্কার করিলে পর আচার্য বলিয়াছেন—'মূঢ়ের মত তুমি কথা বলিতেছ । যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের সম্মুখীন হইয়া কে আত্মরক্ষা করিতে পারে ? তাহার বীরত্বের বিষয়ে তোমাকে বলিতেছি, শোন—

তং ন দেবা ন গন্ধর্ব্বা ন যক্ষা ন চ রাক্ষসাঃ ।
উৎসহন্তে রণে জেতুং কুপিতং সব্যসাচিনম্ ॥

ইত্যাদি । দ্রো ১৮৪।১৪-২০

—দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ এবং রাক্ষসগণও কুপিত সব্যসাচীকে রণে জয় করিতে পারিবেন, এরূপ ভরসা করেন না। খাণ্ডবদাহনের সময় দেবরাজও তাহার বীর্যে পরাজয় স্বীকার করিযাছেন। ঘোষযাত্রার কথা স্মরণ কর। নিবাতকবচ-নিধন, হিরণ্যপুরবাসী দানবগণের নিধন প্রভৃতি জানিয়াও কি সব্যসাচীর সামর্থ্য বুঝিতে পার নাই ?'

যুদ্ধের পঞ্চদশ দিবসে দ্রোণাচার্যের অনন্যসাধারণ বীরত্বে অসংখ্য পাণ্ডবসেনা বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে দেখিযা অশ্বত্থামার নিধনবার্তা শোনাইয়া আচার্যকে অস্ত্রত্যাগ করাইতে হইবে—ইহাই স্থির হইল। অর্জুন এই ব্যবস্থা অনুমোদন করেন নাই—

এতন্নাবোচযদ রাজন্ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ। দ্রো ১৮৯।১৩

ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে বধ করিতে উদ্যত হইলেও অর্জুন তাঁহাকে বারণ করিয়া বলিয়াছেন—

জীবন্তমানযাচার্য্যং মা বধীর্দ্রুপদাত্মজ। দ্রো ১৯১।৬৬

—আচার্যকে জীবিত অবস্থায় আন, হে দ্রুপদাত্মজ, তাঁহাকে বধ করিও না। ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জুনের নিষেধ গ্রাহ্য করিলেন না। আচার্যের এইপ্রকার নিধনে অর্জুন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—

উপচীর্ণো গুরুর্মিথ্যা ভবতা রাজ্যকারণাৎ।
ধর্ম্মজ্ঞেন সতাং নাম সোঽধর্ম্মঃ সুমহান কৃতঃ ॥
চিরং স্থাস্যতি চাকীর্ত্তিস্ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
রামে বালিবধাদ যদ্বদেবং দ্রোণে নিপাতিতে ॥ দ্রো ১৯৫।৩৪,৩৫

—আপনি রাজ্য লাভের নিমিত্ত গুরুর সহিত মিথ্যা আচরণ করিয়াছেন। সজ্জনের ধর্ম জানিয়াও মহা অধর্মের কাজ করিযাছেন। এইভাবে দ্রোণকে বধ করার জন্য রামচন্দ্রের বালিবধজনিত অখ্যাতির ন্যায় চিরকাল আপনার অকীর্তি থাকিবে।

ভীম এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন অতি কঠোর ভাষায় অর্জুনকে তিরস্কার করিলেও

অর্জ্জুনস্তু কটাক্ষেণ জিহ্মং বিপ্রেক্ষ্য পার্ষতম্।
সবাষ্পমতি নিঃশ্বস্য ধিগ্‌ধিগিত্যেব চাব্রবীৎ ॥ দ্রো ১৯৭।৬

—অর্জুন কুটিল কটাক্ষে ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে তাকাইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া 'ধিক্ ধিক্' শব্দ উচ্চারণ করিলেন।

এই ব্যাপারে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকির মধ্যে তুমুল কলহ ঘটিয়া গেল। পিতৃবধে ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা নারায়ণাস্ত্র নিক্ষেপ করায় অর্জুন তাঁহাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিয়াছিলেন। এইজন্য অশ্বত্থামা কৃষ্ণ ও অর্জুনকে নিধনের নিমিত্ত আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করেন। সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্রেও কৃষ্ণ বা অর্জুনের কোন ক্ষতি হইল না দেখিয়া ক্ষোভে ও দুঃখে অশ্বত্থামা রণক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। তিনি ব্যাসদেবের সমীপে উপস্থিত হইয়া ব্যর্থতার কথা জানাইলে পর ব্যাসদেব কৃষ্ণের নারায়ণত্ব ও অর্জুনের নরর্ষিত্ব কীর্তন করিয়া তাঁহাদের জন্মান্তরীয় উগ্র তপস্যার বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহাদের তপশ্চর্যার ফলেই দিব্যাস্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে—এই কথা বলিয়া ব্যাসদেব দ্রোণপুত্রকে সান্ত্বনা দিয়াছেন।[৫৪]

অর্জুন আপন মুখে ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন যে, রণক্ষেত্রে তিনি জ্বলন্ত ত্রিশূল হাতে লইয়া বিচরণশীল রুদ্রকে পুরোভাগে দেখিতে পান এবং তাঁহারই প্রসাদে যুদ্ধে জয়ী হন। ব্যাসদেব রুদ্রমাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন।[৫৫]

যুদ্ধের পনর দিন অতিক্রান্ত হইল। কৌরব-পক্ষে কর্ণ সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত হইয়াছেন। একদা কর্ণশরাভিতপ্ত যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া অর্জুনকে তিরস্কার করিলেন। এমন কি, কৃষ্ণের হাতে গাণ্ডীব দিবার কথাও তিনি বলিয়াছেন। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা

ছিল—যে তাঁহাকে গাণ্ডীবধারণের অনুপযুক্ত বলিবে, তিনি তাহাব শিরশ্ছেদ করিবেন। আপন প্রতিজ্ঞা পালনেব নিমিত্ত অর্জুন অসিকে কোষমুক্ত করিবামাত্র কৃষ্ণ তাঁহাব অভিপ্রায় বুঝিতে পাবিযা এই মূঢ়তার জন্য তিরস্কার করিয়া বলিয়াছেন—গুরুজনকে কঠোব বাক্যে অপমানিত কবাই তাঁহাব মৃত্যুব সমান। অতএব অর্জুন যেন তাহাই করেন। কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন যুধিষ্ঠিবকে অতি কঠোর ভাষায় অপমানিত করিলেন। অতঃপর অর্জুনের আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। এবার তিনি আত্মহত্যার নিমিত্ত অসি বাহিব কবিবামাত্র কৃষ্ণ তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া বলিলেন যে, নিজমুখে আত্মপ্রশংসা কীর্তন করিলেই আত্মহত্যা কবা হইবে। এবারও অর্জুন কৃষ্ণের নির্দেশ পালন কবিলেন। পরন্তু অর্জুনের বাক্যবাণে বিদ্ধ যুধিষ্ঠিরের দুঃখ কিছুতেই শান্ত হইল না। তিনি পুনবায় বনবাসের উদ্যোগ করিতেছেন দেখিযা কৃষ্ণ বহুপ্রকার সান্ত্বনা-বাক্যে তাঁহার দুঃখের উপশম কবিযাছেন। এদিকে অনুতপ্ত অর্জুনও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া বসিযা রহিযাছেন। কৃষ্ণ অনুতপ্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের পুনর্মিলন ঘটাইলেন। অর্জুন ধর্মবাজের চরণে ধবিযা কাঁদিতে থাকিলে ধর্মরাজও তাঁহাকে অশ্রুজলে অভিষিক্ত কবিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন। অনেকক্ষণ অশ্রুমোচনের পব ভ্রাতৃদ্বযেব দুঃখেব উপশম হইল।

রুদিত্বা সুচিবং কালং ভ্রাতরৌ সুমহাদ্যুতী।
কৃতশৌচৌ মহাবাজ প্রীতিমন্তৌ বভূবতুঃ ॥ দ্রো ৭১।১৪

আজ মহাযুদ্ধেব সপ্তদশ দিবস। পার্থসারথি কর্ণবধেব সঙ্কল্প করিয়া পার্থকে লইযা রণক্ষেত্রে যাত্রা করিয়াছেন। কর্ণের সমস্ত অপকর্ম স্মবণ করাইয়া পুনঃ পুনঃ তিনি পার্থের উত্তেজনা-বৃদ্ধি করিতেছিলেন। উত্তেজনাবশে অর্জুনও মত্ত হইয়া আত্মশ্লাঘাকীর্তনে পঞ্চমুখ হইযা উঠিয়াছেন। অর্জুনেব একপ মত্ততা আর কখনও দেখা যায় নাই। তিনি বলিতেছেন—

ধনুর্ব্বেদে মৎসমো নাস্তি লোকে
পরাক্রমে বা মম কোঽস্তি তুল্যঃ। ক ৭৪।৪৯

—ধনুর্বেদে আমার সমান পৃথিবীতে কেহ নাই। পরাক্রমেই বা আমার তুল্য কে আছে?

সেই দিনের যুদ্ধে প্রথমেই কর্ণপুত্র বৃষসেন গাণ্ডীববাণে নিহত হইয়াছেন।[১৬] কর্ণার্জুনেব দ্বৈরথ-যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। কৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ উত্তেজক বচনে পার্থের তেজোবৃদ্ধি করিতেছেন, আর পুত্রশোকাতুর কর্ণ দৈববিড়ম্বনায় মহাস্ত্রেব প্রয়োগ ভুলিয়া যাইতেছেন। অপরাহ্ণ কালে পৃথিবী কর্ণের বথচক্র গ্রাস করিয়াছে। তিনি রথ হইতে অবতরণ করিয়া মুহূর্তকাল ক্ষমা করিবার নিমিত্ত পার্থের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন। বাসুদেব কর্ণকে স্বকৃত অতীত দুষ্কর্মসমূহ স্মরণ করাইলে কর্ণ লজ্জায় অধোবদন হইতেছেন। এই সুযোগে পার্থ গাণ্ডীব-নির্মুক্ত মহাস্ত্রের দ্বারা কর্ণের শিরশ্ছেদ করিলেন।[১৭]

অষ্টাদশ দিবসের যুদ্ধে অসংখ্য কৌরবসেনা নিধনের পর অর্জুন ত্রিগর্তাধিপতি সুশর্মা ও তাঁহার পঁয়তাল্লিশটি পুত্রকে নিধন করিয়াছেন।[১৮] মহাযুদ্ধ সমাপ্তপ্রায়। হতবন্ধু হতামাত্য পরিশ্রান্ত দুর্যোধন দ্বৈপায়ন-হ্রদে আত্মগোপন করিয়াছেন। পাণ্ডবগণ সেই সংবাদ পাইয়া হ্রদতীরে উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠিরের ভর্ৎসনা বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া অভিমানী দুর্যোধন জল হইতে উঠিয়াছেন এবং ভীমের সহিত তাঁহার গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ন্যায়পথে থাকিয়া ভীম দুর্যোধনকে জয় করিতে পারিবেন না—কৃষ্ণের এই মন্তব্য শুনিয়া অর্জুন—

প্রেক্ষতো ভীমসেনস্য সব্যমূরুমতাড়য়ৎ। শল্য ৫৮।২০

—ভীমসেনকে দেখাইয়া আপনার বাম ঊরুতে চাপড় মারিলেন।

ভীমসেন অর্জুনের ইঙ্গিতের তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়া গদার আঘাতে দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ করিলেন।

অতঃপর সন্ধ্যাকালে পাণ্ডবগণ কৌরব-শিবিরে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন যে, গাণ্ডীব এবং অক্ষয় তূণীরদ্বয় লইয়া তিনি যেন পূর্বে রথ হইতে অবতরণ করেন। অর্জুন নামিয়া আসার পর কৃষ্ণও অবতরণ করিলেন। কপিধ্বজের ধ্বজের কপি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন এবং রথখানি ধ্বজ, অশ্ব প্রভৃতি সহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। এই দৃশ্যে সকলেই বিস্মিত হইয়া কৃষ্ণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিতেছেন—'দ্রোণ এবং কর্ণের বহুবিধ দিব্যাস্ত্রের দ্বারা রথখানি পূর্বেই দগ্ধ হইয়াছিল, আমি রথে থাকার জন্য যুদ্ধকালে ভস্মীভূত হয় নাই। আজ অর্জুনের কৃত্য শেষ হইয়াছে, আমি আজ মুক্ত হইলাম।'

কৃষ্ণের পরামর্শে কৃষ্ণ সহ পঞ্চ পাণ্ডব ও সাত্যকি পুণ্যতোয়া ওঘবতীর তীরে সেই রাত্রি যাপন করিলেন।[২৯]

অশ্বত্থামা সেই রাত্রিতে শিবিরে প্রবেশ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখ বীর ও দ্রৌপদীর পুত্রগণকে হত্যা করিয়াছেন। তিনি প্রাণভয়ে 'ব্রহ্মশির'-নামক অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অর্জুনও সেই দিব্যাস্ত্রের প্রতিষেধক অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। পরন্তু ব্যাসদেবাদির নির্দেশে অর্জুন অস্ত্র সংহরণ করিয়াছিলেন, অশ্বত্থামা পারেন নাই।[৬০]

গুরুজন, আত্মীয়স্বজন ও পুত্রপৌত্রাদির মৃত্যুতে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন। রাজ্য ত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় বনগমনের সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে অর্জুনও তাঁহাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন।[৬১]

যুধিষ্ঠির রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া অর্জুনকে প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োগ করিয়াছেন এবং তাঁহার বাসের নিমিত্ত দুঃশাসনের গৃহখানি প্রদান করিয়াছেন।[৬২]

কৃষ্ণ অনেক দিন পর্যন্ত হস্তিনাপুরীতে সানন্দে বাস করিলেন, দীর্ঘদিন তিনি দ্বারকায় অনুপস্থিত। এবার দ্বারকায যাত্রা করিবেন স্থির করিয়া অর্জুনের দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে অনুরোধ করাইতে চাহিলেন।

অর্জুন যুদ্ধারম্ভে কৃষ্ণপ্রোক্ত গীতার উপদেশ ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণের দ্বারকাযাত্রার প্রাক্কালে পুনরায় সেইসকল উপদেশ শুনিবার নিমিত্ত কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা নিবেদন করিলে কৃষ্ণ বলিয়াছেন—

> নূনমশ্রদ্দধানোঽসি দুর্মেধা হ্যসি পাণ্ডব।
>
> ন শক্যং তন্ময়া ভূয়স্তথা বক্তুমশেষতঃ।
> পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া॥ অশ্ব ১৬।১১-১৩

—হে পাণ্ডব, আমি দেখিতেছি—তুমি শ্রদ্ধাহীন ও দুর্মেধা। আমি যোগযুক্ত হইয়া তোমাকে পরব্রহ্মের তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছিলাম। পুনরায় ঠিক সেইভাবে বিশদরূপে বলা সম্ভবপর হইবে না।

অতঃপর কৃষ্ণ প্রাচীন ইতিহাস এবং রূপকের মাধ্যমে (অশ্ব ১৬শ—৫১তম অধ্যায়) ছত্রিশ অধ্যায় ব্যাপিয়া (অনুগীতা, ব্রাহ্মণগীতা ও গুরুশিষ্যসংবাদ) অর্জুনকে গীতাতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন। তারপর তিনি দ্বারকায় যাত্রা করেন।

কিছুদিন পরে পুনরায় কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞোপলক্ষ্যে বন্ধুবান্ধব সহ হস্তিনায়

উপস্থিত হইয়াছেন। যজ্ঞিয় অশ্বকে লইয়া নানা দেশ পর্যটনের নিমিত্ত ব্যাসদেব অর্জুনকেই উপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—

ভীমসেনাদবরজঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বধনুষ্মতাম্।
জিষ্ণুঃ সহিষ্ণুর্ধৃষ্ণুশ্চ স এনং পালয়িষ্যতি।
শক্তঃ স হি মহীং জেতুং নিবাতকবচান্তকঃ॥ অশ্ব ৭২।১৪,১৫

—ভীমসেনের অনুজ ধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ সহিষ্ণু এবং ধৈর্যশালী জিষ্ণু যজ্ঞাশ্বকে রক্ষা করিবেন। সেই নিবাতকবচগণের নিহন্তা পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ।

গাণ্ডীবধারী যজ্ঞাশ্ব লইয়া যাত্রা করিয়াছেন। ত্রিগর্ত, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, সিন্ধু প্রভৃতি দেশের রাজন্যবর্গকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তিনি মণিপুরে উপস্থিত হইলেন। পিতার আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া মণিপুরপতি বভ্রুবাহন ভক্তিনম্রচিত্তে পিতাকে অভ্যর্থনা করিলে অর্জুন পুত্রকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—

ধিক্ ত্বামস্তু সুদুর্ব্বুদ্ধিং ক্ষত্রধর্ম্মবহিষ্কৃতম্।
যো মাং যুদ্ধায় সম্প্রাপ্তং সাম্নৈব প্রত্যগৃহ্নথাঃ॥ অশ্ব ৭৯।৫

—ক্ষত্রধর্মের অবমাননাকারী দুর্বুদ্ধি তোমাকে ধিক্। যেহেতু আমি যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছি, আর তুমি আমাকে শান্তিপূর্ণভাবে অভ্যর্থনা করিতেছ।

এই সময়ে নাগকন্যা উলূপী সেইস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। পুত্র বভ্রুবাহনকে লজ্জায় অধোমুখ দেখিয়া উলূপী তাহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত প্রোৎসাহিত করিলেন। পুত্রকে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত দেখিয়া অর্জুনও প্রীত হইলেন। পিতাপুত্রে ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। পুত্রের তীক্ষ্ণবাণে পিতা মূর্ছিত হইয়া ধারাশায়ী হইয়াছেন। এই দারুণ দৃশ্যে বভ্রুবাহনও মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। সংবাদ পাইয়া চিত্রাঙ্গদা সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার করুণ বিলাপে উলূপী নাগলোকের সঞ্জীবন-মণি অর্জুনের বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিবামাত্র অর্জুন পুনর্জীবন লাভ করিলেন। পরে উলূপী অর্জুনকে সবিনয়ে বলিলেন, "ভীষ্মদেবকে অন্যায় উপায়ে বধ করার জন্য বসুগণ তোমাকে নরকবাস করিতে অভিসম্পাত দিয়াছিলেন। আমি গঙ্গাতীরে বসুদের বাক্য শুনিয়া আমার পিতাকে জানাইয়াছিলাম। আমার পিতা বসুগণের শরণাপন্ন হইলে তাঁহারা বলিয়াছিলেন, 'পুত্র বভ্রুবাহনের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলে অর্জুন শাপমুক্ত হইবেন'। এইহেতু তুমি মণিপুরে উপস্থিত হইয়াছ শুনিয়া আমি এখানে আসিয়াছি এবং পুত্রকে যুদ্ধার্থে প্রেরণা দিয়াছি"।[৫৫]

পরপত্নী হইলেও উলূপী পুত্রদাতা অর্জুনকে চিরকালই পতিরূপে জ্ঞান করিয়াছেন। পরে আর সন্তানবতী না হইলেও অশ্বমেধ-যজ্ঞের পরে দীর্ঘকাল তিনি হস্তিনাতেই বাস করেন। অর্জুনও তাঁহাকে ভার্যারূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পুত্র ও ভার্যাদ্বয়কে আমন্ত্রণ জানাইয়া অর্জুন কাশী, কোশল, অঙ্গ প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া সর্বত্র অশ্বমেধের আমন্ত্রণ জানাইয়া হস্তিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। চৈত্রের পূর্ণিমা-তিথিতে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ-যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। নির্বিঘ্নে তাঁহার যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়াছে।

যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনারোহণের পর পনর বৎসর অতীত হইয়াছে। ভীম ব্যতীত সকল পাণ্ডবই ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সর্ববিধ সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে অবহিত আছেন। ভীমের বাক্যবাণে পীড়িত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সহ প্রব্রজ্যা গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছেন। অরণ্যযাত্রার পূর্বে তিনি পুনরায় বন্ধুবান্ধবগণের পারলৌকিক কৃত্য সম্পাদনের নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্থ চাহিলে ভীম ধৃতরাষ্ট্রাদির পূর্ব ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে অর্থদানে বাধা দিয়াছেন। সেই সময় অর্জুন ভীমকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

ন স্মরন্ত্যপরাদ্ধানি স্মরন্তি সুকৃতান্যপি।

অসংভিন্নার্য্যমর্য্যাদাঃ সাধবঃ পুরুষোত্তমাঃ ॥ আশ্র ১২।২

—সাধুগণ কাহারও অপরাধের বিষয় স্মরণ না করিয়া সাধু আচরণের বিষয়ই স্মরণ করেন।

ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর ও সঞ্জয় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন এবং সঞ্জয় ব্যতীত অপর সকলেই যোগাসনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। পাণ্ডবগণের রাজ্যভোগের পঁয়ত্রিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইল। এবার তাঁহারা নানাপ্রকার দৈব দুর্নিমিত্ত লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই যদুবংশে পরস্পর মুষলের দ্বারা হানাহানির খবরে পাণ্ডবগণ একান্ত দুঃখিত হইয়া কাল যাপন করিতেছেন, ইতিমধ্যে কৃষ্ণসারথি দারুক হস্তিনায় উপস্থিত হইয়াছেন। দারুকের মুখেও এই সংবাদ পাইয়া অর্জুন দ্বারকায় যাত্রা করিলেন। শ্মশানতুল্য দ্বাবকায় উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, কৃষ্ণ এবং বলরামও দেহত্যাগ করিয়াছেন। কৃষ্ণশূন্য দ্বাবকায় শোকাকুল বিধবাগণের করুণ ক্রন্দনে অর্জুন নিতান্ত মর্মব্যথা অনুভব করিতে লাগিলেন। পুত্রশোকসন্তপ্ত মাতুল বসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া বসুদেবের মুখে শুনিলেন যে, কৃষ্ণ মহাপ্রয়াণের পূর্বে তাঁহাব পিতাকে বলিয়া গিয়াছেন—'আমাদের বংশের এই বিপত্তির সংবাদ পাইলে অর্জুন নিশ্চয়ই দ্বারকায় আসিবেন। তিনি যাহা কর্তব্য তাহা করিবেন। তিনি চলিয়া গেলেই সমুদ্র এই পুরীকে গ্রাস করিবে।

যোঽহং তমর্জ্জুনং বিদ্ধি যোঽর্জ্জুনঃ সোঽহমেব তু। মৌ ৬।২১

—যেই আমি সেই অর্জুন, যেই অর্জুন সেই আমি।'

বসুদেবের মুখে কৃষ্ণের অন্তিম বাক্য শুনিয়া শোকাকুল অর্জুন বসুদেব ও অমাত্যবর্গের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি বৃষ্ণিকুলের আবালবৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ সকলকে লইয়া হস্তিনায় যাত্রা করিবেন। ইন্দ্রপ্রস্থে তিনি যদুবংশীয় শিশু কৃষ্ণপৌত্র বজ্রকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। সেই দিন হইতে সপ্তম দিবসে যাত্রা করা হইবে, ইহা স্থির হইল। পরের দিন বসুদেব মহাপ্রয়াণ করিলেন। দেবকী, ভদ্রা, রোহিণী ও মদিরা পতির সহিত চিতারোহণ করিয়া আত্মাহুতি দিলেন। যদুবংশীয় নিহত ব্যক্তিগণের দাহক্রিয়া ও শ্রাদ্ধশান্তি প্রভৃতি কৃত্য সমাপন করিয়া সপ্তম দিবসে সকলকে সঙ্গে লইয়া অর্জুন রথারোহণে হস্তিনায় যাত্রা করিয়াছেন। অর্জুনের যাত্রার পবক্ষণেই সমুদ্র দ্বারকাপুরীকে গ্রাস করিল।[৮৪]

অর্জুন পঞ্চনদ-প্রদেশে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই সময়ে একদল গোপালক দস্যু হাতে লাঠি লইয়া অনেক যাদববিধবাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। অর্জুন কিছুসংখ্যক দস্যুকে হত্যা করিলেন কিন্তু সেই দস্যুদলকে সম্পূর্ণ পরাভূত কবিতে পারিলেন না। তিনি সমস্ত দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগপদ্ধতি বিস্মৃত হইয়াছেন। কোনক্রমে হৃতাবশিষ্ট মহিলাগণকে লইয়া তিনি হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন।

বজ্র পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও অক্রূরের ভার্যাগণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। কৃষ্ণভার্যা রুক্মিণী, গান্ধারী, শৈব্যা, হৈমবতী ও জাম্ববতী অগ্নিপ্রবেশে প্রাণত্যাগ করিলেন, আর সত্যভামা প্রমুখ দেবীগণ তপস্যার নিমিত্ত অরণ্যে যাত্রা করিলেন। বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা করা হইল এবং সমাগত পুরুষগণকে বজ্রের অধীনে যথাযোগ্য পদে নিয়োগ করা হইল।[৮৫]

তারপর অর্জুন বদরিকাশ্রমে যাইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে ব্যাসদেবের চরণ বন্দনা করিলে পর ব্যাসদেব অর্জুনের মলিন আকৃতি দেখিয়া কারণ জানিতে চাহিয়াছেন। অর্জুন কাঁদিতে কাঁদিতে যদুবংশের সকল ঘটনা ও কৃষ্ণ বলরামাদির দেহত্যাগের সংবাদ বলিয়া পঞ্চনদে যষ্টিধারী দস্যুদের নিকট আপনার পরাভবের কথা বিবৃত করিলেন। মহর্ষি তাঁহাকে সস্নেহে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছেন—'পৃথিবীর ভারাবতরণ করিয়া কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়াছেন, তুমিও

দেবগণেব তুষ্টিব নিমিত্ত মহৎ কর্ম সম্পন্ন কবিযাছ। এখন তোমাদেব কাজ শেষ হইল, মহাপ্রযাণেব সময নিকটবর্তী।

এবং বুদ্ধিশ্চ তেজশ্চ প্রতিপত্তিশ্চ ভাবত।
ভবন্তি ভবকালেষু বিপদ্যন্তে বিপর্য্যযে ॥ মৌ ৮।৩২

—বুদ্ধি, তেজ, প্রতিপত্তি প্রভৃতি সকলই এইভাবে প্রযোজনকালে ঈশ্ববেব দ্বাবা প্রেবিত হয, আব্যব ঈশ্ববেচ্ছাবশতঃ প্রযোজন শেষ হইলেই এইগুলি লোপ পায। (সুতবাং দিব্যাস্ত্র প্রতিভাত হয নাই বলিযা দুঃখিত হইও না।)'

ব্যাসদেবেব সান্ত্বনাবচনে অর্জুনেব মোহ অপগত হইল, তিনি স্বস্থ হইলেন। এবাব যুধিষ্ঠিব মহাপ্রস্থানে যাত্রা কবিযাছেন। ভ্রাতৃগণ এবং কৃষ্ণাও তাঁহাব অনুগমন কবিলেন। অর্জুন তাঁহাব গাণ্ডীব ও তৃণীবদ্বয ত্যাগ কবেন নাই। লৌহিত্যসাগবেব তীবে উপস্থিত হইলে অগ্নিদেবেব সহিত পাণ্ডবগণেব সাক্ষাৎকাব হইল। গাণ্ডীব ও তৃণীবদ্বয বরুণদেবকে প্রত্যর্পণ কবিতে অগ্নিদেব পাণ্ডবগণকে আদেশ কবিলেন। ভ্রাতৃগণেব অনুবোধে অর্জুন সেই বস্তুগুলিকে সমুদ্রে বিসর্জন দিযাছেন।

(অতঃপব মহাপ্রস্থান বিষযে যুধিষ্ঠিব-চবিত্র দ্রষ্টব্য)

পথিমধ্যে কৃষ্ণা, সহদেব ও নকুলেব পতনেব পব অর্জুনেব পতন ঘটিল। কি দোষে অর্জুনেব পতন ঘটিযাছে—ভীমসেন যুধিষ্ঠিবকে এই প্রশ্ন কবিলে যুধিষ্ঠিব বলিযাছেন যে অর্জুন এক দিনে শত্রুবর্গকে নিঃশেষ কবিবেন, এই প্রতিজ্ঞা কবিযাছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা বক্ষা কবিতে পাবেন নাই , আব তিনি নিজেকে সবশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধব বলিযা মনে কবিতেন। এই অহঙ্কাবও তাঁহাব পতনেব কাবণ। এই পতনই অর্জুনেব মহাপ্রস্থান।

মহাবাজ পাণ্ডু যে আকাঙ্ক্ষায তৃতীযবাব পুত্রমুখ দর্শনেব নিমিত্ত ব্যগ্র হইযাছিলেন অর্জুন স্বর্গত পিতাব সেই আকাঙ্ক্ষা সর্বতোভাবে পূর্ণ কবিযাছেন। তিনি যেরূপ যোগী, সেইরূপ ভোগী। তাঁহাব চবিত্রে ত্যাগশীলতাও কম নহে। বীর্যশুল্কা কৃষ্ণাকে লাভ কবিযাও মাতৃবাক্যে অপব ভ্রাতৃগণকে কৃষ্ণাব পতিত্বভাগী কবিযাছেন, কিছুমাত্র আপত্তি কবেন নাই। সুদর্শন মহাবীব এই পুরুষসিংহেব জন্মান্তবীয তপস্যাবৃত্তান্ত একাধিক মহাপুরুষেব মুখে কীর্তিত হইযাছে। শৈশব হইতেই তাঁহাব একাগ্রতা ও অধ্যবসায লক্ষ্য কবা যায। কৃষ্ণেব সহিত তাঁহাব মধুব সম্বন্ধ, তিনি কৃষ্ণগতপ্রাণ। তাঁহাব সমস্তই যেন মহাপুরুষ কৃষ্ণে সমর্পিত। অনেক স্থলেই তাঁহাকে কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বলিযা মনে কবা যায। তাঁহাব জীবনেব ঘটনাসমূহ যেমন বিচিত্র, তেমনি বিস্মযকব। তিনি মিতভাষী এবং গুরুজনেব প্রতি ভক্তিশীল, কোন অবস্থাতেই তাঁহাব ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায নাই। স্থিব ধীব ও গম্ভীবপ্রকৃতি এই বীবপুরুষ কর্মেব দ্বাবাই যেন তাঁহাব সঙ্কল্প প্রকাশ কবেন। ভীষ্ম, বিদুব, দ্রোণ, ধৃতবাষ্ট্র, দুর্যোধন প্রমুখ সকলেই তাঁহাকে সমীহ কবিযা চলিতেন। কাঁহাবও মুখে তাঁহাব নিন্দা শোনা যায না। বাহুবলে, বুদ্ধিবলে ও শস্ত্রবলে তিনি অনন্যসাধাবণ। বাহুবলে তিনি ভীমেব সমান না হইলেও বুদ্ধি ও সহিষ্ণুতায ভীম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহাব 'জিষ্ণু' নামটি সার্থক। আচার্য দ্রোণেব শ্রেষ্ঠ শিষ্য, পিতামহ ভীষ্মেব প্রিযতম পৌত্র, পাণ্ডবপক্ষেব সর্বশ্রেষ্ঠ এই বীবপুরুষেব হৃদযে কোমলতাও কম ছিল না। মাঝে মাঝে তিনি ভক্তি এবং স্নেহে কর্তব্যবিচ্যুত হইলে কৃষ্ণ নানাবিধ উত্তেজক বাক্যে তাঁহাব চিত্তেব কোমলতা দূব কবিতেন। মহাভাবতেব পবমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণেব সহিত তাঁহাকে তুলনা কবা চলে। ভগবদগীতামৃত পান কবিবাব পক্ষে তিনিই উপযুক্ত ভক্তিমান পুরুষ। স্বযং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাব সাবথ্য স্বীকাব কবিযা তাঁহাকে সমধিক মহনীয কবিযাছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাব শেষ শ্লোকে সঞ্জয ধৃতবাষ্ট্রকে বলিযাছেন—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্ব্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্ম্মম ॥

— যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুর্ধর পার্থ আছেন, সেখানে কল্যাণ, বিজয়, ঐশ্বর্য এবং নীতি নিশ্চয়ই থাকিবে—এই আমার অভিমত।

---

১ বন ৩৮শ ও ৪০শ অ। বন ৪৭শ অ।
২ আদি ১১৭তম অ। (মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সম্পাদিত মহাভারত।)
৩ আদি ১২৩তম অ। আদি ৬৭।১১১
৪ বি ১১শ অ।
৫ বি ৪৪শ অ।
৬ ভী ২৫।২৪
৭ আদি ১৩২।৬-৮
৮ আদি ১৩৩তম ও ১৩৪ তম অ।
৯ আদি ১৩১।৩-১১। আদি ১৬৬।১৪-২৪
১০ আদি ১৩৮তম অ।
১১ আদি ১৮৮তম অ।
১২ আদি ১৮৯তম—১৯৯তম অ।
১৩ আদি ৯৫।৭৫
১৪ আদি ২১৪তম অ। ভী ৯০।৯
১৫ আদি ২১৫তম অ।
১৬ আদি ২১৬তম ও ২১৭তম অ।
১৭ আদি ২১৮তম—২২১তম অ।
১৮ আদি ২২১তম অ।
১৯ আদি ৯৫।৭৮
২০ আদি ২২২তম—২২৪তম অ।
২১ আদি ২২৫তম অ।
২২ আদি ২২৬তম—২৩৪তম অ।
২৩ সভা ৩য় অ।
২৪ সভা ১৬শ অ।
২৫ সভা ২৬শ ও ২৭শ অ।
২৬ সভা ৭২।৮,৯
২৭ সভা ৮০।৫,১৬
২৮ বন ৩৭শ অ।
২৯ বন ৩৯শ ও ৪০শ অ।
৩০ বন ৪৬।৫৫-৫৯
৩১ বন ৪৮শ ও ৪৯শ অ।
৩২ বন ৮০তম অ।
৩৩ বন ১৪১।৭।বি ২।২০
৩৪ বন ১৭০তম—১৭৩তম অ।
৩৫ বি ২য় অ।
৩৬ বি ৫।৩৫
৩৭ বি ১১শ অ।
৩৮ বি ১৩।৮
৩৯ বি ৩৬শ ও ৩৭শ অ।
৪০ বি ৫৩।৬,৭।বি ৬৬।১৩,১৪
৪১ বি ৬৬।২০—২২
৪২ বি ৭২তম অ।
৪৩ উ ৭৮তম অ।
৪৪ ভী ২৩শ অ।
৪৫ ভী ১০৬তম অ।
৪৬ ভী ১০৭তম অ।
৪৭ দ্রো ২৬শ অ।
৪৮ দ্রো ২৮শ অ।
৪৯ দ্রো ৭১তম অ।
৫০ দ্রো ১৪০তম অ।
৫১ দ্রো ১৪৪তম অ।
৫২ দ্রো ১৫০।১৪-২০
৫৩ দ্রো ১৮৪।২৬
৫৪ দ্রো ২০০তম অ।
৫৫ দ্রো ২০১তম অ।
৫৬ ক ৮৫তম অ।
৫৭ ক ৯১তম অ।
৫৮ শল্য ২৭।৪৩—৪৫
৫৯ শল্য ৬২তম অ।
৬০ সৌ ১৩শ—১৫শ অ।
৬১ শা ৮ম ও ১১শ অ।
৬২ শা ৪১।১৩ ও শা ৪৪।৯
৬৩ অশ্ব ৮১তম অ।
৬৪ মৌ ৬ষ্ঠ ও ৭ম অ।
৬৫ মৌ ৭ম অ।
৬৬ মহাপ্র ১।৪২
৬৭ মহাপ্র ২।২১

নকুল

নকুল চতুর্থ পাণ্ডব। তিনি মাদ্রী দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। পাণ্ডুর নির্দেশে নিয়োগপ্রথায় কুন্তী দেবীর তিনটি পুত্র লাভ করার পর একদিন নির্জনে পাণ্ডুর দ্বিতীয়া ভার্যা মাদ্রী স্বামীর নিকট আপন মাতৃত্বের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং কুন্তীর নিকট দেবাহ্বানের মন্ত্র প্রার্থনা করিলে পাছে কুন্তী তাঁহার প্রার্থনা উপেক্ষা করেন, এই ভয়ে কুন্তীকে কিছু না বলিয়া পাণ্ডুর নিকটই তিনি তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। পাণ্ডু এই বিষয়ে নির্জনে কুন্তীকে অনুরোধ করিলে পর কুন্তী মাদ্রীকে মন্ত্র শিক্ষা দিলেন। মাদ্রী সেই মন্ত্রে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের প্রসাদে দুইটি যমজ পুত্র লাভ করিলেন। শতশৃঙ্গবাসী ঋষিগণ সেই দুইটি পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন—নকুল ও সহদেব। তাঁহাদের জন্মমুহূর্তে দৈববাণী শোনা গেল—

সত্ত্বরূপগুণোপেতৌ ভবতোঽত্যশ্বিনাবিতি। আদি ১২৪।১৮

—এই সন্তানদ্বয় শক্তি-সামর্থ্যে, রূপে ও গুণে অশ্বিনীকুমারকেও অতিক্রম করিবেন।

পাণ্ডু দেহত্যাগ করিয়াছেন, মাদ্রীও স্বামীর চিতারোহণে সহমৃতা হইয়াছেন। শতশৃঙ্গবাসী মুনিঋষিগণ কুন্তী ও পঞ্চ পাণ্ডবকে হস্তিনায় ভীষ্ম এবং ধৃতরাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্রই পাণ্ডবগণের ক্ষত্রোচিত সংস্কারাদি সম্পন্ন করিয়া তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আচার্য্য কৃপ ও আচার্য্য দ্রোণ ছিলেন পাণ্ডবগণের শস্ত্রগুরু। নকুল ও সহদেব অতিশয় সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। নকুলের আকৃতি সম্বন্ধে জানা যায়—

রূপেণাপ্রতিমৌ ভুবি। আদি ৬৭।১১১
শ্যামো যুবা লোহিতাক্ষঃ সিংহস্কন্ধো মহাভুজঃ। সভা ৬৫।১২
শ্যামো য এষ রক্তাক্ষো বৃহচ্ছাল ইবোত্থিতঃ।
ব্যূঢ়োরস্কো মহাবাহুর্নকুলঃ ... ...॥ বন ৩১২।১২৩
সুকুমারশ্চ শূরশ্চ দর্শনীয়ঃ সুখোচিতঃ। বি ৩।১
মনুষ্যলোকে সকলে সমোঽস্তি
যয়োর্ন রূপে ন বলে ন শীলে॥ বি ৭১।১৬। আশ্র ২৫।৮

—পৃথিবীতে নকুলের তুল্য সুপুরুষ ছিলেন না। তিনি শ্যামবর্ণ, যুবা, লোহিতাক্ষ, সিংহস্কন্ধ ও মহাভুজ। শালবৃক্ষের মত উন্নত তাঁহার দেহ, তাঁহার বক্ষঃস্থল দৃঢ় ও প্রশস্ত। রূপে, বলে ও চরিত্রে তিনি অনুপম। তিনি সুকুমার, শূর ও দর্শনীয়। খুব দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে অনভ্যস্ত। পরন্তু দেখা যায়, যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তিনিও প্রভূত দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়াছেন এবং ছায়ার ন্যায় জ্যেষ্ঠভ্রাতৃগণকে অনুসরণ করিয়াছেন।

তিনিও দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গর্ভে 'শতানীক'-নামক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন।[১]

নকুল চেদিরাজ শিশুপালের কন্যা (ধৃষ্টকেতুর ভগিনী) করেণুমতীকেও ভার্যাত্বে গ্রহণ করেন এবং তাঁহার গর্ভে 'নিরমিত্র'-নামক পুত্র লাভ করেন।[২]

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের পূর্বে নকুল পশ্চিমাভিমুখে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়াছিলেন। দশার্ণ, ত্রিগর্ত, মালব প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া তিনি প্রচুর ধনরত্ন আহরণ করিয়াছেন।[৩]

সভাপর্বে দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির তাঁহাকে পণ রাখিয়া হারিলেও তিনি কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। পুনর্দ্যূতের পর ভীম, সহদেব প্রভৃতির দারুণ প্রতিজ্ঞার পর নকুলও প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—'দুর্যোধনের প্রীতির নিমিত্ত যাহারা আজ অতি অসভ্যের মত কথা বলিতেছে এবং আচরণ করিতেছে, তাহাদের অনেককেই আমি যমালয়ে প্রেরণ করিব'।[৪]

বনে যাইবার সময় নকুল দেহকে ধূলিধূসরিত করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—

নাহং মনাংস্যাদদেয়ং মার্গে স্ত্রীণামিতি প্রভো। সভা ৮০।১৮

—আমি যেন পথিমধ্যে স্ত্রীলোকের মনোহরণ না করি।

অজ্ঞাতবাসের সময় উপস্থিত হইলে বিরাটনগরে নকুল কি উপায়ে আত্মগোপন করিবেন—যুধিষ্ঠিরের এই জিজ্ঞাসার উত্তরে নকুল বলিয়াছেন—

অশ্ববন্ধো ভবিষ্যামি বিরাটনৃপতেরহম্।
সর্ব্বথা জ্ঞানসম্পন্নঃ কুশলঃ পরিরক্ষণে ॥ ইত্যাদি। বি ৩।২-৬

—আমি বিরাটনৃপতির অশ্বের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইব। আমি অশ্ববিদ্যায় এবং অশ্বরক্ষণে অভিজ্ঞ। আমি নিজেকে 'গ্রন্থিক' নামে পরিচয় দিব। (গ্রন্থিক = অশ্বিনীকুমার, তাঁহাদের পুত্র বলিয়া পিতার উপাধিগ্রহণ।) কেহ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিব—আমি যুধিষ্ঠিরের অশ্বাধ্যক্ষ ছিলাম। আমি আত্মগোপন করিয়া সর্বতোভাবে মৎস্যরাজের প্রীতি উৎপাদন কবিব।

যুধিষ্ঠির নকুলের গুপ্ত নাম রাখিলেন—জয়ৎসেন।[৫] যুধিষ্ঠিরাদির প্রবেশের পর সর্বশেষে নকুল মৎস্যরাজের ঘোড়াগুলি দেখিতে দেখিতে রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন। মৎস্যরাজ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে পূর্ব পরামর্শ অনুসারেই তিনি আত্মপরিচয় দিয়া নৃপতি কর্তৃক সৎকৃত হইয়া অশ্বাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইলেন।[৬]

বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের কাল উত্তীর্ণ হইলে পর কুরুসভায় শান্তির দূতরূপে কৃষ্ণের যাত্রাকালে নকুল কৃষ্ণকে বলিতেছেন—

স ভবান্ কুরুমধ্যে তং সান্ত্বপূর্ব্বং ভয়োত্তরম্।
ব্রূয়াদ্ বাক্যং যথা মন্দো ন ব্যথেত সুযোধনঃ ॥ উ ৮০।১১
শ্রোতা চার্থস্য বিদুরস্ত্বঞ্চ বক্তা জনার্দ্দন।
কমিবার্থং নিবর্ত্তন্তং স্থাপয়েতাং ন বর্ত্মনি ॥ উ ৮০।১৮

—হে জনার্দ্দন, তুমি কৌরব-সভায় প্রথমতঃ শান্তির প্রস্তাব করিয়া পরে এরূপভাবে ভীতিজনক বাক্যও বলিবে, যাহাতে সুযোধন ব্যথিত না হন। তুমি বক্তা, আর বিদুর শ্রোতা, এই অবস্থায় বিনষ্টকল্প কি প্রয়োজন সাধিত না হইতে পারে? আমাদের হৃত রাজ্যের প্রাপ্তি এবং দুর্যোধনের দুরভিসন্ধির উপশম—সকলই তোমাদের দ্বারা সম্ভবপর।

নকুল খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন না। যুদ্ধে কোথাও তিনি উল্লেখযোগ্য বীরত্ব প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কর্ণের সহিত এবং কর্ণপুত্র বৃষসেনের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছেন।[৭]

নকুলের শঙ্খের নাম ছিল—'সুঘোষ'।[৮] তাঁহার রথের ঘোড়াগুলি কাম্বোজ-দেশীয় এবং শুক্লবর্ণ।[৯]

মহাযুদ্ধ সমাপ্তির পর নকুলও নির্বিণ্ণ যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিতেছেন। গার্হস্থ্য-ধর্মের প্রশংসা করিয়া পরিশেষে তিনি বলিতেছেন—'মহারাজ, তুমি সুগৃহস্থ হও, ধর্মসঙ্গত কার্যই করিয়াছ, কেন অনুশোচনা করিবে ? ন্যায়পথে থাকিয়া ক্ষাত্রধর্মে পৃথিবী জয় করিয়াছ। এখন রাজ্য শাসন কর, সৎপাত্রে দান কর, স্বর্গলোকে তোমার গতি হইবে'।[১০]

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যুধিষ্ঠির সৈন্যগণের তত্ত্বাবধান, কর্মচারিবর্গকে বেতন দেওয়া এবং তাহাদের কাজ-কর্মের দেখাশোনা প্রভৃতি ব্যাপারে নকুলকে নিয়োগ করিয়াছিলেন।[১১]

মহাপ্রস্থানের পথে দ্রৌপদী ও সহদেবের পতনের পরে নকুল পতিত হইলে ভীম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—

যোঽয়মক্ষতধর্ম্মাত্মা ভ্রাতা বচনকারকঃ।
রূপেণাপ্রতিমো লোকে নকুলঃ পতিতো ভুবি ॥ মহাপ্র ২।১৪

—যাহার ধর্ম কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই, যিনি তোমার আজ্ঞাপালনকারী, জগতে যাহার রূপ অতুলনীয়, এই সেই নকুল ভূমিতলে পতিত হইয়াছেন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'নকুল মনে করিতেন, তাহার ন্যায় রূপবান্ আর কেহই নাই। এই অহঙ্কারই তাহার পতনের কারণ'।

নকুলের চরিত্রে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা দেখা যায় না। তিনি অতিশয় শান্তপ্রকৃতি ও মিতভাষী। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি তাঁহার অসাধারণ শ্রদ্ধা ও আনুগত্য ছিল। তিনি কখনও জ্যেষ্ঠের কোন আচরণের সমালোচনা করেন নাই।

---

১ আদি ৯৫।৭৫
২ আদি৯৫।৭৯
৩ সভা ৩২শ অ।
৪ সভা ৭৭।৪২—৪৫
৫ বি ৫।৩৫
৬ বি ১২শ অ।
৭ ক ২৪।৫২। ক ৮৪ তম অ।
৮ ভী ২৫।১৬
৯ দ্রো ২২।৭
১০ শা ১২শ অ।
১১ শা ৪১।১২

সহদেব

পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব মাদ্রী দেবীর কনিষ্ঠ পুত্র। নকুল ও সহদেব যমজ সন্তান। সহদেবও নকুলের ন্যায় সুপুরুষ ছিলেন।[১] তিনিও দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্রৌপদীর গর্ভে [২]'শ্রুতকর্মা'-নামে তাঁহার একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। মদ্ররাজদুহিতা বিজয়া স্বয়ংবর-সভায় সহদেবের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করেন। বিজয়ার গর্ভজাত পুত্রের নাম 'সুহোত্র'।[৩] সহদেবের অপর এক ভার্যা ছিলেন জরাসন্ধদুহিতা।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের পূর্বে সহদেব দক্ষিণ দিক্ বিজয় করিতে যাত্রা করেন। তিনি শূরসেন, মৎস্য, পাণ্ড্য প্রভৃতি বহু দেশ জয় করিয়া প্রভূত ধনরত্ন আহরণ করিয়াছিলেন।[৪]

রাজসূয়-যজ্ঞে ভীষ্মের নির্দেশে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে অর্ঘ্য নিবেদন করিলে শিশুপাল প্রমুখ একদল নৃপতি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরকে অশ্রাব্য ভাষায় তিরস্কার করিলেন। এই ব্যাপারে সহদেব স্থির থাকিতে পারেন নাই। তিনি সরোষে বলিয়াছেন—

পূজ্যমানং ময়া যো বঃ কৃষ্ণং ন সহতে নৃপঃ।
সর্ব্বেষাং বলিনাং মূর্দ্ধ্নি ময়েদং নিহিতং পদম্॥ সভা ৩৯।২

—আমরা কৃষ্ণকে পূজা করিয়াছি। যাহারা কৃষ্ণের পূজায় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে, সেইসকল শক্তিমান্‌দের মাথায় লাথি মারিতেছি।

এই সময়োচিত দর্প প্রকাশ করিয়া সহদেব সাধুবাদ লাভ করিয়াছেন।

দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের শোচনীয় পরাজয়ের পর কৌরব-পক্ষের অশ্লীল উক্তি শুনিয়া সহদেবও ভীমের ন্যায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, রণক্ষেত্রে শকুনিকে তিনি সবংশে নিধন করিবেন।[৫]

কুন্তী দেবী সহদেবকে সমধিক স্নেহ করিতেন। হৃতরাজ্য পাণ্ডবগণের বনযাত্রা-কালে সহদেবকে তিনি নিজের কাছেই রাখিতে চাহিয়াছেন। পরন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ভয়ে সহদেব মাতৃবাক্য পালন করেন নাই।[৬] অরণ্যযাত্রার সময় ক্ষোভে, লজ্জায় ও অপমানে সহদেব অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া নিজের মুখমণ্ডলকে কালিমালিপ্ত করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য—কেহ যেন আজ এই মুখখানি দেখিতে না পায়—

ন মে কশ্চিদ্ বিজানীয়ান্মুখমদ্যেতি ভারত। সভা ৮০।১৭

শস্ত্রবিদ্যায় সহদেবও আচার্য কৃপ ও আচার্য দ্রোণের শিষ্য ছিলেন।

বড় যোদ্ধা বলিয়া তাঁহার কোন খ্যাতি ছিল না। পরন্তু শাস্ত্রবিদ্যায় তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন—

অয়ং ধর্মান্ সহদেবোঽনুশাস্তি
লোকে হ্যস্মিন্ পণ্ডিতাখ্যাং গতশ্চ। সভা ৬৫।১৫। মহাপ্র ২।৮

—এই সহদেব ধর্ম বিষয়ে উপদেশ দেন এবং ইনি এই পৃথিবীতে পণ্ডিত নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

দ্বাদশ বৎসর বনবাসের পর বিরাটপুরীতে এক বৎসর অজ্ঞাতভাবে বাস করিতে পাণ্ডবগণ স্থির করিয়াছেন। সহদেব কি উপায়ে আত্মগোপন করিবেন—যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের উত্তরে সহদেব বলিয়াছেন—'আমি বিরাটরাজার গোধনের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইব। গরুর শুভাশুভ-লক্ষণ পরীক্ষা করিতে আমি অভিজ্ঞ। আমি বৃষের মূত্রের আঘ্রাণের দ্বারাই তাহাদের প্রজনন-সামর্থ্যের বিষয় বুঝিতে পারি। আমি 'তন্তিপাল'—এই নাম প্রকাশ করিয়া নিপুণভাবে আত্মগোপন করিব। (তন্তি = গরু বাঁধিবার দড়ি। অন্য অর্থে তন্তি = বাক্। তন্তিপালঃ = বাক্যপালক। নীলকণ্ঠটীকা বি ৩।৯) আপনি কিছুমাত্র আশঙ্কা করিবেন না'।[৬]

নিজেদের মধ্যে গোপনে কথাবার্তা বলিবার নিমিত্ত যুধিষ্ঠির সহদেবের গুহ্য নাম রাখিলেন—'জয়দ্বল'।[৭] অতঃপর যুধিষ্ঠির, ভীম এবং দ্রৌপদীর প্রবেশের পরেই সহদেব বিরাটপুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি গোপোচিত পোষাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিরাট তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে গোপজনের ভাষায় বলিয়াছেন যে, তিনি বৈশ্য এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অসংখ্য গোধনের অধিকর্তা ছিলেন। তাঁহার রাজোচিত আকৃতি দেখিয়া বিরাট-রাজা তাঁহার এই কর্ম নিতান্ত বিসদৃশ মনে করিয়াও বলিয়াছেন—'আমার সমস্ত গোধন ও গোপালকগণকে তোমার হাতে সমর্পণ করিলাম। তুমিই প্রধানরূপে তাহাদের দেখাশোনা করিবে'।[৮]

ভীমের অপেক্ষাও সহদেবের চরিত্র ছিল উগ্র। শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের হস্তিনা-যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে সহদেব কৃষ্ণকে বলিয়াছেন—

যদেতৎ কথিতং রাজ্ঞা ধর্ম্ম এষ সনাতনঃ।
যথা চ যুদ্ধমেব স্যাত্তথা কার্য্যমরিন্দম। ইত্যাদি। উ ৮১।১-৪

—হে শত্রুনাশন, মহারাজ (যুধিষ্ঠির) যাহা বলিলেন তাহা ধর্মসঙ্গত, সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাতে অবশ্যই যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়, তুমি সেই ব্যবস্থা করিবে। যদি কুরুগণ পাণ্ডবদের সহিত সন্ধি করিতে চান, তথাপি তুমি যুদ্ধের ব্যবস্থা করিবে। দুর্যোধনকে বধ না করা পর্যন্ত পাঞ্চালীর অপমানজনিত আমার ক্রোধ শান্ত হইবার নহে। ভীম, অর্জুন এবং ধর্মরাজ ধর্মপথে থাকিলেও আমি ধর্মপথ ত্যাগ করিয়া দুর্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে চাই।

সাত্যকি সহদেবের বাক্যকে প্রশংসা করিয়াছেন। উপস্থিত যোদ্ধৃবর্গও রণকর্কশ সহদেবের বচনে হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে দুর্যোধনপ্রেরিত দূত শকুনিপুত্র উলূক দুর্যোধন-কথিত অশ্লীল ভাষায় কৃষ্ণাদি সহ পাণ্ডবগণকে গালাগালি দিয়াছেন। সহদেব উলূকের বাক্য শুনিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন। তিনি উলূককে বলিয়াছেন—'রে পাপ, তোর পিতাকে বলিবে যে, ধৃতরাষ্ট্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ না ঘটিলে আমাদের সহিত দুর্যোধনাদির বিরোধ হইত না। বৈরপুরুষ তোর পিতাই ধৃতরাষ্ট্রের এবং তাহার নিজের বংশের সংহারক। সেই পাপাত্মা অকারণে নিত্যই আমাদের সহিত শত্রুতা করিতেছে। এবার সেই বৈরের মূল উৎপাটন করিব। তাহার চক্ষুর সম্মুখে তোকে হত্যা করিয়া পরে যোদ্ধৃবর্গের সাক্ষাতে তাহাকে হত্যা করিব'।[৯]

সহদেবের রণবাদ্য শঙ্খের নাম ছিল—'মণিপুষ্পক'।[১০] তাঁহার রথের ঘোড়াগুলি ছিল তিত্তির পাখীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণের।[১১]

সহদেব রণক্ষেত্রে উলূক ও শকুনিকে বধ করিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন।[১২] ইহা ছাড়া রণভূমিতে তাঁহার আর কোন বড় কৃতিত্ব দেখা যায় না।

যুদ্ধ জয়ের পর শোকাকুল যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিতে যাইয়া সহদেব বলিয়াছেন—'রাজন্, শুধু বাহ্য উপভোগ্য বস্তু ত্যাগ করিলেই সিদ্ধি লাভ হয় না, মনঃকল্পিত বস্তুর উপভোগ পরিত্যাগ করিয়া নির্লিপ্তভাবে রাজ্যশাসন করিলেই যথার্থ ধর্মাচরণ হইবে।

দ্ব্যক্ষরস্তু ভবেন্মৃত্যুস্ত্র্যক্ষরং ব্রহ্ম শাশ্বতম্।
মমেতি চ ভবেন্মৃত্যুর্ন মমেতি চ শাশ্বতম্ ॥ ইত্যাদি। শা ১৩।৪-১০

—বস্তুতে মমত্বাভিমানই সংসারে দুঃখের হেতু, আর মমত্ব পরিত্যাগই মুক্তিলাভের উপায়। বনে বাস করিয়াও যদি বিষয়াসক্তি শিথিল না হয়, তবে সেই বনবাস একান্তই নিষ্ফল।

ভবান্ পিতা ভবান্ ভ্রাতা ভবান্ মাতা ভবান্ গুরুঃ।
দুঃখপ্রলাপনার্তস্য তস্মে ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥ শা ১৩।১২

—আপনি আমাদের পিতা, ভ্রাতা, মাতা এবং গুরু। দুঃখিত হইয়া আপনাকে যাহা বলিয়াছি, সেইজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি'।

এই অধ্যায়ের স্বল্পভাষণে সহদেবের পাণ্ডিত্য ও জ্যেষ্ঠানুগত্য সমভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যুধিষ্ঠির তাঁহার পার্শ্বচররূপে (দেহরক্ষী) সহদেবকে নিয়োগ করিয়াছিলেন।[১৩]

কুন্তী দেবী ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সহিত তপস্যার নিমিত্ত অরণ্যে যাত্রা করিলে সহদেব সমধিক ব্যথিত হইয়াছেন। পরে যুধিষ্ঠির সপরিবারে অরণ্যে গিয়া কুন্তী প্রভৃতিকে দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় সহদেব বাষ্পপূর্ণলোচনে যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—

নোৎসহেঽহং পরিত্যক্তুং মাতরং ভরতর্ষভ।
প্রতিযাতু ভবান্ ক্ষিপ্রং তপস্তপ্স্যাম্যহং বিভো।
ইহৈব শোষয়িষ্যামি তপসেদং কলেবরম্ ॥ আশ্র ৩৬।৩৭, ৩৮

—রাজন্, মাকে ছাড়িয়া যাইতে আমার ইচ্ছা নাই। আপনি শীঘ্র চলিয়া যান। আমি এখানে থাকিয়াই তপস্যা দ্বারা এই দেহ ত্যাগ করিব।

কুন্তী দেবীর নানাবিধ সস্নেহ সান্ত্বনা-বচনে অগত্যা সহদেবকে হস্তিনায় যাইতে হইল।

মহাপ্রস্থানের পথে যাজ্ঞসেনীর পতনের পরেই সহদেবের পতন ঘটিয়াছে। ভীম সহদেবের পতনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন—

আত্মনঃ সদৃশং প্রাজ্ঞং নৈষোঽমন্যত কঞ্চন।
তেন দোষেণ পতিতস্তস্মাদেব নৃপাত্মজঃ। মহাপ্র ২।১০

—ইনি কাহাকেও নিজের সদৃশ প্রাজ্ঞ মনে করিতেন না। সেই দোষেই এই রাজকুমার ভূপতিত হইয়াছেন।

---

১ বি ৭১।১৬। আশ্র ২৫।৮
২ আদি ৯৫।৭৫, ৮০
৩ সভা ৩১ শ অ।
৪ সভা ৭৭।৪১
৫ সভা ৭৯ তম অ।
৬ বি ৩।৮—১৬
৭ বি ৫।৩৫
৮ বি ১০ ম অ।
৯ উ ১৬১।৩০—৩৪
১০ ভী ২৫।১৬
১১ দ্রো ২২।৯
১২ শল্য ২৮শ অ।
১৩ শা ৪১।১৫

অভিমন্যু

অংশাবতরণাধ্যায়ে বলা হইয়াছে—

যস্তু বর্চ্চা ইতি খ্যাতঃ সোমপুত্রঃ প্রতাপবান্‌।
সোঽভিমন্যুর্বৃহৎকীর্ত্তিরর্জ্জুনস্য সুতোঽভবৎ ॥ আদি ৬৭।১১২

—সোমপুত্র বর্চ্চাঃ পরজন্মে অর্জুনপুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনিই প্রখ্যাতকীর্তি অভিমন্যু।

কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা অভিমন্যুর জননী। অভিমন্যুব চেহারা ছিল অতিশয় বীবত্বব্যঞ্জক—

দীর্ঘবাহুং মহোরস্কং বৃষভাক্ষমরিন্দমম্‌।
সুভদ্রা সুষুবে বীরমভিমন্যুং নরর্ষভম্‌ ॥
অভিশ্চ মন্যুমাংশ্চৈব ততস্তমরিমর্দ্দনম্‌।
অভিমন্যুমিতি প্রাহুরার্জ্জুনিং পুরুষর্ষভম্‌ ॥ আদি ২২১।৬৬, ৬৭
কৃষ্ণস্য সদৃশং শৌর্য্যে বীর্য্যে রূপে তথাকৃতৌ ॥ আদি ২২১।৭৭
দয়িতশ্চক্রহস্তস্য বাল এবাস্ত্রকোবিদঃ। বি ৭২।৮

—অভিমন্যুর বাহুযুগল দীর্ঘ, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত এবং নেত্রযুগল আকর্ণবিস্তৃত। তিনি নির্ভীক এবং বীরপুরুষ। সেই কারণেই তাঁহার 'অভিমন্যু' নামটি সার্থক। শৌর্যে, বীর্যে, রূপে ও আকৃতিতে তিনি কৃষ্ণের সমান। বিশেষতঃ তিনি কৃষ্ণের বিশেষ স্নেহভাজন।

জন্ম হইতেই তিনি কৃষ্ণের স্নেহযত্নে প্রতিপালিত হইয়াছেন। অভিমন্যু পিতার নিকট হইতে সর্ববিধ শস্ত্রবিদ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। অর্জুন তাঁহাকে শস্ত্রবিদ্যায় আপনার তুল্য দেখিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিতেন।

দ্রৌপদীর পুত্রগণও শস্ত্রবিদ্যায় অর্জুনকেই গুরুরূপে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। পুরোহিত ধৌম্য যথাবিধি এই কুমারগণের ক্ষত্রোচিত সংস্কার সম্পন্ন করিয়াছেন। কুমারগণ বেদবিদ্যায়ও অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। সেই দেবোপম পুত্রগণকে দেখিয়া পাণ্ডবদের আনন্দের অবধি ছিল না।[১]

পাণ্ডবগণের বনবাসকালে অভিমন্যু দ্বারকায় মাতুলালয়ে বাস করিতেছিলেন। বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের কাল উত্তীর্ণ হইলে পর অভিমন্যুর সহিত বিরাটদুহিতা উত্তরার পরিণয় স্থির হইল। যুধিষ্ঠিরের প্রেরিত লোকের মুখে এই সংবাদ ও আমন্ত্রণ পাইয়া কৃষ্ণ, বলরাম প্রমুখ আত্মীয়-স্বজনগণ অভিমন্যুকে সঙ্গে লইয়া মৎস্যনগরে উপস্থিত হইয়াছেন। মহাসমারোহে উত্তরা ও অভিমন্যুর বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইল।[২]

যুদ্ধারম্ভের পূর্বে দুর্যোধন স্বপক্ষ ও পরপক্ষের রথী ও মহারথিগণের শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলে পর এই প্রসঙ্গে পিতামহ বলিয়াছেন—

দ্রৌপদেয়া মহারাজ সর্ব্বে পঞ্চ মহারথাঃ।

অভিমন্যুর্ম্মহাবাহু রথযূথপযূথপঃ।
সমঃ পার্থেন সমরে বাসুদেবেন চারিহা।
লব্ধাস্ত্রশ্চিত্রযোধী চ মনস্বী চ দৃঢ়ব্রতঃ ॥ উ ১৬৯।১-৩

—মহাবাজ, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রই মহারথ। মহাবাহু অভিমন্যু মহামহারথ। সমরে এই শত্রুহন্তা অর্জুন এবং বাসুদেবের সমান। ইনি অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ অভিজ্ঞ এবং নানাবিধ কৌশলজ্ঞ। ইনি মনস্বী এবং দৃঢ়সঙ্কল্প।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট অভিমন্যুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

যে চ কৃষ্ণে গুণাঃ স্ফীতাঃ পাণ্ডবেষু চ যে গুণাঃ।
অভিমন্যৌ কিলৈকস্থা দৃশ্যন্তে গুণসঞ্চয়াঃ ॥
যুধিষ্ঠিরস্য ধৈর্য্যেণ কৃষ্ণস্য চরিতেন চ।
কর্ম্মভির্ভীমসেনস্য সদৃশো ভীমকর্ম্মণঃ ॥
ধনঞ্জয়স্য রূপেণ বিক্রমেণ শ্রুতেন চ।
বিনয়াৎ সহদেবস্য সদৃশো নকুলস্য চ ॥ দ্রো ৩৩।৮-১০

— কৃষ্ণ এবং পাণ্ডবগণের চরিত্রে যে-সকল গুণ প্রকটিত, সেইসকল গুণ অভিমন্যুতে বিদ্যমান। ধৈর্যে তিনি যুধিষ্ঠিরের ন্যায়, চবিত্রে কৃষ্ণের ন্যায়, কর্মে ভীমকর্মা ভীমসেনের ন্যায়, রূপে বিক্রমে ও বিদ্যায় ধনঞ্জয়ের ন্যায়, বিনয়ে নকুল ও সহদেবের ন্যায়।

বর্ণিত দুইটি পরিচয় হইতেই জানা যাইতেছে—এই অল্পবয়স্ক অদ্ভুতকর্মা পুরুষসিংহ মহাবীর, সুদর্শন, বিদ্বান্ ও সচ্চরিত্র।

যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিবসে ' আচার্য দ্রোণের পরামর্শে দুর্যোধন সংশপ্তকগণের দ্বারা অর্জুনকে যুদ্ধের আহ্বান জানাইলেন। তাঁহাদের আহ্বানে অর্জুনকে দক্ষিণ সমরাঙ্গণে যাইতে হইল। এই অবসরে সেনাপতি আচার্য চক্রব্যূহ নির্মাণ করিয়া সেনাসন্নিবেশ করিয়াছেন। কর্ণ, দুঃশাসন, কৃপাচার্য, দুর্যোধন, দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা ও জয়দ্রথ—এই সপ্তরথী এই ব্যূহে অবস্থান করিয়া পাণ্ডবপক্ষের অসংখ্য সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন। আচার্য দ্রোণের বিক্রম ও চক্রব্যূহের দুর্ভেদ্যতার বিষয় চিন্তা করিয়া বিপন্ন যুধিষ্ঠির অভিমন্যুকে বলিলেন—'বৎস, অর্জুন, কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন এবং তুমি—এই চারিজন ব্যতীত চক্রব্যূহ ভেদ কবিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। অর্জুন ফিরিয়া আসিয়া যাহাতে আমাদিগকে তিরস্কার না করেন, সেই উপায় কর'।

অভিমন্যু বলিলেন—'আমি পিতার নিকট হইতে চক্রব্যূহ ভেদ করিবার কৌশল শিক্ষা করিয়াছি, কিন্তু সঙ্কটমুহূর্তে ব্যূহ হইতে বাহির হইবার কৌশল শিক্ষা করি নাই'।

এই কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির ও ভীম বলিলেন,—'বৎস, তুমি ব্যূহপ্রবেশের পথ করিয়া দিলেই আমরা ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিব'।

জ্যেষ্ঠতাতগণের আশ্বাসবাণীতে তরুণ অভিমন্যু পরম উৎসাহে দ্রোণের ব্যূহ ভেদ করিয়া ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বিক্রমে অসংখ্য শত্রুসৈন্য প্রাণ হারাইল। সপ্তরথীর প্রত্যেকেই তাঁহার ক্ষিপ্রহস্ততায় আপনাদিগকে বিব্রত বোধ করিতে লাগিলেন।

মহাদেবের বরে সেইদিন জয়দ্রথ অজেয় হইয়া ব্যূহের দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন। ভীম, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখ বীরগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও অভিমন্যুর সাহায্যার্থে ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেন না।

একাকী যুদ্ধ করিতে করিতে এই পুরুষসিংহ ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন। দ্রোণ,

কর্ণ প্রমুখ বীরগণ পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া অতিক্রোধে একই সঙ্গে এই বীরের উপর আক্রমণ চালাইলেন।

অভিমন্যুর খড়্গ, ধনু বর্ম প্রভৃতি ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। দুঃশাসনপুত্র তাঁহার সারথি এবং অশ্বগুলিকে গদার আঘাতে যমালয়ে প্রেরণ করিলে অভিমন্যু অগত্যা তাঁহার সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দুঃশাসনপুত্র তাঁহার মাথায় ভীষণ আঘাত করিলে এই বীর ভূপতিত হইলেন, আর উঠিলেন না।[৩]

অভিমন্যুর মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র পরিক্ষিৎ মাতৃগর্ভে ছিলেন।

---

১ আদি ২২১ তম অ।
২ বি ৭২ তম অ।
৩ দ্রো ৩২শ অ।
৪ দো ৪৮।১৩

ঘটোৎকচ

ভীমসেনেব প্রথমা ভার্যা হিড়িম্বাব গর্ভজাত পুত্রের নাম 'ঘটোৎকচ'। ঘটোৎকচের আকৃতি অতি ভীষণ--

প্রজজ্ঞে রাক্ষসী পুত্রং ভীমসেনান্মহাবলম্।
বিরূপাক্ষং মহাবক্ত্রং শঙ্কুকর্ণং বিভীষণম্ ॥
ভীমনাদং সুতাম্রোষ্ঠং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রং মহাবলম্ ॥
ইত্যাদি। আদি ১৫৫।৩১-৩৯। দ্রো ১৭৩ তম অ।

—রাক্ষসী হিড়িম্বার এই পুত্রটির নেত্রদ্বয় বিরূপ, মুখ অতি বিশাল, কর্ণদ্বয় তীক্ষ্ণাগ্র ও স্তব্ধ, কণ্ঠস্বর অতি ভয়ঙ্কর, ঠোঁট দুখানি তাম্রবর্ণ, দাঁতগুলি অতি তীক্ষ্ণ, নাসিকা অতি দীর্ঘ, জানু ও গুল্‌ফের মধ্যবর্তী মাংসপেশী বক্র এবং অতি মাংসল, বক্ষঃস্থল অতি কঠিন ও প্রশস্ত। ভয়ানক বেগবান্ ও বলশালী এই বীর জন্মমুহূর্তেই যুবকের ন্যায় পুষ্টাঙ্গ হইয়া উঠিলেন। ইহার মস্তক ঘটের ন্যায় এবং কচ-(কেশ) শূন্য ছিল বলিয়া মাতাপিতা নাম রাখিলেন—ঘটোৎকচ।

'প্রয়োজনমত আমাকে স্মরণ করিলেই আমি পিতৃগণের সমীপে উপস্থিত হইব'—এই কথা বলিয়া ঘটোৎকচ পিতামহী, মাতা, পিতা ও পিতৃব্যগণকে প্রণাম করিয়া উত্তর দিকে চলিয়া গেলেন।[১]

বনবাসকালে বিপদে পড়িয়া যুধিষ্ঠির ঘটোৎকচকে স্মরণ করিবামাত্র ঘটোৎকচ তাঁহার অনুচর অনেক রাক্ষসকে লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং গন্ধমাদন-পর্বতে দ্রৌপদীকে বহন করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহাব অনুচরবর্গও যুধিষ্ঠিবের সহগামী ব্রাহ্মণগণকে বহন করিয়াছে।[২]

কখন কিরূপ সাহায্যের প্রয়োজন ঘটে, এইহেতু ঘটোৎকচ বনবাসী পাণ্ডবগণের সহিত বাস করিতেছিলেন। পাণ্ডবগণ তাঁহার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন।[৩]

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে ঘোররূপ এক অক্ষৌহিণী রাক্ষসসেনা সহ ঘটোৎকচ পিতৃগণের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সেনাগণের অস্ত্রশস্ত্র ছিল—শূল, মুদ্গর, প্রস্তরখণ্ড ও বৃক্ষকাণ্ড।

শূলমুদ্গরধারিণ্যা শৈলপাদপহস্তয়া।
রক্ষসাং ঘোররূপাণামৌক্ষহিণ্যা সমাবৃতঃ ॥ দ্রো ১৫৪।৬১

—ঘটোৎকচের রথ ও ধ্বজের বর্ণনায় দেখিতে পাই—তাঁহার রথখানি ইস্পাত দ্বারা নির্মিত, ভল্লুকের চর্মে আবৃত, মহামেঘের ন্যায় শব্দায়মান, এবং হস্তী নহে, অশ্বও নহে—অথচ হস্তিসদৃশ বাহনের দ্বারা বাহিত। তাঁহার ধ্বজে গৃধ্ররাজ বিরাজিত। গৃধ্ররাজের নেত্রদ্বয় বিশাল এবং পাখা ও পদদ্বয় চঞ্চল। গৃধ্ররাজ অনবরত চীৎকার করিতেছে। ধ্বজের পতাকাটি রক্তের দ্বারা রঞ্জিত।[৪]

অশ্বত্থামা, কর্ণ, দুর্যোধন প্রমুখ বীরগণ পুনঃ পুনঃ ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধে পরাজিত

হইয়াছেন। ভীমসেনের পরম শত্রু 'অলায়ুধ'-নামক রাক্ষস ঘটোৎকচের দ্বারা নিহত হইলে দুর্যোধন আপনার জীবনের আশাও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।[৫]

ঘটোৎকচ নানাবিধ মায়া অবলম্বন করিয়া রাত্রিকালেও অন্তরীক্ষ হইতে যুদ্ধ করিতে বিশেষ পটু ছিলেন। মহাযুদ্ধের চতুর্দশ দিবসে রাত্রিকালে তাঁহার নানাবিধ যুদ্ধকৌশলে কৌরবসেনা 'ত্রাহি ত্রাহি' চীৎকার করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ পর্যন্ত ঘটোৎকচের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রে প্রমাদ গণিতে লাগিলেন। দুর্যোধন-প্রমুখ কৌরবপক্ষীয় বীরগণের কাতর প্রার্থনায় কর্ণ তাঁহার বাসবদত্তা একবীরঘাতিনী বৈজয়ন্তী-শক্তি (অর্জুনের বধের নিমিত্ত সযত্নে রক্ষিতা) নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলেন। সেই শক্তি ঘটোৎকচের মর্মস্থলে বিদ্ধ হইলে পর—

পতদ্রক্ষঃ স্বেন কায়েন তূর্ণ-
মতিপ্রমাণেন বিবর্দ্ধতা চ।
প্রিয়ং কুর্ব্বন্ পাণ্ডবানাং গতাসু—
রক্ষৌহিণীং তব তূর্ণং জঘান॥ দ্রো ১৭৭।৬২

—(সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন।) বিদ্ধমর্মা রাক্ষস দেহকে বহুগুণে বর্দ্ধিত করিয়া মরিয়াও পাণ্ডবগণের উপকারের উদ্দেশ্যে তোমার সৈন্যদের উপরে পতিত হইল। তাহার দেহের চাপে তোমার এক অক্ষৌহিণী সৈন্য পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

ঘটোৎকচের উপর কর্ণের সযত্নসঞ্চিতা শক্তি নিক্ষিপ্ত হওয়ায় কৃষ্ণ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার আনন্দের দুইটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ অর্জুন বিপন্মুক্ত হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ ঘটোৎকচ ছিলেন দেবদ্বিজের বিদ্বেষী। সুতরাং এই যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু না হইলে কৃষ্ণকেই তাঁহার নিধনের অন্য পথ করিতে হইত। কৃষ্ণ স্পষ্ট ভাষায় অর্জুনকে এই কথা বলিয়াছেন।[৬]

ঘটোৎকচের মৃত্যুতে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া বিলাপ করিযাছেন। কৃষ্ণ সান্ত্বনা-বচনে তাঁহার শোকবেগ অপনোদন করিতে চাহিলে তিনি

বিমৃজ্য নেত্রে পাণিভ্যাং কৃষ্ণং বচনমব্রবীৎ। ইত্যাদি। দ্রো ১৮২।২৬-৬৭

—দুই হাতে অশ্রুজল মুছিয়া কৃষ্ণকে বলিয়াছেন—হে মহাবাহো, অকৃতজ্ঞতা ব্রহ্মহত্যার সমান। অর্জুন অস্ত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত ইন্দ্রলোকে যাত্রা করিলে ঘটোৎকচ কাম্যক-বনে আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদের সহিত দীর্ঘকাল বাস করিয়াছে। গন্ধমাদন যাত্রাকালে সে আমাদের পরম সহায় ছিল। পরিশ্রান্তা দ্রৌপদীকে পিঠে করিয়া সে পথ চলিয়াছে। সে মহাত্মা ছিল। রণক্ষেত্রে সে যেরূপ বিক্রম প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। সে আমার অতি প্রিয় এবং ভক্ত ছিল। আমি তাহাকে সহদেবের ন্যায় স্নেহ করিতাম। অভিমন্যুর নিধনকালে অর্জুন উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু এই ঘটনা ভীমার্জুন ও তোমার সাক্ষাতেই ঘটিয়া গেল। ইহা আমার সমধিক শোকের কারণ।

অতঃপর কৃষ্ণ এবং ব্যাসদেব নানাপ্রকার সান্ত্বনা-বচনে যুধিষ্ঠিরকে কথঞ্চিৎ শোকমুক্ত করিয়াছিলেন।

ঘটোৎকচের পুত্র অঞ্জনপর্বাও কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অশ্বত্থামার বাণে নিহত হইয়াছেন।[৭]

অর্জুনপুত্র ইরাবান্‌ও (উলূপীর গর্ভজাত) কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের অষ্টম দিবসে বকরাক্ষসের সুহৃৎ এবং ভীমসেনের শত্রু রাক্ষস আর্যশৃঙ্গির খড়্গাঘাতে নিহত হইয়াছিলেন।[৮]

---

১ আদি ১৫৫।৪৫

২ বন ১৪৪তম ও ১৪৫তম
৩ বন ১৫৭তম অ।
৪ দ্রো ১৫৪।৫৭-৬০
৫ দ্রো ১৭৬তম অ।
৬ দ্রো ১৭৯তম অ।
৭ দ্রো ১৫৪।৯০
৮ ভী ৯০।৭৭

পরিক্ষিৎ

পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে একমাত্র অর্জুনেরই বংশধর ছিলেন। অপর সকলের পুত্রগণই নিঃসন্তান অবস্থায় নিহত হন। পরিক্ষিতের জনক অভিমন্যু এবং জননী মৎস্যরাজ বিরাটের দুহিতা উত্তরা। পিতৃবধে কুপিত অশ্বত্থামা পৃথিবীকে পাণ্ডবশূন্য করিবার উদ্দেশ্যে অভিমন্ত্রিত ব্রহ্মশিরো-নামক দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন। দেবর্ষি নারদ, মহর্ষি ব্যাসদেব প্রমুখ মহামান্য ব্যক্তিগণের অনুরোধেও অসামর্থ্যবশতঃ অশ্বত্থামা অস্ত্রসংহরণ করিতে পারেন নাই। পরিক্ষিৎ তখন মাতৃগর্ভে ছিলেন। ব্রহ্মশির-অস্ত্রের দ্বারা অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণের কোন অনিষ্ট করিতে পারেন নাই, অগত্যা নিরুপায় হইয়া অশ্বত্থামা উত্তরার গর্ভে সেই অমোঘ দিব্যাস্ত্রকে প্রেরণ করিয়াছেন। নিরুপায় অশ্বত্থামা বিপন্ন হইয়া সবিনয়ে ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন—'ভগবন্, আমি একটি ইষীকা-(শরকাঠি)রূপে এই দিব্যাস্ত্রকে উত্তরার গর্ভে নিক্ষেপ করিব।

> ন চ শক্তোঽস্মি ভগবন্ সংহর্ত্তুং পুনরুদ্যতম্।
> এতদস্ত্রমতশ্চৈব গর্ভেষু বিসৃজাম্যহম্ ॥ সৌ ১৫।৩২

— ভগবন্,এই উদ্যত অস্ত্রের সংহরণে আমার ক্ষমতা নাই। অতএব আমি উত্তরার গর্ভেই এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছি।

কৃষ্ণ তখনই অশ্বত্থামাকে বলিয়াছেন যে, গর্ভস্থ সন্তান মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইলেও সে দীর্ঘজীবন লাভ করিবে। পরন্তু শিশুর জীবনহন্তা বলিয়া অশ্বত্থামার এই দুষ্কর্মের কুখ্যাতি কখনও দূর হইবে না।[১]

যুধিষ্ঠির হস্তিনার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অশ্বমেধ-যজ্ঞের উদ্যোগ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার জ্ঞাতি ও বান্ধববর্গকে লইয়া হস্তিনায় উপস্থিত হইয়াছেন। এই সময়ে পরিক্ষিৎ মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হন। অন্তঃপুরে মহিলাগণের করুণ আর্তনাদ শোনা যাইতেছে। কুন্তী, সুভদ্রা ও দ্রৌপদী কাঁদিতে কাঁদিতে কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ সকলকে আশ্বাস দিয়া সূতিকাগারে প্রবেশ করিতেই উত্তরা অতি করুণ ক্রন্দনে বিলাপ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণও যেন সেই ক্রন্দনে বিচলিত হইয়াছেন। তিনি সকলকে সান্ত্বনা দিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, নিশ্চয়ই তিনি এই শিশুর দেহে প্রাণ সঞ্চার করিবেন। কৃষ্ণ বলিলেন—

> যথা সত্যঞ্চ ধর্ম্মশ্চ ময়ি নিত্যং প্রতিষ্ঠিতৌ।
> তথা মৃতঃ শিশুরয়ং জীবতাদভিমন্যুজঃ ॥ অশ্ব ৬৯।২২

—আমি কখনও সত্য ও ধর্ম হইতে বিচ্যুত হই নাই। আমার সেই সত্য ও ধর্মের বলে অভিমন্যুজ জীবন লাভ করুক।

কৃষ্ণ এইরূপ বলিবামাত্র গতপ্রাণ শিশুর দেহ স্পন্দিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণের কৃপায় ব্রহ্মাস্ত্র প্রতিসংহৃত হইয়াছে দেখিয়া সকলেই পরম প্রীত হইলেন। উত্তরা পুত্রকে কোলে

লইয়া ভক্তিভরে কৃষ্ণের চরণে পতিত হইয়াছেন। কৃষ্ণ বহু ধনরত্ন দ্বারা শিশুটিকে আশীর্বাদ করিয়া

. নাম চাস্যাকরোৎ প্রভুঃ।
পিতুস্তব মহারাজ সত্যসন্ধো জনার্দ্দনঃ ॥
পরিক্ষীণে কুলে যস্মাজ্জাতোঽয়মভিমন্যুজঃ
পরিক্ষিদিতি নামাস্য ভবত্বিত্যব্রবীত্তদা ॥
অশ্ব ৭০।১০-১২। (আদি ৪৯।১৪। আদি ৯৫।৮৪)

—(বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলিতেছেন—) মহারাজ, সত্যসন্ধ জনার্দন তোমার পিতার নামকরণ করিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, যেহেতু এই অভিমন্যুতনয় পরিক্ষীণ (বংশধরগণের মৃত্যুতে লুপ্তপ্রায়) বংশে জাত হইয়াছে, সেইহেতু ইহার নাম হউক—'পরিক্ষিৎ'।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১২।১৬) পাওয়া যায়—বিষ্ণুর (কৃষ্ণ) দ্বারা জীবন প্রদত্ত হওয়ায় তাঁহার অপর নাম ছিল—'বিষ্ণুরাত'। পরিক্ষিৎ জননীর গর্ভধারণের ষষ্ঠ মাসে অকালে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।[১]

আচার্য কৃপ হইতে পরিক্ষিৎ শস্ত্রবিদ্যা লাভ করিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রেও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলিতেছেন—

ধনুর্ব্বেদে তু শিষ্যোঽভূন্নৃপঃ শারদ্বতস্য সঃ।
গোবিন্দস্য প্রিয়শ্চাসীৎ পিতা তে জনমেজয় ॥

রাজধর্ম্মার্থকুশলো যুক্তঃ সর্ব্বগুণৈর্ব্বৃতঃ ॥
জিতেন্দ্রিয়শ্চাত্মবাংশ্চ মেধাবী ধর্ম্মসেবিতা।
ষড়্‌বর্গজিন্মহাবুদ্ধির্নীতিশাস্ত্রবিদুত্তমঃ ॥ আদি ৪৯।১৩-১৬

—এই বর্ণনা হইতে জানা যায়, পরিক্ষিৎ সর্বগুণসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন।

তিনি মদ্রেশ্বরদুহিতা মাদ্রবতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম ছিল—জনমেজয়।[২]

পরিক্ষিতের বয়স যখন ছত্রিশ বৎসর, তখন কৃষ্ণ দেহত্যাগ করিয়াছেন। হস্তিনায়ও নানাবিধ দুর্লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল।[৩]

এবার পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থানের সময় উপস্থিত। যুধিষ্ঠির পরিক্ষিতের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করিয়া তাঁহাকে হস্তিনার সিংহাসনে বসাইয়াছেন এবং সুভদ্রা, যুযুৎসু ও কৃপাচার্যের হাতে প্রিয় পৌত্রকে সঁপিয়া দিয়া কৃষ্ণা ও ভ্রাতৃগণ সহ মহাযাত্রা করিয়াছেন।[৪]

পরিক্ষিৎ চব্বিশ বৎসর কাল বিশেষ যোগ্যতার সহিত প্রজাপালন করিয়াছিলেন।[৫] তাঁহার দেহত্যাগের বিবরণ অতিশয় করুণ। ষাট বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। জনমেজয়ের জিজ্ঞাসার উত্তরে তাঁহার মন্ত্রিগণ বলিয়াছেন—"রাজন্, তোমার পিতা পাণ্ডুর ন্যায় অত্যধিক মৃগয়াসক্ত ছিলেন। প্রায়ই তিনি আমাদের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া মৃগয়ায় যাত্রা করিতেন। একবার তিনি মৃগয়ায় গিয়া একটি হরিণকে বাণবিদ্ধ করেন। হরিণটি পলায়ন করিলে পর তিনিও তাহাকে অনুসরণ করিয়া পদব্রজেই ধনুর্বাণ লইয়া গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু বহু অন্বেষণেও বাণবিদ্ধ হরিণটিকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহার বয়স ষাট বৎসর, দেহ জরাগ্রস্ত। তিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া বনমধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে এক মুনিবরকে দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই মুনিকে অনেক প্রশ্ন

করিয়াও কোন উত্তর না পাইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। সেই মুনিবর মৌনব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রুদ্ধ নৃপতি তাহা বুঝিতে না পারিয়া মুনির স্কন্ধে একটি মরা সাপ ঝুলাইয়া দিলেন। মুনি তাঁহার ব্রত ভঙ্গ না করিয়া নিশ্চলভাবেই ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন। অতঃপর রাজা তাঁহার রাজপুরীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। সেই অনুপম শান্তপ্রকৃতি মুনির নাম ছিল—'শমীক। তাঁহার পুত্রের নাম—'শৃঙ্গী'। তিনি অতি তেজস্বী ও কোপনস্বভাব। শৃঙ্গী তখন পিতার কাছে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার এক বন্ধুর মুখে পিতার অপমানের বার্তা শুনিয়াই পরম ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি তোমার পিতাকে অভিসম্পাত করিলেন—'আমার নিরপরাধ তপস্বী পিতার স্কন্ধে যে-ব্যক্তি মরা সাপ ঝুলাইয়া তাঁহাকে অপমানিত করিয়াছে, আজ হইতে সপ্তম দিবসে মহানাগ তক্ষকের দংশনে তাহার মৃত্যু হইবে'।

মহামুনি শমীক পুত্রের মুখে এই শাপবৃত্তান্ত অবগত হইয়া 'গৌরমুখ' নামে তাঁহার এক শিষ্যকে রাজার নিকট পাঠাইয়া এই বৃত্তান্ত জানাইলেন এবং সতর্ক থাকিতে বলিলেন। এই ক্ষমাবতার ঋষি পুত্রকেও অতি ক্রোধের জন্য তিরস্কার করিয়াছিলেন। মুনিপুত্রের অভিসম্পাত ব্যর্থ হয় নাই। প্রাসাদস্থ নরপতি তক্ষকদংশনে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি"।[৭]

(শমীকের শিষ্যের মুখে অভিশাপবৃত্তান্ত শুনিয়াই আসন্নমৃত্যু অনুতপ্ত পরিক্ষিৎ জন্মসিদ্ধ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শুকদেবের মুখে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন।)

---

১ সৌ ১৬।৮, ৯
২ আদি ৯৫।৮৩
৩ আদি ৯৫।৮৫
৪ মৌ ১।১
৫ মহাপ্র ১ম অ।
৬ আদি ৪৯।১৭
৭ আদি ৪৯শ ও ৫০শ অ।
আদি ৪০শ—৪৩শ অ।

জনমেজয়

মাদ্রবতীর গর্ভে মহারাজ পরিক্ষিৎ চারিটি পুত্র লাভ করিয়াছিলেন—জনমেজয়, শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন।[১] জনমেজয় ব্যতীত অপর তিনজনের জীবনী মহাভারতে পাওয়া যায় না। পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর অতি শৈশবেই জনমেজয়ের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হইয়াছিল।

নৃপং শিশুং তস্য সুতং প্রচক্রিরে। আদি ৪৪।৬

বাল এবাভিষিক্তস্ত্বং সর্ব্বভূতানুপালকঃ। আদি ৪৯।১৮

তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।[২] তাঁহার শিক্ষাদীক্ষার কোন বিবরণ জানা যায় না। তাঁহার জীবনে বীরত্বের কোন দৃষ্টান্ত না পাইলেও তিনি যে বিদ্বান্ ও গুণগ্রাহী ছিলেন—এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

জনমেজয়ের পত্নীর নাম ছিল 'বপুষ্টমা'। তিনি ছিলেন কাশীরাজ সুবর্ণবর্মার দুহিতা। বপুষ্টমার গর্ভে দুইটি পুত্রের জন্ম হয়—'শতানীক' ও 'শঙ্কুকর্ণ'। শতানীকের পত্নী ছিলেন বিদেহরাজপুত্রী। তাঁহার পুত্রের নাম 'অশ্বমেধদত্ত'।[৩]

(কুরুবংশের অধস্তন বংশধর অশ্বমেধদত্তের পরে আর কাহারও নাম মহাভারতে উল্লিখিত হয় নাই।)

জনমেজয়ই মহাভারতের আদি শ্রোতা। তাঁহার সর্পসত্রে গুরুর আদেশে ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন ভারতকথা শোনাইয়াছিলেন।[৪]

জনমেজয় কুরুক্ষেত্রে ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এক যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। সেই যজ্ঞে একটি সারমেয় (কুকুর) উপস্থিত হইলে জনমেজয়ের ভ্রাতৃগণ তাহাকে প্রহার করেন। কুকুরটি চীৎকার করিতে করিতে তাহার জননীর নিকট চলিয়া গেল। পুত্রের নিকট হইতে তাহার দুঃখের বৃত্তান্ত শুনিয়া দেবশুনী সরমা জনমেজয় ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের নিকট উপস্থিত হইল। সে পরম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—'আমার পুত্র তোমাদের যজ্ঞের হবিঃ অবলোকন করে নাই, লেহনও করে নাই। তাহাকে কি নিমিত্ত প্রহার করা হইল?' এই প্রশ্নে সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন। ক্রুদ্ধা সরমা অভিসম্পাত করিল—

যস্মাদয়মভিহতোঽনপকারী তস্মাদদৃষ্টং ত্বাং ভয়মাগমিষ্যতীতি। আদি ৩।৯

—যেহেতু তোমরা এই নিরপরাধকে প্রহার করিয়াছ, সেইহেতু অতর্কিতভাবে তোমাদের ভয়ের কারণ উপস্থিত হইবে।

দেবশুনীর এই অভিসম্পাতে জনমেজয় ভীত ও বিষণ্ণ হইলেন। যজ্ঞ সমাপ্তির পর তিনি হস্তিনায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার এই পাপকৃত্যের শান্তির নিমিত্ত তিনি উপযুক্ত পুরোহিতের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। একদা মৃগয়াগত নৃপতি জনমেজয় এক ঋষির আশ্রম দেখিতে পাইলেন। সেই আশ্রমের ঋষি—শ্রুতশ্রবাঃ। ঋষির একজন তপস্বী পুত্র ছিলেন। তাঁহার নাম—সোমশ্রবাঃ। নৃপতি সবিনয়ে সোমশ্রবাকে পৌরোহিত্যে বরণ

করিতে চাহিলেন। তাঁহার পিতা বলিলেন—'আমার এই পুত্র সর্পীর গর্ভজাত, মহাতপস্বী ও বিদ্বান। এই পুত্রটি মহাদেবের অভিসম্পাত ব্যতীত আর সর্বপ্রকার পাপকৃত্যের শান্তি করিতে সমর্থ। পরন্তু ইহার একটি নিগূঢ় ব্রত রহিয়াছে। ব্রতটি এই—কোন ব্রাহ্মণ ইহার নিকট কিছু যাচ্ঞা করিলে সে তাহা নিশ্চয়ই দিবে। ইহা জানিয়াও যদি ইহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিতে চাও, তবে করিতে পার'। জনমেজয় প্রণামপূর্বক মহাসম্মানে ঋষিপুত্রকে হস্তিনায় লইয়া গিয়া ভ্রাতৃগণকে বলিলেন—'আমি এই উপাধ্যায়কে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়াছি। ইঁহার আদেশ নির্বিচারে পালন করিবে।' ভ্রাতৃগণ তাহাই করিতেন।

একদা জনমেজয় তক্ষশিলায় যাইয়া সেই দেশ জয় করিয়া হস্তিনায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।

বেদ-নামক একজন বহুশ্রুত তপস্বী উপাধ্যায়কেও নৃপতি জনমেজয় এবং নৃপতি পৌষ্য উপাধ্যায়ত্বে বরণ করিয়াছিলেন।' উতঙ্ক-নামে উপাধ্যায় বেদের একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন। গুরুদক্ষিণা দানের সময় মহানাগ তক্ষক উতঙ্ককে সমধিক কষ্ট দেন। উতঙ্ক তক্ষকের দুর্ব্যবহার ভুলিতে পারেন নাই। তক্ষককে উপযুক্ত শাস্তি দিবার উপায় চিন্তা করিয়া তিনি হস্তিনায় রাজসমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। জয়াশীর্বাদে মন্ত্রিগণ-পরিবেষ্টিত রাজা জনমেজয়কে সম্বোধন করিয়া উতঙ্ক বলিতেছেন—

অন্যস্মিন্ করণীয়ে তু কার্য্যে পার্থিবসত্তম।
বাল্যাদিবান্যদেব ত্বং কুরুষে নৃপসত্তম ॥ আদি ৩।১৭৪

—হে নৃপসত্তম, তোমার অবশ্য করণীয় অপর কার্য রহিয়াছে। তাহা না করিয়া তুমি শিশুর মত অন্য (দেশ-বিজয়াদি) কার্য করিতেছ।

রাজা উতঙ্ককে সসম্মানে বলিলেন—'ভগবন্, আমি ধর্মপথে থাকিয়া প্রজাবর্গকে পালন করিতেছি। আমার অবশ্য-কর্তব্য আর কি কার্য করিতে হইবে, কৃপাপূর্বক আদেশ করুন'।

উতঙ্ক বলিলেন—

তক্ষকেণ মহীন্দ্রেন্দ্র যেন তে হিংসিতঃ পিতা।
তস্মৈ প্রতিকুরুষ ত্বং পন্নগায় দুরাত্মনে ॥
ইত্যাদি। আদি ৩।১৭৮-১৮৫

—হে নৃপশ্রেষ্ঠ, দুরাত্মা পন্নগ তক্ষক তোমার পিতাকে দংশন করিয়া হত্যা করিয়াছে। তুমি ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ কর। আমি মনে করি, তোমার মহাত্মা পিতার কথা স্মরণ করিয়া যথোচিত প্রতিকারের সময় উপস্থিত হইয়াছে। সেই অনপরাধী নৃপতি তক্ষকদংশনে বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই অহঙ্কৃত পন্নগাধম তোমার পিতাকে নিতান্ত অন্যায়ভাবে হত্যা করিয়াছে। বিষবৈদ্য ব্রহ্মর্ষি কাশ্যপ সেই নৃপতিকে পুনর্জীবিত করিবার নিমিত্ত যাইতেছিলেন, দুরাত্মা তক্ষক তাঁহাকে যাইতে দেয় নাই। মহারাজ, তুমি শীঘ্র সর্পসত্রের ব্যবস্থা করিয়া দুরাত্মা তক্ষককে ভস্মসাৎ কর—ইহাই আমার অভিপ্রায়। ইহাতে তোমার পিতার দুর্গতির প্রতিকার করা হইবে, আমারও বিশেষ প্রিয় কার্য সাধিত হইবে। গুরুদক্ষিণা দানের সময় এই দুষ্টমতি আমার অশেষ প্রতিকূলতা করিয়াছে।

এতচ্ছ্রুত্বা তু নৃপতিস্তক্ষকায় চুকোপ হ।
উতঙ্কবাক্যহবিষা দীপ্তোঽগ্নির্হবিষা যথা ॥
অপৃচ্ছৎ স তদা রাজা মন্ত্রিণস্তান্ সুদুঃখিতঃ।
উতঙ্কস্যৈব সান্নিধ্যে পিতুঃ স্বর্গগতিং প্রতি ॥ আদি ৩।১৮৬, ১৮৭

—উতঙ্ক হইতে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা জনমেজয়ের ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত হইল।

তিনি তক্ষকের উপর সমধিক ক্রুদ্ধ হইলেন। উতঙ্কের উত্তেজক বাক্য যেন সেই ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করিল। (তিনি পূর্বে এই বৃত্তান্ত শোনেন নাই।) উতঙ্কের সাক্ষাতেই মন্ত্রিগণ হইতে পিতার পরলোকগমনের বৃত্তান্ত শুনিতে চাহিলেন।

মন্ত্রিবর্গের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, বিশেষতঃ বিষবৈদ্য ব্রহ্মর্ষি কাশ্যপের আগমনে তক্ষক বাধা দিয়াছে—এই সংবাদ নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানিয়া জনমেজয় তক্ষকের আচরণে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেন। দুঃখে ও শোকে তাঁহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে মন্ত্রিগণকে বলিলেন—'আমি তক্ষককে সমুচিত শাস্তি দিতে চাই। শৃঙ্গীর অভিসম্পাত শুধু নিমিত্তমাত্র, প্রভূত ধনদানে কাশ্যপকে নিবারণ করিয়াই এই দুরাত্মা আপন সামর্থ্য প্রকাশ করিয়াছিল। আমি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইব এবং উতঙ্কের প্রীতি উৎপাদন করিব'।[২]

এবমুক্ত্বা ততঃ শ্রীমান্ মন্ত্রিভিশ্চানুমোদিতঃ।
আরুরোহ প্রতিজ্ঞাং স সর্পসত্রায় পার্থিবঃ॥ আদি ৫১।১

—এই বিষয়ে শ্রীমান্ মহীপতি মন্ত্রিবর্গেরও অনুমোদন লাভ করিয়া সর্পসত্রের অনুষ্ঠানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

ঋত্বিক্, পুরোহিত প্রমুখ মাননীয় ব্যক্তিগণকে তাঁহার সঙ্কল্পের বিষয় বলিলে তাঁহারাও সকলেই মহীপতিকে সমর্থন করিয়াছেন। দ্রব্যসম্ভার সংগৃহীত হইতে লাগিল। রাজা সর্পসত্রে দীক্ষিত হইলেন। বেদবিদ্‌গণের নির্দেশ অনুসারে তক্ষশিলায় যজ্ঞভূমি পরিমাপিত হইল। যজ্ঞায়তন মাপার পর বাস্তুবিদ্যাবিশারদ পৌরাণিক সূত্রধার জনমেজয়কে বলিলেন যে, যে স্থানে ও যে কালে এই পরিমাপনক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে সূচিত হইতেছে, কোনও ব্রাহ্মণ এই যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাইবেন। ইহা শুনিয়া জনমেজয় দৌবারিককে নির্দেশ দিলেন—তাঁহার অনুমতি না লইয়া কাহাকেও যেন যজ্ঞস্থলে প্রবেশাধিকার না দেওয়া হয়।[১]

যথাসময়ে যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। সর্পকুল মন্ত্রবলে প্রজ্বলিত হুতাশনে পতিত হইয়া দগ্ধ হইতে লাগিল। বেদব্যাস, কৌৎস, চণ্ডভার্গব, শ্বেতকেতু, অসিত, দেবল প্রমুখ বেদজ্ঞ মুনিঋষিগণ সেই মহাযজ্ঞে বিভিন্ন কর্মে বৃত হইয়াছিলেন। এই ঘোর বিপদে নাগরাজ বাসুকির মাথা ঘুরিতে লাগিল। তিনি কাতরস্বরে তাঁহার ভগিনী জরৎকারুকে বলিলেন, 'বৎসে, তোমার গর্ভজাত (জরৎকারু-মুনির পুত্র) আমার বেদবিত্তম ভাগিনেয় আস্তীক এই বিপদে আমাদিগকে রক্ষা করিবে—স্বয়ং ব্রহ্মা ইহা বলিয়াছেন। এখন তোমার পুত্রের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর'।

জননীর আদেশে আস্তীক বাসুকিকে অভয় দিয়া যজ্ঞভূমির উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। প্রবেশ-দ্বারে দৌবারিক তাঁহাকে বাধা দিলে তিনি দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া অনবদ্য ভাষায় উচ্চকণ্ঠে রাজা জনমেজয়, যজ্ঞ-বৃত মুনিঋষিগণ ও যজ্ঞাগ্নির স্তুতিগান আরম্ভ করিয়াছেন। যজ্ঞভূমিতে উপবিষ্ট সকলেই এই স্তুতি শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। জনমেজয় এই ব্রাহ্মণবালককে বর দিতে চাহিলে তক্ষক না আসা পর্যন্ত হোতা রাজাকে বারণ করিয়াছেন। এদিকে তক্ষক প্রাণভয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়াছেন। হোতার মন্ত্রশক্তিতে ইন্দ্রও ভয় পাইয়া শরণাগত তক্ষককে ত্যাগ করিলেন। তক্ষক অবশ হইয়া আকাশমার্গে ঘুরিতে ঘুরিতে যজ্ঞাগ্নির দিকে আসিতেছেন দেখিয়া ঋত্বিগ্‌বৃন্দ রাজাকে বলিলেন যে, এখন তিনি আস্তীককে বর দিতে পারেন। রাজা উল্লসিত হইয়া আস্তীককে বর গ্রহণের কথা বলিবা-মাত্র আস্তীক প্রার্থনা করিয়াছেন—

বরং দদাসি চেম্মহ্যং বৃণোমি জনমেজয়।
সত্রং তে বিরমত্বেতন্ন পতেয়ুরিহোরগাঃ ॥ আদি ৫৬।২১

—যদি বর দিতে চাও, তবে আমি চাহিতেছি—তোমার এই যজ্ঞ বিরত হউক, আর যেন সর্পগণ এই যজ্ঞাগ্নিতে পতিত না হয়।

রাজা দুঃখিত হইয়া আস্তীকের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, এই বর ব্যতীত তিনি অপর যে-কোন বর দিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি অগণিত ধনরত্ন দিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু আস্তীক আর কিছুই লইতে চাহিলেন না। অবশেষে সত্যভঙ্গের ভয়ে রাজাকে বিষণ্ণ দেখিয়া সকল ঋত্বিক্ই

রাজানমূচুঃ সহিতা লভতাং ব্রাহ্মণো বরম্। আদি ৫৬।২৭

—একবাক্যে রাজাকে বলিলেন—ব্রাহ্মণ বর লাভ করুন।

তক্ষক অন্তরীক্ষেই রহিয়াছেন। এমন সময় রাজা বলিতে বাধ্য হইলেন—

সমাপ্যতামিদং কর্ম্ম পন্নগাঃ সন্ত্বনাময়াঃ।
প্রীয়তাময়মাস্তীকঃ সত্যং সূতবচোঽস্তু তৎ ॥ আদি ৫৮।৮

—এই যজ্ঞ সমাপন করুন, সর্পকুল সুখী হউক, আস্তীক প্রীত হউন, যজ্ঞায়তন মাপিবার সময়ই যে সূত্রধার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই বাণী সত্য হউক।

রাজা সকলকে ভূরি দান-দক্ষিণার দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া অবভৃথ- (যজ্ঞান্ত) স্নান করিয়াছেন। অতঃপর তিনি তক্ষশিলা হইতে হস্তিনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।[৮]

পরে জনমেজয় অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়াছেন।[৯] (তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু জানিবার উপায় নাই। কারণ তাঁহার নিকটই বৈশম্পায়ন মহাভারত কীর্তন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার শেষ জীবনের কোন কথা মহাভারতে থাকিবার নহে।)

---

১ আদি ৩।১
২ আদি ৪৯।১৮
৩ আদি ৯৫।৮৬।আদি ৪৪।৮
৪ আদি ৫৯তম ও ৬০তম অ।
৫ আদি ৩।৮২
৬ আদি ৫০।৪৪-৫৪
৭ আদি ৫১শ অ।
৮ আদি ৫৮।১০-১৫
৯ আদি ৫৮।১৬। স্বর্গা-৫।৩২-৩৪

দ্রোণাচার্য

আচার্য দ্রোণ ভরদ্বাজমুনির পুত্র। তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে দুইপ্রকার বিবরণ পাওয়া যায়—

ভরদ্বাজস্য চ স্কন্দং দ্রোণ্যাং শুক্রমবর্দ্ধত।
মহর্ষেরুগ্রতপসস্তস্মাদ্ দ্রোণো ব্যজায়ত ॥ আদি ৬৩।১০৬

—উগ্রতপাঃ মহর্ষি ভরদ্বাজের শুক্র দ্রোণীতে (পর্বত-গুহায়) ক্ষরিত হইয়াছিল। সেই শুক্র হইতে দ্রোণের জন্ম।

অন্যত্র বলা হইয়াছে—গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বারে) মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল। একদা মহর্ষি অন্যান্য ঋষিগণের সহিত গঙ্গাস্নানে গিয়া রূপযৌবনসম্পন্না অপ্সরা ঘৃতাচীকে দেখিতে পাইলেন। মহর্ষির মানসিক চাঞ্চল্যবশতঃ শুক্রক্ষরণ হইল। তিনি একটি দ্রোণে (যজ্ঞিয় কলশে) সেই শুক্র রাখিলেন।

ততঃ সমভবদ্‌দ্রোণঃ কলশে তস্য ধীমতঃ। আদি ১৩০।৩৮

—সেই ধীমান্ মহর্ষির কলশে দ্রোণের জন্ম হইল।

এই অযোনিসম্ভব মহর্ষিতনয় 'দ্রোণ'-নামেই খ্যাত হইয়াছিলেন।

অধ্যগীষ্ট স বেদাংশ্চ বেদাঙ্গানি চ সর্ব্বশঃ। আদি ১৩০।৩৮

—তিনি সমগ্র বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

সম্ভবতঃ পিতাই তাঁহার গুরু ছিলেন। অগ্নিপুত্র মহর্ষি অগ্নিবেশ ভরদ্বাজ হইতে আগ্নেয়াস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনিই তাঁহার গুরুপুত্র দ্রোণের শস্ত্রগুরু।

বৃহস্পতের্বৃহৎকীর্ত্তের্দ্দেবর্ষের্ব্বিদ্ধি ভারত।
অংশাদ্ দ্রোণং সমুৎপন্নং ভারদ্বাজমযোনিজম্ ॥ ইত্যাদি। আদি ৬৭।৬৯-৭১

—বৃহৎকীর্ত্তি দেবর্ষি বৃহস্পতির অংশে ভরদ্বাজ-ঋষি হইতে অযোনিজ দ্রোণের উৎপত্তি হইয়াছিল। বেদে এবং ধনুর্বেদে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তিনি বরিষ্ঠ, বিচিত্রকর্মা ও স্বকুলবর্দ্ধন।

পাঞ্চালরাজ পৃষত ভরদ্বাজের সখা ছিলেন। তাঁহার পুত্র দ্রুপদ দ্রোণের সমবয়স্ক ও সতীর্থ। দ্রুপদ সর্বদাই ভরদ্বাজের আশ্রমে যাতায়াত করিতেন এবং দ্রোণের সঙ্গে অধ্যয়ন ও খেলাধূলা করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর দ্রুপদ পাঞ্চালের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে মহর্ষি ভরদ্বাজও স্বর্গত হইয়াছেন। দ্রোণ পিতার আশ্রমে থাকিয়াই কঠোর তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন—

তত্রৈব চ বসন্ দ্রোণস্তপস্তেপে মহাতপাঃ। আদি ১৩০।৪৪

পরন্তু অশরীরী পিতার আদেশে তাঁহাকে পুত্রার্থে দার-পরিগ্রহ করিতে হইল।

শারদ্বতীং ততো ভার্য্যাং কৃপীং দ্রোণোঽবিন্দত।
অগ্নিহোত্রে চ ধর্ম্মে চ দমে চ সততং রতাম্ ॥ আদি ১৩০।৪৬

—উগ্রতপাঃ মহর্ষি শরদ্বান্ গৌতমের কন্যা কৃপীকে দ্রোণ পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। কৃপী অগ্নিহোত্র, ধর্মকৃত্য এবং ইন্দ্রিয়সংযমে সতত নিরতা থাকিতেন।

(কৃপী মহারাজ শান্তনুকর্তৃক প্রতিপালিতা। আচার্য কৃপের জীবনীতে এই ঘটনা বিবৃত হইবে।)

গৌতমী কৃপীর গর্ভে দ্রোণের একটি পুত্র জন্মে। তাহার নাম অশ্বত্থামা। সংসারী হইয়াই দ্রোণ নিজের আর্থিক অনটন অনুভব করিতে লাগিলেন। পিতার আশ্রমে থাকিয়াই তিনি অতন্দ্রিতভাবে ধনুর্বেদের চর্চা করিতেছিলেন। একদা শুনিতে পাইলেন যে, মহাত্মা পরশুরাম বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিবেন এবং ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর অর্থ দান করিতেছেন। পবশুরামের শস্ত্রবিদ্যার খ্যাতিও তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনি তপস্বী শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া মহেন্দ্রপর্বতে পবশুরামেব আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। জামদগ্ন্যের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান কবিয়া দ্রোণ প্রণতিপূর্বক নিবেদন করিলেন—

আগতং বিত্তকামং মাং বিদ্ধি দ্রোণং দ্বিজোত্তমম্। আদি ১৩০।৫৮

—আমি ব্রাহ্মণকুলসম্ভব দ্রোণ। অর্থ-কামনায় আপনার নিকট আসিয়াছি।

পরশুরাম তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন—'হে তপোধন, সকল সম্পদ্ই আমি ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছি। আমার দেহ আর মহামূল্য অস্ত্রশস্ত্রগুলি রহিয়াছে। এইগুলির মধ্যে তুমি কি চাও, বল'।

শস্ত্রবিদ্যারত দ্রোণ প্রযোগ ও সংহরণ পদ্ধতির সহিত সরহস্য অস্ত্রশস্ত্রগুলিই চাহিলেন। পরম প্রীত পরশুরাম তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। দ্রোণ অতিশয় আনন্দিত হইয়া সেইসকল অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাঁহার প্রিয় সখা দ্রুপদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন।[১]

দ্রুপদ সমীপে উপস্থিত হইয়া দ্রোণ নিজেকে দ্রুপদের বন্ধুরূপে পরিচয় দিলে অহঙ্কারী দ্রুপদ ক্রুদ্ধ হইয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের বন্ধুত্ব অস্বীকার করেন এবং দরিদ্রের সহিত ধনীর যে বন্ধুত্ব হইতে পারে না, ইহা বলিতেও ছাড়েন নাই। এই ঘটনায় দ্রোণ বিশেষ অপমানিত হইয়া মনে মনে কি যেন ভাবিয়াছেন, তারপর কুরুরাজগণের রাজধানী হস্তিনাপুরীতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার শ্যালক গৌতম কৃপ সেখানে কুরু-পাণ্ডব কুমারগণের অস্ত্রগুরুরূপে সসম্মানে বাস করিতেছিলেন।

স নাগপুরমাগম্য গৌতমস্য নিবেশনে।
ভাবদ্বাজোঽবসত্তত্র প্রচ্ছন্নং দ্বিজসত্তমঃ ॥ আদি ১৩১।১৪

—ভারদ্বাজ দ্রোণ হস্তিনায় গৌতম কৃপের গৃহেই প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতে লাগিলেন।

তাঁহার পত্নী এবং পুত্র তাঁহারই সঙ্গে ছিলেন। কৃপাচার্যের শিক্ষাদানের পব দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাও রাজকুমারগণকে অস্ত্রশিক্ষা দিতেন। পরন্তু কেহই তাঁহাদের পরিচয় জানিতেন না।

একদা বীটা (ডাণ্ডাগুলি) দ্বারা খেলা করিবার সময় কুমারগণের কাষ্ঠগুলিকাটি এক জলশূন্য কূপে পড়িয়া গেল। কুমারেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা উদ্ধার করিতে পারিলেন না।

তেঽপশ্যন্ ব্রাহ্মণং শ্যামমাপন্নং পলিতং কৃশম্।
কৃত্যবন্তমদূরস্থমগ্নিহোত্রপুরস্কৃতম্ ॥ আদি ১৩১।২০

—তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, নিকটেই শ্যামবর্ণ, কৃশকায়, শুক্লকেশ এক ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্রের সম্মুখে অনুষ্ঠানে রত আছেন।

অন্যত্র তাঁহার আকৃতির বর্ণনায় দেখিতে পাই—

ততঃ শুক্লাম্বরধরঃ শুক্লযজ্ঞোপবীতবান্‌।
শুক্লকেশঃ সিতশ্মশ্রুঃ শুক্লমাল্যানুলেপনঃ ॥ আদি ১৩৪।১৯

—দ্রোণের পরিধানে শুক্ল বস্ত্র, স্কন্ধদেশে শুক্ল যজ্ঞোপবীত লম্বমান, তাঁহার কেশ ও শ্মশ্রু শুক্লবর্ণ, শুক্ল অনুলেপনে তাঁহার দেহ শোভিত।

এই সময়ে দ্রোণের যৌবন অতিক্রান্ত হইয়াছে। (কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সময় তাঁহার বয়স ছিল পঁচাশী বৎসর।)

কুমারগণ সেই ব্রাহ্মণকে বেষ্টন করিয়া তাঁহাদের গুলিকাটি উদ্ধারের নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। দ্রোণ স্মিতমুখে তাঁহাদিগকে ঈষৎ তিরস্কার করিয়া বলিলেন—'তোমরা ক্ষত্রিয়সন্তান হইয়াও এই গুলিকাটি তুলিতে পারিলে না? আমার এই অঙ্গুলিবেষ্টন কূপে ফেলিয়া দিতেছি। তোমাদের গুলিকা এবং এই মুদ্রিকা—দুইটিকেই আমি ইষীকা (শরকাঠি) দ্বারা তুলিব। আমাকে খাইতে দাও।'

অতঃপর দ্রোণ তাঁহার অঙ্গুলিস্থিত মুদ্রিকাটিও কূপে নিক্ষেপ করিলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন—'ব্রহ্মন্‌, কৃপাচার্যের অনুমতি পাইলে আমরা চিরকাল আপনাকে ভিক্ষা দিব'। দ্রোণ ঈষৎ হাসিয়া একটি ইষীকার দ্বারা গুলিকাটি বিদ্ধ করিলেন। পরে অপর ইষীকার দ্বাবা পূর্বক্ষিপ্ত ইষীকাকে বিদ্ধ করিলেন। এইভাবে ক্রমশঃ বিদ্ধ করিতে করিতে গুলিকাটি উদ্ধার করিলেন এবং ধনুর্বাণ ও ইষীকার দ্বারা মুদ্রিকাটিকেও কূপ হইতে তুলিলেন। এই দৃশ্যে কুমারগণ বিস্মিত হইয়া দ্রোণকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিয়াছেন। দ্রোণ বলিতেছেন—

আচক্ষধ্বঞ্চ ভীষ্মায় রূপেণ চ গুণৈশ্চ মাম্‌।
স এব সুমহাতেজাঃ সাম্প্রতং প্রতিপৎস্যতে ॥ আদি ১৩১।৩৫

—তোমরা আমার আকৃতি ও এই কাজের কথা ভীষ্মকে জানাইবে। সেই মহাতেজস্বী তাহাতেই আমাকে চিনিতে পারিবেন।

এই উক্তি হইতে বোঝা যায়—দ্রোণ তখনই শস্ত্রবিৎসমাজে সুপরিচিত। দ্রোণের কথাই সত্য হইল। কুমারগণের মুখে বৃত্তান্ত অবগত হইয়াই ভীষ্ম বুঝিতে পারিলেন যে, ইনি নিশ্চয়ই ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণ। কুমারগণের শস্ত্রগুরুর পদে বরণ করিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং ভীষ্ম দ্রোণকে আনিয়া সসম্মানে তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

দ্রোণ নিঃসঙ্কোচে আপনার করুণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে লাগিলেন—'আমি জটাজুটধারী ব্রহ্মচারী হইয়া ধনুর্বেদ শিক্ষার নিমিত্ত বহু বৎসর মহর্ষি অগ্নিবেশের চরণসেবা করিয়াছি। পাঞ্চালরাজের পুত্র যজ্ঞসেনও তখন মহর্ষি অগ্নিবেশের অন্তেবাসী ছিলেন। তিনি আমার সহাধ্যায়ী ও পরম প্রিয় সখা ছিলেন। তিনি তখন আমাকে বলিতেন যে, যখন তিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, তখন আমার আর কোনপ্রকার অর্থাভাব থাকিবে না। তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই সংসারী হইয়াছিলাম। বিরলকেশী মহাপ্রজ্ঞা গৌতমীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছি। আদিত্যের ন্যায় তেজস্বী একটি পুত্রও লাভ করিয়াছি। ধনীর সন্তানেরা গোদুগ্ধ পান করে দেখিয়া আমার শিশু পুত্রটিও দুগ্ধ পান করিতে চাহিল। আমি সমগ্র দেশ ভ্রমণ করিয়াও বিশুদ্ধ প্রতিগ্রহের দ্বারা একটি দুগ্ধবতী গাভী সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। কেহই এই দরিদ্র গৃহস্থকে ধেনুদান করিল না। ধনীর পুত্রগণ আমার পুত্রটিকে পিটুলিমিশ্রিত জলের দ্বারা প্রলুব্ধ করে। দুগ্ধজ্ঞানে তাহা পান করিয়াই শিশু পুত্রটি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। বালকেরা তাহাকে ঘিরিয়া নানাবিধ উপহাস করিতেছে দেখিয়া আমার অত্যন্ত দুঃখ হইল। বালকগণ আমাকেও ধিক্কার দিতে ছাড়িল না। ধনলোভে অপরের সেবা করিব

না—এই সঙ্কল্প মনে মনে পোষণ করিতাম, কিন্তু তখন আর চিত্ত স্থির রাখিতে পারিলাম না। আমি স্ত্রী-পুত্রকে সঙ্গে লইয়া প্রিয়সখা যজ্ঞসেনের নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি অতি কর্কশ বচনে আমার দারিদ্র্যকে এরূপ উপহাস করিলেন যে, এক' মুহূর্তও সেখানে থাকা সঙ্গত বোধ হইল না। মনে মনে একটি প্রতিজ্ঞা করিয়া তখনই সেই স্থান পরিত্যাগ-পূর্বক কুরুরাজ্যে উপস্থিত হইযাছি। আমি গুণবান্ শিষ্য চাই। এই উদ্দেশ্যেই আপনার বাজ্যে আসিয়াছি।'

দ্রোণের বচনে ভীষ্ম পরম প্রীত হইয়া বলিলেন—'বিপ্রর্ষে, কুরুবংশের রাজকুমারগণকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া আপন-গৃহের ন্যায় এখানে বাস করুন। আপনি কুরুবংশের প্রতিপালক হউন, সমগ্র রাজ্যই আপনার হাতে সমর্পণ করিলাম।

যচ্চ তে প্রার্থিতং ব্রহ্মন্ কৃতং তদিতি চিন্ত্যতাম।
দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি বিপ্রর্ষে মহান্মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ॥ আদি ১৩১।৭৯

—হে ব্রহ্মন্, আপনি যাহা চাহিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করা হইবে। আমাদেব সৌভাগ্যবশতঃ আপনি এখানে উপস্থিত হইয়া আমাকে পবম অনুগৃহীত করিযাছেন'।

ভীষ্ম সসম্মানে আচার্য দ্রোণকে বহু ধনবত্নের সহিত একটি উৎকৃষ্ট বাড়ী দান করিলেন এবং পৌত্রগণকে তাঁহার পাদমূলে সমর্পণ করিলেন। আচার্য সানন্দে কুরুপাণ্ডব কুমাবগণকে শিষ্যত্বে গ্রহণ কবিয়াই সস্নেহে তাঁহাদিগকে বলিলেন—'বৎসগণ, আমাব একটি বাসনা আছে, তোমরা অস্ত্রশস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া আমাব বাসনাটি পূর্ণ করিবে।' আচার্যের বাক্য শুনিযা অর্জুনব্যতীত সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন। শুধু অর্জুন প্রতিজ্ঞা কবিলেন যে, তিনি আচার্যেব বাসনা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন। আচার্য পুনঃ পুনঃ অর্জুনেব মস্তকাঘ্রাণ কবিযা তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক আনন্দাশ্রু বর্ষণ কবিতে লাগিলেন।' আচার্য পবম উৎসাহে শিয্যগণকে নানাবিধ দিব্যাস্ত্র ও মানুষাস্ত্রের প্রয়োগ-পদ্ধতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষাদানের সুখ্যাতিতে আকৃষ্ট হইযা নানা দেশ হইতে অসংখ্য ক্ষত্রিযকুমাব হস্তিনায আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছিলেন। বৃষ্ণিকুলেব অনেক কুমার এবং কর্ণও তাঁহাব নিকট হইতে ধনুর্বেদ শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার সকল শিষ্যের মধ্যেই অর্জুন ছিলেন শ্রেষ্ঠ। আপন পুত্র অশ্বথামাকেও তিনি ধনুর্বেদ শিক্ষা দিতেন এবং পুত্রের প্রতি তাঁহার পক্ষপাত ছিল।

কমণ্ডলুঞ্চ সর্ব্বেষাং প্রাযচ্ছচ্চিবকাবণাৎ।
পুত্রায চ দদৌ কুম্ভমবিলম্বনকারণাৎ॥ ইত্যাদি। আদি ১৩২।১৬-২৬

—আচার্য জল আনিবার নিমিত্ত শিষ্যগণের হাতে এক একটি কমণ্ডলু দিতেন এবং পুত্রের হাতে দিতেন কলস। কমণ্ডলু জলে পূর্ণ করিতে বিলম্ব হইবে, ইতিমধ্যে কলস শীঘ্র জলপূর্ণ করিয়া পুত্র পিতাব নিকট উপস্থিত হইলে সেই অবকাশে পুত্রকে কিছু অধিক শিক্ষা দিতেন। অর্জুন আচার্যের এই চালাকি বুঝিতে পারিয়া বারুণাস্ত্রের দ্বারা অতি শীঘ্র কমণ্ডলু পূর্ণ করিয়া আনিতেন। অর্জুন যাহাতে শব্দবেধী বাণক্ষেপ শিক্ষা করিতে না পারেন, সেই উদ্দেশ্যে আচার্য গোপনে পাচককে বলিয়াছিলেন যে, কখনও অর্জুনকে অন্ধকার স্থানে যেন খাদ্য না দেওয়া হয়। একদা রাত্রিতে অর্জুনের ভোজনকালে ঝড়ে প্রদীপ নিবিয়া গেল, কিন্তু অভ্যাসবশে অর্জুনের হাত মুখেই যাইতে লাগিল। এই ঘটনার পর অর্জুন অন্ধকারেও বাণাভ্যাস করিতে লাগিলেন। অর্জুনের নিকট সকল চালাকিই ব্যর্থ হইল। পরিশেষে আচার্য এই শিষ্যটির উপর পরম প্রীত হইয়া সস্নেহে আলিঙ্গনপূর্বক বলিলেন—

প্রযতিষ্যে তথা কর্ত্তুং যথা নান্যো ধনুর্দ্ধরঃ।

ত্বৎসমো ভবিতা লোকে সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে। আদি ১৩২।২৭

—এই জগতে অন্য কোন ব্যক্তি যাহাতে তোমার সমান ধনুর্ধর না হন, আমি তোমাকে সেইরূপ শিক্ষা দিতে যত্ন করিব। এই কথা তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি।

ইহার পর সর্বপ্রযত্নে তিনি শিষ্যগণকে, বিশেষতঃ অর্জুনকে নানাবিধ শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী কবিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষাদানের সুখ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। সহস্র সহস্র বিদ্যার্থী তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছেন।' তিনি 'ভারতাচার্য' উপাধিতে দেশ-বিদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ভরতকুলের অথবা ভারতীয় বীরগণের আচার্য—এই উভয় অর্থেই 'ভারতাচার্য' উপাধি প্রযুক্ত হইতে পারে। কৃষ্ণ অশ্বত্থামাকে বলিয়াছেন—

ভারতাচার্য্যপুত্রস্ত্বম্...। সৌ ১২।৩৫

অশ্বত্থামার উক্তিতেও পাওয়া যাইতেছে—

ভারতাচার্য্যঃ মে পিতা। সৌ ১২।১৩

একদা নিষাদাধিপতি হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য দ্রোণের পাদমূলে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিতে চাহিলেন।

ন স তং প্রতিজগ্রাহ নৈষাদিরিতি চিন্তয়ন্।
শিষ্যং ধনুষি ধর্ম্মজ্ঞস্তেষামেবান্ববেক্ষয়া ॥ আদি ১৩২।৩২

—আচার্য দ্রোণ তাঁহাকে ধনুর্বেদে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন নাই। গ্রহণ না করিবার দুইটি কারণ—প্রথমতঃ একলব্য নিষাদের পুত্র, দ্বিতীয়তঃ পাছে এই নিষাদপুত্র অর্জুনাদি অপেক্ষা অধিকতর ধনুর্ধর হইয়া উঠেন।

একলব্য অচার্যকে প্রণাম করিয়া এক অরণ্যে চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি দ্রোণের একটি মৃণ্ময়ী মূর্তি নির্মাণ করিয়া তাঁহারই চরণতলে বসিয়া অদম্য অধ্যাবসায়ের সহিত ধনুর্বিদ্যার অনুশীলন করিতেছিলেন। শ্রদ্ধা ও অধ্যবসায়ের ফলে তিনি বাণের বিমোক্ষ, আদান ও সন্ধান বিষয়ে অতিশয় ক্ষিপ্রহস্ত হইয়া উঠিলেন। একদিন কুরুপাণ্ডব কুমারগণ সেই অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে উপকরণবাহী একটি লোক ছিল এবং সেই লোকটির সঙ্গে একটি কুকুরও ছিল। কুমারগণ যখন বনে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন সেই কুকুরটি আপন মনে ভ্রমণ করিতে করিতে ধূলিধূসরিতদেহ কৃষ্ণাজিনজটাধর নিযাদপুত্রকে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। একলব্য এক মুহূর্তের মধ্যে শব্দমাত্র শুনিযা সেই কুকুরটির মুখে সাতটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার একটি বাণও ব্যর্থ হয় নাই। কুকুরটি বাণপূর্ণমুখে কুমারগণের নিকট ফিরিয়া আসিলে তাঁহারা বাণক্ষেপ্তার শব্দবেধিত্ব ও ক্ষিপ্রহস্ততায় বিস্মিত হইয়া সেই অসামান্য বীরপুরুষের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা গভীর অরণ্যে অনবরত বাণাভ্যাসকারী এক বিকৃতদর্শন ধনুর্ধরকে দেখিতে পাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। একলব্য আপন পরিচয় দিতে যাইয়া বলিতেছেন—

নিষাদাধিপতের্বীরা হিরণ্যধনুষঃ সুতম্।
দ্রোণশিষ্যঞ্চ মাং বিত্ত ধনুর্ব্বেদকৃতশ্রমম্ ॥ আদি ১৩২।৪৫

—হে বীরগণ, তোমরা আমাকে ধনুর্বেদ অভ্যাসকারী দ্রোণশিষ্য বলিয়া জানিবে। আমি নিযাদাধিপতি হিরণ্যধনুর পুত্র।

কুমারগণ অরণ্য হইতে ফিরিয়া আচার্যের নিকট সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন। অর্জুন নির্জনে আচার্যকে বলিলেন—'আপনি আমাকে সস্নেহে বলিয়াছিলেন যে, আপনার কোন

শিষ্যই আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইবেন না। আপনাব এই শিষ্য তো আমার চেয়ে অনেক বড দেখিতেছি'।

ইহা শুনিয়া দ্রোণ যেন মুহূর্তমধ্যে কি স্থির কবিয়া অর্জুন সহ সেই অবণ্যে যাত্রা করিলেন। তিনি জটাধর, শরাভ্যাসশীল মলিনাঙ্গ চীরবাসাঃ ধনুষ্পাণি একলব্যেব সমীপে উপস্থিত হইবামাত্র একলব্য পরম ভক্তিভরে আচার্যকে পূজা করিয়া আপনাকে শিষ্যরূপে পরিচয় দিযা যুক্তকবে দাঁডাইযা আছেন। দ্রোণ বলিলেন, 'তুমি যদি আমাব শিষ্য হও, তবে গুরুদক্ষিণা দান কব'। একলব্য গুরুর বচনে আপনাকে পবম কৃতার্থ বোধ করিয়া নিবেদন কবিলেন—

কিং প্রযচ্ছামি ভগবন্নাজ্ঞাপযতু মাং গুরুঃ।
ন হি কিঞ্চিদদেযং মে গুরবে ব্রহ্মবিত্তম॥ আদি ১৩২।৫৫

—হে ভগবন, আমি কি দক্ষিণা দিব, আপনি আজ্ঞা করুন। হে ব্রহ্মবিত্তম, গুরুকে আমাব অদেয কিছুই নাই।

আচার্য আদেশ কবিলেন—

(তমব্রবীৎ) ত্বযাঙ্গুষ্ঠো দক্ষিণো দীযতামিতি। আদি ১৩২।৫৬

—তোমাব দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠটি দান কব।

একলব্য দ্রোণের এই দারুণ বচন শুনিয়াও সত্যভ্রষ্ট হন নাই। তিনি

তথৈব হৃষ্টবদনস্তথৈবাদীনমানসঃ।
ছিত্ত্বাবিচার্য্য তং প্রাদাদ দ্রোণায়াঙ্গুষ্ঠমাত্মনঃ॥ আদি ১৩২।৫৮

—পূর্ব্ববৎ হৃষ্ট মুখে ও অদীন চিত্তে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া আপন দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠটি ছেদন করিযা দ্রোণকে দিলেন।

অতঃপর একলব্য আর আগের মত ক্ষিপ্র হস্তে বাণক্ষেপ কবিতে পারিলেন না। অর্জুন প্রীত হইলেন, অর্জুনের প্রতি দ্রোণের আশ্বাসবাণীও সত্য হইল। এই ঘটনায অর্জুন ও দ্রোণের চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছে। তাঁহাদেব, বিশেষতঃ দ্রোণের এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে তাঁহার উপর কেমন যেন ঘৃণা হয়। প্রত্যাখ্যাত শিষ্যেব অসাধাবণ শ্রদ্ধাভক্তি ও অধ্যবসায় তাঁহার চিত্তকে গুণগ্রহণে কিছুমাত্র উন্মুখ কবিতে পাবে নাই, পরন্তু সমধিক নিষ্ঠুর করিয়াছে।

আচার্যের শিষ্যগণ সকলেই কৃতবিদ্য হইয়াছেন। আচার্য বৃক্ষাগ্রে কৃত্রিম পাখী স্থাপন করিয়া এবং নদীতে কুমীরের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শিষ্যগণের লক্ষ্যবেধের কুশলতা পরীক্ষা করিয়াছেন। অর্জুন ব্যতীত কেহই সেইসকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। (দ্রষ্টব্য—অর্জুনের জীবনী।) প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে রাজ্যের অসংখ্য পুরুষ ও মহিলাগণের সাক্ষাতে আচার্য তাঁহার শিষ্যগণের রণকৌশল প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার শিক্ষাদানের অতুলনীয় দক্ষতায় সকলেই ধন্য ধন্য করিয়াছেন। এবার তিনি কুরুপাণ্ডবকুমারগণের নিকট গুরুদক্ষিণা চাহিলেন। শিষ্যগণকে ডাকিয়া তিনি আদেশ করিলেন—

পাঞ্চালরাজং দ্রুপদং গৃহীত্বা রণমূর্দ্ধনি।
পর্য্যানয়ত ভদ্রং বঃ সা স্যাৎ পরমদক্ষিণা॥ আদি ১৩৮।৩

—পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিবে। তোমাদের কল্যাণ হউক। তাহাই হইবে তোমাদের শ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণা।

শিষ্যগণ পরম উৎসাহে আচার্যকে পুরোবর্তী করিয়া পাঞ্চালাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পাঞ্চালাধিপতি দ্রুপদ প্রাণপণে তাঁহাদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করিযাছেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা

সফল হয় নাই। রাজকুমারগণ অমাত্যগণ সহ দ্রুপদকে বন্দী করিয়া আচার্য সমীপে লইয়া আসিলেন। দ্রোণাচার্য দ্রুপদকৃত অপমান স্মরণ করিয়া বলিলেন—'আমি বলপূর্বক তোমাকে বন্দী করাইয়াছি। এখন তোমার প্রাণ শত্রুর হাতে, তুমি আমার সখা, কি চাও, বল।' তারপর ঈষৎ হাস্য করিয়া পুনরায় বলিয়াছেন—'হে বীর, তোমার প্রাণ নাশ করিব না, আমি ব্রাহ্মণ, স্বভাবতঃ ক্ষমাশীল। তুমি আমার বাল্যকালের সখা। আমি পুনরায় তোমার সখ্য কামনা করি।'

বরং দদামি তে রাজন্ রাজ্যস্যার্দ্ধমবাপ্নুহি।
অরাজা কিল নো রাজ্ঞঃ সখা ভবিতুমর্হসি।
অতঃ প্রযতিতং রাজ্যে যজ্ঞসেন ময়া তব॥ আদি ১৩৮।৬৮,৬৯

—হে বাজন্, তোমার প্রতি এই অনুগ্রহ করিতেছি—তুমি আমার বিজিত পাঞ্চালরাজ্যের অর্ধেকের অধিপতি হইবে। আমি এখন পাঞ্চালের রাজা। সুতরাং তোমাকে রাজা না কবিলে তোমার সহিত সখ্য স্থাপিত হইবে না। এই নিমিত্তই তোমাকে অর্ধেক রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতেছি।

দ্রোণ দ্রুপদকে আরও বলিলেন—'তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরের অধিপতি হইবে, আর আমি উত্তর তীর অধিকার করিলাম। এবার সম্ভবতঃ আমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে'। এই বলিয়া দ্রোণ দ্রুপদকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতেও ত্রুটি করিলেন না। 'অহিচ্ছত্রা'পুরীতে দ্রোণের রাজধানী স্থাপিত হইল। (দ্রোণাচার্য নামে মাত্র রাজা হইলেন। দ্রুপদই সমগ্র রাজ্য শাসন করিতেন।)

আচার্য দ্রোণ দ্রুপদকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়াছেন। এই ঘটনায় ক্ষোভে ও অপমানে দ্রুপদের হৃদয় জ্বলিতে থাকিলেও বাহিরে তিনি সৌজন্য প্রদর্শন কবিতে ভোলেন নাই। আমরণ সখ্যবন্ধন অটুট রাখিবার নিমিত্ত তিনি দ্রোণকে অনুরোধ করিয়াছেন। এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত তিনি ক্ষাত্রশক্তিকে পর্যাপ্ত মনে করেন নাই, ব্রাহ্মণ্যশক্তির বলেই দ্রোণকে বলীয়ান্ মনে করিয়া উপযুক্ত পুত্র লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছেন।'

(দ্রুপদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞেব অগ্নি হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম হয়। এই ধৃষ্টদ্যুম্নই দ্রোণাচার্যের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন।')

পাণ্ডবগণের বলবীর্য দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন প্রভৃতি ঈর্ষান্বিত হইয়াছেন। পাণ্ডবগণকে পুড়াইয়া মারিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করিয়া বারণাবতে পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের সকল দুরভিসন্ধিই ব্যর্থ হইয়াছে। দ্রুপদপুরীর স্বয়ংবর-সভায় লক্ষ্যবেধ করিয়া অর্জুন দ্রুপদদুহিতা কৃষ্ণাকে লাভ করিয়াছেন এবং পঞ্চ পাণ্ডব কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা সমাতৃক দ্রুপদপুরীতেই বাস করিতেছেন এবং তাঁহাদের সহায়-সম্বল অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদুরের মুখে পাণ্ডবগণের অভ্যুদয়বার্তা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয় ঈর্ষায় দগ্ধ হইতেছিল, কিন্তু বাহিরে তিনি আনন্দই প্রকাশ করিলেন। বিদুব ও ভীষ্ম অন্ধরাজকে ও দুর্যোধনকে পরামর্শ দিলেন যে, পাণ্ডবগণকে হস্তিনায় আনাইয়া তাঁহাদের প্রাপ্য রাজ্যার্ধ প্রদান করা উচিত। নতুবা ভবিষ্যতে মহা অকল্যাণ ঘটিবে। ভীষ্মের ভাষণের পর আচার্য দ্রোণও ভীষ্মকে সমর্থন করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন যে, একজন প্রিয়ভাষী বিচক্ষণ ব্যক্তিকে প্রচুর ধনরত্ন সঙ্গে দিয়া অচিরে দ্রুপদপুরীতে প্রেরণ করা উচিত। ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহোপহার-স্বরূপ দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণকে সেইসকল ধনরত্ন দান করিয়া সেই ব্যক্তি প্রীতিপূর্বক নৃপতি দ্রুপদকে বলিবেন যে, তাঁহার সহিত এই সম্বন্ধ স্থাপনে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পরম আনন্দিত হইয়াছেন এবং নববধূ

সহ সমাতৃক পাণ্ডবগণকে তিনি পবম সমাদবে ও সস্নেহে হস্তিনায আহ্বান কবিতেছেন। পাণ্ডবগণেব প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে দুঃশাসন ও বিকর্ণ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা কবিবেন এবং তাঁহাবা এখানে উপস্থিত হইলে তাঁহাদেব পৈতৃক সম্পত্তি প্রত্যর্পণ কবা হইবে।

দ্রোণেব এই পবামর্শ শুনিযা কর্ণ স্থিব থাকিতে পাবিলেন না। তিনি ভীষ্ম ও দ্রোণকে তিবস্কাব কবিতেও কুণ্ঠা বোধ কবেন নাই। দ্রোণাচার্যও ধীবভাবে কর্ণকে মৃদু ভর্ৎসনা কবিযাছেন।

এই পবামর্শ-সভায দেখা যাইতেছে—আচার্য দ্রোণকে ধৃতবাষ্ট্র প্রমুখ কুরুকুলেব সকলেই তাঁহাদেব হিতৈষী ও ভীষ্মেব ন্যায মাননীয বলিযা মনে কবেন। ভীষ্ম ও দ্রোণেব বচনেব পব বিদুব পুনবায ধৃতবাষ্ট্রকে বলিযাছিলেন—

চিন্তযংশ্চ ন পশ্যামি বাজংস্তব সুহৃত্তমম।
আভ্যাং পুরুষসিংহাভ্যাং যো বা স্যাৎ প্রজ্ঞযাধিকঃ॥
ইমৌ হি বৃদ্ধৌ বযসা প্রজ্ঞযা চ শ্রুতেন চ।
সমৌ চ ত্বযি বাজেন্দ্র তথা পাণ্ডুসুতেষু চ॥ আদি ২০৫।৪,৫

—বাজন, ভীষ্ম ও দ্রোণ—এই উভয পুরুষসিংহ অপেক্ষা তোমাব আব কোন শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ আছেন বলিযা মনে হয না। ইঁহাদেব অপেক্ষা প্রজ্ঞাবানও আব কেহ নাই। এই উভযই বযস, প্রজ্ঞা ও বিদ্যায বৃদ্ধ। ইঁহাবা তোমাব উপব ও পাণ্ডবগণেব উপব সমদৃষ্টি।

মিতভাষী মহামতি বিদুব বৃথা কাহাবও স্তুতি বা নিন্দা কবেন না। তাঁহাব কথাব মূল্য আছে। তাঁহাব এই উক্তি হইতে কুরুবাজ্যে আচার্য দ্রোণেব সম্মান ও প্রভাবেব বিষয জানা যাইতেছে। ধৃতবাষ্ট্র আচার্যকে ঋষি বলিযাই মনে কবিতেন। তিনি বিদুবকে বলিযাছেন—

দ্রোণশ্চ ভগবানৃষিঃ। আদি ২০৬।১

—ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিবেব বাজসূয-যজ্ঞে সসম্মানে নিমন্ত্রিত হইযা আচার্যও উপস্থিত হইযাছেন। যুধিষ্ঠিব ভীষ্ম ও দ্রোণকে প্রধান পর্যবেক্ষক বা সদস্যেব পদে ববণ কবিযাছেন—

কৃতাকৃতপবিজ্ঞানে ভীষ্মদ্রোণৌ মহামতী। সভা ৩৫।৬

—দ্যূতক্রীডাব সভায আচার্য দ্রোণও উপস্থিত ছিলেন। যুধিষ্ঠিব দ্রৌপদীকে পণ বাখিলে পব বৃদ্ধগণ যুধিষ্ঠিবকে ধিক্কাব দিযাছেন। আব

ভীষ্মদ্রোণকৃপাদীনাং স্বেদশ্চ সমজাযত। সভা ৬৫।৪১

—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রমুখ ব্যক্তিগণেব শবীবে ঘাম দেখা দিল।

দ্রৌপদীব নানাবিধ লাঞ্ছনা দেখিযাও আচার্য তখনই সভা পবিত্যাগ কবেন নাই। তিনি নিজেকে ধৃতবাষ্ট্রেব অন্নপুষ্ট বলিযা মনে কবিতেন। এই দুর্বলতাব জনাই সম্ভবতঃ অন্যাযেব প্রতিবাদ কবিতে পাবেন নাই। অবশ্য পবে তিনিও ভীষ্মেব সহিত সভাগৃহ ত্যাগ কবিযা চলিযা গিযাছেন—

প্রাতিষ্ঠত ততো ভীষ্মো দ্রোণেন সহ সঙ্গতঃ। সভা ৮১।২৬

—দ্বিতীযবাব দ্যূতক্রীডায পবাজিত হইযা অবণ্যে যাত্রাব সময যুধিষ্ঠিব সকলেব নিকট হইতে বিদায গ্রহণ কবিতে গেলে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ ব্যক্তিগণ লজ্জায কোন কথা বলিতে পাবিলেন না—

মনোভিবেব কল্যাণং দধ্যুস্তে তস্য ধীমতঃ। সভা ৭৮।৪

—মনে মনে তাঁহাবা ধীমান্ যুধিষ্ঠিবেব কল্যাণ কামনা কবিলেন।

পাণ্ডবগণেব অবণ্যযাত্রাব পব কুরুবাজ্যে ভযানক দৈব দুর্লক্ষণ পবিলক্ষিত হইতে লাগিল। দেবর্ষি নাবদ অনেক মহর্ষিগণেব সহিত হস্তিনায উপস্থিত হইযা ধৃতবাষ্ট্রকে

বলিলেন যে, তখন হইতে তের বৎসর পরে দুর্যোধনের পাপের ফলে কৌরবগণ ভীমার্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন। এই কথা বলিয়াই দেবর্ষি অন্তর্হিত হইয়াছেন।

ততো দুর্যোধনঃ কর্ণঃ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ।
দ্রোণং দ্বীপমমন্যন্ত রাজ্যং চাস্মৈ ন্যবেদয়ন্॥ সভা ৮০।৩৬

—এই ঘটনার পর দুর্যোধন, কর্ণ এবং সুবলাত্মজ শকুনি দ্রোণকেই একমাত্র আশ্রয় মনে করিতেছিলেন এবং তাঁহার হাতেই রাজ্য সঁপিয়া দিলেন।

দ্রোণাচার্যও দুর্যোধনাদির তোষামোদে প্রসন্ন হইয়া বলিয়াছেন—'পাণ্ডবগণ দেবতার সন্তান এবং অবধ্য। তোমরা আমার শরণাগত, আমি তোমাদিগকে যথাশক্তি রক্ষা করিব। পরন্তু দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাকে বধ করিবেন—এই কথা আমার জানা আছে। তিনি নিশ্চয়ই যুদ্ধে পাণ্ডব-পক্ষে যোগ দিবেন। এখন হইতে চতুর্দশ বর্ষে ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইবে। তোমাদের পক্ষ হইতে পাণ্ডবপক্ষ বলবান্। অতএব আমার বিবেচনায় পাণ্ডবদের সহিত শান্তি স্থাপন করাই কল্যাণজনক হইবে।'

পাণ্ডবগণের বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের তের বৎসব প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে। দুর্যোধনের আশা আছে—যদি অজ্ঞাত বাসের সময় কোন-প্রকারে পাণ্ডবগণের খোঁজ বাহির করিতে পাবেন, তবে আরও বার বৎসর নির্বিঘ্নে রাজ্য ভোগ করিতে পারিবেন। তাঁহার গুপ্তচরেরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও পাণ্ডবগণের দেখা পাইল না। তাহারা ভাবিল, পাণ্ডবগণ আর বাঁচিয়া নাই। কর্ণ এবং দুঃশাসনও এইরূপই মনে করিতেছিলেন। আচার্য দ্রোণ পাণ্ডবগণের শৌর্যবীর্য ও চরিত্রবলের প্রশংসা কবিয়া বলিয়াছেন—পাণ্ডবগণের বিনাশ বা পরাভব কখনও সম্ভবপর নহে, তাঁহাবা পুণ্যবান্, তপস্বী, বুদ্ধিমান ও তেজস্বী।[৮]

পরে ভীষ্মও বলিয়াছেন—

যথৈব ব্রাহ্মণঃ প্রাহ দ্রোণঃ সর্ব্বার্থতত্ত্ববিৎ।
তদ্বাক্যমভিনন্দামি ন মেহস্ত্যত্র বিচারণা॥ বি ২৮।৪

—সর্বার্থতত্ত্ববিৎ ব্রাহ্মণ দ্রোণ যাহা বলিলেন, আমি সেই বাক্যকে অভিনন্দিত করি। সেই বাক্যের যথার্থতা বিষয়ে আমার কোন সংশয় নাই।

বিরাটরাজার গোহরণে আচার্যও দুর্যোধনের সঙ্গী হইয়াছেন। এই শ্রেণীর দুষ্কর্মে তিনি দুর্যোধনেব সহায়তা না করিলেই ভাল হইত, মনে করি।

সেখানে উত্তরের রথের নির্ঘোষ ও শঙ্খের নিনাদ শুনিয়াই আচার্য বলিয়াছেন—এই রথে নিশ্চয়ই সব্যসাচী রহিয়াছেন। সব্যসাচীর এই প্রশংসাবাদে কর্ণের গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। তিনি দুর্যোধনকে বলিলেন যে, আচার্যকে সেনাপতির পদে থাকিতে দিলে ভাল হইবে না। কারণ

অর্জুনে চাস্য সম্প্রীতিমধিকামুপলক্ষয়ে। বি ৪৭।২১

—অর্জুনের প্রতি ইঁহার সমধিক প্রীতি লক্ষ্য করিতেছি।

যুদ্ধারম্ভে অর্জুন আচার্যের পাদসমীপে দুইটি এবং কর্ণদ্বয়ের নিকট দিয়া দুইটি বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। আচার্য বুঝিলেন—শিষ্য তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।[৯]

দ্রোণাচার্যের রথের অশ্বগুলি ছিল লাল রং-এর।[১০] তাঁহার রথের ধ্বজে কমণ্ডলুবিভূষিত একটি স্বর্ণময়ী যজ্ঞবেদী ছিল। সেই বেদীটি কৃষ্ণাজিন-সমন্বিতা।[১১]

বিরাটপুরীতে দ্রোণের সহিত যুদ্ধারম্ভের পূর্বে অর্জুন আচার্যকে অভিবাদন করিয়া বলিয়াছেন যে, আচার্য প্রথমতঃ বাণক্ষেপ করিলেই তিনি প্রতিপ্রহার করিবেন—ইহাই

তাঁহার সঙ্কল্প। আচার্য শিষ্যের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।[১২]

গুরুশিষ্যের সেই তুমুল যুদ্ধে শিষ্যই জয়ী হইয়াছেন। পুত্র অশ্বত্থামার সহায়তায় বিপন্ন আচার্য কোনক্রমে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছেন।[১৩]

পাণ্ডবগণেব অজ্ঞাতবাস সমাপ্ত হইয়াছে। এবার তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট দূত পাঠাইয়া তাঁহাদের প্রাপ্য রাজ্যার্ধ ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনা জানাইয়াছেন। রাজ্যার্ধ প্রত্যর্পণ না করিলে পাণ্ডবগণ সত্যই যুদ্ধ করিবেন কি না—ইহা ভালরূপে বুঝিয়া আসিবার নিমিত্ত স্বার্থান্ধ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে উপপ্লব্যে পাঠাইলেন। সঞ্জয় ফিরিয়া আসিয়া হস্তিনার রাজসভায় সর্বসমক্ষে পাণ্ডবগণের মনোভাব প্রকাশ করিলে ধৃতরাষ্ট্র ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। পিতামহ ভীষ্ম সন্ধির নিমিত্ত দুর্যোধনকে নানাভাবে উপদেশ দিতে গিয়া কৃষ্ণার্জুনের নরনারায়ণত্ব কীর্তন করিলেন এবং অর্জুনের শক্তিসামর্থ্যের বর্ণনা করিয়া কিঞ্চিৎ ভয়ও প্রদর্শন করিলেন। এই সময়ে কর্ণের সাহঙ্কার বচনে ক্রুদ্ধ হইয়া পিতামহ অর্জুনের তুলনায় কর্ণের অত্যধিক ন্যূনতার কথা বলিতেও ছাড়েন নাই।

ভীষ্মস্য তু বচঃ শ্রুত্বা ভারদ্বাজো মহামনাঃ।
ধৃতরাষ্ট্রমুবাচেদং রাজমধ্যেঽভিপূজয়ন্ ॥ ইত্যাদি। উ ৪৯।৪৩-৪৬

—ভীষ্মের বচন শুনিয়া মহামনাঃ ভারদ্বাজ রাজগণের সাক্ষাতে সসম্মানে ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন—'হে রাজন্, ভারতশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের কথা রক্ষা কর, অর্থলিপ্সুগণের পরামর্শে কাণ দিও না। পাণ্ডবদের সহিত সন্ধি করাই উচিত মনে করি। অর্জুন সঞ্জয়কে যে যে কথা বলিয়াছেন, তিনি সকলই সত্যে পরিণত করিবেন। ত্রিলোকে অর্জুনের সমান ধনুর্ধর আর কেহ নাই।

ধৃতরাষ্ট্র আচার্যের বাক্যে তেমন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেন না। আচার্যও তখন আর কিছু বলা উচিত বিবেচনা করেন নাই।

কৃষ্ণের দৌত্য-কর্মের পর পুনরায় আচার্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দুর্যোধনকে শান্তির নিমিত্ত উপদেশ দিয়াছেন।[১৪] দুর্যোধন তাঁহাব পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই।

কৃষ্ণের উপপ্লব্যে যাত্রার পূর্বে কুন্তী তাঁহার পুত্রগণের উদ্দেশ্যে যে-সকল উত্তেজক বাণী কৃষ্ণেব নিকট বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়াও ভীষ্ম ও দ্রোণ পুনরায় দুর্যোধনকে নানাবিধ ভয় দেখাইয়া শান্তির পরামর্শ দিয়াছেন।[১৫] সকলই ব্যর্থ হইয়াছে।

শান্তিস্থাপনে ব্যর্থকাম হইয়া কৃষ্ণ উপপ্লব্যে ফিরিয়া গিয়াছেন। সন্ধ্যার পর পাণ্ডবগণ হস্তিনার সকল ঘটনা জানিবার নিমিত্ত কৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'হৃষীকেশ, দুর্যোধন তোমার হিতকর বাক্য গ্রহণ না করায় পিতামহ ভীষ্ম তাহাকে কি বলিলেন ?

আচার্য্যো বা মহাভাগো ভারদ্বাজঃ কিমব্রবীৎ ? উ ১৪৭।৮

—মহাভাগ আচার্য ভারদ্বাজই বা কি বলিলেন ?'

অতঃপর যুধিষ্ঠির ক্রমশঃ ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং বিদুরের কথাও জানিতে চাহিয়াছেন। কুরুরাজ্যে ভীষ্মের পরেই দ্রোণের স্থান ছিল। যদিও বিদুরের প্রজ্ঞা ও স্পষ্টবাদিতা সম্বন্ধে সকলেই একমত ছিলেন, তথাপি বয়োজ্যেষ্ঠ, বিজ্ঞ এবং কুরুপাণ্ডবের হিতাকাঙ্ক্ষিরূপে দ্রোণাচার্যকেও ভীষ্মের সহিত গণনা করা হইত। যুধিষ্ঠিরের এই জিজ্ঞাসায়ও তাহাই দেখা যাইতেছে। বহিরাগত আচার্যের এই সম্মান নিশ্চয়ই তাঁহার চরিত্রের গুণে সম্ভবপর হইয়াছে।

(শ্রীকৃষ্ণ কুরুসভায় দ্রোণাচার্যের উক্তি সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন) ভীষ্মের ভাষণের

পরে উপস্থিত নৃপতিবৃন্দের সাক্ষাতে সুবক্তা দ্রোণ দুর্যোধনকে বলিলেন—রাজন্, তোমাদের এই মহৎবংশে গৃহবিবাদ উচিত নহে। পাণ্ডবগণের সহিত মিলিতভাবে ঐশ্বর্য ভোগ কর। আমি যুদ্ধের ভয়ে বা অর্থের লোভে কিছুই বলিতেছি না।

ভীষ্মেন দত্তমশ্নামি ন ত্বয়া রাজসত্তম। উ ১৪৮।১৩

—হে রাজসত্তম, আমি ভীষ্মের প্রদত্ত বৃত্তি দ্বারাই জীবন ধারণ করিতেছি, তোমার প্রদত্ত বৃত্তি দ্বারা নহে।

নাহং ত্বত্তোঽভিকাঙ্ক্ষিষ্যে বৃত্ত্যুপায়ং জনাধিপ।
যতো ভীষ্মস্ততো দ্রোণো যদ্ভীষ্মস্ত্বাহ তৎ কুরু ॥
দীয়তাং পাণ্ডুপুত্রেভ্যো রাজ্যার্দ্ধমরিকর্ষণ।
সমমাচার্য্যকং তাত তব তেষাঞ্চ মে সদা ॥
অশ্বত্থামা যথা মহ্যং তথা শ্বেতহয়ো মম।
বহুনা কিং প্রলাপেন যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ ॥ উ ১৪৮।১৪—১৬

—আমি তোমার প্রদত্ত বৃত্তি আকাঙ্ক্ষা করি না। রাজন্, ভীষ্ম যেখানে, দ্রোণও সেখানে। ভীষ্মের বচন পালন কর, পাণ্ডবগণকে অর্ধরাজ্য প্রদান কর। আমি যেরূপ তোমার আচার্য, সেইরূপ পাণ্ডবগণেরও আচার্য। অশ্বত্থামা আর অর্জুন আমার পক্ষে সমান স্নেহভাজন। অধিক বলা বাহুল্যমাত্র, ধর্ম যেখানে জয় সেইখানে।

কৃষ্ণ বলিয়াছেন, অমিততেজাঃ দ্রোণের বচনও দুর্যোধন গ্রাহ্য করেন নাই। এই ভাষণে সত্যই দ্রোণের তেজ ও স্পষ্টবাদিতা প্রকাশ পাইয়াছে। পরন্তু 'অন্যায়কারী তোমার পক্ষ অবলম্বন করিয়া আমি পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিব না'—ভীষ্ম বা দ্রোণ এই কথা দুর্যোধনকে শোনাইতে পারেন নাই। কৃষ্ণ ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। তিনি ভীষ্ম ও দ্রোণের ভাষণকে প্রশংসা করেন নাই। কৃষ্ণ বুঝিতে পারিয়াছেন—এই উভয় দুর্ধর্ষ মহাবীরই দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিবেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—

ন চ ভীষ্মো ন চ দ্রোণো যুক্তং তত্রাহতুর্ব্বচঃ।
সর্ব্বে তমনুবর্ত্তন্তে ঋতে বিদুরমচ্যুত ॥ উ ১৫৩।১১

—সেই কুরুসভায় ভীষ্ম বা দ্রোণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা যথোচিত হয় নাই। বিদুর ব্যতীত সকলেই দুর্যোধনের অনুবর্তন করেন।

তীক্ষ্ণধী কৃষ্ণ ভীষ্ম ও দ্রোণের দুর্বলতা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছেন। যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে। দুর্যোধন ভীষ্মকে সেনাপতিপদে বরণ করিয়া নিজপক্ষের বীরগণের শক্তিসামর্থ্য জানিতে চাহিলে ভীষ্ম দ্রোণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

পিতা ত্বস্য মহাতেজা বৃদ্ধোঽপি যুবভির্ব্বরঃ।
রণে কর্ম্ম মহৎ কর্ত্তা অত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ইত্যাদি।
উ ১৬৬।১২—২০

—অশ্বত্থামার মহাতেজাঃ পিতা বৃদ্ধ হইলেও সম্মিলিত বহু যুবক হইতেও অধিকতর শক্তিসম্পন্ন। তিনি রণক্ষেত্রে বিশেষ শক্তি প্রদর্শন করিবেন—ইহাতে আমার সন্দেহ নাই। এই নরর্ষভ পাণ্ডবপক্ষের অসংখ্য সেনা বিনাশ করিবেন। পরন্তু অর্জুন ইঁহার প্রিয়তম শিষ্য, এইহেতু ইনি পুত্রাধিক অর্জুনের কোন ক্ষতি করিবেন না। দিব্যাস্ত্রবিৎ ঐ ভারদ্বাজ রণক্ষেত্রে অদ্ভুত পরাক্রম প্রদর্শন করিবেন।

দুর্যোধন আচার্যকে এক অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতিত্বে বরণ করিয়া পুনঃপুনঃ সমধিক সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। আচার্যও তাহাতেই সানন্দে যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষ

অবলম্বন করিয়াছেন।[১৫]

দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিলেও ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে সংযতচিত্তে আশীর্বাদ করিতেন—

জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাম্। ভী ১৭।৬

—পাণ্ডুপুত্রগণের জয় হউক।

সত্যসন্ধ এই উভয় মহাবীর বুঝিতেছিলেন যে, তাঁহারা অন্যায় পক্ষে যোগ দিয়াছেন। বিপক্ষকে এইভাবে আশীর্বাদ করা বিশেষ মহৎ অন্তঃকরণের পরিচায়ক। এই যুদ্ধে যোগ দিয়া তাঁহারা অন্তরে বিবেকের দংশন অনুভব করিতেছিলেন, বোধ কবি।

যুদ্ধারম্ভের পূর্ব মুহূর্তে যুধিষ্ঠির শত্রুসৈন্যে প্রবেশ করিয়া আচার্যের চরণ বন্দনা করিয়াছেন এবং যুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। আচার্য তাঁহাকে বলিযাছেন—'রাজন্, তোমার এই ব্যবহারে অতীব প্রীতি লাভ করিলাম, তুমি আমার নিকট না আসিলে তোমাকে অভিসম্পাত কবিতাম। আশীর্বাদ করি, তুমি জয়ী হও। আমার যুদ্ধবিবতি ব্যতীত আর কোন আকাঙ্ক্ষা থাকিলে বল, আমি পূর্ণ করিব।

অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥
ব্রবীম্যেতৎ ক্লীববত্ত্বাং যুদ্ধাদন্যৎ কিমিচ্ছসি।
যোৎস্যেঽহং কৌরবস্যার্থে তবাশাস্যো জয়ো ময়া॥ ভী ৪৩।৫৬, ৫৭

—মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে—মহারাজ, এই কথা যথার্থ। আমি কৌরবগণের অর্থ দ্বাবা বদ্ধ। তোমাকে ক্লীবেব ন্যায় বলিতেছি—যুদ্ধ ব্যতীত কি চাও? আমি কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করিব, কিন্তু তোমার জয় প্রার্থনা করিব।'

যুধিষ্ঠির যখন বলিলেন—'ব্রহ্মন্, আমার জয় কামনা করুন এবং হিত উপদেশ দিন—এই বব প্রার্থনা করি,' তখন আচার্য বলিয়াছেন—

যতো ধর্ম্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ। ভী ৪৩।৬০

—ধর্ম যেখানে কৃষ্ণ সেখানে, আর কৃষ্ণ যেখানে জয় সেখানে।

তাঁহাকে কি উপায়ে জয় করা যাইবে—যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিয়াছেন—'আমাকে শস্ত্রত্যাগ করাইবার উপায় না করিলে বধ করিতে পারিবে না।'

শস্ত্রং চাহং রণে জহ্যাং শ্রুত্বা তু মহদপ্রিয়ম।
শ্রদ্ধেয়বাক্যাৎ পুরুষাদেতৎ সত্যং ব্রবীমি তে॥ ভী ৪৩।৬৬

—যাঁহার বাক্য বিশ্বাসযোগ্য, সেইরূপ ব্যক্তির মুখ হইতে বিশেষ কোন অপ্রিয় বার্তা শ্রবণ করিলেই আমি শস্ত্র পরিত্যাগ করিব। তোমাকে এই সত্য কথা বলিতেছি।

এই উক্তিতে দেখিতেছি—আচার্য মৃত্যুভয় জয় করিয়াছেন। অতি সরল ভাষায় বিপক্ষকে নিজের বধের উপায় বলিয়া দিতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। আমাদের ন্যায় মৃত্যুভীত জীবের পক্ষে এই শ্রেণীর মহাপ্রাণ ব্যক্তির চরিত্র আলোচনা করা কঠিন ব্যাপার। ভীষ্মের জীবনেও এই দৃশ্যই দেখা গিয়াছে।

যুদ্ধের দশম দিবসে ভীষ্ম শরশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। এবার কাঁহাকে সেনাপতিত্বে বরণ করা উচিত—এই বিষয়ে দুর্যোধন কর্ণের অভিমত জানিতে চাহিলে কর্ণ বলিয়াছেন: অয়ঞ্চ সর্ব্বযোধানামাচার্য্যঃ স্থবিরো গুরুঃ।

যুক্তঃ সেনাপতিঃ কর্তুং দ্রোণঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ॥ দ্রো ৫।১৭

এষ সেনাপ্রণেতৃণামেষ শস্ত্রভৃতামপি।
এষ বুদ্ধিমতাঞ্চৈব শ্রেষ্ঠো রাজন্ গুরুশ্চ তে॥ দ্রো ৫।২০

—রাজন্, সকল যোদ্ধৃগণের আচার্য, বৃদ্ধ, গুরু, শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই দ্রোণকেই সেনাপতিত্বে বরণ করা উচিত। ইনি সেনাপতিগণের, যোদ্ধৃগণের এবং বুদ্ধিমান্‌দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বিশেষতঃ ইনি তোমার গুরু।

দুর্যোধনের সবিনয় প্রার্থনায় আচার্য স্বীকৃত হইলেন। পরন্তু তিনি বলিলেন যে, পার্ষতকে (ধৃষ্টদ্যুম্ন) তিনি বধ করিবেন না, যেহেতু পার্ষত তাঁহারই বধের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছেন।[১৭]

একাদশ দিবসে সেনাপতি আচার্য শকটব্যূহ রচনা করিয়া মহা বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বীরত্বে সকলেই বিস্মিত হইলেন। দুর্যোধনের বিনয় ও প্রশস্তি-বচনে আচার্য প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে দুর্যোধন প্রার্থনা করিলেন যে, আচার্য যেন যুধিষ্ঠিরকে জীবিত অবস্থায় ধরিয়া আনেন। দুর্যোধনের উদ্দেশ্য— সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে পুনরায় দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত করিয়া দীর্ঘ কালের নিমিত্ত বনে পাঠাইতে পারিলে নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করিতে পারিবেন। তিনি আচার্যের নিকট এই কপট বাসনাও গোপন রাখেন নাই। আচার্য বলিলেন, যদি মহাবীর অর্জুন যুধিষ্ঠিরের রক্ষকরূপে রণক্ষেত্রে উপস্থিত না থাকেন, তবে অবশ্যই তিনি দুর্যোধনের অভিপ্রায় পূর্ণ করিবেন। দুর্যোধন আচার্যের এই প্রতিজ্ঞার স্থিরতার নিমিত্ত সৈন্যমধ্যে আচার্যের বাণী ঘোষণা করিয়া দিলেন।[১৮] ইহার ফলে পাণ্ডবগণ আচার্যের এই প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত হইয়াছেন। অর্জুন বিশেষ সতর্কভাবে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করায় দুর্যোধনের বাসনা সফল হয় নাই।

দ্বাদশ দিবসেব যুদ্ধে দ্রোণের এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া অর্জুনের শত্রু ত্রিগর্তাধিপতি সুশর্মা অর্জুনকে রণে আহ্বান করিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দক্ষিণ দিকে যাইতে বাধ্য করিলেন। সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর ধর্মরাজের রক্ষার ভার ন্যস্ত করিয়া ধর্মরাজের অনুমতিক্রমে অর্জুন যাত্রা করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির সেই দিন দ্রোণের পরাক্রম দেখিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। একজন পাঞ্চাল রাজপুত্র সেই দিন দ্রোণের হাতে প্রাণ দিয়াছেন।[১৯]

অর্জুন সংশপ্তকগণকে পরাজিত করিয়া রণক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়াছেন। যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিবসে প্রভাতে দুর্যোধন কিঞ্চিৎ তিরস্কারের সুরে সৈন্যগণের সাক্ষাতে আচার্যকে বলিলেন—

নূনং বয়ং বধ্যপক্ষা ভবতো দ্বিজসত্তম।
তথাহি নাগ্রহীঃ প্রাপ্তুং সমীপেঽদ্য যুধিষ্ঠিরম্॥ ইত্যাদি। দ্রো ৩২।৬-৮

—হে দ্বিজসত্তম, নিশ্চিতই মনে হইতেছে, আমাকে আপনি শত্রুপক্ষ বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। এইজন্য অদ্য যুধিষ্ঠিরকে নিকটে পাইয়াও ধরেন নাই। দেবতারাও যদি পাণ্ডবগণকে সাহায্য করেন, তথাপি আপনি ইচ্ছা করিলে যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া আনিতে পারিতেন। আর্যগণ ভক্তের আশা ভঙ্গ করেন না। আপনি আমাকে বর দিয়াছিলেন, কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নাই।

দুর্যোধনের বাক্যে লজ্জিত হইয়া আচার্য বলিয়াছেন—'আমি তোমার পক্ষেই যথাসাধ্য যুদ্ধ করিতেছি। আমাকে এইভাবে তিরস্কার করা কি উচিত? অর্জুন যাঁহাকে রক্ষা করিবেন, তাঁহাকে জয় করা মানুষের তো দূরের কথা, দেবতা, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব, নাগ ও রাক্ষসগণ মিলিত হইয়াও তাঁহাকে জয় করিতে পারিবেন না।

সত্যং তাত ব্রবীম্যদ্য নৈতজ্জাত্বন্যথা ভবেৎ।

অদ্যৈষাং প্রবরং কঞ্চিৎ পাতয়িষ্যে মহারথম্ ॥ ইত্যাদি। দ্রো ৩২।১২-৪১

—বৎস, সত্য বলিতেছি, আজ ইহার অন্যথা হইবে না। আজ পাণ্ডবপক্ষের কোনও মহারথকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। আজ এরূপ ব্যূহ রচনা করিব, যাহা দেবতাদেরও অভেদ্য। অর্জুনের অজ্ঞাত বা অসাধ্য কিছুই নাই। সুতরাং যে-কোন উপায়ে অর্জুনকে অন্যত্র সরাইবার ব্যবস্থা কর।'

দ্রোণের এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া সংশপ্তকগণ পুনরায় অর্জুনকে রণে আহ্বান করিলেন। অর্জুন সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিয়াছেন। এই দিকে দ্রোণাচার্য চক্রব্যূহ নির্মাণ করিয়া অমিত পরাক্রমে পাণ্ডবসৈন্য নিধন করিতেছিলেন। অর্জুন, কৃষ্ণ, অভিমন্যু ও প্রদ্যুম্ন ব্যতীত আর কেহই সেই ব্যূহ ভেদ করিবার কৌশল জানিতেন না। যুধিষ্ঠির অভিমন্যুকে অনুরোধ করিলে পর তিনি সোৎসাহে ব্যূহ ভেদ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, পরন্তু তিনিও নির্গমনের কৌশল জানেন না বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ভীমের সাহায্যের ভরসায় অভিমন্যু ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রভূত চেষ্টা করিয়াও ভীম, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখ বীরগণ ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিতে না পারায় তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিলেন না। দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কোশলাধিপতি বৃহদ্বল (মতান্তরে দুঃশাসন), কৃতবর্মা ও জয়দ্রথ এই সপ্তরথীর দ্বারা পরিবেষ্টিত অভিমন্যু নিহত হইলেন।

জয়দ্রথবধের প্রতিজ্ঞা করিয়া চতুর্দশ দিবসে অর্জুন রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। আচার্য শকটব্যূহ নির্মাণ করিয়া স্বয়ং দ্বাররক্ষক হইয়াও অর্জুনের গতি রোধ করিতে পারেন নাই। ইহাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্যোধন আচার্যকে তিরস্কার করিতেছেন—

জানামি ত্বাং মহাভাগ পাণ্ডবানাং হিতে রতম্।
তথা মুহ্যামি চ ব্রহ্মন্ কার্য্যবত্তাং বিচিন্তয়ন্ ॥ ইত্যাদি। দ্রো ৯২।১১-১৮

—হে ব্রহ্মন্, আপনি যে পাণ্ডবদের কল্যাণকামী, তাহা জানি। বর্তমানে জয়দ্রথকে রক্ষা করার গুরু দায়িত্ব বিষয়ে চিন্তা করিয়া বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। যথাশক্তি আপনার উত্তম বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছি। পরম শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত আপনার সেবা করিয়াছি, কিন্তু মধুলিপ্ত ক্ষুরের ন্যায় আপনার হৃদয় জানিতে পারি নাই। আপনার আশ্বাস না পাইলে ভীত এবং গৃহগমনেচ্ছু জয়দ্রথকে গৃহগমনে বাধা দিতাম না। হে ব্রহ্মন্, যাহা বলিতেছি, তাহা আর্তের প্রলাপ বলিয়া মনে করিবেন। প্রসন্ন হউন, জয়দ্রথকে রক্ষা করুন।

উত্তরে আচার্য বলিয়াছেন—'তোমাকে আমি অশ্বত্থামার তুল্য বলিয়াই মনে করি। তোমার বচনে ক্রুদ্ধ হই নাই। ধনঞ্জয়ের সারথি, অশ্ব এবং বাহুবলের অনন্যসাধারণতা কি তোমার জানা নাই? আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সেই মহাধনুর্ধরের সহিত সমান গতিতে চলা আমার সাধ্যাতীত। বিশেষতঃ যুধিষ্ঠিরকে ধরিবার আশায় আমি ব্যূহমুখ পরিত্যাগ করিয়া অর্জুনের পশ্চাদ্ধাবন করি নাই।'

দুর্যোধনের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইলেও আচার্য এই পর্যন্ত দুর্যোধনকে কোন কটুকথা শোনান নাই। এবার তিরস্কারের সুরে বলিতেছেন—

রাজা শূরঃ কৃতী দক্ষো বৈরমুৎপাদ্য পাণ্ডবৈঃ।
বীরঃ স্বয়ং প্রযাহ্যত্র যত্র যাতো ধনঞ্জয়ঃ ॥ দ্রো ৯২।২৬

—তুমি রাজা, তুমি শূর, তুমি বীরপুরুষ, তুমি দক্ষ। তুমিই পাণ্ডবদের সহিত শত্রুতা সাধন করিয়াছ। এখন রণক্ষেত্রে তুমি স্বয়ং অর্জুনের সম্মুখীন হও।

এবার দুর্যোধনের সুর নরম হইল। তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার মত সামর্থ্য তাঁহার নাই। কাতর কণ্ঠে তিনি আচার্যকে বলিয়াছেন—

পরবানস্মি ভবতি প্রেষ্যবদ্ রক্ষ মে যশঃ। দ্রো ৯২।৩২

—আমি আপনার অধীন ভৃত্যের ন্যায়। আমার যশ রক্ষা করুন।

আচার্য সেই দিনের যুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াও অর্জুন এবং সাত্যকিকে বারণ করিতে পারেন নাই। সাত্যকির বাণে অতিমাত্র বিপন্ন হইয়া দুঃশাসন রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছেন দেখিয়া আচার্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—'তুমি রাজপুত্র, রাজভ্রাতা এবং যুবরাজ। তুমি দ্যূতক্রীড়ায় পাঞ্চালীকে দাসীরূপে লাভ করিয়াছিলে, পাণ্ডবগণ ও পাঞ্চালীকে তখন এত দুর্বাক্য বলিতে পারিয়াছ, আর এখন সাত্যকির বিক্রম দেখিয়াই এরূপ ভীত হইবে কেন? ভীমার্জুনের সম্মুখীন হইলে তোমার কি গতি হইবে'?[২০]

দুঃশাসন নীরবে এই কঠোর তিরস্কার সহ্য করিয়াছেন। এই দিনের যুদ্ধে দ্রোণের পরাক্রম দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন। অপরাহ্নে দ্রোণ একাই চেদি, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছেন।

আকর্ণপলিতশ্যামো বয়সাশীতিপঞ্চ চ।
রণে পর্য্যচরদ্ দ্রোণো বৃদ্ধঃ ষোড়শবর্ষবৎ ॥
অথ দ্রোণং মহারাজ বিচরন্তমভীতবৎ।
বজ্রহস্তমমন্যন্ত শত্রবঃ শত্রুসূদনম্ ॥
দ্রো ১২৩।৭২,৭৩।দ্রো ১৯১।৬৪।দ্রো ১৯২।৪৩

—কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত শুক্লকেশমণ্ডিত, শ্যামবর্ণ, পঁচাশীবৎসরের বৃদ্ধ, ষোলবৎসর-বয়স্ক যুবকের ন্যায় রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিলেন। বিচরণশীল ভয়হীন শত্রুহন্তা দ্রোণকে দেখিয়া শত্রুগণ সাক্ষাৎ বজ্রধারী ইন্দ্র বলিয়া মনে করিয়াছেন।

দুর্যোধন পুনঃ পুনঃ আচার্যকে পাণ্ডবরক্ষক বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিলে আচার্য দুর্যোধনের বাক্যে বিরক্ত হইয়া বলিয়াছেন—'শকুনির দ্যূতক্রীড়ার ঘুঁটিই আজ তীক্ষ্ণ বাণরূপে পরিণত হইয়া তোমার দেহকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছে'।[২১] সেই দিনের যুদ্ধে দুর্যোধনের একত্রিশ-জন ভ্রাতা ভীমের গদাঘাতে নিহত হইয়াছেন।[২২] কৌরবপক্ষ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। কৃষ্ণের বুদ্ধিবলে গাণ্ডীবীর বাণে জয়দ্রথ নিহত হইলেন। হতোৎসাহ দুর্যোধন এবার কৃষ্ণার্জুনের ক্ষমতা বুঝিতে পারিয়া বার বার বিদুরের হিতবচন স্মরণ করিতেছেন। নিজের অক্ষমতা বুঝিতে পারিয়াও বিমূঢ় দুর্যোধন আচার্যকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছেন—

ভবানুপেক্ষাং কুরুতে শিষ্যত্বাদর্জ্জুনস্য হি।
অতো বিনিহতাঃ সর্ব্বে যেঽস্মজ্জয়চিকীর্ষবঃ ॥
কর্ণমেব তু পশ্যামি সম্প্রত্যস্মজ্জয়ৈষিণম্। দ্রো ১৪৮।৩১, ৩২

—অর্জুন আপনার শিষ্য। এইহেতু আপনি আমার জয় উপেক্ষা করিতেছেন বলিয়াই আমার পক্ষের জয়াকাঙ্ক্ষী বীরগণ নিহত হইতেছেন। এখন একমাত্র কর্ণকে আমার জয়াকাঙ্ক্ষী মনে করিতেছি।

তারপর নিহত বীরগণকে স্মরণ করিয়া করুণ বিলাপ করিতে করিতে দুর্যোধন পুনরায় বলিতেছেন—

ন হি মে জীবিতেনার্থস্তানৃতে পুরুষর্ষভান্
আচার্য্যঃ পাণ্ডুপুত্রাণামনুজানাতু নো ভবান্ ॥ দ্রো ১৪৮।৩৭

—সেইসকল নিহত বীরশ্রেষ্ঠগণ হইতে বিযুক্ত হইয়া আমার বাঁচিয়া থাকার কোন সার্থকতা নাই। আপনি পাণ্ডুপুত্রগণের আচার্য। আপনি আমাকে প্রাণবিসর্জনে অনুমতি দিন।

মুহূর্তমাত্র মৌনী থাকিয়া মর্মাহত আচার্য বলিলেন—

দুর্য্যোধন কিমেবং মাং বাক্‌ছরৈরভি কৃন্তসি।
অজয্যং সততং সংখ্যে ব্রুবাণং সব্যসাচিনম্‌ ॥ ইত্যাদি। দ্রো ১৪৯।৬-১৭

—দুর্যোধন, তুমি আমাকে এইভাবে বাক্যবাণে কেন বিদ্ধ করিতেছ ? সব্যসাচী যে যুদ্ধে অজেয়, এই কথা তো আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি। যাঁহার দ্বারা রক্ষিত হইয়া শিখণ্ডী মহাবীর ভীষ্মকে নিপাতিত করিয়াছে, তাঁহার শক্তি তোমাব অনুভব করা উচিত ছিল। শকুনির দ্যূতক্রীড়ার ঘুঁটিগুলিই এই গাণ্ডীবনির্মুক্ত বাণরূপে তোমার সৈন্যদল নিধন করিতেছে। মহামতি বিদুর পুনঃ পুনঃ তোমার ভবিষ্যৎ দুরবস্থার চিন্তা করিয়া বিলাপ করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ না শোনার ফল এখন ভোগ কবিতেছ। হিতকাবী সুহৃদের উপদেশ উপেক্ষা করিলে এরূপ বিপদই ঘটিয়া থাকে। কৃষ্ণার অবমাননাব ফল ফলিতে আবম্ভ হইয়াছে।

পুত্রাণামিব চৈতেষাং ধর্ম্মমাচরতাং সদা।
দ্রুহ্যেৎ কো নু নরো লোকে মদন্যো ব্রাহ্মণব্রুবঃ ॥ ইত্যাদি। দ্রো ১৪৯।১৮-২২

—অধম ব্রাহ্মণ আমি ব্যতীত আর কোন্‌ ব্যক্তি এই জগতে সতত ধর্মশীল পুত্রতুল্য ইহাদের (পাণ্ডবগণের) অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইবে ? কর্ণ, শল্য, কৃপ, অশ্বত্থামা এবং তুমি রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে জয়দ্রথ নিহত হইলেন কেন ?

দ্রোণের বচনে দুর্যোধন সমধিক ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু কোন কথাই বলেন নাই। অতঃপব তিনি কর্ণের নিকট দ্রোণেব পাণ্ডবপক্ষপাতের কথা বলিয়া গাত্রদাহ নিবাবণেব চেষ্টা কবিলে পর কর্ণ বলিয়াছেন—

আচার্য্যং মা বিগর্হস্ব শক্ত্যাসৌ যুধ্যতে দ্বিজঃ।
যথাবলং যথোৎসাহং ত্যক্ত্বা জীবিতমাত্মনঃ ॥ ইত্যাদি। দ্রো ১৫০।১৫-২২

—আচার্যকে তিরস্কার করা উচিত নহে। প্রাণের মায়া পরিত্যাগপূর্বক সর্বশক্তি প্রয়োগ কবিয়া এই ব্রাহ্মণ যুদ্ধ করিতেছেন। অর্জুন যুবক, কৃতী এবং ক্ষিপ্রহস্ত। আচার্য বৃদ্ধ হইয়াছেন, তিনি কিরূপে অর্জুনের ন্যায় ক্ষিপ্রগতিতে বাণক্ষেপ করিবেন ? এই কারণেই তিনি অর্জুনকে বাধা দিতে পারেন নাই। আমরা কি জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করি নাই ? দৈবের গতি কে রোধ করিবে ? দৈব পাণ্ডবগণের সহায়। যথাশক্তি যুদ্ধ কর, যাহা হয় হইবে।

সায়াহ্নে জয়দ্রথ-বধের পর পাণ্ডবপক্ষের বীরগণ একযোগে দ্রোণকে আক্রমণ করিয়াছেন। সেই রাত্রিযুদ্ধে দ্রোণের বিক্রম দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন। বহু পাণ্ডবসেনা দ্রোণের বাণাগ্নিতে ভস্মীভূত হইলেন।[২২]

সেই রাত্রিযুদ্ধে অসংখ্য কৌরবসেনা নাশ করিয়া ঘটোৎকচ নিহত হইয়াছেন। দুর্যোধন পুনঃ পুনঃ আচার্যের পক্ষপাতের সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করেন। সেই রাত্রিতেও তিনি আচার্য সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছেন—'আজ পাণ্ডবগণ অতিশয় পরিশ্রান্ত, তাঁহারা বিশ্রাম করিতেছেন। এই শোকের সময় তাঁহাদিগকে বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া উচিত হয় নাই। যুদ্ধে আমাদেরই বেশী ক্ষতি হইতেছে, আর আপনার দ্বারা রক্ষিত হইয়া পাণ্ডবেরা বল সঞ্চয় করিতেছেন। আপনি অশেষ দিব্যাস্ত্রে কুশল, এরূপ আর কেহই নহেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ, অথবা আপনার প্রিয় শিষ্য পাণ্ডবগণের প্রতি স্নেহবশতঃ আপনি

দিব্যাস্ত্র প্রয়োগে বিরত আছেন।'

দ্রোণাচার্য এবার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—'আমি বৃদ্ধ, যথাশক্তি যুদ্ধ করিতেছি। যাহা হউক, অতঃপর তোমার ইচ্ছায় দিব্যাস্ত্রে অনভিজ্ঞ শত্রুসৈন্যের প্রতিও দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিব, তাহাতে ভালই হউক আর মন্দই হউক—চিন্তা করিব না। এই ক্ষুদ্র নৃশংস আচরণে যদি তোমার জয় হয়, তবে তাহাই হউক। অর্জুনের সামর্থ্য সম্বন্ধে তোমার সম্যক্ ধারণা নাই বলিয়াই তাহাকেও পরিশ্রান্ত মনে করিতেছ। তুমি সকলকেই সন্দেহের চক্ষে দেখ, তুমি নিতান্ত পাপাত্মা। এইহেতু হিতৈষী ব্যক্তিকেও ভর্ৎসনা করিয়া থাক। তুমি তো নিজকে খুব বীরপুরুষ বলিয়া মনে কর। একবার অর্জুনের সম্মুখীন হও না কেন ? কর্ণ, দুঃশাসন, আর তোমার মাতুলকে সঙ্গে লইয়া একবার অর্জুনের শক্তিপরীক্ষায় অগ্রসর হইলেই তো জয়লাভ করিতে পার। কুরুসভায় যে-সকল বীরত্বব্যঞ্জক বচন বিন্যাস করিয়াছিলে, এখন সেইগুলি স্মরণ কর'।[১১]

রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমশঃ রাত্রির অবসান হইল। আজ যুদ্ধের পঞ্চদশ দিবস।

আতিষ্ঠদাহবে দ্রোণো বিধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্। দ্রো ১৮৫।২৪

—যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রোণ ধূমবিরহিত প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় বিরাজিত।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দ্রোণ পাণ্ডবপক্ষের দুইজন মহারথী বিরাট ও দ্রুপদকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।[১২] চেদি, মৎস্য ও কেকয়দেশের অনেক বীরও দ্রোণের বাণে প্রাণ হারাইলেন। দ্রোণের দিব্যাস্ত্রপ্রয়োগ দেখিয়া পাণ্ডবেরা প্রমাদ গণিতে লাগিলেন।

ত্রস্তান্ কুন্তীসুতান্ দৃষ্ট্বা দ্রোণসায়কপীড়িতান্।
মতিমান্ শ্রেয়সে যুক্তঃ কেশবোঽর্জ্জুনমব্রবীৎ ॥
নৈষ যুদ্ধেন সংগ্রামে জেতুং শক্যঃ কথঞ্চন।

ন্যস্তশস্ত্রস্তু সংগ্রামে শক্যো হন্তুং ভবেন্নৃভিঃ।
আস্থীয়তাং জয়ে যোগো ধর্ম্মমুৎসৃজ্য পাণ্ডবাঃ ॥ ইত্যাদি। দ্রো ১৮৯।৯-১৩

—দ্রোণের বাণে পীড়িত সন্ত্রস্ত কুন্তীপুত্রগণকে দেখিয়া তাঁহাদের হিতাকাঙ্ক্ষী মতিমান্ কেশব অর্জুনকে বলিলেন—'যুদ্ধ করিয়া কিছুতেই ইঁহাকে জয় করা সম্ভবপর নহে। ইনি যদি শস্ত্র ত্যাগ করেন তবে মানুষের বধ্য হইবেন। হে পাণ্ডবগণ, ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া জয়ের চেষ্টা কর। অশ্বত্থামার বধ-বার্তা শ্রবণ করিলে ইনি শস্ত্রত্যাগ করিবেন বলিয়া আমার মনে হইতেছে। অতএব ইঁহাকে সেই বার্তাটি শোনাইতে হইবে।'

কৃষ্ণের পরামর্শ অর্জুন ব্যতীত সকলেরই মনঃপূত হইল। যুধিষ্ঠিরও প্রথমতঃ এই পরামর্শ ভাল মনে করেন নাই, পরে অগত্যা মানিয়া লইয়াছেন। ভীম তৎক্ষণাৎ স্বপক্ষীয় মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার অশ্বত্থামা-নামক হাতীটিকে গদাঘাতে বধ করিয়া দ্রোণের নিকট উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—'অশ্বত্থামা হতঃ'।

আচার্য এই কথা শুনিয়া প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেও বিশ্বাস করেন নাই। তিনি তখনও ব্রাহ্ম অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া বিশ হাজার পাঞ্চাল-সৈন্য, পাঁচ শত মৎস্য-সৈন্য এবং ছয় হাজার সৃঞ্জয়-সৈন্য বধ করিয়াছেন।

আচার্যকে অমানুষিক ক্রূরকর্মে লিপ্ত দেখিয়া অকস্মাৎ বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, গৌতম, ভরদ্বাজ প্রমুখ ঋষিগণ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'তুমি বেদবেদাঙ্গবিৎ,

সত্যধর্মরত, তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার পক্ষে এইপ্রকার ক্রূর আচরণ অতিশয় গর্হিত। তুমি শস্ত্র ত্যাগ কর, তোমার কাল পূর্ণ হইয়াছে'।[২৬]

ঋষিগণের উপদেশে, ভীমসেনের পূর্ব বাক্যে এবং সম্মুখে ধৃষ্টদ্যুম্নের উপস্থিতিতে দ্রোণের চিত্ত বিচলিত হইল। যুধিষ্ঠিরকে শিশুকাল হইতেই আচার্য সত্যসন্ধ বলিয়া জানিতেন। ত্রিলোকের ঐশ্বর্যলাভের আশাতেও ধর্মরাজ মিথ্যা আচরণ করিবেন না—এই বিশ্বাসবশতঃ আচার্য যুধিষ্ঠিরের মুখে পুত্র অশ্বত্থামার খবর জানিতে চাহিলেন। যুধিষ্ঠির ইতস্ততঃ করিতে থাকিলে কৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, এহেন বিপৎকালে সত্য না বলিয়া মিথ্যাই বলা উচিত। মিথ্যা-ভাষণের ভয়ে ভীত, অথচ যুদ্ধজয়ের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত যুধিষ্ঠির

অব্যক্তমব্রবীদ্ রাজন্ হতঃ কুঞ্জর ইত্যুত। দ্রো ১৮৯।৫৫

—হে রাজন্, (সঞ্জয়কৃত ধৃতরাষ্ট্রসম্বোধন) 'অশ্বত্থামা হতঃ' এই কথা বলিয়া পরে অনুচ্চ স্বরে বলিলেন—'কুঞ্জর ইতি'। (অর্থাৎ অশ্বত্থামা-নামক হাতী নিহত হইয়াছে।)

যুধিষ্ঠিরের বাক্য শুনিয়া আচার্য পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া জীবন ধারণের বাসনা পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন আচার্যকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে অগ্নিসম বাণ যোজনা করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। আচার্য সেই বাণকে বারণ করিতে চেষ্টা করিয়া দেখিলেন—তিনি যেন শস্ত্রপ্রয়োগ বিস্মৃত হইয়াছেন, পূর্ববৎ বাণক্ষেপের সামর্থ্য যেন হারাইয়াছেন। অপর যোদ্ধৃবর্গও আচার্যের সহায়তা করিতে লাগিলেন। তখন ভীম মৃদুভাষায় আচার্যকে বলিতে লাগিলেন—'বর্ণোচিত স্বকর্ম হইতে ভ্রষ্ট অধম ব্রাহ্মণগণ যদি ক্ষত্রিয়-নিধনে ব্রতী না হইতেন, তবে এরূপভাবে ক্ষত্রিয়নিধন ঘটিত না। স্ত্রীপুত্র-ভরণের নিমিত্ত অর্থের লোভে চণ্ডালের ন্যায় দিব্যাস্ত্রানভিজ্ঞ বীরগণকে হত্যা করা ব্রাহ্মণের ধর্ম নহে। হে ব্রাহ্মণ, যে পুত্রের প্রতি স্নেহবশতঃ দারুণ কর্মে লিপ্ত হইয়াছিলেন, সেই পুত্র আর ইহ জগতে নাই। ধর্মরাজের বাক্যেও কি আপনার বিশ্বাস হয় নাই'?[২৭]

ভীমের বচনে আচার্যের নির্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি কর্ণ, কৃপ ও দুর্যোধনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

পাণ্ডবেভ্যঃ শিবং বোঽস্তু শস্ত্রমভ্যুৎসৃজাম্যহম্। দ্রো ১৯১।৪৪

—পাণ্ডবগণ হইতে তোমাদের মঙ্গল হউক, (অথবা পাণ্ডবগণের উদ্দেশে তোমাদের কল্যাণজনক ব্যবহার হউক,) আমি শস্ত্র ত্যাগ করিতেছি।

এই বলিয়া আচার্য পুত্রের নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে শস্ত্র ত্যাগ করিয়া রথের ভিতরেই বসিয়া পড়িলেন। সর্বভূতকে অভয় দান করিয়া তিনি যোগাবলম্বনপূর্বক

পুরাণং পুরুষং বিষ্ণুং জগাম মনসা পরম্। দ্রো ১৯১।৫০

—পুরাণ পুরুষ বিষ্ণুকে একাগ্র চিত্তে ধ্যান করিতে লাগিলেন।

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম জ্যোতির্ভূতো মহাতপাঃ।
স্মরিত্বা দেবদেবেশমক্ষরং পরমং প্রভুম্।
দিবমাক্রামদাচার্য্যঃ সাক্ষাৎ সদ্ভির্দ্দুরাক্রমাম্॥ দ্রো ১৯১।৫২, ৫৩

—ওঁকাররূপ একাক্ষর ব্রহ্ম, যিনি দেবদেবেশ, অক্ষর, পরম প্রভু, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া জ্যোতির্ময় মহাতপস্বী সাধুগণেরও দুষ্প্রাপ্য স্বর্গলোকে আরোহণ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, অশ্বত্থামা ও সঞ্জয় আচার্যের এইপ্রকার গতি দেখিতে পাইয়াছিলেন, অন্য কেহই তাঁহার এই অলৌকিক উৎক্রমণ দেখিতে পান নাই।[২৮]

ধিক্‌কৃতঃ পার্ষতস্তস্তু সর্ব্বভূতৈঃ পরামৃশৎ।
তস্য মূর্দ্ধানমালম্ব্য গতসত্ত্বস্য দেহিনঃ।

কিঞ্চিদব্রুবতঃ কায়াদ্ বিচকর্ত্তাসিনা শিরঃ ॥ দ্রো ১৯১।৬২, ৬৩ দ্রো ১৯২।৬৩

—সকলের দ্বারা ধিক্কৃত ধৃষ্টদ্যুম্ন আচার্যের রথে আরোহণ করিয়া গতপ্রাণ, নীরব আচার্যের কেশ ধারণ করিয়া অসি দ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন।

পাঁচদিন কৌরব-পক্ষের সেনাপতির দায়িত্ব পালন করিয়া আচার্য ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।[১৯]

ত্রয়োদশ্যাস্তু মধ্যাহ্নে ভারদ্বাজো নিপাতিতঃ। নীলকণ্ঠ-টীকা ভী ১৭।২

অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে মধ্যাহ্ন কালে আচার্য মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

মহাযুদ্ধ সমাপ্তির পর কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে গান্ধারী কৃষ্ণকে দ্রোণের গতপ্রাণ দেহ দেখাইয়া বলিয়াছেন—

দ্রোণস্য নিহতস্যাপি দৃশ্যতে জীবতো যথা। স্ত্রী ২৩।৩১

—গতপ্রাণ দ্রোণের দেহ যেন জীবিতের মত দেখা যাইতেছে।

আচার্যের মহাপ্রয়াণের সময় তাঁহার পত্নী কৃপী জীবিত ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে তিনি পতির মৃতদেহ ক্রোড়ে করিয়া করুণ বিলাপ করেন।[২০]

আচার্যেব দ্বিজাতি শিষ্যগণ ধনু এবং বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া সামগান করিতে করিতে গঙ্গাতীরে আচার্যের পার্থিব দেহকে চিতানলে ভস্ম করিয়াছেন। তাঁহারা যেন অগ্নির ন্যায় তেজঃপুঞ্জকে অগ্নিতে আহুতি দিয়াছেন—

অগ্নাবগ্নিমিবাধায় দ্রোণশিষ্যা দ্বিজাতয়ঃ।
অপসব্যাং চিতিং কৃত্বা পুরস্কৃত্য কৃপীঞ্চ তে ॥ স্ত্রী ২৩।৪২

সেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় কৃপী উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু অশ্বত্থামার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

অদ্ভুতকর্মা মহাবীর দ্রোণাচার্য বেদবিৎ ব্রাহ্মণ, তপস্বী এবং সরলস্বভাব। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণের বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৈশোর ও যৌবনের দারিদ্র্যই বোধ করি, এই ব্রাহ্মণকে যুদ্ধবিদ্যায় সমধিক প্রেরণা দিয়াছে। এইজন্য তিনি নিজেও মনে মনে গ্লানি অনুভব করিয়া নিজেকে ব্রাহ্মণব্রুব (নামে মাত্র ব্রাহ্মণ, কর্মে নহে) মনে করিতেন। তথাপি এই ক্ষত্রিয়কর্ম ত্যাগ করিতে পারেন নাই। দুর্যোধন তাঁহাকে পাণ্ডব-হিতৈষী মনে করিয়াও সেনাপতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে বোঝা যায়—এই তেজস্বী ব্রাহ্মণের কর্মনিষ্ঠা ও বাহুবলের উপর তাঁহার প্রচুর আস্থা ছিল। পুত্রের উপর অত্যধিক স্নেহবশতঃই তিনি শস্ত্রত্যাগ করিয়াছিলেন। পঁচাশী বৎসরের বৃদ্ধ ষোড়শবর্ষীয় তরুণের ন্যায় দুর্যোধনের অন্ন-ঋণ শোধ করিয়া যোগবলে পরম গতি প্রাপ্ত হইলেন। দোষেগুণে তাহার চরিত্রও অনন্যসাধারণ।

---

১ আদি ১৩০।৫০-৬৭
২ আদি ১৩২।১-৮
৩ আদি ১৩২।২৮-৩০
৪ আদি ১৩৮।৭০ ৭৭
৫ আদি ৬৩।১০৯
৬ আদি ২০৪ তম অ।
৭ সভা ৮০।৩৭-৫২
৮ বি ২৭শ অ।
৯ বি ৫৩।৬, ৭
১০ বি ৫৮।৪। দ্রো ৮।১৫। দ্রো ৮৫।৩০
১১ বি ৫৮।৩। ভী ১৭।২৪। দ্রো ৮৫।৩০
১২ বি ৫৮।১৬—১৯
১৩ বি ৫৮।৭৫, ৭৬
১৪ উ ১২৫ তম ও ১২৬ তম অ।
১৫ উ ১৩৮ তম ও ১৩৯ তম অ।
১৬ উ ১৫৪।৩৫
১৭ দ্রো ৫।২২-৩৭
১৮ দ্রো ১১ শ অ।
১৯ দ্রো ২০ শ অ।
২০ দ্রো ১২০।৩-১৪

২১ দ্রো ১২৮।১৬
২২ দ্রো ১৩৫।৩৬
২৩ দ্রো ১৫৪ তম অ।
২৪ দ্রো ১৮৪ তম অ।
২৫ দ্রো ১৮৫।৪৩
২৬ দ্রো ১৮৯।৩২—৪০
২৭ দ্রো ১৯১।৩৬—৪২
২৮ দ্রো ১৯১।৫৭, ৫৮
২৯ দ্রো ২০০।১০০। দ্রো ২০১।১৫৫
৩০ স্ত্রী ২৩।৩৫

কৃপাচার্য

শরদ্বান নামে মহর্ষি গৌতমের এক পুত্র ছিলেন। তিনি বেদাদি শাস্ত্রে ও ধনুর্বেদে পরম পণ্ডিত হইয়া উঠেন। তাঁহার উগ্র তপস্যায় ভীত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র তপস্যার বিঘ্ন ঘটাইবার নিমিত্ত জানপদীনাম্নী এক সুরবালাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। সেই পরমা সুন্দরী দেবকন্যাকে দেখিয়া মহর্ষি শরদ্বানের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাঁহার হাত হইতে ধনুর্বাণ খসিয়া পড়িল। তিনি বিচলিত হইয়া আসন ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবার কালে এক শরগুচ্ছে তাঁহার স্খলিত শুক্র পতিত হইয়া দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল। তাহা হইতেই সেই শরস্তম্বে একটি পুত্র ও একটি কন্যাব জন্ম হইয়াছিল। মহারাজ শান্তনু তখন সেই অঞ্চলে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার এক সহচর সেখানে পরিত্যক্ত ধনুর্বাণ ও কৃষ্ণাজিন এবং এই দুইটি শিশুকে দেখিতে পাইয়া মহারাজকে দেখাইলে পর তিনি শিশুদ্বয়কে ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। মহারাজ শান্তনু কৃপাপরায়ণ হইয়া শিশুদ্বয়কে দৈবপ্রদত্ত আপন সন্তানজ্ঞানে নিজ গৃহে আনিয়া পরম যত্নে লালন-পালন করিতেছিলেন। শরদ্বান্ তপোবলে এই ঘটনা জানিতে পারিয়া শান্তনু সমীপে উপস্থিত হইয়া শিশুদ্বয়ের গোত্রপ্রবরাদির পরিচয় দেন। শান্তনুই শিশু দুইটির ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারাদি কর্ম সম্পন্ন করাইয়াছেন।

কৃপয়া যন্ময়া বালাবিমৌ সংবৰ্দ্ধিতাবিতি।
তস্মাত্তয়োর্নাম চক্রে তদেব স মহীপতিঃ॥ আদি ১৩০।১৯

—মহারাজ বলিলেন—যেহেতু আমি কৃপাপূর্বক এই দুইটি শিশুকে প্রতিপালন করিয়াছি, সেইহেতু আমিই ইহাদের নাম রাখিলাম—কৃপ ও কৃপী। (এই বলিয়া মহারাজ তাঁহাদের নাম রাখিয়াছিলেন।)

কৃপের পিতা শরদ্বান্ গৌতম অতি অল্পকালের মধ্যেই পুত্রকে নিখিল শাস্ত্র ও ধনুর্বেদের গুহ্য তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছিলেন। কৃপ পরম প্রযত্নে পিতৃপ্রদত্ত উপদেশের দ্বারাই আচার্যত্ব লাভ করিয়াছেন।[১] অংশাবতরণাধ্যায়ে দেখা যায়—

যস্তু রাজন্ কৃপো নাম ব্রহ্মর্ষিরভবৎ ক্ষিতৌ।
রুদ্রাণান্তু গণাদ্ বিদ্ধি সম্ভূতমতিপৌরুষম্॥ আদি ৬৭।৭৭

—হে রাজন (জনমেজয়ের প্রতি বৈশম্পায়নের সম্বোধন) কৃপ নামে যে ব্রহ্মর্ষি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই অতি ক্ষমতাশালী পুরুষকে রুদ্রগণের অংশসম্ভূত বলিয়া জানিবে।

কুরুপাণ্ডব-কুমারগণের ধনুর্বেদ শিক্ষার নিমিত্ত কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র কৃপকেই প্রথমতঃ আচার্যত্বে বরণ করিয়াছেন। পরে তাঁহারই ভগিনীপতি আচার্য দ্রোণকেও আচার্যত্বে বরণ করা হয়। বৃষ্ণিবংশের কুমারগণ এবং আরও নানা দেশের ক্ষত্রিয়বর্গ আচার্য কৃপকে ধনুর্বেদে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন।[২]

যুধিষ্ঠির আচার্য কৃপকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার রাজসূয়-যজ্ঞে আচার্যের উপর

সুবর্ণ ও মণিমুক্তাদির রক্ষার ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। যজ্ঞে বৃত ঋত্বিগ্‌বর্গ ও ব্রাহ্মণাদিকে দক্ষিণা প্রদানের ভারও আচার্য কৃপেব উপরেই দেওয়া হইয়াছে। আচার্য সুষ্ঠুরূপে তাঁহার দায়িত্ব পালন করিয়াছেন।[২]

দ্যূতক্রীড়ার সময়ে কৃপাচার্যও কুরুসভায় উপস্থিত ছিলেন। সর্বস্বান্ত যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রাখিলে পর ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রমুখ ব্যক্তিগণের দেহ ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিল—

ভীষ্মদ্রোণকৃপাদীনাং স্বেদশ্চ সমজায়ত। সভা ৬৫।৪১

—দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা দেখিয়া এবং দ্রৌপদী যথার্থই দুর্যোধনেব অধীন হইয়াছেন কি না—দ্রৌপদীর এই প্রশ্নে সভাগৃহ নীরব দেখিযা ধৃতরাষ্ট্রপুত্র বিকর্ণ ভীষ্ম দ্রোণাদির সহিত কৃপকেও অভিযুক্ত করিয়া বলিয়াছেন—

ভারদ্বাজো হি সর্ব্বেষামাচার্য্যঃ কৃপ এব চ।
কুত এতাবপি প্রশ্নং নাহতুর্দ্বিজসত্তমৌ॥ সভা ৬৮।১৪

—ভারদ্বাজ (দ্রোণ) এবং কৃপ সকলেবই আচার্য। এই দুই দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ কেন পাঞ্চালীর প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন না?

ইহাতে বোঝা যাইতেছে, কুরুবাজ্যে আচার্য কৃপও বিশেষ মাননীয ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হইতেন।

দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার পব নানাবিধ দুর্নিমিত্ত দেখা দিল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রমুখ ব্যক্তিগণ তখন সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন—

প্রাতিষ্ঠত ততো ভীষ্মো দ্রোণেন সহ সঙ্গতঃ।
কৃপশ্চ সোমদত্তশ্চ বাহ্লিকশ্চ মহামনাঃ॥ সভা ৮১।২৬

কৃষ্ণা সহ পাণ্ডবগণের অরণ্যযাত্রা-কালে কুন্তী যে বিলাপ করিয়াছেন, তাহাতেও ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কৃপকে কুরুকুলের 'নাথ' (রক্ষক) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

সেয়ং নীত্যর্থবিজ্ঞেষু ভীষ্মদ্রোণকৃপাদিষু।
স্থিতেষু কুলনাথেষু কথমাপদুপাগতা॥ সভা ৭৯।২৬। তুঃ উ ৪৮।১০৯

—নীতি এবং অর্থশাস্ত্রবিজ্ঞ ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রমুখ কুলরক্ষক ব্যক্তিগণ থাকিতে এইপ্রকার বিপদ কিরূপে উপস্থিত হইল?

পাণ্ডবগণের বনবাসের পর তাঁহাদের হৃত রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে কৃপাচার্যও দুর্যোধনকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।[৩] কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ যখন অনিবার্য হইয়া উঠিল, তখন দুর্যোধন আচার্য কৃপকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া এক অক্ষৌহিণী-সেনার অধ্যক্ষের পদে বরণ করিয়াছেন। কৃপাচার্যের শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে ভীষ্ম দুর্যোধনকে বলিয়াছেন—

কৃপঃ শারদ্বতো রাজন্ রথযূথপযূথপঃ।
প্রিয়ান্ প্রাণান্ পরিত্যজ্য প্রধক্ষ্যতি রিপূংস্তব॥ উ ১৬৫।২০

—হে রাজন্, শারদ্বত কৃপ শ্রেষ্ঠ মহারথী। ইনি প্রাণপণে তোমার রিপুবর্গকে ধ্বংস করিবেন।

কৃপ যত বড় যোদ্ধাই হউন না কেন, অর্জুনের সহিত যুদ্ধে কখনও জয় লাভ করিতে পারেন নাই। বিরাটরাজার গো-হরণ ব্যাপারে তিনিও দুর্যোধনের সঙ্গে গিয়াছিলেন। বৃহন্নলাবেশে অর্জুন রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে কর্ণ নানাবিধ আস্ফালন করিতেছেন দেখিয়া কৃপ অর্জুনের শৌর্যবীর্যের উল্লেখ করিয়া কর্ণকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন।[৪] পরে অর্জুনের আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়া তিনি প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।[৫]

কৃপাচার্য মিতভাষী ও স্থিরবুদ্ধি। কতদিনে পাণ্ডববাহিনীকে ধ্বংস করা

যাইবে—দুর্যোধন ভীষ্ম প্রমুখ মহাবীরগণকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ভীষ্ম ও দ্রোণ বলিয়াছেন—এক মাসে, অশ্বত্থামা বলিয়াছেন—দশদিনে, কর্ণ বলিয়াছেন—পাঁচদিনে, কিন্তু

দ্বাভ্যামেব তু মাসাভ্যাং কৃপঃ শারদ্বতোঽব্রবীৎ। উ ১৯৫।১৯

—শারদ্বত কৃপ বলিয়াছেন, দুই মাসে পাণ্ডব-সৈন্যকে সংহার করা সম্ভবপর হইতে পারে।

কৃপাচার্য সম্ভবতঃ অকৃতদার ছিলেন। তাঁহার পত্নীগ্রহণের কোন কথা পাওয়া যায় না। তাঁহার আকৃতিও মহাভারতে চিত্রিত হয়নাই। তিনি শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিতেন—এই মাত্র জানা যায়।[৭]

আচার্য্যস্য চ পাণ্ডুনাং ব্রাহ্মণস্য যশস্বিনঃ।
গোবৃষো গৌতমস্যাসীৎ কৃপস্য চ পরিষ্কৃতঃ॥ দ্রো ১০৩।১৪। ভী ১৭।২৭

—পাণ্ডবগণের আচার্য যশস্বী ব্রাহ্মণ গৌতম কৃপের রথের ধ্বজে একটি উজ্জ্বল বৃষ অঙ্কিত ছিল। (এইজন্য তাঁহাকে 'বৃষভকেতু' বলা হইত।)

যুদ্ধারম্ভের পূর্ব মুহূর্তে যুধিষ্ঠির ভীষ্ম ও দ্রোণের চরণবন্দনার পর আচার্য কৃপের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহারও চরণবন্দনা করিয়া আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছেন। কৃপও ভীষ্ম এবং দ্রোণের ন্যায় বলিয়াছেন—'মহারাজ, আমার নিকট না আসিলে আমি তোমাকে পরাজয়ের অভিসম্পাত করিতাম। মহারাজ, মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে—এই কথা অতি সত্য। আমি কৌরবপক্ষে অর্থের দ্বারা বদ্ধ হইয়া আছি এবং তাঁহাদের পক্ষে যুদ্ধ করিব—স্থির করিয়াছি। এইহেতু ক্লীবের ন্যায় বলিতেছি—যুদ্ধ ব্যতীত কি চাও, বল।' 'আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি'—এইমাত্র বলিয়াই কৃপের চিরজীবিত্ব স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠির ব্যথিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। আচার্য যুধিষ্ঠিরের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছেন—'মহারাজ, আমি অবধ্য, যুদ্ধে তোমার জয় হইবে। আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, নিত্যই তোমার জয় আকাঙ্ক্ষা করিব।'[৮]

জয়দ্রথ-নিধনের পর কর্ণ দুর্যোধনকে ভরসা দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি একাই সসৈন্য পাণ্ডবগণকে বধ করিয়া দুর্যোধনকে নিষ্কণ্টক করিবেন, কোন ভয় নাই। কর্ণের এই মূঢ় আস্ফালন নীরবে সহ্য করিতে না পারিয়া কৃপ কর্ণকে উপহাস ও ভর্ৎসনা করিয়াছেন এবং পাণ্ডবদের বিশেষতঃ অর্জুনের তুলনায় কর্ণ যে কত ছোট, তাহাও কঠোর ভাষায় শোনাইয়াছেন।

কর্ণ কিছুতেই দমিবার পাত্র নহেন। তিনি পুনরায় কৃষ্ণার্জুনকে অবশ্যই বধ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে কৃপ তাঁহাকে কঠোর উপহাস করিলেন। উভয়ের বাগ্‌যুদ্ধ চরমে উঠিলে কর্ণ বলিলেন—'তুমি ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ এবং রণে অসমর্থ, বিশষতঃ পাণ্ডবগণের প্রতি স্নেহপরায়ণ। এইজন্যই আমার বীরত্ব উপলব্ধি করিবার মত সামর্থ্য তোমার নাই। পুনরায় এরূপ অপ্রিয় বাক্য উচ্চারণ করিলে অসি দ্বারা তোমার জিহ্বাচ্ছেদ করিব'।[৯]

অশ্বত্থামা মাতুলের এই অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি অসিকে কোষমুক্ত করিয়া কর্ণের প্রতি ধাবিত হইলেন। দুর্যোধন ও কৃপ তাঁহাকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। দুর্যোধন অনেক স্তবস্তুতি দ্বারা কর্ণ ও অশ্বত্থামাকে অতি কষ্টে থামাইলেন।

ততঃ কৃপোঽপ্যুবাচেদমাচার্য্যঃ সুমহামনাঃ।
সৌম্যস্বভাবাদ্ রাজেন্দ্র ক্ষিপ্রমাগতমার্দ্দবঃ॥
তবৈতৎ ক্ষম্যতেঽস্মাভিঃ সূতাত্মজ সুদুর্ম্মতে।
দর্পমুৎসিক্তমেতত্তে ফাল্গুনো নাশয়িষ্যতি॥ দ্রো ১৫৭।১৭, ১৮

—হে রাজেন্দ্র, (বৈশম্পায়নকৃত জনমেজয়সম্বোধন) তারপর সৌম্য-স্বভাববশতঃ অতি শীঘ্র

মনকে শান্ত করিয়া মনস্বী আচার্য কৃপও কর্ণকে বলিলেন—হে সুদুর্মতে সূতপুত্র, তোমার এই ব্যবহার আমি ক্ষমা করিলাম। তোমার এই অত্যধিক দর্প অর্জুন নাশ করিবেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে এই আচার্য যথাশক্তি বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারও বয়স হইয়াছিল। অনুমান হয়, এই সময়ে তাঁহার বয়স আশী বৎসরের কাছাকাছি। কর্ণও তাঁহাকে বৃদ্ধই বলিয়াছেন।

কর্ণের নিধনের পর কৌরবপক্ষের দুরবস্থা ও পার্থের বিক্রম দেখিয়া

কৃপাবিষ্টঃ কৃপো রাজন বয়ঃশীলসমন্বিতঃ।
অব্রবীত্তত্র তেজস্বী সোঽভিসৃত্য জনাধিপম ॥ ইত্যাদি শল্য ৪।৫ ৫১

—বয়স এবং চরিত্রে প্রবীণ, তেজস্বী কৃপ কৃপাপরায়ণ হইয়া স্বতঃ-প্রবৃত্তভাবে দুর্যোধনের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—রাজন,তোমার হিতের নিমিত্ত যাহা বলিতেছি, তাহা শুনিয়া তোমার কর্তব্য স্থির করিবে। তোমার পক্ষের শ্রেষ্ঠ বীরগণ পরমগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাঁহাদের বাহুবলের উপর নির্ভর করিতেছিলে সেই মহারথিগণ সকলই গত হইয়াছেন। ভীম ও কৃষ্ণার্জুনের সম্মুখীন হইবার মত কোন বীরপুরুষই এখন আর আমাদের পক্ষে নাই। তোমার সেনাদল অর্জুনকে দেখিলেই ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতেছে। ভীম তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছেন, অপূর্ণ প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ করিবেন। কৃষ্ণার্জুনকে জয় করিবার সাধ্য কাহারও নাই। এখন তোমার প্রাণই সংশয়িত। রাজন, হীয়মান পক্ষের সন্ধি করা উচিত, ইহাই বৃহস্পতির নীতি। ধৃতরাষ্ট্র সন্ধির প্রস্তাব করিলে যুধিষ্ঠির এবং কৃষ্ণ নিশ্চয়ই তাঁহার কথা রক্ষা করিবেন। কৃষ্ণ তোমাকে হস্তিনায় সিংহাসনে স্থাপন করিবেন। পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের বচন অমান্য করিবেন না। আমি নিজের প্রাণভয়ে তোমাকে কিছুই বলি নাই, তোমার কল্যাণের নিমিত্তই বলিতেছি। করুণভাবে এই পর্যন্ত বলিয়াই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দীর্ঘনিঃশ্বাসপরিত্যাগ করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

দুর্যোধন আচার্যের বাক্যের সারবত্তা উপলব্ধি করিয়াও নানা যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক সকরুণ বচনে সেই বাক্য পালনে নিজের অসমর্থতা নিবেদন করিয়াছেন।

সেনাপতি শল্যও নিহত হইয়াছেন, ভগ্নোরু দুর্যোধন রণক্ষেত্রে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় শয়িত, কৌরবপক্ষে কৃপাচায, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা এই তিনজন মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছেন। অশ্বত্থামা তাঁহার পিতৃহত্যা এবং ভীম কর্তৃক দুর্যোধনের মস্তকে পদাঘাত প্রভৃতি অন্যায় আচরণের প্রতিহিংসা সাধনের নিমিত্ত গভীর রাত্রিতে পাণ্ডব-শিবিরে নিদ্রিত বীরপুরুষগণকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি এই বিষয়ে তাঁহার মাতুল কৃপ ও কৃতবর্মার পরামর্শ জানিতে চাহিলেন।

আচার্য কৃপ প্রথমতঃ দৈব, পুরুষকার, জ্ঞানী ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণের ঔচিত্য প্রভৃতি বিষয়ে অনেক সারগর্ভ কথা বলিয়া দুর্যোধনের অতি লোভ ও অধর্মাচরণের উল্লেখ করিয়াছেন। তারপর গভীরভাবে অনুতপ্ত হইয়া এই বৃদ্ধ বিবেকের দংশন অনুভব করিয়া বলিতেছেন—

অনুবর্ত্তামহে যত্তু বয়ং তং পাপপুরুষম।
অস্মানপ্যনয়স্তস্মাৎ প্রাপ্তোঽয়ং দারুণো মহান ॥
অনেন তু মমাদ্যাপি ব্যসনেনোপতাপিতা।
বুদ্ধিশ্চিন্তয়তঃ কিঞ্চিৎ স্বং শ্রেয়ো নাববুধ্যতে ॥ ইত্যাদি। সৌ ২।২৮—৩৩

—আমরা সেই পাপপুরুষের (দুর্যোধনের) পক্ষ অবলম্বন করিয়াছি। এইজন্যই এই দারুণ দুর্নীতি আমাদিগকেও প্রাপ্ত হইয়াছে। আজ এই বিপদে আমার বুদ্ধিও মোহগ্রস্ত। চিন্তা

করিয়া নিজে কল্যাণের পথ বুঝিতে পারিতেছি না। এই বিষয়ে ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও গান্ধারীর পবামর্শ গ্রহণ করিয়া আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করা উচিত বলিয়া মনে করি।

এখানে দেখা যাইতেছে—এই সরলস্বভাব ব্রাহ্মণ আপন কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে নিজেদের অসহায় মনে করিতেছেন।

মাতুলের এই উক্তি অশ্বত্থামার মনঃপূত হইল না। তিনি তাঁহার সঙ্কল্পে অবিচলিত রহিলেন। অতঃপর কৃপাচার্য পর দিবস পুনরায় রণক্ষেত্রে সম্মুখ সমরে পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে আহ্বান করিবার প্রস্তাব করিলে অশ্বত্থামা তাহাতেও রাজী হন নাই। তিনি সেই বাত্রিতেই নিদ্রিত পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করিতে স্থির করিয়াছেন।[১১]

আচার্য পুনরায় ভাগিনেয়কে ধর্ম এবং পরলোকের ভয় দেখাইয়া বলিলেন—

কুরু মে বচনং তাত যেন পশ্চান্ন তপ্স্যসে।
ন বধঃ পূজ্যতে লোকে সুপ্তানামিহ ধর্মতঃ॥ সৌ ৫।১০

—বৎস, আমার কথা শোন, যাহাতে অনুতাপ করিতে না হয়, তাহাই কর। নিদ্রিতকে হত্যা কবা ধর্মানুসারে উচিত নহে।

অশ্বত্থামা কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না। গভীর রাত্রিতে তিনি তাঁহার অভীষ্ট সাধনে যাত্রা করিলেন। অগত্যা কৃপ ও কৃতবর্মা তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছেন।[১২]

ভাগিনেযের প্রতি অত্যধিক স্নেহবশতঃ আচার্যও এই অধর্মে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। অশ্বত্থামা পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ কবিয়া নিদ্রিত বীরগণকে একে একে হত্যা করিতে লাগিলেন। যাঁহারা কোন-প্রকারে শিবির হতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলেন, তাঁহারাও রক্ষা পাইলেন না। দ্বাবদেশে দণ্ডায়মান কৃপ ও কৃতবর্মার হাতে তাঁহাদেরও প্রাণ গেল।[১৩] কৃষ্ণ. সাত্যকি এবং পঞ্চপাণ্ডব সেই রাত্রিতে শিবিরে উপস্থিত ছিলেন না। শিবিরের ভিতরে অন্ধকাবে কেহ আত্মগোপন করিয়া থাকিলে অশ্বত্থামা যাহাতে তাঁহাকেও দেখিতে পান, সেই উদ্দেশ্যে কৃপ ও কৃতবর্মা শিবিরের তিন জায়গায় আগুন ধরাইয়া দিলেন।[১৪] অশ্বত্থামা ভালরূপেই পিতৃনিধনের প্রতিহিংসা মিটাইয়াছেন। তিনজন মুমূর্ষু দুর্যোধনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার দুর্দশাদর্শনে প্রথমতঃ করুণ বিলাপ করিয়াছেন, পরে অশ্বত্থামা দুর্যোধনকে তাঁহার প্রতিহিংসা-চরিতার্থতার খবর দিয়াছেন। দুর্যোধন এই প্রিয় বার্তা শ্রবণ করিয়া পরম তৃপ্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[১৫]

শোকাতুর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী অসংখ্য বিধবাদের দ্বাবা পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধভূমিতে যাত্রা কবিয়াছেন। পথে কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামার সহিত সাক্ষাৎ হইল। অশ্রুকণ্ঠ বীরত্রয় ধৃতবাষ্ট্র ও গান্ধারীকে সময়োচিত বচনে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিলেন। তারপর পাণ্ডবগণের ভয়ে তাঁহারা গঙ্গার দিকে অশ্ব চালাইলেন। গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া কৃপাচার্য হস্তিনাপুরীতে যাত্রা করিলেন। কৃতবর্মা আপন দেশের (দ্বারকা) দিকে এবং অশ্বত্থামা ব্যাসদেবের আশ্রমে যাত্রা করিয়াছেন।[১৬]

সিংহাসনে আরোহণের পর মহারাজ যুধিষ্ঠির আচার্যকে সসম্মানে রাজপুরীতে স্থান দিয়াছেন। পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও কৃষ্ণা সহ মহাপ্রস্থানের পূর্বে পরিক্ষিৎকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া কৃপাচার্যের হাতে তাঁহাকে শিষ্যরূপে সমর্পণ করিয়াছেন।[১৭] তখন আচার্যের বয়স একশত পনর বৎসরের মত। এই বয়সেও তাঁহার কর্মশক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। ভারতীয় সাতজন চিরজীবীর মধ্যে কৃপাচার্য অন্যতম—

অশ্বত্থামা বলির্ব্যাসো হনূমাংশ্চ বিভীষণঃ।
কৃপঃ পরশুরামশ্চ সপ্তৈতে চিরজীবিনঃ॥

ভারতীয়গণ উল্লিখিত সাতজনকে দীর্ঘজীবী বলিয়া জানেন। (প্রহ্লাদ এবং মার্কণ্ডেয় মুনিকেও চিরজীবী বলিয়া জানা যায়।)[১৮]

১ আদি ১৩০ তম অ। আদি ৬৩।১০৭
২ আদি ১২৯।৪২, ৪৩। আদি ১৩০।২৩, ২৪
৩ সভা ৩৫।৭
৪ ভী ৪৯।৯
৫ বি ৪৯ তম অ।
৬ বি ৫৭ তম অ।
৭ বি ৬৬।১৩
৮ ভী ৪৩।৬৮—৭৫
৯ দ্রো ১৫৬ তম অ।
১০ সৌ ১ম অ।
১১ সৌ ৪র্থ অ।
১২ সৌ ৫ম অ।
১৩ সৌ ৮।১০২
১৪ সৌ ৮।১০৫
১৫ সৌ ৯ম অ।
১৬ স্ত্রী ১১ শ অ।
১৭ মহাপ্র ১।১৪
১৮ তিথিতত্ত্ব।

অশ্বত্থামা

অশ্বত্থামা আচার্য দ্রোণের ও কৃপীর একমাত্র সন্তান।[১] অংশাবতরণাধ্যায়ে বলা হইয়াছে—

মহাদেবান্তকাভ্যাঞ্চ কামাৎ ক্রোধাচ্চ ভারত।
একত্বমুপপন্নানাং জজ্ঞে শূরঃ পরন্তপঃ ॥
অশ্বত্থামা মহাবীর্য্যঃ শত্রুপক্ষভয়াবহঃ।
বীরঃ কমলপত্রাক্ষঃ ক্ষিতাবাসীন্নরাধিপ ॥ আদি ৬৭।৭২, ৭৩

—মহাদেব, যম, কাম এবং ক্রোধের মিলিত অংশে মহাবীর শত্রুনাশন অশ্বত্থামার জন্ম হইয়াছে। তাঁহার নেত্রযুগল ছিল পদ্ম-পলাশের মত।

জন্মিয়াই অশ্বত্থামা অশ্বের হেষার ন্যায় চীৎকার করিয়াছিলেন। এইজন্য (অশ্বের স্থামের ন্যায় স্থাম যাঁহার—এই অর্থে সকার-স্থানে তকারাদেশ। স্থাম = শব্দ) তাঁহার নাম রাখা হয়—'অশ্বত্থামা'।[২]

অশ্বত্থামা তাঁহার পিতৃদেবের নিকট হইতেই বেদাদিশাস্ত্র ও ধনুর্বেদে কৃতবিদ্য হইয়া উঠেন। জনক-জননীর সহিত তিনিও হস্তিনাপুরীতে তাঁহার মাতুল কৃপাচার্যের গৃহে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছেন। এই সময় তিনি মাতুলশিষ্য কুরুপাণ্ডব-কুমারগণকে কিছু কিছু ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যার্থিগণ তাঁহার পরিচয় জানিতেন না।[৩] পরে ভীষ্ম দ্রোণাচার্যের পরিচয় জানার পর সকলেই তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছেন।

পুত্রের প্রতি অত্যধিক স্নেহশীল দ্রোণাচার্য অপর শিষ্যগণ অপেক্ষা পুত্রকে অধিকতর ধনুর্বিদ্যাবিশারদ করিবার নিমিত্ত সময় সময় গোপনে পুত্রকে শিক্ষা দিয়াছেন। পিতার নিকট হইতে তিনি নানাবিধ দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগপদ্ধতিও শিক্ষা করিয়াছেন।[৪]

দুর্যোধনের দ্বারা সম্মানিত হইয়া অশ্বত্থামাও হস্তিনাপুরীতেই বাস করিতেন। দুর্যোধনের সকল দুষ্কর্মের নীরব সাক্ষিরূপে তিনিও যেন আপন বিবেকবুদ্ধি অনুসারে চলিতে পারেন নাই। বিরাটপুরীতে গো-হরণের ব্যাপারে তিনিও দুর্যোধনের সঙ্গে গিয়াছেন। বৃহন্নলাবেশী অর্জুনকে দেখিয়াই কর্ণ আস্ফালন করিতে থাকিলে অশ্বত্থামা কর্ণকে কঠোর বাক্যে তিরস্কার করিয়াছেন এবং অর্জুনের শক্তি-সামর্থ্যের উল্লেখ করিয়া অর্জুনের তুলনায় কর্ণের হীনত্বের কথাও শোনাইয়াছেন। দুর্যোধন অনুনয়-বিনয়ে এই বিবাদ মিটাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।[৫]

কুরুরাজ্যে অশ্বত্থামাও গণ্যমান্য ব্যক্তিরূপে বিবেচিত হইতেন। অর্জুন সঞ্জয়কে বলিয়াছেন,—'ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা এবং বিদুর যাহা বলিবেন, তাহাই হইবে। ইঁহারা নিশ্চয়ই কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ চাহেন না। ইঁহাদের উপদেশে কৌরবগণের কল্যাণ হউক'।

বৃদ্ধো ভীষ্মঃ শান্তনবঃ কৃপশ্চ দ্রোণঃ সপুত্রো বিদুরশ্চ ধীমান্।
এতে সর্ব্বে যদ্ বদন্ত্যেতদস্তু আয়ুষ্মন্তঃ কুরবঃ সন্তু সর্ব্বে ॥
উ ৪৮।১০৯। তু উ ৪৮।৯০

মহাযুদ্ধেব প্রস্তুতিব পব দুর্যোধনেব জিজ্ঞাসাব উত্তবে ভীষ্ম বীবগণেব শক্তিসামর্থ্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে অশ্বত্থামা সম্বন্ধে বলিযাছেন— ইঁহাব শক্তি অর্জুন অপেক্ষা ন্যূন নহে। ইনি দিব্যাস্ত্রবিদ এবং অসাধাবণ বীবপুরুষ। ইঁহাব বহু গুণ সত্ত্বেও

দোষস্ত্বস্য মহানেকো যেনৈষ ভবতর্ষভ।
ন মে বথো নাতিবথো মতঃ পার্থিবসত্তম॥
জীবিতং প্রিযমত্যর্থমাযুষ্কামঃ সদা দ্বিজঃ। উ ১৬৬।৭ ৮

—একটি মহান দোষ বহিযাছে, যে-কাবণে ইঁহাকে বথ বা অতিবথেব মধ্যে গণনা কবিতে পাবিতেছি না। মহাবাজ, এই ব্রাহ্মণেব প্রাণেব মমতা অত্যধিক।

ভীষ্ম বাজে কথা বলিবাব পাত্র নহেন, তাঁহাব কথাব দাম আছে। যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বত্থামাব পৃষ্ঠপ্রদর্শনেব দৃশ্য দুর্লভ নহে।

কে কতদিনে পাণ্ডব সৈন্য নিঃশেষ কবিতে পাবিবেন—দুর্যোধনেব এই প্রশ্নেব উত্তবে

দ্রৌণিস্তু দশবাত্রেণ প্রতিজজ্ঞে বলক্ষযম। উ ১৯৫।১৯

—দ্রোণপুত্র প্রতিজ্ঞা কবিযা বলিলেন দশদিনে তিনি পাণ্ডব-সৈন্য নিধন কবিতে পাবিবেন।

এই প্রতিজ্ঞায তাঁহাব ধৃষ্টতাব পবিচয পাওযা যায। যুদ্ধাবম্ভে দুর্যোধন সসম্মানে এই আচার্যপুত্রকে এক অক্ষৌহিণী-সেনাব অধ্যক্ষপদে ববণ কবিযাছেন।

অশ্বত্থামাব আকৃতিব বিশেষ কোন বর্ণনা পাওযা যায না। তিনি অতি সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহাব পবিধেয বস্ত্র ছিল নীল বঙ-এব। তাঁহাব মাথায একটি সহজাত অমূল্য মণি ছিল। অশ্বত্থামাব বথেব ধ্বজে সিংহেব লাঙ্গুল অঙ্কিত। তাঁহাব পতাকাটিব প্রভা ছিল বালসূর্যেব মত। অহঙ্কাবী কর্ণ একদা কৃপাচার্যেব তিবস্কাবে ক্ষুব্ধ হইযা কঠোব ভাষায আচার্যকে অপমান কবিলে অশ্বত্থামা মাতুলেব সেই অপমানেব প্রতিশোধ তুলিতে অসিহস্তে কর্ণেব প্রতি ধাবিত হইযাছিলেন। দুর্যোধন ও কৃপাচার্য অতি কষ্টে কর্ণ ও অশ্বত্থামাব কলহ মিটাইযা দিলেন। কৃপ ও অশ্বত্থামা উভযেই কর্ণেব অহঙ্কাব সহ্য কবিতে পাবিতেন না।

এক সময পাণ্ডবপক্ষেব বিক্রম দেখিযা দুর্যোধন হতাশ হইযা অশ্বত্থামাকে বলিলেন—'তোমাব পিতা আচার্য পাণ্ডবগণকে পুত্রবৎ বক্ষা কবিতেছেন, তুমিও আমাব দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাদেব সহিত তেমন শক্তিপ্রযোগে যুদ্ধ কবিতেছ না। তোমাব এইপ্রকাব উপেক্ষা প্রদর্শন ধর্মবাজেব প্রীতিব নিমিত্ত, অথবা দ্রৌপদীব আনন্দবর্দ্ধনেব নিমিত্ত—তাহা বুঝিতে পাবি না।

দুর্যোধনেব এই অশোভন ইঙ্গিতে অশ্বত্থামা মর্মাহত হইযাছেন। তিনিও দুর্যোধনকে কঠোব বাক্যে তিবস্কাব কবিতে ছাডেন নাই। তিনি বলিযাছেন—'বাজন্, আমাব পিতা ও আমি পাণ্ডবগণকে ভালবাসি এবং তাঁহাবাও আমাদিগকে ভালবাসেন, ইহা অতি সত্য হইলেও যুদ্ধেব সময সেই ভালবাসাব কোন স্থান নাই'।

ত্বন্তু লুব্ধতমো বাজন নিকৃতিজ্ঞশ্চ কৌবব।
সর্ব্বাভিশঙ্কী মানী চ ততোঽস্মানভিশঙ্কসে॥
মন্যে ত্বং কুৎসিতো বাজন পাপাত্মা পাপপুরুষঃ।
অন্যানপি স নঃ ক্ষুদ্র শঙ্কসে পাপভাবিতঃ॥ দ্রো ১৫৮।৯, ১০

—বাজন, তুমি অতি লোভী ও শঠতাপবাযণ। তুমি অহঙ্কাবী এবং কাহাকেও বিশ্বাস কবিতে পাব না। সেইজন্য আমাদিগকেও আশঙ্কা কবিতেছ। তুমি কুৎসিত, পাপাত্মা ও পাপপুরুষ। হে ক্ষুদ্রাত্মন পাপচিত্ত তুমি অন্যান্যদেবে এবং আমাদিগকেও এইজন্যই শঙ্কা কবিতেছ।

কুরুরাজের মুখের উপর এরূপ ভাষায় কথা বলা সাধারণ সাহসের কর্ম নহে। দুর্যোধনও আব কোন কথা বলেন নাই। তিনি সম্ভবতঃ আচার্যপুত্রের এইপ্রকার স্পষ্টবাদিতার কথা ভাবিতেই পারেন নাই। সেই দিনের যুদ্ধে অশ্বত্থামা অনেক পাঞ্চাল বীরকে যমালয়ে প্রেরণ কবিযাছেন।

পিতাব শোচনীয় বধবার্তা শ্রবণ করিয়া দুঃখে শোকে ও ক্রোধে অশ্বত্থামা ভয়ানক নারায়ণাস্ত্রের প্রযোগ কবিলেন। সেই দিব্যাস্ত্রের তেজে সসাগরা পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। আচার্যের শোকে অভিভূত অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বলিযাছেন—

সৌহার্দ্দং সর্ব্বভূতেষু যঃ করোত্যতিমানুষঃ।
সোহদ্য কেশগ্রহং শ্রুত্বা পিতুর্ধক্ষ্যতি নো রণে॥ দ্রো ১৯৫।৪২

—যে অতিমানুষ সকল প্রাণীর প্রতিই সৌহার্দ প্রকাশ করেন, তাঁহার পিতার চুলে ধরা হইয়াছে (ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক) শুনিয়া আজ তিনি রণক্ষেত্রে আমাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন।

অর্জুনের কথিত বিশেষণগুলি হইতে জানা যায়, অশ্বত্থামা বীরপুরুষ, অতিমানব এবং সর্বভূতের সুহৎ। পিতার শোচনীয় মৃত্যুর পর হইতেই সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত তাঁহার চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে। শোকে ও ক্রোধে তিনি ক্ষিপ্ত হইযা উঠেন। তাঁহার নিক্ষিপ্ত নাবায়ণাস্ত্রের তেজে পাণ্ডব-সৈন্য দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া কৃষ্ণ সকলকে অস্ত্রশস্ত্র ও বাহন ত্যাগ করিতে বলিলেন। পাণ্ডব-সৈন্যগণ কৃষ্ণের আদেশ পালন করায় রক্ষা পাইলেন।[১০] অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও ভীম, অর্জুন ও সাত্যকির দ্বারা রক্ষিত ধৃষ্টদ্যুম্নের বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। তাঁহার নিক্ষিপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রে অসংখ্য পাণ্ডব-সৈন্য নিহত হইল, কিন্তু কৃষ্ণার্জুন অক্ষতই রহিলেন দেখিয়া অশ্বত্থামা

ধিক্ ধিক সর্ব্বমিদং মিথ্যেত্যুক্ত্বা সম্প্রাদ্রবদ্ রণাৎ। দ্রো ২০০।৪৭

—ধিক ধিক, সকলই মিথ্যা (আগ্নেয়াস্ত্রের শাস্ত্রবর্ণিত শক্তিও মিথ্যা)—এই বলিয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন।

অশ্বত্থামা ক্ষোভে ও দুঃখে ব্যাসদেবের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার এই ব্যর্থতার কারণ জানিতে চাহিলে মহর্ষি কৃষ্ণার্জুনের পূর্বজন্মের তপস্যার উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের অজেয়ত্ব এবং মাহাত্ম্য কীর্তনপূর্বক অশ্বত্থামাকে সান্ত্বনা দিয়াছেন।[১১]

কর্ণার্জুনের যুদ্ধে অর্জুনের বীরত্ব দেখিয়া অশ্বত্থামা দুর্যোধনের হাতে ধরিয়া অনুরোধ কবিয়াছেন—'রাজন্, এবার পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি কর। তোমার পক্ষের সকল বীর পুরুষই স্বর্গত হইয়াছেন, আমার মাতুল ও আমি অবধ্য। আমি শান্তির প্রস্তাব করিব। অর্জুন আমার কথা অমান্য কবিবেন না। কৃষ্ণও যুদ্ধ চাহেন না। যুধিষ্ঠির ধার্মিক ও দয়ালু, ভ্রাতৃগণ তাঁহার একান্ত অনুগত। রাজন্, আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়াই সকাতরে অনুরোধ করিতেছি—প্রসন্ন হও, আমার পরামর্শ গ্রহণ কর। আমিই কর্ণকে শান্ত করিব। রাজন্, আমাব এই পরামর্শ না শুনিলে অধিকতর অনুতপ্ত হইবে'।

দুর্যোধন তখনও কর্ণের বলবীর্য স্মরণ করিতেছিলেন। গুরু-পুত্রের কাতর বচনে তাঁহার রণস্পৃহা শিথিল হইল না।[১২]

কর্ণও অর্জুন কর্তৃক নিহত হইয়াছেন। হতাশ দুর্যোধন সর্বলক্ষণসম্পন্ন, শ্রুতিপারগ, তপস্বী, অপ্রতিমকর্মা, সুদর্শন অশ্বত্থামার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'গুরুপুত্র, আজ তুমিই আমাদের পরম আশ্রয়। তোমার নির্দেশ অনুসারেই আজ সেনাপতি বরণ করিতে চাই'।

অশ্বত্থামা শল্যকে সেনাপতিপদে বরণ করিতে বলায় দুর্যোধন তাহাই করিলেন।[১৮] এখানে অশ্বত্থামার বিশেষণগুলি হইতে তাঁহার অসাধারণত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পর কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার সহিত অশ্বত্থামা রণক্ষেত্রে ভূপাতিত কুরুরাজ সমীপে উপস্থিত হইয়া নানাবিধ বিলাপ করিয়াছেন।

তথা তু দৃষ্ট্বা রাজানং বাষ্পশোকসমন্বিতঃ।
দ্রৌণিঃ ক্রোধেন জজ্বাল যথা বহ্নির্জগৎক্ষয়ে॥ ইত্যাদি। শল্য ৬৫।৩২-৩৫

—কুরুরাজকে সেই শোচনীয় অবস্থায় দেখিতে পাইয়া সাশ্রুনেত্র শোকাকুল দ্রোণপুত্র প্রলয়কালীন বহ্নির ন্যায় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি বাষ্পবিহ্বল কণ্ঠে দুর্যোধনকে বলিয়াছেন—নীচগণ নৃশংসভাবে আমার পিতাকে হত্যা করায় আমার যতটুকু দুঃখ হইয়াছিল, তোমার এই অবস্থা দেখিয়া আমি ততোধিক দুঃখ অনুভব করিতেছি। আমি সত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি—আজ আমি বাসুদেব উপস্থিত থাকিলেও যে-কোন উপায়ে পাঞ্চালবংশকে সমূলে নিধন করিব। মহারাজ, তোমার অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছি।

এই প্রতিজ্ঞা শ্রবণে মুমূর্ষু দুর্যোধনের মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ কৃপাচার্যের দ্বারা অশ্বত্থামাকে সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করাইলেন। অভিষিক্ত অশ্বত্থামা কুরুরাজকে আলিঙ্গনপূর্বক সিংহনাদে দিক্‌সমূহ প্রকম্পিত করিয়া যাত্রা করিয়াছেন। শোকাকুল চিন্তিত কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন।

এই তিনজন বীর গোপনে ভ্রমণ করিতে করিতে এক গভীর বনে প্রবেশ করিলেন। তখন সূর্যাস্ত হইয়াছে। সেই বনে একটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থবৃক্ষ দেখিতে পাইয়া তাঁহারা সেই বৃক্ষমূলে বিশ্রাম করিতেছিলেন। কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা ঘুমাইয়া পড়িলেন, কিন্তু ক্রোধে ও ক্ষোভে অশ্বত্থামার ঘুম হইল না, তিনি সেই গভীর অরণ্যের ভিতর পায়চারি করিতে লাগিলেন। হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, সেই বিশাল বনস্পতিতে একটি ঘোরদর্শন পেচক সহসা উপস্থিত হইয়া অসংখ্য সুখসুপ্ত কাককে হত্যা করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়াই দ্রৌণি ভাবিতে লাগিলেন—

উপদেশঃ কৃতোঽনেন পক্ষিণা মম সংযুগে।
শত্রূণাং ক্ষয়ণে যুক্তঃ প্রাপ্তকালশ্চ মে মতঃ॥ ইত্যাদি। সৌ ১।৪৪-৫৪

—এই পেচক আমাকে শত্রুহত্যার কৌশল শিক্ষা দিল। আমারও এখন সময়োচিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। সম্মুখ সমরে পাণ্ডবগণকে পরাস্ত করা সাধ্যাতীত। এরূপ গর্হিত আচরণ ক্ষাত্রধর্মে নিন্দিত নহে। পাণ্ডবগণও যুদ্ধক্ষেত্রে বহু ছলনার আশ্রয় লইয়াছেন। ধর্মবিদ্‌গণও বলিয়া থাকেন—যে-কোন উপায়ে শত্রুহত্যা দূষণীয় নহে।

এরূপ চিন্তা করিয়াই অশ্বত্থামা পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণকে নিদ্রিত অবস্থায়ই হত্যা করা স্থির করিলেন। তারপর তিনি কৃপ ও কৃতবর্মাকে জাগরিত করিয়া আবেগপূর্ণ ভাষায় তাঁহার সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলে তাঁহারা উভয়ই লজ্জায় মৌনী হইয়া রহিলেন। পরে কৃপাচার্য ধর্ম ও পরলোকের ভয় দেখাইয়া ভাগিনেয়কে অনেক উপদেশ দিয়াও এই অন্যায় সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিতে পারেন নাই। যেন তেন প্রকারেণ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত অশ্বত্থামা মাতুলের উপদেশ গ্রাহ্য করিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হইয়াছে। ক্রোধে ও ক্ষোভে তিনি ছটপট করিতেছিলেন। অগত্যা কৃপ ও কৃতবর্মা তাঁহার অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

পাণ্ডবশিবিরের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া অশ্বত্থামা মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহার আকুল প্রার্থনায় মহাদেব স্বয়ং উপস্থিত হইয়া

দদৌ চাস্মৈ বিমলং খড়্গমুত্তমম্। সৌ ৭।৬৫
—তাঁহাকে একখানি শাণিত খড়্গ প্রদান করিলেন।

দৈবশক্তিতে সমধিক বলবান্ হইয়া অশ্বত্থামা গভীর রাত্রিতে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করিয়াছেন।

প্রথমেই তিনি লাথি মারিয়া নিদ্রিত ধৃষ্টদ্যুম্নকে জাগাইলেন। চুলে ধরিয়া তাঁহাকে আছাড় মারিতে মারিতে শক্তিহীন করিয়া ফেলিলেন। অকালে নিদ্রোত্থিত ধৃষ্টদ্যুম্ন আলস্যে ও ভয়ে তেমন প্রতীকার করিতে পারেন নাই। অতঃপর ধৃষ্টদ্যুম্নের কণ্ঠে ও বুকে পা দিয়া পুনঃ পুনঃ বুকে লাথি মারিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেন। তারপর তিনি উত্তমৌজাঃ, যুধামন্যু প্রভৃতি সুপ্ত বীরগণকেও একই ভাবে হত্যা করিয়াছেন। তখন অশ্বত্থামার গর্জনে শিবিরে সুপ্ত বীরগণ, রক্ষিসমূহ এবং অন্যান্য সকলেরই নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। তাঁহারা অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করিয়া অশ্বত্থামা কর্তৃক নিহত হইয়াছেন।

তস্য লোহিতসিক্তস্য দীপ্তখড়্গস্য যুধ্যতঃ।
অমানুষ ইবাকারো বভৌ পরমভীষণঃ॥ ইত্যাদি। সৌ ৮।৪২-৪৪
—রক্তাক্তকলেবর খড়্গপাণি যুদ্ধরত অশ্বত্থামার পরম ভীষণ আকৃতিতে তাঁহাকে যেন মানুষ বলিয়া চিনিতে পারা যায় নাই। তাঁহাকে ভীষণ রাক্ষস মনে করিয়া সকলেই চক্ষু নিমীলিত করিয়াছিলেন।

অতঃপর তিনি খড়্গ দ্বারা দ্রৌপদীর পুত্রগণ এবং শিখণ্ডীপ্রমুখ অন্যান্য পাঞ্চাল ও সোমক বীরগণকে একে একে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া সিংহনাদে গর্জন করিতেছিলেন। ভয়ে যাঁহারা কোনপ্রকারে শিবির হইতে পলায়ন করিতেছিলেন, তাঁহারাও শিবিরদ্বারে কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার অতর্কিত আক্রমণে প্রাণ হারাইলেন।

পঞ্চ পাণ্ডব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি সেই রাত্রিতে গঙ্গাতীরে অবস্থান করায় অশ্বত্থামা এই ভীষণ প্রলয়কাণ্ড সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।[১৫]

এই ঘটনার পর কৃপ, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে ভূলুণ্ঠিত ভগ্নোরু দুর্যোধন সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই প্রিয় বার্তা শোনাইয়াছেন। এই সংবাদে মুমূর্ষু কুরুরাজের চেতনা যেন ফিরিয়া আসিল, তাঁহার মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মৃদুকণ্ঠে অশ্বত্থামাকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।[১৬]

কৃতবর্মার অসতর্কতাবশতঃ ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি কোনপ্রকারে প্রাণ লইয়া পলায়নে সমর্থ হইয়াছিল। সে পরদিন প্রাতঃকালে যুধিষ্ঠিরকে এই দারুণ সংবাদ দেয়। এই সংবাদে পাণ্ডবগণ অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। পুত্রভ্রাতৃশোকাতুরা দ্রৌপদী প্রতিজ্ঞা করিলেন, অশ্বত্থামাকে বধ করিয়া তাঁহার মাথার সহজাত মণিটি যদি যুধিষ্ঠির ধারণ করেন, তবেই তিনি প্রাণ ধারণ করিবেন, অন্যথা প্রায়োপবেশনে প্রাণ ত্যাগ করিবেন। তাঁহার উত্তেজনাবাক্যে ভীমসেন রথে চড়িয়া যাত্রা করিয়াছেন।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—"ভীমকে এইভাবে যাইতে দেওয়া উচিত হয় নাই। অশ্বত্থামা ব্রহ্মশিরো-নামক মহাস্ত্রের :প্রয়োগপদ্ধতি অবগত আছেন। সেই মহাস্ত্র সমগ্র পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে সমর্থ। দ্রোণাচার্য অর্জুনকে সেই মহাস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। পুত্রের প্রার্থনায় আচার্য অপ্রসন্ন চিত্তে তাঁহাকেও উপদেশ দিয়াছেন, পরন্তু পুত্রকে সেই মহাস্ত্রবিদ্যা দান করা আচার্যের অভিপ্রেত ছিল না।

বিদিতং চাপলং হ্যাসীদাত্মজস্য মহাত্মনঃ। ইত্যাদি। সৌ ১২।৭
আপন পুত্রের চপলতার বিষয় আচার্য অবগত ছিলেন। পুত্রকে এই বিদ্যা দান করিয়া

তিনি বলিয়াছিলেন—'বৎস, পরম বিপদে পড়িলেও মানুষের উপর এই মহাস্ত্র নিক্ষেপ করিবে না।' পরে আচার্য পুত্রকে আরও বলিয়াছিলেন—'তুমি কখনও সৎপথে থাকিবে না—ইহা জানি।' পিতার অপ্রিয় বচনে দুঃখিত হইয়া দুষ্টমতি অশ্বত্থামা পৃথিবী পর্যটন করিয়াছেন। তোমাদের বনবাসকালে তিনি দ্বারকায় ছিলেন। একদিন সমুদ্রতীরে আমাকে একাকী দেখিতে পাইয়া বলিলেন—'আমার পিতা মহাতপস্বী ভারতাচার্য মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট হইতে ব্রহ্মশিরোনামক মহাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে সেই অস্ত্রেব উপদেশ দিয়াছেন। তুমি আমার নিকট হইতে তোমার হস্তস্থিত চক্রের বিনিময়ে এই বিদ্যা গ্রহণ কর'। আমি তাঁহার বিদ্যা গ্রহণ না কবিয়াই তাঁহাকে চক্রটি দিয়াছিলাম। তিনি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও চক্রটি উত্তোলন করিতে সমর্থ হইলেন না। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'আমার কোন প্রিয়জনও কখনও এই চক্রটি প্রার্থনা করেন নাই। তুমি কাহার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ইহা প্রার্থনা করিয়াছিলে?' তিনি উত্তর করিলেন যে, আমার সহিত যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষায় তিনি ইহা চাহিযাছেন। তিনি যুদ্ধে অজেয় হইবেন—ইহাই তাঁহার বাসনা। অতঃপর আমার প্রদত্ত অনেক ধনরত্ন গ্রহণ করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।'[১]

স সংরম্ভী দুরাত্মা চ চপলঃ ক্রূর এব চ।
বেদ চাস্ত্রং ব্রহ্মশিরস্তস্মাদ্ রক্ষ্যো বৃকোদরঃ॥ সৌ ১২।৪১

—তিনি (অশ্বত্থামা) অতিশয় অহঙ্কারী, দুরাত্মা, চপল এবং ক্রূর। তিনি ব্রহ্মশিরঃ অস্ত্রের প্রয়োগ জানেন। তাহার হাত হইতে ভীমকে রক্ষা করা উচিত।"

এখানে কৃষ্ণ অশ্বত্থামার যে বিশেষণগুলি প্রয়োগ করিয়াছেন—তাহাতে প্রাগুক্ত অর্জুনকথিত 'সর্বভূতের সুহৃৎ', 'অতিমানব' প্রভৃতি বিশেষণের বিপবীত চরিত্র দেখা যাইতেছে। বিশেষতঃ, কৃষ্ণের উক্তি হইতে জানা যায়, দ্রোণাচার্যও পুত্রকে 'চপলমতি' বলিয়াই জানিতেন এবং পুত্রকে তিনিও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। অশ্বত্থামার ভিতর বাহির কি সমান ছিল না?

কৃষ্ণ অবিলম্বে যুধিষ্ঠির ও অর্জুনকে সঙ্গে লইয়া রথে চড়িয়া ভীমের অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহারা ভীমকে দেখিতে পাইয়াও নিরস্ত করিতে পাবিলেন না। ভীম দ্রুতবেগে ভাগীরথীর দিকে ধাবিত হইয়া ঋষিগণ-পরিবেষ্টিত মহর্ষি ব্যাসদেবের সমীপে ঘৃতাক্ত, কুশবস্ত্র ধূলিধূসরিত সমাসীন ক্রূরকর্মা অশ্বত্থামাকে দেখিতে পাইলেন। অশ্বত্থামা শস্ত্রধারী ভীমসেন ও তাঁহার অনুসরণকারী কৃষ্ণার্জুনকে দেখিতে পাইয়াই পাণ্ডবনিধনের সঙ্কল্পপূর্বক ব্রহ্মশিরোনামক মহাস্ত্রের প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার অভিমন্ত্রিত ইষীকাতে (শরকাঠি) কালান্তকসদৃশ বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুনও মুহূর্তমধ্যে সেই মহাস্ত্রেব প্রতিষেধক দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। উভয় মহাস্ত্রের তেজে পৃথিবীতে প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হইল। দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি ব্যাস অস্ত্রদ্বয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া অর্জুন ও অশ্বত্থামাকে তিরস্কার করায় অর্জুন তৎক্ষণাৎ অস্ত্র সংবরণ করিয়াছেন, কিন্তু অশ্বত্থামা অসামর্থ্যবশতঃ তাহা পারেন নাই। এইজন্য ব্যাসদেব তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছেন এবং অর্জুনের চরিত্রের সহিত তাঁহার চরিত্রের তুলনা করিয়া তিনি যে কিরূপ অবিবেচক ও চঞ্চলমতি তাহাও বলিতে ছাড়েন নাই। মহর্ষি তাঁহাকে ইহাও বলিলেন যে, তিনি যেন নিজের মাথার সহজাত মণিটি পাণ্ডবগণকে দান করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন।

অশ্বত্থামা প্রথমতঃ তাঁহার সেই অমূল্য মণিটি দান করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, পরে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সেই মণিটি পাণ্ডবগণকে দিতে হইয়াছে এবং অনন্যোপায় হইয়া ব্রহ্মশিরঃ অস্ত্র উত্তরার গর্ভে নিক্ষেপ করিতে হইয়াছে। মহাস্ত্র-সংহরণে অশ্বত্থামার অসামর্থ্য

দেখিয়া ব্যাসদেবও অগত্যা এই ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন।[১৮]

অশ্বত্থামার এই ক্রূর আচরণে ব্যথিত হইয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে শাপ দিয়াছেন—'উত্তরার গর্ভস্থ সন্তান মরিয়াও পুনরায় জীবন প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু মনীষিগণ তোমাকে ভ্রূণঘাতী পাপকর্মা বলিয়া ঘৃণা করিবেন। তুমি যত পাপ করিয়াছ, তাহার ফল তোমাকে ভোগ করিতেই হইবে। তিন হাজার বৎসর কোথাও কাহারও সঙ্গ না পাইয়া তুমি ঘুরিয়া বেড়াইবে।

ভবিত্রী ন হি তে ক্ষুদ্র জনমধ্যেষু সংস্থিতিঃ।
পূযশোণিতগন্ধী চ দুর্গকান্তারসংশ্রয়ঃ।
বিচরিষ্যসি পাপাত্মন্ সর্ব্বব্যাধিসমন্বিতঃ॥ সৌ ১৬।১১, ১২

—হে ক্ষুদ্রাত্মন্, জনবসতিতে তোমার স্থান হইবে না। হে পাপাত্মন্, সর্বপ্রকার ব্যাধিযুক্ত পূযশোণিতগন্ধী (গলিত-কুষ্ঠরোগী) হইয়া দুর্গম বনে ঘুরিয়া বেড়াইবে।

ব্যাসদেবও পরে বলিয়াছেন—'যেহেতু তুমি এহেন দারুণ পাপকর্ম করিয়াছ, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যেহেতু তোমার এইপ্রকার আচরণ, সেইহেতু ক্ষত্রধর্মাশ্রিত তুমি কৃষ্ণের এই শাপে অবশ্যই যন্ত্রণা ভোগ করিবে'।

অশ্বত্থামা ব্যাসদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন—

সহৈব ভবতা ব্রহ্মন্ স্থাস্যামি পুরুষেষ্বিহ।
সত্যবাগস্তু ভগবানয়ঞ্চ পুরুষোত্তমঃ॥ সৌ ১৬।১৯

—ব্রহ্মন্, আমি আপনার সহিত এখানে জনমধ্যে বাস করিব। এই পুরুষোত্তম ভগবানের বাক্য সত্য হউক।

প্রদায়াথ মণিং দ্রৌণিঃ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
জগাম বিমনাস্তেষাং সর্ব্বেষাং পশ্যতাং বনম্॥ সৌ ১৬।২০

—মহাত্মা পাণ্ডবগণকে মণিটি দান করিয়া সকলের সাক্ষাতেই অশ্বত্থামা দুঃখিত চিত্তে বনে যাত্রা করিলেন।

অশ্বত্থামা দারপরিগ্রহ করেন নাই। তিনি ব্রহ্মচারী ছিলেন। পিতার ন্যায় তিনিও ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। শেষে হঠকারিতার ফলে তিনি অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে অনেক গুণ থাকিলেও একমাত্র হঠকারিতার জন্য সেই গুণরাশি মলিন হইয়া পড়িয়াছে। তিনিও কৃপাচার্যের ন্যায় দীর্ঘজীবী।

---

১ আদি ৬৩।১০৮
২ আদি ১৩০।৪৭, ৪৮। দ্রো ১৯৫।৩০, ৩১
৩ আদি ১৩১।১৫
৪ আদি ১৩২।১৬, ১৭
৫ বি ৫০ তম অ।
৬ উ ১৫৪ তম অ।
৭ বি ৬৬।১৩। শল্য ৬।১৬। সৌ ১১।২০। উ ২৩।১২
৮ দ্রো ১০৩।১০। দ্রো ১৪৩।৪৭। দ্রো ১৯৯।৩৪
৯ দ্রো ১৫৭।১-১৬
১০ দ্রো ১৫৭।৮৬, ৮৭
১১ দ্রো ১৯৮ তম অ।
১২ দ্রো ২০০ তম অ।
১৩ ক ৮৮।২০-৩৪
১৪ শল্য ৬ষ্ঠ অ।
১৫ সৌ ৮।১৪৯
১৬ সৌ ৯ম অ। ১৭ সৌ ১২শ অ।
১৮ সৌ ১৫শ অ।

সঞ্জয়

হস্তিনার সূতবংশে (রথচালক) সঞ্জয়ের জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার পিতার নাম ছিল গবল্‌গণ।[১] সঞ্জয় অতি বিদ্বান্‌ চরিত্রবান ও শুদ্ধমতি পুরুষ ছিলেন। মহাভারতে তিনি একজন অসাধারণ পুরুষ। তিনি মুনির ন্যায় তপস্বী ছিলেন।

আজগাম বিশুদ্ধাত্মা পুনর্গাবল্‌গণিস্তদা। দ্রো ১।৬

সঞ্জয়ো মুনিকল্পস্তু। আদি ৬৩।৯৭

মহাভারতে আট হাজার আট শত শ্লোক অতি গূঢ়ার্থপ্রকাশক। এইগুলিকে ব্যাসকূট বলা হয়। সৌতি বলিয়াছেন—

অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি সঞ্জয়ো বেত্তি বা ন বা॥ আদি ১।৮১

—সেই কূট শ্লোকসমূহের গূঢ়ার্থ আমি জানি ও শুকদেব জানেন। সঞ্জয় জানিলে জানিতেও পারেন।

সঞ্জয়ের পাণ্ডিত্য বিষয়ে এই উক্তিই যথেষ্ট। আরও নানাস্থানে তাঁহাকে 'বিদ্বান্‌', 'মতিমান্‌' ইত্যাদি বিশেষণে মণ্ডিত করা হইয়াছে।

সঞ্জয় বিদুরের সমবয়স্ক বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন।

অপ্রিয় স্পষ্ট ভাষণে তাঁহার রসনা যেন শাণিত তরবারির ন্যায় প্রকাশ পাইত। দ্যূতক্রীড়ার সভাগৃহে তিনিও উপস্থিত ছিলেন। বিদুরের হিতবচন অগ্রাহ্য হওয়ায় তখন তিনি মৌনাবলম্বন করিয়াছেন। পাণ্ডবগণের বনগমনের পর ভীত চিন্তাকুল ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে উপস্থিত হইয়া সঞ্জয় বলিয়াছেন—'রাজন্‌, পাণ্ডবগণকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া তুমি সম্পূর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছ, এখন তোমাকে চিন্তাকুল দেখিতেছি কেন'? ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন যে, যুদ্ধবীর মিত্রসম্পন্ন পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা করিয়া তিনি কিপ্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। উত্তরে সঞ্জয় বলিয়াছেন—'রাজন্‌, তোমার অসাধু কর্মের ফলেই এই শত্রুতা সাধিত হইয়াছে। ইহার ফলে পৃথিবী ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রমুখ হিতৈষিগণের বচন অগ্রাহ্য করিয়া তোমার পাপিষ্ঠ পুত্র সূতপুত্র প্রাতিকামীর দ্বারা ধর্মচারিণী কৃষ্ণাকে সভায় আনিয়াছিল। পরমেশ্বর যাহাকে দুঃখ দিতে ইচ্ছা করেন, প্রথমতঃ তাহার বুদ্ধিকে কলুষিত করিয়া থাকেন। তখন সেই কলুষবুদ্ধি দুর্নীতিকেই সুনীতি বলিয়া মনে করে।[২]

পাণ্ডবগণের বনবাসকালে অর্জুনের তপস্যা, পাণ্ডব সমীপে কৃষ্ণের আগমন প্রভৃতি খবর শুনিয়া ভীত ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে আনাইয়া বহুবিধ অনুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সঞ্জয় বলিয়াছেন: ব্যতিক্রমোঽয়ং সুমহাংস্ত্বয়া রাজন্নুপেক্ষিতঃ।

সমর্থেনাপি যন্মোহাৎ পুত্রস্তে ন নিবারিতঃ॥ ইত্যাদি। বন ৫১।১৫-২৭

—রাজন্‌, তুমি সমর্থ হইয়াও মোহবশতঃ তোমার পুত্রকে নিবারণ না করিয়া দারুণ দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়াছ। শ্রীকৃষ্ণ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখ ব্যক্তিগণ কাম্যকবনে পাণ্ডবসমীপে উপস্থিত

হইয়া ভবিষ্যতের মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়াছেন। আমি গুপ্তচরের মুখে এইসকল খবর শুনিয়াছি। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন যে, কুরুকুল বিনাশ করিয়া পুনরায় তিনি ধর্মরাজকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিবেন।

পাণ্ডবগণের বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের তের বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। উপপ্লব্য হইতে দ্রুপদপুরোহিত পাণ্ডবগণের দূতরূপে হস্তিনার রাজসভায় আসিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন এবং সন্ধি না করিলে কৌরবদের অশেষ দুর্গতির কথাও শোনাইয়াছেন। পুরোহিতের তীক্ষ্ণ বচনে ধৃতরাষ্ট্র ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি সঞ্জয়কে পাণ্ডবদের নিকট দূতরূপে পাঠাইবার উদ্দেশ্যে আহ্বান করিয়া কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণের প্রশংসাপূর্বক বলিলেন যে, সঞ্জয় যেন তাঁহার শান্তিকামনার কথা বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দেন। রাজ্যাংশ প্রত্যর্পণ বিষয়ে স্বার্থান্ধ বৃদ্ধ কিছুই বলিলেন না। শুধু যুদ্ধের ভয়েই সঞ্জয়কে পাঠাইলেন। সঞ্জয় সুকৌশলে পাণ্ডবগণের নিকট ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছেন। কৃষ্ণ বলিলেন, রাজ্যার্ধ প্রত্যর্পণ করিলেই পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের অনুগত হইয়া থাকিবেন, অন্যথা অগত্যা তাঁহাদিগকে যুদ্ধই করিতে হইবে।[৩]

কৃষ্ণের এই কথার পরে যুধিষ্ঠির পুনরায় বলিলেন যে, পাঁচ ভাই-এর বাসের নিমিত্ত ন্যূনকল্পে পাঁচখানা গ্রাম পাইলেও তিনি শান্তিতে বাস করিতে পারেন। সঞ্জয় উপপ্লব্য হইতে হস্তিনায় ফিরিয়া গিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্বুদ্ধির জন্য তাঁহাকে মৃদু তিরস্কার করিয়া সঞ্জয় বলিলেন যে, পরদিন প্রাতঃকালে তিনি রাজসভায় সর্বসমক্ষে যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন, আজ তিনি পরিশ্রান্ত, তিনি বিশ্রামের অনুমতি চাহেন। ধৃতরাষ্ট্র বিশ্রামের নিমিত্ত সঞ্জয়কে বিদায় দিলেন।[৪]

সেই রাত্রিতে দুশ্চিন্তায় ধৃতরাষ্ট্রের নিদ্রা হইল না। তিনি বিদুরের হিতবচন ও মহর্ষি সনৎকুমারের অধ্যাত্মবাণী শুনিয়া কোনপ্রকারে সেই রাত্রি কাটাইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে কুরুসভায় উপস্থিত হইয়া সঞ্জয় সর্বসমক্ষে অর্জুনের তেজোদীপ্ত বাণী শোনাইয়াছেন। পাণ্ডবপক্ষে সমবেত বীরগণ ও ভীমার্জুনের শৌর্যবীর্য স্মরণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র সমধিক বিহ্বল হইয়া পড়েন। সঞ্জয় অতি কঠোর ভাষায় তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছেন—

ইদং জিতমিদং লব্ধমিতি শ্রুত্বা পরাজিতান্।
দ্যূতকালে মহারাজ স্ময়সে স্ম কুমারবৎ ॥ ইত্যাদি। উ ৫৪।৫-২২

—মহারাজ, দ্যূতকালে তোমার পুত্র পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের অমুক বস্তু জয় করিয়াছে, অমুক বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছে—ইত্যাদি সংবাদ শুনিয়া তুমি শিশুর ন্যায় উল্লাস প্রকাশ করিয়াছ। তোমার পুত্রগণ পাণ্ডবগণকে অসভ্যের ন্যায় কটুকথা বলিলেও তুমি বারণ কর নাই। ভাবিতেছিলে, পুত্রগণ সমগ্র রাজ্যই জয় করিতেছে। রাজন্, তুমি অধঃপতনের কথা একবারও চিন্তা কর নাই। আজ তোমার অনুগত অনেকেই তোমাকে ঘৃণা করিতেছেন। এখন পাণ্ডবগণের শৌর্যবীর্য স্মরণ করিয়া অসমর্থের ন্যায় বিলাপ করিলে কি ফল হইবে ?

দুর্যোধন ভীত সন্ত্রস্ত পিতাকে আশ্বাস দিয়া পঞ্চমুখে স্বপক্ষের বীরগণের বীরত্ব কীর্তন করিতে লাগিলেন। ইহাতে পুনরায় স্বার্থান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের চিত্তে ক্ষীণ আশা সঞ্চারিত হইল। তিনি নানা প্রশ্ন করিয়া সঞ্জয়ের নিকট হইতে পাণ্ডবপক্ষের বলাবল জানিতেছিলেন। স্পষ্টভাষী সঞ্জয়ের কথায় বৃদ্ধের ভয় ক্রমে বাড়িয়াই চলিল, কিন্তু পুনঃ পুনঃ পুত্রের আস্ফালনে বৃদ্ধের বিবেক যেন সম্মোহিত। ভীষ্ম, বিদুর প্রমুখ সুহৃদ্‌গণের কোন উপদেশেই ফল না হওয়ায় সকলেই সভাগৃহ ত্যাগ করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় নির্জনে সঞ্জয়কে ডাকিয়া আপনপক্ষের ও পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধৃবর্গের বলাবল বিশেষরূপে জানিতে চাহিলে

সঞ্জয় অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

ন ত্বাং ব্রূয়াং রহিতে জাতু কিঞ্চিদসূয়া হি ত্বাং প্রবিশেত রাজন্।
আনয়স্ব পিতরং মহাব্রতং গান্ধারীঞ্চ মহিষীমাজমীঢ় ॥ উ ৬৭।৬

—রাজন্, নির্জনে তোমাকে কিছু বলিব না। কারণ আমার বাক্যে তুমি আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবে। তোমার মহাব্রত পিতা (ব্যাসদেব) ও মহিষী গান্ধারীকে এখানে আনয়ন কর।

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে পাঠাইয়া এই উভয়কে সভাগৃহে আনাইলেন। এবার সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—'মহারাজ, তুমি উভয় পক্ষের বলাবল জানিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতেছ। আমি সংক্ষেপে উত্তর দিতেছি—

একতো বা জগৎ কৃৎস্নমেকতো বা জনার্দ্দনঃ।
সারতো জগতঃ কৃৎস্নাদতিরিক্তো জনার্দ্দনঃ।॥ উ ৬৮।৭
যতঃ সত্যং যতো ধর্ম্মো যতো হ্রীবার্জ্জবং যতঃ।
ততো ভবতি গোবিন্দো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ ॥ উ ৬৮।৯

—সমগ্র জগৎ এক দিকে, আর কৃষ্ণ এক দিকে। সমগ্র জগৎ অপেক্ষাও কৃষ্ণ অধিকতর বলবান্। যেখানে সত্য, যেখানে ধর্ম, যেখানে লজ্জা এবং যেখানে সরলতা বিদ্যমান, কৃষ্ণ সেখানে। আর কৃষ্ণ যেখানে, জয় সেখানে।

সঞ্জয় আরও বলিয়াছেন—

স কৃত্বা পাণ্ডবান্ সত্রং লোকং সম্মোহয়ন্নিব।
অধর্ম্মনিরতান্ মূঢ়ান্ দগ্ধুমিচ্ছতি তে সুতান্ ॥ উ ৬৮।১১

—তিনি (কৃষ্ণ) পাণ্ডবগণকে উপলক্ষ্য করিয়া জগৎকে যেন সম্মোহিত করিয়া তোমার অধর্মনিরত মূঢ় পুত্রগণকে দগ্ধ করিতে চাহিতেছেন।

কিরূপে সঞ্জয় কৃষ্ণের স্বরূপ অবগত হইলেন, আর কি কারণেই বা তিনি অবগত হইলেন না—ইহা জানিবার নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে প্রশ্ন করিলে সঞ্জয় বলিয়াছেন—

শৃণু রাজন্ন তে বিদ্যা মম বিদ্যা ন হীয়তে।
বিদ্যাহীনস্তমোধ্বস্তো নাভিজানাতি কেশবম্ ॥ উ ৬৯।২
মায়াং ন সেবে ভদ্রং তে ন বৃথা ধর্ম্মমাচরে।
শুদ্ধভাবং গতো ভক্ত্যা শাস্ত্রাদ্ বেদ্মি জনার্দ্দনম্ ॥ উ ৬৯।৫

—রাজন্, তোমার তমোবিরোধিনী প্রজ্ঞা লোপ পাইয়াছে, আমার সেই প্রজ্ঞা লোপ পায় নাই। তমোধ্বস্ত বিদ্যাহীন ব্যক্তি কেশবের স্বরূপ জানিতে পারে না। আমি অবিদ্যার চিন্তা করি না। তোমাকে সত্য বলিতেছি, আমার অহঙ্কার নহে—ভগবদর্পণ-বুদ্ধিতে আমি ধর্মাচরণ করিয়া থাকি। ভক্তি দ্বারা আমার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে। এইজন্য শাস্ত্রবাক্য হইতে আমি জনার্দনের স্বরূপ জানিতে পারিয়াছি।

দুর্যোধন সঞ্জয়ের এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিলেন না। শান্তির নিমিত্ত কুরুসভায় সমাগত কৃষ্ণের দৌত্যও ব্যর্থ হইয়াছে। কুরুপাণ্ডবের মহাযুদ্ধ আসন্ন। মহর্ষি ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্র সমীপে উপস্থিত হইয়া ভবিষ্যৎ ঘোর দুর্দিনে মনকে স্থির রাখিবার নিমিত্ত উপদেশ দিয়া মহাযুদ্ধ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্য চক্ষু দান করিতে চাহিলেন। ধৃতরাষ্ট্র স্বজননিধন দেখিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া শুধু যুদ্ধের ফলাফল শুনিতে চাহিলে মহর্ষি বলিলেন—'আমি সঞ্জয়কে বর দিতেছি—তিনি দিব্য নেত্র লাভ করিয়া সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবেন এবং সকল কথা শুনিতে পাইবেন। তুমি তাহার মুখে সমস্ত জানিতে পারিবে। যুদ্ধে তাহার কোন ক্ষতি হইবে না। মহারাজ, তুমি স্থির হও, নিয়তিকে অতিক্রম করিবার

সাধ্য কাহারও নাই। যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ'।[৫]

ব্যাসদেবের প্রসাদে সঞ্জয় দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের সকল বৃত্তান্ত শোনাইয়াছেন। প্রথম দশ দিনের সকল ঘটনা বলিয়া সঞ্জয়, পিতামহ ভীষ্মের পতনবার্তা শোনাইতেই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। এই বিলাপের মধ্যে তিনি তাঁহার পুত্রের অতি লোভের উল্লেখ করিয়া পুত্রকে নিন্দা করিবামাত্র সঞ্জয় বলিয়াছিলেন—'মহারাজ, নিজের পাপের বোঝা অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া উচিত নহে। তোমার দিকে চাহিয়াই পাণ্ডবগণ অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছিলেন। তুমি তোমার কর্তব্য পালন কর নাই।'[৮]

যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা আরম্ভ করিয়া প্রথম দিনের সকল ঘটনা বলার পরেই ধৃতরাষ্ট্র দুঃখ করিয়া সঞ্জয়কে বলিয়াছেন যে, তিনি যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন, পাপমতি দুর্যোধনের জেদের ফলেই এই দারুণ বিপদ উপস্থিত হইল। সঞ্জয় তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধকে কহিলেন—

শৃণু রাজন্ স্থিরো ভূত্বা তবাপনয়নো মহান্।
ন চ দুর্য্যোধনে দোষমিমমাধাতুমর্হসি ॥
গতোদকে সেতুবন্ধো যাদৃক্ তাদৃঙ্মতিস্তব।
সন্দীপ্তে ভবনে যদ্বৎ কূপস্য খননং তথা ॥ ভী ৪৯।২২, ২৩

—রাজন্, স্থির হইয়া তোমার দুর্নীতির ফল শ্রবণ কর। দুর্যোধনের উপর এই দোষ আরোপ করা উচিত নহে। জল বাহির হইয়া গেলে বাঁধ নির্মাণ করা এবং ঘরে আগুন লাগিলে কূপ খনন করার ন্যায় তোমার বর্তমান সুবুদ্ধিতে আর কোন ফল হইবে না।

ভীম কর্তৃক আপনাব কয়েকটি পুত্রের বধবার্তা শ্রবণ করিয়া শোকাকুল ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, পাণ্ডবগণ কি কারণে অবধ্য, তাহাদিগকে কি কেহ বর দিয়াছেন অথবা তাহারা কি কোন জ্ঞান (মায়া) জানে? উত্তরে সঞ্জয় অতি কঠোর ভাষায় বলিয়াছেন—'রাজন্, তুমি হিতৈষী মহামতিগণের পরামর্শে কর্ণপাত কর নাই। 'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ'—এই মহাবাক্যও বিশ্বাস কর নাই। পাণ্ডবগণ কোন বিভীষিকা আশ্রয় করেন নাই, ন্যায় পথে থাকিয়াই যুদ্ধ করিতেছেন। পুত্রদের আস্ফালনে তুমিও পাণ্ডবগণের ক্ষমতা বুঝিতে পার নাই। এখন তাহার ফল ভোগ কর'।[৭]

পুনঃ পুনঃ স্বপক্ষের পরাজয়বার্তা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের হিতবচন স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইতেছেন, আর সঞ্জয় তাঁহাকে নিয়তির বিধানের দোহাই দিয়া সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতেছেন, আবার দুর্নীতির জন্য তিরস্কারও করিতেছেন—এই দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়ে। (নিম্নে কতকগুলি সঙ্কলিত হইল।)—

আত্মদোষাত্ত্বয়া রাজন্ প্রাপ্তং ব্যসনমীদৃশম্।
ইত্যাদি। ভী ৭৭।১-৫
অনতিক্রমণীয়োঽয়ং কৃতান্তস্যাদ্ভুতো বিধিঃ।
মা শুচো ভরতশ্রেষ্ঠ দৃষ্টমেতৎ পুরাতনে ॥ দ্রো ৮৪।৩
যদি হি ত্বং পুরা দ্যূতাৎ কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
আবারয়িষ্যাঃ পুত্রাংশ্চ নাভবিষ্যজ্জনক্ষয়ঃ ॥ ইত্যাদি। দ্রো ৮৪।৪-২২

—রাজন্, তুমি নিজের দোষে এইপ্রকার দুঃখ ভোগ করিতেছ। রাজন্, শোক ত্যাগ কর। মহাকালের অদ্ভুত বিধানকে অতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও নাই, ইহা অনেক প্রাচীন বৃত্তান্তে দেখা যায়।

তুমি যদি পূর্বে যুধিষ্ঠির ও তোমার পুত্রগণকে দ্যূতক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত করিতে, তবে এই

জনক্ষয় হইত না। পুত্রগণকে যদি আপন বশে রাখিতে পারিতে, তবে এই দুর্ঘটনা ঘটিত না। রাজন্, তোমার অতিলোভী পুত্র দুর্যোধনকে বন্দী করিবার নিমিত্ত যদি আদেশ দিতে, তবে তোমাকে এত দুঃখ সহিতে হইত না। তুমি প্রাজ্ঞতম হইয়াও দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি প্রভৃতির অধর্ম আচরণকে সমর্থন করিয়াছ। তোমার বিলাপ আমার নিকট বিষমিশ্রিত মধুর ন্যায় বোধ হইতেছে। কৃষ্ণ তোমাকে অত্যধিক সম্মান করিতেন। যখন হইতে তুমি রাজধর্মবিচ্যুত হইয়াছ, তখন হইতেই তিনি তোমাকে আর সম্মান করেন না। পাণ্ডবদের প্রতি তোমার পুত্রকৃত লাঞ্ছনাকে তুমি উপেক্ষা করিবার পর হইতেই সকলে তোমাকে রাজ্যলোভী বলিয়া জানিয়াছেন। এখন যুদ্ধের সময় পুনঃ পুনঃ পুত্রদের দোষ কীর্তন করা তোমার পক্ষে উচিত নহে। কৃষ্ণ যাঁহাদের মন্ত্রী, ভীম অর্জুন সাত্যকি প্রমুখ বীরগণ যে পক্ষের যোদ্ধা, সেই পক্ষকে জয় কবিবাব আশা হঠকারী কৌরবগণ ব্যতীত আর কে করিতে পারে ? কৌরবপক্ষে যাঁহারা যুদ্ধে লিপ্ত আছেন, তাঁহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন।

আত্মাপরাধাৎ সম্ভূতং ব্যসনং ভরতর্ষভ।
প্রাপ্য প্রাকৃতবদ্ বীর ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ইত্যাদি।

দ্রো ১১২।৪৭-৫৬

—হে ভারতশ্রেষ্ঠ, নিজের অপরাধে যে দুঃখ ভোগ করিতেছ, তাহার জন্য সাধারণ লোকের মত তোমার শোক করা উচিত নহে। হিতকাম সুহৃদের বাক্য গ্রহণ না করিলে তোমার মত দুঃখই ভোগ করিতে হয়। তোমার গুণহীনতা, পুত্রের প্রতি পক্ষপাত, ধর্মে অবিশ্বাস, পাণ্ডবদের প্রতি ঈর্ষাকুটিলতা—এইগুলি সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিয়াই কৃষ্ণ এই যুদ্ধ ঘটাইয়াছেন। নানাবিধ পাপচক্রের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে—কোথাও তোমার সাধু আচরণ লক্ষিত হয় নাই। এখন আর্তের মত প্রলাপ করিয়া কি ফল হইবে ? শবদেহে অলঙ্কার যোজনার প্রয়াসে কি ফল ? রাজন্, স্থির হও, শোন। জগতের শেষ গতি স্মরণ কর।

যঃ সংশোচসি কৌরব্য বর্ত্তমানে মহাভয়ে।
ত্বমস্য জগতো মূলং বিনাশস্য ন সংশয়ঃ ॥ ইত্যাদি।দ্রো ১৩৩। ২৫-২৮

—হে কৌরব্য, বর্তমান মহাভয়ে যে তুমি অতিমাত্র শোক করিতেছ, সেই তুমিই এই জগতের বিনাশের হেতু, ইহাতে সংশয় নাই। পুত্রদের কথায় পাণ্ডবগণের সহিত ভয়ানক শত্রুতা সাধন করিয়া নিতান্ত মৃত্যুপথযাত্রীর ন্যায় সুহৃদ্বাক্যরূপ পথ্য ঔষধ গ্রহণ কর নাই। রাজন্, তুমি স্বেচ্ছায় কালকূট মহাবিষ পান করিয়াছ। এখন তাহার ফল অবশ্যই তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। কৌরবপক্ষের বীরগণ যথাশক্তি যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু তুমি তাঁহাদের নিন্দা করিতেছ।

বিলপংশ্চ বহু ক্ষত্তা শমং নালভত ত্বয়ি।
সপুত্রো ভরতশ্রেষ্ঠ তস্য ভুঙ্‌ক্ষ্ব ফলোদয়ম্ ॥ ইত্যাদি। দ্রো ১৩৫।৪৩-৪৫

—বিদুর বহু বিলাপ করিয়াও তোমাকে শান্ত করিতে পারেন নাই। হে ভরতশ্রেষ্ঠ, এখন পুত্রের সহিত কৃতকর্মের ফল ভোগ কর। তমি বৃদ্ধ এবং বুদ্ধিমান্ হইয়াও এই পরিণতির বিষয় বুঝিতে পার নাই। ইহা দৈবেরই লীলা। হে নরশ্রেষ্ঠ, শোক করিও না। তোমাকেই তোমার পুত্রগণের মৃত্যুর হেতু বলিয়া মনে করিতেছি।

সঞ্জয়োঽহং ক্ষিতিপতে কচ্চিদাস্তে সুখং ভবান্।
স্বদোষৈরাপদং প্রাপ্য কচ্চিন্নাদ্য বিমুহ্যসি ॥ ইত্যাদি। ক ২। ৫-৮

—মহারাজ, আমি সঞ্জয়। আপনি সুখে আছেন তো ? আপন দোষে বিপদাপন্ন হইয়া আপনি বিমূঢ় হন নাই তো ? আপনি বিদুর, দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃষ্ণ প্রমুখ সুহৃদ্‌বর্গের হিতবচন

উপেক্ষা করিয়াছিলেন। সেইসকল ঘটনা স্মরণ করিয়া এখন কি ব্যথিত হইতেছেন ? ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ মহাবীরগণের নিধনবার্তা শুনিয়া এখন কি আপনার ব্যথা হয় না ?

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের তিরস্কার-বাক্যে অনুতপ্ত হইয়া ভীষ্ম দ্রোণাদিকে স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। এবার কর্ণের নিধনবার্তা শোনাইবার পূর্বে সঞ্জয় বলিতেছেন—

তবাপরাধাদ্ যদ্ বৃত্তং কৌরবেয়েষু মারিষ।
তচ্ছ্রুত্বা মা ব্যথাং কার্ষীর্দ্দিষ্টে ন ব্যথতে বুধঃ। ক ২।২৪

—তোমার অপরাধে কৌববগণের যে অবস্থা ঘটিল, তাহা শুনিয়া ব্যথিত হইও না। পণ্ডিত ব্যক্তি দৈবের বিধানে ব্যথিত হন না।

দুর্যোধনের পতনের সংবাদ দিয়া সঞ্জয় বলিতেছেন—

এবমেষ ক্ষয়ো বৃত্তঃ কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ।
ঘোরো বিশসনো রৌদ্রো রাজন্ দুর্ম্মন্ত্রিতে তব ॥ সৌ ৯।৬০

—রাজন, তোমার দুষ্ট মন্ত্রণায় এইভাবে কুরুপাণ্ডব-সেনাগণের দারুণ ধ্বংস সংসাধিত হইয়াছে।

একটি ঘটনায় দেখা যাইতেছে যে, সঞ্জয় কৌরবপক্ষের কুটিল পরামর্শেও যোগ দিয়াছেন। দুর্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও সঞ্জয় যুদ্ধকালে প্রত্যেক রাত্রিতেই কর্ণকে উৎসাহ দিতেন—

শ্বঃ সর্ব্বসৈন্যান্যুৎসৃজ্য জহি কর্ণ ধনঞ্জয়ম্। ইত্যাদি। দ্রো ১৮০।২১-২৩

—হে কর্ণ, আগামী কল্য সকল সৈন্যকে পরিত্যাগ করিয়া অর্জুনের উপর তোমার বাসবদত্তা শক্তি নিক্ষেপপূর্বক তাহাকে বধ কর। তাহা করিলেই পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ ভৃত্যের ন্যায় আমাদের বশীভূত হইবে। অথবা কৃষ্ণকেই বধ কর। কৃষ্ণই পাণ্ডবগণের মূল, আর সকল শাখামাত্র।

যোগযুক্ত দ্রোণাচার্যের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সঞ্জয় অন্যতম।[৮] সঞ্জয় তপস্বী ছিলেন।

মহাযুদ্ধের শেষ দিন সঞ্জয়ও সাত্যকির হাতে ধরা পড়িয়াছিলেন। ব্যাসদেব সাত্যকিকে বারণ করায় সঞ্জয়ের প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে।[৯]

দুর্যোধন স্বর্গত হইয়াছেন। সঞ্জয় শোকাতুর ধৃতরাষ্ট্রকে সমস্ত খবর দিয়া পরে বলিলেন—

তব পুত্রে গতে স্বর্গং শোকার্ত্তস্য মমানঘ।
ঋষিদত্তং প্রনষ্টং তদ্দিব্যদর্শিত্বমদ্য বৈ ॥ সৌ ৯।৬১

—মাহাত্মন্, তোমার পুত্র স্বর্গত হইয়াছেন। আমিও শোকার্ত হইয়া পড়িয়াছি। আজ আমার ঋষিপ্রদত্ত দিব্যদর্শন বিনষ্ট হইল।

শোকাতুর ধৃতরাষ্ট্রের করুণ বিলাপ ও অনুতাপের সময়ও সঞ্জয় তাঁহার সমীপে থাকিয়া সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নিয়তির বিধান, দৈবের লীলা প্রভৃতি সময়োচিত অনেক ভাল ভাল কথা বলিলেও তিনি তাঁহার স্পষ্ট ভাষণ ছাড়িতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

মধু যঃ কেবলং দৃষ্ট্বা প্রপাতং নানুপশ্যতি।
স ভ্রষ্টো মধুলোভেন শোচত্যেবং যথা ভবান্ ॥ স্ত্রী ১।৩৪
স্বয়মুৎপাদয়িত্বাগ্নীন্ বস্ত্রেণ পরিবেষ্টয়ন্।
দহ্যমানো মনস্তাপং ভজতে ন স পণ্ডিতঃ ॥ স্ত্রী ১।৩৬

—মধু আহবণের লোভে যে-ব্যক্তি কেবল মধুই দেখে, পতনের আশঙ্কা করে না, সে বৃক্ষাগ্র হইতে পতিত হইয়া আপনার ন্যায় শোক করিয়া থাকে।

স্বয়ং পরিধেয় বস্ত্রে আগুন জ্বালাইয়া সেই আগুনে দগ্ধ হইলে যিনি সন্তপ্ত হন, তিনি পণ্ডিত নহেন।

সঞ্জযের সান্ত্বনা দানের পর মহামতি বিদুরও ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিয়াছেন। বিদুরের সান্ত্বনাবচনে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি একটিও দোষারোপ দেখা যায় না। শান্তভাবে শুধু জগতের নশ্বরতাই তিনি কীর্তন করিয়াছেন।

আদিপর্বের প্রথমাধ্যায়ে মহাভারতের বিষয়সূচীতে (অনুক্রমণিকায়) ধৃতরাষ্ট্রের সুদীর্ঘ বিলাপধ্বনি শোনা যায়। প্রত্যেক শ্লোকের শেষ পাদে বৃদ্ধ সঞ্জয়কে বলিতেছেন—

তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।

—হে সঞ্জয়, আমি তখনই জয়ের আশা করি নাই।

সেইখানে সঞ্জয়ের সান্ত্বনা-বচনে শোকাতুর ধৃতরাষ্ট্রের ক্ষতে ক্ষাব-প্রক্ষেপ লক্ষিত হয় নাই। সেই বচন বিদুরবচনের অপেক্ষা ন্যূন নহে। সঞ্জয় অনেক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির দুঃখ-কষ্ট এবং চরম গতির কথা শোনাইয়া বৃদ্ধের শোকভার লঘু করিতে চেষ্টা করিতেছেন—দেখা যায়। সেইখানে সঞ্জয় বৃদ্ধকে বলিতেছেন—

দৈবং প্রজ্ঞাবিশেষেণ কো নিবর্ত্তিতুমর্হতি।
বিধাতৃবিহিতং মার্গং ন কশ্চিদতিবর্ত্ততে ॥ আদি ১।২৪৬

—প্রজ্ঞাবলে কে দৈবকে নিবারণ করিতে পারে ? বিধাতৃ-বিহিত বিধানকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না।

ইত্যেবং পুত্রশোকার্ত্তং ধৃতরাষ্ট্রং জনেশ্বরম্।
আশ্বাস্য স্বস্থমকরোৎ সূতো গাবলগণিস্তদা ॥ আদি ১।২৫২

—এইভাবে পুত্রশোকে কাতর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিয়া গবলগণপুত্র সূত (সঞ্জয়) প্রকৃতিস্থ করিয়াছিলেন।

আদিপর্ব ও স্ত্রীপর্বের সঞ্জয়োক্ত সান্ত্বনা-বচনের সামঞ্জস্য-প্রসঙ্গে সম্ভবতঃ এই কথাই বলিতে হইবে—যুদ্ধশেষে শোকার্ত ধৃতরাষ্ট্রকে আঘাত দিবার উদ্দেশ্যে সঞ্জয় আর কিছুই বলেন নাই। কারণ তখন তিনি নিজেও শোকাকুল হইয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ তথাবিধ কঠোর উক্তিগুলি তাঁহার বিলাপ ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

হস্তিনার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির—

কৃতাকৃতপরিজ্ঞানে তথায়ব্যয়চিন্তনে।
সঞ্জয়ং যোজয়ামাস বৃদ্ধং সর্ব্বগুণৈর্যুতম্ ॥ শা ৪১।১১

—কৃত ও অকৃত কর্মের স্থিরীকরণে এবং আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থাপনে সর্বগুণবান্ বৃদ্ধ সঞ্জয়কে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠিরের এই নিয়োগ হইতেও সঞ্জয়ের চরিত্রবল ও অভিজ্ঞতার বিষয় জানা যাইতেছে। ধৃতরাষ্ট্রের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থার নিমিত্ত যুধিষ্ঠির বিদুর, সঞ্জয় ও যুযুৎসুকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা শোকার্ত ধৃতরাষ্ট্রের শোকাপনোদনে সতত অবহিত থাকিতেন। এই ব্যবস্থা হইতেও বোঝা যাইতেছে যে, সঞ্জয় তখন আর পূর্বকৃত দুর্নীতির কথা উল্লেখ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের প্রাণে ব্যথা দেন নাই।

পনর বৎসর পরে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সহ প্রব্রজ্যা গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাঁহার যাত্রাকালে

বনং গন্তুঞ্চ বিদুরো রাজ্ঞা সহ কৃতক্ষণঃ।
সঞ্জয়শ্চ মহামাত্রঃ সূতো গাবল্গণিস্তথা॥ আশ্র ১৬।৪

—রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বিদুর এবং মহাজ্ঞানী সূতপুত্র সঞ্জয়ও বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া যাত্রা করিয়াছেন।

সঞ্জয়ও বিদুরের সহিত অরণ্যবাসী ধৃতরাষ্ট্রের শুশ্রূষা এবং তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন। কিছুদিন পরে বিদুর যোগবলে দেহত্যাগ করিয়াছেন। দুই বৎসর পরে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া অরণ্যসম্ভূত দাবাগ্নিতে পার্থিব দেহ আহুতি দিযাছেন। ধৃতরাষ্ট্র অন্তিমকালে সঞ্জয়কে বলিলেন—

গচ্ছ সঞ্জয় যত্রাগ্নির্ন ত্বাং দহতি কর্হিচিৎ। আশ্র ৩৭।২৩

—সঞ্জয়, যেখানে অগ্নি তোমাকে দহন করিতে না পারে, সেইখানে চলিয়া যাও।

মহামতি সঞ্জয় তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বলিলেন—'রাজন্, তুমি যোগযুক্ত হও'।

ঋষিপুত্রো মনীষী স রাজা চক্রেঽস্য তদ বচঃ। আশ্র ৩৭।৩০

—ঋষিপুত্র মনীষী সেই রাজা সঞ্জয়ের বচনে যোগযুক্ত হইলেন।

সঞ্জয়স্তু মহামাত্রস্তস্মাদ্দাবাদমুচ্যত। আশ্র ৩৭।৩২

—মহামতি সঞ্জয় সেই দাবাগ্নি হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

দেবর্ষি নারদ হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া এই প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—

গঙ্গাকূলে ময়া দৃষ্টস্তাপসৈঃ পরিবারিতঃ।
স তানামন্ত্র্য তেজস্বী নিবেদ্যৈতচ্চ সর্ব্বশঃ।
প্রযযৌ সঞ্জয়ো ধীমান্ হিমবন্তং মহীধরম্॥ আশ্র ৩৭।৩৩, ৩৪

—আমি গঙ্গাতীরে তপস্বিগণ-পরিবেষ্টিত ধীমান্ সঞ্জয়কে দেখিয়াছি। তিনি তপস্বিগণের নিকট বিস্তৃতভাবে ধৃতরাষ্ট্রাদির দেহত্যাগের ঘটনা বিবৃত করিয়া তাঁহাদেব নিকট হইতে বিদায় লইয়া হিমালয়পর্বতে চলিয়া গিয়াছেন।

এই হিমালয়-যাত্রাই সঞ্জয়জীবনীর শেষ চিত্র। অতঃপর তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ সেই তপস্বীও যোগবলে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

বানপ্রস্থ গ্রহণ-কালে তাঁহার বয়স একশত বৎসরের কম নহে। সঞ্জয়ের দারপরিগ্রহের কোন কথা মহাভারতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন।

---

১ আদি ১।২২২
২ সভা ৮১।৫—৯
৩ উ ২৯ শ অ।
৪ উ ৩২ শ অ।
৫ ভী ২।১—১৪
৬ ভী ১৫।১-৪
৭ ভী ৬৫ তম অ।
৮ দ্রো ১৯১।৫৭
৯ শল্য ২৯।৩৬-৩৮
১০ আশ্র ১ম অ।

শকুনি

গান্ধাররাজ সুবলের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম—শকুনি। শকুনি ছিলেন গান্ধারীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহার পিতামহের নাম ছিল—নগ্নজিৎ। সুবলের কোনও পাপের ফলে দেবতার কোপে তাঁহার এই অধার্মিক পুত্র জন্মিয়াছিলেন—

তস্য প্রজা ধর্ম্মহন্ত্রী জজ্ঞে দেবপ্রকোপনাৎ। আদি ৬৩।১১১

অংশাবতরণাধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে—

শকুনির্নাম যস্ত্বাসীদ্ রাজা লোকে মহারথঃ।
দ্বাপবং বিদ্ধি তং রাজন্ সম্ভূতমরিমর্দ্দনম্॥ আদি ৬৭।৭৮

—শকুনি নামে যে শত্রুঘাতী রাজা ছিলেন, দ্বাপরের অংশে তাঁহার উৎপত্তি হইয়াছিল।

শকুনিব অপর ভাইদেব নাম গবাক্ষ, শরভ, বিভু, সুভগ, ভানুদত্ত, বৃষক ও অচল। প্রথম পাঁচজন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভীম কর্তৃক নিহত হইয়াছেন এবং অপর দুইজন অর্জুনেব বাণে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।[১]

ভগিনী গান্ধারীব বিবাহের কিছুকাল পর হইতেই শকুনি ধৃতরাষ্ট্রের পবিবারভুক্ত হইয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

জলক্রীডাব সময় ভীমকে লতাপাশে বাঁধিয়া গঙ্গায় প্রক্ষেপ, পুনরায় কালকূটপ্রয়োগে ভীমকে হত্যার চেষ্টা প্রভৃতি দুষ্কর্মে শকুনিও তাঁহার ভাগিনেয় দুর্যোধনেব সহিত যোগ দিযাছেন। তখন হইতেই শকুনিকে ভাগিনেযের সহচররূপে দেখা যাইতেছে।

এবং দুর্য্যোধনঃ কর্ণঃ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ।
অনৈকৈরভ্যুপায়ৈস্তান্ জিঘাংসন্তি স্ম পাণ্ডবান্॥
আদি ১২৯।৪০।আদি ১৪১।২১

—এইভাবে দুর্যোধন, কর্ণ ও সুবলপুত্র শকুনি নানা উপায়ে পাণ্ডবগণকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিযাছেন।

জতুগৃহে সমাতৃক পাণ্ডবগণকে পুড়িয়া মারিবাব ষড়যন্ত্রেও শকুনিকে দেখা যায়।[২]

কৃষ্ণার স্বয়ংবর-সভায় ভাগিনেয়দের সহিত শকুনিও পাণিপ্রার্থিরূপে উপস্থিত ছিলেন।[৩] কিন্তু বাজন্যবর্গেব ব্যর্থতা ও দুরবস্থা দেখিয়া লক্ষ্যবেধে অগ্রসর হন নাই।[৪]

যুধিষ্ঠির রাজসূয়-যজ্ঞে নকুলকে পাঠাইয়া ভীষ্ম-দ্রোণাদির সহিত শকুনিকেও আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শকুনি রাজসূয়যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছেন।[৫] যজ্ঞ সমাপ্তিব পরেও তিনি কিছুকাল দুর্যোধনের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে থাকিয়া যুধিষ্ঠিরের অনুপম সভাগৃহ ভালরূপে দেখিযাছেন। হস্তিনায় প্রত্যাবর্তনের পর দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের সমৃদ্ধির বিষয চিন্তা করিয়া একান্ত ব্যথিত হইয়া পড়েন। মাতুলের নিকট তিনি তাঁহার আধি গোপন করেন নাই।[৬]

শকুনি ভাগিনেয়কে বলিয়াছেন—

দুর্য্যোধন ন তেঽমর্ষঃ কার্য্যঃ প্রতি যুধিষ্ঠিরম্।

ভাগধেয়ানি হি স্বানি পাণ্ডবা ভুঞ্জতে সদা ॥

ইত্যাদি। সভা ৪৮।১-১২

—দুর্যোধন, যুধিষ্ঠিরকে তোমার ঈর্ষা করা উচিত নহে। পাণ্ডবগণ আপনার ভাগ্যফল ভোগ করিতেছেন। নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়াও তুমি তাঁহাদের অনিষ্ট সাধনে সফলকাম হও নাই। তাঁহারা কৃষ্ণাকে লাভ করিয়াছেন। দ্রুপদ, কৃষ্ণ প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সহায়। পৈতৃক সম্পদকে আপন শক্তিবলে তাঁহারা সমধিক বর্দ্ধিত করিয়াছেন। ইহাতে তোমার মনস্তাপের কি কারণ আছে ? অর্জুন খাণ্ডবদহনের সময় শিল্পী ময়-দানবকে সহায়রূপে লাভ করিয়াছেন বলিয়া এরূপ চমৎকার সভাগৃহ নির্মিত হইয়াছে। আপনার ক্ষমতাবলেই তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তোমার তো সন্তাপের কোন কারণ দেখিতেছি না। দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, কর্ণ, সৌমদত্তি এবং আমি তোমার সহায় আছি। ভ্রাতৃগণও সকলেই তোমার অনুগত। ইঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া তুমি নিখিল পৃথিবী জয় কর।

শকুনির মুখে এরূপ ভাল কথা আর কখনও শোনা যায় না।

দুর্যোধন বলিলেন—'আমি ইঁহাদের এবং তোমার সাহায্যে পাণ্ডবগণকে জয় করিতে চাই। তুমি যদি অনুমোদন কর, তবে পাণ্ডবগণকে জয় করিতে পারিলেই তাঁহাদের সকল সমৃদ্ধি ও নিখিল জগৎ আমার হস্তগত হইবে।'

শকুনি বলিলেন—'অর্জুন, কৃষ্ণ, ভীম প্রমুখ বীরগণকে যুদ্ধে জয় করা দেবতাদেরও অসাধ্য। তবে একটি উপায় আছে, যাহাতে যুধিষ্ঠিরকে জয় করা সম্ভবপর'।

এবার দুর্যোধন ব্যগ্রভাবে মাতুলকে কহিলেন—'মাতুল, সুহৃদ্বর্গ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণেব দৃষ্টিতে অপরাধী না হইয়া কি উপায় আবিষ্কার করা যায়, বল'।

মাতুল ভাগিনেয়কে আসল পরামর্শটি শোনাইতেছেন—

দ্যূতপ্রিয়শ্চ কৌন্তেয়ো ন স জানাতি দেবিতুম্।
সমাহূতশ্চ রাজেন্দ্রো ন শক্ষ্যতি নিবর্ত্তিতুম্ ॥
দেবনে কুশলশ্চাহং ন মেঽস্তি সদৃশং ভুবি।
ত্রিষু লোকেষু কৌরব্য তং ত্বং দ্যূতে সমাহ্বয় ॥
তস্যাক্ষকুশলো বাজন্নাদাস্যেঽহমসংশয়ম্।
রাজ্যং শ্রিয়ঞ্চ তাং দীপ্তাং ত্বদর্থং পুরুষর্ষভ ॥ সভা ৫৮।১৯-২১

—যুধিষ্ঠির দ্যূতপ্রিয়, কিন্তু দ্যূতক্রীড়ায় পটু নহেন। আহূত হইলে সেই রাজশ্রেষ্ঠ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না। আমি দ্যূতক্রীড়ায় সবিশেষ পটু, ত্রিলোকে আমার সমান কেহ নাই। হে কৌরব্য, তুমি তাঁহাকে পণ-দ্যূতে আহ্বান কর। অক্ষক্রীড়াপটু আমি তাঁহার বাজ্য এবং সেই অতুল সমৃদ্ধি তোমাকে আনিয়া দিব।

স্থির হইল যে, শকুনিই ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি সংগ্রহ করিবেন। ভাগিনেয়কে আশ্বস্ত করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া শকুনি ধৃতরাষ্ট্রসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন—'মহারাজ, দুর্যোধনকে মলিন, বিবর্ণ, কৃশ ও চিন্তাকুল দেখাইতেছে। তুমি কি তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সন্তাপের কোন খবর রাখ না' ? অকস্মাৎ শকুনির মুখে এই কথা শুনিয়া অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে তাঁহার মনস্তাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দুর্যোধন পিতার নিকট কিছুই গোপন করেন নাই, পরিষ্কার ভাষায় তাঁহার জ্ঞাতিশ্রীকাতরতা ব্যক্ত করিয়াছেন।

দুর্যোধনের কথা শেষ হইতেই শকুনি পাণ্ডবৈশ্বর্য হরণের অব্যর্থ উপায়টিও মহারাজকে শোনাইলেন। এবার দুর্যোধন পিতার অনুমতি চাহিলে দ্বিধাগ্রস্ত ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন যে, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরেব সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। বিদুর তাঁহাকে বাধা

দিয়াছেন, কিন্তু শকুনি ও দুর্যোধনের আগ্রহাতিশয্যে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের হিতবচন উপেক্ষা করিলেন। শকুনির উৎসাহবাক্যে আশান্বিত হইয়া দুর্যোধন পিতাকে বলিতেছেন—

অয়মুৎসহতে রাজন্ শ্রিয়মাহর্তুমক্ষবিৎ।
দ্যূতেন পাণ্ডুপুত্রেভ্যস্তদনুজ্ঞাতুর্মহসি ॥ সভা ৫৬।৫

—মহারাজ, এই অক্ষক্রীড়াবিশারদ (শকুনি) দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবগণের ঐশ্বর্য আহরণ করিতে চাহিতেছেন। তুমি তাহা অনুমোদন কর।

নানাভাবে উপদেশ দিয়াও ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে নিবারণ করিতে পারেন নাই। অগত্যা তাঁহাকে এই প্রস্তাব অনুমোদন করিতে হইয়াছে।

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান জানাইতে বিদুর ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়াছেন। তিনিও যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—

গান্ধাররাজঃ শকুনির্বিশাম্পতে—
রাজাতিদেবী কৃতহস্তো মতাক্ষঃ। সভা ৫৮।১৩

—মহারাজ, সেই সভায় দ্যূতবিশারদ সিদ্ধহস্ত গান্ধাররাজ শকুনি তোমার সহিত অক্ষক্রীড়া করিবেন।

যুধিষ্ঠিরও বিদুরের মুখে শকুনি এবং আরও কয়েকজন প্রতিপক্ষের নাম শুনিয়া বলিয়াছেন—

মহাভয়াঃ কিতবাঃ সন্নিবিষ্টা
মায়োপধা দেবিতারোঽত্র সন্তি। সভা ৫৮।১৪

—ভয়ানক এবং কপটাচার ক্রীড়াশীল ব্যক্তিগণ সেখানে উপস্থিত আছেন।

এইসকল উক্তি হইতে জানা যায়, শকুনির অক্ষপটুতা ও কপটতার বিষয় কাহারও অজ্ঞাত ছিল না।

যুধিষ্ঠির সপরিবারে হস্তিনায় গিয়াছেন। পরদিন প্রাতঃকালেই সকলে সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন। খেলার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া শকুনি যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন—'মহারাজ, উপস্থিত সভ্যবৃন্দ তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। এবার পণ স্থির করা হউক'। যুধিষ্ঠির উত্তর করিয়াছেন যে, পণ রাখিয়া অক্ষক্রীড়া প্রশংসনীয় নহে। কপট উপায়ে প্রতিপক্ষকে জয় করাও বিগর্হিত। শকুনি নানা কথা বলিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন—

এবং ত্বং মামিহাভ্যেত্য নিকৃতিং যদি মন্যসে।
দেবনাদ্ বিনিবর্ত্তস্ব যদি তে বিদ্যতে ভয়ম্ ॥ সভা ৫৯।১৭

—এইভাবে সমস্ত প্রস্তুতির পর আমাকে প্রতিপক্ষ দেখিয়া যদি শাঠ্যের আশঙ্কা কর, যদি ভয় পাইয়া থাক, তবে এই ক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত হও।

যুধিষ্ঠির যেন মনে মনে লজ্জিত হইয়াই বলিয়াছেন—'যাহা ভাগ্যে আছে তাহাই হইবে। আহূত হইলে আমি নিবৃত্ত হইব না—ইহা আমার সঙ্কল্প। এখানে কাহার সহিত আমি খেলা করিব, আর কে আমার প্রতিপক্ষে পণ রাখিবেন ?'

এবার দুর্যোধন কহিলেন—

অহং দাতাস্মি রত্নানাং ধনানাঞ্চ বিশাম্পতে।
মদর্থে দেবিতা চায়ং শকুনির্মাতুলো মম ॥ সভা ৫৯।২০

—মহারাজ, আমি এই ক্রীড়ায় পণিত ধনরত্ন দিব, আর আমার এই মাতুল শকুনি আমার পক্ষে খেলা করিবেন।

যুধিষ্ঠির যদিও বলিয়াছেন, একজনের পক্ষে অন্যজন খেলা করিবেন—ইহা যেন অসঙ্গত

মনে হইতেছে, তথাপি তীব্র আপত্তি না করিয়া শকুনির সঙ্গেই খেলিতে আরম্ভ করিলেন। পুনঃ পুনঃ

জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত। সভা ৬০।৯

(পরে আরও কয়েকবার)

—শকুনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—আমি জয়ী হইলাম।

খেলার ঝোঁকে যুধিষ্ঠির একে একে সমস্ত ধন-বস্ত্র হারাইলেন। মহামতি বিদুর আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে যে ঘোর বিপদের আশঙ্কা করিতেছিলেন, স্পষ্ট ভাষায় তাহা ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, অর্জুনের দ্বারা দুর্যোধনকে বন্দী করিবার পরামর্শ দিলেন। শকুনি সম্বন্ধেও বলিলেন—

জানীমহে দেবিতং সৌবলস্য বেদ দ্যূতে নিকৃতিং পার্ব্বতীয়ঃ।

যতঃ প্রাপ্তঃ শকুনিস্তত্র যাতু মা যুযুধো ভারত পাণ্ডবেয়ান্॥ সভা ৬৩।১০

—সুবলপুত্রের অক্ষক্রীড়ার বিষয় জানি। এই পর্ব্বতবাসী দ্যূতক্রীড়ায় ছলচাতুরী জানে। শকুনি যেখান হইতে আসিয়াছে, সেখানে চলিয়া যাউক। হে ভারত, পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধ বাঁধাইও না।

এই কথার পর দুর্যোধন বিদুরকে অনেক তিরস্কার করিয়াছেন। বিদুরও তাঁহার বক্তব্য বলিতে ভয় পান নাই। যুধিষ্ঠিরের মতিভ্রংশ ঘটিয়াছে। তিনিও থামিতেছেন না। একে একে ভ্রাতৃবর্গকে, আপনাকে এবং পরিশেষে কৃষ্ণাকেও পণ রাখিয়া তিনি লাঞ্ছনার শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছেন।

দুঃশাসন কেশাকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণাকে সভাগৃহে উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার গায়ে হাত দিয়া সহাস্যে 'দাসী' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। কর্ণ অট্টহাস্যে দুঃশাসনের সেই অশিষ্টতাকে অভিনন্দন জানাইতেছেন।

গান্ধাররাজঃ সুবলস্য পুত্র-

স্তথৈব দুঃশাসনমভ্যনন্দৎ। সভা ৬৭।৪৫

—সুবলেব পুত্র গান্ধাররাজও দুঃশাসনকে অভিনন্দিত করিয়াছেন।

নানাবিধ দুর্নিমিত্ত দর্শনে, ভীমের প্রতিজ্ঞা শ্রবণে ও বিদুরের ভয় প্রদর্শনে ধৃতরাষ্ট্র ভীত হইয়া দ্রৌপদীকে বর দিলেন এবং পাণ্ডবগণের হৃত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।

পুনরায় দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনি ধৃতরাষ্ট্রকে নানাভাবে বুঝাইয়া দ্বিতীয়বার দ্যূতক্রীড়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এবারও শকুনিই দুর্যোধনের পক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। পণে হারিয়া ভ্রাতৃগণ ও কৃষ্ণা সহ যুধিষ্ঠির অরণ্যে যাত্রা করিলেন।

অতি দুঃখিত যুধিষ্ঠির উদ্ধত ভীমকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া প্রসঙ্গতঃ শকুনির নাম গ্রহণের সময় শঠ, কিতব, মহামায়, পার্বতীয় প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন।[১]

দুর্যোধনের সমধিক সমৃদ্ধি দেখিয়া শকুনি ও কর্ণ বিশেষ আহ্লাদিত। শকুনি দুর্যোধনের নানাবিধ প্রশংসা করিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, একবার দ্বৈতবনে অবস্থিত বল্কলধারী পাণ্ডবগণকে দেখিতে গেলে মন্দ হয় না। কর্ণও এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শকুনি কহিলেন—'মহারাজ, তুমি খুব জাঁকজমকের সহিত স্ত্রীপুত্রাদি সমভিব্যাহারে একবার সেইখানে উপস্থিত হইলে প্রচুর আনন্দ লাভ করিবে। তুমি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, পাণ্ডবগণ দীনহীন বনবাসী। তোমার সমৃদ্ধি দেখিয়া পাণ্ডবেরা জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবেন—ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? শত্রুর দীনতাদর্শন রাজ্যাদি লাভ হইতেও

আনন্দদায়ক। তোমার ভার্যাগণকে অলঙ্কৃত দেখিয়া কৃষ্ণার যেরূপ দুঃখ হইবে, সেইরূপ দুঃখ তিনি আর কখনও ভোগ করেন নাই'।[৮]

দুর্যোধন এই প্রস্তাবে পরম উল্লসিত হইলেও পিতার অনুমতি লাভ করা সম্ভবপর হইবে কি না—চিন্তা করিতেছিলেন। শকুনি স্মিতমুখে ভাগিনেয়কে উৎসাহ দিয়া বলিলেন যে, ঘোষযাত্রার কথা বলিলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না। মাতুলের প্রত্যুৎপন্নমতি দর্শনে সকলে মিলিয়া পরস্পরের করমর্দন করিলেন। তারপর শকুনি ও কর্ণ বৃদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া গোধন-সন্দর্শন ও মৃগয়ার নিমিত্ত দুর্যোধনের যাত্রা সম্পর্কে অনুমতি চাহিয়াছেন। ছলপূর্বক নির্জিত পাণ্ডবগণের ভয়ে ধৃতরাষ্ট্র এই প্রস্তাব অনুমোদন করিতেছেন না দেখিয়া শকুনি মহারাজকে কহিলেন যে, তাঁহারা পাণ্ডবদের ধারে-কাছেও যাইবেন না এবং সেখানে কোনপ্রকার অশিষ্টতা করা হইবে না। শকুনিব অনুরোধে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্র সেই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। দুর্যোধনের প্রধান সহায় শকুনি, কর্ণ এবং দুঃশাসনও সঙ্গে গেলেন।

হাতে হাতে দুষ্কর্মের ফল পাইয়া দুর্যোধন ফিরিয়া আসিয়াছেন। লজ্জায় তিনি রাজপুরীতে প্রবেশ না করিয়া অনাহারে জীবননাশের সঙ্কল্প করিলেন। ধৃষ্ট কর্ণ ও দুঃশাসন তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়াও নিরস্ত করিতে পারিলেন না। পরিশেষে কর্ণ বলিলেন—'পাণ্ডবগণ তোমার প্রজা, তোমাকে বিপদে সাহায্য করিয়া তাঁহারা নিজেদের কর্তব্য পালন করিয়াছেন– ইহাতে লজ্জিত হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না'।

শকুনিও কর্ণের উক্তিকে সমর্থন করিয়াছেন। পরন্তু পাণ্ডবদের অসীম ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি যেন কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াই দুর্যোধনকে কহিতেছেন—'রাজন্, তোমার ব্যাকুল হওয়া উচিত নহে। তোমার ভোগের নিমিত্তই পাণ্ডবগণের সর্বস্ব হরণ করিয়াছি, আর মোহবশতঃ তুমি সেই ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিতেছ। নিতান্তই যদি লজ্জিত হইয়া থাক, তবে—

> প্রযচ্ছ রাজ্যং পার্থানাং যশো ধর্ম্মমবাপ্নুহি।
> ক্রিয়ামেতাং সমাজ্ঞায় কৃতজ্ঞস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥
> সৌভ্রাত্রং পাণ্ডবৈঃ কৃত্বা সমবস্থাপ্য চৈব তান্।
> পিত্র্যং রাজ্যং প্রযচ্ছৈষাং ততঃ সুখমবাপ্স্যসি ॥ বন ২৫০।৮-১০

—পাণ্ডবগণের রাজ্য প্রত্যর্পণ কর। ইহাতে তোমার যশ ও ধর্ম লাভ হইবে। এই কাজের দ্বারা তোমার কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ পাইবে। পাণ্ডবদের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে পৈতৃক রাজ্য প্রত্যর্পণ-পূর্বক প্রতিষ্ঠিত করিলে তুমি সুখী হইবে।

দুর্যোধন এইসকল কথায় কর্ণপাত করেন নাই। পরে পাতালবাসী দানবগণের সোৎসাহ-বচনে তাঁহার দুঃখ ও লজ্জা অপগত হইল। তিনি হস্তিনায় প্রবেশ করিলেন।

পাণ্ডবগণের বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের পর শ্রীকৃষ্ণ শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত হস্তিনার রাজসভায় উপস্থিত হইলে দুর্যোধন তাঁহাকে বন্দী করিবার ষড়যন্ত্র করেন। শকুনিও সেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন।[১০]

শকুনির পুত্রের নাম ছিল—উলূক। যুদ্ধের প্রস্তুতি পূর্ণ হইয়াছে। দুর্যোধন কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণকে সমধিক উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত উলূককে উপপ্লব্যে দূতরূপে পাঠাইলেন। শকুনিও দুর্যোধনের এই আচরণে পরামর্শ দিয়াছেন। দুর্যোধন যে-সকল অশিষ্ট অশ্রাব্য কথাগুলি বলিয়া দিয়াছেন, উলূক তাহার একটি অক্ষরও বাদ দিলেন না, অনর্গলভাবে বলিয়া গেলেন। তাহার কথাগুলি শুনিয়া ভীম, সাত্যকি এবং সহদেব বিশেষ উত্তেজিত

হইয়া উঠেন। ক্রোধে সহদেবের নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন—"রে পাপাত্মন্, তোর পিতাকে আমার কথাগুলি শোনাইবে। 'যদি ধৃতরাষ্ট্রের সহিত তোমার সম্বন্ধ না হইত, তবে কৌরবদের সহিত আমাদের বিবাদ হইত না। তুমি ধৃতরাষ্ট্রের বংশ এবং নিখিল জগতের ধ্বংসের নিমিত্ত পাপাত্মা বৈরপুরুষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ।' রে উলূক, তোর পাপী পিতা আমাদের জন্মাবধিই আমাদের সহিত নৃশংস আচরণ করিতেছেন। এবার সেই শত্রুতার অবসান ঘটাইব—

অহমাদৌ নিহত্য ত্বাং শকুনেঃ সংপ্রপশ্যতঃ।
ততোঽস্মি শকুনিং হন্তা মিষতাং সর্বধন্বিনাম্॥ উ ১৬১।৩৪

—আমি প্রথমতঃ শকুনির সাক্ষাতেই তোকে বধ করিয়া পরে বীরগণের সাক্ষাতে শকুনিকে বধ করিব।"

অতি ক্রোধে সহদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা নহে। শকুনি ও কর্ণ না থাকিলে সম্ভবতঃ কুরুপাণ্ডবের বিবাদ ঘটিত না। এই উক্তিতে শকুনির যথার্থ স্বরূপও প্রকাশিত হইয়াছে।

দুর্যোধন স্বপক্ষ ও বিপক্ষের বলাবল জানিতে চাহিলে ভীষ্ম বলিয়াছেন—

শকুনির্ম্মাতুলস্তেঽসৌ রথ একো নরাধিপ।
প্রযুজ্য পাণ্ডবৈর্ব্বৈরং যোৎস্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥
এতস্য সেনা দুর্দ্ধর্ষ সমরে প্রতিযায়িনঃ।
বিকৃতায়ুধভূয়িষ্ঠা বায়ুবেগসমা জবে॥ উ ১৬৬।১, ২

—হে নরাধিপ, তোমার মাতুল শকুনি একজন রথ (মহারথ অর্থাৎ খুব বড় যোদ্ধা নহেন)। ইনি পাণ্ডবদের সহিত শত্রুতা ঘটাইয়াছেন। অতএব প্রাণপণে ইনিও যুদ্ধ করিবেন, ইহা নিঃসন্দেহ। ইহার অধীনে বায়ুর মত বেগবান্ নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রযুক্ত দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী রহিয়াছে।

দুর্যোধন মাতুলকেও এক অক্ষৌহিণী সেনার অধ্যক্ষপদে বরণ করিয়াছিলেন।[১১]

রণক্ষেত্রে শকুনির বিশেষ কোন কৃতিত্ব চোখে পড়ে না। তাঁহার চেহারার কোন বর্ণনাও পাওয়া যায় না।

মহাযুদ্ধের অন্তিম (অষ্টাদশ) দিবসে ভীম ও সহদেবের সহিত শকুনি ও তাহার পুত্র উলূকের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সহদেব শকুনির সাক্ষাতেই ভল্লের দ্বারা উলূকের শিরশ্ছেদ করিয়াছেন।

পুত্রন্তু নিহতং দৃষ্ট্বা শকুনিস্তত্র ভারত।
সাশ্রুকণ্ঠো বিনিঃশ্বস্য ক্ষত্তুর্বাক্যমনুস্মরন্॥ ইত্যাদি।

শল্য ২৮।৩২,৩৩

—পুত্রকে নিহত দেখিয়া শকুনি অশ্রুপূর্ণ-লোচনে দীর্ঘনিঃশ্বাসপরিত্যাগ করিয়া বিদুরের বাক্য স্মরণ করিতে করিতে সহদেবকে আক্রমণ করিলেন।

কিছুক্ষণ তুমুল যুদ্ধের পর সহদেব শকুনিকে কহিলেন—'হে মূঢ়, কপট দ্যূতক্রীড়ার সময়ে যেরূপ উল্লসিত হইয়াছিলে, এবার তাহা স্মরণ কর। যাহারা আমাদিগকে উপহাস করিয়াছিল, তাহারা সকলেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, শুধু দুর্যোধন ও তুমি অবশিষ্ট রহিয়াছ। আজ কৌরবগণের দুর্নীতির মূলীভূত তোমার পালা উপস্থিত হইয়াছে'—এই বলিয়া সহদেব সিংহবিক্রমে শকুনিকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার শির ভূপাতিত করিয়াছেন।[১২]

১ দ্রো ১৫৫।২৪-২৬। ক ৫।৪১
২ আদি ১৪১।১
৩ আদি ১৮৬ তম অ।
৪ আদি ১৮৭।১৮
৫ সভা ৩৪।৬
৬ সভা ৪৭ শ অ।
৭ বন ৩৪।৩, ৪
৮ বন ২৩৬তম অ।
৯ বন ২৩৮তম অ।
১০ উ ১৩০।২
১১ উ ১৫৪।৩৩
১২ শল্য ২৮।৫৯

জয়দ্রথ

জয়দ্রথ ছিলেন সিন্ধুরাজ বৃদ্ধক্ষত্রের পুত্র। ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র কন্যা দুঃশলাকে তিনি পত্নীরূপে গ্রহণ করেন।[১] প্রথমতঃ কৃষ্ণার স্বয়ংবরসভায় তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়।[২]

পাণ্ডবগণ যখন কাম্যক-বনে বাস করিতেছিলেন, তখন একদা জয়দ্রথ বিবাহের উদ্দেশ্যে শাল্বদেশে যাইবার পথে সেই বনে উপস্থিত হইলেন। তিনি অনেক সৈন্যসামন্ত সঙ্গে লইয়া রাজোচিত আড়ম্বরে যাত্রা করিয়াছেন। গভীর অরণ্যে একটি আশ্রমের দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা এক পরমা সুন্দরী যুবতীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার পরিচয় জানিবার নিমিত্ত তিনি শিবিরাজ সুরথের পুত্র 'কোটিক'নামা এক সহচরকে পাঠাইলেন। জয়দ্রথ কোটিকের মুখে দ্রুপদদুহিতা কৃষ্ণার পরিচয় অবগত হইয়াছেন। পাণ্ডবগণ তখন আশ্রমে উপস্থিত নহেন, তাঁহারা মৃগয়া করিতে গিয়াছেন। কৃষ্ণা সপরিজন জয়দ্রথকে অভ্যর্থনা করিয়া অতিথিরূপে গ্রহণ করিলেন। জয়দ্রথ আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই পাণ্ডবগণের দুর্গতির বর্ণনা করিয়া কৃষ্ণাকে কহিলেন—

ভার্য্যা মে ভব সুশ্রোণি ত্যজৈনান্ সুখমাপ্নুহি। বন ২৬৬।২০

—হে সুশ্রোণি, তুমি পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমার ভার্যা হও, সুখ লাভ কর।

কৃষ্ণা তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া কুটীর মধ্যে প্রবেশ করেন। তিনি পতিগণের প্রতীক্ষা করিয়া কথোপকথনে জয়দ্রথকে প্রলুব্ধ করিতে লাগিলেন। জয়দ্রথ ও তাঁহার অনুচরদের ভাবগতিক দেখিয়া কৃষ্ণা উচ্চৈঃস্বরে পুরোহিত ধৌম্যকে ডাকিতেছেন, এমন সময় দুষ্টমতি জয়দ্রথ তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্র ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। ক্রুদ্ধা কৃষ্ণার এক ধাক্কায় সেই পাপাত্মা—

পপাত শাখীব নিকৃত্তমূলঃ। বন ২৬৭।২৪

—ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূপাতিত হইয়াছেন।

পুনরায় উঠিয়াই তিনি বলপূর্বক কৃষ্ণাকে রথে তুলিয়া লইলেন। পুরোহিত ধৌম্যের অনুনয়-বিনয় ও নিষেধ উপেক্ষা করিয়াই তিনি রথ চালাইয়া দিলেন। ধৌম্য পদব্রজেই রথের পিছনে ছুটিয়াছেন।

অল্পক্ষণ পরে পাণ্ডবগণ আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণার ধাত্রেয়িকার মুখে সেই বৃত্তান্ত শুনিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ পাণ্ডবগণ অস্ত্রশস্ত্র সহ শ্যেন-গতিতে জয়দ্রথের রথরেণু অনুসরণ করিয়া ধাবিত হইলেন। অসংখ্য সিন্ধু-সৌবীর সেনা বিনাশ করিতে করিতে পাণ্ডবগণ জয়দ্রথের রথ লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছেন দেখিয়া সেই পাপাত্মা কৃষ্ণাকে রথ হইতে নামাইয়া দিয়া দ্রুতবেগে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিল। ধৌম্য, নকুল, সহদেব, যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণাকে আশ্রমে ফিরিয়া যাইতে বলিয়া ভীম ও অর্জুন জয়দ্রথের অনুসন্ধানে চলিয়াছেন। জয়দ্রথ রথ হইতে নামিয়া দৌড়াইতেছিলেন, সেই অবস্থায় ভীম তাঁহার চুলের মুঠা ধরিয়া ভূমিতে

আছাড় মারিতে লাগিলেন।

পদা মূর্দ্ধ্নি মহাবাহুঃ প্রাহরদ্ বিলপিষ্যতঃ। বন ২৭১।৪

—জয়দ্রথ বিলাপ করিতে থাকিলেও ভীম তাঁহার মাথায় পুনঃ পুনঃ লাথি মারিতে লাগিলেন।

জয়দ্রথ লাথির চোটে অজ্ঞান হইয়া পড়েন। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের আদেশ শোনাইয়া ভীমকে বারণ না করিলে আরও দুই চারিটি লাথিতেই জয়দ্রথের ভবলীলা সাঙ্গ হইত। অগত্যা ভীম লাথি মারিতে নিবৃত্ত হইয়া অর্ধচক্র-বাণের দ্বারা জয়দ্রথের মস্তককে পাঁচচুলা করিয়া রাখিলেন। তারপর ধূলিধূসরিত সেই দুষ্টমতিকে রথে বাঁধিয়া ভীম ও অর্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট লইয়া আসিলেন। তাঁহাকে সুস্থ করা হইল। ভীমের তর্জন-গর্জনে জয়দ্রথকে যুধিষ্ঠিরের দাসত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে। যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণার অনুরোধে ভীম তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিলে নির্লজ্জ জয়দ্রথ যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করিয়া যুক্তকরে দাঁড়াইলে পর যুধিষ্ঠির কহিলেন—

অদাসো গচ্ছ মুক্তোঽসি মৈবং কার্ষীঃ পুনঃ ক্বচিৎ।
স্ত্রীকামঞ্চ ধিগস্তু ত্বাং ক্ষুদ্রঃ ক্ষুদ্রসহায়বান্॥ বন ২৭১।২১

—তোমাকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দিলাম। তুমি মুক্ত, যাও, আর কখনও এইপ্রকার আচরণ করিবে না। তুমি ক্ষুদ্রাত্মা, তোমার সহচরগণও ক্ষুদ্রাত্মা। স্ত্রীকামুক তোমাকে ধিক্।

লজ্জায় ও দুঃখে জয়দ্রথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর গঙ্গাদ্বারের (হরিদ্বার) দিকে যাত্রা করিলেন। সেখানে তিনি কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে প্রীত করিয়া পঞ্চ পাণ্ডবকে জয় করিবার বর প্রার্থনা করেন। মহাদেব, অর্জুন ব্যতীত চারি ভাইকে যুদ্ধে শুধু ঠেকাইয়া রাখিবার বর দিয়াছেন—

....বারয়িষ্যসি তান্ যুধি।
ঋতেঽর্জ্জুনং মহাবাহুং নরং নাম সুরেশ্বরম্॥
বন ২৭১।২৮, ২৯। দ্রো ৪১।১৯

এই ঘটনার পর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বে জয়দ্রথকে আর দেখা যায় না।

যুদ্ধারম্ভের পূর্ব মুহূর্তে দুর্যোধন উভয় পক্ষের যোদ্ধাদের বলাবল জানিতে চাহিলে কৌরব-সেনাপতি ভীষ্ম কহিয়াছেন—

সিন্ধুরাজো মহারাজ মতো মে দ্বিগুণো রথঃ।
ইত্যাদি। উ ১৬৪।২৯-৩২

—মহারাজ, সিন্ধুরাজকে আমি দ্বিগুণ রথ বলিয়া মনে করি। এই রথসত্তম পূর্ণ বিক্রমে যুদ্ধ করিবেন। দ্রৌপদীর হরণ ব্যাপারে ইনি পাণ্ডবগণের দ্বারা যে ভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া অবশ্যই বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিবেন। ইনি কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া দুর্লভ বর লাভ করিয়াছেন। ইনি তোমার পক্ষে প্রাণপণে যুদ্ধ করিবেন।

জয়দ্রথের আকৃতি বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। তাঁহার ধ্বজের বর্ণনায় দেখিতেছি—

বরাহঃ সিন্ধুরাজস্য রাজতোঽভিবিরাজতে।
ধ্বজাগ্রে লোহিতার্কাভো হেমজালপরিষ্কৃতঃ॥
দ্রো ১০৩।২০। দ্রো ৪২।৩

—সিন্ধুরাজের ধ্বজাগ্রে রজতময় একটি বরাহ বিরাজিত। সুবর্ণের দ্বারা মণ্ডিত থাকায় সেই বরাহটিকে রক্তাভ সূর্যের ন্যায় দেখাইত।

দুর্যোধন জয়দ্রথকেও এক অক্ষৌহিণী সেনার অধ্যক্ষপদে বরণ করিয়া সম্মানিত

করিয়াছেন।[৫]

যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রোণকৃত চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া অভিমন্যু ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিলে তাঁহার সাহায্যার্থে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি প্রমুখ বীরগণ ব্যূহে প্রবেশের নিমিত্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু মহাদেবের বরপ্রাপ্ত দ্বার-রক্ষক জয়দ্রথের দ্বারা পরাজিত হইয়া তাঁহারা পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন।[৬] মহাযুদ্ধে তাঁহার এই কৃতিত্বই প্রধানরূপে লক্ষিত হয়।

অভিমন্যুর নিধনের পর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শোকে ও ক্রোধে অধীর অর্জুন পরদিন সূর্যাস্তের পূর্বে জয়দ্রথকে বধ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইলে অগ্নিকুণ্ডে আপন দেহকে আহুতি দিবেন। চরমুখে এই সংবাদ শুনিয়া জয়দ্রথ অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন। দুর্যোধনাদির নিকটে গিয়া তিনি কহিলেন—'পাণ্ডুর ক্ষেত্রে কামুক ইন্দ্র হইতে যাহার জন্ম, সেই দুর্বুদ্ধি আমাকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। অতএব আমি প্রাণ লইয়া স্বগৃহে প্রস্থান করি। অথবা হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ, তোমরা আমাকে রক্ষা কর। ভয়ে আমার শরীর অবসন্ন, এই শোকের সময়ে পাণ্ডবগণের হর্ষোল্লাস দেখিয়া মনে হইতেছে—দেবতারা পর্যন্ত অর্জুনের এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিবেন না'।[৭] জয়দ্রথ অর্জুনের জন্ম সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা অসমর্থ ভীতজনের গায়ের ঝাল মিটানো বলিয়াই মনে হয়।

দুর্যোধন ও দ্রোণাচার্যের আশ্বাস-বচনে জয়দ্রথ স্বদেশে পলায়ন করেন নাই। সেই রাত্রিতে তিনি দুর্যোধনকে সঙ্গে লইয়া দ্রোণাচার্যের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। আচার্যকে প্রণাম করিয়া জয়দ্রথ অর্জুন ও আপনার শস্ত্রকৌশলের তারতম্য জানিতে চাহিলে আচার্য কহিয়াছেন—

সমমাচার্য্যকং তাত তব চৈবার্জ্জুনস্য চ।
যোগাদ্দুঃখোষিতত্বাচ্চ তস্মাত্ত্বত্তোঽধিকোঽর্জ্জুনঃ॥ দ্রো ৭২।২৩

—বৎস, আমি অর্জুন এবং তুমি—উভয়েরই আচার্য। (উভয়কেই সমান শিক্ষা দিয়াছি।) কিন্তু সমধিক পরিশীলন ও দুঃখভোগের জন্য অর্জুন তোমার অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাবান্।

আচার্যের এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, জয়দ্রথও দ্রোণাচার্য হইতে ধনুর্বিদ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরের দিন উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম চলিল। কৌরব-পক্ষের বীরগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াও জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। কৃষ্ণের বুদ্ধিবলে সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্তেই অর্জুনের বাণে জয়দ্রথ নিহত হইলেন।[৮]

জয়দ্রথের পিতা বৃদ্ধক্ষত্র তপস্যা দ্বারা মহাদেব হইতে বর লাভ করিয়াছিলেন যে, যে-ব্যক্তি তাঁহার পুত্রের শির ভূপাতিত করিবে, সেই ব্যক্তির শিরও শতধা বিদীর্ণ হইবে। কৃষ্ণ এই কথা জানিতেন। কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন বাণে বাণে জয়দ্রথের ছিন্ন মস্তক সমন্তপঞ্চকের বাহিরে উপাসনারত বৃদ্ধক্ষত্রের কোলে নিক্ষেপ করিলেন। অকস্মাৎ কি যেন কোলের উপর পড়ায় ভীত ও বিস্মিত বৃদ্ধক্ষত্র উঠিয়া দাঁড়াইতেই তাঁহার পুত্রের মস্তকটি ভূমিতলে পড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ তাঁহাব মস্তকও শতধা বিদীর্ণ হইয়া তাঁহারও জীবনান্ত ঘটিল।[৯]

জয়দ্রথের অনেক ভার্যা ছিলেন।[১০] দুঃশলার গর্ভজাত জয়দ্রথপুত্রের নাম ছিল—সুরথ। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্ব লইয়া অর্জুন যখন সিন্ধুদেশে উপস্থিত হন, তখন অর্জুনের নাম শুনিয়াই ভয়ে সুরথের মৃত্যু হয়।[১১]

১ আদি ৬৭।১০৯
২ আদি ১৮৬।২১
৩ উ ১৫৪।৩২
৪ দ্রো ৪২ শ অ।
৫ দ্রো ৭২।৪ ১০
৬ দ্রো ১৪৪।১১৪
৭ দ্রো ১৪৪ তম অ।
৮ স্ত্রী ২২ শ অ।
৯ অশ্ব ৭৯ তম অ।

শল্য

অংশাবতরণাধ্যায়ে দেখিতে পাই—

সংহ্লাদ ইতি বিখ্যাতঃ প্রহ্লাদস্যানুজস্তু যঃ।
স শল্য ইতি বিখ্যাতো জজ্ঞে বাহ্লীকপুঙ্গবঃ ॥ আদি ৬৭।৬

প্রহ্লাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল সংহ্লাদ। তিনি পরজন্মে মদ্ররাজ শল্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

পাণ্ডুর দ্বিতীয়া ভার্যা মাদ্রী ছিলেন শল্যের কনিষ্ঠ সহোদরা। শল্যই মাদ্রীকে বিবাহ দিয়াছেন। ইহাতে অনুমিত হয়, শৈশবেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। শল্যের পিতার নাম ছিল—অর্তায়ন।[১]

তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। সম্ভবতঃ তিনিও আচার্য দ্রোণের শিষ্য ছিলেন। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায় মদ্ররাজ শল্যও সপুত্রক উপস্থিত হইয়াছেন।[২]

পাণ্ডবগণের বনবাসের কাল উত্তীর্ণ হইয়াছে। দুই পক্ষেই সেনা সংগ্রহের নিমিত্ত দেশে দেশে দূত পাঠানো হইতেছে। শল্য পাণ্ডবদের আহ্বানে অসংখ্য সৈন্য লইয়া যাত্রা করিয়াছেন। হস্তিনার সন্নিকটে তিনি সৈন্য সহ বিশ্রাম করিতেছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া দুর্যোধন তাঁহার সম্মানার্থে নানাবিধ আয়োজন করিয়া তাঁহাকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করিলেন। মদ্রবাজ আনন্দে দুর্যোধনকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে চাহিলে দুর্যোধন কহিয়াছেন—

সত্যবাগ্ ভব কল্যাণ বরো বৈ মম দীয়তাম্।
সর্ব্বসেনাপ্রণেতা বৈ ভবান্ ভবিতুমর্হতি ॥ উ ৮।১৮

—হে হিতাকাঙ্ক্ষিন্, আপনার বাক্য সত্য হউক। আপনি আমার পক্ষে সকল সেনার অধ্যক্ষ হইবেন—এই প্রার্থনা করি।

শল্য সম্মত হইলেন। তারপর দুর্যোধনের সম্মতি লইয়া তিনি পাণ্ডবদের সহিত দেখা করিতে চলিলেন। উপপ্লব্য-নগরে পাণ্ডবদের সহিত মিলিত হইয়া কুশলপ্রশ্নাদির পর দুর্যোধনকৃত অভ্যর্থনা ও দুর্যোধনের পক্ষে যোগদানের কথাও তিনি যুধিষ্ঠিরকে জানাইয়াছেন। সমস্ত ঘটনা শুনিয়া যুধিষ্ঠির কহিলেন—'রাজন্, আমারও একটি প্রার্থনা আছে। গর্হিত হইলেও আমার মুখপানে চাহিয়া প্রার্থনাটি অবশ্যই পূর্ণ করিবেন। যুদ্ধে আপনি বাসুদেবের সমান। কর্ণার্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধে দুর্যোধন নিশ্চয়ই আপনাকে কর্ণের সারথ্যে বরণ করিবেন। তখন আপনি কর্ণের তেজোহানি ঘটাইয়া অর্জুনকে রক্ষা করিবেন। মাতুল, ইহা অকর্তব্য হইলেও অবশ্যই করিতে হইবে—এই প্রার্থনা'।

উত্তরে শল্য কহিলেন—'কর্ণও আমাকে বাসুদেবের সমান মনে করে। অতএব নিশ্চয়ই আমাকে সারথ্যে বরণ করিতে চাহিবে। যাহাতে তাহার তেজ ও উৎসাহ মন্দীভূত হয়, আমি নানা প্রতিকূল বচনে সেই ব্যবস্থা করিব। তোমার হিতের নিমিত্ত আর যাহা করিতে হয়,

তাহাও করিব। তোমরা যেরূপ দুঃখভোগ করিয়াছ, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই সেইরূপ সুখভোগ করিবে।'[২]

যুদ্ধারম্ভে দুর্যোধন শল্যকে সসম্মানে এক অক্ষৌহিণী সেনার অধ্যক্ষপদে বরণ করিয়াছেন।[৩] দুর্যোধন উভয় পক্ষের বীরগণেব শক্তিসামর্থ্য জানিতে চাহিলে কৌরবসেনাপতি পিতামহ ভীষ্ম কহিলেন—

মদ্ররাজো মহেষ্বাসঃ শল্যো মেঽতিরথো মতঃ।
স্পর্দ্ধতে বাসুদেবেন নিত্যং যো বৈ রণে রণে॥ ইত্যাদি।

উ ১৬৪।২৬, ২৭

—সর্বদা প্রত্যেক যুদ্ধে যিনি নিজেকে বাসুদেবের সমান বলিয়া মনে করেন, সেই মহাধনুর্ধর মদ্ররাজ শল্যকে অতিরথ বলিয়া মনে করি। ইনি আপন ভাগিনেয়দের পক্ষ ত্যাগ করিয়া তোমার পক্ষে যোগ দিয়াছেন। ইনি সর্বপ্রযত্নে শত্রু নিধন করিবেন।

শল্যের ধ্বজের বর্ণনা হইতে জানা যায়—

মদ্ররাজস্য শল্যস্য ধ্বজাগ্রেঽগ্নিশিখামিব।
সৌবর্ণীং সমপশ্যাম সীতামপ্রতিমাং শুভাম্॥ দ্রো ১০৩।১৮

—মদ্ররাজ শল্যের ধ্বজাগ্রে অগ্নিশিখার ন্যায় সুবর্ণময়ী অনুপমা লাঙ্গলরেখা বিরাজ করিত।

যুদ্ধারম্ভের পূর্বক্ষণে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপের চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহাদের অনুমতি ও আশীর্বাদ গ্রহণের পর যুধিষ্ঠির শল্যেরও চরণ বন্দনা করিলে শল্যও ভীষ্মাদির ন্যায় বলিয়াছেন যে, তিনি অর্থের দ্বারা কৌরবদেব বশীভূত হইযাছেন, তিনি পাণ্ডবদের জয় আকাঙ্ক্ষা করেন। যুধিষ্ঠির পুনরায় শল্যকে পূর্বের প্রার্থনার বিষয় স্মরণ করাইলে শল্য বলিয়াছেন যে, নিশ্চয়ই তিনি তাঁহার কথা রক্ষা করিবেন।[৪]

মহাযুদ্ধের সপ্তদশ দিবসে কৌরবসেনাপতি কর্ণ অর্জুনের সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে যাত্রা করিবেন। তিনি নিজের বাহুবলের অহঙ্কার করিয়া দুর্যোধনকে কহিলেন—

অয়ন্তু সদৃশঃ শৌরেঃ শল্যঃ সমিতিশোভনঃ।
সারথ্যং যদি মে কুর্যাদ্ ধ্রুবস্তে বিজয়ো ভবেৎ॥

ইত্যাদি। ক ৩১।৫৮-৬৪

—যুদ্ধবিশারদ এই শল্য কৃষ্ণের সমান। ইনি যদি আমার রথের সারথি হন, তবে তোমার বিজয় নিশ্চিত। কৃষ্ণ যেরূপ অশ্বহৃদয়বিদ্যায় অভিজ্ঞ, শল্যও সেইরূপ। বাহুবীর্যেও মদ্ররাজের সমান কেহই নাই।

কর্ণ সাধারণতঃ কাহারও বীরত্বের প্রশস্তি গাহিবার পাত্র নহেন, নিজের অহঙ্কারেই তিনি পরিস্ফীত। তাঁহার মুখে শল্যের এহেন বীরত্ব কীর্তনে বোঝা যায়—শল্য অসাধারণ বীরপুরুষ ছিলেন।

দুর্যোধন সকলের সাক্ষাতে প্রণতিপূর্বক শল্যকে কর্ণের এই প্রস্তাব শোনাইতেই—

ত্রিশিখাং ভ্রূকুটিং কৃত্বা ধুন্বন্ হস্তৌ পুনঃ পুনঃ।
ক্রোধরক্তে মহানেত্রে পরিবৃত্য মহাভুজঃ।
কুলৈশ্বর্য্যশ্রুতবলৈর্দ্দৃপ্তঃ শল্যোঽব্রবীদিদম্॥

ইত্যাদি। ক ৩২।৩০, ৩৯

—ললাটকে ত্রিকুঞ্চিত করিয়া পুনঃ পুনঃ হস্তদ্বয় পরিপেষণপূর্বক ক্রোধে রক্তবর্ণ বিস্ফারিত নেত্রদ্বয় সমধিক বিস্ফারিত করিয়া কুল, ঐশ্বর্য, বিদ্যা ও দৈহিক বলে গর্বিত মহাভুজ শল্য কহিতেছেন—'হে গান্ধারীনন্দন, আমাকে এইভাবে অপমান করিলে? আমি কর্ণের সারথি

হইব ? তুমি আমার অপেক্ষা কর্ণকে বড় বীর বলিয়া মনে করিতেছ। বায়ুর সমান বেগবান্ অশ্বসমূহ আমার রথের বাহন, হেমপট্টভূষিত আমার এই গদা, আর বাহুবলের কথা কি বলিব—আমি ক্রুদ্ধ হইলে ভূমি বিদীর্ণ করিতে পারি, পর্বত বিকীর্ণ করিতে পারি। সূতজাতীয় ব্যক্তি ক্ষত্রিয়ের পরিচারক হয়, ক্ষত্রিয় কখনও সূতের পরিচারক হয় না। আমি রাজর্ষিকুলসম্ভূত, মূর্ধাভিষিক্ত মহারথ। তুমি আমাকে সূতপুত্রের সারথ্যে বরণ করিতে চাও ? আমি আর যুদ্ধ করিব না। এখনই স্বগৃহে যাত্রা করিলাম'।

শল্য প্রস্থানোদ্যত হইলে দুর্যোধন অনেক অনুনয়-বিনয়ে তাঁহাকে থামাইয়া বহু স্তবস্তুতির দ্বারা শান্ত করিলেন। পরিশেষে বলিলেন, 'হে ধর্মজ্ঞ, হে মহাবাহো, তোমাকে অপমানিত করিবার উদ্দেশ্যে আমি এই অনুরোধ করি নাই। আমি জানি, কর্ণ এবং আমা হইতে তুমি বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। হে মদ্ররাজ, অশ্বের গতিবিধিজ্ঞানে তুমি বাসুদেব অপেক্ষা দ্বিগুণ অভিজ্ঞ। রণক্ষেত্রে তুমি শত্রুপক্ষের শল্যস্বরূপ, তোমার নাম সার্থক। তোমাকে কর্ণের সারথিরূপে পাইলে আমার জয় নিশ্চিত। এই নিমিত্তই তোমাকে অনুরোধ করিয়াছি'।

দুর্যোধনের স্তুতিবাক্যে শল্যের ক্রোধবহ্নি নির্বাপিত হইল। তিনি প্রসন্নমুখে কুরুপতিকে কহিতেছেন—

যন্মাং ব্রবীষি গান্ধারে মধ্যে সৈন্যস্য কৌরব।
বিশিষ্টং দেবকীপুত্রাৎ প্রীতিমানস্ম্যহং ত্বয়ি ॥

ইত্যাদি। ক ৩২।৬২-৬৪

—হে গান্ধারীনন্দন, হে কৌরব, সৈন্যবৃন্দের সাক্ষাতে তুমি আমাকে দেবকীপুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতেছ। এইজন্য তোমার উপর অতিশয় প্রীত হইলাম। আমি যশস্বী রাধাতনয়ের সারথ্য স্বীকার করিলাম। কিন্তু একটি কথা আছে—আমি বৈকর্তনের মুখের উপর যথেচ্ছভাবে কথা বলিব। তাহা সহ্য করিতে হইবে।

অগত্যা দুর্যোধন ও কর্ণ এই শর্ত মানিয়া লইলেন।[৮] সারথ্যের প্রস্তাবে শল্যের ক্রোধ প্রকাশ যেন অভিনয় বলিয়া মনে হয়। পাণ্ডবগণের হিতসাধনের নিমিত্ত তিনি পূর্বেই এই বিষয়ে যুধিষ্ঠিরকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের অনুরোধের সময় কর্ণের সারথ্যস্বীকারকে তিনি অপমানকর মনে করেন নাই, কিন্তু দুর্যোধন এই অনুরোধ করিবামাত্র ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। আপন প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিমিত্ত এই কাজ তাঁহার অভিপ্রেতই ছিল, তথাপি অতি নিপুণভাবে তিনি রৌদ্ররসের অভিনয় করিয়াছেন। তিনি বাসুদেব অপেক্ষাও বড় বীর—এই প্রশংসা শুনিলে গর্বে ফুলিয়া উঠিতেন এবং ভাষাতেও সেই সগর্ব হর্ষ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। মনে হইতেছে, তিনি যেন বিশেষ বুদ্ধিমান্ ছিলেন না। পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিতে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে কুরুপতির অভ্যর্থনায় আহ্লাদে আটখানা হইয়া নিজের ভাগিনেয়দের ধর্মসঙ্গত পক্ষ ত্যাগ করিয়া তিনি কৌরবপক্ষে যোগ দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার চরিত্রে দৃঢ়তার অভাব সূচিত হয়। বিশেষতঃ স্বপক্ষেরই অন্যতম স্তম্ভ কর্ণের তেজোহানির দ্বারা ভাগিনেয়দের উপকার সাধনের প্রতিশ্রুতিও অব্যবস্থিত-চিত্ততার পরিচায়ক, কৃতঘ্নতাও বটে। এই-সকল ব্যাপারে শল্যের চরিত্রকে প্রশংসা করা যায় না।

ভীষ্ম, দুর্যোধন এবং যুধিষ্ঠির শল্যকে দুর্বলচিত্ত বলিয়া জানিতেন। দুর্যোধন পুনরায় তোষামোদের মিষ্টরসে শল্যের চিত্তকে সিক্ত করিতে ত্রিপুর-বধের উপাখ্যান কীর্তন করিয়া কহিতেছেন—

তথা ভবানপি ক্ষিপ্রং রুদ্রস্যের পিতামহঃ।
সংযচ্ছতু হয়ানস্য রাধেয়স্য মহাত্মনঃ ॥

ত্বং হি কৃষ্ণাচ্চ কর্ণাচ্চ ফাল্গুনাচ্চ বিশেষতঃ।
বিশিষ্টো রাজশার্দ্দূল নাস্তি তত্র বিচারণা ॥

ক. ৩৪।১১৮. ১১৯

—রুদ্রের রথে পিতামহ ব্রহ্মা যেরূপ সারথি ছিলেন, তুমিও অবিলম্বে সেইরূপ মহাত্মা রাধেয়ের রথের অশ্ব পরিচালনা কর। হে রাজশ্রেষ্ঠ, তুমি কৃষ্ণ, কর্ণ এবং অর্জুন হইতে শ্রেষ্ঠ, এই বিষয়ে সংশয় নাই।

দুর্যোধন আরও বহুপ্রকারে শল্যের স্তুতি করিলে পর শল্য নিজের শক্তি-সামর্থ্যের কথা কর্ণকে শোনাইয়া তাঁহার সারথ্য স্বীকার করিলেন।

রথে চড়িয়াই কর্ণ কিভাবে এবং কিরূপ ক্ষিপ্রগতিতে পাণ্ডবগণকে বধ করিবেন—ইত্যাদি আস্ফালন-বাক্যে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন। শল্য কর্ণকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছেন যে. যতক্ষণ গাণ্ডীবের নির্ঘোষ শ্রুতিগোচর না হইবে, ততক্ষণ কর্ণ অনেক কিছুই বলিতে থাকুন. কিন্তু পাণ্ডবগণের সম্মুখীন হইলে মুখ হইতে আর কথা নিঃসৃত হইবে না। কর্ণ শল্যের কথায় কাণ না দিয়া পুনঃ পুনঃ শুধু আত্মশ্লাঘা করিয়াই চলিয়াছেন। কর্ণ চলিতে চলিতে সৈন্যগণকে বলিতেছেন যে, আজ যিনি কৃষ্ণ ও অর্জুনকে দেখাইয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে প্রচুর ধনরত্ন দান কবা হইবে। এই সাহঙ্কার বাক্য শুনিয়া শল্য কহিতেছেন—'সূতপুত্র. শৃগাল কখনও সিংহদ্বয়কে হত্যা করিয়াছে, এরূপ কথা শুনি নাই'। এইভাবে কর্ণ ও শল্যের মধ্যে ঘোরতর ঝগড়া আরম্ভ হইল। পরস্পর পরস্পরের কুল, মান, জন্মভূমি প্রভৃতির নিন্দায় মুখর হইয়া উঠিয়াছেন। অপমানজনক বচন শুনিয়া কর্ণ যতই ক্রুদ্ধ হইতেছেন. তাঁহার তেজ ততই হ্রাস পাইতেছে। তিনি শল্যকে পরম শত্রু মনে করিয়া নিজেকে অসহায় বলিয়া ভাবিতেছেন, আর শল্য পাণ্ডবগণের হিতসাধনের নিমিত্ত পূর্ণোদ্যমে আপন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতেছেন। এই দৃশ্য বড়ই করুণ। উভয়ের এই বিবাদ দেখিয়া মহাভারত-পাঠকের মনে কর্ণের উপর সহানুভূতি ও শল্যের উপর ঘৃণার উদ্রেক হয়।

দুর্যোধনও উভয়ের এই বিবাদ প্রত্যক্ষ করিয়া মর্মাহত হইয়াছেন। বন্ধুভাবে কর্ণের হাতে ধরিয়া আর জোড়হাতে শল্যের নিকট প্রার্থনা করিয়া অতি কষ্টে তিনি এই অপ্রীতিকর ব্যাপারের অবসান ঘটাইয়াছেন।'

সেই দিনের ভয়ানক যুদ্ধে অপরাহ্নকালে দৈববিড়ম্বিত কর্ণ গাণ্ডীবশরে নিহত হইয়াছেন। ছিন্নপরিচ্ছদ মদ্ররাজ দুঃখিত চিত্তে দুর্যোধন সমীপে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধেব ভীষণতা, কর্ণের বীরত্ব প্রভৃতি বর্ণনার পর কুরুরাজকে সান্ত্বনা দিয়া কহিতেছেন—

দৈবন্তু যস্মাৎ স্ববশং প্রবৃত্তং
তৎপাণ্ডবান্ পাতি হিনস্তি চাস্মান্ ॥ ক ৯২।১২

—যে দৈবের উপরে কাহারও হাত নাই, সেই দৈবই পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিতেছে. আর আমাদিগকে নাশ করিতেছে।

সেই রাত্রিতেই দুঃখশোকে অভিভূত দুর্যোধন সেনাপতিবরণ সম্বন্ধে গুরুপুত্র অশ্বত্থামাব পরামর্শ প্রার্থনা করিলে অশ্বত্থামা কহিয়াছেন—

অয়ং কুলেন বীর্য্যেণ তেজসা যশসা শ্রিয়া।
সর্ব্বৈর্গুণৈঃ সমুদিতঃ শল্যো নোঽস্তু চমূপতিঃ ॥ শল্য ৬।১৯

—এই শল্য, কুল, বীর্য, তেজঃ, যশঃ ও ঐশ্বর্য প্রভৃতি সর্বগুণযুক্ত। ইনি আমাদের সেনাপতি হউন।

দুর্যোধন পরম সম্মানের সহিত শল্যকে অভিষিক্ত করিয়াছেন। সেনাপতিপদে বৃত

হইয়াই শল্য দুর্যোধনকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, কৃষ্ণ ও অর্জুন মিলিতভাবেও তাঁহার সমান নহেন। আজ তিনি সকল শত্রুকে যমালয়ে পাঠাইবেন, কিংবা নিজেই স্বর্গে গমন করিবেন।[৮]

কৌরব-পক্ষে শল্য সেনাপতিপদে বৃত হইয়াছেন শুনিয়া কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—অর্তায়নপুত্রকে আমি ভালরূপেই জানি। মহাতেজস্বী ও বীর্যবান ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ হইতে ইনি কিছুমাত্র ন্যূন নহেন, তোমার পক্ষের সকল বীরপুরুষ অপেক্ষা ইনি বলবান্। তুমি ব্যতীত আর কেহ ক্রুদ্ধ মদ্ররাজের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবেন না।

ভীষ্মদ্রোণার্ণবং তীর্ত্বা কর্ণপাতালসম্ভবম্।
মা নিমজ্জস্ব সগণঃ শল্যমাসাদ্য গোষ্পদম্॥ শল্য ৭।৩৭

—ভীষ্ম ও দ্রোণরূপ সমুদ্র এবং কর্ণরূপ পাতালসম্ভূত জলরাশি পার হইয়া শল্যরূপ গোষ্পদে সবান্ধব নিমজ্জিত হইও না।

পরদিন (মহাযুদ্ধের অষ্টাদশ দিনে) প্রাতঃকালে দুর্যোধন পরম উৎসাহে শল্যকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন—

আশা বলবতী রাজন্ পুত্রাণাম্তেঽভবত্তদা।
হতে দ্রোণে চ ভীষ্মে চ সূতপুত্রে চ পাতিতে।
শল্যঃ পার্থান্ রণে সর্ব্বান্নিহনিষ্যতি মারিষ॥ শল্য ৮।১৬

—ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ নিহত হইলে হে রাজন্, তখন তোমার পুত্রগণের বলবতী আশা হইয়াছিল যে, শল্য সকল পাণ্ডবকে রণে নিধন করিবেন।

কৃষ্ণের উক্তি হইতে শল্যকে মহাতেজস্বী বীরপুরুষ বলিয়া জানা যাইতেছে। কৃষ্ণ আবার ভীষ্ম দ্রোণাদি সমুদ্রের তুলনায় শল্যকে গোষ্পদ বলিয়াছেন। সঞ্জয়ের উক্তিতেও দুর্যোধনের আশা যে নিতান্ত দুরাশামাত্র, ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। তবে কি শল্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন না? যুধিষ্ঠিরের প্রতি কৃষ্ণের একটি উক্তি হইতে অনুমিত হয়—শল্য সত্যই একজন মহারথ ছিলেন। ছল-চাতুরীর আশ্রয় না লইয়া তাঁহাকে নিধন করিতে ক্ষাত্রবলই যথেষ্ট নহে, তপোবলেরও প্রয়োজন। তাই যুধিষ্ঠিরই শল্যকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—

যচ্চ তে তপসো বীর্য্যং যচ্চ ক্ষাত্রবলং তব।
তদ্দর্শয় রণে সর্ব্বং জহি চৈনং মহারথম্॥ শল্য ৭।৩৮

—তোমার তপোবল ও ক্ষাত্রবল সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করিয়া এই মহারথকে নিধন কর।

সম্ভবতঃ যুধিষ্ঠিরের উৎসাহ ও মনোবল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই কৃষ্ণ শল্যকে গোষ্পদের সহিত তুলনা করিয়াছেন। সঞ্জয় সম্ভবতঃ শল্যের শৌর্যবীর্য সম্পর্কে সম্যক্ জানিতেন না। শল্য স্বয়ং সর্বদাই বীরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের সহিত স্পর্ধা করিতেন—এই কথা মহাবীর ভীষ্মও বলিয়াছেন, গান্ধারীও শল্যের এই মনোভাব জানিতেন।[৯]

সিংহবিক্রমে পাণ্ডবপক্ষের সহিত অর্ধদিবস যুদ্ধ করিয়া মধ্যাহ্ন কালে এই মহাবীর যুধিষ্ঠিরের বাণে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।[১০] তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাও অল্পক্ষণ পরেই যুধিষ্ঠিরের হাতে প্রাণ দিয়াছেন।[১১]

কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে গান্ধারীর বিলাপ হইতে জানা যায়, শল্য অতি সুপুরুষ ছিলেন। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডল, পদ্মপলাশের ন্যায় তাঁহার চক্ষু এবং তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়—তাঁহার দেহের বর্ণ।[১২]

শল্যের অনেক ভার্যা ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের শ্মশান-ভূমিতে তাঁহাদিগকে করুণ বিলাপ

করিতে দেখা যায়।[১৩] তাঁহার পুত্রের নাম ছিল—রুক্মরথ। তিনিও কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে কৌরবপক্ষে যোগ দিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।[১৪]

---

১ আদি ১১৩তম অ। শল্য ৭।২৫
২ আদি ১৮৬।১৩
৩ উ ৮।৪০-৫২
৪ উ ১৫৪।৩২
৫ ভী ৪৩।৭৭-৮৭
৬ ক ৩২।৬৫
৭ ক ৩৬শ—৪৫শ অ।
৮ শল্য ৭।১-১২
৯ উ ১৬৪।২৬। স্ত্রী ২৩।২
১০ শল্য ১৭।৫৫। শল্য ১৯।৪
১১ শল্য ১৭।৬২
১২ স্ত্রী ২৩।৪, ৫
১৩ স্ত্রী ২৩।৬
১৪ ভী ৪৭।২৮

যজ্ঞসেন (দ্রুপদরাজা)

পাঞ্চালরাজ পৃষতের পুত্রের নাম যজ্ঞসেন। তাঁহারই অপর নাম ছিল—দ্রুপদ। মরুদ্‌গণের অংশে এই রাজর্ষির জন্ম হইয়াছে।[১]

রাজর্ষি পৃষত মহর্ষি ভরদ্বাজের সখা ছিলেন। আচার্য দ্রোণ ভরদ্বাজের পুত্র। পৃষতপুত্র দ্রুপদ বাল্যকালে পিতার সহিত মহর্ষির আশ্রমে যাতায়াত করিতেন। তখন হইতেই দ্রোণের সহিত তাঁহার বন্ধুতা ঘটে। দ্রুপদ ও দ্রোণাচার্য সতীর্থ ছিলেন। উভয়েই মহর্ষি অগ্নিবেশকে গুরুত্বে বরণ করিয়া ধনুর্বেদ শিক্ষা করিয়াছেন। দীর্ঘকাল তাঁহারা গুরুর আশ্রমে বাস করেন।[২]

পিতার লোকান্তরের পর দ্রুপদ পাঞ্চালের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই গর্বিত হইয়া উঠিলেন। এক সময়ে দীর্ঘকালের সখা দরিদ্র ব্রাহ্মণ দ্রোণকে আশ্বাস দিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—

মম ভোগাশ্চ বিত্তঞ্চ ত্বদধীনং সুখানি চ। আদি ১৩১।৪৭

—আমার ভোগ, বিত্ত ও সুখ—সব কিছুতেই তোমার অধিকার আছে।

পিতৃবিয়োগের পর অর্থাভাবে বিপন্ন হইয়া দ্রোণ সপরিবারে বাল্যসখা দ্রুপদের নিকট উপস্থিত হইলে দ্রুপদ অতিশয় বিরক্তি বোধ করিলেন। তিনি উপহাসের সুরে দ্রোণকে বলিতেছেন—

আসীৎ সখ্যং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ত্বয়া মেঽর্থনিবন্ধনম্।
ন হ্যনাঢ্যঃ সখাঢ্যস্য নাবিদ্বান্ বিদুষঃ সখা ॥ ইত্যাদি। আদি ১৩১।৬৯-৭৩

—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তখন প্রয়োজনবশতঃ তোমার সহিত আমার সখ্য ছিল। দরিদ্র কখনও ধনীর সখা হয় না, মূর্খ কখনও বিদ্বানের সখা হয় না। তোমাকে সাহায্য করিবার কোন প্রতিশ্রুতি তো আমি দেই নাই। হে ব্রাহ্মণ, তোমাকে এক দিনের ভোজ্য দিতে পারি।

ধনগর্বিত দ্রুপদের এই কঠোর বচনে দ্রোণ অতিশয় অপমান বোধ করিলেন। মনে মনে কি যেন প্রতিজ্ঞা করিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি হস্তিনাপুরীর দিকে যাত্রা করিয়াছেন। সেখানে ভীষ্ম কর্তৃক পরম সমাদরে সৎকৃত হইয়া কুরুপাণ্ডব কুমারগণের অস্ত্রগুরুর পদে বৃত হইলেন। তাঁহার বিদ্যার সুখ্যাতি শুনিয়া নানা দেশের অসংখ্য বিদ্যার্থী আসিয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করেন।

শিষ্যগণের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে ভারতাচার্য দ্রোণ গুরুদক্ষিণা চাহিলেন—পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে যুদ্ধে হারাইয়া বন্দী করিয়া আনিতে হইবে। তাহাই হইবে শ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণা। অর্জুন প্রমুখ বীর-শিষ্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আচার্য পাঞ্চাল জয় করিতে উপস্থিত হইয়াছেন। সর্বপ্রযত্নে যুদ্ধ করিয়াও দ্রুপদ আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। আচার্যের শিষ্যগণের হাতে বন্দী হইয়া তিনি আচার্য সমীপে উপনীত হইয়াছেন। দ্রোণাচার্য স্মিতমুখে তাঁহাকে সখা বলিয়া সম্বোধন করিয়া কহিয়াছেন—'যেহেতু রাজা না হইলে তোমার ন্যায় রাজার সহিত

বন্ধুত্ব হইতে পারে না, সেইহেতু তোমার রাজ্য জয় করিতে বাধ্য হইলাম। হে সখে, এবার তোমাকে রাজ্যের অর্ধাংশ ফিরাইয়া দিতেছি। ভাগীরথীর উত্তর কূল আমার অধিকারে থাকিবে, দক্ষিণ কূল তুমি ভোগ করিবে'। এই বলিয়া আচার্য সখাকে মুক্তি দিলেন। ভাগীরথীর উত্তর তীরে অহিচ্ছত্রাপুরীতে আচার্যের রাজধানী স্থাপিত হইল। (আচার্য কখনও রাজ্য শাসন করেন নাই, দ্রুপদই সমগ্র রাজ্য শাসন করিতেন। শুধু দ্রুপদের ধনগর্বের উপযুক্ত প্রতিফল দিবার নিমিত্তই আচার্যের এই অভিযান।)

দ্রুপদ অতিশয় লজ্জিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, দ্রোণ ক্ষাত্রবলে তাঁহাকে জয় করিতে পারেন নাই, এই বিজয় ব্রাহ্মণ্যবলেই সম্ভবপর হইয়াছে। তখন তিনি ব্রাহ্মণ্যবলে বলীয়ান্ পুত্র লাভ করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত ঋত্বিকের সন্ধান করিতে লাগিলেন।[৩] তাঁহার একমাত্র বাসনা—

দ্রোণান্তকমহং পুত্রং লভেয়ং যুধি দুর্জ্জয়ম্। আদি ১৬৭।৩০

—আমি যুদ্ধে দুর্জয় একটি পুত্রের আকাঙ্ক্ষা করি, যে পুত্র দ্রোণকে নিধন করিতে পারিবে।

দীর্ঘকাল অন্বেষণের পর দ্রুপদ গঙ্গাতীরবাসী কাশ্যপগোত্রীয় যাজ ও উপযাজ-নামক দুইজন তপস্বী ব্রাহ্মণতনয়কে ঋত্বিকের পদে বরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের সম্পাদিত যজ্ঞের অগ্নি হইতে একটি দেবসদৃশ পুত্র এবং যজ্ঞবেদী হইতে একটি সুদর্শনা কন্যার উৎপত্তি হইল। সেই পুত্রের নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং সেই কন্যার নাম কৃষ্ণা।[৪]

কৃষ্ণা যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। অর্জুনের শৌর্যবীর্য দেখিয়া দ্রুপদের মনে মনে বাসনা ছিল যে, তিনি অর্জুনের হাতে কৃষ্ণাকে সমর্পণ করিবেন। তাঁহার সেই গোপন বাসনা তিনি কখনও প্রকাশ করেন নাই। তিনি দূর আকাশে একটি লক্ষ্য স্থাপন করাইলেন এবং প্রকাণ্ড একখানি ধনু তৈয়ার করাইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, অর্জুন ব্যতীত অপর কোন রাজপুত্র সেই লক্ষ্য বেধ করা তো দূরের কথা, ধনুখানি তুলিতেই পারিবেন না। এই ব্যবস্থা করিয়া তিনি কন্যার স্বয়ংবর-বার্তা ঘোষণা করাইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। ব্রাহ্মণবেশধারী অর্জুনই লক্ষ্যবেধে সমর্থ হইয়াছেন।[৫]

গোপনে ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা অনুসন্ধান করাইয়া দ্রুপদ জানিতে পারিয়াছেন যে, প্রচ্ছন্নবেশী অর্জুনই লক্ষ্যবেধ করিয়াছেন। অতঃপর সমাতৃক পঞ্চ পাণ্ডবকে আপন ভবনে আনাইয়া যুধিষ্ঠিরের মুখে তাঁহাদের পরিচয় এবং দুর্গতির সকল কাহিনী শুনিয়া দ্রুপদ তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়াছেন। পাঁচ ভ্রাতা একে একে কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ করিবেন—যুধিষ্ঠিরের মুখে এই কথা শুনিয়া ধর্মলোপের ভয়ে দ্রুপদ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরে ব্যাসদেব উপস্থিত হইয়া পূর্বজন্মে কৃষ্ণার শিবোপাসনা, পাঁচবার পতিলাভের বর প্রার্থনা—ইত্যাদি ঘটনা বিবৃত করিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। যুধিষ্ঠিরও জননীর আদেশের কথা বলিয়া পুরাকালের দুই-একজন নারীর বহুপতিকতার নজির প্রদর্শন করিলেন। অতঃপর রাজর্ষি দ্রুপদ মন স্থির করিয়া মহাসমারোহে ক্রমশঃ পঞ্চ পাণ্ডবকেই কন্যাদান করেন।[৬]

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া দ্রুপদরাজা পুত্রগণ সহ উপস্থিত হইয়াছিলেন।[৭] তারপর তাঁহার জামাতৃগণ ও কন্যার বনবাস প্রভৃতির সময় তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা জানা যায় না। বিরাটনগরে অভিমন্যুর বিবাহোৎসবে পুত্রগণের সহিত তাঁহাকেও দেখিতে পাই।[৮]

সেই উৎসব সুসম্পন্ন হইলে পর পাণ্ডবগণের ভবিষ্যৎ কর্তব্য বিষয়ে পরামর্শ করিবার নিমিত্ত সমাগত আত্মীয়স্বজনগণ বিরাটের সভাগৃহে সম্মিলিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের তেজোদৃপ্ত ভাষণের পর বলরাম সেই ভাষণের প্রতিবাদ করিয়া কয়েকটি কথা বলিলেন। সাত্যকির তাহা মনঃপূত হয় নাই। অতঃপর রাজর্ষি দ্রুপদ বলিতেছেন—বলদেবের পরামর্শ

তিনিও অনুমোদন করেন না। কারণ, মৃদু কথায় দুর্যোধনকে বশ করা যাইবে না, পরন্তু তিনি পাণ্ডবগণকে অসমর্থ মনে করিবেন। অবিলম্বে বিভিন্ন দেশের রাজন্যবর্গকে স্বপক্ষে পাইবার নিমিত্ত শীঘ্রগামী দূতপাঠানো হউক। কোন্ কোন্ দেশে দূতপাঠানো প্রয়োজন, তাহাও তিনি বিশদভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। পরিশেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, তাঁহার পুরোহিতকে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট শান্তির দূতরূপে পাঠানো হউক।

দ্রুপদের পরামর্শকে বিশেষভাবে সমর্থন করিয়া কৃষ্ণ কহিয়াছেন—

উপপন্নমিদং বাক্যং সোমকানাং ধুরন্ধরে।
অর্থসিদ্ধিকরং রাজ্ঞঃ পাণ্ডবস্যামিতৌজসঃ ॥ উ ৫।১

—সোমকপতির এই বাক্য অতি সমীচীন। এই পরামর্শ মহাতেজস্বী পাণ্ডবের প্রয়োজন-সিদ্ধির অনুকূল।

পুরোহিতকে তাঁহার কর্তব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত নির্দেশ দিয়া দ্রুপদ তাঁহাকে যাত্রা করাইলেন। পুরোহিতের প্রতি তাঁহার উক্তি হইতে বোঝা যায়, তিনি অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। যুধিষ্ঠির দ্রুপদকে এক অক্ষৌহিণী সেনার অধ্যক্ষরূপে বরণ করিয়াছেন।[৯]

রথাথিরথ-সংখ্যানের বেলা ভীষ্ম দুর্যোধনকে বলিয়াছেন যে, মহাবীর দ্রুপদরাজা একজন মহারথ। বৃদ্ধ হইলেও তিনি ক্ষত্রধর্মপরায়ণ এবং জামাতাদের পক্ষকে জয়ী করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য শক্তি প্রয়োগ করিবেন।[১০]

চৌদ্দ দিন মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া পঞ্চদশ দিবসে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আচার্য দ্রোণের শাণিত ভল্লের আঘাতে এই মহাবীর স্বর্গত হইয়াছেন।[১১]

তাঁহার একাধিক ভার্যা ছিলেন।[১২] দ্রুপদের আঠারজন পুত্রের মধ্যে সুরথ, শত্রুঞ্জয়, বলানীক, জয়ানীক ও জয়াশ্ব—এই পাঁচজন চতুর্দশ দিনের রাত্রিযুদ্ধে অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হইয়াছেন।[১৩] ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দৌর্মুখি, জনমেজয়, চন্দ্রসেন, রুদ্রসেন, কীর্তিধর্মা, ধ্রুব, অধর, বসুচন্দ্র, দামচন্দ্র, সিংহচন্দ্র এবং সুতেজনও অষ্টাদশ দিনের রাত্রিতে অশ্বত্থামার দ্বারাই নিহত হন।[১৪] দ্রুপদের তিনজন পৌত্রও তাঁহাদের পিতামহের পতনের অব্যবহিত পূর্বেই দ্রোণাচার্যের বাণে নিহত হইয়াছেন।[১৫]

রাজর্ষি দ্রুপদ দ্রোণাচার্যের সমবয়স্ক ছিলেন। সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়সও আশী হইতে নব্বই বৎসরের মধ্যে ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

---

১ আদি ৬৭।৮০
২ আদি ১৩০।৪১,৪২
৩ আদি ১৩৮তম অ।
আদি ১৬৬তম অ।
৪ আদি ১৬৭তম অ।
৫ আদি ১৮৪তম ও ১৮৮তম অ.
৬ আদি ১৯৫তম—১৯৯তম অ।
৭ সভা ৩৪।৯
৮ বি ৭২তম অ।
৯ উ ১৫১।৪। উ ১৫৬।১১
১০ উ ১৬৯।৮-১৪
১১ দ্রো ১৮৫।৪৩
১২ উ ১৯৩।২
১৩ দ্রো ১৫৪।১৮০,১৮১
১৪ দ্রো ১৫৬।৩৯,৪০
১৫ দ্রো ১৮৫।৩৪

শিখণ্ডী

শিখণ্ডী পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের পুত্র। তাঁহার জীবনের ঘটনা অতি চমকপ্রদ। মহারাজ শান্তনুর পরলোকগমনের পর তাঁহার পুত্র চিত্রাঙ্গদ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া অল্পদিন মধ্যেই লোকান্তরিত হন। এবার শান্তনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবব্রত কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। দেবব্রত শুনিতে পাইলেন যে, কাশীরাজের তিন কন্যাই স্বয়ংবরা হইবেন। তিনি ভ্রাতার ভার্যা-সংগ্রহের নিমিত্ত কাশীরাজভবনে উপস্থিত হইয়া সমাগত পাণিপ্রার্থিগণের সাক্ষাতে তিনটি কন্যাকেই বলপূর্বক রথে তুলিয়া হস্তিনার দিকে যাত্রা করিলেন। রাজন্যবর্গ দেবব্রত ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়াছেন। কন্যা তিনটির নাম ছিল যথাক্রমে অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা। হস্তিনায় আসিয়া ভীষ্ম মাতা সত্যবতীর অনুমতিক্রমে বীর্যশুল্কা তিনটি কন্যাকেই ভ্রাতার সহিত বিবাহ দিতে চাহিলে সলজ্জ অম্বা ভীষ্মকে জানাইলেন যে, তিনি পূর্বেই মনে মনে শাল্বপতিকে বরণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার ধর্ম নাশ করা ভীষ্মের উচিত হইবে না। ভীষ্ম মন্ত্রী, ঋত্বিক্ ও পুরোহিতগণের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করিয়া কয়েকজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও একজন ধাত্রীর সঙ্গে অম্বাকে শাল্বরাজের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। অম্বাকে ভীষ্মের বীর্যশুল্কা, অতএব অন্যপূর্বা মনে করিয়া শাল্বপতি প্রত্যাখ্যান করেন। অম্বার করুণ নিবেদন শাল্বের নিকট ব্যর্থ হইলে অম্বা কাঁদিতে কাঁদিতে শাল্বরাজের নগর পরিত্যাগ করিলেন। তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে এক তাপসাশ্রমে উপস্থিত হইয়া তপস্বিগণের নিকট তাঁহার করুণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। নানাজনে নানা উপদেশ দিতেছেন—এমন সময় অম্বার মাতামহ রাজর্ষি হোত্রবাহন সেই আশ্রমে আসিয়া তপস্বিগণের মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিতে পাইলেন। দৌহিত্রীকে সস্নেহে আশ্বাস দিয়া তিনি উপদেশ দিলেন যে, তাঁহার পরম সুহৃৎ তপস্বী জামদগ্ন্য রামের শরণাপন্ন হইলে তিনি নিশ্চয়ই এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন। ঠিক সেইসময় হঠাৎ পরশুরামের অনুচর অকৃতব্রণ সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। সকল ঘটনা শুনিয়া তিনি কহিলেন যে, পরদিন প্রাতঃকালেই পরশুরাম তাঁহার প্রিয় সখা হোত্রবাহনের সহিত দেখা করিবার মানসে সেই আশ্রমে আসিতেছেন।

পরশুরাম যথাকালে আশ্রমে পদার্পণ করিয়াছেন। সখার মুখে এবং অম্বার মুখে সকল ঘটনা অবগত হইয়া তিনি ভীষ্মের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। অম্বাও ভীষ্মের আচরণকেই তাঁহার দুর্গতির হেতুরূপে স্থির করিয়াছিলেন। পরশুরাম অম্বাকে আশ্বাস দিয়া পরদিবস অম্বা ও তপস্বিগণকে সঙ্গে লইয়া হস্তিনায় যাত্রা করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি ভীষ্মকে বলিলেন যে, এই কন্যাটির ভাগ্যবিড়ম্বনার জন্য তিনি ভীষ্মকেই দায়ী বলিয়া মনে করেন। সুতরাং ভীষ্ম যেন এই কন্যাটিকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার দুঃখের অবসান ঘটান।

ভীষ্ম পরশুরামের আদেশ পালনে অসমর্থতা জানাইলে পর পরশুরাম ভীষ্মকে যুদ্ধে

আহ্বান করিয়াছেন। ভীষ্ম প্রণতিপূর্বক তাঁহার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যের প্রতিজ্ঞা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াও কিছুতেই পরশুরামকে নিরস্ত করিতে পারেন নাই।

পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে গুরুশিষ্যের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলিতে লাগিল। উভয়েই সমান ধনুর্ধর। কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারেন নাই। অগত্যা যুদ্ধ থামাইতে হইল।

পরশুরাম অম্বাকে কহিলেন—'ভদ্রে, যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়াও মহাবীর ভীষ্মকে জয় করিতে পারি নাই, আমি আর কি করিতে পারি ? তোমার যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহাই কর'। অম্বা কহিলেন—'ভগবন্, আপনি যথাসাধ্য ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছেন। বুঝিলাম, মহাবীর ভীষ্মকে জয় করা দেবগণেরও সাধ্যাতীত। আমি নিজেই যাহাতে যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্মকে বধ করিতে পারি, সেই উপায় করিব'।

এই বলিয়া অম্বা দুঃখে ও ক্ষোভে কুরুক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পুণ্যসলিলা যমুনার তীরে এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া উগ্র তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। বার বৎসর তপশ্চর্যার পর তিনি সেই অরণ্য ত্যাগ করিয়া বহু তীর্থ পর্যটনপূর্বক সমধিক কঠোর তপস্যা করিয়াছেন।

তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে তিনি ভীষ্ম-নিধনের বর প্রার্থনা করেন।

প্রসন্ন মহাদেব কহিলেন—'কল্যাণি, পরজন্মে তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে, তুমি পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া কিছুকাল পরে পুংস্ত্ব প্রাপ্ত হইবে'। এই বর দিয়া মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন।

বরলাভের পরমুহূর্তেই অম্বা স্বহস্তে যমুনাতীরে চিতা প্রস্তুত করিয়া ভীষ্মনিধনের চিন্তা করিতে করিতে সেই চিতায় ভৌতিক দেহকে আহুতি দিলেন।

দ্রুপদরাজা অপুত্রক ছিলেন। তিনি এবং তাঁহার সহধর্মিণীও এইসময়ে পুত্রলাভের নিমিত্ত কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবের অনুগ্রহ লাভ করেন। তাঁহাদেরও উদ্দেশ্য ছিল—ভীষ্মনিধন। (দ্রুপদরাজার এই উদ্দেশ্যের কোন কারণ জানা যায় না।) প্রসন্ন মহাদেব তাঁহাদিগকে বর দিলেন যে, তাঁহাদের একটি কন্যা-সন্তান জন্মিবে এবং সেই কন্যাই পরে পুংস্ত্ব প্রাপ্ত হইবে।

যথাকালে দ্রুপদমহিষী একটি সুদর্শনা কন্যা লাভ করিয়াছেন। পরন্তু তাঁহারা প্রচার করিলেন যে, তাঁহাদের একটি পুত্র জন্মিয়াছে। দ্রুপদ পুত্রের ন্যায় সেই কন্যাটির সংস্কারাদি সম্পন্ন করিয়া তাঁহার নাম রাখিলেন—শিখণ্ডী।

ভীষ্ম দেবর্ষি নারদ ও এক গুপ্তচরের মুখে এইসকল বৃত্তান্ত জানিতে পারেন। কন্যাটি ক্রমশঃ যৌবনে পদাপর্ণ করিয়াও পুরুষ হইল না দেখিয়া দ্রুপদ অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে দ্রোণাচার্যের নিকট পাঠাইয়া শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিলেন, নানাবিধ শিল্পবিদ্যায়ও শিখণ্ডী ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। কেহই তাঁহাকে নারী বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। মহাদেবের বরদানকে শীঘ্র সত্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে মহিষী দ্রুপদকে পরামর্শ দিলেন যে, সত্বর শিখণ্ডীকে দারপরিগ্রহ করাইতে হইবে। পত্নীর পরামর্শে দ্রুপদ দশার্ণাধিপতি হিরণ্যবর্মার দুহিতার সহিত শিখণ্ডীর বিবাহ দিয়াছেন।

বিবাহের পরেই সমূহ বিপদ উপস্থিত হইল। হিরণ্যবর্মার দুহিতা পতির নারীত্বের পরিচয় পাইয়া ধাত্রী ও সখীগণের নিকট তাহা প্রকাশ করিলে এই সংবাদ হিরণ্যবর্মারও জানিতে দেরী হইল না। তিনি বৈবাহিক দ্রুপদের নিকট দূত পাঠাইয়া জানাইলেন যে, এই প্রবঞ্চনার প্রতিফল দ্রুপদকে পাইতেই হইবে। তিনি পাঞ্চালরাজ্য আক্রমণ করিবেন। দ্রুপদরাজা এই

সংবাদ পাইয়া চোরের মত চুপ করিয়া রহিলেন। ভয়ে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া এই বিপদে মহিষীর পরামর্শ চাহিলে পর মহিষী কহিলেন—'মহারাজ, মহাদেবের বাক্য কখনও মিথ্যা হইবে না। প্রচুর দান-দক্ষিণা ও দেবার্চনাই এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়'। জনক-জননীর দুশ্চিন্তা ও ভয় দেখিয়া শিখণ্ডী অতিশয় শোকাতুর হইয়াছেন। লজ্জায় ও শোকে সকলের অগোচরে প্রাণত্যাগের উদ্দেশ্যে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া এক নির্জন অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। বিত্তশালী যক্ষ স্থূণাকর্ণ ছিলেন—সেই অরণ্যের অধিপতি। অনশনে শুষ্কদেহ শিখণ্ডীকে দেখিয়া দয়ার্দ্র সেই যক্ষ তাঁহার অনশনের কারণ জানিতে চাহিলেন এবং যে-কোন উপায়ে তাঁহার দুঃখ দূর করিবেন—এই প্রতিশ্রুতি দিলেন।

শিখণ্ডী কিছুই গোপন করিলেন না। তিনি যক্ষের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন যে, দশার্ণাধিপতি পাঞ্চালরাজ্য আক্রমণ করিবার পূর্বেই যেন তাঁহার নারীত্ব লোপ পাইয়া পুরুষত্ব প্রাপ্তি হয়।

শিখণ্ডীর দুঃখের বিবরণ শুনিয়া যক্ষ একটি নির্দিষ্ট সময়ের শর্তে শিখণ্ডীর সহিত তাহার দেহাংশের বিনিময় করেন। শিখণ্ডী প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, হিরণ্যবর্মা তাঁহাকে পুরুষ জানিয়া চলিয়া গেলেই তিনি পুনরায় সেই স্থানে যক্ষের সহিত ইন্দ্রিয়বিশেষের পুনর্বিনিময় করিবেন।

কৃতকৃত্য শিখণ্ডী পাঞ্চালে প্রত্যাবর্তন করিয়া পিতাকে সকল বৃত্তান্ত জানাইয়াছেন। দ্রুপদ আনন্দিত হইয়া তাঁহার বৈবাহিককে সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি কোনরূপ প্রবঞ্চনা করেন নাই। হিরণ্যবর্মা যাহা শুনিয়াছেন, তাহা একেবারে মিথ্যা। এই খবর পাইয়া হিরণ্যবর্মা শিখণ্ডীকে পরীক্ষা করাইয়া বুঝিলেন যে, তিনি মিথ্যা গুজবই শুনিয়াছিলেন। নিজের কন্যাকে বিশেষরূপে তিরস্কার করিয়া এবং প্রভূত ধনরত্নাদি দ্বারা জামাতাকে সন্তুষ্ট করিয়া হিরণ্যবর্মা স্বরাজ্যে ফিরিয়া গিয়াছেন।

এদিকে ধনরাজ কুবের স্থূণাকর্ণের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে স্থূণাকর্ণের অনুচরবর্গ সকল ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিল যে, স্থূণাকর্ণ সাময়িকভাবে নারীরূপ গ্রহণ করায় লজ্জাবশতঃ যক্ষরাজের সাক্ষাতে উপস্থিত হইতে কুণ্ঠিত হইতেছেন। কুবের অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া স্থূণাকর্ণকে অভিসম্পাত করিলেন যে, এই দুর্বুদ্ধির জন্য তাঁহার নারীত্বই স্থায়ী হইবে এবং শিখণ্ডীর পুরুষত্বই স্থায়ী হইবে।

যক্ষগণের কাতর প্রার্থনায় যক্ষরাজ কহিলেন যে, শিখণ্ডীর লোকান্তর প্রাপ্তির পর স্থূণাকর্ণ পুনরায় পুরুষত্ব লাভ করিবেন। এই বলিয়া কুবের প্রস্থান করিলেন। শিখণ্ডী নির্দিষ্ট সময়ে স্থূণাকর্ণ সমীপে উপস্থিত হইলে স্থূণাকর্ণ কুবেরের আকস্মিক আগমন, অভিসম্পাত প্রভৃতির কথা বলিয়া এই ঘটনাকে দৈবের বিধানরূপেই মানিয়া লইলেন।[১]

সুদীর্ঘ তেইশ অধ্যায় ব্যাপিয়া ভীষ্ম দুর্যোধনের নিকট এই বৃত্তান্তটি প্রকাশ করিয়াছেন—

জ্যেষ্ঠা কাশিপতেঃ কন্যা অম্বানামেতি বিশ্রুতা।
দ্রুপদস্য কুলে জাতা শিখণ্ডী ভরতর্ষভ ॥

ইত্যাদি। উ ১৯৪।৬৪-৬৯

—হে ভরতশ্রেষ্ঠ, কাশিপতির অম্বানাম্নী জ্যেষ্ঠা কন্যাই দ্রুপদের কন্যারূপে জন্মিয়াছেন। তাঁহারই নাম শিখণ্ডী। রণক্ষেত্রে আমি এক মুহূর্তও তাঁহার দিকে তাকাইব না, কিংবা তাঁহাকে প্রহার করিব না। স্ত্রীলোক, পূর্বে যে স্ত্রীলোক ছিল সেই পুরুষ, স্ত্রীনামক পুরুষ অথবা স্ত্রীলোকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট পুরুষের উপর বাণক্ষেপ করিব না—ইহা আমার

সঙ্কল্প। এই কারণে শিখণ্ডী আমাকে বধ করিতে আসিলেও আমি তাঁহাকে প্রহার করিব না। কারণ তাহা করিলে আমি লোকসমাজে নিন্দিত হইব।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে শিখণ্ডীকেও পাণ্ডব-পক্ষে এক অক্ষৌহিণী সেনার অধ্যক্ষপদে বরণ করা হইয়াছে।[১] শিখণ্ডীর শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে ভীষ্ম দুর্যোধনকে বলিতেছেন—

পাঞ্চালরাজস্য সুতো রাজন্ পরপুরঞ্জয়ঃ।
শিখণ্ডী রথমুখ্যো মে মতঃ পার্থস্য ভারত॥ ইত্যাদি। উ ১৭১।১-৩

—হে ভারত, পাঞ্চালরাজ্যের পুত্র শত্রুজয়ী শিখণ্ডীকে আমি রথমুখ্য বলিয়া মনে করি। ইনি পার্থের পক্ষে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিবেন। ইহার অধীনে অসংখ্য সৈন্য রহিয়াছে। সুতরাং ইনি গুরুতর কর্ম সম্পন্ন করিবেন।

শিখণ্ডীকে পুরোভাগে রাখিয়াই অর্জুন ভীষ্মকে পাতিত করিয়াছিলেন। (দ্র° ভীষ্মজীবনী)[২]

রণক্ষেত্রে শিখণ্ডীর বিশেষ কোন কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। যুদ্ধের শেষ দিনের গভীর রাত্রিতে পাণ্ডবশিবিরে প্রবিষ্ট অশ্বত্থামার অসির আঘাতে শিখণ্ডীর দেহ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে।[৩]

---

১ উ ১৭২তম—১৯৪তম অ।
২ উ ১৫১।৪
৩ ভী ১১৯তম অ।
৪ সৌ ৮ ৬১

ধৃষ্টদ্যুম্ন

পুত্রকাম দ্রুপদরাজার যজ্ঞাগ্নি হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নের উৎপত্তি হয়। তাঁহার দেহের বর্ণ অগ্নির ন্যায়। কিরীট, বর্ম, খড়্গ ও ধনুর্বাণ এবং রথ তাঁহার সহজাত। রথে আরোহণ করিয়াই তিনি অগ্নি হইতে উত্থিত হন।

উত্তস্থৌ পাবকাত্তস্মাৎ কুমারো দেবসন্নিভঃ। ইত্যাদি।

আদি ১৬৭।৩৯-৪১। দ্রো ১৮৩।৪। আদি ৬৩।১০৯

ধৃষ্টদ্যুম্নের আকৃতি অতি মনোহর ও বীরত্বব্যঞ্জক। অর্জুন ধৃষ্টদ্যুম্নের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, ধৃষ্টদ্যুম্ন—

সিংহসংহননো বীরঃ সিংহতুল্যপরাক্রমঃ।
সিংহোরস্কঃ সিংহভুজঃ সিংহস্কন্ধো মহাদ্যুতিঃ
সুভ্রূঃ সুদংষ্ট্রঃ সুহনুঃ সুবাহুঃ সুমুখোঽকৃশঃ।
সুজত্রুঃ সুবিশালাক্ষঃ সুপাদঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ॥ উ ১৫১।২১-২৩

ধৃষ্টদ্যুম্নের আবির্ভাবের পরেই দ্রুপদপত্নী ঋত্বিক্ যাজের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, এই পুত্রটি যেন তাঁহাকেই জননী বলিয়া জানে। ঋত্বিক্ 'তথাস্তু' বলিয়া যজমানপত্নীকে বর দিয়াছেন।[১]

'ধৃষ্টদ্যুম্ন' নামের একটি ব্যুৎপত্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার উৎপত্তির পর ব্রাহ্মণগণ বলিলেন—

ধৃষ্টত্বাদত্যমর্ষিত্বাদ্দ্যুম্নাদ্যুৎসম্ভবাদপি।
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ কুমারোঽয়ং দ্রুপদস্য ভবত্বিতি॥ আদি ১৬৭।৫৩

—ধৃষ্ট (প্রগল্ভ, বীর), অমর্ষী (শত্রুর উৎকর্ষ অসহনশীল), দ্যুম্ন (সহজাত বিত্ত, কিরীট, বর্ম প্রভৃতি)—যিনি ধৃষ্ট এবং দ্যুম্নাদিবিশিষ্ট হইয়াই আবির্ভূত হইয়াছেন—এই দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে প্রথিত হইবেন।

যথাসময়ে আচার্য দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে স্বগৃহে আনিয়া অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন। (দ্রুপদকে উপকৃত করিবার উদ্দেশ্যেই আচার্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।)

ধৃষ্টদ্যুম্নন্তু পাঞ্চাল্যমানীয় স্বং নিবেশনম্।
উপাকরোদস্ত্রহেতোর্ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্॥ আদি ১৬৭।৫৫

কৃষ্ণার স্বয়ংবর-সভায় ধৃষ্টদ্যুম্নই সমাগত রাজন্যবৃন্দকে লক্ষ্যবেধের বিষয় জানাইয়াছেন এবং কৃষ্ণার নিকট রাজন্যবর্গের প্রত্যেকের পরিচয় দিয়াছেন। লক্ষ্যবেধের পর গোপনে কুম্ভকারভবনে গিয়া তিনিই পাণ্ডবগণের যথার্থ পরিচয় জানিতে পারিয়াছিলেন।[২]

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে ধৃষ্টদ্যুম্নও উপস্থিত ছিলেন।[৩] অতঃপর দীর্ঘকাল তাঁহার সহিত আমাদের দেখা হয় না। অভিমন্যুর বিবাহোৎসবে তিনি বিরাট-নগরে উপস্থিত হইয়াছেন এবং পাণ্ডবদের করণীয় বিষয়ে যে পরামর্শ সভা বসিয়াছিল, তাহাতেও তিনি উপস্থিত

ছিলেন।[৪]

ধৃতরাষ্ট্রের দূত সঞ্জয় উপপ্লব্য হইতে ফিরিয়া আসিলে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবপক্ষে উপস্থিত বীরগণের বিস্তৃত সংবাদ জানিতে চাহিলে সঞ্জয় ধৃষ্টদ্যুম্ন সম্বন্ধে বলিতেছেন—

ধৃষ্টদ্যুম্নঃ সদৈবৈতান্ সন্দীপয়তি ভারত।
যুধ্যধ্বমিতি মা ভৈষ্ট যুদ্ধাদ্ ভরতসত্তমাঃ ॥ ইত্যাদি। উ ৫৭।৪৭-৬১

—ধৃষ্টদ্যুম্ন সর্বদাই পাণ্ডবগণকে যুদ্ধার্থে উত্তেজিত করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—'হে ভরতশ্রেষ্ঠগণ, যুদ্ধে ভয় পাইও না, যুদ্ধ কর'। দুর্যোধনের পক্ষে যে-সকল বীর যোগ দিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে বধ করিব। বেলাভূমি যেরূপ সমুদ্রকে নিরোধ করে, আমিও সেইরূপ ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ বীরবৃন্দকে নিরোধ করিব।

তাঁহার বাক্য শুনিয়া যুধিষ্ঠিরও তাঁহাকে বলিয়াছেন—'হে বীরশ্রেষ্ঠ, হে মহাবাহো, তুমি একাই কৌরবগণকে নিগ্রহ করিতে সমর্থ। আসন্ন এই ঘোরতর সংগ্রামে তুমি আমাদের প্রধান সহায়। তোমার ন্যায় তেজস্বী পুরুষ আমার সহায় থাকিতে ভয় কি?'

ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাকেও বলিয়াছেন—'হে সূত, হস্তিনায় গিয়া সকলকেই বলিবে যে, যুধিষ্ঠিরের সহিত শত্রুতার ফল শুভ হইবে না। পৃথিবীতে অর্জুনের সমান বীরপুরুষ কেহই নাই। তাঁহাকে জয় করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। অতএব কেহ যেন যুদ্ধের বিষয় চিন্তাও না করেন।'

এইসকল উক্তিতে ধৃষ্টদ্যুম্নের অহমিকা প্রকাশ পাইলেও তাঁহার ক্ষত্রোচিত তেজস্বিতাও ফুটিয়া উঠিয়াছে। যুধিষ্ঠিরও তাঁহাকে প্রধান সহায়রূপে গণনা করিয়াছেন।

পাণ্ডবপক্ষে কাহাকে প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করা হইবে—এই বিষয়ে কিছু মতভেদ দেখা দিয়াছিল। কিন্তু অর্জুন ধৃষ্টদ্যুম্নের অসামান্য শক্তিসামর্থ্যের বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

ক্ষিপ্রহস্তশ্চিত্রযোধী মতঃ সেনাপতির্ম্মম।
অভেদ্যকবচঃ শ্রীমান্ মাতঙ্গ ইব যূথপঃ ॥ উ ১৫১।২৮

—ক্ষিপ্রহস্ত, নানাবিধ যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞ, অভেদ্যকবচ, শ্রীমান্ এই ধৃষ্টদ্যুম্নকে যূথপতি মাতঙ্গের ন্যায় আমাদের প্রধান সেনাপতি হইবার যোগ্য বলিয়া মনে করি।

কৃষ্ণও অর্জুনকে সমর্থন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—

ধৃষ্টদ্যুম্নমহং মন্যে সেনাপতিমরিন্দম। উ ১৫১।৪৯

—হে শত্রুনাশন, আমিও ধৃষ্টদ্যুম্নকেই প্রধান সেনাপতি করিতে চাই।

ধৃষ্টদ্যুম্ন পূর্বেই এক অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতিত্বে বৃত হইয়াছিলেন,[৫] এবার প্রধান সেনানায়কের পদ গ্রহণ করিলেন।

সর্ব্বসেনাপতিঞ্চাত্র ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চকার হ। উ ১৫৬।১৩

—ধৃষ্টদ্যুম্নের রথের অশ্বগুলির বর্ণ ছিল—পারাবতের বর্ণের মত। অশ্বগুলি অতিশয় বেগবান্ এবং স্বর্ণালঙ্কারে মণ্ডিত।[৬]

'অশ্বত্থামা হতঃ' এই অপ্রিয় সংবাদে আচার্য দ্রোণ ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করিয়া যোগাসনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন আচার্যের দেহত্যাগের বিষয় বুঝিতে পারেন নাই। তিনি আচার্যের চুলে ধরিয়া তাঁহার শির দেহচ্যুত করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। সকলে ধিক্কার দিতেছিল। তিনি কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না।[৭]

পাণ্ডবগণের ছলচাতুরী এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক পিতার কেশগ্রহণ ও শিরশ্ছেদনের বৃত্তান্ত শুনিয়া অশ্বত্থামা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—

ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ সমরে হন্তাহং পাপকারিণম্।

কর্ম্মণা যেন তেনেহ মৃদুনা দারুণেন চ ॥ দ্রো ১৯৪।১৬
—মৃদু উপায়েই হউক আর নৃশংস উপায়েই হউক—পাপকারী ধৃষ্টদ্যুম্নকে যে-কোন উপায়ে যুদ্ধে হত্যা করিব।

অশ্বত্থামার গর্জন ও কৌরব-পক্ষের উল্লাসে যুধিষ্ঠির চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। অর্জুনও তাঁহাকে মিথ্যা আচরণের জন্য তিরস্কার করিয়া এই ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় সাক্ষী থাকায় নিজেকেও ধিক্কার দিয়াছেন। ভীম অর্জুনের বচনে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি একাই অশ্বত্থামাকে জয় করিবেন বলিয়া আস্ফালন করিতেছিলেন। অর্জুনের বচনে ধৃষ্টদ্যুম্নও ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি দ্রোণাচার্যের অধম ব্রাহ্মণত্ব বর্ণনা করিয়া নিজের কাজে শ্লাঘা অনুভব করিতেছিলেন। তিনি অর্জুনকে কহিতেছেন—'আচার্যের শিরশ্ছেদ করিয়াও আমার তৃপ্তি হয় নাই। তিনি ব্রাহ্মণও নহেন, ক্ষত্রিয়ও নহেন। সেই নৃশংস পুরুষ শুধু আমার জ্ঞাতিবর্গকেই নিধন করিতেছিলেন। জয়দ্রথের শিরের ন্যায় তাঁহার শিরকে আমি যে নিষাদপল্লীতে নিক্ষেপ করিতে পারি নাই—ইহাই আমার দুঃখ। তাঁহার সহিত আমাব শত্রুতা কুলক্রমাগত। আমি অন্যায় করি নাই। পিতৃসখা ভগদত্ত এবং পিতামহ ভীষ্মকে বধ করিয়া তুমি তো নিজের ধর্মই মনে করিয়াছ। হে অর্জুন, দ্রৌপদী এবং তাহার পুত্রগণের দিকে চাহিয়া তোমার এই অন্যায তিবস্কার সহ্য করিলাম, অন্যথা কিছুতেই সহ্য করিতাম না। জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব মিথ্যাবাদী নহেন, আমিও অধার্মিক নহি। শিষ্যদ্রোহী পাপীকে নিধন করিয়াছি। যুদ্ধ কব, তোমার জয় হইবে।'

ধৃষ্টদ্যুম্নেব এই বক্তৃতা শুনিয়া রাজন্যবর্গ চুপ করিয়া রহিলেন। কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব লজ্জায় অধোবদন হইলেন। অর্জুন সবাষ্পনয়নে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কুটিল কটাক্ষে ধৃষ্টদ্যুম্নেব দিকে তাকাইয়া বলিলেন—'ধিক ধিক'। সাত্যকি অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া কহিয়াছেন—

নেহাস্তি পুরুষঃ কশ্চিদ য ইমং পাপপুরুষম।
ভাষমাণমকল্যাণং শীঘ্রং হন্যান্নরাধমম্ ॥ ইত্যাদি। দ্রো ১৯৭।৮-২৩
—এখানে কি এমন কেহ নাই, যিনি এই অন্যায়বক্তা নরাধম পাপীকে এখনই বধ করিতে পারেন ? হে ধৃষ্টদ্যুম্ন, ব্রাহ্মণগণ যেরূপ পাপকারী চণ্ডালকে ঘৃণা করেন, পাণ্ডবগণও সেইরূপ এই নৃশংস কর্মের জন্য তোমাকে ঘৃণা করিতেছেন। এইরূপ পাপকর্ম করিয়াও লোকসমাজে কথা বলিতে লজ্জা হয় না ? তোমার রসনা ও শির কেন শতধা বিদীর্ণ হয় না ? একে তো সেই পাপকর্ম করিয়াছ, এখন আবার নির্লজ্জের মত আমার গুরুকে তিরস্কার করিতেছ। তুমি বধার্হ, তোমার জীবনের কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। গুরুর কেশাকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে বধ করিতে পারে, তুমি ছাড়া এমন নরাধম কে আছে ? তোমার ন্যায় কুলকলঙ্কের দ্বারা তোমার ঊর্ধ্বতন সাত পুরুষ ও অধস্তন সাত পুরুষ কলঙ্কিত ও নরকগামী হইলেন। তুমি ভীষ্ম-নিধনের উল্লেখ করিয়াছ। সেই মহাত্মা স্বয়ং তাঁহার মৃত্যুর বিধান করিয়াছেন, আর সেখানেও তোমার পাপিষ্ঠ ভ্রাতাই তাঁহার হন্তা। পৃথিবীতে পাঞ্চাল-পুত্রগণ ব্যতীত পাপকারী কেহই নাই। তোমার সহোদর ও তুমি সর্বথা সাধুজনের ধিক্কারের পাত্র। আমার সম্মুখে পুনরায় এরূপ অশিষ্ট বচন উচ্চারণ করিলে গদার আঘাতে তোমার মস্তক চূর্ণ করিব। আমার গুরুকে এবং পরম গুরুকে নিন্দা করিতেও তোমার রসনা কুণ্ঠিত হয় না ? ব্রহ্মহত্যাকারী তোমার দর্শনে সূর্যদর্শনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। দাঁড়াও, এখনই গদার আঘাত সহ্য কর। আমিও তোমার গদাঘাত সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি।

সাত্যকির বচনে ধৃষ্টদ্যুম্ন সমধিক উত্তেজিত হইয়া দ্রোণের অসংখ্য ক্রূর কর্মের উল্লেখ

করিয়া অর্জুন কর্তৃক সৌমদত্তি ভূরিশ্রবার বাহুচ্ছেদনের জন্য সাত্যকিকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিলেন। তারপর যুদ্ধে উভয় পক্ষের সমস্ত অন্যায় আচরণের বর্ণনা করিয়া পুনরায় কটু কথা বলিলে তিনি সাত্যকিকে হত্যা করিবেন বলিয়া শাসাইয়াছেন।

ক্রোধে অধীর হইয়া সাত্যকি গদাহস্তে ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে ধাবিত হইতেই কৃষ্ণের নির্দেশে ভীম তাঁহাকে সজোরে ধরিয়া রাখিলেন। সহদেব অনেক অনুনয়-বিনয়ে সাত্যকিকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন বিদ্রূপের সুরে সাত্যকিকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছিলেন। ধর্মরাজ ও কৃষ্ণ অনেক চেষ্টায় বৃষের ন্যায় গর্জনশালী উভয়কে শান্ত করিয়া এই প্রসঙ্গের অবসান ঘটাইয়াছেন।[১]

ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরপুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ক্রোধ অতি উগ্র। অর্জুনের ক্ষমতার বিষয় ভালরূপে জানিয়াও তিনি অর্জুনকে বলিয়াছেন যে, আত্মীয়তার কথা স্মরণ করিয়াই তিনি অর্জুনকৃত তিরস্কার সহ্য করিতেছেন, অর্জুন ক্রুদ্ধ হইলে নিজের কি গতি হইবে, তাহা তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই।

যুদ্ধের শেষ দিন গভীর রাত্রিতে অশ্বত্থামা পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই সুখসুপ্ত ধৃষ্টদ্যুম্নের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়াছেন। অশ্বত্থামা লাথি মারিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে জাগাইতেই তিনি অশ্বত্থামাকে দেখিতে পাইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন লাফাইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া অশ্বত্থামা তাঁহার চুলে ধরিয়া টানিয়া আনিলেন ও ভূমিতলে নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন।

স বলাত্তেন নিষ্পিষ্টঃ সাধ্বসেন চ ভারত।
নিদ্রয়া চৈব পাঞ্চাল্যো নাশকচ্চেষ্টিতুং তদা ॥ সৌ ৮।১৭

অশ্বত্থামা কর্তৃক সজোরে নিষ্পিষ্ট হইয়াও আকস্মিক নিদ্রাভঙ্গে ও ভয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিলেন না।

অশ্বত্থামা তাঁহার গলায় ও বুকে পা দিয়া তাঁহাকে চাপিয়া ধরিলে তিনি অস্ফুটস্বরে প্রার্থনা করিয়াছেন—'আচার্যপুত্র, শীঘ্র অস্ত্র দ্বারা আমাকে হত্যা কর। হে নরশ্রেষ্ঠ, তোমার কৃপায় আমি যেন বীরের গতি লাভ করি।'

এই অস্ফুট প্রার্থনার উত্তরে অশ্বত্থামা বলিতেছেন—

আচার্য্যঘাতিনাং লোকা ন সন্তি কুলপাংসন।
তস্মাচ্ছস্ত্রেণ নিধনং ন ত্বমর্হসি দুর্ম্মতে ॥ সৌ ৮।২১

—হে দুর্মতে, কুলাধম, আচার্যঘাতিগণের উত্তম লোকে গতি হয় না। অতএব তুমি শস্ত্রের দ্বারা নিহত হইবার যোগ্য নহ।

এই বলিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের বুকে পুনঃ পুনঃ ভয়ানক লাথি মারিতে মারিতে অশ্বত্থামা তাঁহার প্রাণসংহার করিলেন।[১০]

ধৃষ্টদ্যুম্নের স্ত্রীপুত্রাদির বিষয়ে সবিশেষ জানা যায় না। **এক স্থানে শুধু তাঁহার আত্মজের উল্লেখ পাওয়া যায়—**

ধৃষ্টদ্যুম্নস্য চাত্মজঃ। উ ৫৭।৩১

---

১ আদি ১৬৭।৫১
২ আদি ১৮৫তম, ১৮৬তম ও ১৯২তম অ।
৩ সভা ৩৪।৯
৪ বি ৭২।১৮। উ ১।৫
৫ উ ১৫১।৪
৬ দ্রো ২২।৪। দ্রো ১৯।২৪। দ্রো ৯৫।২২। দ্রো ১৯০।২০
৭ দ্রো ১৯৬।৫৬-৬৪
৮ দ্রো ১৯৬তম অ।
৯ দ্রো ১৯৭তম অ।
১০ সৌ ৮।২৫

বিরাট

অংশাবতরণাধ্যায়ে বলা হইয়াছে—

মরুতান্তু গণাদ্ বিদ্ধি সঞ্জাতমরিমর্দ্দনম্।
বিরাটং নাম রাজানং পররাষ্ট্রপ্রতাপনম্॥ আদি ৬৭।৮২

—অরিমর্দন পররাষ্ট্রসন্তাপক বিরাটরাজা মরুদ্‌গণের অংশে জাত হইয়াছিলেন।

বিরাট মৎস্যদেশের অধিপতি। পাণ্ডবগণের বনবাসের বার বৎসর অতীত হইতে চলিয়াছে। অজ্ঞাতভাবে কোথায় একবৎসর বাস করিবেন—এই সম্বন্ধে তাঁহারা পরামর্শ করিতেছিলেন। অর্জুন অনেক রাজ্যের নাম করিলে পর যুধিষ্ঠির মৎস্যবাজ্যকেই মনোনীত করিয়া কহিলেন—

মৎস্যো বিরাটো বলবানভিরক্তোহথ পাণ্ডবান্।
ধর্ম্মশীলো বদান্যশ্চ বৃদ্ধশ্চ সততং প্রিয়ঃ॥ বি ১।১৬

—মৎস্যরাজ বিরাট বলবান্ এবং পাণ্ডবগণের মিত্র। তিনি ধর্মশীল, বদান্য, বৃদ্ধ এবং আমাদের প্রিয়।

পাণ্ডবগণ ও কৃষ্ণা একে একে ছদ্মবেশে তাঁহার রাজধানীতে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রত্যেকের আকৃতি দেখিয়াই মৎস্যরাজ তাঁহাদিগকে অসামান্য ব্যক্তি বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন।

বিরাট বৃদ্ধ হইলেও খুব দৃঢ়চরিত্র এবং সুবিবেচক নহেন। ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে ভীমের সহিত জীমূতমল্লের বাহুযুদ্ধের ব্যবস্থা করিয়া জীমূতমল্লের মৃত্যু ঘটিলে বিরাট আনন্দিত হইয়াছেন। তারপর সিংহ ব্যাঘ্রাদির সহিত ভীমের লড়াই করাইয়াও আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর আমোদে তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তির প্রাণ হানির আশঙ্কা রহিয়াছে—ইহা তিনি চিন্তা করেন নাই।[১]

বিরাটের শ্যালক এবং সেনাপতি কীচক বিরাটের রাজসভাতেই কৃষ্ণার চুলে ধরিয়া তাঁহাকে ভূপাতিত করিয়া লাথি মারিয়াছে। কৃষ্ণা সাঙ্কেতিক ভাষায় তাঁহার পতিগণকে ভর্ৎসনা করিয়া এই লাঞ্ছনার নীরব সাক্ষিরূপে উদাসীন থাকার জন্য মৎস্যরাজকেও তিরস্কার করিতে ছাড়েন নাই। মৎস্যরাজ তিরস্কৃত হইয়া কহিলেন—

পরোক্ষং নাভিজানামি বিগ্রহং যুবয়োরহম্
অর্থতত্ত্বমবিজ্ঞায় কিন্নু স্যাৎ কৌশলং মম॥ বি ১৬।৩৫

—তোমাদের পরস্পরের বিবাদের কোন কারণ আমি জানি না। সুতরাং মূল ঘটনা না জানিয়া কি উপায়ে দোষগুণ বিচার করিতে পারি?

এই ঘটনাতেও দেখা যাইতেছে, বিরাট যেন কীচকের ভয়েই বিচার করিতে অনিচ্ছুক। প্রকৃত ঘটনার অনুমান তিনি করিতে পারেন নাই—এরূপ বিশ্বাস করা যায় না।

কীচকবধের পর উপকীচকগণ (কীচকের জ্ঞাতিবর্গ) কৃষ্ণাকে কীচকের চিতাগ্নিতে দাহ

করিবার নিমিত্ত বিরাটের অনুমতি প্রার্থনা করিল।

পরাক্রমন্তু সূতানাং মত্বা রাজান্বমোদত।
সৈরন্ধ্র্যাঃ সূতপুত্রেণ সহ দাহং বিশাম্পতে ॥ বি ২৩।৮

—সূতগণের পরাক্রমের বিষয় চিন্তা করিয়া সূতপুত্র কীচকের সহিত সৈরন্ধ্রীকে দাহ করার প্রস্তাব রাজা অনুমোদন করিলেন।

এই ব্যাপারেও বৃদ্ধ মৎস্যরাজের চিত্তদৌর্বল্য নগ্নরূপে প্রকাশ পাইতেছে।

ত্রিগর্তাধিপতি সুশর্মার সহিত যুদ্ধে বিরাট পরাজিত হইয়া বন্দী হইলে ভীমসেনের বাহুবলে মুক্তিলাভ করেন। ত্রিগর্তাধিপতি ভীমের হাতে চরম লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। বিরাট কৃতজ্ঞতাভরে পাণ্ডবগণকে বলিয়াছেন—'তোমাদের শৌর্য-বীর্যেই আজ মুক্তিলাভ করিয়াছি, তোমরাই মৎস্যরাজ্যের অধিপতি'।[১]

বিরাটের রথের ধ্বজ ছিল—সিংহচিহ্নিত।[২] তিনি খুব রণপটু নহেন। হয়তো বার্দ্ধক্যবশতঃ তাঁহার আর তেমন তেজ ছিল না। তিনিও অক্ষ-ক্রীড়ায় খুব আনন্দিত হইতেন।[৩] পুত্র উত্তর কৌরবগণকে পরাজিত করিয়া গো-ধন উদ্ধার করিয়াছেন—এই সংবাদে বৃদ্ধ বিরাট বিশেষ উল্লসিত হইয়া পুনঃ পুনঃ পুত্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অক্ষক্রীড়াব সঙ্গী কঙ্ক (যুধিষ্ঠির) বলিলেন—'বৃহন্নলা যাঁহার সারথি, তাঁহার জয় হইবে না কেন?' বিরাট এই কথায় বিশেষ বিরক্তি বোধ করিয়া কহিলেন যে, তাঁহার পুত্রের সহিত একজন ক্লীবের প্রশংসা তিনি শুনিতে চাহেন না, আর তাঁহার পুত্র কি ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ বীরগণকে জয় করিতে পারেন না? কঙ্ক তথাপি বৃহন্নলার নাম করিতেছেন শুনিয়া বিরাট আর সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি কঙ্কের মুখে পাশার দ্বারা এরূপ জোরে আঘাত করিলেন যে, তাঁহার নাক হইতে রক্ত ঝরিতে লাগিল।[৪]

বৃদ্ধের এই আচরণ তাঁহার বয়স ও পদমর্যাদার অনুরূপ হয় নাই। পরে পুত্রের মুখে ছদ্মবেশী পাণ্ডবগণের পরিচয় জানিয়া বিরাট অর্জুনের হাতে কন্যাদান করিতে চাহিলে অর্জুন তাঁহার কন্যা উত্তরাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং পত্নীরূপে গ্রহণ না করিবার কারণও প্রকাশ করেন। এই প্রস্তাবে বিরাট অতিশয় আনন্দিত হইয়া মহাসমারোহে অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ দিলেন।[৫]

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে নৃপতি বিরাট পাণ্ডবপক্ষে এক অক্ষৌহিণী সেনার অধ্যক্ষপদে বৃত হইয়াছেন।[৬] তাঁহার শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে ভীষ্ম দুর্যোধনকে বলিযাছেন—বিরাট বৃদ্ধ হইলেও মহারথ, মহাবীর্য ও ক্ষত্রধর্মপরায়ণ। তিনি যথাশক্তি যুদ্ধ করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।[৮]

যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার বীরত্বের তেমন কিছু চোখে পড়ে না। তাঁহার পুত্র শঙ্খ দ্রোণের শরে নিহত হইলে ভয়ে তিনি রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছেন।[৯]

যুদ্ধের পঞ্চদশ দিবসে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আচার্য দ্রোণের শাণিত ভল্লের আঘাতে বিরাট পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।[১০]

বিরাটের দশজন ভ্রাতাও (শতানীক, সূর্যদত্ত, শ্রুতানীক, শ্রুতধ্বজ, বলানীক, জয়ানীক, জয়াশ্ব, রথবাহন, চন্দ্রোদয় ও সোমরথ) কুরুক্ষেত্রের সমরে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়াছিলেন।[১১] তাঁহার তিনজন পুত্র ছিলেন—শঙ্খ, উত্তর (ভূমিঞ্জয়) ও শ্বেত। সকলেই পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়া মহাযুদ্ধে নিহত হন।

---

১ বি ১৩শ অ
২ বি ৩৪।৬

৩ বি ৬৭।১৩
৪ বি ৬৮।৩০
৫ বি ৬৮তম অ।
৬ বি ৭১তম ও ৭২তম অ
৭ উ ১৫১।৪।।উ ১৫৬।১১
৮ উ ১৬৯।৮, ৯
৯ ভী ৮২।২৪
১০ দ্রো ১৮৫।৪৩
১১ দ্রো ১৫৬।৪১, ৪২

বিরাট-পুত্রগণ

বিরাটের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম—শঙ্খ।[১] কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়া তিনি দ্রোণাচার্যের হাতে নিহত হন।[২]

অপর এক পুত্রের নাম উত্তর এবং ভূমিঞ্জয়।[৩] তিনি খুব অহঙ্কারী ছিলেন। কৌরবগণ কর্তৃক গো-হরণের সংবাদ পাইয়া তিনি প্রথমতঃ মুখে খুব বীরত্ব প্রকাশ করিলেন, উপযুক্ত সারথি পাইলে অচিরেই কৌরবগণকে জয় করিতে পারিবেন—ইত্যাদি আস্ফালন-বাক্যে তিনি অন্তঃপুরবাসিনীদের নিকট নানাভাবে নিজের বীরত্ব কীর্তন করেন। বৃহন্নলা তাঁহার সারথ্য স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত যখন কৌরবগণের সম্মুখীন হইয়াছেন, তখনই সেই বীরপুরুষের তালু শুকাইয়া গেল। ভয়ে তিনি রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করিতেছেন দেখিয়া বৃহন্নলা তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া আশ্বাস দিলেন যে, তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইবে না, বৃহন্নলাই যুদ্ধ করিবেন, আর তিনি বৃহন্নলার রথের সারথি হইবেন।[৪] পরে বৃহন্নলার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া উত্তর আশ্বস্ত হইলেন এবং তাঁহার সারথ্য স্বীকার করিলেন।

কৌরবগণকে পরাজিত করিয়া গো-ধন উদ্ধারপূর্বক বৃহন্নলা উত্তর-সহ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। দুই দিন পরেই পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের ম্যাদ উত্তীর্ণ হইয়াছে। উত্তর রাজসভায় অতি উদাত্ত ভাষায় পাণ্ডবগণের পরিচয় দিয়া পিতাকে বলিতেছেন— 'এই পূজনার্হ মহাভাগদিগকে উপযুক্ত সম্মাননা করুন'। কৃতজ্ঞতায় পিতাপুত্র উভয়ই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। অর্জুনের গুণগ্রাম কীর্তনের সময় শ্রদ্ধায় ও আনন্দে উত্তরের দেহ পুলকিত হইতেছিল। তাঁহার কৃতজ্ঞতা লক্ষ্য করিবার মত।[৫]

তিনিও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়াছেন। যুদ্ধের প্রথম দিবসেই শল্যনিক্ষিপ্ত শক্তির আঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়।[৬]

বিরাটের তৃতীয় পুত্রের নাম—শ্বেত। শ্বেত অতি বীরপুরুষ ছিলেন। পাণ্ডবপক্ষের বীরগণের মধ্যে তিনিও গণনীয় ব্যক্তি। তাঁহার অধীনে বহু সেনা ছিল, এইজন্য তাঁহাকেও সেনাপতি বলা হইয়াছে। উত্তরের মৃত্যুর পর তিনি শল্য, জয়দ্রথ প্রমুখ বীরগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছেন। তাঁহার ক্ষমতা দেখিয়া কুরুসেনাপতি ভীষ্ম পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়াছেন। ভীষ্মের সহিত শ্বেতের সংগ্রামের বর্ণনা অতি ভয়ঙ্কর। শ্বেতের গদাঘাতে ভীষ্মের রথ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে। অবশেষে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া ভীষ্ম শ্বেতকে নিধন করিয়াছেন। প্রথম দিনের যুদ্ধেই এই মহাবীর বীরের গতি লাভ করেন।[৭]

---

১ বি ৩১।১৬
২ ভী ৮২।২২
৩ বি ৩৮।২৭
৪ বি ৩৮শ অ।
৫ বি ৭১ তম অ।
৬ ভী ৪৭।৩৯
৭ ভী ৪৭ শ ও ৪৮ শ অ।

কৃষ্ণ

মহাভারতে কৃষ্ণচরিত্রই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং জটিল। মহাভারতকার মহর্ষি কৃষ্ণকে শুধু পরিপূর্ণ আদর্শ মানবরূপেই চিত্রিত করেন নাই, তাঁহার ঈশ্বরত্বও কীর্তন করিয়াছেন। এইজন্যই এই চরিত্রটি বিচিত্র এবং সমধিক জটিলতায় পরিপূর্ণ। যাঁহারা মহাভারতে তিনটি স্তরের লিপিকুশলতা আবিষ্কার করেন, তাঁহাদের পক্ষে অনেক অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নস্যাৎ করা সহজসাধ্য হইয়াছে। সেইরূপ আলোচনা করিতে আমাদের ভয় হয়। রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠকগণ অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন যে, রবীন্দ্রনাথের রচনায় আপাতবিরুদ্ধ উক্তি এবং ভাষার বিচিত্রতা কিছু কম নহে। কিন্তু এই কারণে তাঁহার রচনাতে যেরূপ একাধিক ব্যক্তির হস্তাবলেপের কল্পনা করা চলে না, ব্যাসদেবের রচনায় ভাষার বৈচিত্র্য ও কিছু কিছু আপাতবিরোধী উক্তি থাকিলেও শুধু ইহার উপর নির্ভর করিয়াই স্তরভেদ এবং বিভিন্ন রচয়িতাব কল্পনাও সম্ভবতঃ উচিত হইবে না। বিশেষতঃ পুণা হইতে প্রকাশিত মহাভারতে দেখা যায়, সমগ্র ভারতবর্ষে মহাভারতে খুব বেশী পাঠান্তর পাওয়া যায় নাই। এই কারণেও প্রক্ষেপ-বিচার আমাদের ন্যায় অল্পজ্ঞের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

যদুবংশের শূরসেন বা বসুদেব কৃষ্ণের পিতা এবং দেবকী তাঁহার জননী। তাঁহার আবির্ভাব সম্বন্ধে অনেক অপ্রাকৃত ঘটনা শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে কীর্তিত হইয়াছে। মহাভারতে এইসকল বিষয়ে অথবা তাঁহার বাল্যলীলা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলা হয় নাই। শুধু কেশাবতারত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত হইয়াছে যে, স্বয়ং নারায়ণ তাঁহার একগাছি কৃষ্ণ কেশ দেবকীর গর্ভে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতেই কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটিয়াছে।[১] বিষ্ণুপুরাণ এবং শ্রীমদ্ভাগবতেও (২।৭।২৬) এই বর্ণনা পাওয়া যায়। শ্রীজীব গোস্বামীর শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে কেশাবতারত্বের বিষয় খণ্ডিত হইয়াছে। সেখানে গ্রন্থকার কৃষ্ণকে পূর্ণ ব্রহ্মরূপেই স্থাপন করিয়াছেন।

মহর্ষি ব্যাসদেব গ্রন্থারম্ভে অনুক্রমণিকাতেই বলিয়াছেন—

ভগবান্ বাসুদেবশ্চ কীর্ত্ত্যতেঽত্র সনাতনঃ। আদি ১।২৫৬

—নিত্য-পুরুষ ভগবান্ বাসুদেব এই গ্রন্থে কীর্তিত হইবেন।

এইখানেই গ্রন্থকার অকুণ্ঠ ভাষায় কৃষ্ণের ভগবত্ত্ব প্রচার করিলেন।

অংশাবতরণাধ্যায়েও পুনরায় শুনিতে পাই—

অনুগ্রহার্থং লোকানাং বিষ্ণুর্লোকনমস্কৃতঃ।
বসুদেবাত্তু দেবক্যাং প্রাদুর্ভূতো মহাযশাঃ॥
অনাদিনিধনো দেবঃ স কর্ত্তা জগতঃ প্রভুঃ।

পুরুষঃ স বিভুঃ কর্ত্তা সর্ব্বভূতপিতামহঃ॥ আদি ৬৩।৯৯-১০৩

মহাভারতে কৃষ্ণকে যে পরব্রহ্মের অবতাররূপে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, অতঃপর ইহার প্রতিবাদ করার উপায় নাই।

মহাভারতে প্রথমতঃ কৃষ্ণের দর্শন পাওয়া যাইতেছে পাঞ্চালনগরে কৃষ্ণার স্বয়ংবর-সভায়।[২] বলরাম ও কৃষ্ণ শুধু সেই উৎসব দেখিবার নিমিত্তই উপস্থিত হইয়াছিলেন। বরমাল্য লাভ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। এই সময়ে কৃষ্ণ যুবক, তিনি তাঁহার পিস্তুতো ভাই অর্জুনের সমবয়স্ক। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় ছদ্মবেশধারী পঞ্চ পাণ্ডবকে দেখিবামাত্র কৃষ্ণ চিনিতে পারিয়াছিলেন। আর কেহই চিনিতে পারেন নাই। এই ব্যাপারে কৃষ্ণের বীক্ষণশক্তির অনন্যসাধারণতা প্রকাশ পাইতেছে।

অর্জুন লক্ষ্যবেধ করিয়া কৃষ্ণাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের গুপ্ত বাসস্থানের খোঁজ বাহির করিয়া গোপনে বলরাম সহ কুম্ভকারের কুটীরে উপস্থিত হইয়া সমাতৃক পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। এরূপ গুপ্তস্থানে কি উপায়ে কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের সন্ধান পাইলেন—ইহা ভাবিয়া বিস্মিত যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছেন—

গূঢ়োঽপ্যগ্নির্জ্ঞায়ত এব রাজন্। আদি ১৯১।২৩

—রাজন্, অগ্নি গোপনে থাকিলেও প্রকাশ পায়।

এই ঘটনা কৃষ্ণের আত্মীয়প্রীতি ও সামাজিক কর্তব্যজ্ঞানের নিদর্শন। কৃষ্ণার বিবাহোৎসবেও বলরামের সহিত কৃষ্ণ দ্রুপদপুরীতে উপস্থিত হইয়াছেন এবং প্রচুর মূল্যবান্ উপঢৌকন দিয়াছেন। পরে বিদুর পাণ্ডবগণকে হস্তিনায় লইয়া যাইবার সময় তাঁহাদের সঙ্গে কৃষ্ণ হস্তিনায়ও গিয়াছেন।[৩]

অর্জুনের সহিত কৃষ্ণের অকৃত্রিম হৃদ্যতাও লক্ষ্য করিবার মত। অর্জুনের সুভদ্রা-হরণ ব্যাপারে কৃষ্ণ অর্জুনকে সাহায্য করিয়াছেন। বলরাম প্রমুখ যাদবগণ অর্জুনকে সমুচিত শিক্ষা দিতে উদ্যত হইলে কৃষ্ণই যুক্তিপূর্ণ ভাষণে তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। সকল বিষয়েই তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিতে পাই।[৪]

ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন-আরোহণের পর একদিন দ্রৌপদী, সুভদ্রা প্রমুখ মহিলাগণ সহ কৃষ্ণ ও অর্জুন যমুনায় জলক্রীড়া (সন্তরণাদি) করিতে গিয়াছেন। তখনই অগ্নিদেব ব্রাহ্মণবেশে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া খাণ্ডব-দাহনে তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। খাণ্ডবদাহনের সাহায্যের নিমিত্তই অগ্নিদেব কৃষ্ণকে 'বজ্রনাভ' (সুদর্শন ?) চক্র ও বরুণদেব 'কৌমদকী' গদা উপহার দিয়াছিলেন।[৫]

রাজসূয়-যজ্ঞের সঙ্কল্প করিয়াই যুধিষ্ঠির এই বিষয়ে কৃষ্ণের পরামর্শ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণকে ইন্দ্রপ্রস্থে আহ্বান করেন। যুধিষ্ঠির জানিতেন—কৃষ্ণের ন্যায় বুদ্ধিমান্ পুরুষ আর কেহই নাই। কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলে যুধিষ্ঠির তাঁহার পরামর্শ চাহিয়াছেন। কৃষ্ণ মগধাধিপতি জরাসন্ধের শৌর্যবীর্য ও দৌরাত্ম্যের কথা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া বলিলেন—যে জরাসন্ধের অত্যাচারে মথুরা ত্যাগ করিয়া যাদবকুলকে দ্বারকায় বাস করিতে হইতেছে, যে জরাসন্ধ নববলির উদ্দেশ্যে অনেক পরাজিত নৃপতিকে আপন কারাগারে বদ্ধ রাখিয়াছে, সেই অত্যাচারী জরাসন্ধ জীবিত থাকিতে রাজসূয়-যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে কি না সন্দেহ। জরাসন্ধকে বধ করিয়া বন্দী রাজন্যবৃন্দকে মুক্ত করিতে পারিলে সেই রাজন্যগণ চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন এবং যজ্ঞও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে।

কৃষ্ণের এই পরামর্শ সম্পূর্ণ সময়োচিত এবং জগতের কল্যাণই ইহার উদ্দেশ্য। শুধু যুধিষ্ঠিরের কল্যাণই তিনি ভাবেন নাই, দুরাত্মার বিনাশে বৃহত্তর কল্যাণের কথা ভাবিয়াই ধর্মরাজকে এই পরামর্শ দিয়াছেন। এই পরামর্শে কৃষ্ণের রাজনৈতিক বিচক্ষণতাও

পরিলক্ষিত হয়। জরাসন্ধের কারাগারে বন্দী রাজন্যবৃন্দকে মুক্ত করিতে পারিলে তাঁহারা যে চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন—এবং যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে সহায়তা করিবেন—কৃষ্ণ ইহাও ভাবিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের পরামর্শ অনুসারে ভীম, অর্জুন এবং কৃষ্ণকেই মগধপুরীতে পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা স্নাতক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে উপস্থিত হইলে জরাসন্ধ তাঁহাদের আকৃতি দেখিয়া সন্দেহ প্রকাশ করায় কৃষ্ণ তিনজনেরই যথার্থ পরিচয় দিয়াছেন। অধিকন্তু অত্যাচারীর দমনের নিমিত্তই যে তাঁহারা আসিয়াছেন, ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন। নানাবিধ হিতবাক্যের পর বন্দী রাজন্যবৃন্দকে স্বেচ্ছায় মুক্তি দিলে তাঁহারা আর যুদ্ধ করিতে চাহেন না, অন্যথা তাঁহারা জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ করিবেন—কৃষ্ণ স্পষ্ট ভাষায় এই সিদ্ধান্ত জরাসন্ধকে শোনাইয়া দিলেন—

ত্বামাহ্বয়ামহে রাজন্ স্থিরো যুধ্যস্ব মাগধ।
মুঞ্চ বা নৃপতীন্ সর্ব্বান্ গচ্ছ বা ত্বং যমক্ষয়ম্॥ সভা ৪২।২৬

অহঙ্কৃত জরাসন্ধ কৃষ্ণের হিতবচন অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। কৃষ্ণ তাঁহাদের তিনজনের যে-কোন একজনের সহিত বাহুযুদ্ধের প্রস্তাব করিলে জরাসন্ধ ভীমকেই আহ্বান করিয়া মল্লযুদ্ধে নিহত হইয়াছেন।

বন্দী রাজন্যবৃন্দকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হইতে মুক্ত করিয়া কৃষ্ণ জরাসন্ধ-পুত্র সহদেবকে মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং ভীম ও অর্জুন সহ ইন্দ্রপ্রস্থে যাত্রা করিয়াছেন। মুক্ত নৃপতিগণও তাঁহাদের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়াছিলেন।

রাজসূয়-যজ্ঞে কৃষ্ণ নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের পদপ্রক্ষালনের কাজ বাছিয়া লইয়াছিলেন—

চরণক্ষালনে কৃষ্ণো ব্রাহ্মণানাং স্বয়ং হ্যভূৎ। সভা ৩৫।১০

চাতুর্বর্ণ্যসংস্থাপক লোকশিক্ষক কৃষ্ণের পক্ষে এই আচরণ অসম্ভব নহে। সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি বিশেষ সচেতন ছিলেন।

রাজসূয়-সভায় কাঁহাকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দান করিবেন—যুধিষ্ঠিরের এই জিজ্ঞাসায় ভীষ্ম—

বার্ষ্ণেয়ং মন্যতে কৃষ্ণমর্হণীয়তমং ভুবি। সভা ৩৬।২৭

—বৃষ্ণিকুলসম্ভব কৃষ্ণকেই পূজ্যতম বলিয়া মনে করিয়াছেন।

ভীষ্ম বলিয়াছেন—'এই সভামণ্ডপে তেজ বল ও পরাক্রমে কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ পুরুষ। ইনি জ্যোতিষ্কগণের মধ্যবর্তী ভাস্কর-সদৃশ। ইঁহার উপস্থিতিতে এই সভা সমুজ্জ্বল হইয়াছে।'

ভীষ্মের আদেশে সহদেব কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছেন। চেদিরাজ শিশুপাল কৃষ্ণের এই সম্মান সহ্য করিতে না পারিয়া ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরকে অশ্রাব্য ভাষায় তিরস্কার করিয়া পরে অর্ঘ্য গ্রহণের জন্য কৃষ্ণকেও নানাবিধ গালি দিতে লাগিলেন। শিশুপালের এই অসহিষ্ণুতার সঙ্গত কারণ রহিয়াছে। আচার্য, ঋত্বিক্, শ্বশুরাদি পূজ্যজন, স্নাতক, মিত্র এবং নৃপতিকে অর্ঘ্য প্রদান করাই শাস্ত্রের বিধান। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের মামাতো ভাই, তাঁহাকে শুধু মিত্র বলা যাইতে পারে, আর কিছুই বলা যায় না। তাই শিশুপাল যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—

নৈব ঋত্বিক্ ন চাচার্য্যো ন রাজা মধুসূদনঃ।
অর্চ্চিতশ্চ কুরুশ্রেষ্ঠ কিমন্যৎ প্রিয়কাম্যয়া॥ সভা ৩৭।১৭

—কৃষ্ণ ঋত্বিক্, আচার্য অথবা রাজা নহেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, শুধু তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা ব্যতীত এই শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য প্রদানের আর কি কারণ থাকিতে পারে?

শিশুপালের প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরে ভীষ্ম বলিয়াছেন—ক্ষত্রিয় যদি অপর ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে জয় করিয়া বশীভূত করেন, তবে বিজেতা পরাজিতের গুরুরূপে গণ্য হন।

অস্যাং হি সমিতৌ রাজ্ঞামেকমপ্যজিতং যুধি।

ন পশ্যামি মহীপালং সাত্বতীপুত্রতেজসা ॥ সভা ৩৮।৮

—এই সভাতে এরূপ একজন নৃপতিকেও দেখিতেছি না, যিনি যুদ্ধে কৃষ্ণের দ্বারা পরাজিত হন নাই।

কৃষ্ণের লোকাতিগ মহিমা কীর্তন করিয়া ভীষ্ম আরও বলিলেন যে, ঋত্বিক্, আচার্য প্রভৃতি সকলই স্বয়ং হৃষীকেশ। তাঁহার পূজায় সকলেবই পূজা সম্পন্ন হয়। এইজন্যই তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য প্রদান করা হইয়াছে।

এইখানে দেখা যাইতেছে, ভীষ্মের দৃষ্টিতে কৃষ্ণ ঈশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কৃষ্ণ সনাতন পরমাত্মা। ভীষ্মের মুখে কৃষ্ণের দৈহিক শক্তির যে বর্ণনা পাওয়া গেল, তাহাও অনন্যসাধারণ।

যজ্ঞসভায় উপস্থিত রাজন্যবৃন্দের অনেকেই শিশুপালকে সমর্থন করিয়াছেন। দুই পক্ষের বিবাদ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভীষ্ম বৃষ্ণিসিংহ কৃষ্ণের তুলনায় বিরুদ্ধ রাজন্যবর্গকে শৃগাল বলাতে শিশুপাল সমধিক উত্তেজিত হইয়া ভীষ্মকে যথেচ্ছ গালি দিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণের পূতনাবধ, অরিষ্টবধ, কেশিনিধন, গোবর্দ্ধন-ধারণ প্রভৃতি কথাও শিশুপালেব মুখে শোনা যায়। পরন্তু শিশুপাল এইসকল ঘটনাকে অতি তুচ্ছ বলিয়াই উডাইয়া দিয়াছেন।[৮]

অবশেষে ভীষ্ম শিশুপালের অপ্রাকৃত শৈশববৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, কৃষ্ণই শিশুপালকে বধ করিবেন। কৃষ্ণের এই সম্মানে যাঁহারা ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারা কৃষ্ণকেই সংগ্রামে আহ্বান করুন। শিশুপাল তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণকে আহ্বান করিলে কৃষ্ণ শান্তভাবে শিশুপালের নানাবিধ অত্যাচারের কথা সকলকে শোনাইয়া বলিলেন যে, 'ইহার জননীর (কৃষ্ণের পিসীমা) অনুরোধে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, ইহার একশত অপরাধ ক্ষমা করিব। অনেক ক্ষমা করিয়াছি। হে নৃপতিবৃন্দ, এখন আপনাদের সাক্ষাতেই ইহাকে বধ করিব।' এই কথা বলিয়াই কৃষ্ণ সুদর্শনচক্রের দ্বারা শিশুপালের শিরশ্ছেদ করিলেন। এই ব্যাপারে অনেকে ক্ষুব্ধ হইলেও কিছুই বলিতে সাহসী হন নাই। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়াছে। এই ঘটনায়ও দেখা যাইতেছে যে, কৃষ্ণের বলবীর্যকে সকলেই ভয় করেন।[৯]

জরাসন্ধবধের অধ্যায়ে এবং শিশুপালকৃত কৃষ্ণনিন্দায় কংসবধেরও উল্লেখ রহিয়াছে।

যজ্ঞ-সমাপ্তির পর কৃষ্ণ রথারোহণে দ্বারকায় চলিয়া গেলেন। তাঁহার রথখানি একখণ্ড মেঘের মত। রথের ধ্বজে গরুড় অবস্থিত। রথের চারিটি শ্বেতবর্ণ অশ্বের নাম—বলাহক, মেঘপুষ্প, শৈব্য এবং সুগ্রীব। রথের সারথির নাম—দারুক। বহুস্থানে এই রথের বর্ণনা পাওয়া যায়। কৃষ্ণের হাতের শঙ্খের নাম—পাঞ্চজন্য এবং গদার নাম—কৌমদকী।[৮]

কৃষ্ণ অসাধারণ বেদ-বেদাঙ্গবিদ্ তপস্বী এবং বলবান্—ভীষ্মের এই উক্তির কোন প্রতিবাদ শিশুপালও করেন নাই।

দ্যূতক্রীডায় পরাজিত পাণ্ডবগণ কাম্যক-বনে বাস করিতেছেন। কৃষ্ণ এই সংবাদ পাইয়াই কাম্যকে উপস্থিত হইলেন। আরও অনেকেই তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন। পাণ্ডবগণের দুর্গতি দেখিয়া কৃষ্ণও বিচলিত হইয়াছেন। অর্জুন কৃষ্ণের পূর্বজন্মের উগ্র তপস্যার বৃত্তান্ত কীর্তন করিয়া তিনি যে নারায়ণঋষি ছিলেন, তাহা প্রকাশ করিলে কৃষ্ণ বলিলেন—

মমৈব ত্বং তবৈবাহং যে মদীয়াস্তবৈব তে।
যস্ত্বাং দ্বেষ্টি স মাং দ্বেষ্টি যস্ত্বামনু স মামনু ॥
নরস্ত্বমসি দুর্দ্ধর্ষ হরির্নারায়ণো হ্যহম্।

কালে লোকমিমং প্রাপ্তৌ নরনারায়ণাবৃষী ॥ বন ১২।৪৫, ৪৬

—তুমি আমার, আমি তোমার। যাহারা আমার, তাহারা তোমার। যে তোমাকে দ্বেষ করে, সে আমাকেও দ্বেষ করে। যে তোমার মিত্র, সে আমারও মিত্র। হে দুর্ধর্ষ, তুমি পূর্বদেহে নর-ঋষি ছিলে, আর আমি ছিলাম—হরি, নারায়ণঋষি। আমরা উভয়ে কালক্রমে এই পৃথিবীতে আসিয়াছি।

কৃষ্ণের এই উক্তিতে তাঁহার অর্জুন-প্রীতি সুস্পষ্ট প্রকাশিত। উভযেই নিজেদেব পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন—ইহাও দেখা যাইতেছে।

অতঃপর দ্রৌপদী অতি ওজস্বিনী ভাষায় তাঁহার লাঞ্ছনার বিবরণ বিবৃত করিয়া অনুযোগের সুরে কৃষ্ণকে বলিয়াছেন—

চতুর্ভিঃ কারণৈঃ কৃষ্ণ ত্বয়া রক্ষ্যাস্মি নিত্যশঃ।
সম্বন্ধাদ্ গৌরবাৎ সখ্যাৎ প্রভুত্বেন চ কেশব ॥ বন ১২।১২৭

—হে কৃষ্ণ, হে কেশব, চারিটি কারণে সর্বদা তোমার দ্বারা রক্ষিত হইবাব আশা রাখি। আমি তোমার ভ্রাতৃবধূ, যজ্ঞকুণ্ড হইতে আমাব উৎপত্তি, আমি তোমাব অনুগতা সখী এবং তুমি শক্তিমান্ পুরুষ।

দ্রৌপদীর অনুযোগের উত্তরে কৃষ্ণ বলিয়াছেন—

যৎ সমর্থং পাণ্ডবানাং তৎ করিষ্যামি মা শুচঃ।
সত্যং তে প্রতিজানামি রাজ্ঞাং রাজ্ঞী ভবিষ্যসি ॥ বন ১২।১২৯,১৩০

—পাণ্ডবগণের যাহাতে কল্যাণ হয়, আমি তাহাই করিব। তুমি শোক করিও না। তোমার নিকট সত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তুমি রাজগণের রাণী হইবে।

দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিয়া কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—'আমি যদি দ্বারকাতে উপস্থিত থাকিতাম, তবে আমন্ত্রিত না হইলেও হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া দ্যূতক্রীড়ার সমূহ দোষ প্রদর্শনপূর্বক এই সর্বনাশ নিবারণ করিতাম। আমি দুর্বৃত্ত সৌভকে বধ কবিবার উদ্দেশ্যে শাল্বনগরে গিয়াছিলাম। সেখান হইতে ফিরিয়া দ্বারকায় আসামাত্র সাত্যকির মুখে তোমাদের এই বিপত্তির সংবাদ শুনিয়াই উদ্বিগ্নচিত্তে তোমাদের কাছে ছুটিয়া আসিয়াছি'।[৯]

পাণ্ডবগণকে নানাপ্রকার প্রবোধ দিয়া কৃষ্ণ দ্বাবকায় যাত্রা করিলেন।

পাণ্ডবগণের বনবাসের এগার বৎসর অতীত হইয়াছে। অযুত শিষ্য সহ মহর্ষি দুর্বাসা অসময়ে পাণ্ডবগণের অতিথিরূপে উপস্থিত হইলে বিপন্না দ্রৌপদীর কাতর স্মরণে অচিন্ত্যগতি কৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত হইয়া যোগবলে অতিথিসৎকারের ব্যবস্থা করিয়াছেন।[১০] দ্যূতসভায়ও দুঃশাসন-লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণের সময় দ্রৌপদীর কাতর আত্মনিবেদনে কৃষ্ণই তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন।[১১] এইগুলি সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত ব্যাপার। এইসকল ঘটনা কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের সমর্থক। মহাভারতে অসংখ্য বর্ণনায় তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রকটিত। (এই প্রবন্ধের উপসংহারে এই বিষয়ে একটি সূচীপত্র সংযোজিত হইবে।)

পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাস সমাপ্তির পর উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ স্থির হইলে কৃষ্ণ অভিমন্যুকে লইয়া বিরাটনগরে উপস্থিত হইয়াছেন। বলরাম, কৃতবর্মা, সাত্যকি প্রমুখ ব্যক্তিগণও সেই উৎসবে যোগ দিয়াছেন।[১২]

বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। পরদিন সকালবেলা বিরাটরাজার সভাতে সকলেই মিলিত হইয়াছেন। কি উপায়ে পাণ্ডবগণের হৃত রাজ্য উদ্ধার করা যায়, ইহাই আলোচ্য বিষয়। কৃষ্ণ প্রথমতঃ জলদগম্ভীর স্বরে সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া কপট দ্যূতক্রীড়া, পাণ্ডবগণের লাঞ্ছনা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া বলিলেন—

এবং গতে ধর্ম্মসুতস্য রাজ্ঞো
দুর্য্যোধনস্যাপি চ যদ্ধিতং স্যাৎ।
তচ্চিন্তয়ধ্বং কুরুপাণ্ডবানাং
ধর্ম্ম্যঞ্চ যুক্তঞ্চ যশস্করঞ্চ ॥ উ ১।১৩,১৪

—বর্তমান অবস্থায় আপনারা ধর্মরাজ ও দুর্যোধন, উভয়ের যাহাতে কল্যাণ হয় এবং কুরুপাণ্ডব উভয় পক্ষের ধর্মসঙ্গত উপযুক্ত ও যশস্কর উপায় চিন্তা করুন।

যুধিষ্ঠিরের ধর্মজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণ প্রস্তাব করিলেন যে, শুচি কুলীন এবং বুদ্ধিমান্ কোন ব্যক্তিকে শান্তির দূতরূপে হস্তিনায় পাঠানো হউক। তিনি যুধিষ্ঠিরের অর্ধরাজ্য প্রত্যর্পণের প্রস্তাব করিবেন।

বলরাম ব্যতীত সকলেই কৃষ্ণের এই সমীচীন পরামর্শ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছেন। বলরাম যুধিষ্ঠিরকে নির্দোষ মনে করেন নাই। তাঁহার বক্তব্য হইতেছে—যুধিষ্ঠির আপন দোষেই রাজ্য হারাইয়াছেন, ইহাতে দুর্যোধনের কোন দোষ নাই। এখন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্ধ প্রত্যর্পণ করা দুর্যোধনের বদান্যতার উপর নির্ভর করিতেছে।

কৃষ্ণের পরামর্শই গৃহীত হইল। নৃপতি দ্রুপদ তাঁহার পুরোহিতকে দূতরূপে হস্তিনায় পাঠাইয়াছেন। কৃষ্ণ, বলরাম প্রমুখ বৃষ্ণি ও অন্ধককুলের সকলেই দ্বারকায় চলিয়া গিয়াছেন। কুরুপাণ্ডব উভয় পক্ষই ভিতরে ভিতরে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন। দুর্যোধন এবং অর্জুন কৃষ্ণকে স্বপক্ষে পাইবার নিমিত্ত একই সময়ে দ্বারকায় উপস্থিত হইয়াছেন। প্রথমতঃ দুর্যোধন কৃষ্ণের কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নিদ্রিত দেখিয়া তাঁহার শিয়রের দিকে উপবেশন করিলেন। পরমুহূর্তে অর্জুনও সেইখানে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণের পদপ্রান্তে যুক্তকরে বসিয়া রহিলেন। নিদ্রাভঙ্গে কৃষ্ণ প্রথমতঃ অর্জুনকে এবং পরে দুর্যোধনকে দেখিতে পাইয়া যথাবিহিত সৎকারপূর্বক তাঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানিতে চাহিয়াছেন।

দুর্যোধন বলিতেছেন—'অর্জুন ও আমি, উভয়ই তোমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। আমি প্রথমতঃ তোমার কাছে আসিয়াছি। সুতরাং আমার অনুরোধ প্রথমতঃ রক্ষা করা উচিত। আমাদের যুদ্ধে তোমাকে সহায়রূপে পাইতে চাই।'

কৃষ্ণ বলিলেন—'রাজন্, তুমি পূর্বে আসিলেও আমি প্রথমতঃ অর্জুনকেই দেখিতে পাইয়াছি। সুতরাং আমি উভয়কেই সাহায্য করিব। যিনি বয়ঃকনিষ্ঠ, তাঁহার বাসনাই প্রথমতঃ পূর্ণ করিতে হয়—ইহা শাস্ত্রীয় বিধি। আমার অর্বুদসংখ্যক নারায়ণ-সেনা দ্বারা একজনকে সাহায্য করিব, আর যুদ্ধে নির্লিপ্ত এবং শস্ত্রহীন থাকিয়া আমি স্বয়ং অপর পক্ষে যাইব।' এই বলিয়াই কৃষ্ণ অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বল পার্থ, তুমি কাহাকে চাও।'

অর্জুন অযুধ্যমান কৃষ্ণকেই স্বপক্ষে বরণ করিলেন। দুর্যোধনও প্রচুর সৈন্য পাইয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়াছেন। দুর্যোধন চলিয়া গেলে কৃষ্ণ অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'পার্থ, আমি যুদ্ধ করিব না জানিয়াও কেন তুমি আমাকেই চাহিলে?' অর্জুন উত্তর করিলেন—'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি আমার বিপক্ষের সকল সৈন্য ধ্বংস করিতে সমর্থ, আমিও সমর্থ। তুমি পৃথিবীতে কীর্তিমান্ পুরুষ। যুদ্ধজয়ের যশ তোমারই হইবে, আমিও যশস্কাম, এইহেতু তোমাকে বরণ করিয়াছি। তোমাকে আমার রথের সারথিরূপে পাইবার নিমিত্ত আমার দীর্ঘদিনের বাসনা। আমার এই বাসনা পূর্ণ কর।'

কৃষ্ণ সখার বাসনা পূরণে প্রতিশ্রুত হইলেন।[১০]

ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সারথির কর্ম গৌরবের নহে, পরন্তু নিন্দনীয়। কৃষ্ণ অহঙ্কারশূন্য আদর্শ পুরুষ। অর্জুনের সারথ্য স্বীকারের বেলা তিনি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না। এই

ব্যাপারে তাঁহার মহত্ত্বই প্রকাশ পাইতেছে।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রেরিত দূত সঞ্জয়ের নিকট অর্জুন কৃষ্ণের যে-সকল বীরত্বের কথা কীর্তন করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, কৃষ্ণ গান্ধার, ভোজ, পাণ্ড্য, কলিঙ্গ, বারাণসী, প্রাগ্‌জ্যোতিষ প্রভৃতি দেশের নৃপতিগণকে যুদ্ধে জয় করিয়াছেন। জম্ভ, কংস প্রমুখ অত্যাচারী বীরপুরুষগণ তাঁহারই হাতে নিহত হইয়াছেন। হাত দিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকে নিবাইবার এবং চন্দ্রসূর্যকে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা যেরূপ বাতুলতা, বলপূর্বক দেবগণের নিকট হইতে অমৃত হরণের বাসনা যেরূপ হাস্যকর, কৃষ্ণকে বাহুবলে জয় করিবার বাসনাও সেইরূপ। সেই অনন্তবীর্য পুরুষকেও ধৃতরাষ্ট্রতনয় জয় করিতে পারিবেন বলিয়া মনে করিতেছেন।[১৪]

সঞ্জয় একদা কৃষ্ণার্জুনকে আসবপানে মত্ত অবস্থায় অন্তঃপুরে দেখিতে পাইয়া সভয়ে তাঁহাদের পদপ্রান্তে বসিয়াছেন। কৃষ্ণ সঞ্জয়কে বলিলেন—'সঞ্জয়, তুমি ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখ গুরুজনকে আমাদের প্রণাম জানাইবে এবং কল্যাণীয়গণকে আমাদের কুশলপ্রশ্ন করিয়া মনীষী ধৃতরাষ্ট্রকে বলিবে, তিনি যেন প্রভূত দান-দক্ষিণার সহিত বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, পুত্র-কলত্রাদির সহিত যেন আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁহার বিশেষ ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। আমি অর্জুনের সহায়। এই অবস্থাতেও যিনি অর্জুনকে জয় করিবার আশা পোষণ করেন, তিনি নিতান্তই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।'

এই উক্তির ভিতর যেন কিঞ্চিৎ অহমিকা প্রকাশ পাইতেছে। ইহা আসবপানের পরিণতি কি না—বলা কঠিন।

সঞ্জয় হস্তিনায় ফিরিয়া গিয়াছেন। স্বার্থান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব অবগত হইয়া যুধিষ্ঠির বুঝিতে পারিয়াছেন যে, যুদ্ধ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। নির্বিবাদে পাঁচখানি গ্রামমাত্র চাহিয়াও যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের সমরস্পৃহা শিথিল করিতে পারেন নাই। এবার তিনি কৃষ্ণকেই শেষ অবলম্বনরূপে আশ্রয় করিয়া বলিতেছেন—'হে মিত্রবৎসল, এই বিপদে তুমিই একমাত্র অবলম্বন। এই মহাভয় হইতে পাণ্ডবগণকে রক্ষা কর'। কৃষ্ণ বলিলেন—'রাজন্, আমি তোমাদের উভয় পক্ষের কল্যাণার্থে হস্তিনায় যাত্রা করিব। যদি শান্তিস্থাপনে কৃতকার্য হই, তবে আমার মহৎ পুণ্য হইবে। মহামৃত্যুর পাশ হইতে পৃথিবী রক্ষিত হইবে।'

যুধিষ্ঠির ভাবিতেছেন—জেদী দুর্যোধন কিছুতেই রাজ্যার্ধ ফিরাইয়া দিবেন না, কৃষ্ণ মিছামিছি অপমানিত হইবেন। তিনি কৃষ্ণকে এই কথা বলিলে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে অভয় দিয়া কহিলেন যে, দুর্যোধন যদি তাঁহার অপমান করিতে সাহসী হন, তবে তিনি সমগ্র কৌরবকুল ধ্বংস করিবেন। কুরুসভায় তাঁহার একবার যাওয়া উচিত, অন্যথা লোকসমাজে তিনি নিন্দিত হইবেন। যুধিষ্ঠির আর বাধা দেওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই। তিনি কৃষ্ণের উপরই সমস্ত ভার দিয়া কহিলেন—'হে কেশব, যাহা ধর্মানুমোদিত হয় তাহাই করিবে। শান্তিস্থাপন বা উপায়ান্তর গ্রহণের যাহা উচিত বিবেচিত হয় তাহাই করিবে'। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে ক্ষাত্রধর্মে উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অনেক কিছু বলিয়া কহিলেন যে, দুর্যোধনকে এখনও যাঁহারা চিনিতে পারেন নাই, দুর্যোধনের চরিত্র উদ্‌ঘাটন করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে ধরিবার নিমিত্তই তাঁহার হস্তিনায় যাওয়া উচিত। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন এবং নকুল শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত কৃষ্ণকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। সহদেব ও দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরাদির অভিপ্রায় জানিয়া সমধিক ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। যুদ্ধ ব্যতীত তাঁহাদের লাঞ্ছনার প্রতিশোধ হইবে না—ইহাই তাঁহাদের মনোভাব। সাত্যকিও সহদেবকে সমর্থন করেন।

কার্তিক মাসের রেবতী নক্ষত্রে হেমন্ত ঋতুর প্রারম্ভে নানাবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিয়া

কৃষ্ণ সকলের শুভেচ্ছা দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া রথারোহণে উপপ্লব্য হইতে হস্তিনায় যাত্রা করিয়াছেন। সাত্যকি, কৃতবর্মা প্রভৃতি শস্ত্রধারী দশজন বীরপুরুষ তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছেন। আরও হাজার হাজার পদাতি সৈন্য কৃষ্ণের অনুগমন করিলেন। তাঁহার যাত্রাকালে মেঘমুক্ত আকাশে বজ্রনির্ঘোষ, বিদ্যুৎসম্পাত প্রভৃতি দুর্লক্ষণ পরিলক্ষিত হইল। পথিমধ্যে নানা মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে প্রথম দিন সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণ বৃকস্থলগ্রামে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। কূটবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের হস্তিনাযাত্রার সংবাদ পাইয়াই বৃকস্থলাদিতে খুব জাঁকজমকে তাঁহার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ পথিমধ্যে সেইসকল মহামূল্য উপকরণাদির প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। পরদিন সকালবেলা কৃষ্ণ হস্তিনায় উপস্থিত হইলে দুর্যোধন ব্যতীত সকলেই তাঁহার প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া পরম সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা কবিয়াছেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও দুঃশাসনাদিব দ্বারা পরিবৃত হইয়া কৃষ্ণ নগরে প্রবেশ কবেন। প্রথমেই তিনি রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখ ব্যক্তিগণকে যথাযোগ্য অভিবাদনাদির পব সকলের সঙ্গেই সানন্দে মিলিত হইয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে বহুমূল্য স্বর্ণাসনে উপবেশন করাইয়া মধুপর্কাদির দ্বারা সৎকার করার পর তিনি পরিজন সহ বিদুরের গৃহে উপস্থিত হইলেন।[১১] সেখানে বিদুরের নিকট পাণ্ডবগণের মনোভাব বিস্তৃতভাবে প্রকাশ কবিয়া অপরাহ্ণে কৃষ্ণ তাঁহার পিসীমাতা কুন্তীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কুন্তী তাঁহার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পুত্রগণ ও পুত্রবধূর দুঃখ-কষ্টের উল্লেখ করিয়া তিনি করুণ বিলাপ করিতে করিতে পুত্রগণকে ক্ষাত্রধর্ম স্মরণ করাইবার নিমিত্ত ওজস্বিনী ভাষায় কৃষ্ণকে উদ্বুদ্ধ করিতেছিলেন।

কৃষ্ণ সময়োচিত সান্ত্বনা-বাক্যে পিসীমাকে আশ্বস্ত করিয়া দুর্যোধনের প্রাসাদে উপস্থিত হইয়াছেন। দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনির সহিত দুর্যোধন তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া আপন প্রাসাদে সেই রাত্রি অবস্থানের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিলে পর কৃষ্ণ তাহা প্রত্যাখ্যান কবেন। দুর্যোধন অভিযোগের সুরে প্রত্যাখ্যানের কারণ জানিতে চাহিলে কৃষ্ণ বলিতেছেন—

কৃতার্থা ভুঞ্জতে দূতাঃ পূজাং গৃহ্ণতি চৈব হ।
কৃতার্থং মাং সহামাত্যস্ত্বমর্চ্চিষ্যসি ভারত ॥ উ ৯১।১৮

—হে ভারত, দূতের কার্য সিদ্ধ হইলেই দূতগণ সৎকার গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমার দৌত্য সফল হইলে তোমার অমাত্যগণ এবং তুমি আমার সৎকার করিবে।

দুর্যোধন এই উত্তরে নিরস্ত হইলেন না। তিনি পুনরায় বলিলেন,—'আমি তোমার কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারিলাম না। তোমার সহিত আমার কোন শত্রুতা নাই। তুমি কেন আমার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিবে? তোমার এই আচরণ উচিত হয় নাই।'।

এবার কৃষ্ণ যেন ঈষৎ হাসিয়া বলিতেছেন—'রাজন্, লোভ, দ্বেষ, ভয় বা অন্য কারণে আমি ধর্ম ত্যাগ করিতে পারি না। যাহার সহিত প্রীতির সম্বন্ধ থাকে, তাহার অন্নই ভোজ্য। বিপদে পড়িলে অন্যের অন্নও গ্রহণ করা চলে। রাজন্, তুমি আমাকে প্রীতির চক্ষে দেখ না, আর আমিও বিপন্ন হই নাই। সর্বগুণবান্ অনুগত পাণ্ডবগণের সহিত শৈশব হইতেই বিনা কারণে শত্রুতা সাধন করিতেছ।'

যস্তান দ্বেষ্টি স মাং দ্বেষ্টি যস্তাননু স মামনু।
ঐক্যাত্ম্যং মাং গতং বিদ্ধি পাণ্ডবৈর্ধর্মচারিভিঃ ॥ ইত্যাদি। উ ৯১।২৮-৩২

—যে পাণ্ডবগণকে দ্বেষ করে, সে আমাকেও দ্বেষ করে। যে তাঁহাদের অনুকূল, সে আমারও অনুকূল। ধার্মিক পাণ্ডবগণের সহিত আমার একাত্মতা অবগত হইবে।

কাম-ক্রোধের বশবর্তী হইয়া যে অপরের সহিত বিরোধ করে এবং গুণবান্‌কে যে দ্বেষ করে, সেই ব্যক্তি নিতান্ত ঘৃণ্য। দুষ্ট ব্যক্তির অন্ন গ্রহণ করিতে নাই। এইজন্যই তোমার অন্ন গ্রহণ করিব না। আমি একমাত্র বিদুরের আতিথ্য গ্রহণ করিব, ইহাই স্থির করিয়াছি।

সপারিষদ বৈবাহিক কুরুরাজের প্রাসাদে বসিয়া তাঁহারই মুখের উপর স্পষ্ট ভাষায় কৃষ্ণ যাহা বলিলেন, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ কেহই জীবনে তাহা পারেন নাই। ইহাও কৃষ্ণচরিত্রের বৈশিষ্ট্য। দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিবার সাহস হয় নাই। অতঃপর কৃষ্ণ বিদুরের গৃহে প্রস্থান করেন। বিদুর তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। দ্রোণ, কৃপ, ভীষ্ম ও বাহ্লিক তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণের নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকেও হাসিমুখেই বিদায় দিয়াছেন।

বিদুর-ভবনে নৈশ ভোজনের পর কৃষ্ণ বিশ্রাম করিতেছেন। বিদুর তাঁহাকে বলিতেছেন—'হে কেশব, এই অপ্রীতিকর ব্যাপারে তোমার আগমন আমি উচিত বিবেচনা করি না। অসংযত অহঙ্কৃত দুর্যোধন কি তোমার হিতবচন গ্রহণ করিবে ? ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রমুখ বীরগণের বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া মূঢ় দুর্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে। এরূপ স্থলে তোমার ন্যায় প্রাজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশও বধিরকে গীত শোনাইবার চেষ্টার মতই হইবে। এইসকল দুরাচারদের সভায় তোমার উপস্থিতি আমি সমর্থন করি না। তোমাকে আমি অতিশয় শ্রদ্ধা করি এবং সুহৃৎ বলিয়া মনে করি। এইজন্যই এই কথা বলিলাম। তোমাকে দেখিয়া যে কি রূপ প্রীত হইয়াছি, তাহা আর কি বলিব ? তুমি দেহিগণের অন্তরাত্মা, তুমিই বুঝিতে পারিতেছ।'

উত্তরে কৃষ্ণ কহিতেছেন—'তোমার ন্যায় মহামতি সুহৃৎ ব্যতীত আর কে আমাকে এরূপ কথা বলিবে ? দুর্যোধনের চরিত্র আমি ভালভাবেই জানি। তথাপি বন্ধুবান্ধবের বিপৎকালে প্রতীকারের চেষ্টামাত্র না করিলে লোকসমাজে নিন্দনীয় হইব বলিয়াই সন্ধির চেষ্টায় আসিতে বাধ্য হইলাম। বিশেষতঃ—

জ্ঞাতীনাং হি মিথো ভেদে যন্মিত্রং নাভিপদ্যতে।
সর্ব্বযত্নেন মধ্যস্থং ন তন্মিত্রং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥ ইত্যাদি। উ ৯৩।১৫-২১

—জ্ঞাতিবর্গের পরস্পর বিরোধের সময় উভয় পক্ষের মিত্র হইয়াও যে-ব্যক্তি সর্বপ্রযত্নে বিরোধ মিটাইবার চেষ্টা না করেন, তাঁহাকে বিজ্ঞগণ মিত্র বলেন না। অধার্মিক মূঢ়েরা যাহাতে বলিতে না পারে যে, কৃষ্ণ সমর্থ হইয়াও এই কুলক্ষয় নিবারণ করেন নাই, সেইজন্যই আমি মধ্যস্থরূপে আসিয়াছি। আমি এই বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা করিব। যদি আমার চেষ্টা সফল হয়, তবে কৌরবগণ নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবেন। ইহা আমার পুণ্যকর্ম হইবে। আর চেষ্টা বিফল হইলে জানিব যে, নিতান্তই তাঁহারা কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। আমার প্রস্তাবে মূঢ়গণ ক্রুদ্ধ হইলেও কিছুই করিতে পারিবে না। আমি ক্রুদ্ধ হইলে ইঁহাদের রক্ষা নাই। ক্রুদ্ধ সিংহের সম্মুখে কি অপর পশুগণ দাঁড়াইতে পারে ?

এই উক্তি হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে—কৃষ্ণ কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন না, তিনি উভয় পক্ষের শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই আসিয়াছিলেন। দুর্যোধনও তাঁহার বৈবাহিক, সুতরাং পরম আত্মীয়। তিনি প্রকৃত মিত্রের কাজ করিতেই দৌত্য গ্রহণ করিয়াছেন। কুরুসভায় তাঁহার পরবর্তী ভাষণ হইতে জানা যাইবে যে, তাঁহার চরিত্রবল, ধৈর্য, মন্ত্রণা-শক্তি এবং বাগ্মিতা অনন্যসাধারণ। নিজের দৈহিক সামর্থ্য ও রণকৌশল বিষয়েও তিনি অবহিত।

বিদুর ও কৃষ্ণের নানাবিধ কথাবার্তায়ই সেই রাত্রি অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রত্যূষে নিত্যকর্ম সমাপ্ত হইলে দুর্যোধন ও শকুনি বিদুরের গৃহে কৃষ্ণের নিমিত্ত রথ লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখ ব্যক্তিগণ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন—দুর্যোধনের মুখে এই সংবাদ পাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে দানদক্ষিণায় পরিতুষ্ট করিয়া কৌরব ও বৃষ্ণিগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত কৃষ্ণ রথে আরোহণ করিয়াছেন। বিদুরকে তিনি নিজের নিকটে বসাইলেন। দুর্যোধনাদি অপর পুরুষগণ তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন। স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে পুরবাসিগণ তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কুরুসভার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া রথ হইতে অবতরণপূর্বক বিদুর ও সাত্যকির হাতে ধরিয়া তিনি সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। সভাস্থ সকলেই আসন ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। তাঁহার নিমিত্ত সর্বতোভদ্র স্বর্ণাসন পূর্বেই স্থাপিত হইয়াছে। সহাস্যবদনে ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে যথাযোগ্য অভিবাদনাদির পর সমাগত মুনিঋষিগণকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শনান্তে কৃষ্ণ আসন পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার অতি সন্নিকটে বিদুরও আসনান্তর গ্রহণ করিয়াছেন। সভামণ্ডপ একেবারে নিস্তব্ধ। সকলের দৃষ্টি কৃষ্ণের উপর নিবদ্ধ।

অতসীপুষ্পসংকাশঃ পীতবাসা জনার্দ্দনঃ।
ব্যভ্রাজত সভামধ্যে হেম্নীবোপহিতো মণিঃ ৷৷ উ ৯৪।৫৪

—নীল অতসীপুষ্পের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট পীতবাসা জনার্দন সভামধ্যে সুবর্ণের মধ্যে নীলকান্ত-মণির ন্যায় দীপ্যমান।

ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কৃষ্ণ গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন—রাজন্, কুরু-পাণ্ডবগণ যাহাতে শান্তিতে থাকেন, যাহাতে লোকক্ষয় না হয়, সেইরূপ চেষ্টা করিতেই আমি এই স্থলে উপস্থিত হইয়াছি। আপনাকে বলিবার মত কিছুই নাই, আপনি সমস্তই জানেন। সকল রাজবংশের মধ্যে বিদ্যা, চরিত্র, ক্ষমা, সরলতা, মান প্রভৃতি গুণে আজ কুরুবংশই শ্রেষ্ঠ। এই মহৎ বংশে আপনাকে নিমিত্ত করিয়া কোনরূপ অসঙ্গত আচরণ নিতান্তই অনুচিত। হে কুরুসত্তম, আপনি ইচ্ছা করিলে ধর্মার্থবিচ্যুত নৃশংস দুর্যোধনাদি পুত্রগণকে সংযত করিতে পারেন। কুরুকুলে যে ঘোরতর আপদ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাকে উপেক্ষা করিলে এই আপদ্‌ই সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংস করিবে। আমার মনে হয়, এই আপদের সমাধান শান্তিপূর্ণ উপায়ে সম্ভবপর। আপনি এবং আমি এই বিবাদের শান্তি করিতে পারিব। হে রাজন্, আপনি আপনার পুত্রগণকে শান্ত করুন, অপর পক্ষকে শান্ত করিবার ভার আমার উপর রহিল। পুত্রগণকে শান্ত করিতে পারিলে আপনার ও পাণ্ডবদের কল্যাণ হইবে। এই নিষ্ফল বৈরের শান্তি না ঘটিলে সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে। পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিলে আপনার শক্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে। ভীষ্ম দ্রোণাদির সহিত পাণ্ডবগণও যদি আপনার সহায় হন, তবে পৃথিবীর সকলেই আপনাকে ভয় করিবেন, আপনার সহিত মিত্রতা করিবার নিমিত্ত প্রতাপশালী নৃপতিবৃন্দ আগ্রহ প্রকাশ করিবেন। রাজন্, যুদ্ধবিগ্রহ উভয় পক্ষেরই ক্ষতির কারণ। যুদ্ধে পাণ্ডবগণ নিহত হইলে আপনি কি আনন্দ লাভ করিবেন? বীর এবং যুদ্ধবিশারদ আপনার পুত্রগণ ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছেন। এই ঘোর বিপদে তাঁহাদিগকে রক্ষা করুন। অন্যান্য রাজন্যবর্গও এক এক পক্ষে যোগ দিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহাদিগকে রক্ষা করুন। তাঁহারা সকলে একত্র ভোজ্যপেয়াদি দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া সানন্দে স্ব স্ব গৃহে গমন করুন। মহারাজ, বাল্যকালে পিতৃহীন পাণ্ডবগণ আপনারই স্নেহে লালিত পালিত হইয়াছেন, আজ এই মহাবিপদেও আপনার সেই স্নেহ

জাগ্রত হউক। পাণ্ডবগণ অরণ্যবাসে ও অজ্ঞাতবাসে তের বৎসর কাটাইয়া আপনারই আজ্ঞা পালন করিয়াছেন। তাঁহারা আপনাকে প্রণামপূর্বক বলিতেছেন—'আপনি আমাদের প্রতি পিতৃবৎ আচরণ করুন। আমরা বহু দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছি। আপনাকে পিতার ন্যায় মনে করি, আপনিও আমাদিগকে আপন পুত্রগণের মত দেখুন।' তাঁহারা এইখানে সমুপস্থিত সভাসদ্‌গণের নিকটও আবেদন করিয়াছেন যে, ধর্মজ্ঞ সভাসদ্‌গণ যেন সমুচিত বিচার করেন। যে সভায় অধর্মের দ্বারা ধর্ম নিপীড়িত হয়, মিথ্যার দ্বারা সত্য পরাস্ত হয়, সেই সভার সভ্যগণও অধর্মে লিপ্ত হন। পাণ্ডবগণ তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছেন, এখন তাঁহারা পৈতৃক রাজ্যাংশ পাইবার অধিকারী কি না—উপস্থিত সভ্যগণ বলুন। মহারাজ, পাণ্ডবগণের প্রাপ্য রাজ্যাংশ প্রত্যর্পণ করিয়া পুত্রগণের সহিত আনন্দে বাস করুন। অজাতশত্রুর ধর্মনিষ্ঠা আপনার অবিদিত নহে। আপনি এবং আপনার পুত্রগণের সহিত তাঁহার ব্যবহারে কি কোনরূপ অশিষ্টতা দেখিয়াছেন ? আপনি পাণ্ডবগণকে পোড়াইয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, নির্বাসিত করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা পুনরায় আপনারই আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনারই আদেশে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিয়া নিজের গুণে তাঁহারা জনপ্রিয় হইয়াছেন এবং রাজন্যবর্গকে বশ করিয়া আপন করিয়াছেন, কিন্তু আপনাকে কখনও অসম্মান করেন নাই। শকুনি কর্তৃক কপট দ্যূতক্রীড়ার উদ্দেশ্য ছিল—যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্যহরণ। যুধিষ্ঠির আপনার আহ্বানেই দ্যূতক্রীড়ার চক্রান্তে সর্বস্বান্ত হইয়াছেন। এমন কি, দ্রৌপদীর লাঞ্ছনাও তিনি নীরবে সহ্য করিয়াছেন।

হে ভারত, আমি আপনার ও পাণ্ডবগণের হিত কামনা করি। এইজন্যই বলিতেছি—ধর্মপথে থাকিয়া অর্থ ও সুখ ভোগ করুন, প্রজাবর্গকে বিনাশ করিবেন না। আপনার বিপথগামী পুত্রগণকে সংযত করুন। মহারাজ, পাণ্ডবগণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজ্যাংশ লাভ করিয়া আপনার সেবা করিতে প্রস্তুত, প্রয়োজন হইলে অগত্যা যুদ্ধ করিতেও তাঁহারা প্রস্তুত আছেন। আপনি যাহাতে কল্যাণ মনে করিবেন, তাহাই হইবে।"[১৬]

কৃষ্ণের এই অনবদ্য ভাষণ শুনিয়া সভ্যবর্গ চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে জামদগ্ন্য, কণ্ব, নারদ প্রমুখ মুনি-ঋষিগণ বিভিন্ন উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া সন্ধির নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধনকে অনুরোধ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র অসহায়ের ন্যায় কৃষ্ণকে বলিতেছেন—'হে কেশব, তোমার ধর্মসঙ্গত যুক্তিযুক্ত বচন শুনিলাম। আমার অসংযত পুত্র দুর্যোধন, ভীষ্ম, বিদুর প্রমুখ সুহৃদ্বর্গ বা তাহার জনক-জননীর হিত উপদেশে কর্ণপাত করে না। তুমি যদি এই দুর্মতিকে উপদেশ দিয়া সুপথে আনিতে পার, তবেই প্রকৃত সুহৃদের কাজ করা হইবে।'

ধৃতরাষ্ট্রের এই অনুরোধে কৃষ্ণ দুর্যোধনকে সম্বোধন কবিয়া কহিলেন—'হে কুরুসত্তম, শান্তির নিমিত্ত তোমাকে অনুরোধ করিতেছি। তোমার জন্ম অতি মহৎ বংশে, তুমি বিদ্বান্ এবং বুদ্ধিমান। কিন্তু যাহা করিতে চাহিতেছ, তাহা নিতান্তই অশোভন। নির্লজ্জ নৃশংস ব্যক্তিগণই এরূপ আচরণ করেন। তোমার ন্যায় মহান্ পুরুষের পক্ষে ইহা শোভা পায় না। তোমার মাতা-পিতাদি গুরুজন এবং হিতৈষিবর্গ তোমাকে সন্ধির পরামর্শ দিতেছেন। তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিলেই মিত্রবর্গ সহ কল্যাণ লাভ করিবে। সুহৃদ্‌গণের, বিশেষতঃ গুরুজনের হিতবচন অগ্রাহ্য করিলে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হয়। ইন্দ্রসম মহারথ জ্ঞাতিগণের সহিত বিরোধ করিলে তোমার মঙ্গল হইবে না। পাণ্ডবগণ তোমার সহিত শত্রুতা না করিলেও তুমি চিরদিনই শত্রুতা সাধন করিতেছ। অতি লোভের পরিণাম কদাচ শুভ নহে। মহাবীর জ্ঞাতিদের সহিত মিত্রভাবে বাস করিলে তোমার কিছুই অপ্রাপ্য থাকিবে

না। তুমি যুদ্ধের সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। ভীমসেন এবং অর্জুনের সমান বীর তোমার পক্ষে কেহই নাই। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি হইতেও অর্জুন সমধিক শক্তিমান্। ঘোষযাত্রা, বিরাটরাজ্যে গোহরণ প্রভৃতি নানা ঘটনায় তুমি অর্জুনের শৌর্য প্রত্যক্ষ করিয়াছ। তোমারই লোভের ফলে তোমার ভ্রাতৃবর্গ, স্বজনবান্ধব এবং সমগ্র পৃথিবী যেন ধ্বংস না হয়। তুমি মহৎ বংশে জাত বীরপুরুষ হইয়া 'কুলনাশন'-বিশেষণে কলঙ্কিত হইও না। পাণ্ডবগণের সহিত মৈত্রী রক্ষা করিলে তাঁহারা তোমার পিতাকে সিংহাসনে বসাইয়া তোমাকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কবিবেন। সমাগতা লক্ষ্মীকে উপেক্ষা করিতে নাই। শত্রুতা ত্যাগ করিয়া কল্যাণ লাভ কর'।[১৭]

তারপর ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর এবং ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের পরামর্শ গ্রহণের নিমিত্ত পুনরায় দুর্যোধনকে উপদেশ দিতেছেন। এইসকল উপদেশ দুর্যোধনের কর্ণশূলে পরিণত হইল। তিনি কৃষ্ণকে অনেক কটু কথা শোনাইয়া উপসংহারে বলিলেন যে, তিনি জীবিত থাকিতে পাণ্ডবগণকে সূচ্যগ্র ভূমিও ফিরাইয়া দিবেন না।

এবার কৃষ্ণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া গম্ভীর স্বরে দুর্যোধনকে বলিতে লাগিলেন—'তুমি রণক্ষেত্রে বীরশয্যা গ্রহণ করিতে চাহিতেছ, তোমার বাসনা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। অমাত্যগণের সহিত স্থিব থাক, ভয়ানক যুদ্ধ ঘটিবে। হে মূঢ়, তুমি মনে কবিতেছ যে, কোনও অন্যায় আচরণ কর নাই। বলিতেছি—শোন, উপস্থিত সভ্যগণও শুনুন। পাণ্ডবগণের ঐশ্বর্যদর্শনে সন্তপ্ত হইয়াই মাতুলের সহিত মন্ত্রণা করিয়া তুমি কপট পাশাখেলার আয়োজন করিয়াছিলে। পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদীকে রাজসভায় আনিয়া তোমার অমাত্যগণ ও তুমি যে জঘন্য ব্যবহার করিয়াছ, তাহা এই সভাসদ্গণের অবিদিত নহে। কে কখন ভ্রাতৃভার্যাকে এরূপ লাঞ্ছিত করিয়াছে ? অপরিণতবয়স্ক পাণ্ডবগণকে সমাতৃক পোড়াইয়া মারিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছ, কিন্তু সফলকাম হইতে পার নাই। প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া ও বহু দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া পাণ্ডবগণ আত্মরক্ষা করিয়াছেন। বিষ-প্রয়োগে এবং নদীবক্ষে প্রক্ষেপ করিয়াও ভীমকে হত্যা করিতে চাহিয়াছ, কিন্তু পার নাই। এইসকল দুষ্কর্ম করিয়াও নির্লজ্জের ন্যায় বলিতেছ যে, তুমি পাণ্ডবদের সহিত শত্রুতা সাধন কর নাই। এখন তাঁহারা তাঁহাদের পৈতৃক অংশ যাচ্ঞা করিয়াও পাইতেছেন না, কিন্তু রণক্ষেত্রে নিপাতিত হইয়া তোমাকে সমগ্র রাজ্যই পাণ্ডবগণকে দিতে হইবে। হে রাজন্, এখনও সময় আছে, গুরুজনের উপদেশ শোন। পাণ্ডবদেব সহিত সন্ধি করিয়া সুখে বাস কর।'[১৮]

কৃষ্ণের বচনে দুর্যোধন সমধিক উত্তেজিত হইয়া অমাত্যবর্গ সহ সভা ত্যাগ করিতেছেন দেখিযা ভীষ্ম বলিলেন—'এই দুরাত্মা সকলকে উপেক্ষা করিয়া সভাস্থল ত্যাগ করিতেছে, নৃপতিগণও এই দুবাত্মার অনুগমন করিতেছেন। মনে হইতেছে—ক্ষত্রিয়-কুলের বিনাশকাল উপস্থিত।'

ভীষ্মের উক্তির পর কৃষ্ণ বলিলেন—'কুরুবংশেব বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই মন্দবুদ্ধিকে বাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সংযত রাখিতে পারেন নাই। ইহা তাঁহাদের ত্রুটি বলিয়া মনে করি। একজন দুরাত্মার অপসারণে যদি সমগ্র বংশের কল্যাণ হয়, তবে সেই দুরাত্মাকে অবশ্যই শাস্তি দেওয়া উচিত। উগ্রসেনতনয় দুরাচার কংসকে বধ করিয়া আমি পুনরায় তাঁহার পিতা উগ্রসেনকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। ইহাতে একজনের বিনাশ হইলেও অন্ধক বৃষ্ণি প্রমুখ যাদবগণ সকলই সুখে বাস করিতেছেন। দেবতাদের সমাজেও এরূপ নজির রহিয়াছে। এক ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিলে যদি একটি বংশ রক্ষা পায়, তবে সেই পবিত্যাগ অবশ্যই কর্তব্য। আমার পরামর্শ এই যে, দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি এবং দুঃশাসনকে

বন্দী কবিযা পাণ্ডবদেব হাতে সমর্পণ কবা হউক।’

কৃষ্ণেব এই পবামর্শে ধৃতবাষ্ট্র ভীত হইযা গান্ধাবীকে বাজসভায আনাইযাছেন। গান্ধাবীব উপদেশও ব্যর্থ হইল। দুর্যোধনেব অনমনীয ঔদ্ধত্য কিছুতেই শান্ত হইল না। পবন্তু তিনি কৃষ্ণকে বন্দী কবিযা বাখিবাব যডযন্ত্র কবিতে লাগিলেন। ভীষ্ম, বিদুব এবং ধৃতবাষ্ট্র এই পাপ অভিসন্ধিব কথা জানিতে পাবিযা ভীষণ প্রমাদ গণিতেছেন। দুর্যোধনকে সভাগৃহে আনাইযা সন্ত্রস্ত ধৃতবাষ্ট্র তাঁহাকে তিবস্কাব কবিযা বলিতে লাগিলেন—‘হে মন্দবুদ্ধে, তুমি নিতান্তই কালগ্রাসে পতিত হইতেছ। স্বযং দেববাজ ইন্দ্রও যাঁহাকে ভয কবেন, তাঁহাব প্রতি বলপ্রযোগেব চিন্তা কবাও বাতুলতা ছাড়া আব কিছুই নহে।

দুর্গ্রাহ্যঃ পাণিনা বায়ুর্দুঃস্পর্শঃ পাণিনা শশী।
দুর্দ্ধবা পৃথিবী মূর্দ্ধ্না দুর্গ্রাহ্যঃ কেশবো বলাৎ॥ উ ১৩০।৩৯

—বাযুকে হাতেব দ্বাবা ধবা যায না। চন্দ্রকে হাতেব দ্বাবা স্পর্শ কবা যায না। মস্তকেব দ্বাবা পৃথিবীকে ধাবণ কবা যায না। কেশবকেও বলপূর্বক ধবা যায না।

তাবপব বিদুবও পূতনাবধ, গোবর্দ্ধন-ধাবণ, অবিষ্ট, ধেনুক, চাণুব নবকাসুব, কংস, শিশুপাল প্রভৃতিব নিধনেব কথা, ইন্দ্রকে পবাজিত কবিযা পাবিজাত-হবণ প্রভৃতি কৃষ্ণেব অসাধাবণ বীবত্ব-কাহিনী কীর্তন কবিযা পবিশেষে দুর্যোধনকে কহিতেছেন—

প্রধর্ষযন্মহাবাহুং কৃষ্ণমক্লিষ্টকাবিণম।
পতঙ্গোঽগ্নিমিবাসাদ্য সামাত্যো ন ভবিষ্যসি॥ উ ১৩০।৫৩

—অদ্ভুতকর্মা মহাবাহু কৃষ্ণকে বন্দী কবিবাব চেষ্টা কবিলে অগ্নিকে আক্রমণকাবী পতঙ্গেব ন্যায তুমি অমাত্যগণ সহ তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে।

কৃষ্ণও দুর্যোধনকে কহিলেন—‘আমাকে তুমি একক মনে কবিযা বলপ্রযোগে উদ্যত হইযাছ, হে দুর্বুদ্ধে, দেখ, পাণ্ডবগণ, অন্ধকবৃষ্ণিকুল, ঋষিসঙ্ঘ সহ আদিত্য, রুদ্র এবং বসুগণ আমাতেই অবস্থিত।’ এই বলিযা কৃষ্ণ অট্টহাস্য কবিতেই তাঁহাব মুখগহ্বব হইতে অগ্নিব ন্যায তেজস্বী অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ দেবগণ আবির্ভূত হইযা তাঁহাব দেহে অধিষ্ঠিত হইলেন। পাণ্ডবগণ ও বৃষ্ণ্যন্ধকগণ সেখানে আবির্ভূত হইযা তাঁহাকে পবিবেষ্টন কবিলেন। কৃষ্ণেব সেই ভযঙ্কব বিশ্বরূপ দেখিযা ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুব ব্যতীত উপস্থিত বাজন্যগণ ভযে চক্ষু মুদ্রিত কবিযাছেন। ধৃতবাষ্ট্রেব প্রার্থনায কৃষ্ণ তাঁহাকে সামযিকভাবে চক্ষুষ্মান কবিলেন। ধৃতবাষ্ট্রও সেই রূপ দেখিযা কৃতার্থ হইলেন।

বিশ্বরূপ সংহবণ কবিযা কৃষ্ণ ঋষিগণেব অনুমতি গ্রহণপূর্বক আসন পবিত্যাগ কবিযাছেন। সভাস্থ সকলেই তাঁহাব অনুগমন কবিলেন। ধৃতবাষ্ট্র পুনবায তাঁহাকে বলিলেন—‘হে জনার্দন, পুত্রদেব উপব আমাব প্রভাব কতটুকু, তাহা তুমি প্রত্যক্ষ কবিযাছ। আমিও শান্তিই চাই, কিন্তু কি কবিব—পুত্রগণ আমাব বশ নহে। পাণ্ডবদেব প্রতি আমাব কোন অসৎ অভিপ্রায নাই। তুমি অবশ্যই আমাকে ভুল বুঝিবে না।’

কৃষ্ণও ধৃতবাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুব, বাহ্লিক ও কৃপকে কহিলেন—‘কুরুসভায যাহা ঘটিল, আপনাবা সকলেই তাহা প্রত্যক্ষ কবিলেন। ক্রুদ্ধ দুর্যোধন অশিষ্টেব ন্যায একাধিকবাব সভা ত্যাগ করিলেন, আব মহাবাজ ধৃতবাষ্ট্রও বলিতেছেন যে, তাঁহাব কোনরূপ কর্তৃত্ব নাই।’

আপৃচ্ছে ভবতঃ সর্বান্ গমিষ্যামি যুধিষ্ঠিবম্। উ ১৩১।৩৮

—আপনাদের সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ কবিযা এবার যুধিষ্ঠিরেব কাছে যাইতেছি।

তারপব পিসীমাতাব সহিত দেখা কবিবার নিমিত্ত কৃষ্ণ বিদুরের ভবনে উপস্থিত হইয়াছেন। কুন্তীকে প্রণাম করিযা তিনি সংক্ষেপে কুরুসভার সকল বৃত্তান্ত বলিলেন এবং

পাণ্ডবগণের প্রতি জননীর উপদেশ শুনিতে চাহিলেন। কুন্তীর অসামান্য তেজোবর্দ্ধক উপদেশ শুনিয়া কৃষ্ণ উপপ্লব্যে যাত্রা করিতেছেন। নগরের বাহিরে গিয়া তিনি কর্ণকে রথে বসাইয়া বলিলেন—'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, বুদ্ধিমান্ এবং মহাবীর। তুমি কুন্তীর কানীন পুত্র। অতএব তুমিও পাণ্ডব। তোমাকে আমি তোমার কনিষ্ঠ ভাইদের সহিত মিলিত দেখিতে চাই। তুমি আমার সঙ্গে চল। যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ, তাঁহাদের পুত্রেরা ও তোমাব মাতুলবংশীয় বৃষ্ণ্যন্ধকগণ তোমার পদধূলি গ্রহণ করুন। তোমাকেই পাণ্ডুর সিংহাসনে অভিষিক্ত কবা হইবে। যুধিষ্ঠির তোমারই আদেশে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। দ্রৌপদী তোমাকেও পতিরূপে ববণ করিবেন। নক্ষত্ররাজির মধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অনুজগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া তুমি বিরাজ করিবে—আমরা ইহাই দেখিতে চাই। তোমাকে পাইয়া কুন্তীও আহ্লাদিত হইবেন।'

কর্ণ সবিনয়ে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া যুধিষ্ঠিরাদিব নিকট তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত গোপন বাখিবার নিমিত্ত কৃষ্ণকে অনুরোধ করিয়াছেন।

কৃষ্ণ স্মিতমুখে কর্ণেব নিকট যুদ্ধের চরম পরিণতির চিত্র উদ্ঘাটন করিয়া বলিতেছেন—'হে বীর, তুমি নগরে প্রবেশ করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপকে বলিবে, এই মাস যুদ্ধেব পক্ষে প্রশস্ত। সাতদিন পর অমাবস্যা-তিথি। সেই দিনেই সংগ্রাম আরম্ভ হউক'।

যুদ্ধের পরিণতি সম্বন্ধে কৃষ্ণব বর্ণনার যথার্থতা কর্ণও স্বীকার করিলেন। পরম প্রীতির সহিত কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া তিনি বিষণ্ণ চিত্তে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।[১৯]

কর্ণকে দুর্যোধন হইতে বিচ্ছিন্ন করা যে সম্ভবপব নহে, কৃষ্ণের ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তি নিশ্চযই তাহা বুঝিতেন। তথাপি সন্ধির শেষ চেষ্টারূপেই তিনি কর্ণের চিত্তকে ফিরাইবার নিমিত্ত নানাপ্রকাব প্রলোভন ও ভয় প্রদর্শন করিলেন। কৃষ্ণ এই ব্যাপারে কৃতকার্য হইলে অসহায় দুর্যোধন নিশ্চয়ই পাণ্ডবদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইতেন।

উপপ্লব্যে বিস্তৃতভাবে কুরুসভার বৃত্তান্ত বর্ণনার সময় কৃষ্ণ কহিতেছেন—'আমি প্রথমতঃ সাম-প্রয়োগ করিয়াছি। তারপর ক্রমশঃ ভেদনীতি-প্রয়োগ, নানা উপাখ্যান-কীর্তন, রাজন্যবর্গের হৃদয় তোমার প্রতি অনুকূল করিবার নিমিত্ত দুর্যোধনাদির দুষ্কীর্তির উল্লেখ, ভয়-প্রদর্শন, পুনরায় সামপ্রয়োগ, সবিনয়ে তোমাদের প্রাপ্য বিষয়ে আবেদন, অগত্যা পাঁচটিমাত্র গ্রাম প্রার্থনা—প্রভৃতি সমস্ত উপায়েরই প্রয়োগ করিয়াছি। কিন্তু দুর্যোধন বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রমাত্র ভূমিও ছাড়িয়া দিবেন না। ইহাই তাঁহার একমাত্র সঙ্কল্প'।[২০]

শান্তিপ্রিয় যুধিষ্ঠির সর্বপ্রকার ক্ষতি স্বীকার করিয়াও যুদ্ধ এড়াইতে চান। তাই তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, কর্ণ প্রমুখ ব্যক্তিগণ সভাস্থলে কি কহিয়াছেন, তাহা পুনঃ পুনঃ শুনিবার নিমিত্ত প্রশ্ন করিতে থাকিলে কৃষ্ণ কহিলেন—'দুর্মতি দুর্যোধন ভীষ্ম, বিদুর, গান্ধারী এবং আমার কোন কথাকেই গ্রাহ্য করেন নাই। আমাকে বন্দী করিবার ষড়যন্ত্রও তিনি করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসন তাঁহার মন্ত্রণাদাতা। কর্ণের বাহুবলের উপর তিনি বিশেষ ভরসা রাখেন।

ন চ ভীষ্মো ন চ দ্রোণো যুক্তং তত্রাহতুর্ব্বচঃ।
সর্ব্বে তমনুবর্ত্তন্তে ঋতে বিদুরমচ্যুত ॥ উ ১৫৩।১১

—ভীষ্ম এবং দ্রোণের ভাষণও তেমন কালোপযোগী নহে। ধর্মরাজ, বিদুর ব্যতীত সকলেই দুর্যোধনের অনুবর্তন করেন।

'যুদ্ধ উপস্থিত হইলে আমি তোমার পক্ষে যোগ দিব না'—ভীষ্ম এবং দ্রোণ যদি এরূপ স্পষ্টভাষায় দুর্যোধনকে বলিতে পারিতেন, তবেই দুর্যোধন ভীত হইয়া সন্ধির চিন্তা

করিতেন। স্পষ্টরূপে সেইরূপ তেজ দেখাইতে পারেন নাই বলিয়াই ভীষ্ম ও দ্রোণকেও কৃষ্ণ তেমন সম্মান করিতে পারিতেছেন না এবং তাঁহাদের ভাষণকেও কালোচিতরূপে গ্রহণ করেন নাই। বিদুরই যে সর্বান্তঃকরণে সন্ধির নিমিত্ত ব্যাকুল— তীক্ষ্ণধী কৃষ্ণের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই।

ইহার পরেই কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন—

ন চাপি বয়মত্যর্থং পরিত্যাগেন কর্হিচিৎ।
কৌরবৈঃ শমমিচ্ছামস্তত্র যুদ্ধমনন্তরম্ ॥ উ ১৫৩।১৫

—ন্যায্য প্রাপ্যকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া কৌরবদের সহিত শান্তি স্থাপন করিবার কথা আমি কিছুতেই বলিতে পারি না। আমার মতে এই অবস্থায় যুদ্ধ করাই উচিত।

এই আদর্শ সিদ্ধান্ত সকল গৃহস্থেরই অবশ্য স্মরণীয়। কৃষ্ণ শান্তির পক্ষপাতী হইলেও কাপুরুষত্ব বা ক্লীবত্বের সমর্থক নহেন। কৃষ্ণের এই সিদ্ধান্ত শুনিয়া সকলেই নীরবে যুধিষ্ঠিরের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। যুধিষ্ঠির তখনই যুদ্ধের নির্দেশ দিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির সাতজন সৈন্যাধ্যক্ষ বরণ করিয়া সেই অধ্যক্ষদেব অধিপতিরূপে অর্জুনকে বরণ করিয়াছেন।

অর্জ্জুনস্যাপি নেতা চ সংযন্তা চৈব বাজিনাম্।
সঙ্কর্ষণানুজঃ শ্রীমান মহাবুদ্ধির্জ্জনার্দ্দনঃ ॥ উ ১৫৬।১৫

—অর্জুনেরও নেতৃরূপে এবং রথের সারথিরূপে বলরামের অনুজ মহাবুদ্ধি শ্রীমান্ জনার্দনকে বরণ করা হইয়াছে।

বলরামও কৃষ্ণকে পাণ্ডবসুহৃৎ, বিশেষতঃ অর্জুনের অভিন্নহৃদয় সখা বলিয়া জানিতেন।[১]

দুর্যোধন যুদ্ধারম্ভের পূর্বদিনে শকুনিপুত্র উলূককে পাণ্ডবদের নিকট দূতরূপে পাঠাইয়াছেন। অশিষ্ট ভাষায় গালিগালাজ দিয়া গাত্রদাহ নিবাবণের উদ্দেশ্যেই এই দূতপ্রেরণ। উলূক সুষ্ঠুভাবে তাঁহার কর্তব্য পালন করিয়াছেন। দুর্যোধন কৃষ্ণকেও ছাড়েন নাই, তাঁহাকে কংসের ভৃত্য বলিয়া অপমান করিয়াছেন এবং নানাবিধ দুর্বাক্যে উত্তেজিত করিয়াছেন। কৃষ্ণ উলূকের মারফতে দুর্যোধনকে জানাইলেন যে, আগামী কল্যই দুর্যোধনের শক্তির পরীক্ষা হইবে, আর তিনি স্বয়ং যুদ্ধ না করিয়া অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করিলেও তাঁহার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতেই রাজন্যবর্গ তৃণের ন্যায় ভস্মসাৎ হইবেন।[২]

এখানেও দেখা যাইতেছে—কৃষ্ণ তাঁহার প্রকৃতিসুলভ গাম্ভীর্য ত্যাগ করেন নাই। উত্তেজিত হইলেও তিনি আত্মসংবরণ করিতে পারেন।

স্বয়ং বাসুদেব অর্জুনের সারথি হইয়াছেন শুনিয়া ভীষ্ম দুর্যোধনকে বলিয়াছেন—

বাসুদেবশ্চ সংযন্তা যোদ্ধা চৈব ধনঞ্জয়ঃ।

এষ হন্যাদ্ধি সংরব্ধো বলবান্ সত্যবিক্রমঃ ॥ ইত্যাদি। উ ১৬৮।১৯-২৩

—বাসুদেব সারথি, যোদ্ধা ধনঞ্জয়। কে দুর্ধর্ষ অর্জুনকে নিবারণ করিবে? বলবান্ সত্যবিক্রম তেজস্বী এই অর্জুন তোমার অসংখ্য সৈন্য নিধন করিবেন।

আজ মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবে। দুই পক্ষই কুরুক্ষেত্রে সজ্জিত। পার্থসারথির 'পাঞ্চজন্য' ও পার্থের 'দেবদত্ত' শঙ্খের নিনাদে যোদ্ধৃবর্গের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল।[৩] কৌরব-পক্ষের সম্মুখে অর্জুনের রথ স্থাপন করিয়াই ভগবতী দুর্গার প্রসন্নতা লাভ করিবার নিমিত্ত দুর্গার স্তোত্র পাঠ করিতে কৃষ্ণ অর্জুনকে আদেশ করিয়াছেন। অর্জুন ভক্তিভরে স্তুতি করিয়া

ভগবতীর প্রসাদলাভে ধন্য হইলেন।

কৌরবপক্ষে যুদ্ধার্থ উপস্থিত ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখ গুরুজন এবং অগণিত বন্ধুবান্ধবকে দেখিয়া অর্জুনের চিত্তে নির্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি এই কুলক্ষয়কর যুদ্ধে জয়ী হওয়া অপেক্ষা ভিক্ষাবৃত্তিকেও শ্রেয়ঃ মনে করিয়া ধনুর্বাণ ত্যাগ করিলেন এবং নিতান্ত বিষণ্ন চিত্তে রথেই বসিয়া পড়িলেন।

কৃষ্ণ তাঁহার এই বিষাদকে ক্লীবতা বলিয়াই গণ্য করিয়াছেন। তিনি কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগেব তত্ত্ব উপদেশ দিয়া অর্জুনকে তাঁহার কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি অর্জুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়া অর্জুন যে নিমিত্তমাত্র, ভগবানের ইচ্ছাতেই সমস্ত ঘটিতেছে. ইহাও বুঝাইয়া দিয়াছেন। কৃষ্ণের অমৃতোপম তত্ত্বোপদেশে অর্জুনের মোহ তিরোহিত হইয়াছে. তাঁহার বিষাদ দূর হইয়াছে। এই কৃষ্ণার্জুন-সংবাদ ভীষ্মপর্বের (২৫শ অ-৪২শ অ) আঠারটি অধ্যায়ে পরিব্যাপ্ত। ইহারই নাম—'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা'।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার অন্তিম শ্লোকে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম ॥ ভী ৪২।৭৮

—যে পক্ষে মহাযোগী কৃষ্ণ এবং ধনুর্ধর অর্জুন রহিযাছেন, সেই পক্ষেই শ্রী, বিজয়, ঐশ্বর্য এবং নীতি নিশ্চিত—ইহাই আমার বিশ্বাস। (অতএব পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করাই উচিত।)

যুদ্ধারম্ভেব পূর্ব মুহূর্তে যুধিষ্ঠির যখন রথ হইতে নামিয়া শত্রুসৈন্যের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন. তখন তাঁহার ভ্রাতৃগণ ভীত হইলেও কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের মনোভাব বুঝিতে পাবিয়াছেন। তিনি হাসিমুখে তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া বলিয়াছেন যে, ধর্মরাজ ভীষ্মাদি গুরুজনকে প্রণাম কবিয়া তাঁহাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতে যাইতেছেন।[২৪] প্রত্যেক ব্যাপারেই কৃষ্ণের অনন্যসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

পুনরায় কৃষ্ণ কর্ণকে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিবার অনুবোধ জানাইয়া বলিয়াছেন যে, ভীষ্ম যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন কর্ণ যেন পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করেন। পরে প্রয়োজন বোধ কবিলে দুর্যোধনের সাহায্য করিবেন।[২৫]

দৃঢ়চেতাঃ কৃতজ্ঞ কর্ণ কৃষ্ণের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তিনি কিছুতেই দুর্যোধনের অপ্রীতিকর কর্ম করিতে রাজী নহেন।

যুদ্ধের তৃতীয় দিবসে কৌরব-সেনাপতি ভীষ্মেব দুর্ধর্ষ প্রতাপে অসংখ্য পাণ্ডবসৈন্য প্রাণ হাবাইতেছে দেখিয়া কৃষ্ণ অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। কিছুতেই ভীষ্মকে প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হইতেছে না। কৃষ্ণ তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া চক্রহস্তে ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইয়াছেন। কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়ায় ভীষ্ম পরম আনন্দে তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান কবিলেন। অর্জুন এই দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। অতি কষ্টে কৃষ্ণকে ধরিয়া বহুবিধ অনুনয়-বিনয়ে অর্জুন তাঁহাকে না থামাইলে সেই দিন ভীষ্মের রক্ষা ছিল না। যুদ্ধের নবম দিবসেও এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে।[২৬] কৃষ্ণের এহেন ধৈর্যচ্যুতি নিতান্তই বিস্ময়কর।

সারথির কর্মে এবং অশ্বচালনেও তাঁহার কৃতিত্ব লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রতিপক্ষের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার কৌশলও তাঁহার ন্যায় অপর কোন সারথি জানিতেন না। এইজন্যও অর্জুন অনেক বিপদে রক্ষা পাইয়াছেন।[২৭]

পাণ্ডবগণের, বিশেষতঃ অর্জুনের সহিত তাঁহার কিরূপ হৃদ্যতা ছিল, তাহা তাঁহার মুখেই

শোনা যাইতেছে—

যঃ শত্রুঃ পাণ্ডুপুত্রাণাং মচ্ছত্রুঃ স ন সংশয়ঃ।

তব ভ্রাতা মম সখা সম্বন্ধী শিষ্য এব চ।
মাংসান্যুৎকৃত্য দাস্যামি ফাল্গুনার্থে মহীপতে ॥ ভী ১০৭।৩২,৩৩

—(কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন—) মহারাজ, যিনি পাণ্ডবগণের শত্রু, তিনি আমারও শত্রু—ইহা নিশ্চিত। তোমার ভাই (অর্জুন) আমার সখা, ভগিনীপতি এবং শিষ্য। অর্জুনের প্রয়োজনে আমি নিজের মাংসও কাটিয়া দিতে পারি।

একাধিক প্রসঙ্গে কৃষ্ণের মুখে অনুরূপ উক্তি শোনা যায়।[২৮] পাণ্ডবগণের শরণাগতিই কৃষ্ণের এইপ্রকার সৌহৃদ্যের কারণ বলিয়া মনে হয়। তিনিই প্রকৃতপক্ষে পাণ্ডবগণের কর্ণধার।

ভীষ্মের মুখে তাঁহার বধের উপায় জানিবার নিমিত্ত যুদ্ধের নবম দিবসের রাত্রিবেলা পাণ্ডবগণ কৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়াই পিতামহের শিবিরে গিয়াছিলেন। উপায় অবগত হইয়া অর্জুন পুনরায় বিষাদগ্রস্ত হইলে কৃষ্ণ তাঁহাকে ক্ষাত্রধর্ম স্মরণ করাইয়া প্রকৃতিস্থ করিয়াছেন। গীতার উপদেশের পুনরাবৃত্তি করিয়া অর্জুনকে কহিয়াছেন—

জ্যায়াংসমপি চেদ্ বৃদ্ধং গুণৈরপি সমন্বিতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদ্ ঘাতকমাত্মনঃ ॥ ভী ১০৭।১০১

—পূজনীয় গুণবান্ বৃদ্ধ ব্যক্তিও যদি পরম শত্রুরূপে আক্রমণ করেন, তবে নিজের ঘাতকরূপে উপস্থিত সেই আক্রমণকারীকে অবশ্যই বধ করা উচিত।

ইহাই শাশ্বত ক্ষাত্রধর্ম। মহাবুদ্ধি বৃহস্পতি ইন্দ্রকে এই কথাই বলিয়াছিলেন। নীতিশাস্ত্রের এই অনুশাসনও কৃষ্ণের মুখে শোনা যায়। এই সময় বিষণ্ণ অর্জুনকে ক্ষাত্রতেজে উদ্বুদ্ধ না করিলে শুধু শিখণ্ডীর শৌর্যে ভীষ্মের পাতন সম্ভবপর হইত না।

ভীষ্মের পতন এবং দ্রোণের শিরশ্ছেদের বৃত্তান্ত শুনিয়া শোকাকুল ধৃতরাষ্ট্রও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কৃষ্ণের বুদ্ধিবলেই এরূপ অচিন্ত্য ঘটনাও সম্ভবপর হইয়াছে। তিনি পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিতে করিতে সঞ্জয়ের নিকট কৃষ্ণের অসাধারণ বুদ্ধি ও বাহুবলের কথা বলিতেছেন। বাল্যকালেই কৃষ্ণ যে-সকল অলৌকিক দৈহিক সামর্থ্যের পরিচয় দিয়াছেন, সেইগুলিব কথা বলিতে বলিতে নিরাশায় ধৃতরাষ্ট্রের চিত্ত বিহ্বল হইয়া পডিযাছে। তিনি আরও বলিতেছেন—

যস্য যন্তা হৃষীকেশো যোদ্ধা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।
রথস্য তস্য কঃ সংখ্যে প্রত্যনীকো ভবেদ্রথঃ ॥ দ্রো ১০।১৬
অর্জ্জুনঃ কেশবস্যাত্মা কৃষ্ণোঽপ্যাত্মা কিরীটিনঃ। দ্রো ১০।১৮

—হৃষীকেশ যে রথের সারথি, আর অর্জুন যে রথের যোদ্ধা, যুদ্ধক্ষেত্রে কোন রথ তাহার প্রতিপক্ষ হইতে পারে? অর্জুন কেশবের আত্মা, আর কৃষ্ণও অর্জুনের আত্মা।

স্বার্থপর বৃদ্ধ এই সত্যটি বিলম্বে বুঝিলেন। শোচনীয়ভাবে অভিমন্যু নিহত হইলে অভিমন্যুর জননী সুভদ্রা, দ্রৌপদী এবং পত্নী উত্তরাকে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত অর্জুন কৃষ্ণকেই পাঠাইয়াছেন। কৃষ্ণ সময়োচিত প্রবোধ-বাক্যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত করিয়াছিলেন।[২৯]

অভিমন্যুর বধবার্তা শ্রবণে শোকে ও ক্রোধে অধীর অর্জুন জয়দ্রথবধের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। পরদিন সূর্যাস্তের পূর্বে জয়দ্রথকে বধ করিতে না পারিলে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে

তিনি আত্মাহুতি দিবেন—ইহাও তাঁহার প্রতিজ্ঞা। অধীরতাবশতঃ প্রতিজ্ঞা করিবার সময় তিনি কৃষ্ণের সহিত কোন পরামর্শ করেন নাই। এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া কৃষ্ণ অর্জুনকে কহিতেছেন—

অসম্মন্ত্র্য ময়া সার্দ্ধমতিভারোঽয়মুদ্যতঃ।
কথং নু সর্ব্বলোকস্য নাবহাস্যা ভবেমহি ॥ দ্রো ৭৩।৩

—আমার সহিত মন্ত্রণা না করিয়াই অতি কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়াছ। কি উপায়ে সকলের উপহাসের পাত্র না হই, ইহাই চিন্তনীয়।

সেই রাত্রিতে কৃষ্ণার্জুনের নিদ্রা হইল না। শোকে, ক্রোধে ও প্রতিজ্ঞার চিন্তায় তাঁহারা ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন সেই রাত্রিতেই মহাদেবের আরাধনা করিয়া 'পাশুপত'-অস্ত্র লাভ করিয়াছেন।

পরদিন উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ চলিয়াছে। কৌবব-পক্ষ এরূপভাবে জয়দ্রথকে রক্ষা করিতেছেন যে, তাঁহাকে বধ করা অর্জুনের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই দিকে সুর্যাস্তেরও অধিক বিলম্ব নাই। কৃষ্ণ অর্জুনকে কহিলেন যে, তিনি মায়ার দ্বারা সূর্যকে ঢাকিয়া রাখিবেন, আর সূর্য অস্তমিত হইয়াছেন ভাবিয়া জয়দ্রথ সানন্দে আত্মপ্রকাশ করিয়া অর্জুনের অগ্নি-প্রবেশ দেখিবার নিমিত্ত উল্লসিত হইযা উঠিবেন। সেই অবসরে অর্জুন যেন অতি ক্ষিপ্র গতিতে তাঁহার শিরশ্ছেদ করেন। যোগীশ্বর কৃষ্ণ তাঁহার যোগবলে সূর্যের আবরণ সৃষ্টি করিলে সত্যই জয়দ্রথ নির্ভয়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। অর্জুনও কৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে অনতিবিলম্বে জয়দ্রথের মস্তক দেহচ্যুত করিলেন। পরে কৃষ্ণের মায়াবরণ অপসারিত হইলে সকলেই দেখিতে পাইলেন যে, সূর্য অস্ত যান নাই।[৫০]

কৃষ্ণের বুদ্ধিবল ও যোগশক্তিতেই অর্জুন রক্ষা পাইলেন, তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল।

অর্জুনবধের নিমিত্ত কর্ণ তাঁহাব বাসবদত্ত 'বৈজয়ন্তী' শক্তিকে সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। কৃষ্ণও অর্জুনকে লইয়া কর্ণের সম্মুখীন হইতে ভয় পাইতেছেন। কি উপায়ে কর্ণের এই দিব্যাস্ত্র অপরের উপর নিক্ষেপ কবাইবেন—ইহাই কৃষ্ণের ভাবনা। সুযোগ উপস্থিত হইতে বিলম্ব ঘটিল না। ভীমপুত্র ঘটোৎকচেব বিক্রমে কৌরবপক্ষ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ঘটোৎকচ কর্ণকে আক্রমণ করিলে পর আত্মরক্ষার্থ নিরুপায় কর্ণ ঘটোৎকচের উপর সেই শক্তিটি নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলেন। ঘটোৎকচ নিহত হইলেন সত্য, কিন্তু কর্ণের অর্জুননিধনের আশা তিরোহিত হইল।

ঘটোৎকচেব মৃত্যুতে পাণ্ডবগণ শোকাকুল, আর কৃষ্ণ অর্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দে আত্মহারা। এই বিসদৃশ দৃশ্যে পাণ্ডবগণ স্তম্ভিত হইয়াছেন। অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণ তাঁহার অতি হর্ষের কারণ প্রকাশ কবিয়াছেন। কর্ণ আজ নির্বাপিত অনলের ন্যায় শক্তিশূন্য হওযাতে কৃষ্ণের দুশ্চিন্তা দূর হইয়াছে। এবার কর্ণকে বধ করা অর্জুনের পক্ষে অসাধ্য হইবে না।[৫১]

কৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন যে, রাক্ষসীর গর্ভজাত বলিয়া ঘটোৎকচ স্বভাবতঃ পাপাত্মা। এইভাবে সে নিহত না হইলে তিনিই তাহাকে বধ করিতে বাধ্য হইতেন। জরাসন্ধ, শিশুপাল, নিষাদপুত্র একলব্য প্রমুখ বীরগণের বধের উপায় না করিলেও এখন বিশেষ বিপদে পড়িতে হইত। ইহারাও পাপাত্মা ছিলেন। ইহাদেরও দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দিবারই আশঙ্কা ছিল। বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়াই তিনি কর্তব্য স্থির করেন। পরিশেষে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন—

যে হি ধর্ম্মস্য লোপ্তারো বধ্যাস্তে মম পাণ্ডব।

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থং হি প্রতিজ্ঞৈষা মমাব্যয়া। ইত্যাদি। দ্রো ১৭৯।২৮,২৯

—যাহারা ধর্মদ্বেষী, তাহারা আমার বধ্য। ধর্মসংস্থাপনের নিমিত্ত আমি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। এই প্রতিজ্ঞার অন্যথা হইবে না। বেদ, সত্য, দম, শৌচ, ধর্ম, লজ্জা, শ্রী, ধৃতি এবং ক্ষমা যেখানে বিরাজ করে, সেইখানেই আমার অধিষ্ঠান—ইহা নিশ্চিত জানিবে।

দুর্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন প্রভৃতি প্রত্যেক দিনই যুদ্ধবিরতির পর রাত্রিকালে মিলিত হইয়া কর্ণকে পরামর্শ দিয়াছেন, কর্ণ যেন তাঁহার ইন্দ্রদত্ত শক্তির দ্বারা পরদিনই সমরক্ষেত্রে অর্জুনকে বধ করেন। অর্জুনকে বধ করা অপেক্ষাও কৃষ্ণকে বধ করিতে পারিলেই জয়ের পথে আর কোন বাধা থাকিবে না—ইহাই তাঁহারা পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন—

কৃষ্ণাশ্রয়াঃ কৃষ্ণবলাঃ কৃষ্ণনাথাশ্চ পাণ্ডবাঃ। ইত্যাদি। দ্রো ১৮০।২৪,২৫

—কৃষ্ণই পাণ্ডবগণের আশ্রয়, বল এবং রক্ষক। কৃষ্ণই পাণ্ডবগণের মূল। মূলকে নাশ করিতে পারিলে শাখা-পত্রাদি আপনা হইতেই বিনষ্ট হইবে।

কর্ণ প্রত্যেক রাত্রিতেই সঙ্কল্প করিতেন যে, পরদিন যুদ্ধে পার্থকে বা তাঁহার সারথিকে অবশ্যই বধ করিবেন, কিন্তু সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেই সেই সঙ্কল্পের কথা মনে থাকিত না।

কর্ণের সেই অমোঘ 'বৈজয়ন্তী'-শক্তিটি ঘটোৎকচের প্রাণহরণ করিয়াই অন্তর্হিত হইল। তাই আজ কৃষ্ণ পরম উল্লাসে অর্জুনের নিকট আপন মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন—ধর্মসংস্থাপনই তাঁহার উদ্দেশ্য।

কৌরব-সেনাপতি আচার্য দ্রোণের তরুণসুলভ বিক্রম দেখিয়া কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ চিন্তিত হইয়াছেন। যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণ পরামর্শ দিলেন—আচার্যকে জয় করা অর্জুনের পক্ষেও সম্ভবপর দেখিতেছি না। ইনি যেভাবে তোমাদের শত্রু ক্ষয় করিতেছেন, এইভাবে করিতে থাকিলে সমূহ বিপদ ঘটিবে। অন্যায় উপায় আশ্রয় করিয়াই ইঁহাকে শস্ত্রত্যাগ করাইতে হইবে। অশ্বত্থামার নিধনবার্তা শুনিলে ইনি শস্ত্রত্যাগ করিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। ইঁহাকে এই সংবাদটি শোনাইতে হইবে'।

অর্জুন এই পরামর্শে কিছুতেই সায় দিতে পারিলেন না। ভীম অতিশয় উল্লসিত হইয়া আচার্যকে এই করুণ বার্তা শোনাইলেও আচার্য ভীমের কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া ধর্মরাজের মুখ হইতে যথার্থ খবর শুনিতে চাহিলে যুধিষ্ঠির ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া কৃষ্ণ বলিলেন—আচার্য যদি আর অর্ধ দিবস এইভাবে পাণ্ডবসৈন্য নিধন করেন, তবে কেহই অবশিষ্ট থাকিবে না। সুতরাং এই বিপদে যুধিষ্ঠির যেন দ্রোণের হাত হইতে সকলকে রক্ষা করেন।

অনৃতং জীবিতস্যার্থে বদন্ন স্পৃশ্যতেঽনৃতৈঃ। দ্রো ১৮৯।৪৭

—জীবন রক্ষার নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে কোন পাপ হয় না।

কৃষ্ণের এই কথায় যুধিষ্ঠির অশ্বত্থামার নিধনবার্তা আচার্যকে শোনাইয়া অস্ফুটস্বরে 'হতঃ কুঞ্জরঃ' এই কথাটিও জুড়িয়া দিয়া মিথ্যার উপর সত্যের প্রলেপ দিলেন। জীবন রক্ষার্থ মিথ্যা বলিলেও পাপ হয় না—কৃষ্ণের এই উপদেশ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। কৃষ্ণের চরিত্রে কোথাও কোন দুর্বলতা দেখা যায় না।

দ্রোণাচার্যের শিরশ্ছেদের পর পাণ্ডবপক্ষে ঘোর আত্মকলহ ঘটিয়া গেল। অর্জুনের তিরস্কার-বাক্যে সকলেই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন আর সাত্যকির বাগ্‌যুদ্ধ যখন গদাযুদ্ধে পরিণত হইতে চলিয়াছে, তখন কৃষ্ণই অতি কষ্টে উভয়কে ধরিয়া থামাইয়াছেন।

পিতার শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদে অশ্বত্থামা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন। শত্রুপক্ষ নির্মূল করিবার নিমিত্ত তিনি ভীষণ নারায়ণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে রণক্ষেত্রে 'ত্রাহি ত্রাহি' রব উঠিল। কৃষ্ণ যদি সকল সৈন্যকে শস্ত্রত্যাগ করাইয়া রথাদি হইতে না নামাইতেন, তবে কাহারও জীবন রক্ষা পাইত না। বলদর্পিত ভীম শস্ত্রত্যাগ না করায় মহা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কৃষ্ণ বলপূর্বক তাঁহাকেও রথ হইতে নামাইয়া এবং শস্ত্রত্যাগ করাইয়া বাঁচাইয়াছেন। কি উপায়ে নারায়ণাস্ত্র ব্যর্থ করা যায়, কৃষ্ণ তাহা জানিতেন বলিয়াই সকলে বাঁচিয়া গেলেন।

কৌরবপক্ষে কর্ণ সেনাপতিরূপে অভিষিক্ত হইয়া ভীষণ বিক্রমে পাণ্ডবসৈন্য নিধন করিতেছেন। কর্ণের হাতে চরম লাঞ্ছিত হইয়া যুধিষ্ঠির পৃষ্ঠপ্রদর্শনে বাধ্য হইয়াছেন। শিবিরে ফিরিয়া তিনি ক্ষোভে ও দুঃখে অর্জুনকে, বিশেষতঃ তাঁহার গাণ্ডীবকে তিরস্কার করায় অর্জুন যুধিষ্ঠিরের শিরশ্ছেদনের নিমিত্ত অসি ধারণ করিয়াছেন। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা আছে—যে তাঁহার গাণ্ডীবের নিন্দা করিবে, তিনি তাঁহাকে বধ করিবেন। কৃষ্ণ অর্জুনের এই অসদৃশ সঙ্কল্পের জন্য তাঁহাকে নিন্দা করিয়া কহিলেন যে, গুরুজনকে মুখে তিরস্কার করিলেই তাঁহাকে বধ করা হয়। এবার অর্জুন অতি কঠোর ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগ করায় তাঁহার মনে এরূপ গ্লানি উপস্থিত হইল যে, তিনি আত্মহত্যা করিয়া এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার উদ্দেশ্যে পুনরায় অসি নিষ্কাশন করিলেন। এবারও কৃষ্ণ তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন যে, নিজমুখে নিজের সুকৃতি কীর্তনই আত্মহত্যার সমান। কৃষ্ণের অনুরোধে অর্জুন তাহাই করিলেন। লজ্জায় ও ক্ষোভে উভয় ভ্রাতাই একান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। নানাবিধ প্রবোধ-বাক্যে কৃষ্ণই পুনরায় উভয়কে প্রকৃতিস্থ করিয়াছেন। কৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহই এই নিদারুণ সঙ্কটে পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিতে পারিতেন না।

মহাসমরের সপ্তদশ দিবসে কর্ণনিধনের সঙ্কল্প করিয়া কৃষ্ণার্জুন রথে আরোহণ করিয়াছেন। কৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ কর্ণের সকল দুষ্কর্মের উল্লেখ করিয়া অর্জুনকে উত্তেজিত করিতেছেন। অভিমন্যুর বধে কর্ণ কিরূপ হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়া অর্জুনের ক্রোধ উদ্দীপিত করিতেছেন। কর্ণার্জুনের দ্বৈরথ-যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। অনেক ক্ষণ ভীষণ যুদ্ধের পর অকস্মাৎ কর্ণের রথের চাকা ভূমিতে নিমগ্ন হইয়া পড়িল। ক্ষোভে ও দুঃখে কর্ণের চক্ষু দুইটি অশ্রুভারাক্রান্ত। তিনি অর্জুনের নিকট এক মুহূর্ত সময় চাহিয়া অর্জুনকে ধর্মযুদ্ধের রীতিনীতি শোনাইতেছেন। কর্ণের করুণ আবেদনে পাছে অর্জুনের চিত্ত আর্দ্র হইয়া পড়ে—এই আশঙ্কায় কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ কর্ণকে কহিলেন—'হে রাধেয়, সৌভাগ্যবশতঃ তুমি এখন ধর্মকে স্মরণ করিতেছ। সাধারণতঃ নীচাশয় ব্যক্তিগণ বিপদে পড়িলেই দৈবের দোহাই দিয়া থাকে, কিন্তু আপন কুকর্ম স্মরণ করে না। বিষপ্রয়োগে ভীমসেনের হত্যার ষড়যন্ত্র, দ্যূতসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা, বারণাবতের জতুগৃহে সমাতৃক পাণ্ডবগণকে পোড়াইয়া মারিবার চক্রান্ত, তের বৎসর বনবাসের পরেও পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরাইয়া না দেওয়া, অনেকে ঘিরিয়া বালক অভিমন্যুকে নিধন—ইত্যাদি দুষ্কর্ম তোমার অবিদিত নহে। তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল?

যদ্যেয ধর্ম্মস্তত্র ন বিদ্যতে হি
কিং সর্ব্বথা তালুবিশোষণেন। ক ৯১।১২

—সেইসকল কাজের বেলা যদি এই ধর্ম না থাকে, তবে এখন 'ধর্ম ধর্ম' বলিয়া তালু শুকাইলে কি ফল হইবে? (আজ ধর্মকে স্মরণ করিলেও তোমার জীবন থাকিবে না।)

কৃষ্ণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। সমস্ত ঘটনা স্মরণ করিয়া অর্জুন দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া

উঠিয়াছেন। গাণ্ডীব-নির্মুক্ত মহাস্ত্রে তৎক্ষণাৎ তিনি কর্ণের মস্তক দেহচ্যুত করিলেন।

মহাযুদ্ধের অন্তিম দিবসে সেনাপতি শল্যের নিধনের পর শোকাকুল দুর্যোধন সমবপ্রাঙ্গণ হইতে পলাইয়া দ্বৈপায়ন-হ্রদে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ তাঁহার সন্ধান পাইয়া হ্রদের তীরে উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডবগণের তিরস্কাব-বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া অভিমানী দুর্যোধন তীরে উঠিয়া আসিলে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বর্মাদি দিয়া বলিলেন যে, যে-কোন একজন পাণ্ডবকে হারাইতে পারিলেই দুর্যোধন বিজয়ী বলিয়া গণ্য হইবেন। যুধিষ্ঠিরের এই হঠকারিতায় কৃষ্ণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে ভর্ৎসনা করিযা বলিতেছেন—'রাজন্, ভীম ব্যতীত অপর কাহাকেও দুর্যোধন আহ্বান করিলে তোমাদের কি গতি হইবে ? বিধি তোমার অদৃষ্টে চিরজীবন বনবাসেরই ব্যবস্থা কবিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে।'

অভিমানী দুর্যোধন নাম ধরিয়া কাহাকেও আহ্বান না করাতেই ভীম গদাহস্তে অগ্রসর হইয়াছেন। ভাবপ্রবণ যুধিষ্ঠিরও দৈবক্রমে রক্ষা পাইয়াছেন।[১৪] কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ না করিয়া যুধিষ্ঠির আপন বুদ্ধিতে যে-সকল কাজ করিয়াছেন, তাহার অনেকগুলির ফলই ভাল হয় নাই।

গদাযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন কবিযা ভীম দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ করায় বলবাম অত্যধিক ক্রুদ্ধ হইয়া লাঙ্গলহস্তে ভীমকে তাড়া করিয়াছেন। কৃষ্ণ বলরামকে ধরিয়া থামাইয়াছেন এবং নানাবিধ সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছেন। কৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত না থাকিলে সেইদিন ভীমকে আর কেহই বাঁচাইতে পারিতেন না।[১৫]

ভূপাতিত দুর্যোধন ছিন্নপুচ্ছ সর্পের ন্যায় দেহ কিঞ্চিৎ উন্নমিত করিয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্বক কহিতে লাগিলেন—'হে কংসের দাসপুত্র, তোমার চক্রান্তেই আমার ঊরুভঙ্গ হইল। তুমি যে অর্জুনের দ্বারা ভীমকে সঙ্কেত করিয়াছিলে, আমি কি তাহা দেখিতে পাই নাই ? শিখণ্ডীকে পুরোভাগে রাখিয়া অর্জুনের দ্বারা ভীষ্মের পাতন, ছলপূর্বক যুধিষ্ঠিরের দ্বারা অশ্বত্থামার নিধনসংবাদ জানাইয়া দ্রোণকে নিরস্ত্রীকরণ, কর্ণের বাসবদত্ত শক্তি ঘটোৎকচের উপর প্রক্ষেপের চক্রান্ত, সাত্যকির দ্বারা ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবার শিরশ্ছেদন, মহীতে রথচক্র গ্রস্ত হইলে পর অর্জুনকে উত্তেজিত করিয়া মহাবীর কর্ণের বধসাধন প্রভৃতি অন্যায় কর্ম তোমারই ষড়যন্ত্রে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ত্বয়া পুনরনার্য্যেণ জিহ্মমার্গেণ পার্থিবাঃ।
স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্তো বয়ঞ্চান্যে চ ঘাতিতাঃ। শল্য ৬১।৩৮

—স্বধর্মনিরত রাজন্যবর্গকে এবং আমাকে অন্যায় উপায়ে অনার্য তুমিই বধ করাইয়াছ'।

দুর্যোধনের তিরস্কারে ক্ষুব্ধ হইলেও কৃষ্ণ স্থিরভাবে দুর্যোধনের সমস্ত দুষ্কর্মের উল্লেখ করিয়া পরিশেষে কহিলেন—

যান্যকার্য্যাণি চাস্মাকং কৃতানীতি প্রভাষসে।
বৈগুণ্যেন তবাত্যর্থং সর্ব্বং হি তদনুষ্ঠিতম্ ॥ শল্য ৬১।৪৭

—আমাদের যে-সকল অন্যায় কর্মের উল্লেখ করিতেছ, সমস্তই তোমার অত্যধিক দুষ্কার্যের প্রতিশোধরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

কৃষ্ণের এই উত্তর হইতে জানা যাইতেছে—'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' এই নীতিরই তিনি পক্ষপাতী। প্রয়োজন হইলে অন্যায় উপায়েও অন্যায়কারীকে শাস্তি দেওয়া নীতিবিগর্হিত নহে।

দেবতা, গন্ধর্ব এবং সিদ্ধগণ দুর্যোধনের যশোগান করিতেছেন দেখিয়া পাণ্ডবগণ

দুর্যোধন-কথিত নিজেদের অন্যায় আচরণের জন্য বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ তাঁহাদের বিষাদ দূর করিবার নিমিত্ত কহিলেন—শুধু ন্যায়পথে থাকিয়া এই যুদ্ধ জয় করা সম্ভবপর হইত না বলিয়াই তিনি সেইসকল মন্ত্রণা দিয়াছেন এবং এইভাবে শত্রুনির্যাতন করাতে কোন পাপ হয় না।

সদ্ভিশ্চানুমতঃ পন্থাঃ স সর্ব্বৈরনুগম্যতে। শল্য ৬১।৬৭

—সাধু ব্যক্তিগণও এই উপায়ের অনুমোদন করিয়াছেন এবং সকলেই এই পথ গ্রহণ করেন।

পার্থসারথির কৃত্য প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। যুদ্ধেব অন্তিম দিনের সায়ংকালে পাণ্ডবগণ দুর্যোধনের শিবিরে প্রবেশ করিতেছেন। শিবিরদ্বারে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ অর্জুনকে কহিলেন যে, গাণ্ডীব ও তূণীর সহ তিনি যেন পূর্বে রথ হইতে অবরোহণ করেন, কৃষ্ণ স্বয়ং পরে নামিবেন। কৃষ্ণের কথামত কাজ হইল। বানরধ্বজ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইবামাত্র রশ্মি ও বাহন সহ রথখানি ভস্মসাৎ হইয়া গেল। সকলে পরম বিস্ময়ে এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। সমধিক বিস্মিত অর্জুনের জিজ্ঞাসার উত্তরে কৃষ্ণ বলিতেছেন—'দ্রোণ ও কর্ণের আগ্নেয়াস্ত্রে তোমার রথখানি পূর্বেই দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমি এই রথে উপবিষ্ট ছিলাম বলিয়া রথখানি একেবারে বিশীর্ণ হয় নাই'। অতঃপর যুধিষ্ঠিরকে প্রীতি-আলিঙ্গনে অভিনন্দন জানাইয়া কৃষ্ণ স্মিতমুখে সকলকেই যথাযোগ্য সংবর্ধনা করিলে যুধিষ্ঠির কহিলেন—

উপপ্লব্যে মহর্ষির্মে কৃষ্ণো দ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ।
যতো ধর্ম্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ॥ শল্য ৬২।৩২

—উপপ্লব্যনগরে মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন আমাকে বলিয়াছিলেন—ধর্ম যেখানে কৃষ্ণ সেইখানে, কৃষ্ণ যেখানে জয় সেইখানে। (তোমার প্রসাদেই এই ভীষণ রণসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছি।)

যুদ্ধ তো সমাপ্ত হইল, কিন্তু পুত্রশোকাতুর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সম্মুখে কিভাবে উপস্থিত হইবেন—এই চিন্তায় যুধিষ্ঠির ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। বিশেষতঃ অন্যায় উপায়ে দুর্যোধনকে ভূপাতিত করার জন্য তপস্বিনী গান্ধারী অভিসম্পাত করিতে পারেন—এই আশঙ্কায় তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। এই বিপদ উত্তীর্ণ হইতেও যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া কহিলেন—'হে বার্ষ্ণেয়, তুমি যদি আমাদের কাণ্ডারী না হইতে তবে যুদ্ধজয়ের কল্পনাও করিতে পারিতাম না। আমাদিগকে রক্ষা করার জন্য তুমি কৌরবদের অনেক কঠোর তিরস্কার সহ্য করিয়াছ। গান্ধারীর ক্রোধে আমাদের এই যুদ্ধজয় যাহাতে বিফল না হয়, তোমাকেই সেই উপায় করিতে হইবে। হে মহাপ্রাজ্ঞ, তুমি ছাড়া আর কেহই সেই তপস্বিনীর ক্রোধ শান্ত করিতে পারিবেন না।'

যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনায় কৃষ্ণ রথে চড়িয়া হস্তিনায় যাত্রা করিয়াছেন। মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন পূর্বেই ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে প্রবেশ করিয়া মহর্ষি, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে প্রণাম করিলেন। তারপর ধৃতরাষ্ট্রের হাতে হাত রাখিয়া উচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে শান্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন—'হে ভারত, আপনার তো কিছুই অবিদিত নহে। ধর্মপরায়ণ পাণ্ডবগণ অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াও শান্তির নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদেরই দূতরূপে কুরুসভায় উপস্থিত হইয়া এই কুলক্ষয় নিবারণের উদ্দেশ্যে আমি যাহা যাহা বলিয়াছিলাম, আপনি সকলই শুনিয়াছেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রমুখ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের হিতবচনেও কোন ফল হয় নাই। বিধির বিধানেই যেন শান্তি স্থাপিত হয় নাই। কালের নির্মম বিধানে মানব মোহগ্রাসে পতিত হয়। আপনি

সেই গ্রাসেই পতিত হইয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের কিছুমাত্র দোষ নাই। আত্মকৃত অপরাধের ফল ভোগ করিতে হইবে। পাণ্ডবদের প্রতি অসূয়াপরায়ণ হইবেন না। হে ভারত, এখন আপনার বংশধারা, পিণ্ডপ্রাপ্তি প্রভৃতি সমস্তই পাণ্ডবদের মঙ্গলের উপর নির্ভর করিতেছে। তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। এই মর্মান্তিক কুলক্ষয়ে ধর্মরাজ আপনার ও গান্ধারীর শোকের বিষয় ভাবিয়া দিবারাত্রি দগ্ধ হইতেছেন। তাঁহার শ্রদ্ধাভক্তির কথা আপনারা ভালরূপেই জানেন। লজ্জায় ও দুঃখে তিনি আপনাদিগকে মুখ দেখাইতে অসমর্থ।'

অতঃপর গান্ধারীকে সম্বোধন করিয়া কৃষ্ণ কহিতেছেন—"হে সাধ্বি, তোমার ন্যায় ধর্মশীলা আর কে আছে? কুরুসভায় উপস্থিত হইয়া পুত্রকে যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলে, তোমার পুত্র তাহার কিছুই গ্রহণ করেন নাই। বিজয়ার্থী পুত্রকে তুমিই স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলে—'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।' তোমার আশীর্বাদই সত্যে পরিণত হইয়াছে। শোক পরিত্যাগ কর। তুমি ইচ্ছা করিলে ক্রোধদীপ্ত নেত্রপাতে পৃথিবী ভস্ম করিতে পার। পাণ্ডবদের অকল্যাণচিন্তা করিবে না—এই প্রার্থনা।"[২৬]

কৃষ্ণের এইসকল কথায় ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর ক্রোধের কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্রের হাতে ধরিয়া কৃষ্ণ কাঁদিতেছেন—এই দৃশ্যে কৃষ্ণের অন্তঃকরণে কঠোর নীতিবোধ ছাড়াও যে একটি কোমলতা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবহমানা, তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। কর্তব্যবোধে তিনি অনেক কিছু করিলেও হতবান্ধব হতপুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর শোকক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারেন নাই।

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে কথঞ্চিৎ শান্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণ যোগবলে অশ্বত্থামার পাপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ব্যাসদেব, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এদিকে অশ্বত্থামা সেই রাত্রিতেই অতর্কিতে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণের অনুপস্থিতির সুযোগে ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী প্রমুখ পাঞ্চালগণ ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকেই হত্যা করিয়াছেন। পরে পাণ্ডবদের ভয়ে তিনি পলাইয়া ভাগীরথীতীরে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। শোকার্তা দ্রৌপদীর প্ররোচনায় তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার নিমিত্ত ভীমসেন ভীমবেগে ভাগীরথীর দিকে ধাবিত হইলেন।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির-সমীপে উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত শুনিয়াই কহিলেন যে, একাকী ভীমের যাওয়া উচিত হয় নাই। কারণ অশ্বত্থামা ব্রহ্মশির-অস্ত্রের প্রয়োগ জানেন। তাহা প্রয়োগ করিলে ভীম সেই ভয়ঙ্কর দিব্যাস্ত্র প্রতিহত করিতে পারিবেন না। এই কথা বলিয়াই যুধিষ্ঠির ও অর্জুনকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ রথারোহণে ভীমের অনুসরণ করিয়াছেন। কৃষ্ণের অনুমানই সত্য হইয়াছিল। কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন যদি সেই দিব্যাস্ত্রের তেজ না কমাইতেন, তবে সেই দিন এক প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়া যাইত। ব্যাসপ্রমুখ ব্যক্তিগণের অনুরোধেও অশ্বত্থামা সেই দিব্যাস্ত্র সংহরণ করিতে না পারিয়া অগত্যা উত্তরার গর্ভস্থ পুত্রের উপর নিক্ষেপ করেন। কৃষ্ণ তখনই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, তিনি এই শস্ত্রদগ্ধ মৃত সন্তানকে নিশ্চয়ই উজ্জীবিত করিবেন এবং এই সন্তানই পাণ্ডবদের বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবে। এই কাপুরুষোচিত কর্মের জন্য কৃষ্ণ অশ্বত্থামাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন যে, অশ্বত্থামা তিন হাজার বৎসর নিতান্ত দীনভাবে নিঃসঙ্গ হইয়া বনে-জঙ্গলে ভ্রমণ করিবেন, আর তাঁহার দেহ কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হইবে।[২৭]

কৃষ্ণ পূর্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র সুযোগ পাইলেই তাঁহার শতপুত্রহন্তা ভীমকে কখনও ছাড়িবেন না। পাণ্ডবদের বনবাসের সময় দুর্যোধন লোহার দ্বারা ভীমের এক

মূর্তি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই মূর্তিকে প্রতিপক্ষ কল্পনা করিয়া তিনি গদাযুদ্ধ অভ্যাস করিতেন। কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করিলে শোকে ক্রোধে দিশাহারা বৃদ্ধ ভীমকে স্নেহালিঙ্গন করিতে চাহিলেন। কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় বুঝিয়া সেই লৌহমূর্তিকে তাঁহার কাছে উপস্থিত করিতেই অতি বলবান ধৃতরাষ্ট্র এমনই আলিঙ্গন করিলেন যে, তাঁহার দুই বাহু ও বুকের চাপে মূর্তিটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িল। ধৃতরাষ্ট্রের মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে লাগিল। তিনি ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন। পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি ভীমের জন্য শোক করিতেছেন দেখিয়া কৃষ্ণ ঈষৎ তিরস্কারের সুরে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আসল ঘটনাটি প্রকাশ করিয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্র এই ব্যাপারে পরম লজ্জিত হইলেন। কৃষ্ণ অতি মৃদু ভর্ৎসনার সুরে পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিতে লাগিলেন—'রাজন, শাস্ত্রজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান হইয়াও নিজের অপরাধ স্মরণ না করিয়া কেন কুপিত হইতেছেন? আপনি পুত্রের পক্ষপাতী হইয়া হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ্বর্গের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়াছিলেন। নিজের পাপ অভিসন্ধি ও পুত্রগণের দুষ্কর্ম স্মরণ করুন। অনুগত পাণ্ডবগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও স্মরণ করা উচিত।' কৃষ্ণের বচনে লজ্জিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র নিজের দোষ স্বীকার করিলেন এবং ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের গায়ে সস্নেহে হাত বুলাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন। ৮

কৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া পাণ্ডবগণ গান্ধারীর সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। গান্ধারী পাণ্ডবদের অনিষ্ট কামনা না করিলেও তাঁহার দৃষ্টিমাত্রই যুধিষ্ঠিরের হাতের নখ কুৎসিত হইয়া গিয়াছে। ব্যাসদেব পুনঃ পুনঃ নানাবিধ সান্ত্বনা-বচনেও গান্ধারীকে স্থির রাখিতে পারিতেছেন না। শোকে তাঁহার মর্মস্থল যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। বার বার তিনি মূর্ছিতা হইতেছেন। হতবান্ধবা বিধবা বধূগণের করুণ আর্তনাদে গান্ধারীর শোক যেন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। মহাশ্মশানে পুত্রপৌত্রাদির ছিন্ন দেহ দেখিয়া শোকে ও ক্ষোভে তাঁহার বুদ্ধি যেন লোপ পাইয়াছে। এই মহাযুদ্ধের জন্য কৃষ্ণকেই দোষী স্থির করিয়া তিনি অভিসম্পাত করিলেন। কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন— হে কেশব তুমি অসীম ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও এই দারুণ লোকক্ষয় কেন উপেক্ষা করিলে? তুমি ইচ্ছাপূর্বকই কুরুকুলের এহেন সর্বনাশ নিবারণ কর নাই। এই উপেক্ষার ফল তোমাকে পাইতেই হইবে। হে চক্রগদাধর, পাতিব্রত্যের দ্বারা আমি যে তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, তাহারই বলে তোমাকে অভিসম্পাত করিতেছি—আজ হইতে পয়ত্রিশ বৎসর পরে তোমার জ্ঞাতিগণও পরস্পর হানাহানি করিয়া নির্মূল হইবে, আর তুমিও জ্ঞাতিবান্ধব ও পুত্রগণকে হারাইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিবে এবং শোচনীয়ভাবে নিহত হইবে। কুরুবংশের বিধবাগণের মত তোমার বংশের বিধবাগণও করুণ আর্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ করিবেন।'

কৃষ্ণ এই অভিসম্পাত শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়াই যেন কহিলেন—'আমি ছাড়া আর কেহই বৃষ্ণিকুলকে সংহার করিতে পারিবে না। এই অবস্থা যে ঘটিবে, তাহা আমার অজানা নহে।' ৯

পাণ্ডবগণ গান্ধারীর অভিসম্পাত শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছেন। কৃষ্ণও যে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি গান্ধারীকে বলিতেছেন—'গান্ধারি উঠ, উঠ। শোক করিও না। তোমারই অপরাধে কুরুবংশ ধ্বংস হইয়াছে। তোমার দুরাত্মা পুত্র দুর্যোধনের দুষ্কার্যের অন্তরালে তোমারও দুষ্কর্ম ছিল। আজ তুমি নিজের অপরাধকে সাধু আচরণ বলিয়া মনে করিতেছ। নিজের অপরাধকেই আমার উপর চাপাইয়া এখন অভিসম্পাত করিতেছ। তোমার ন্যায় রাজপুত্রী এইপ্রকার দুরাত্মা পুত্রকেই গর্ভে ধারণ

করে ।'

কৃষ্ণের মুখে এইপ্রকার অপ্রিয় বচন শুনিয়া শোকব্যাকুলা, গান্ধারী চুপ করিয়া রহিলেন ।[৪০]

ক্ষুব্ধ কৃষ্ণের কথার ভিতরে কি গান্ধারীর যৌবনের সেই দুষ্কর্মের (গর্ভপাতনের চেষ্টা) ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে ?

যুদ্ধে নিহত বীরগণের পারলৌকিক কৃত্য সম্পন্ন হইয়াছে । ব্যাসদেব, কৃষ্ণ, ভীমাদি ভ্রাতৃগণ এবং দ্রৌপদী নানাবিধ যুক্তিপূর্ণ সান্ত্বনাবাক্যে অতি কষ্টে বিষণ্ণ যুধিষ্ঠিরের শোকের লাঘব করিয়াছেন । এবাব যুধিষ্ঠির সকলকে সঙ্গে লইয়া হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিতেছেন । কৃষ্ণও রথারোহণে তাঁহার অনুগামী হইলেন । সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যুধিষ্ঠির যুক্তকরে কৃষ্ণের স্তুতি করিলেন । কৃষ্ণের অনুগ্রহেই যে তিনি পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইয়াছেন, পুনঃ পুনঃ এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সবিনয়ে কৃষ্ণের চিরপ্রসন্নতা প্রার্থনা করিলেন ।[৪১]

দুই চারিদিনের মধ্যেই রাজ্যশাসনের সর্বপ্রকার সুব্যবস্থা করিয়া একদিন প্রাতঃকালে যুধিষ্ঠিব বিনীতভাবে কৃষ্ণেব সমীপে উপস্থিত হইয়া—

দদর্শ কৃষ্ণমাসীনং নীলমেঘসমদ্যুতিম্ । ইত্যাদি । শা ৪৫।১৩-১৬

—মণিকাঞ্চনভূষিত পালঙ্কে উপবিষ্ট, নীল মেঘের ন্যায় কান্তিযুক্ত কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন । চতুর্ভুজ[৪২] মহাপুরুষের উজ্জ্বল দেহ দিব্য আভরণে বিভূষিত । পীতবর্ণ কৌশেয় বস্ত্র পরিধানে থাকায় তাঁহাকে সুবর্ণ-মধ্যবর্তী নীলকান্ত-মণির ন্যায় দেখাইতেছিল । বক্ষঃস্থলে কৌস্তভমণি বিরাজিত থাকায় তাঁহার দেহপ্রভা যেন সূর্যোদয়কালীন উদয়গিরির ন্যায় । লোকত্রয়ে এই রূপের উপমা নাই ।

যুধিষ্ঠির কুশল প্রশ্ন করিয়াও কোন উত্তর পাইলেন না । মহাযোগী ধ্যানে নিমগ্ন । অনেক স্তবস্তুতি করিয়া যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া সবিনয়ে এই ধ্যানের কারণ জানিতে চাহিলে বাসুদেব কহিলেন—

শরতল্পগতো ভীষ্মঃ শাম্যন্নিব হুতাশনঃ ।
মাং ধ্যাতি পুরুষব্যাঘ্রস্ততো মে তদ্গতং মনঃ ॥ শা ৪৬।১১

—নির্বাণোন্মুখ অগ্নির ন্যায় শরশয্যাগত পুরুষব্যাঘ্র ভীষ্ম আমার ধ্যান করিতেছেন । এইজন্য আমার মনও তাঁহার কাছে চলিয়া গিয়াছে ।

কৃষ্ণ আরও কহিলেন যে, মহাপুরুষ ভীষ্মের দেহত্যাগের বেশী দিন বাকী নাই । তাঁহার তিরোধানে পৃথিবী একজন মহাজ্ঞানী মহাত্মাকে হারাইয়া তমসাচ্ছন্ন রাত্রির ন্যায় শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইবে । সুতরাং যুধিষ্ঠির যেন অবিলম্বে সেই মহাপুরুষের পদপ্রান্তে বসিয়া জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করেন । যুধিষ্ঠির সাশ্রুনয়নে নিবেদন করিলেন যে, তিনি কৃষ্ণকে পুরোভাগে লইয়া পিতামহের পদপ্রান্তে যাইতে ইচ্ছা করেন । তখনই রথে চড়িয়া কৃষ্ণ, সাত্যকি, কৃপ ও পঞ্চ পাণ্ডব যাত্রা করিয়াছেন । এদিকে নারদ, ব্যাস, সুমন্তু, জৈমিনি প্রমুখ ঋষিগণে পরিবেষ্টিত ভীষ্ম যেন গ্রহগণ-পরিবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় শোভিত হইয়া তদ্গতচিত্তে কৃষ্ণের স্তব করিতেছিলেন । সেই সময়েই স্বয়ং কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া ভীষ্মের আনন্দের সীমা রহিল না । কৃষ্ণের কৃপায় ভক্তশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম কৃষ্ণের দিব্যরূপ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন ।

পরস্পর সম্ভাষণাদির পর কৃষ্ণ বলিলেন—'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনার তিরোধানে পৃথিবীর মহান্ জ্ঞানরাশি তিরোহিত হইবে । যুধিষ্ঠিরের চিত্ত জ্ঞাতিশোকে মোহাবিষ্ট । আপনি

ধর্মার্থযুক্ত উপদেশে ধর্মরাজের শোকের উপশম করুন।'[৪৩]

একমাত্র কৃষ্ণই এই কাজের যোগ্য পুরুষ বলিয়া ভীষ্ম তাঁহাকেই উপদেষ্টার আসনে বসাইয়া স্বয়ং শ্রোতা হইবার বাসনা ব্যক্ত করিলে কৃষ্ণ বলিলেন—'হে মহাভাগ, আমি আপনাকে সমধিক যশস্বিরূপে দেখিতে চাই। আমার জ্ঞান আপনাতে প্রতিভাত হউক। আপনার কীর্তি চিরস্থায়িত্ব লাভ করুক। জিজ্ঞাসু পাণ্ডবকে আপনি যে-সকল উপদেশ দিবেন—

বেদপ্রবাদ ইব তে স্থাস্যতে বসুধাতলে। শা ৫৪।২৯

—আপনার সেইসকল উপদেশ পৃথিবীতে বেদবাক্যের ন্যায় পূজিত হইবে।

অতঃপর যুধিষ্ঠিরের অসংখ্য জিজ্ঞাসার উত্তরে ভীষ্ম যে-সকল উপদেশ দিয়াছেন এবং প্রাচীন ইতিবৃত্তের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেই শান্তিপর্ব ও অনুশাসনপর্ব চির সমুজ্জ্বলতা লাভ করিয়াছে।

অন্তিম মুহূর্তে পরম ব্রহ্মজ্ঞানে কৃষ্ণকে দর্শন করিতে করিতে ভীষ্ম পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিলেন।[৪৪]

এহেন বীরপুত্র শিখণ্ডীর বাণে শরশয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ভীষ্মজননী গঙ্গাদেবী করুণ বিলাপ করিতে থাকিলে কৃষ্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছেন—'দেবি, তোমার পুত্র অষ্টবসুর অন্যতম। শাপগ্রস্ত হইয়া মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছিলেন। ধনঞ্জয়ের বাণে ইচ্ছামৃত্যু মহাপুরুষ শরশয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পরম গতি লাভ করিয়াছেন।' কৃষ্ণেব বচনে ভীষ্মজননীর শোকের লাঘব হইয়াছে।[৪৫]

ভীষ্মের দেহত্যাগের পর পুনরায় যুধিষ্ঠির শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িলে কৃষ্ণ তাঁহাকে বলিতেছেন—'মহারাজ, পরলোকগত ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত শোকাকুল হইলে লোকান্তরিত বন্ধুবান্ধবও শোকসন্তপ্ত হইয়া পড়েন। যজ্ঞ, পূজা, দানদক্ষিণা প্রভৃতি সৎকর্মের দ্বারা এই শোক হইতে মুক্ত হও'।[৪৬] ব্যাসদেবও এইরূপ উপদেশ দিয়া যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ-যজ্ঞে প্ররোচিত করিয়াছেন।

কৃষ্ণ মহামুনি উপমন্যুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কঠোর তপস্যা করিযাছিলেন। তাঁহাব তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবতী উমা ও দেবদেব উমাপতি বর প্রদান করেন। সেই বরের প্রভাবেই কৃষ্ণ যোগীশ্বর হইতে পারিয়াছেন। কৃষ্ণের ভার্যার সংখ্যা ছিল ষোল হাজার এবং তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদিও অসংখ্য।[৪৭]

একদা ব্রাহ্মণগণের আচরণে কুপিত হইয়া কৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, কেন ব্রাহ্মণগণকে এরূপ সম্মান করিতে হয়। কৃষ্ণ পুত্রের নিকট ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে যাইয়া আপন জীবনেরই একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। অতিথিরূপে উপস্থিত কোপনস্বভাব মহর্ষি দুর্বাসার নানাবিধ অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিয়া কি উপায়ে তিনি দুর্বাসার পরিচর্যা করিয়াছেন এবং অবশেষে মহর্ষির বরে কিরূপ ধন্য হইয়াছেন—এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া পরিশেষে পুত্রকে বলিয়াছেন যে, কখনও ব্রাহ্মণকে অবমাননা করিতে নাই। মহর্ষি দুর্বাসা তাঁহার উচ্ছিষ্ট পায়স সর্বাঙ্গে লেপন করিবার আদেশ করিলে কৃষ্ণ পদতল ব্যতীত সর্বদেহে সেই উচ্ছিষ্ট লেপন করিয়াছিলেন। দুর্বাসা ইহা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, পদতলে আহত হইয়াই কৃষ্ণ দেহত্যাগ করিবেন।[৪৮]

কৃষ্ণের এই পুত্রানুশাসন এবং যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে ব্রাহ্মণের চরণ প্রক্ষালনের ভার লওয়া হইতে বোঝা যাইতেছে—তৎকালীন সমাজস্থিতির মর্যাদা তিনি কখনও লঙ্ঘন করেন নাই।

ভীষ্মের দেহত্যাগের পরে কৃষ্ণ হস্তিনাতেই অবস্থান করিতেছেন। একদা অর্জুন সবিনয়ে কৃষ্ণকে কহিলেন যে, মহাযুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে কৃষ্ণের মুখে তিনি কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের যে-সকল তত্ত্ব শুনিযাছিলেন, সেইগুলি ভুলিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণ দ্বারকাযাত্রার পূর্বে পুনরায় তাঁহার মুখে সেইসকল উপদেশ তিনি শুনিতে চান। কৃষ্ণ কহিলেন, তখন তিনি যোগযুক্ত হইয়াই গীতাব তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছেন, এখন সেইরূপ বিস্তৃতভাবে বলার উপায় নাই, সংক্ষেপে তিনি পুনরায় সেই তত্ত্বেরই উপদেশ দিবেন। অর্জুনের এই স্মৃতিভ্রংশ কৃষ্ণের বিবক্তি উৎপাদন করিলেও তিনি তাঁহার প্রিয় সখার অনুরোধ উপেক্ষা কবিতে পারেন নাই। পুনরায় সংক্ষেপে শ্রীমদ্ভাগবদগীতার সকল তত্ত্বই বিবৃত করিয়াছেন। এই প্রকরণকে 'অনুগীতাপর্ব'[৮] বলা হয়।

অর্জুনকে এই উপদেশ দেওয়ার পরদিনই কৃষ্ণ দ্বারকায় যাত্রা করিয়াছেন। পথিমধ্যে ভৃগুনন্দন মহামুনি উতঙ্কেব সহিত তাঁহাব সাক্ষাৎ হইল। উতঙ্ক ভাবিতেছিলেন যে, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই কুরুপাণ্ডবের মধ্যে শান্তি স্থাপন কবিযা আসিতেছেন। কৃষ্ণেব মুখে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধেব বৃত্তান্ত শুনিয়া এই লোকক্ষয়েব জন্য তিনি কৃষ্ণকেই দোষী সাব্যস্ত করিযা শাপ দিতে উদ্যত হইলেন। কৃষ্ণ উতঙ্ককে মৃদু ভাষায় শান্ত করিয়া কহিলেন, 'আমার কোন দোষ নাই, ধর্মসংস্থাপনেব নিমিত্তই আমাকে মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে হইয়াছে'। তিন আরও বলিয়াছিলেন—

ধর্ম্মস্য সেতুং বধ্নামি চলিতে চলিতে যুগে। অশ্ব ৫৪।১৬

—আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া ধর্মের সেতু বন্ধন করিয়া থাকি।

উতঙ্ক কৃষ্ণেব বিশ্বরূপ দর্শন কবিবার বাসনা ব্যক্ত করিলে কৃষ্ণ বিষণ্ণ অর্জুনকে যে রূপ দেখাইয়াছিলেন, উতঙ্ককেও সেই বিশ্বরূপ প্রদর্শনে কৃতার্থ করিয়াছেন। তিনি মরুবাসী উতঙ্ককে বরও দিয়াছেন যে, মরুভূমিতে উতঙ্কের যখনই জলের প্রয়োজন হইবে, তখনই সেখানে মেঘ জলবর্ষণ করিবে এবং সেই মেঘ 'উতঙ্কমেঘ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে।[৯]

উতঙ্ককে বর দিযা কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রবেশ কবিযাছেন। অগণিত জ্ঞাতিবন্ধুদের দ্বারা সংবর্ধিত হইয়া তিনি গুরুজনের চরণ বন্দনা করিলে পর তাঁহার পিতা বসুদেব তাঁহার নিকট হইতে কুরুক্ষেত্রের সকল বৃত্তান্ত জানিতে চাহিয়াছেন। কৃষ্ণ অভিমন্যুর নিধনবার্তা পিতার নিকট প্রকাশ কবেন নাই, কিন্তু সুভদ্রার শোকমূর্ছা দেখিয়া বসুদেবের আর বুঝিতে বাকী রহিল না। পরে কৃষ্ণও পিতার নিকট ভাগিনেয়ের বীরত্বকাহিনী বিবৃত করিয়া দৌহিত্রশোকে ব্যাকুল পিতাকে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা দিয়াছেন।[১০]

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞে কৃষ্ণ পুনরায় জ্ঞাতিবান্ধব সহ হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন। এই সময়েই উত্তরার গর্ভমৃত পুত্র (পরিক্ষিৎ) ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। মঙ্গলশঙ্খ একবার মাত্র ধ্বনিত হইয়াই নীরব হইয়াছে শুনিয়া কৃষ্ণ ব্যথিতচিত্তে সাত্যকি সহ অন্তঃপুরে প্রবেশ কবিলেন। কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা প্রমুখ রমণীগণ কাঁদিতে কাঁদিতে কৃষ্ণকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। নাবীগণের সুকরুণ বিলাপধ্বনিতে অন্তঃপুর মুখরিত। সকলেরই মুখে এক কথা—'মধুসূদন, রক্ষা কর, রক্ষা কর'। কৃষ্ণকে দেখিয়া সকলেবই চিত্তে ভরসা জাগিয়াছে। কৃষ্ণ সকলকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—'ভয় নাই, আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হইবে না, নিশ্চয়ই এই শস্ত্রদগ্ধ শিশুকে আমি বাঁচাইব'। শিশুটির দিকে চাহিয়া কৃষ্ণ কহিলেন—

যথা সত্যঞ্চ ধর্ম্মশ্চ ময়ি নিতং প্রতিষ্ঠিতৌ।
তথা মৃতঃ শিশুরয়ং জীবতাদভিমন্যুজঃ ॥ অশ্ব ৬৯।২২

—সত্য এবং ধর্ম আমাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। সেই সত্য ও ধর্মেব বলে মৃত এই অভিমন্যুতনয বাঁচিযা উঠুক।

কৃষ্ণেব এই তপঃশক্তি-প্রযোগে মৃত শিশুব দেহে প্রাণেব স্পন্দন দেখা গেল। সকলে 'ধন্য ধন্য' কবিতে লাগিলেন। হস্তিনাপুব আনন্দে উদ্বেলিত। বহুবিধ ধনবত্ন দিযা কৃষ্ণ এই মৃতজাত শিশুটিকে আশীর্বাদ কবিলেন। পবিক্ষীণ বংশে এই সন্তানই একমাত্র বংশধব হইবে বলিযা কৃষ্ণ তখনই শিশুটিব নাম বাখিযাছেন—'পবিক্ষিৎ'। বিষ্ণুব (কৃষ্ণেব) কৃপায বক্ষিত (জীবনপ্রাপ্ত) বলিযা উত্তব কালে পবিক্ষিৎ 'বিষ্ণুবাত' নামেও খ্যাত হইযাছেন।

অশ্বমেধেব সমস্ত আযোজন পূর্ণ হইযাছে। যুধিষ্ঠিব কৃষ্ণেব চবণপ্রান্তে উপস্থিত হইযা নিবেদন কবিলেন—'হে মহাবাহো, তোমাব পবাক্রম ও বুদ্ধিবলেই এই ঐশ্বর্য লাভ কবিযাছি। তুমি আমাদেব পবম গুরু, তুমি যজ্ঞে দীক্ষিত হইযা এই যজ্ঞ সম্পন্ন কবিলেই আমবা পাপমুক্ত হইব।'

কৃষ্ণ উত্তবে কহিতেছেন—'বাজন, তোমাব মুখেই এরূপ উক্তি সম্ভবপব। আমাব অনুবোধ—তুমিই যজ্ঞে দীক্ষিত হও। তুমিই প্রধান আমি তোমাব সর্বকার্যে সহাযক হইব'।

কৃষ্ণেব অধ্যক্ষতায যুধিষ্ঠিবেব অশ্বমেধ-যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইযাছে। কৃষ্ণ দ্বাবকায প্রত্যাবর্তন কবিযাছেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধেব পব পযত্রিশ বৎসব গত হইল। কৃষ্ণ দ্বাবকাতেই অবস্থান কবিতেছেন। যুধিষ্ঠিব এই সমযে নানাবিধ দৈব উৎপাত লক্ষ্য কবিতেছিলেন। অকস্মাৎ তিনি শুনিতে পাইলেন যে, দ্বাবকায বৃষ্ণ্যন্ধক-বংশে পবস্পব হানাহানি কবিযা সকলেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছেন। যুধিষ্ঠিব এই সংবাদে অতিশয ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন হইযাছেন।

ইতিমধ্যে অকস্মাৎ কৃষ্ণেব সাবথি দারুক হস্তিনায আসিযা পাণ্ডবগণেব নিকট সেই ভযঙ্কব বৃত্তান্ত প্রকাশ কবিলেন। দারুকেব মুখে যুধিষ্ঠিব শুনিলেন যে, ব্রহ্মশাপে যাদবগণ পবস্পব হানাহানি কবিতে থাকিলে কৃষ্ণ, গান্ধাবীব অভিশাপকে সত্যে পবিণত কবিবাব নিমিত্ত সকলকে তীর্থযাত্রা কবিযা সমুদ্রতীবে যাইতে নির্দেশ দিযাছিলেন। সেখানে প্রভাস-তীর্থে অত্যধিক মদ্যপানে মত্ত হইযা তাঁহাবা পবস্পব মাবামাবি কবিযা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইযাছেন। বলবাম যোগাবলম্বনে দেহত্যাগেব উদ্দেশ্যে দ্বাবকা-পুবী ত্যাগ কবিযাছেন, কৃষ্ণেব পুত্র-পৌত্রগণেব মধ্যেও কেহই জীবিত নাই। কৃষ্ণ, বভ্রু ও দারুক বলবামেব অন্বেষণে বাহিব হইযা দেখিলেন যে, বলবাম জনশূন্য স্থানে এক বৃক্ষোপবি উপবেশন কবিযা যোগযুক্ত হইযা আছেন। তখনই কৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে এই সংবাদ জানাইযা অতি শীঘ্র অর্জুনকে দ্বাবকায লইযা যাইবাব নিমিত্ত দারুককে পাঠাইযাছেন।

এদিকে দারুককে হস্তিনায পাঠাইযা কৃষ্ণ নাবীগণকে বক্ষা কবিবাব নিমিত্ত বভ্রুকে দ্বাবকায পাঠাইযাছেন। কিছুদূব যাইতে না যাইতেই বভ্রু পথিমধ্যে লৌহমুদ্গবে বদ্ধ একটি মুষলেব আঘাতে নিহত হইলেন। ইহা দেখিযা কৃষ্ণ স্বযং দ্বাবকায প্রবেশপূর্বক অর্জুন না আসা পর্যন্ত নাবীগণেব বক্ষাব ভাব তাঁহাব পিতা বসুদেবেব উপব অর্পণ কবিযা যোগাবলম্বনেব নিমিত্ত পুনবায বলবামেব সমীপে উপস্থিত হইযাছেন। আসিযাই দেখিতে পাইলেন যে, বলবাম দেহত্যাগ কবিতেছেন।

কৃষ্ণ বলবামেব দেহত্যাগেব পব গান্ধাবীব অভিসম্পাত ও মহর্ষি দুর্বাসাব ভবিষ্যদ্বাণী স্মবণ কবিযা এক নিভৃত অবণ্যে ভূমিতলে বসিযা যোগাবলম্বন কবিযাছেন। ইত্যবসবে জবা-নামক এক ব্যাধ হবিণ মনে কবিযা কৃষ্ণেব পদতলে বাণ নিক্ষেপ কবিল। বাণক্ষেপেব সঙ্গে সঙ্গে শিকাবেব নিকটে গিযা সেই ব্যাধ দেখিতে পাইল যে, চতুর্বাহু পীতাম্বব এক

মহাযোগী তাহার বাণে বিদ্ধ হইয়াছেন। নিজকে অত্যন্ত অপরাধী মনে করিয়া জরা সেই মহাপুরুষের চরণে পতিত হইলে পর

আশ্বাসয়ংস্তং মহাত্মা তদানীং
গচ্ছত্যূর্দ্ধং রোদসী ব্যাপ্য লক্ষ্ম্যা। মৌ ৪।২৪

—মহাত্মা তাহাকে আশ্বাস দিয়া তখনই ঊর্ধ্বে উৎক্রান্ত হইলেন। মহাপুরুষের কান্তিতে ভূলোক ও দ্যুলোক পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণের ন্যায় সুগৃহস্থ, রাজনীতিজ্ঞ, দণ্ডপ্রণেতা, যোদ্ধা, ধর্মপ্রচারক, ধর্মসংস্থাপক, তপস্বী এবং মহাযোগী পৃথিবীতে আর কখনও দেহ ধারণ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। তিনি ছিলেন—আদর্শ পুরুষ। যুধিষ্ঠির বা উগ্রসেন তাঁহার পরামর্শ না লইয়া কোন গুরুতর কাজে হাত দেন নাই।

কৃষ্ণের দেহধারণের প্রধান উদ্দেশ্য দুইটি—ধর্মরাজ্য-সংস্থাপন (ধর্মপ্রচার) ও দুষ্কৃতের বিনাশ।

যাদবগণ বৃষ্ণি, অন্ধক, ভোজ, কুকুর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইলেও কৃষ্ণই ছিলেন—যাদবেশ্বর।

কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। তাঁহার ইচ্ছাই তাঁহার দেহত্যাগের কারণ। দেহধারণ ও দেহত্যাগ, উভয়ই তাঁহাব লীলামাত্র।

কৃষ্ণ পরব্রহ্ম, নররূপে অবতীর্ণ।

কৃষ্ণ যে পরব্রহ্ম সনাতন, মহাভারতে এই কথা অসংখ্য স্থানে কীর্তিত হইয়াছে। মহাভারতে শিশুপাল ব্যতীত কাহারও মুখে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ শোনা যায় না। এই বিষয়ে যে-সকল স্থানে বিস্তৃত আলোচনা আছে, তাহারই একটি সূচী সঙ্কলিত হইতেছে।

সভা ২৪শ অ। সভা ৩৩শ অ। সভা ৩৬শ অ। সভা ৩৮শ অ। সভা ৪৫শ অ।
সভা ৬৮তম অ। বন ১২শ অ। বন ৪৭শ অ। বন ৪৯শ অ। বন ২৬২তম অ।
উ ৪৯শ অ। উ ৬৮তম অ। উ ৭২তম অ। উ ৮৫তম অ। উ ৯২তম অ।
উ ৯৬তম অ। উ ১৩১তম অ। উ ১৬৮তম অ। ভী ২৩শ অ। ভী ২৫শ—৪২শ অ।
ভী ৬৬তম ও ৬৭তম অ। দ্রো ১৪৭তম অ। দ্রো ২০০তম অ। শা ৪৩শ অ।
শা ৪৭শ অ। শা ২০৭তম অ। শা ২০৯তম অ। অনু ১৪শ অ। অনু ১৫৮তম অ।
অশ্ব ৫৪তম ও ৫৫তম অ।

মহাভারতকার মহর্ষি কৃষ্ণের অচিন্ত্য মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া পাঠকগণকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিতেছেন—

এবমেষ মহাবাহুঃ কেশবঃ সত্যবিক্রমঃ।
অচিন্ত্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো নৈষ কেবলমানুষঃ॥ শা ২০৭। ৪৯
স এব হি মহাবাহুঃ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ।
অচ্যুতঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বভূতাদিরীশ্বরঃ॥ শা ২০৯।৩৬

—এই পুণ্ডরীকাক্ষ সত্যবিক্রম মহাবাহু কেশবের লীলা চিন্তারও অগোচর। ইনি মানুষমাত্র নহেন, পরন্তু নরদেহধারী ঈশ্বর। এই মহাবাহু সর্বলোকের নমস্য, সর্বভূতের আদি কারণ ও সনাতন পুরুষ।

---

১ আদি ১৯৭।৩২
২ আদি ১৮৭।৮

৩ আদি ১৯৯তম ও ২০৭ তম অ।
৪ আদি ২২১।১-১২
৫ আদি ২২২তম—২২৫তম অ।
৬ সভা ৪০শ অ।
৭ সভা ৪৫শ অ।
৮ সভা ৪৫।৬০, ৬১। বন ২২শ অ। বন ১৮৩।৬। দ্রো ৭৭।৩৪—৩৭। সৌ ১৩শ অ।
৯ বন ১৩শ অ।
১০ বন ২৬২তম অ।
১১ সভা ৬৮তম অ।
১২ বি ৭২তম অ।
১৩ উ ৭ম অ।
১৪ উ ৪৮শ অ।
১৫ উ ৫৯তম—৮৯তম অ।
১৬ উ ৯৫তম অ।
১৭ উ ১২৪তম অ।
১৮ উ ১২৮।১—২১
১৯ উ ১৪৩তম অ।
২০ উ ১৫০।৮—২০
২১ উ ১৫৬।৩০
২২ উ ১৬১।৫৪—৫৭
২৩ ভী ১।১৮
২৪ ভী ৪৩।২১, ২২
২৫ ভী ৪৩।৮৯—৯১
২৬ ভী ৫৯।৮৯। ভী ১০৬তম অ।
২৭ ভী ১০৬।৫১
২৮ উ ৯১।২৮। দ্রো ৭৭।৩২
২৯ দ্রো ৭৫তম অ।
৩০ দ্রো ১৪৪তম অ।
৩১ দ্রো ১৭৮তম অ।
৩২ দ্রো ১৯৮তম ও ১৯৯তম অ।
৩৩ ক ৬৯তম ও ৭০তম অ।
৩৪ শল্য ৩৩শ অ।
৩৫ শল্য ৬০তম অ।
৩৬ শল্য ৬৩তম অ।
৩৭ সৌ ১৪শ—১৬শ অ।
৩৮ স্ত্রী ১২শ ও ১৩শ অ।
৩৯ স্ত্রী ২৫শ অ।
৪০ স্ত্রী ২৬।১—৬
৪১ শা ৪৩শ অ।
৪২ অশ্ব ৫২।৫৪
৪৩ শা ৫১শ অ।
৪৪ অনু ১৬৭তম অ।
৪৫ অনু ১৬৮তম অ।
৪৬ অশ্ব ২।১—৪
৪৭ অনু ১৪।৩৭৯। অনু ১৫শ অ।
৪৮ অনু ১৫৯তম অ।
৪৯ অশ্ব ১৬শ অ—১৯শ অ।
৫০ অশ্ব ৫৫তম অ।
৫১ অশ্ব ৬১তম অ।
৫২ অশ্ব ৭১।১৮—২৬

বলরাম

মহাভারতে বলরামের জন্মবৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণিত হয় নাই। বলরাম যদুবংশীয় বসুদেবের পত্নী রোহিণীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। (ঈশ্বরের আদেশে দেবকীর সপ্তম গর্ভের সন্তানকে দেবী যোগনিদ্রা রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২য় অ।)

রাম, সঙ্কর্ষণ এবং বলদেব নামেও তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাকে অনন্তনাগের অবতার বলা হয়। বলরামের গাত্রবর্ণ অতি শুভ্র। উক্ত হইয়াছে—স্বয়ং নারায়ণ তাঁহার একগাছি শুক্ল কেশ রোহিণীর গর্ভে ও একগাছি কৃষ্ণকেশ দেবকীর গর্ভে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতেই বলরাম ও কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটিয়াছে—

স চাপি কেশৌ হরিরুদ্‌ববর্হ
শুক্লমেকমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্। ইত্যাদি। আদি ১৯৭।৩২, ৩৩

বিষ্ণুপুরাণে এবং শ্রীমদ্ভাগবতেও (২।৭।২৬) এই বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে। (শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে কেশাবতারত্ব খণ্ডন করিয়াছেন।)

বলরামের সম্বন্ধে মহাভারতে অতি অল্পই বলা হইয়াছে। তিনি একজন সৌখীন পুরুষ। রৈবতকগিরিতে যাদবগণের উৎসবের সময় মধুমত্ত বলরাম তাঁহার পত্নী রেবতীর সহিত ভ্রমণ করিতেছিলেন। অনেক গন্ধর্ব তাঁহার সহচর হইয়াছেন।[১]

বলদেবের আকৃতি অতি মনোহর। তাঁহার দেহ অতি উন্নত ও প্রশস্ত, বর্ণ অতি শুভ্র বলিয়া তিনি ছিলেন—কৈলাসশিখরোপম। তিনি অপরিমিত দৈহিক শক্তির অধিকারী। লাঙ্গল তাঁহার আয়ুধ এবং তাঁহার রথের ধ্বজ তালগাছ। তাঁহাকে হলায়ুধও বলা হইত। তাঁহার বস্ত্র নীলবর্ণের।[২]

বলদেব অতিশয় আসবপায়ী ছিলেন। তাঁহার নেত্র দুইটি সর্বদাই রক্তাভ দেখাইত। সিংহবিক্রমে তিনি চলাফেরা করিতেন—

সিংহখেলগতিঃ শ্রীমান্ মদরক্তান্তলোচনঃ। উ ১৫৬।১৯

ভীম ও দুর্যোধন উভয়েই গদাযুদ্ধ-শিক্ষায় তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন।[৩]

বলরামের চরিত্র অদ্ভুত রকমের। সরলহৃদয় এই বীরপুরুষ অতি সহজেই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন, আবার অতি সহজেই শান্ত হন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণের যুক্তিপূর্ণ বাক্য ক্ষণকাল মধ্যেই তাঁহার ক্রোধ শান্ত করিতে পারে। কৃষ্ণেরই পরামর্শে অর্জুন যখন রৈবতক-মহোৎসবে বলরামের সহোদরা সুভদ্রাকে হরণ করেন, বলরাম তখন ভীষণ উত্তেজিত হইয়া উঠেন। তিনি অর্জুনের এই ব্যবহারকে হঠকারিতা ও যদুবংশের অপমানকর মনে করিয়া অর্জুনকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কৃষ্ণ এই ব্যাপারে নানাবিধ যুক্তিবিন্যাসে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিবৃত্ত করেন।[৪]

অভিমন্যুর বিবাহ-উৎসবে পাণ্ডবগণের সকল আত্মীয়স্বজনই বিরাটপুরীতে উপস্থিত হইয়াছেন। বলরামও সেই উৎসবে যোগ দেন। বিবাহোৎসবের পর পাণ্ডবগণের দূত রাজা

পুনরুদ্ধারের উপায় স্থির করিবার নিমিত্ত মন্ত্রণাসভা বসিল। প্রথমতঃ কৃষ্ণ জলদগম্ভীর স্বরে দুর্যোধনের সর্ববিধ কপট আচরণের উল্লেখ করিয়া নির্দোষ পাণ্ডবগণের নির্যাতন-কাহিনী বিবৃত করিলেন এবং কোন বিশেষ ব্যক্তিকে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট শান্তির দূতরূপে প্রেরণের প্রস্তাব করিলেন।

অতঃপর বলরাম কহিতেছেন—'কৃষ্ণের যুক্তিপূর্ণ ভাষণ শুনিলাম। আমাদের প্রেরিত দূত যেন হস্তিনার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে প্রণাম করিয়া যুধিষ্ঠিরের কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত চেষ্টা করেন। দ্যূতক্রীড়ায় প্রমত্ত যুধিষ্ঠির আপন দোষেই রাজ্য হারাইয়াছেন। এই ব্যাপারে আমি দুর্যোধন বা শকুনির কোন দোষ মনে করি না। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্রকে অনুনয়-বিনয়ে প্রসন্ন করিয়া রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিতে হইবে'।[৫]

ইহা শুনিয়া সাত্যকি অতি কঠোর ভাষায় বলরামকে ভর্ৎসনা করিলেও বলরাম চুপ করিয়াই রহিলেন। এখানে তাঁহার অসাধারণ ধৈর্যও দেখিতে পাইতেছি।

বলবাম, কৃষ্ণ প্রমুখ সকলেই উপপ্লব্য হইতে দ্বারকায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। দুর্যোধন কৃষ্ণের নারায়ণী-সেনা লাভ করিয়াছেন, আর অর্জুন অযুধ্যমান কৃষ্ণকে আপন পক্ষে পাইয়া পরম হৃষ্ট হইয়াছেন। এবার দুর্যোধন তাঁহার গুরু বলরামকে স্বপক্ষে পাইবার নিমিত্ত গুরুর চরণে প্রার্থনা জানাইলে বলরাম বলিতেছেন—'হে রাজন্, বিরাটপুরীতে আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তুমি অবশ্যই তাহা শুনিয়াছ। কৃষ্ণ আমার বচন গ্রাহ্য করেন নাই। আমি কৃষ্ণের বিপক্ষে এক মুহূর্তও থাকিতে পারিব না। এই জন্য স্থির করিয়াছি— আমি পাণ্ডবগণেব অথবা তোমাব সহায় হইব না।

নাহং সহায়ঃ পার্থানাং নাপি দুর্যোধনস্য বৈ।
ইতি মে নিশ্চিতা বুদ্ধির্বাসুদেবমবেক্ষ্য হ ॥ উ ৭।২৯

—তুমি শ্রেষ্ঠ রাজবংশের সন্তান। ধর্মপথে থাকিয়া যুদ্ধ কর।'

কুরুক্ষেত্রেব মহাযুদ্ধ আসন্ন, উভয় পক্ষই সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। এরূপ সময়ে একদা অক্রুব, শাম্ব, গদ প্রমুখ বৃষ্ণিকুলে পরিবেষ্টিত হইয়া বলরাম যুধিষ্ঠির সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। যথাবিধি অভ্যর্থিত হইয়া তিনি ধর্মরাজকে বলিতে লাগিলেন—'রাজন্, উপস্থিত ভীষণ যুদ্ধে অসংখ্য বীরের জীবনান্ত ঘটিবে। এই দৈব বিধানকে রোধ করা যাইবে না। কৃষ্ণকে আমি পুনঃ পুনঃ একান্তে বলিয়াছি যে, পাণ্ডব এবং দুর্যোধনের সহিত আমাদের সমান আত্মীয়তা। (পাণ্ডবগণ কৃষ্ণ ও বলরামের পিস্‌তুতো ভাই, বিশেষতঃ অর্জুন ভগিনীপতি, আর দুর্যোধন কৃষ্ণের বৈবাহিক। দুর্যোধনের কন্যা কৃষ্ণের পুত্রবধূ।) সুতরাং উভয়ের সহিত তুল্য ব্যবহার কর। তোমাদের প্রতি পক্ষপাতবশতঃ কৃষ্ণ আমার পরামর্শ শোনেন নাই। বিশেষতঃ অর্জুন তাহার পরম সখা। কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবপক্ষের জয় সুনিশ্চিত—ইহাই আমার ধারণা। কৃষ্ণের ইচ্ছার প্রতিকূলতা করিতে পারি না। কারণ কৃষ্ণশূন্য জগৎ আমি দেখিতে পারিব না।

ভীম ও দুর্যোধন উভয়ই আমার শিষ্য, উভয়কেই সমান স্নেহ করি। যুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া কুরুবংশের এই বিনাশ প্রত্যক্ষ করিতে পারিব না। অতএব পুণ্যসলিলা সরস্বতীর তীরের তীর্থদর্শনে যাত্রা করিতেছি। সুহৃদ্বর্গের সহিত অক্ষতদেহে যুদ্ধোত্তীর্ণ হইয়াছ—ফিরিয়া আসিয়া তোমাদিগকে সেইরূপ দেখিব, ভরসা করি।'

এই কথা বলিয়া বলরাম সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তীর্থযাত্রা করিলেন।[৬]

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের শেষ দিনে সারস্বততীর্থে বলরাম দেবর্ষি নারদের দর্শন লাভ

করিয়াছেন। দেবর্ষির নিকট হইতে সমগ্র যুদ্ধবিবরণ জানিয়া এবং দুর্যোধন ও ভীমের আসন্ন গদাযুদ্ধের কথা শুনিয়া শিষ্যদ্বয়ের গদাযুদ্ধ দেখিবার নিমিত্ত তিনি যাত্রা করেন। অতি শীঘ্রগামী রথে আরোহণপূর্বক বলরাম দ্বৈপায়ন-হ্রদের তীরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দুর্যোধন সানন্দে যথাবিধি অর্চনা করিয়াছেন। সকলের দ্বারা সৎকৃত হইয়া রাম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, পুণ্যক্ষেত্র সমন্তপঞ্চকে দেহত্যাগ করিলে ধ্রুব স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। অতএব সেখানেই গদাযুদ্ধ হওয়া শ্রেয়স্কর। তাঁহার উপদেশে সকলেই সমন্তপঞ্চকে (কুরুক্ষেত্রে) গিয়াছেন।[৭]

ভীম গদাযুদ্ধের বিধান লঙ্ঘন করিয়া দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করাতে হলায়ুধ

কুর্ব্বন্নার্ত্তস্বরং ঘোরং ধিগ্ ধিগ্ ভীমেত্যুবাচ হ। শল্য ৬০।৪

—ভীষণ আর্তস্বরে ভীমকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

তস্য তত্তদ্ব্রুবাণস্য রোষঃ সমভবন্ মহান্।
ততো লাঙ্গলমুদ্যম্য ভীমমভ্যদ্রবদ্ বলী॥ শল্য ৬০।৭

—গদাযুদ্ধের নিয়মের কথা বলিতে বলিতে ভীমের আচরণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি লাঙ্গল লইয়া ভীমের দিকে ছুটিলেন।

কৃষ্ণ অতি কষ্টে তাঁহার গতিরোধ করিয়া নানাবিধ প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের বচনে তিনি শান্ত হইলেও খুশি হইতে পারেন নাই। ভীমের এই কলঙ্ক চিরদিনই থাকিবে, আর দুর্যোধন অবশ্যই স্বর্গলাভ করিবেন—এইমাত্র বলিয়াই মহাবীর রোহিণীনন্দন রথে আরোহণপূর্বক দ্বারকায় যাত্রা করিয়াছেন।[৮]

পরে আর কখনও তিনি হস্তিনায় পদার্পণ করেন নাই। মহাযুদ্ধের পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে মুষলের দ্বারা পানমত্ত যদুবংশেব পরস্পর হানাহানি দেখিয়া রাম নির্জনে একটি বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। একটি সহস্রশীর্ষ শ্বেতবর্ণ নাগ তাঁহার মুখ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সাগরে অদৃশ্য হইল। অনন্তাবতার বলদেব তিরোহিত হইলেন।[৯]

হিন্দুগণ এই মহাপুরুষকে দশাবতারের অন্যতমরূপে পূজা করিয়া থাকেন।

---

১ আদি ২১৯।৭
২ আদি ২২০।২০, ২৫
 শল্য ৩৪।২
৩ উ ১৫৬।৩৩
৪ আদি ২২০ তম ও ২২১ তম অ।
৫ উ ২য় অ।
৬ উ ১৫৬।১৬—৩৫
৭ শল্য ৫৫।৫—১০
৮ শল্য ৬০।২৪—২৭
৯ মৌ ৪।১৩ ১৪

সাত্যকি (যুযুধান)

যদুবংশের শিনির পুত্র সত্যক, সত্যকের পুত্র সাত্যকি। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল—যুযুধান। তিনি কৃষ্ণের একান্ত অনুগত, মহাবীর এবং শস্ত্রবিদ্যাবিশারদ।[১] অংশাবতরণে বলা হইয়াছে—মরুদ্‌গণের অংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল—

সাত্যকিঃ সত্যসন্ধশ্চ যোঽসৌ বৃষ্ণিকুলোদ্বহঃ।
পক্ষাৎ স জজ্ঞে মরুতাং দেবানামরিমর্দ্দনঃ॥ আদি ৬৭।৭৯

অভিমন্যুর বিবাহোৎসবে প্রথমতঃ আমরা সাত্যকির দেখা পাই। বাসুদেব বলরাম প্রমুখ ব্যক্তিগণের সহিত তিনিও সেই উৎসবে যোগ দিয়াছেন—

যুযুধানশ্চ সাত্যকিঃ। বি ৭২।২১

উৎসব সমাপ্তির পর যুধিষ্ঠিরের কর্তব্য বিষয়ে যে মন্ত্রণাসভা বসিয়াছিল, সেই সভায় পাঞ্চালরাজের সমীপস্থ আসনে শিনিপ্রবীর (সাত্যকি) উপবেশন করিয়াছিলেন।[২] বলরাম দুর্যোধনকে নির্দোষ বলায় তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করিতে গিয়া তিনি তীব্র ভাষায় বলিতেছেন—

নাভ্যসূয়ামি তে বাক্যং ব্রুবতো লাঙ্গলধ্বজ।
যে তু শৃণ্বন্তি তে বাক্যং তানসূয়ামি মাধব॥ উ ৩।৪

—হে লাঙ্গলধ্বজ, তোমাব বাক্যকে ঘৃণা করিতেছি না, পরন্তু বিনা প্রতিবাদে যাঁহারা তোমার বাক্য শুনিতেছেন, তাঁহাদেব উপরেই আমার ক্রোধ। এই তীক্ষ্ণচরিত্র পুরুষের মুখে আত্মশ্লাঘাও শুনিতে পাই—

মাঞ্চাপি বিষহেৎ ক্রুদ্ধং কশ্চ ভীমং দুরাসদম। উ ৩।১৬

—দুর্ধর্ষ বীর ভীম এবং আমি ক্রুদ্ধ হইলে কে আমাদিগকে সহ্য করিতে পারে?

শান্তির দূতরূপে হস্তিনায় যাত্রাকালে কৃষ্ণ সাত্যকিকেও সঙ্গে লইয়াছেন—

ততঃ সাত্যকিমারোপ্য প্রযযৌ পুরুষোত্তমঃ। উ ৮৩।২২

দুর্যোধন যখন কর্ণ, শকুনি প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণকে বন্দী করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, তখনই

তেষাং পাপমভিপ্রায়ং পাপানাং দুষ্টচেতসাম্।
ইঙ্গিতজ্ঞঃ কবিঃ ক্ষিপ্রমন্ববুধ্যত সাত্যকিঃ॥ ইত্যাদি। উ ১৩০।৯—১৬

—ইঙ্গিতজ্ঞ মনীষী সাত্যকি সেই দুষ্টচিত্ত পাপাত্মগণের পাপ অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সভাদ্বারে সসৈন্যে সতর্ক থাকিবার কথা কৃতবর্মাকে বলিয়াই তিনি কৃষ্ণ, ধৃতবাষ্ট্র ও বিদুরকে এই পাপ চক্রান্তের বিষয় জানাইয়াছেন।

মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে যুধিষ্ঠির যে সাতজন সেনাপতি বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সাত্যকি অন্যতম।[৩] তিনি খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন। কৌরব-পক্ষের বহু বীরপুরুষ তাঁহার হাতে নিহত হইয়াছেন। রথাতিরথ-গণনাপ্রসঙ্গে ভীষ্ম দুর্যোধনকে বলিতেছেন—

সাত্যকির্মাধবঃ শূরো রথযূথপযূথপঃ ।
এষ বৃষ্ণিপ্রবীরাণামমর্ষী জিতসাধ্বসঃ ॥ উ ১৬৯।৪

—যদুবংশের বীরপুরুষ সাত্যকি একজন মহারথ। ইনি অতি কোপনস্বভাব এবং নির্ভীক।

সাত্যকির রথের অশ্বগুলি ছিল অতি শুভ্র।[৪] ধৃতরাষ্ট্র জয়দ্রথনিধনের দিবস সাত্যকির বিক্রমের কথা শুনিয়া অতিশয় ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জুন ও মহারথ যুযুধান যখন আচার্য দ্রোণের ব্যূহ ভেদ করিয়া প্রবেশ করিয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা নাই।[৫] সেই দিন দ্রোণাচার্য ও দুঃশাসনের সহিত সাত্যকির ভীষণ যুদ্ধ দেখিয়া কৌরবপক্ষ প্রমাদ গণিয়াছেন।[৬]

শস্ত্রবিদ্যায় সাত্যকি ছিলেন অর্জুনের শিষ্য।[৭] সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবার সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে সাত্যকি নিতান্ত বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সাত্যকিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ অর্জুনকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ভূরিশ্রবা সাত্যকির কেশ-মুষ্টিতে ধরিয়া শিরশ্ছেদনের নিমিত্ত অসি নিষ্কাশন করিতেই অর্জুন অতি শাণিত বাণে ভূরিশ্রবার অসিযুক্ত বাহুকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন।

এই দুষ্কর্মের জন্য যজ্ঞশীল ভূরিশ্রবা অর্জুনকে তীব্র ভাষায় ভৎর্সনা করিয়া দেহত্যাগের নিমিত্ত যোগাবলম্বন করিয়াছেন। কৃষ্ণ অর্জুন অশ্বত্থামা কৃপ প্রমুখ ব্যক্তিগণের নিষেধ বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া প্রতিহিংসাপরায়ণ সাত্যকি সেই যোগযুক্ত মহাপুরুষের শিরশ্ছেদ করেন।[৮]

ভূরিশ্রবার পিতা সোমদত্তও সাত্যকির বাণে নিহত হইয়াছেন।[৯]

নৃশংসভাবে আচার্য দ্রোণের শিরশ্ছেদনের জন্য অর্জুন ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিরস্কার করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন উত্তেজিত হইয়া নানাবিধ কটুবাক্যে অর্জুনকে অপমানিত করিয়াছেন। অর্জুন ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া শুধু 'ধিক্, ধিক্' শব্দ উচ্চারণ করিয়াই মৌনাবলম্বন করিলেন। যুধিষ্ঠির ভীম কৃষ্ণ প্রমুখ সকলেই লজ্জায় অধোবদন। এই সময়ে অসহিষ্ণু সাত্যকি কঠোর ভাষায় ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন—

নেহাস্তি পুরুষঃ কশ্চিদ য ইমং পাপপুরুযম্ ।
ভাষমাণমকল্যাণং শীঘ্রং হন্যান্নরাধমম্ ॥ ইত্যাদি। দ্রো ১৯৭।৮—২৩

—এখানে কি এমন কেহ নাই, যিনি এই অন্যায়বক্তা পাপপুরুষ নরাধমকে শীঘ্র হত্যা করিতে পারেন ? হে মহাপাতকিন্, তোর কি লজ্জা নাই ? তোর বসনা কেন শতধা বিদীর্ণ হয় না। তোর ন্যায় পাপী ছাডা আব কে গুরুর কেশগুচ্ছে ধরিয়া তাঁহার শিবশ্ছেদ করিতে পারে ? তোব বংশই পাতকীব বংশ। আমার গুরুকে এইভাবে অপমান করিতে তোর জিহ্বা কুণ্ঠিত হয না ? আমাব গুরুর গুরুকে হত্যা করিয়া লোকসমাজে কথা বলিতে তোর লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল। ব্রহ্মহন্তাকে দেখিলে লোকে সূর্যদর্শন করিয়া পাপমুক্ত হইবে। আয়, গদার আঘাতে তোর মস্তক চূর্ণ কবি।

ধৃষ্টদ্যুম্নও ততোধিক কটুবাক্যে ভূরিশ্রবার নিধনের বিষয় উল্লেখ করিয়া সাত্যকিকে তিরস্কার করিলেন। উভয়ের বাগ্‌যুদ্ধ চরমে উঠিল। সাত্যকি গদাহস্তে ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবিত হইতেই ভীম তাঁহাকে বাহুপাশে নিরস্ত করিয়াছেন। সহদেব অর্থযুক্ত মৃদু বচনে উভয়কে প্রবোধ দিয়া এই অপ্রীতিকর ঘটনার অবসান ঘটাইয়াছেন।[১০]

এই ঘটনায় দেখা যাইতেছে—সাত্যকি অতি উগ্রপ্রকৃতি ও অসহিষ্ণু।

ম্লেচ্ছগণাধিপ শাল্বরাজ সাত্যকির হাতে নিহত হইয়াছিলেন।[১১] কৃতবর্মা সাত্যকির সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন—এরূপ দৃশ্যও দেখিতে পাই।[১২]

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর যাঁহারা জীবিত ছিলেন, সাত্যকি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের কিছুদিন পরে শরশয্যাগত ভীষ্ম মহাপ্রয়াণ করেন। ইহার কয়েকদিন পর শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাত্যকিও দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।[১৩] পুনরায় যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি হস্তিনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন ও যজ্ঞসমাপ্তির পর পুনরায় দ্বারকায় ফিরিয়া গিয়াছেন।[১৪]

যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন-প্রাপ্তির পর পঁয়ত্রিশ বৎসর গত হইয়াছে। বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদের অভিসম্পাতে যদুবংশ বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে। যাদবগণ প্রভাসতীর্থে সম্মিলিত হইয়া আসবপানে উন্মত্ত হইয়াছেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অশ্বত্থামা কর্তৃক প্রসুপ্ত বীরগণের হত্যার সময় কৃতবর্মা অশ্বত্থামার সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া সাত্যকি তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কৃতবর্মাও ছিন্নবাহু মুনিব্রত ভূরিশ্রবার শিরশ্ছেদনের জন্য সাত্যকিকে ভর্ৎসনা করেন। পানোন্মত্ত উভয়ের বাগ্‌যুদ্ধ যখন চরমে উঠিল, তখন সাত্যকিব সুতীক্ষ্ণ অসির আঘাতে কৃতবর্মার মস্তক ভূপাতিত হইল।[১৫]

এই দৃশ্যে ক্রুদ্ধ হইয়া পানোন্মত্ত ভোজ ও অন্ধকবংশীয়গণ উচ্ছিষ্টপাত্র দ্বারা সাত্যকিকে প্রচণ্ড আঘাত কবিতে লাগিলেন। রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন সাত্যকির সাহায্যার্থ ছুটিয়া আসিয়াছেন। সেই বিশাল জনসমষ্টির সহিত দুইজনে পারিয়া উঠিলেন না। ভোজান্ধকগণের প্রহারে সাত্যকি ও প্রদ্যুম্ন উভয়েই পঞ্চত্ব লাভ করিলেন।[১৬]

---

১ আদি ৬৩।১০৪, ১০৫
দ্রো ১৬০।৩৪
২ উ ১।৪
৩ উ ১৫৬।১১
৪ দ্রো ২২।২
৫ দ্রো ১১২।১৭
৬ দ্রো ১২১ তম অ।
৭ দ্রো ১৪০।৫৩
৮ দ্রো ১৪১।৩৭
৯ দ্রো ১৬০।৩৩
১০ দ্রো ১৯৭ তম অ।
১১ শল্য ২০।২৫
১২ শল্য ২১।২৯
১৩ অশ্ব ৫২ শ অ।
১৪ অশ্ব ৮৯।৩৭
১৫ মৌ ৩।২৮
১৬ মৌ ৩।৩৫

কৃতবর্মা

কৃতবর্মা যদুবংশীয় হৃদিকের পুত্র। মরুদ্গণের অংশে তাঁহারও উৎপত্তি হইয়াছিল।[১] তিনিও সাত্যকির ন্যায় কৃষ্ণের অনুগত ছিলেন, কিন্তু অবস্থার বিপাকে কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছেন। বীরত্বে সাত্যকির সমান না হইলেও তিনি কম ছিলেন না। শস্ত্রবিদ্যায় তাঁহার গুরুর নাম জানা যায় না, সম্ভবতঃ ভারতাচার্য দ্রোণই তাঁহার গুরু ছিলেন। কারণ যদুবংশের অনেকেই আচার্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। (দ্রঃ—দ্রোণচরিত্র।)

অভিমন্যুর বিবাহোৎসবে কৃতবর্মাও কৃষ্ণের সহিত যোগ দিয়াছেন। সেইখানেই প্রথম তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—

তত্রাগচ্ছদ্ বাসুদেবো বনমালী হলায়ুধঃ।
কৃতবর্মা চ হার্দ্দিক্যো যুযুধানশ্চ সাত্যকিঃ॥ বি ৭২।২১

মহাযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া যুধিষ্ঠির কৃষ্ণাদির সাহায্য প্রার্থনা করিতে অর্জুনকে দ্বারকায় পাঠাইয়াছেন। স্বয়ং দুর্যোধন পূর্বেই এই উদ্দেশ্যে দ্বারকায় উপস্থিত হইয়াছেন। অর্জুন কৃতবর্মার সহিত দেখা করেন নাই, পরন্তু দুর্যোধন কৃষ্ণের নারায়ণী-সেনা সংগ্রহ করিয়াই কৃতবর্মার সহিত দেখা করিয়াছেন এবং তাঁহারও সাহায্য চাহিয়াছেন। কৃতবর্মা তাঁহার অধীন এক অক্ষৌহিণী সেনা দুর্যোধনকে দিয়া নিজেও দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিয়াছেন। অনুমিত হয়, অর্জুনের উপর অভিমান করিয়াই তিনি পাণ্ডবগণকে কোনপ্রকার সাহায্য করেন নাই। অসাধারণ শক্তিমান্ পুরুষ না হইলে তিনি এক অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি হইতে পারিতেন না—

সোঽভ্যায়াৎ কৃতবর্ম্মাণং ধৃতরাষ্ট্রসুতো নৃপঃ।
কৃতবর্ম্মা দদৌ তস্য সেনামক্ষৌহিণীং তদা॥ উ ৭।৩২

কুরু-পাণ্ডবের সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠিরের দূতরূপে কৃষ্ণ যখন হস্তিনার রাজসভায় উপস্থিত হন, তখন সাত্যকি ও কৃতবর্মা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। কৃষ্ণকে বন্দী করিবার নিমিত্ত দুর্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতির ষড়যন্ত্র ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিয়াই সাত্যকি

অব্রবীৎ কৃতবর্ম্মাণং ক্ষিপ্রং যোজয় বাহিনীম্।
ব্যূঢ়ানীকঃ সভাদ্বারমুপতিষ্ঠস্ব বাহিনীম্॥ উ ১৩০।১১

—কৃতবর্মাকে বলিলেন—শীঘ্র সেনাদল সজ্জিত করিয়া সভাদ্বারে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাক।

রথাতিরথের গণনা-প্রসঙ্গে ভীষ্ম দুর্যোধনকে বলিয়াছেন—'শ্রেষ্ঠ শস্ত্রবিৎ কৃতবর্মাকে অতিরথ বলিয়া জানিবে। ইনি রণক্ষেত্রে তোমার প্রভূত সাহায্য করিবেন। ইন্দ্র যেরূপ দানবকুল ধ্বংস করেন, এই দূরপাতী দৃঢ়ায়ুধ বীরপুরুষও সেইরূপ তোমার শত্রুসৈন্য ধ্বংস করিবেন।'[২]

ভীষ্মের এই উক্তি হইতে কৃতবর্মার শৌর্যবীর্যের বিষয় জানা যাইতেছে। দুর্যোধন এই বীরপুরুষকে সসম্মানে এক অক্ষৌহিণী সেনার অধ্যক্ষপদে বরণ করিয়াছিলেন।[৩]

দ্রোণপর্বে ভীম, সাত্যকি ও পাঞ্চালগণের সহিত যুদ্ধে কৃতবর্মার বিশেষ পরাক্রমের পবিচয় পাওয়া যায়।[৪] কোন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা তাঁহার দ্বারা নিহত হন নাই।

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের অবসানে কৌরবপক্ষের বীরগণের মধ্যে কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা—এই তিনজন-মাত্র জীবিত ছিলেন।

অন্যায় উপায়ে পিতৃনিধনের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত অশ্বত্থামা গভীর রাত্রিতে পাণ্ডব-শিবিরের দিকে যাত্রা করিয়াছেন। আচার্য কৃপ এবং কৃতবর্মাও তাঁহাকে অনুসরণ করেন।[৫] তাঁহারা শিবিরের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া প্রাণভয়ে পলায়মান শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত পুরুষগণকে হত্যা করিতেছিলেন—

তাংশ্চ নিষ্পততস্ত্রস্তাঞ্শিবিরাজ্জীবিতৈষিণঃ।
কৃতবর্ম্মা কৃপশ্চৈব দ্বারদেশে নিজঘ্নতুঃ॥ সৌ ৮।১০২

পুনরায় অশ্বত্থামার প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত উভয়ে শিবিরের তিন দিকে আগুন ধরাইয়া দেন। সেই তেজে আলোকিত শিবিরে অশ্বত্থামা অবিরাম হত্যাকাণ্ড চালাইয়াছেন।[৬]

অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্মা মুমূর্ষু দুর্যোধনকে এই আনন্দের সংবাদ দেওয়ায় কুরুরাজের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি স্বস্তির সহিত শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

অতঃপর কৃতবর্মা স্বগৃহে চলিয়া গিয়াছেন। পুনরায় যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি হস্তিনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ সাত্যকি প্রমুখ যাদবগণের সহিত যজ্ঞাবসানে তিনিও দ্বারকায় যাত্রা করিয়াছেন।[৭]

যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনপ্রাপ্তির পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে ব্রহ্মশাপে যদুবংশে পরস্পর হানাহানি আরম্ভ হইল। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে উভয় পক্ষের অন্যায় আচরণের উল্লেখ করিয়া পানোন্মত্ত সাত্যকি ও কৃতবর্মার মধ্যে প্রচণ্ড বাগ্‌যুদ্ধ চলিল। অতি ক্রুদ্ধ সাত্যকি তখন 'সুতীক্ষ্ণ' অসির দ্বারা কৃতবর্মার শিরশ্ছেদ করিলেন। এইভাবে এই বীরপুরুষের জীবনের অবসান ঘটিয়াছে।

---

১ আদি ৬৩।১০৫, আদি ৬৭।৮১
২ উ ১৬৪।২৪,২৫
৩ উ ১৫৪।৩২
৪ দ্রো ১১২ তম অ।
৫ সৌ ৫।৩৮
৬ সৌ ৮।১০৫
৭ অশ্ব ৮৯।৩৭

গঙ্গা

কুরুবংশের মহারাজ প্রতীপ দীর্ঘকাল গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বার) অবস্থানপূর্বক তপস্যা করিতেছিলেন। একদা সুরেশ্বরী গঙ্গাদেবী স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া জল হইতে উঠিয়া মহারাজ প্রতীপের দক্ষিণ ঊরুতে উপবেশন করেন। প্রতীপ কহিলেন, 'হে কল্যাণি, আমি তোমার কি প্রিয় কার্য করিব, বল।' গঙ্গা প্রতীপকে আপন কামনা জানাইলে প্রতীপ কহিলেন যে, তিনি পরস্ত্রীকে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। গঙ্গার নানাবিধ প্রলোভন-বাক্যেও মহারাজ টলিলেন না। পরন্তু তিনি কহিলেন—'বৎসে, তুমি আমার দক্ষিণ ঊরুতে বসিয়াছ, সন্তান এবং পুত্রবধূরই দক্ষিণ ঊরুতে বসিবার অধিকার, বাম ঊরুতে ভার্যার অধিকার রহিয়াছে। বৎসে, তোমাকে আমি ভবিষ্যতে পুত্রবধূরূপে বরণ করিতে চাই।'

প্রতীপের এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া গঙ্গা কহিলেন যে, তিনি একটি শর্ত স্থাপন করিয়া প্রতীপের পুত্রকেই যথাকালে বরণ করিবেন। এই বলিয়া গঙ্গাদেবী অন্তর্হিতা হইলেন।

মহারাজ প্রতীপ তখনও পুত্রহীন, তিনি এবং তাঁহার মহিষী কঠোর তপস্যা করিয়া বৃদ্ধকালে একটি পুত্র লাভ করিয়াছেন। পুত্রটির নাম রাখা হইল 'শান্তনু'। (শান্ত, অর্থাৎ নষ্টপ্রায় বংশের রক্ষক। শান্ততনু=শান্তনু।)

যথাকালে শান্তনু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদিন পিতা গঙ্গাদেবীর সেই ঘটনা বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন—'বৎস, কোন দিব্যনারী কখনও পুত্রকামনায় তোমাকে বরণ করিতে চাহিলে তুমি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়াই তাঁহাকে গ্রহণ করিবে। তিনি যাহা করিবেন, তাহাতে কোন প্রশ্ন করিবে না—ইহা আমার আদেশ বলিয়া জানিবে'।[১]

শান্তনুকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া প্রতীপ বানপ্রস্থ গ্রহণপূর্বক অরণ্যে চলিয়া গেলেন। একদা মৃগয়া উপলক্ষ্যে শান্তনু একাকী গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া একজন পরমা সুন্দরী নারীকে দেখিতে পাইয়াছেন। সেই নারীও হস্তিনাধিপতিকে দেখিয়াছেন। পরস্পরের রূপে মুগ্ধ হইয়া উভয়ই পরস্পরের প্রতি অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। প্রথমতঃ শান্তনুর মুখেই কথা ফুটিল। তিনি এই সুন্দরীকে পত্নীরূপে পাইবার বাসনা ব্যক্ত করিলে শরীরিণী গঙ্গাদেবী বসুগণের কথা স্মরণ করিয়া স্মিতবদনে শান্তনুকে কহিলেন—

ভবিষ্যামি মহিপাল মহিষী তে বশানুগা।
যত্তু কুর্য্যামহং রাজন্ শুভং বা যদিবাশুভম্।
ন তদ্বারয়িতব্যাস্মি ন বক্তব্যা তথাপ্রিয়ম্॥ ইত্যাদি। আদি ৯৮।২—৪

—মহারাজ, আমি যাহা করিব, তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক, তুমি বাধা দিবে না এবং আমাকে কোন অপ্রিয় কথা বলিবে না। সেইরূপ করিলে তখনই তোমাকে ত্যাগ করিব। তুমি এই শর্তে সম্মত হইলে আমি তোমার মহিষী হইতে সম্মত আছি।

শান্তনু সানন্দে এই শর্ত মানিয়া লইয়া গঙ্গার পাণিগ্রহণ করিলেন। অপরূপ সুন্দরী গঙ্গা সর্বপ্রকারে শান্তনুর মনোরঞ্জন করিতেছিলেন। গঙ্গা পুত্রের জননী হইয়াছেন, কিন্তু পুত্রটি

জন্মিবামাত্রই 'আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি'—এই কথা বলিয়া পুত্রটিকে নদীস্রোতে বিসর্জন করিলেন। এইভাবে ক্রমশঃ সাতটি পুত্রকেই জননী বিসর্জন করিয়াছেন। অষ্টম পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেও জননী পুত্রটিকে বিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন দেখিয়া দুঃখার্ত শান্তনু আর স্থিব থাকিতে পারিলেন না। পত্নীর সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবার ভয়ে এতকাল তিনি পুত্রহত্যা সহ্য করিয়াছেন, এবার তাঁহার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি পত্নীকে কহিলেন— তুমি কে ? কেন পুত্রগণকে হত্যা করিতেছ ? এই পুত্রটিকে হত্যা করিবে না। হে পুত্রঘ্নি তুমি প্রভূত পাপ সঞ্চয় করিতেছ'।

শান্তনুব দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া গঙ্গা কহিলেন—'হে পুত্রকাম, তোমার এই পুত্রটিকে হত্যা করিব না। তোমার সহিত পূর্ব চুক্তি-অনুসারে আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

অহং গঙ্গা জহ্নুসুতা মহর্ষিগণসেবিতা।

দেবকার্য্যার্থ-সিদ্ধ্যর্থমুষিতাহং ত্বয়া সহ ॥ ইত্যাদি। আদি ৯৮।১৮-২৪

—আমি মহর্ষিগণের দ্বারা সেবিতা জাহ্নবী গঙ্গা। দেবতাদের কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত তোমার সহিত বাস করিযাছি। মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে অষ্ট বসু মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছেন। বসুগণের প্রার্থনা ছিল—তোমাকে জনকরূপে এবং আমাকে জননীরূপে লাভ করিয়া তাঁহারা দেহধারণ কবিবেন, আর তাঁহারা জন্মিবামাত্রই শাপমুক্ত হইবার নিমিত্ত আমি তাঁহাদিগকে জলে বিসর্জন কবিব। এই মহাব্রত অষ্টম পুত্রটিকে পালন করিবে। বশিষ্ঠের হোমধেনু অপহরণের ব্যাপারে দ্যু-নামক বসুর অপরাধই সর্বাপেক্ষা বেশী। এই পুত্রটিই সেই বসু। এই পুত্রটি তাহার কর্মফল ভোগের নিমিত্ত দীর্ঘ জীবন লাভ করিবে। ইহাকে গঙ্গার দানরূপেই জ্ঞান করিবে'।

অতঃপর বসুগণের প্রতি মহর্ষি বশিষ্ঠের অভিসম্পাতের কারণ প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা কবিয়া গঙ্গাদেবী পুত্রটিকে সঙ্গে লইয়া অন্তর্হিতা হইলেন। শান্তনুও নিতান্ত শোকাকুল-চিত্তে পুবীমধ্যে প্রবেশ কবিয়াছেন।

একদা শান্তনুর প্রার্থনায় গঙ্গাদেবী তাঁহার অষ্টম পুত্র দেবব্রতকে সঙ্গে লইয়া মানুষীর রূপ ধাবণপূর্বক শান্তনুকে কহিলেন—'মহারাজ, তোমার এই পুত্রটি নিখিল শাস্ত্রে ও শস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়াছে। তুমি ইহাকে গ্রহণ করিয়া স্বগৃহে লইয়া যাও। এই বীর্যবান্ পুত্র বশিষ্ঠ হইতে বেদাদি-শাস্ত্র ও পরশুরাম হইতে শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে।

মহেষ্বাসমিমং রাজন্ বাজধর্ম্মার্থকোবিদম্।

ময়া দত্তং নিজং পুত্রং বীরং বীর গৃহং নয় ॥ ইত্যাদি। আদি ১০০।৩৯,৪০

—হে রাজন, মহাধনুর্ধর ও রাজধর্মার্থবিদ্ এই পুত্রটিকে তোমার হাতে দিতেছি। হে বীর, তোমার নিজের এই বীর পুত্রটিকে গৃহে লইয়া যাও'।

জননীর তত্ত্বাবধানে থাকিয়াই মহামতি বীর্যবান্ দেবব্রত অনন্যসাধারণ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

অতঃপর ভীষ্মের দেহত্যাগের পূর্বে আর তাঁহার জননীকে দেখিতে পাইতেছি না। ভীষ্মের দেহত্যাগের পর ধৃতরাষ্ট্রাদি পুরবাসিগণ তাঁহার উদ্দেশে তর্পণ করিবার নিমিত্ত গঙ্গায় অবতরণ করিয়াছেন। এবার শোকবিহ্বলা ভীষ্মজননী জল হইতে উঠিয়া বিলাপ করিতে করিতে কৌরবগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'আমার এরূপ পিতৃভক্ত জ্ঞানবান্ জিতেন্দ্রিয় পুত্রটি কি শিখণ্ডীর দ্বারা নিহত হইয়াছে' ? গুরু পরশুরামও যাহার সহিত যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন, সেই বীরশ্রেষ্ঠ পুত্র শিখণ্ডীর বাণে পতিত হইয়াছে—এই কথা স্মরণ করিতে আমার বুক ফাটিয়া যায়'।

কৃষ্ণ ও ব্যাসদেব ভীষ্মজননীকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন যে, তাঁহার পুত্র ছিলেন শাপগ্রস্ত বসুদের অন্যতম। স্বেচ্ছামৃত্যু মহাপুরুষ কি মানুষের দ্বারা নিহত হইতে পারেন ? ক্ষত্রধর্মরত বীরপুরুষ দেবব্রত অর্জুনের বাণে শরশয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, শিখণ্ডীর বাণে করেন নাই। স্বেচ্ছায়ই তিনি বসুগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

এই সান্ত্বনা-বাক্যে দেবী প্রকৃতিস্থ হইয়া অন্তর্ধান করিলেন।[২]

---

১ আদি ৯৭তম অ।

২ অনু ১৬৮।২১-৩৭

সত্যবতী

(মৎস্যগন্ধা, কালী, গন্ধকালী, গন্ধবতী, যোজনগন্ধা)

চেদিপতি উপরিচরবসুর পত্নীর নাম ছিল 'গিরিকা'। একদা মধুমাসে মৃগয়াগত চেদিপতি গিরিকাকে স্মরণ করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ক্ষরিত শুক্র একটি শ্যেনপক্ষীর ঠোঁট হইতে যমুনার জলে পড়িয়া গেল। ব্রহ্মশাপগ্রস্তা অপ্সরা অদ্রিকা মৎস্যরূপ প্রাপ্ত হইয়া যমুনায় বাস করিতেছিলেন। তিনি সেই শুক্র পান করিয়া গর্ভবতী হইলেন।

দশম মাসে সেই মৎস্যরূপিণী কৈবর্তদের জালে ধরা পড়িয়াছেন। তাঁহার পেট চিরিয়া কৈবর্তেরা দুইটি মনুষ্যশিশু দেখিতে পাইল—একটি পুরুষ ও অন্যটি নারী। কৈবর্তগণ এই দুইটি শিশুকে লইয়া রাজা উপরিচরবসুর সমীপে উপস্থিত হইয়াছে। এই অদ্ভুত ঘটনা শুনিয়া রাজা পুরুষ শিশুটিকে তাঁহার কাছেই রাখিয়া তাঁহাকে পালন করেন। শিশুটির নাম রাখা হইল 'মৎস্য', আর সেই কন্যাটি কৈবর্ত-সর্দারের দ্বারা পালিত হইল। তাহার নাম রাখা হইল 'সত্যবতী'। তাহার দেহে মাছের গন্ধ পাওয়া যাইত। এইজন্য তাহাকে বলা হইত—'মৎস্যগন্ধা'।

শিশুদ্বয়ের জননী শাপমুক্ত হইয়া আকাশমার্গে অন্তর্হিতা হইলেন।

মৎস্যগন্ধা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার পালক পিতা তাঁহাকে যমুনার খেয়াঘাটে নৌকাচালনে নিযুক্ত করিয়াছেন। একদিন মহর্ষি পরাশর সেইখানে উপস্থিত হইয়া মৎস্যগন্ধার মনোহর রূপ দর্শনে মোহিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তখনই তাঁহাকে পাইবার বাসনা ব্যক্ত করিলে মৎস্যগন্ধা কহিলেন যে, অনেক ঋষি সেখানে রহিয়াছেন। তাঁহাদের সম্মুখে কি করিয়া তিনি মহর্ষির বাসনা পূর্ণ করিবেন। মহর্ষি তৎক্ষণাৎ যোগবলে নীহার সৃষ্টি করিয়া সেই স্থানকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। লজ্জিতা মৎস্যগন্ধা আপন কন্যাত্বনাশের কলঙ্ক, পিতার আদেশের অপেক্ষা প্রভৃতির বিষয় উল্লেখ করিয়াও মহর্ষিকে নিরস্ত করিতে পারেন নাই। অগত্যা মৎস্যগন্ধা আপন দেহের সৌরভ এবং কন্যাত্ব অদূষণের বর প্রাপ্ত হইয়া মহর্ষির প্রীতি উৎপাদন করিলেন। এখন হইতে তাঁহার নাম হইল 'গন্ধবতী'। একযোজন স্থান ব্যাপিয়া তাঁহার গাত্রসৌরভ ছড়াইয়া পড়ে বলিয়া তাঁহাকে 'যোজনগন্ধা'ও বলা হয়। সত্যবতী গর্ভধারণ করিয়াই যমুনার দ্বীপে একটি পুত্র প্রসব করেন। এই বীর্যবান্ পুত্রের নাম 'কৃষ্ণ'। দ্বীপে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া 'দ্বৈপায়ন' এবং পরে বেদবিভাগের জন্য তিনি 'বেদব্যাস' নামে পরিচিত হইয়াছেন।

জন্মিয়াই সেই শিশু জননীকে বলিলেন যে, তাঁহাকে স্মরণ করিলেই তিনি উপস্থিত হইবেন। এই কথা বলিয়াই তিনি তপস্যা করিতে চলিয়া গেলেন।[১]

একদা যমুনাপুলিনে ভ্রমণনিরত হস্তিনাপতি শান্তনু অনুপম সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া কোথা হইতে সেই সুগন্ধ আসিতেছে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে

একজন অপরূপ সুন্দরী যুবতীকে দেখিতে পাইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সেই সুন্দরীর গাত্রগন্ধেই তিনি মোহিত হইয়াছেন। সুন্দরীর মুখে তাঁহার পরিচয় জানিয়া তখনই শান্তনু সেই সুন্দরীর পিতা ধীবররাজের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করিয়াছেন। ধীবররাজ শান্তনুর পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রস্তাবে আনন্দিত হইলেও শান্তনুকে কহিলেন যে, সেই কন্যার গর্ভজাত পুত্র যদি ভবিষ্যতে সিংহাসনের অধিকার পায়, তবেই তিনি সানন্দে শান্তনুকে কন্যাদান করিবেন। শান্তনু তাঁহার পুত্র দেবব্রতকে বঞ্চিত করিয়া সত্যবতীকে ভার্যাত্বে বরণ করিতে সম্মত হন নাই। রাজপুরীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াও তিনি রাজকার্যে মন দিতে পারিলেন না, সত্যবতীর ধ্যানেই মগ্ন হইয়া রহিলেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র বৃদ্ধ অমাত্যগণ হইতে পিতার বিষাদের কারণ অবগত হইয়া ধীবররাজের সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। পিতার সিংহাসনের অধিকার ত্যাগ এবং চির-ব্রহ্মচর্যের প্রতিজ্ঞা করিয়া ধীবররাজের পণ পূর্ণ করিয়া তিনি সত্যবতীকে মাতৃত্বে বরণ করেন।

সত্যবতী হস্তিনায় রাজমহিষী হইলেন। যথাকলে তিনি দুইটি পুত্রের জননী হইয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম 'চিত্রাঙ্গদ' এবং কনিষ্ঠের নাম 'বিচিত্রবীর্য'। বিচিত্রবীর্যের অতি শৈশবেই শান্তনু কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

চিত্রাঙ্গদকে সিংহাসনে বসাইয়া সত্যবতীর আদেশে ভীষ্মই রাজকার্য চালাইতেছেন। চিত্রাঙ্গদ অতিশয় বলদর্পিত পুরুষ, তিনি কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না। কুরুক্ষেত্রে চিত্রাঙ্গদনামা গন্ধর্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনি প্রাণ হারাইলেন। তারপর নাবালক বিচিত্রবীর্যকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ভীষ্মই পুনরায় সকল কার্য নির্বাহ কবিয়াছেন। কাশীরাজকন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত বিচিত্রবীর্যের বিবাহ হইয়াছে। অসংযত বিচিত্রবীর্য বিবাহের সাত বৎসর পরেই যক্ষ্মারোগে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

হস্তিনার রাজবংশকে নির্মূল দেখিয়া শোকসন্তপ্তা সত্যবতী উভয় পুত্রবধূর গর্ভে ক্ষেত্রজ-পুত্র উৎপাদনের নিমিত্ত ভীষ্মকে অনুরোধ করিয়াছেন। ভীষ্ম তাঁহার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের ভয়ে মাতার অনুরোধ রক্ষা করেন নাই।

কোনও গুণবান ব্রাহ্মণকে নিয়োগ করিবার নিমিত্ত ভীষ্ম প্রস্তাব করিলে সত্যবতী সেই প্রস্তাবের সমীচীনতা স্বীকার করিলেন। তিনি সলজ্জসুরে তাঁহার কানীনপুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জন্মবৃত্তান্ত ভীষ্মের নিকট প্রকাশ করিয়া মহর্ষি দ্বৈপায়নকে এই ব্যাপারে আহ্বান করিতে চাহিলেন। ভীষ্মও মাতার এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়াছেন। সত্যবতী দ্বৈপায়নকে আহ্বান করিলেন।

শাশুড়ী পুত্রবধূগণকেও যথাকালে এই পরামর্শের বিষয় জানাইয়াছেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রসাদে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম হইল।

অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে, সত্যবতীর পৌত্র পাণ্ডু হস্তিনার অধীশ্বর হইয়া অকালে পরলোকগমন করিয়াছেন। সত্যবতী শোকে অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। এইসময় তাঁহার পুত্র মহর্ষি দ্বৈপায়ন জননীর সমীপে উপস্থিত হইয়া কুরুবংশের ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের কথা বলিলেন এবং গৃহত্যাগ করিয়া অরণ্যে গিয়া তপস্যা করিতে জননীকে পরামর্শ দিলেন। সত্যবতী পুত্রের পরামর্শকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করিয়া এই বিষয়ে ভীষ্মের অনুমোদন লাভ করিয়াছেন। শোকার্তা পাণ্ডুজননী অম্বালিকাকে সঙ্গে লইয়া তিনি বানপ্রস্থে যাত্রা করিতে চাহিলে ধৃতরাষ্ট্রজননী অম্বিকাও তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন। বনে গিয়া তিনজনে কঠোর তপস্যা দ্বারা

দেহং ত্যক্ত্বা মহারাজ গতিমিষ্টাং যযুস্তদা ॥ আদি ১২৮।১৩

—মহারাজ, (জনমেজয়ের প্রতি বৈশম্পায়নের সম্বোধন) তাঁহারা দেহ ত্যাগ করিয়া অভিলষিত গতি প্রাপ্ত হন।

---

১ আদি ৬৩।৩৪—৮৮
আদি ১০০।৪৮

২ আদি ১০১তম—১০৩তম অ।

৩ আদি ১০৬তম অ।

অম্বিকা ও অম্বালিকা

কাশীরাজের তিন কন্যা—অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা। কাশীরাজ তিন কন্যারই স্বয়ংবর-সভা আহ্বান কবিয়াছেন। অনেক বাজা এবং যুববাজ সেই সভায় পাণিপ্রার্থিরূপে সমবেত হইলেন। মহাবীর ভীষ্ম তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের বিবাহ দিবেন স্থিব করিয়াছেন। তিনি সেই স্বযংবর-সভায় উপস্থিত হইলে কন্যাগণ প্রৌঢ় ভীষ্মেব পরিচয় পাইয়া উদ্বেগ বোধ করিতেছেন এবং অন্যান্য বাজন্যবর্গ ভীষ্মকেও পাণিপ্রার্থী মনে করিয়া হাসাহাসি করিতেছিলেন। এই উপহাসে ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্ম গম্ভীর স্বরে কহিলেন—'ধর্মবাদিগণ বলপূর্বক কন্যা হরণকেও প্রশস্ত বলিয়া কীর্তন কবিযাছেন। আমি বলপূর্বক এই কন্যাদিগকে হরণ করিতেছি এবং যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত আছি। কাহারও সাধ্য থাকিলে আমাকে বারণ করুন।'

এই বলিয়া ভীষ্ম কন্যাগণকে বলপূর্বক বথে তুলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে পাণিপ্রার্থী বাজন্যবৃন্দ মিলিতভাবে তাঁহাকে আক্রমণ কবিয়া পরাজিত হইয়াছেন। বিজয়ী মহাবীর ভীষ্ম হস্তিনায় ফিবিয়া আসিয়াছেন। এবাব এই তিনটি কন্যাকেই তিনি ভ্রাতৃবধূরূপে বরণের উদ্যোগ করিতেছেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা তখন সলজ্জসুরে ভীষ্মকে জানাইলেন যে, তিনি মনে মনে সৌভপতি শাল্বকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। অতএব ভীষ্ম যেন দয়া করিয়া তাঁহাকে ধর্মভ্রষ্টা না কবেন। ধর্মজ্ঞ ভীষ্ম তখনই অম্বাকে শাল্বরাজের নিকট পাঠাইয়া দেন। কিন্তু ভীষ্মস্পৃষ্টা দূষিতা কন্যাকে শাল্বরাজ গ্রহণ করিলেন না। মনের দুঃখে অম্বা কঠোর তপস্যা করিয়া দেহত্যাগ কবিলেন। ইনিই পরজন্মে শিখণ্ডিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ভীষ্মনিধনের কাবণ হইয়াছেন। (দ্রঃ 'শিখণ্ডী' প্রবন্ধ।)

বিচিত্রবীর্যের সহিত অম্বিকা ও অম্বালিকার বিবাহ সম্পন্ন হইল। দুই ভগিনীই পরমা সুন্দরী—

> তে চাপি বৃহতীশ্যামে নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজে।
> রক্তুতুঙ্গনখোপেতে পীনশ্রোণিপয়োধরে ॥ আদি ১০২।৬৭

—তাঁহারা বৃহতী-পুষ্পের ন্যায় রক্তাভ তপ্তকাঞ্চন-বর্ণ, তাঁহাদের কেশগুচ্ছ ঘনকৃষ্ণ ও কুঞ্চিত, তাঁহাদের নখগুলি লোহিতবর্ণ ও প্রশস্ত।

বিচিত্রবীর্যও অতি সুপুরুষ ছিলেন। বিবাহের সাত বৎসর পরেই তরুণ বিচিত্রবীর্য যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। কোন চিকিৎসায়ই ফল হইল না। তিনি পরলোকগমন করিলেন। শ্রাদ্ধশান্তি হইয়া গিয়াছে।'

শোকাতুরা সত্যবতী রূপযৌবনসম্পন্না অনপত্যা বিধবা পুত্রকামা বধূগণকে দেখিয়া সমধিক ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। তিনি বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্রের দ্বারা কুরুবংশকে রক্ষা করিবার মানসে ভীষ্মকে অনুরোধ করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী ভীষ্ম সত্যভঙ্গের ভয়ে ভ্রাতৃজায়াতে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনে সম্মত হইলেন না। তখন ভীষ্মের সহিত পরামর্শ করিয়া সত্যবতী

এই ব্যাপারে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে আহ্বান করেন। মাতার অনুরোধে মহর্ষি সম্মত হইলেন। তিনি এক বৎসর-কাল নির্দিষ্ট ব্রত আচরণপূর্বক বধূগণকে বিশুদ্ধ হইবার নিমিত্ত বলিলে সত্যবতী কহিলেন যে, অরাজক রাষ্ট্রে কালাতিপাত উচিত হইবে না, মহর্ষি যেন শীঘ্রই মাতার অভিলাষ পূর্ণ করেন।

ব্যাসদেব কহিলেন—'যদি এখনই বধূগণের গর্ভধারণ তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে তাঁহারা আমার দেহের রূপ গন্ধ প্রভৃতির বিরূপতা সহ্য করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হউন। ইহাতেই তাঁহাদের ব্রত পালন করা হইবে এবং তাঁহারা উৎকৃষ্ট পুত্র লাভ করিবেন। শুচিবস্ত্রা অলঙ্কৃতা বধূগণ যেন শয়নগৃহে আমার প্রতীক্ষা করেন।'

সত্যবতী গোপনে অম্বিকার নিকট এইসকল কথা প্রকাশ করিয়া কোনপ্রকারে তাঁহাকে সম্মত করাইলেন। অম্বিকা যথাকালে শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভীষ্ম এবং পরলোকগত কুরুশ্রেষ্ঠদিগকে স্মরণ করিতেছিলেন। মহর্ষি বেদব্যাসকে দেখিয়াই তিনি ভীত হইয়া পড়েন। ব্যাসদেবের ঘোর কৃষ্ণ গাত্রবর্ণ, কপিল-বর্ণের জটা, প্রদীপ্ত নেত্রযুগল ও পিঙ্গল শ্মশ্রু দেখিয়া অম্বিকা ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। ব্যাসদেব শয়নমন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসু জননীকে কহিলেন যে, অম্বিকা অযুত হস্তীর বলের সমান বলীয়ান্ মহাবীর্য পুত্র লাভ করিবেন—

কিন্তু মাতুঃ স বৈগুণ্যাদন্ধ এব ভবিষ্যতি। আদি ১০৬।১০

—কিন্তু জননীর দোষে পুত্রটি জন্মান্ধ হইবে।

এইকথা শুনিয়া সত্যবতী পুত্রকে কহিলেন যে, অন্ধ সন্তান তো রাজ্যাধিকারী হইবে না, অতএব ব্যাসদেবকে আরও একটি পুত্র দান করিতে হইবে। ব্যাসদেব সম্মত হইলেন। অম্বিকা যথাকালে একটি অন্ধ পুত্র কোলে পাইয়াছেন। এই পুত্রই—ধৃতরাষ্ট্র।

এবার জননীর নির্দেশে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অম্বালিকার শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলে মহর্ষির চেহারা দেখিয়া অম্বালিকা ভয়ে পাণ্ডুবর্ণা (ফ্যাকাশে) হইয়া গেলেন। সত্যবতী ব্যাসদেব হইতে জানিলেন যে, অম্বালিকা পাণ্ডুবর্ণ একটি পুত্র লাভ করিবেন। সত্যবতীর মন প্রসন্ন হইল না। তিনি পুত্রের নিকট আরও একটি ক্ষেত্রজ পৌত্র প্রার্থনা করিলে এবারও মহর্ষি জননীর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। অম্বালিকার পুত্রটি পাণ্ডুনামে পরিচিত হইয়াছেন।

শাশুড়ী জ্যেষ্ঠা বধূ অম্বিকাকে আরও একটি পুত্র লাভের নিমিত্ত অনুরোধ করিলে অম্বিকা ব্যাসদেবের চেহারা স্মরণ করিয়া নিজে মহর্ষিকে আহ্বান করিতে ভরসা পান নাই। তাঁহার একটি দাসীকে নিজের বসনভূষণে অলঙ্কৃত করিয়া তিনি শয়নমন্দিরে পাঠাইয়া দিয়াছেন। দাসীটির পরিচর্যায় ব্যাসদেব অতিশয় প্রীত হইলেন। ব্যাসদেবের প্রসাদে দাসীর দাসীত্ব ঘুচিয়া গেল। মহাত্মা বিদুর তাঁহার গর্ভে আবির্ভূত হইলেন। জননীর জিজ্ঞাসার উত্তরে পুত্র ব্যাসদেব অম্বিকার প্রতারণা, দাসীটির গর্ভধারণ এবং অসাধারণ ধর্মজ্ঞ পুত্রের আবির্ভাব-সম্ভাবনার কথা বলিয়া প্রস্থান করিয়াছেন।

অম্বিকার পুত্র ধৃতরাষ্ট্র, অম্বালিকার পুত্র পাণ্ডু ও অম্বিকার দাসীর পুত্র বিদুর—তিনজনই বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্র। ভীষ্ম ইঁহাদের লালনপালন ও শিক্ষাদীক্ষার ভার গ্রহণ করেন। রাজকুমারগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ভীষ্ম পাণ্ডুকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্রাদি তিন ভ্রাতার বিবাহাদি সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহারা স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া সুখেই আছেন। পাঁচটি নাবালক ক্ষেত্রজ পুত্র ও দুই ভার্যাকে রাখিয়া পাণ্ডু অকালে শোচনীয়ভাবে দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা ভার্যা মাদ্রীও সহমৃতা হইলেন। এই দুর্ঘটনায় সকলেই মর্মাহত

হইয়া পড়িয়াছেন। পুত্রশোকে অম্বালিকা অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন।

পাণ্ডু ও মাদ্রীর পারলৌকিক কৃত্য সমাপ্তির পর ব্যাসদেব শোকার্তা সত্যবতীকে কহিলেন—'মাতঃ, সুখের দিন গত হইয়াছে, এবার পর পর দুঃখভোগ করিতে হইবে। কৌরবগণের দুর্নীতিতে পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। তুমি সেই ভীষণ কুলক্ষয় ঘটিবার পূর্বেই তপোবনে গিয়া তপস্যা কর।' সত্যবতী পুত্রের এই সাধু পরামর্শ গ্রহণ করিয়া এই বিষয়ে ভীষ্মেরও অনুমোদন লাভ করিলেন। পুত্রশোকার্তা অম্বালিকাকে সঙ্গে লইয়া তিনি বানপ্রস্থে যাত্রা করিতে চাহিলে অম্বিকাও তাঁহাদের সঙ্গিনী হইয়াছেন। অরণ্যে গিয়া সত্যবতী, অম্বিকা ও অম্বালিকা কঠোর তপস্যা দ্বারা পরম গতি লাভ করেন।[২]

---

১ আদি ১০২ তম অ।

২ আদি ১২৮।১৩

গান্ধারী

মহর্ষি ব্যাসদেব প্রারম্ভেই বলিয়া রাখিয়াছেন—গান্ধারীর ধর্মশীলতার কথা তিনি বর্ণনা করিবেন।

বিস্তরং কুরুবংশস্য গান্ধার্য্যা ধর্ম্মশীলতাম্। আদি ১।৯৯

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত গান্ধার রাজ্যের অধিপতি নৃপতি সুবলের কন্যাকে গান্ধারী এবং সুবলাত্মজা বলা হইত। তাঁহার অন্য কোন নাম জানা যায় না। জন্মভূমি ও জনকেব নামের সহিত যোগ রাখিয়াই বোধ হয় তাঁহার নামকরণ হইয়াছিল।

মাতৃকাগণের মধ্যে মতি দেবী সুবলের কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অংশাবতরণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

মতিস্তু সুবলাত্মজা। আদি ৬৭।১৬০

পিতামহ ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর বিবাহ বিষয়ে বিদুরের সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের (ঘটক?) মুখে শুনিয়াছিলেন—সুবলদুহিতা গান্ধারী মহাদেবের আরাধনা করিয়া একশত পুত্র প্রাপ্তির বর লাভ করিয়াছেন।[১]

ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া ভীষ্ম গান্ধাররাজের নিকট লোক পাঠাইলেন। গান্ধাররাজ সুবল বরের জন্মান্ধতার কথা শুনিয়া প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, পরে কুরুবংশের মর্যাদা, খ্যাতি, আচরণ প্রভৃতির বিষয় স্মরণ করিয়া কন্যাদানে সম্মত হইলেন। গান্ধারী যখন শুনিলেন, তাঁহার জনকজননী তাঁহাকে এক জন্মান্ধ রাজপুত্রের হাতে সম্প্রদান করিতে স্থির করিয়াছেন, তখন তিনি এক পট্টবস্ত্রকে অনেক ভাঁজে পুরু করিয়া নিজের চক্ষু দুইটি বাঁধিয়া ফেলিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—তিনি যেন পতিব্রতা হইয়া থাকিতে পারেন এবং নিজের অপেক্ষা কখনও পতিকে অপকৃষ্ট মনে করিতে না পারেন।

ততঃ সা পট্টমাদায় কৃত্বা বহুগুণং তদা।
ববন্ধ নেত্রে স্বে রাজন পতিব্রতপরায়ণা॥
নাভ্যসূয়াং পতিমহমিত্যেবং কৃতনিশ্চয়া। আদি ১১০।১৪,১৫

শকুনি সালঙ্কৃতা ভগিনীকে হস্তিনাপুরীতে লইয়া আসিলেন। এখানেই ধৃতরাষ্ট্রের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। তিনি তাঁহার চরিত্র এবং আচার ব্যবহারের দ্বারা সমস্ত কুরুকুলের তুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন।

মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার চিত্তকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। কুমারী অবস্থাতেও তিনি মহাদেবের নিকট শত পুত্রের বর চাহিয়াছিলেন। পুনরায় দেখিতেছি, একদা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পরিশ্রান্ত ব্যাসদেব হস্তিনাপুরীতে উপস্থিত হইলে গান্ধারী যথোচিত সেবাযত্নে মহর্ষিকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। মহর্ষি পরম প্রীত হইয়া বর দিতে চাহিলে—

সা বব্রে সদৃশং ভর্ত্তুঃ পুত্রাণাং শতমাত্মনঃ। আদি ১১৫।৮

—তিনি পতির সদৃশ শত পুত্রের বর প্রার্থনা করিলেন।

যথাকালে তিনি সন্তানসম্ভবা হইয়াছেন, পরন্তু দুই বৎসর পর্যন্ত তিনি সন্তানমুখ দর্শন করিতে পারিলেন না, শুধু গর্ভভারই বহন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কুন্তী একটি সর্বাঙ্গসুন্দর পুত্র লাভ করিয়াছেন শুনিয়া দুঃখে ও ক্ষোভে গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাতে স্বীয় উদরে আঘাত হানিতে লাগিলেন। ইহার ফলে তিনি লৌহপিণ্ডের মত কঠিন একটি মাংসপেশী প্রসব করিলেন। সুদীর্ঘ দুই বৎসর গর্ভপোষণের এই ফল দেখিয়া তিনি সেই মাংসপেশীকে ফেলিয়া দিতে উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় ব্যাসদেব সেখানে উপস্থিত হইলে গান্ধারী অকপটে তাঁহাকে সকল ঘটনা বলিলেন। কুন্তীর পুত্রপ্রাপ্তিতে তাঁহার ঈর্ষা এবং উদরাঘাতের কথাও গোপন করিলেন না। আরও বলিলেন, 'আপনি আমাকে শত পুত্রের বর দিয়াছিলেন, এই মাংসপেশী কি আমার শত পুত্র ?' ব্যাসদেব বলিলেন, 'আমার বাক্য অন্যথা হইবার নহে। কোন নিভৃত স্থানে শীঘ্র একশতটি ঘৃতপূর্ণ কুণ্ড স্থাপনের ব্যবস্থা করাও এবং শীতল জলে এই মাংসপেশীকে বিধৌত কর।' এই ব্যবস্থার পর দেখা গেল, সেই পেশীটি অঙ্গুষ্ঠপর্বপ্রমাণ একশত এক খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। পরে আরও একটি ঘৃতকুণ্ড স্থাপন করিয়া সেইগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ কুণ্ডে ঢাকিয়া রাখা হইল। মহর্ষির পূর্ব-নির্দেশ অনুসারে যথাসময়ে কুণ্ড উদ্ঘাটন করিয়া গান্ধারী একশত পুত্র ও একটি কন্যার মুখ দর্শন করিলেন। ব্যাসদেবেরই প্রসাদে তিনি তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত কন্যাটিকে লাভ করিয়াছিলেন।[২]

এই বর্ণনাতে দেখা যাইতেছে—কুন্তীর পুত্রলাভে গান্ধারী ঈর্ষান্বিতা হইয়াছেন। কুন্তীর পূর্বে গর্ভধারণ করিয়াও তিনি রাজমাতা হইতে পারিবেন না, বংশের জ্যেষ্ঠ সন্তান কুন্তীপুত্রই সম্ভবতঃ রাজা হইবেন—এইপ্রকার চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু সেইজন্য উদরে আঘাত কবিয়া গর্ভপাতনের চেষ্টা নিতান্তই হঠকারিতা। ব্যাসদেবের নিকট নিজ মুখে সত্য স্বীকার করিয়াও তাঁহার এই ঈর্ষাজনিত পাপ যেন দূর হয় নাই। কুপুত্রের সাধ্বী জননী কি সমগ্র জীবন এই পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন ?

গান্ধারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধন তাঁহার পিতার জীবদ্দশায়ই রাজা হইলেন। ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিবের রাজধানী স্থাপিত হইল। পরশ্রীকাতর দুর্যোধন জ্ঞাতির ঐশ্বর্য সহ্য করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের পর দুর্যোধন জ্ঞাতির অতুল ঐশ্বর্য দেখিয়া আর স্বস্থ থাকিতে পারেন নাই। ঈর্ষানলে সন্তপ্ত হইয়া পাণ্ডবের ঐশ্বর্য হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যে মাতুল শকুনির চক্রান্তে যুধিষ্ঠিরকে কপট দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিবেন—স্থির করিলেন। প্রথমতঃ ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে অনেক সাধু উপদেশ দিয়া এই কুকর্ম হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুত্রস্নেহের নিকট তাঁহার বিবেক-বুদ্ধি পরাজয় স্বীকার করিল। কপট দ্যূতক্রীড়ায় তিনিই ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে আহ্বান করিলেন। হস্তিনাপুরীর রাজসভায় দ্যূতক্রীড়া চলিতে লাগিল। শকুনির কপটতায় যুধিষ্ঠির সর্বস্বান্ত হইতেছেন, আর ধৃতরাষ্ট্র পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতেছেন—'কিং জিতম্ ? কিং জিতম ?' এবার আমরা কি জয় করিলাম ? কুপুত্রের স্বার্থান্ধ পিতা অন্ধ নৃপতি যখন এইপ্রকার পৈশাচিক উল্লাসে উন্মত্তপ্রায়, তখন জননী গান্ধারী এবং অন্যান্য মহিলাগণ অন্তঃপুরে শোকে দুঃখে বিহ্বল হইয়া রোদন করিতেছিলেন—

ভরতানাং স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা গান্ধার্য্যা সহ সঙ্গতাঃ।
প্রাক্রোশন্ ভৈরবং তত্র দৃষ্ট্বা কৃষ্ণাং সভাগতাম্॥ সভা ৮১।১৯

—অবশেষে ধৃতরাষ্ট্র বহু দুর্লক্ষণ দেখিয়া পাণ্ডবদের শৌর্যবীর্যে ভীত হইয়া দ্রৌপদীকে বর দিতে চাহিলে দ্রৌপদী পতিগণের দাসত্বমুক্তি প্রার্থনা করিলেন। ভীত ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীর

প্রার্থনা পূরণ করিয়াছেন, অধিকন্তু পাণ্ডবদের রাজ্যও ফিরাইয়া দিলেন। পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে চলিয়া গিয়াছেন। অতিলোভী দুর্যোধনের পরামর্শে সুতপ্রিয় ধৃতরাষ্ট্র সুহৃদ্বর্গের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায় দ্যূতক্রীড়ার নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিতে লোক পাঠাইলেন। এইবার ধর্মযুক্তা শোকাকুলা গান্ধারী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ধৃতরাষ্ট্র সমীপে উপস্থিত হইয়া পুত্রদের কল্যাণের নিমিত্ত বলিতে লাগিলেন—'দুর্যোধনের জন্মমুহূর্তেই মহামতি বিদুর বলিয়াছিলেন, এই কুলকলঙ্ককে বধ কর। এই কুলাধম জন্মিয়াই শৃগালের ন্যায় চীৎকার করিয়াছিল। ইহা হইতেই কুরুকুল ধ্বংস হইবে। মহারাজ, তুমি নিজের দোষে অগাধ সলিলে নিমগ্ন হইও না, অশিষ্ট পুত্রগণের অভিপ্রায়কে সমর্থন করিও না। তুমি ঘোর কুলক্ষয়ের কারণ হইও না। কে বদ্ধ সেতুকে ভাঙ্গিয়া ফেলে ? শান্ত পাবকে কে পুনরায় ফুৎকার দেয় ? শান্ত পৃথাতনয়গণকে কে পুনরায় কুপিত করে ? যাহার বুদ্ধি কলুষিত, শাস্ত্রের উপদেশ তাহার নিকট নিষ্ফল। বৃদ্ধের পক্ষে কোন অবস্থায়ই বালমতি হওয়া উচিত নহে। তুমিই তোমার পুত্রগণের পরিচালক হইবে, তোমার আদেশ অমান্য করিলে তাহাদের বিনাশ অনিবার্য।'[৫]

পরিশেষে এই দীর্ঘদর্শিনী নারী পুত্রস্নেহে অভিভূত না হইয়া স্বামীকে বলিয়াছেন—

তস্মাদয়ং মদ্বচনাৎ ত্যজ্যতাং কুলপাংসনঃ।
তথা তে ন কৃতং রাজন্ পুত্রস্নেহান্নরাধিপ।
তস্য প্রাপ্তং ফলং বিদ্ধি কুলান্তকরণায় যৎ॥ সভা ৭৫।৮, ৯

—অতএব আমার অনুরোধ, এই কুলকলঙ্ককে ত্যাগ কর। হে রাজন্, পুত্রস্নেহে তুমি তাহা না করাতেই এখন কুলক্ষয়কর ফল প্রাপ্ত হইতেছ।

অতঃপর গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে আরও একটি কথা বলিয়াছেন:

'তোমার শান্তি, ধর্ম এবং ন্যায়যুক্ত যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি জাগ্রত হউক, তুমি প্রমাদগ্রস্ত হইও না। ক্রূর উপায়ে যে লক্ষ্মী আসেন, তিনি ধ্বংসকারিণী। প্রথমতঃ তিনি মৃদু থাকিলেও ক্রমশঃ দৃঢ়মূল হইয়া পুত্রপৌত্রাদিতে তাঁহার ধ্বংসলীলা বিস্তার করেন।'

ইহাতেও স্বার্থান্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত হইল না। তিনি উত্তর দিলেন—'এই কুলধ্বংস নিবারণ করিবার শক্তি আমার নাই। পুত্রেরা যাহা চায়, তাহাই হউক।'

সাধ্বী নারী তাঁহার স্বামীর দুরভিসন্ধি ভালরূপেই বুঝিতেছিলেন। তাই এই আবেদনের উপসংহারে ধৃতরাষ্ট্রের অশোভন উল্লাসের চরম পরিণতির কথাও তাঁহাকে শোনাইয়াছেন।

পাণ্ডবগণের বনবাসের বার বৎসর ও অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর গত হইয়াছে। মৎস্যরাজ্যের সীমান্তস্থিত উপপ্লব্য-নগর হইতে পাণ্ডবগণ তাঁহাদের হৃত রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত দূতরূপে **দ্রুপদরাজার** পুরোহিতকে হস্তিনাপুরীতে পাঠাইয়াছেন। সেই প্রজ্ঞাবান্ ব্রাহ্মণের কথাগুলি একেবারে পরিষ্কার, পরন্তু অনেকের কাছেই বড় তীক্ষ্ণ বলিয়া বোধ হইল। ধৃতরাষ্ট্র এইবার ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি বুঝিতেছেন, যুদ্ধ ঘটিলে তাঁহার পুত্রদের আর রক্ষা নাই। তিনি মহামতি সঞ্জয়কে পাণ্ডবদের নিকট পাঠাইলেন। উদ্দেশ্য—সঞ্জয়ের মিষ্ট বাক্যে যদি তাঁহারা রাজ্য না পাইয়াও যুদ্ধোদ্যম হইতে বিরত হন। সঞ্জয় পাণ্ডবগণের সকল কথা শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। হস্তিনার রাজসভায় তিনি তাঁহার বক্তব্য বলিবেন। ধৃতরাষ্ট্র ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া বিনিদ্ররজনী যাপন করিতেছেন। বিদুর এবং সনৎকুমারের ন্যায় সর্বজ্ঞ পুরুষদ্বয়ের হিতবচনেও তাঁহার লোভ সংযত হইতেছে না। যথাকালে সঞ্জয় সভামধ্যে সর্বসমক্ষে পাণ্ডবগণের মনোভাব প্রকাশ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের

অসাধু অভিসন্ধির জন্য তাঁহাকে ভর্ৎসনাও করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বুঝিলেন, পাণ্ডবগণের হৃত রাজ্য প্রত্যর্পণ না করিলে তাঁহার পুত্রগণের সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে। সভাভঙ্গের পর দিগ্‌ভ্রান্ত বৃদ্ধ ভীত হইয়া নির্জনে সারবিৎ ধর্মার্থনিপুণ সর্বদর্শী সঞ্জয়-হইতে উভয় পক্ষের সৈন্যদের শক্তিসামর্থ্য জানিতে চাহিলেন। সঞ্জয় বলিলেন, 'মহারাজ, নির্জনে আপনার নিকট কিছুই বলিব না। আপনি অসূয়া দমন করিতে পারিতেছেন না। আপনার জনক মহর্ষি ব্যাসদেব এবং মহিষী গান্ধারীর সাক্ষাতে আপনাকে কৃষ্ণ ও অর্জুনের অভিপ্রায় জানাইব। তাঁহারা আপনার এই অসূয়া নিবারণ করিবেন। তাঁহারা ধর্মজ্ঞ এবং বিবেকী।' ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে পাঠাইয়া উভয়কে সভাগৃহেই আনাইলেন। এবার সঞ্জয় কৃষ্ণের মাহাত্ম্য ও কৃষ্ণার্জুনের শক্তিসামর্থ্যের কথা শোনাইলেন। কৃষ্ণের শরণ লইবার নিমিত্ত ভীত ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বুঝাইলেন, কিন্তু দুর্যোধন পিতার উপদেশ গ্রহণ করিলেন না। নিরুপায় ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে বলিতেছেন—'তোমার দুরাত্মা পুত্র গুরুজনের কথা না শুনিয়া অধঃপাতে যাইতেছে।'

গান্ধারী পুত্রকে বলিতেছেন—

ঐশ্বর্য্যকাম দুষ্টাত্মন্ বৃদ্ধানাং শাসনাতিগ।
ঐশ্বর্য্যজীবিতে হিত্বা পিতরং মাঞ্চ বালিশ ॥
বর্দ্ধয়ন্ দুর্হৃদাং প্রীতিং মাঞ্চ শোকানলে দহন্।
নিহতো ভীমসেনেন স্মর্ত্তাসি বচনং পিতুঃ ॥ উ ৬৯।৯, ১০

—হে গুরুজনের উপদেশ লঙ্ঘনকারিন্, ঐশ্বর্যকাম দুষ্টাত্মন্, তুমি ঐশ্বর্য, জীবন, পিতা এবং আমাকেও হারাইবে। শত্রুদের প্রীতি বর্দ্ধন করিয়া আমাকে শোকানলে দগ্ধ করিয়া ভীমসেনের হাতে যখন নিহত হইবে, তখন পিতার বাক্য স্মরণ করিবে।

ব্যাসদেব দুর্যোধনকে আর কিছুই বলিলেন না, শুধু সঞ্জয়ের কথামত কৃষ্ণের শরণ লইতে ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিলেন।[৫] জননীর করুণ বচনেও দুর্যোধন টলিলেন না।

পুনরায় উভয় পক্ষে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে শেষ চেষ্টা করিতে শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনার কুরুসভায় উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার সুগভীর অর্থযুক্ত ভাষণ, ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদি মহামতিগণের উপদেশ, ভীত ধৃতরাষ্ট্রের শান্তির বাণী, সকলই দুর্যোধনের অতি লোভের নিকট পরাস্ত হইয়াছে। এখন অনন্যোপায় হইয়া ধৃতরাষ্ট্র মহাপ্রাজ্ঞা গান্ধারীকে রাজসভায় উপস্থিত করিবার নিমিত্ত বিদুরকে পাঠাইলেন। ধৃতরাষ্ট্রের ভরসা এই যে, হয়তো তাঁহার ধর্মজ্ঞা পত্নী পুত্রকে সুপথে আনিতে পারিবেন।

অপি লোভাভিভূতস্য পন্থানমনুদর্শয়েৎ।
দুর্ব্বুদ্ধের্দ্দুঃসহায়স্য শমার্থং ব্রুবতী বচঃ ॥ উ ১২৯।৪

—গান্ধারী উপস্থিত হইলে পর ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—'গান্ধারি, শাসনের বহির্ভূত তোমার এই দুরাত্মা পুত্র ঐশ্বর্যের লোভে ঐশ্বর্য ও জীবন হারাইবে। এই অশিষ্ট দুরাত্মা সুহৃদ্বর্গের উপদেশ অমান্য করিয়া সভা হইতে চলিয়া গিয়াছে'।

পতির এই বাক্য শুনিয়া গান্ধারী বলিলেন, 'শীঘ্র এই রাজ্যকামুক অশিষ্টকে এখানে উপস্থিত করাও। ধর্মার্থলোপী অশিষ্ট কখনও রাজ্য লাভ করিতে পারে না। তথাপি এই অবিনীত রাজ্য লাভ করিয়াছে'।[৬] অতঃপর তেজস্বিনী নারী সর্বসমক্ষে পতিকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছেন—

ত্বং হ্যেবাত্র ভৃশং গর্হ্যো ধৃতরাষ্ট্র সুতপ্রিয়ঃ।
যো জানন্ পাপতামস্য তৎপ্রজ্ঞামনুবর্ত্তসে ॥ ইত্যাদি। উ ১২৯।১১-১৫

—রাজন, এই বিষয়ে পুত্রস্নেহাতুর তুমিই অতিশয় ভর্ৎসনার যোগ্য। তুমি পুত্রের পাপ অভিসন্ধি জানিয়াও তাহার **ইচ্ছাকেই** অনুমোদন করিয়া থাক। লোভ ও অহঙ্কারে মোহগ্রস্ত পুত্রকে আজ চেষ্টা করিয়াও তুমি ফিরাইতে অসমর্থ। মূঢ় মূর্খ দুর্জনপরিবেষ্টিত এই দুরাত্মাকে রাজ্য প্রদানের ফল আজ তোমাকে ভোগ করিতে হইতেছে। জ্ঞাতিবর্গের বিবাদকে উপেক্ষা করা কি রাজার কাজ ? শান্তিপূর্ণ উপায়ে যে বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া সম্ভবপর, সেই বিষয়ে কি কেহ যুদ্ধাদিতে লিপ্ত হয় ?

জনকজননীর ডাকে এই সময়ে তাম্রচক্ষু ক্রুদ্ধ দুর্যোধন সাপের ন্যায় ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে করিতে সভায় প্রবেশ করিলেন। জননী পুত্রকে সভাত্যাগের জন্য ভর্ৎসনা করিয়া পরে বলিতে লাগিলেন—'বৎস, তোমার পিতা, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর প্রমুখ সুহৃদ্‌গণের বাক্য পালন কর। তাহা করিলেই আমাদের এবং সকল গুরুজনের প্রতি তোমার ভক্তি প্রদর্শিত হইবে। হে মহাপ্রাজ্ঞ, লোভের বশীভূত হইলে রাজ্যের প্রাপ্তি, রক্ষা এবং ভোগ সম্ভবপর হয় না। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দীর্ঘকাল ঐশ্বর্য ভোগ করিতে পারে না। স্থির ধীর বিবেচক এবং জিতেন্দ্রিয় পুরুষকে লক্ষ্মী ত্যাগ করেন না। কাম ক্রোধ লোভ দম্ভ এবং দর্পকে জয় করিতে না পারিলে পৃথিবীর অধীশ্বর হওয়া যায় না। বীর এবং মহাপ্রাজ্ঞ পাণ্ডবগণের সহিত মিত্রভাবে মিলিত হইয়া রাজ্য ভোগ করিলে সুখী হইবে। কৃষ্ণ ও অর্জুন অজেয়। মহাবাহু কৃষ্ণের শরণ লও, তিনি প্রসন্ন হইলে তোমার ও পাণ্ডবগণের কল্যাণ হইবে। হে বৎস, যুদ্ধে কল্যাণ হয় না, ধর্ম এবং অর্থও নষ্ট হয়, যুদ্ধ কিছুমাত্র সুখের কারণ নহে, কোন পক্ষের জয় হইবে তাহারও নিশ্চয়তা থাকে না। তুমি যুদ্ধের উদ্যোগ করিও না। ভীষ্ম, বাহ্লিক এবং তোমার পিতা জ্ঞাতিবিরোধের ভয়ে পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের প্রাপ্য রাজ্যাংশ দিয়াছেন। ইহার সুফল তুমিও ভোগ করিতেছ। মহাবীর পাণ্ডবগণ শত্রুবর্গের উচ্ছেদ সাধন করিয়া পৃথিবীকে সুখভোগ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রাপ্য রাজ্যার্ধ তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিয়া আনন্দে থাক। সমগ্র পৃথিবী যেন তোমার নির্বুদ্ধিতায় ধ্বংস না হয়। হে মূঢ়, তুমি ভাবিতেছ, ভীষ্ম দ্রোণের ন্যায় মহাবীরগণ তোমার পক্ষে আছেন। তোমার এই আশাও দুরাশামাত্র। তাঁহাদের নিকট তুমি এবং পাণ্ডবগণ সমান প্রীতিভাজন, অধিকন্তু পাণ্ডবগণ ধর্মপথে আছেন। যদি ভীষ্মদেব ও আচার্য দ্রোণ তোমার অন্নপুষ্ট বলিয়া তোমার পক্ষ অবলম্বন করেন, তবে লজ্জায় যুধিষ্ঠিরের মুখের দিকে তাকাইতে পারিবেন না। বৎস, লোভের দ্বারা কোন ব্যক্তি সম্পদ্ লাভ করিতে পারে না। অতএব পাণ্ডবদের সহিত বিবাদ করিও না'।

অবাধ্য পুত্র মনস্বিনী জননীর এই হিতবচনে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া পুনরায় সভাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং কর্ণ, দুঃশাসন প্রভৃতি কুকর্মা পরিজনবর্গের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণকে বন্দী করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন।[৮]

কৃষ্ণ শান্তিস্থাপনে বিফলকাম হইয়া উপপ্লব্যে ফিরিয়া গেলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট হস্তিনার রাজ-সভার ঘটনাবলীর যে বর্ণনা করিয়াছেন—তাহা হইতে জানা যায়, গান্ধারী দুর্যোধনকে আরও অনেক কঠোর বাক্যে পাপকর্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। হস্তিনাপুরীর রাজসভায় সর্বসমক্ষে এই মনস্বিনী ক্রুদ্ধ হইয়া পাপমতি পুত্রকে বলিয়াছেন—'দুর্যোধন, এই রাজসভায় যে-সকল নৃপতি, ব্রহ্মর্ষি এবং সভাসদ্‌বর্গ উপস্থিত রহিয়াছেন, পাপমতি সহচরবর্গের দ্বারা পরিবেষ্টিত পাপকারী তোমার অপরাধের কথা তাঁহারা সকলে শুনুন, আমি বলিতেছি। কুরুবংশে জ্যেষ্ঠ পুত্রগণই রাজা হইয়া থাকেন—ইহা আমাদের কুলধর্ম। তুমি পাপবুদ্ধি ও নৃশংসকর্মা, এইজন্য গর্হিতভাবে রাজ্য অধিকার করিয়াছ। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার অনুজ বিদুরের জীবদ্দশায় তুমি কিরূপে

রাজ্যলাভের আশা কর ? মহাত্মা পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম রাজ্যাধিকার ত্যাগ করিয়াছিলেন। (জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যাধিকার না থাকায়) পাণ্ডু ছিলেন সমগ্র রাজ্যের অধিকারী। এখন শুধু তাঁহার পুত্রদেরই নিখিল রাজ্যে অধিকার আছে, অন্য কাহারও নাই। মহাত্মা ভীষ্ম ইহ' বলিয়াছেন। মহামতি বিদুর ও রাজা ধৃতরাষ্ট্রও ইহা স্বীকার করেন।

ইঁহাদের বাক্য পালন করিলেই ধর্ম রক্ষা হইবে। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, মহাত্মা ভীষ্ম ও রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে ও সাহায্যে সমগ্র রাজ্য শাসন করুন'।[১]

দুর্যোধনের হঠকারিতার ফলে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। সমস্ত গুরুজন ও সুহৃদ্বর্গের উপদেশ ব্যর্থ হইল। যুদ্ধের ফল যাহা হইবে, দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারী তাহা পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছিলেন। তাঁহার দিব্য দৃষ্টিতে অন্যায়কারী পুত্রের শেষ পরিণতি তখনই প্রত্যক্ষ হইতেছিল। গান্ধারী জানিতেন, তাঁহার পুত্রই অন্যায়ভাবে এই মহাযুদ্ধে ঝাঁপ দিয়াছেন, পাণ্ডবরা ধর্মপথে আছেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের আঠাব দিনই দুর্যোধন জননীর নিকট জয়লাভের নিমিত্ত আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু ধর্মশীলা জননীর মুখ হইতে 'তোমার জয় হউক' এইরূপ আশীর্বাণী নির্গত হয় নাই। তিনি প্রতিবারই বলিয়াছেন—'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ'। ধর্ম যেখানে জয় সেইখানে। পুত্রশোকে ধৈর্যহাবা গান্ধারী যখন যুধিষ্ঠিরকে অভিসম্পাত দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন ব্যাসদেব যোগবলে গান্ধারীব অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া গান্ধারীকে তাঁহার ধর্মনিষ্ঠার কথা স্মরণ করাইয়াছেন। ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

উক্তান্যষ্টাদশাহানি পুত্রেণ জয়মিচ্ছতা।
শিবমাশংস মে মাতর্যুধ্যমানস্য শত্রুভিঃ ॥
সা তথা যাচ্যমানা ত্বং কালে কালে জয়ৈষিণা।
উক্তবত্যসি গান্ধারি যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ ॥ স্ত্রী ১৪।৮, ৯

—কুরুক্ষেত্রের ভয়ানক যুদ্ধ শেষ হইল। গদাযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অন্যায় উপায়ে ভীম দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করিয়াছেন এবং তাহাতেই দুর্যোধনের মৃত্যু হইতেছে। তাপসী গান্ধারীর কথা স্মরণ করিয়া এবার যুধিষ্ঠির ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'গান্ধারী ক্রুদ্ধা হইলে ত্রিলোক ভস্ম করিতে পারেন। আমরা অন্যায় উপায়ে তাঁহার পুত্রকে বধ করিয়াছি, এই সংবাদ জানিয়া তিনি মানসাগ্নি দ্বারা আমাদিগকে ভস্মসাৎ কবিয়া ফেলিবেন'। ভয়ে শোকে বিহ্বল যুধিষ্ঠির বহু সম্মানপূর্বক কাতরভাবে কৃষ্ণকে বলিলেন—'হে মহাবাহো, আমাদের ভয় হইতেছে, উগ্রতপস্বিনী মহাভাগা গান্ধারী পুত্রপৌত্রের নিধনবার্তা শুনিয়া আমাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। পুত্রব্যসনকর্ষিতা ক্রোধতাম্রাক্ষী সেই তপস্বিনীর দিকে তুমি ছাড়া আর কে তাকাইতে পারিবে ? পিতামহ ভগবান্ ব্যাসদেবও সেখানে উপস্থিত থাকিবেন। তুমি সত্বর গান্ধারীর কাছে যাও। হে মহাপ্রাজ্ঞ, গান্ধারীর ক্রোধকে শান্ত কর'।

যুধিষ্ঠিরের কাতর প্রার্থনায় কৃষ্ণ রথে চড়িয়া হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—ব্যাসদেব সেখানে পূর্বেই উপস্থিত হইয়াছেন।

কৃষ্ণ ব্যাসদেব, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে প্রণাম করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের হাতে ধরিয়া উচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। অতঃপর প্রকৃতিস্থ হইয়া নানাভাবে ধৃতরাষ্ট্রকে কিঞ্চিৎ প্রবোধ দিয়া শোকাকুলা গান্ধারীকে বলিলেন—'হে সুব্রতে, তোমার ন্যায় সতী নারী আর পৃথিবীতে নাই। পাণ্ডব-পক্ষ হইতে শান্তির প্রস্তাব লইয়া যখন হস্তিনার রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন তোমার উপদেশও তোমার পুত্র গ্রহণ করেন নাই।

দুর্যোধনস্ত্বয়া প্রোক্তো জয়ার্থী পরুষং বচঃ।

শৃণু মূঢ় বচো মহ্যং যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ ॥ ইত্যাদি শল্য ৬৩।৬০, ৬১

—জয়ার্থী দুর্যোধনকে কঠোর ভাষায় তুমিই বলিয়াছ—মূঢ়, ধর্ম যেখানে, জয় সেইখানে। তোমার বাক্য সত্য হইয়াছে, শোক করিও না'।

কৃষ্ণ আরও বলিলেন—'হে কল্যাণি, হে মহাভাগে, তপস্যাবলে ক্রোধদীপ্ত নেত্রের দ্বারা তুমি সমগ্র পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে সমর্থা, পাণ্ডবদের বিনাশের চিন্তা করিও না'।

কৃষ্ণের বচন শুনিয়া গান্ধারী বলিলেন—'হে কেশব, যাহা বলিলে, তাহা আমিও বুঝিতেছি। কিন্তু শোকে আমার অন্তর দগ্ধ হইতেছে, এই কারণে বুদ্ধিও স্থির নাই। তোমার বাক্য শুনিয়া মনে কিঞ্চিৎ শান্তি পাইলাম। এখন এই হতপুত্র বৃদ্ধ অন্ধ নরপতির তুমি ও পাণ্ডবগণই অবলম্বন'। এই কথা বলিয়া শোকসন্তপ্তা গান্ধারী বস্ত্রে মুখ আচ্ছাদন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ সময়োচিত বাক্যে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।[১০]

কৃষ্ণের সহিত পঞ্চ পাণ্ডব যখন গান্ধারীর নিকট উপস্থিত হইতেছিলেন, তখন গান্ধারীর শোকাকুল চিত্তে যুধিষ্ঠিরকে অভিশাপ দিবার কথা উদিত হইতেই ব্যাসদেব যোগবলে তাহা জানিতে পারিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং গান্ধারীকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন।

এই সময়েও গান্ধারী বলিয়াছেন, পুত্রশোক তাঁহার চিত্তকে যেন বিহ্বল করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন, যুদ্ধের জন্য পাণ্ডবগণ দায়ী নহেন, কুন্তী যেরূপ পাণ্ডবগণের হিতাকাঙ্ক্ষিণী, তিনিও সেইরূপ। তিনি এই লোকক্ষয়কর যুদ্ধের জন্য দুর্যোধন, শকুনি, কর্ণ এবং দুঃশাসনকেই অপরাধী বলিয়াছেন।

দুর্য্যোধনাপরাধেন শকুনেঃ সৌবলস্য চ।

কর্ণ-দুঃশাসনাভ্যাঞ্চ বৃত্তোঽয়ং কুরুসংক্ষয়ঃ ॥ স্ত্রী ১৪।১৬

—পাণ্ডবেরা যুদ্ধের জন্য অপরাধী না হইলেও কৃষ্ণের সাক্ষাতে অন্যায়ভাবে দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ এবং দুঃশাসনের রক্তপান, এই দুইটি ক্রূরকর্মে তিনি বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া ভীম ভীত হইয়া সবিনয়ে বলিলেন—'আমি আত্মরক্ষার নিমিত্ত ভীত হইয়া এবং দুর্যোধন-কর্তৃক পূর্বকৃত লাঞ্ছনা স্মরণ করিয়া, বিশেষতঃ আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে দুর্যোধনের ঊরুতে আঘাত করিয়াছি। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। মাতঃ, আমি দুঃশাসনের রক্ত পান করি নাই, শুধু ঠোঁট এবং হস্তদ্বয় রুধিরলিপ্ত করিয়াছিলাম। সভামধ্যে পাঞ্চালীর অপমানের সময় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, শুধু সেই প্রতিজ্ঞা পালনের নিমিত্ত এইরূপ করিয়াছি'। ভীমের বাক্য শুনিয়া গান্ধারী পুনরায় বলিলেন—'তুমি আমার একশত পুত্রকে নিঃশেষে নিধন করিয়াছ। এই অন্ধদ্বয়ের যষ্টিরূপে একটি অল্পাপরাধী পুত্রকেও কি অবশিষ্ট রাখিতে পারিলে না ? তুমি যদি ধর্মপথে থাকিয়া দুর্যোধনের মৃত্যুর কারণ হইতে, তবে আমার এত দুঃখ হইত না'।

অতঃপর গান্ধারী যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে চাহিলে ভীত যুধিষ্ঠির গান্ধারীর সমীপস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন—'মাতঃ, আমি তোমার পুত্রহন্তা, আমি অতি নৃশংস, আমার আর জীবন ধারণের প্রয়োজন নাই, আমাকে অভিসম্পাত কর'।

গান্ধারী কিছুই বলিলেন না, শুধু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহার পদযুগল ধারণের উদ্দেশ্যে নত হইতেছেন, এইসময় গান্ধারীর দৃষ্টি নেত্রস্থিত পট্টবস্ত্রের ফাঁক দিয়া যুধিষ্ঠিরের হাতের অঙ্গুলির অগ্রভাগে পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ যুধিষ্ঠিরের নখগুলি কুৎসিত হইয়া গেল। এই দৃশ্য দেখিয়াই অর্জুন কৃষ্ণের আড়ালে চলিয়া গেলেন, অন্যেরাও

ভয়ে ইতস্ততঃ সরিয়া পড়িলেন। গান্ধারীর ক্রোধ প্রশমিত হইল। তিনি পাণ্ডবগণকে জননীর ন্যায় আশ্বস্ত কবিলেন।[১১]

এই শোকের মুহূর্তেও যখন কুন্তী পুত্রশোকাতুরা দ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়া গান্ধারীর কাছে গিয়াছেন, তখন গান্ধারী দ্রৌপদীকে সস্নেহে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছেন—'বৎসে, এত বিহ্বল হইও না, আমাকে দেখ। এই লোমহর্ষণ লোকক্ষয় কালেরই নির্দেশে ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করি। কালের অন্যথাচরণ অসাধ্য। অতীত ঘটনার জন্য শোক করিও না। যুদ্ধহত ক্ষত্রিয়-সন্তানগণের জন্য শোক করিতে নাই'।[১১]

পরিশেষে বলিতেছেন—

যথৈব ত্বং তথৈবাহং কো বামাশ্বাসয়িষ্যতি।
মমৈব হ্যপরাধেন কুলমগ্র্যং বিনাশিতম্॥ স্ত্রী ১৫।৪৩

—বৎসে, তোমার ও আমার দশা আজ সমান, কে আমাদিগকে সান্ত্বনা দিবে? আমারই অপরাধে এই শ্রেষ্ঠ বংশ বিনাশ প্রাপ্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ ও মহর্ষি বেদব্যাসের বরে গান্ধারী দিব্যনেত্র দ্বারা দূর হইতেই কুরুক্ষেত্রের রণভূমি দেখিতে পাইলেন। তিনি ছিলেন—

পতিব্রতা মহাভাগা সমানব্রতচারিণী।
উগ্রেণ তপসা যুক্তা সততং সত্যবাদিনী॥ স্ত্রী ১৬।২

—রণক্ষেত্রের লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিয়া এই 'দিব্যজ্ঞানবলোপেতা' মহীয়সী নারীও আজ করুণ বিলাপ করিতেছেন! রণক্ষেত্রে উপস্থিত হতপুত্রা হতবান্ধবা বিধবা নারীগণের করুণ ক্রন্দন ও বিলাপধ্বনিতে 'ধর্মজ্ঞা সুবলাত্মজা' আর ধৈর্য ধরিতে পারিলেন না। তিনি কৃষ্ণকে বলিতেছেন—'হে মাধব, এই হৃদযবিদারক দৃশ্য দেখ। পুত্রহারা ভ্রাতৃহারা পতিহারা বীরাঙ্গনাগণের এই করুণ আর্তনাদে আমি দগ্ধ হইতেছি। এই 'মাংসশোণিতকর্দ্দম' কুরুক্ষেত্রের দৃশ্য দেখিয়া মনে হইতেছে, না জানি, জন্ম-জন্মান্তরে কত পাপ করিয়াছি'।[১১]

দুর্যোধনের রুধিরাক্ত দেহ দেখিয়া শোকমূর্ছিতা গান্ধারী ছিন্ন কদলীবৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া ব্যাকুলভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি কৃষ্ণকে বলিলেন—

উপস্থিতেঽস্মিন্ সংগ্রামে জ্ঞাতীনাং সংক্ষয়ে বিভো।
মাময়ং প্রাহ বার্ষ্ণেয় প্রাঞ্জলির্নৃপসত্তমঃ॥
অস্মিন্ জ্ঞাতিসমুদ্ধর্ষে জয়মম্বা ব্রবীতু মে।
ইত্যুক্তে জানতী সর্ব্বমহং স্বব্যসনাগমম্॥
অব্রুবং পুরুষব্যাঘ্র যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ॥ ইত্যাদি। স্ত্রী ১৭।৫—৯

——হে বার্ষ্ণেয়, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, জ্ঞাতিক্ষয়কর এই যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পর এই দুর্যোধন সবিনয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করিয়াছে—'মা, তুমি বল, জ্ঞাতিদের সহিত এই যুদ্ধে আমার জয় হইবে'। এই ঘোর যুদ্ধের ফল আমার পক্ষে অত্যন্ত শোকের কারণ হইবে, জানিতাম। আমি তাহাকে বলিয়াছি—'ধর্ম যেখানে জয় সেইখানেই'। আমি তাহাকে বলিয়াছি—'বৎস, তুমি ক্ষত্রিয়ের আকাঙ্ক্ষিত শস্ত্রজিত লোক প্রাপ্ত হইবে'। পূর্বে আমি পুত্রের নিমিত্ত শোক করি নাই।

অতঃপর গান্ধারী পুত্রবধূগণের করুণ আর্তনাদ ও ততোধিক করুণ ব্যবহারে একান্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। দুঃশাসন, বিকর্ণ প্রমুখ আপন পুত্রগণ, অভিমন্যু, কর্ণ, জয়দ্রথ, শকুনি, লক্ষ্মণ (দুর্যোধনপুত্র) প্রমুখ বীরগণের রুধিরাক্ত ছিন্ন দেহ দেখিয়া শোকমূর্ছিতা

গান্ধারী সুকরুণ বিলাপ করিতে করিতে ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন। শোকে দুঃখে ক্রোধে এবার এই মনস্বিনী নারীর প্রজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। 'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ'—এই মহামন্ত্র তিনি বিস্মৃত হইলেন। তাঁহার সমস্ত ক্রোধ পড়িল কৃষ্ণের উপর। তিনি কৃষ্ণের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন—'হে জনার্দন, তুমি অমিত শক্তির অধিকারী। পাণ্ডবগণ ও ধার্তরাষ্ট্রগণের পরস্পরের এই বিনাশ তুমি কেন উপেক্ষা করিলে? যেহেতু তুমি ইচ্ছা করিয়াই এই বিনাশ উপেক্ষা করিয়াছ, সেইহেতু হে মধুসূদন, ইহার ফল তোমাকে পাইতেই হইবে।

পতিশুশ্রূষয়া যন্মে তপঃ কিঞ্চিদুপার্জ্জিতম্।
তেন ত্বাং দুরবাপেন শপ্স্যে চক্রগদাধর ॥ ইত্যাদি। স্ত্রী ২৫।৪২—৪৫

—পতিশুশ্রূষা দ্বারা আমি যে তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, সেই দুষ্প্রাপ্য তপোবলে তোমাকে অভিসম্পাত করিতেছি। এই উপেক্ষার ফলে তোমার বংশও পরস্পর জ্ঞাতিবধে লিপ্ত হইবে। এখন হইতে ছঁয়ত্রিশ বৎসর পরে তুমিও হতজ্ঞাতি হতামাত্য ও হতপুত্র হইয়া বনে ভ্রমণ কবিতে করিতে কুৎসিতভাবে নিহত হইবে। তোমার বংশের মহিলারাও সর্বহারা হইয়া ভরতবংশের মহিলাদের মত রোদন করিবেন'।

এই শাপ শুনিয়া কৃষ্ণ যেন ঈষৎ হাসিয়া বলিতেছেন—'এইরূপ ঘটনা যে ঘটিবে, তাহা আমি জানি। হে সুব্রতে, তুমি আমার ভবিষ্যৎ করণীয়ের কথাই আজ ব্যক্ত করিয়াছ। যাদবগণ পরস্পর যুদ্ধ করিয়াই নিহত হইবেন'।

কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া পাণ্ডবগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা জীবনকে তুচ্ছ মনে করিতে লাগিলেন। অতঃপর কৃষ্ণ গান্ধারীকে কিছু অপ্রিয় কথা শোনাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গান্ধারি মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ।
তবৈব হ্যপরাধেন কুরবো নিধনং গতাঃ ॥ ইত্যাদি। স্ত্রী ২৬।১—৫

—গান্ধারি, উঠ, উঠ। শোক পরিত্যাগ কর। তোমারই অপরাধে কুরুবংশ ধ্বংস হইয়াছে। তুমি দুরাত্মা নিষ্ঠুর পুত্রের জননী হইয়াও নিজের এই দুষ্কর্মকে (শাপপ্রদান) সাধু বলিয়া মনে করিতেছ। তোমার মত রাজপুত্রী বৃথা-বৈরভাবাপন্ন পুত্রকেই গর্ভে ধারণ করেন।

তচ্ছ্রুত্বা বাসুদেবস্য পুনরুক্তং বচোঽপ্রিয়ম্।
তূষ্ণীং বভূব গান্ধারী শোকব্যাকুলচেতনা ॥ স্ত্রী ২৬।৬

—(বাসুদেব যাহা বলিলেন, গান্ধারীও তাহা অনুভব করিতেন। সুতরাং বাসুদেবের এই বচন পুনরুক্ত-মাত্র।) এই অপ্রিয় বচন শুনিয়া শোকার্তা গান্ধারী চুপ করিয়া রহিলেন।

কৃষ্ণ গান্ধারীর অভিশাপকে স্বীকার করিয়া লইলেও কটূক্তি করিতে ছাড়েন নাই। কৃষ্ণের বিচারে গান্ধারীর এই শাপ দেওয়া অনুচিত হইয়াছে, তবে গান্ধারীর বিবেকবুদ্ধি (চেতনা) তখন শোকে আচ্ছন্ন বলিয়া কৃষ্ণ সতী নারীর বাক্যে ক্ষুব্ধ হইলেও সতীর অমর্যাদা করেন নাই। পুত্রশোকে দিশাহারা জননীর মর্মব্যথা কৃষ্ণও উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ছঁয়ত্রিশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। দ্বারকায় নানাবিধ দৈব উৎপাত দেখা গেল। ষট্‌ত্রিংশ বর্ষের প্রারম্ভে কৃষ্ণ সেইসকল উৎপাত দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন—

পুত্রশোকাভিসন্তপ্তা গান্ধারী হতবান্ধবা।
যদনুব্যাজহারার্ত্তা তদিদং সমুপাগমৎ ॥ মৌ ২।২১

ইত্যুক্ত্বা বাসুদেবস্তু চিকীর্ষুঃ সত্যমেব তৎ।

আজ্ঞাপয়ামাস তদা তীর্থযাত্রামরিন্দমঃ ॥ মৌ ২।২৩

—পুত্রশোক-সন্তপ্তা হতবান্ধবা গান্ধারী শোকে কাতর হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারই সূচনা দেখা যাইতেছে। তিনি গান্ধারীর শাপকে সত্য করিবার নিমিত্ত তাঁহার জ্ঞাতিগণকে তীর্থযাত্রার আদেশ করিলেন।

যাদবগণ প্রভাসতীর্থে গিয়া মদ্যপানে মত্ত হইয়া পরস্পর মুষলের দ্বারা হানাহানি করিয়া নির্মূল হইলেন। বলরাম অরণ্যবাসী হইয়া যোগবলে দেহত্যাগ করিয়াছেন। অরণ্যচারী কৃষ্ণ গান্ধারীর বচন স্মরণ করিয়া যোগাবলম্বনপূর্বক শয়ন করিয়া রহিলেন। মৃগলুব্ধ জরা মৃগভ্রমে তাঁহার পাদতলে বাণ নিক্ষেপ করিল। কৃষ্ণ দেহত্যাগ করিয়া স্বধামে প্রস্থান করিলেন।[১৪]

এখানেও দেখা যাইতেছে, পুত্রশোকাতুরা হতবান্ধবা গান্ধারীর শাপকে সত্য করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণ তাহা মানিয়া লইয়াছেন। গান্ধারীর শাপপ্রদান গর্হিত হইলেও কৃষ্ণ এই শোকাতুরা নারীর পাতিব্রত্যের প্রভাব ঘোষণা করিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্রের চিতাগ্নি নির্বাপিত হইয়াছে। নিহত বীরগণের শ্রাদ্ধশান্তি যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের আশ্রয়ে পরম সম্মান ও সমাদরে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী হস্তিনার রাজপ্রাসাদেই বাস করিতেছিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষার যথোচিত ব্যবস্থা করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের অধীন থাকিয়াই রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং অন্যান্য পাণ্ডবভার্যাগণ গান্ধারীর সেবায় নিযুক্ত এবং বিদুর, সঞ্জয় ও যুযুৎসু ধৃতরাষ্ট্রের সেবায় অবহিত ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী যাহাতে পুত্রের অভাব বুঝিতে না পারেন, যুধিষ্ঠির সেইপ্রকার সর্ববিধ ব্যবস্থা করিয়াছেন। শুধু ভীমের মনে দ্যূতক্রীড়ায় ধৃতরাষ্ট্রের দুর্বুদ্ধিজনিত নিজেদের লাঞ্ছনার কথা সতত জাগরূক থাকিত। তিনি প্রায়ই ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে শোনাইবার উদ্দেশ্যে নিজের বাহুবলের কথা এবং ধার্তরাষ্ট্রগণের নিধনের কথা বলিতেন। ভীমের বাক্যবাণে পীড়িত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নির্বেদ উপস্থিত হইল।

সা চ বুদ্ধিমতী দেবী কালপর্য্যায়বেদিনী।
গান্ধারী সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞা তান্যলীকানি শুশ্রুবে ॥ আশ্র ৩।১১

—কালতত্ত্বজ্ঞা সর্বধর্মজ্ঞা বুদ্ধিমতী দেবী গান্ধারীও ভীমের সেইসকল কঠোর বাক্য শুনিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠিরের আশ্রয়ে পনরো বৎসর কাটাইবার পর এবার ভীমের আচরণে ধৃতরাষ্ট্র বনগমনের সঙ্কল্প করিলেন। যুধিষ্ঠির কিংবা অন্য কেহই এইসকল ঘটনা জানিতেন না। একদিন ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার সঙ্কল্পের কথা সকলকে জানাইলেন। পূর্ব হইতেই তিনি তাঁহার পাপ ক্ষালনের নিমিত্ত কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। গান্ধারী ব্যতীত অপর কেহ তাহা জানিতে পারেন নাই। এখন তিনি সপত্নীক প্রব্রজ্যা গ্রহণের দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। যুধিষ্ঠিরের অনুনয়বিনয়ে তাঁহার সঙ্কল্প কিছুমাত্র শিথিল হইল না।

যাত্রার পূর্বে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম বিষয়ে অপূর্ব উপদেশ দিলেন। অতঃপর রাজ্যের প্রজাবৃন্দকে বিদায়সম্ভাষণ জানাইলেন। সেই প্রজাসম্ভাষণে গান্ধারীও পতির সমীপে উপস্থিত ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র স্বকৃত অপরাধের জন্য সকাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন—

ইয়ঞ্চ কৃপণা বৃদ্ধা হতপুত্রা তপস্বিনী।
গান্ধারী পুত্রশোকার্ত্তা যুষ্মান্ যাচতি বৈ ময়া ॥ আশ্র ৯।৮

—বৃদ্ধা হতপুত্রা তপস্বিনী পুত্রশোকার্তা এই কৃপাপাত্রী গান্ধারীও আমার মাধ্যমে তোমাদের

নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন।

ধৃতরাষ্ট্রের করুণ বচনে সকলেই শোকাকুল, সকলেরই নেত্র অশ্রুসিক্ত। বনযাত্রার পূর্বে ধৃতরাষ্ট্র পিতৃগণের ও পুত্রপৌত্রদের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলেন। নিজের এবং গান্ধারীর শ্রাদ্ধও সম্পন্ন করিলেন। (প্রব্রজ্যাগ্রহণের পূর্বে আত্মশ্রাদ্ধও করিতে হয়।) দশদিন ব্যাপিয়া শ্রাদ্ধকৃত্য ও দান চলিতেছিল।[১৫]

কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে যথাবিধি কৃত্যাদি সমাপনান্তে গান্ধারীকে সঙ্গে লইয়া ধৃতরাষ্ট্র গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন। কুন্তী, পুত্র ও পুত্রবধূগণের সমস্ত অনুরোধ ও কাতর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছেন। বিদুর এবং সঞ্জয়ও এই সময়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রাদির সঙ্গে যাত্রা করিলেন। তখনকার রাজপ্রাসাদের করুণ দৃশ্য অবর্ণনীয়। হস্তিনাপুরীর 'বর্দ্ধমান'-নামক দ্বার দিয়া তাঁহারা যাত্রা করিলেন। এই অরণ্যযাত্রায় কুন্তী সর্বাগ্রে চলিয়াছেন, তাঁহার স্কন্ধে হাত রাখিয়া চলিয়াছেন বদ্ধনেত্রা গান্ধারী, গান্ধারীর স্কন্ধে হাত রাখিয়া চলিয়াছেন ধৃতরাষ্ট্র।

ভাগীরথীতীরে কুশশয্যায় প্রথম রাত্রি যাপন করিয়া দ্বিতীয় দিনে তাঁহারা কুরুক্ষেত্রে রাজর্ষি শতযূপের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেইখানে কিছুদিন বাস করার পর একদিন যুধিষ্ঠির সপরিবারে তাঁহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত আসিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রাদির কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত দর্শনে সকলেই অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে বিদুর যোগবলে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

এই সময়ই একদা ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের হৃদয় তপস্যায় বিশুদ্ধ হইয়াছে কি না, এবং তাঁহারা পুত্রশোক ভুলিতে পারিয়াছেন কি না—ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করেন। ধৃতরাষ্ট্রের উত্তরে তিনি বুঝিতে পারিলেন, ধৃতরাষ্ট্র স্বকৃত কুকর্ম স্মরণ করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছেন, তাঁহার চিত্ত শান্ত হয় নাই।

ধৃতরাষ্ট্রের করুণ উত্তরে গান্ধারীর শোক যেন পুনর্বায় নূতনভাবে উদ্বুদ্ধ হইল। তিনি যুক্তকরে দাঁড়াইয়া শ্বশুরকে বলিলেন—প্রভো, ষোল বৎসর গত হইয়াছে, এই হতপুত্র রাজা এখনও পুত্রশোকে কাতর হইয়া আছেন, তাঁহার নিদ্রা হয় না।

পুত্রশোকসমাবিষ্টা গান্ধারী ত্বিদমব্রবীৎ।
শ্বশুরং বদ্ধনয়না দেবী প্রাঞ্জলিরুত্থিতা॥
ষোড়শেমানি বর্ষাণি গতানি মুনিপুঙ্গব।
অস্য রাজ্ঞো হতান পুত্রান্ শোচতো ন শমো বিভো॥

ইত্যাদি। আশ্র ২৯।৩৭-৪৮

শুধু ধৃতরাষ্ট্রের কথা বলিয়াই তিনি বিরত হন নাই। এই মনস্বিনী, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা প্রভৃতি সকলের শোকের তীব্রতার কথাই নিবেদন করিলেন। নিজের কথা বিশেষ কিছু বলেন নাই। পতিব্রতা নারী শোকাকুল পতির কথা ভাবিয়াই ব্যাকুল। এখানে গান্ধারীর ধীরতা বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

সেই দিন ব্যাসদেব তাঁহার দিব্য প্রভাবে একরাত্রির নিমিত্ত যুদ্ধহত বীরগণকে সকলের দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন। ধৃতবাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী প্রভৃতি সকলেই তাহাতে পরিতৃপ্ত হইয়া শোকমুক্ত হইলেন।

যুধিষ্ঠির সপরিবারে একমাসের কিছু অধিককাল আশ্রমে কাটাইলে পর ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে অজস্র আশীর্বাণীর সহিত বিদায় দিয়াছেন। গান্ধারী ও কুন্তীর সস্নেহ আদেশে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুধিষ্ঠিরকে ফিরিতে হইল।

যুধিষ্ঠির ফিরিয়া আসার পর দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। একদিন দেবর্ষি নারদ হস্তিনাপুরীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি অনেক তীর্থ পর্যটন করিয়া আসিতেছেন শুনিয়া যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রাদির সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করায় দেবর্ষি বলিলেন—"মহারাজ, তোমরা ফিরিয়া আসিলে পর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয় রাজর্ষি শতযূপের আশ্রম ত্যাগ করিয়া গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বার) চলিয়া যান। সেইখানে এক অরণ্যে বাস করিয়া তাঁহারা সুকঠোর তপস্যায় মগ্ন থাকেন। একদা সেই অরণ্যে দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলিলেন—'সঞ্জয়, তুমি অগ্নি হইতে দূরে চলিয়া যাও, আমরা এইখানেই অগ্নিদগ্ধ হইয়া পরা গতি লাভ করিব। গৃহত্যাগিগণের পক্ষে এইপ্রকার মৃত্যু অপমৃত্যু নহে, পরন্তু প্রশস্ত'।

এই কথা বলিয়াই ধৃতরাষ্ট্র পূর্বাভিমুখ হইয়া গান্ধারী ও কুন্তী সহ যোগাসনে উপবিষ্ট হইলেন। সঞ্জয় তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিলেন। দাবাগ্নি সেই ঋষিপুত্র তাপসকে ও তাপসীদ্বয়কে গ্রাস করিয়া ফেলিল।

সঞ্জয় সেই দাবাগ্নি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া গঙ্গাতীরে তপস্বিগণের নিকট এই ঘটনা বলিতেছিলেন, আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। অতঃপর সঞ্জয় হিমালয়ে চলিয়া গিয়াছেন। আমি ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর ভস্মীভূত কলেবর দেখিয়াছি"।[১৮]

বদ্ধনেত্রা গান্ধারী স্বামীর সহিত যোগাসনে বসিয়া হুতাশনে তাঁহার পার্থিব দেহকে আহুতি দিয়াছেন, একটি কথাও বলেন নাই। সতীর এই সহমরণ তাঁহার চরিত্রকে সমধিক উজ্জ্বল করিয়াছে। সমগ্র মহাভারতে তাঁহার নামের সহিত মহর্ষি যে-সকল বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন, সেইগুলি তাঁহার চরিত্রে সার্থকরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘজীবনে দুই-একটি ঘটনা ছাড়া তাঁহার ধর্মবিচ্যুতি বা ধৈর্যবিচ্যুতি দেখা যায় না। ব্যাসদেব, ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির প্রমুখ ব্যক্তিগণও তাঁহার বাক্যকে বিশেষ অর্থযুক্ত বলিয়া মনে করিতেন। বিরুদ্ধ আবেষ্টনীতে থাকিয়াও তাঁহার চিত্তবিকৃতি ঘটে নাই। এই মহীয়সী নারীর মুখেই পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইয়াছে—যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।

---

১ আদি ১১০।৯, ১০
২ আদি ১১৫তম ও ১১৬তম অ।
৩ সভা ৭৫।১—৭
৪ সভা ৭৫।১০
৫ উ ৬৯।১১—১৫
৬ উ ১২৯।১০, ১১
৭ উ ১২৯।১৮—৫৪
৮ উ ১৩০।১—৯
৯ উ ১৪৮।২৮—৩৬
১০ শল্য ৬৩তম অ।
১১ স্ত্রী ১৪।১৯—২১। স্ত্রী ১৫।১—৩১
১২ স্ত্রী ১৫।৪৯—৫২
১৩ স্ত্রী ১৬ শ অ।
১৪ সৌ ৩য় ও ৪র্থ অ।
১৫ আশ্র ১৪ শ অ।
১৬ আশ্র ২১ শ—৩৩ শ অ।
১৭ আশ্র ৩৬ শ অ।
১৮ আশ্র ৩৭ শ অ।

পৃথা (কুন্তী)

যদুবংশীয় শূরেব পুত্রের নাম বসুদেব এবং কন্যার নাম পৃথা। অংশাবতরণ-অধ্যায় হইতে জানা যায়, সিদ্ধিদেবীব অংশে পৃথাব উৎপত্তি।[১] তিনি অতিশয় রূপবতী ছিলেন। শূরের পিস্‌তুতো ভাই-এর নাম ছিল—কুন্তিভোজ। তিনি অনপত্য ছিলেন। নৃপতি কুন্তিভোজ শূরেব নিকট একটি সন্তান প্রার্থনা করিলে শূর তাঁহার কন্যা পৃথাকে দুহিতৃরূপে দান করেন। কুন্তিভোজের পালিতা কন্যা বলিয়া পরে পৃথার নাম হইয়াছিল—কুন্তী।[২] (সেই যুগে কন্যাকেও দত্তকপুত্রীরূপে গ্রহণ করা হইত।)

পিতা কুন্তিভোজ কন্যাটিকে ব্রাহ্মণ এবং অতিথিগণের পরিচর্যায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কুন্তীও সতত তাঁহার কর্তব্যে অবহিত থাকিতেন। একদা কোপনস্বভাব মহর্ষি দুর্বাসা কিছুকাল কুন্তিভোজের গৃহে অবস্থান করেন। কুন্তী পরম শ্রদ্ধার সহিত সেই উগ্রতপাঃ মহর্ষিব সেবা কবায় মহর্ষি সন্তুষ্ট হইয়া কুন্তীকে একটি মন্ত্র দিয়া কহিলেন—

যং যং দেবং ত্বমেতেন মন্ত্রেণাবাহয়িষ্যসি।
তস্য তস্য প্রসাদাত্ত্বং দেবি পুত্রান্ জনিষ্যসি॥ আদি ৬৭।১৩৫

—হে দেবি, এই মন্ত্রের দ্বারা তুমি যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, সেই সেই দেবতার অনুগ্রহে পুত্র লাভ করিবে।

দুর্বাসার 'দেবি' সম্বোধন ও অতঃপর কুন্তীব আচবণ হইতে বোঝা যাইতেছে যে, কুন্তী তখন বালিকা নহেন, তিনি যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন।

দুর্বাসার নিকট হইতে মন্ত্র-প্রাপ্তির পরেই কৌতূহলবশতঃ কুন্তী সেই মন্ত্র দ্বারা সূর্যদেবকে আহ্বান করিলেন। সূর্যদেব তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলে বিস্ময়বিহ্বলা কুন্তী বহুবিধ অনুনয়-বিনয়েও সূর্যদেবকে নিরস্ত করিতে পারেন নাই। আপন কন্যাত্ব ও গুরুজনের ভয় প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াও লজ্জাবনতা কুন্তী রেহাই পাইলেন না। তিনি সূর্যদেব হইতে গর্ভধারণ করিয়া যথাকালে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর পুত্র লাভ করিয়াছেন। তাঁহার কন্যাত্ব দূষিত হইবে না বলিয়া যদিও আদিত্যদেব বর দিয়াছিলেন, তথাপি লোকলজ্জা-ভয়ে গোপনে ধাত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া কুন্তী সদ্যোজাত দেবদ্যুতি পুত্রটিকে একটি জলসহ বড় পেটিকায় স্থাপন করিয়া মোমের প্রলেপে সেই পেটিকাটির ছিদ্র বন্ধ করিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্বনদীতে সেই পেটিকাটি ভাসাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে কুন্তী ধাত্রীকে সঙ্গে লইয়া গভীর রাত্রিতে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার তৎকালীন করুণ বিলাপ অবর্ণনীয়। নদীস্রোতে পেটিকাটি ভাসাইবার সময় সাশ্রুবদনে গদ্‌গদস্বরে তিনি পুত্রটির কল্যাণ কামনায় বলিতেছেন—

স্বস্তি তে চান্তরিক্ষেভ্যঃ পার্থিবেভ্যশ্চ পুত্রক।
দিব্যেভ্যশ্চৈব ভূতেভ্যস্তথা তোয়চরাশ্চ যে॥

ইত্যাদি। বন ৩০৭।১০-২১

—বৎস, অন্তরিক্ষগত, পৃথিবীগত এবং দেবলোকগত প্রাণিগণ হইতে তোমার মঙ্গল হউক। জলচর প্রাণিগণও তোমার কল্যাণ করুন। তোমার যাত্রাপথ মঙ্গলযুক্ত হউক, কেহ যেন তোমাকে হিংসা না করে। বারিরাজ বরুণদেব ও অন্তরিক্ষপতি পবনদেব তোমাকে রক্ষা করুন। তোমার পিতা ভগবান ভাস্করদেব তোমাকে সর্বত্র রক্ষা করুন। আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, মরুৎ এবং দিকপতিগণ তোমার কল্যাণ বিধান করুন। তোমার সহজাত দিব্য কবচ ও কুণ্ডল দেখিয়া আমি যেন পরেও তোমাকে চিনিতে পারি। হে দেবকুমার, যে নারী তোমাকে স্তন্যপান করাইবেন, তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা নাই। তোমার ন্যায় পদ্মপলাশলোচন সুদর্শন শিশুকে যিনি ক্রোড়ে ধারণ করিবেন, যে ভাগ্যবতী যৌবনে হিমাচলবাসী সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী তোমাকে পুত্র বলিয়া পরিচয় দিবেন, না-জানি তিনি কতই পুণ্যবতী।

এইপ্রকার বিলাপ করিতে করিতে শোকবিহ্বলা শূন্যহৃদয়া জননী পুত্রকে বিসর্জন করিয়া পাছে পিতা তাঁহার খবর করেন এই ভয়ে অতি ত্বরায় রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

এই ঘটনায় কুন্তীর মনে এরূপ আঘাত লাগিয়াছিল যে, জীবনের কোন অবস্থাতেই তিনি সুখী হইতে পারেন নাই। তাঁহার শূন্য হৃদয় যেন চিরজীবনই তিলে তিলে দগ্ধ হইয়াছে।

যৌবনে কুন্তী অপরূপ সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার সেইসময়কার রূপগুণের বর্ণনা হইতে জানা যায়—

সত্ত্বরূপগুণোপেতা ধর্ম্মারামা মহাব্রতা।
দুহিতা কুন্তিভোজস্য পৃথা পৃথুললোচনা ॥
তান্তু তেজস্বিনীং কন্যাং রূপযৌবনশালিনীম্।
ব্যাবৃণ্বন্ পার্থিবাঃ কেচিদতীব স্ত্রীগুণৈর্যুতাম্ ॥

আদি ১১২।১, ২ ।আদি ১৫১।২৫

—কুন্তিভোজের দুহিতা পৃথা ছিলেন দীর্ঘনয়না, রূপযৌবনশালিনী, স্ত্রীসুলভ-গুণবতী, গম্ভীরস্বভাবা, মহাব্রতা ও ধর্মশীলা। অনেক নৃপতিই সেই তেজস্বিনী নারীকে পত্নীরূপে লাভ করিবার নিমিত্ত উৎসুক ছিলেন।

নৃপতি কুন্তিভোজ স্বয়ংবর-সভা আহ্বান করিয়াছেন। সেই সভায় সমবেত পাণিপ্রার্থিগণের মধ্যে নৃপতি পাণ্ডুর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া কুন্তী তাঁহাকেই বরমাল্য অর্পণ করেন। কুন্তিভোজ তাঁহার স্বয়ংবরা কন্যাটিকে পাণ্ডুর হস্তে দান করিয়া বহুমূল্য যৌতুকাদি সহ বরকন্যাকে হস্তিনায় পাঠাইয়াছেন।

কিছুদিন পরে পাণ্ডু মদ্রাধিপ শল্যরাজের ভগিনী মাদ্রীকেও বিবাহ করিয়াছিলেন। উভয় ভার্যা সহ পরম সুখে কিছুকাল কাটাইয়া পাণ্ডু দিগ্বিজয়ে যাত্রা করেন। নানা দেশ জয় করিয়া প্রভূত ধনরত্ন আহরণের দিনকতক পরেই পাণ্ডু ভার্যাদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া অরণ্যে যাত্রা করেন। পাণ্ডুর অরণ্যযাত্রার কোন কারণ জানা যায় না। হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বের অরণ্যসঙ্কুল দেশে মৃগয়া করিয়া পাণ্ডু অনেককাল কাটাইয়াছেন।[৫] মৃগরূপধারী কিন্দমমুনিকে বাণবিদ্ধ করায় মুনি পাণ্ডুকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। ইহার ফলে পাণ্ডু অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছিলেন। তিনি সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে কুন্তী ও মাদ্রী উভয়েই বলিয়াছেন—

অন্যেঽপি হ্যাশ্রমাঃ সন্তি যে শক্যা ভরতর্ষভ।
আবাভ্যাং ধর্ম্মপত্নীভ্যাং সহ তপ্তুং তপো মহৎ ॥

ইত্যাদি। আদি ১১৯।২৭—৩০

—হে ভরতর্ষভ, সন্ন্যাস ছাড়া গ্রহণীয় আরও আশ্রম (বানপ্রস্থ) রহিয়াছে। সেই আশ্রম গ্রহণ করিয়া আমরা উভয় ধর্মপত্নীকে সঙ্গে লইয়াও তপস্যা করিতে পারিবে। আমরাও

কামসুখ ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্বক তোমার সহিত তপস্যা করিয়া মুক্তি লাভ করিব। তুমি যদি আমাদিগকে ত্যাগ কর, তবে আজই আমরা প্রাণত্যাগ করিব—ইহা নিশ্চয় জানিবে।

এই উক্তি হইতে কুন্তী ও মাদ্রীর পতিপরায়ণতা প্রকাশ পাইতেছে।

ভার্যাদ্বয়ের অনুরোধে পাণ্ডু বানপ্রস্থই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু অপুত্রক-হেতু তাঁহার চিত্তে শান্তি নাই। পুত্রমুখ দর্শনের নিমিত্ত তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। হিমালয়ের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াও তাঁহার চিত্ত শান্ত হয় নাই। মুনির অভিসম্পাতে তাঁহার সামর্থ্য অভিহত, অগত্যা ক্ষেত্রজ পুত্র লাভকেও তিনি শ্রেয়ঃ মনে করিয়া কুন্তীর নিকট তাঁহার মনোবাসনা ব্যক্ত করিলেন। কুন্তী পুরাণে কীর্তিত ব্যুষিতাশ্বের উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া পাণ্ডুকে নিরস্ত করিতে চাহিলে পাণ্ডুও পৌরাণিক বৃত্তান্ত (উদ্দালকপত্নী ও সৌদাসপত্নীর ক্ষেত্রজ-পুত্র প্রাপ্তি) বর্ণনা করিয়া এবং আপন জন্মবৃত্তান্তের কথা শোনাইয়া কুন্তীকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

স্বামীর সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া দুর্বাসা হইতে মন্ত্রপ্রাপ্তির ঘটনাটি কুন্তী পাণ্ডুর নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু মন্ত্রের শক্তি যে তাঁহার পরীক্ষিত, সেই বিষয়টি কিছুমাত্র প্রকাশ করেন নাই। দেববিশেষকে আহ্বান করিতে স্বামীর নির্দেশ চাহিলে ধর্মকে আহ্বান করিয়া পুত্রবতী হইবার নিমিত্ত পাণ্ডু পত্নীকে নির্দেশ দিয়াছেন। স্বামীর নির্দেশে ধর্মকে আহ্বান করিয়া তাঁহারই প্রসাদে কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন।

যুধিষ্ঠিরের জন্ম-মুহূর্তেই দৈববাণী শোনা গেল যে, ইনি অতি ধার্মিক ও সত্যনিষ্ঠ হইবেন। অতঃপর একটি বলবান্ পুত্র লাভের নিমিত্ত পুনরায় পবনদেবকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত পাণ্ডু কুন্তীকে অনুরোধ করেন। পতির মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের জন্মের এক বৎসর পরেই কুন্তী ভীমসেনকে লাভ করিয়াছেন। পুনরায় বলবান্ বুদ্ধিমান্ তপস্বী অমিতবিক্রম একটি পুত্র ইন্দ্র হইতে পাইবার নিমিত্ত পাণ্ডুর চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কুন্তীও স্বামীর অনুরোধে সম্মত হইয়াছেন। এক বৎসর পরে পতিপত্নী উভয়ের তপস্যায় এবার ইন্দ্রের প্রসাদে কুন্তী সর্বগুণবান্ অর্জুনকে পুত্ররূপে লাভ করিলেন।

তিনটি ক্ষেত্রজ পুত্রের মুখদর্শন করিয়াও পাণ্ডুর পুত্রস্পৃহা পরিতৃপ্ত হয় নাই। পুনরায় তিনি কুন্তীকে অনুরোধ করিবামাত্র কুন্তী উত্তর করিলেন—'আপৎকালেও তিনটির অধিক ক্ষেত্রজ সন্তান গর্ভে ধারণ করিতে নাই। যে নারী এরূপ করে, শাস্ত্রকারগণ তাহাকে 'স্বৈরিণী' (স্বেচ্ছাচারিণী) বলিয়া থাকেন। ধর্মজ্ঞ হইয়াও তুমি কেন আমাকে আবার অনুরোধ করিতেছ' ?[৪]

পুত্রগণের মুখদর্শন করিয়া পাণ্ডু ও কুন্তী আনন্দেই আছেন, কিন্তু আপন ক্রোড়ে কোন সন্তান না পাওয়ায় মাদ্রীর চিত্তে সুখ নাই। তিনি একদিন নির্জনে স্বামীর নিকট মনের ব্যথা প্রকাশ করিয়া কহিলেন যে, পাণ্ডু যদি অনুগ্রহপূর্বক কুন্তীকে বলিয়া ঋষিদত্ত মন্ত্রটি তাঁহাকেও শিখাইবার ব্যবস্থা করেন, তবে তাঁহার বাসনাও পূর্ণ হইতে পারে।

পাণ্ডুর অনুরোধে কুন্তী মাদ্রীকেও সেই মন্ত্রটি শিখাইয়া দিয়াছেন। মাদ্রী অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আহ্বান করিয়া দুইটি পুত্রের জননী হইলেন। পুনরায় পাণ্ডু মাদ্রীর পুত্রলাভের নিমিত্ত কুন্তীর সাহায্য চাহিয়াছেন। ইহাতে মনে হইতেছে, মাদ্রী যেন যমজ পুত্র লাভ করার পরেই মন্ত্রটি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এবার কুন্তী স্বামীর অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। মাদ্রী যুগপৎ দুইজন দেবতাকে আহ্বান করিয়া দুইটি পুত্র লাভ করায় কুন্তীর ঈর্ষা জাগিয়াছে। নিজের পুত্র অপেক্ষা সপত্নীপুত্রের সংখ্যা অধিক হইলে যে মনে ব্যথা

পাইবেন—এই কথাটি তিনি পাণ্ডুকে স্পষ্টরূপেই জানাইযা দিযাছেন—

বিভেম্যস্যাঃ পবিভবাৎ কুস্ত্রীণাং গতিবীদৃশী।

নাজ্ঞাসিষমহং মূঢা দ্বন্দ্বাহ্বানে ফলদ্বযম ॥ আদি ১২৪।২৭

—আমি মাদ্রীব দ্বাবা পবাভূত হইব—এইরূপ আশঙ্কা কবিতেছি। দুষ্ট স্ত্রীলোকদেব ব্যবহাব এইপ্রকাবই হইযা থাকে। দেবদ্বযকে আহ্বান কবিযা মাদ্রী যে একই সঙ্গে দুইটি পুত্রেব জননী হইবেন বুদ্ধিব দোষে আমি তাহা বুঝিতে পাবি নাই।

কুন্তীব এই কথাব পব পুত্রলিপ্সু পাণ্ডুব নিবস্ত হওযা ছাডা গত্যন্তব বহিল না। কিছুকাল পব এক বসন্তসময়ে নির্জনে মাদ্রীকে দেখিযা পাণ্ডু অধীব হইযা মুনিব অভিশাপ ভুলিযা গিযাছেন। মাদ্রী পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে নিষেধ কবিযাও ফিবাইতে পাবিলেন না। মুনিব অভিশাপ সত্যে পবিণত হইল।

মাদ্রী পাণ্ডুব গতপ্রাণ দেহকে আলিঙ্গন কবিযা উচ্চৈঃস্ববে বোদন কবিতে থাকিলে কুন্তী চীৎকাব শুনিযা পাঁচটি পুত্র সহ সেই স্থানে উপস্থিত হইযাছেন। সেই অবস্থা দেখিযাই শোকাকুলা কুন্তী মাদ্রীকে তিবস্কাব কবিযা কহিলেন— হে বাহ্লীকি, তুমি ভাগ্যবতী, তুমি মহাবাজেব প্রসন্ন মুখখানি দেখিতে পাইযাছ।'

দুঃসহ শোকে ও লজ্জায মৃতকল্পা মাদ্রী নিজেব দোষ ক্ষালনেব চেষ্টা কবিযাছেন, কিন্তু কুন্তী যেন তাহা বিশ্বাস কবেন নাই। কুন্তী সহমবণেব ইচ্ছা প্রকাশ কবিলে মাদ্রী তাঁহাকে বাবণ কবিযা তাঁহাবই হাতে পুত্র দুইটি সপিযা দিযা স্বামীব সহিত চিতাবোহণ কবিলেন।

শতশৃঙ্গবাসী তপস্বিগণ কুন্তী ও পঞ্চ পাণ্ডবকে লইযা হস্তিনায উপস্থিত হইযাছেন। ভীষ্ম ও ধৃতবাষ্ট্রেব নিকট সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ কবিযা তাঁহাবা সমাতৃক পাণ্ডবগণকে তাঁহাদেব হাতে সমর্পণ কবিলেন।

পাণ্ডুব শ্রাদ্ধশান্তি যথাবিধি সম্পন্ন হইযাছে। কুন্তী পুত্রগণকে লইযা ধৃতবাষ্ট্রেব আশ্রযেই বাস কবিতেছেন। ভীষ্ম ও ধৃতবাষ্ট্রেব তত্ত্বাবধানে থাকিযা তাঁহাব পুত্রগণ শাস্ত্রে ও শস্ত্রে কৃতবিদ্য হইযা উঠিযাছেন। তাঁহাদেব প্রতি দুর্যোধনেব হিংসাব কথা কুন্তীব অবিদিত বহিল না। পুত্রদেব অমঙ্গলেব কোন আশঙ্কা ঘটিলেই তিনি বিদুবেব পবামর্শ গ্রহণ কবেন। হস্তিনাপুবীতে একমাত্র বিদুবই ছিলেন তাঁহাদেব যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী।

সুখে দুঃখে কুন্তীব দিন একপ্রকাব অতিবাহিত হইতেছে। কুমাবগণেব শিক্ষা সমাপ্ত হইযাছে। এবাব আচার্য দ্রোণেব অভিপ্রায অনুসাবে তাঁহাবা প্রকাশ্য বঙ্গমঞ্চে আপন আপন শস্ত্রকৌশল প্রদর্শন কবিবেন। হস্তিনাব স্ত্রী-পুরুষ সকলই দর্শকেব আসন গ্রহণ কবিযাছেন। কুন্তীব পবিত্যক্ত পুত্রটিও আপন শস্ত্রজ্ঞানেব পবিচয দিবাব নিমিত্ত বঙ্গমঞ্চে প্রবেশ কবিলেন। কুন্তী তাঁহাকে দেখিবামাত্র সহজাত কবচ ও কুণ্ডলেব দ্বাবা চিনিতে পাবিযাছেন। কর্ণ অর্জুনেব সহিত যুদ্ধ কবিযা আপন শক্তি ও কৌশল প্রদর্শন কবিতে চাহিলেন। কর্ণার্জুনেব যুদ্ধ-শঙ্কায কুন্তীব মাতৃহৃদয ব্যাকুল হইযা উঠিল। এই যুদ্ধেব ফল যে কি হইবে সেই দুশ্চিন্তায—

কুন্তিভোজসুতা মোহং বিজ্ঞাতার্থা জগাম হ। আদি ১৩৬।২৭

—কুন্তিভোজসুতা পুত্রদ্বযেব শক্তিসামর্থ্যেব কথা ভাবিযা মূর্ছিতা হইযা পডিলেন।

বিদুব পবিচাবিকাগণেব দ্বাবা তাঁহাব মাথায চন্দনবাবি ঢালাইযা কোনপ্রকাবে তাঁহাব মূর্ছাভঙ্গ কবাইযাছেন। দুর্যোধন কর্ণকে অঙ্গবাজ্য দান কবায কুন্তী মনে মনে প্রীতিলাভ কবিযাছেন, কিন্তু কাহাকেও কিছু বলেন নাই।°

পাণ্ডবগণেব শৌর্যবীর্য দর্শনে ঈর্ষাতুব ধৃতবাষ্ট্র সমাতৃক পাণ্ডবগণকে পোডাইযা মাবিবাব

ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাদিগকে বারণাবতে যাইবার অনুরোধ করিয়াছেন। নিজেদের অসহায়তা চিন্তা করিয়া পাণ্ডবগণও জননী সহ সেখানে যাইতে বাধ্য হইলেন। বিদুরেব সহায়তায় তাঁহাদের জীবন রক্ষা পাইয়াছে। মধ্যম পাণ্ডব জননীকে পিঠে বহন করিয়া দুর্গম অরণ্যের ভিতর দিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদের তৃষ্ণার জল সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িলে পাহারা দিয়াছেন।

অরণ্যের ভিতরে রূপমুগ্ধা রাক্ষসী হিড়িম্বা ভীমের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরের নিকট সকাতর প্রার্থনা জানাইয়াছেন। কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরের আদেশেই ভীম এই রাক্ষসীর প্রার্থনা পূর্ণ করেন। রাক্ষসীর গর্ভজাত ভীমপুত্র ঘটোৎকচ পিতামহীকে প্রণাম করিয়া বিদায় চাহিলে কুন্তী তাঁহাকে সস্নেহে কহিয়াছেন—

ত্বং কুরূণাং কুলে জাতঃ সাক্ষাদ্ ভীমসমো হ্যসি।
জ্যেষ্ঠঃ পুত্রোঽসি পঞ্চানাং সাহায্যং কুরু পুত্রক ॥ আদি ১৫৫।৪৩

—বৎস, তুমি কুরুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তুমি সাক্ষাৎ ভীমের ন্যায়, তুমি পঞ্চপাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তুমি তাহাদের সাহায্য করিবে।

অরণ্যচারী পাণ্ডবগণের এইসকল দুঃখকষ্টের দিনে ব্যাসদেব তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হইযা নানাভাবে বীরপ্রসূ কুন্তীকে সান্ত্বনা দিয়াছেন। অতঃপর ব্যাসদেবের উপদেশেই সমাতৃক পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে একচক্রা-নগরে এক ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে বাস করেন। সেখানে পাণ্ডবগণ ভিক্ষা করিয়া কাল কাটাইতেছিলেন।

একদিন যুধিষ্ঠিরাদি চারি ভ্রাতা ভীমকে জননীর কাছে রাখিয়া ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন, হঠাৎ আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল। ব্যাকুলভাবে কুন্তী সেই ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পত্নী ও পুত্র-কন্যা সহ ব্রাহ্মণকে বিলাপ করিতে দেখিয়া কারণ জানিতে চাহিলেন। ব্রাহ্মণের মুখে শুনিতে পাইলেন যে, সেই নগরের নিকটস্থ বনে বক-নামে এক রাক্ষস বাস করে, প্রত্যহ তাহার আহার্যরূপে দুইটি মহিষ নগরবাসীকে যোগাইতে হয়। যিনি তাহার নিকট মহিষ লইয়া যাইবেন, মহিষ দুইটি ভক্ষণের পর বক তাহাকেও খাইয়া ফেলিবে। নগরের প্রত্যেক পরিবার হইতে পালাক্রমে এই রাক্ষসটির ডালি দিতে হয়। আজ এই ব্রাহ্মণপরিবারের পালা। ব্রাহ্মণ স্বয়ং রাক্ষসের নিকট যাইতে চাহিতেছেন, আর তাঁহার পুত্র, কন্যা এবং পত্নী প্রত্যেকে ব্রাহ্মণকে বাধা দিয়া নিজে যাইতে চাহিতেছেন। এই করুণ ঘটনাই তাঁহাদের বিলাপের কারণ।

ব্রাহ্মণপরিবারের অসহনীয় দুঃখে কুন্তীর হৃদয় একেবারে গলিয়া গেল। তিনি সকলকে অভয় দিয়া বলিলেন যে, তাঁহার পাঁচটি পুত্রের মধ্যে একটি পুত্রকে তিনি রাক্ষসের নিকট পাঠাইবেন। ব্রাহ্মণ এই প্রস্তাবে শিহরিয়া উঠিলেন। আপন প্রাণরক্ষার নিমিত্ত কিছুতেই তিনি আশ্রিতকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবলে ঠেলিয়া দিতে রাজী হইলেন না। কুন্তী ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, তাঁহার একটি পুত্র অতি বলবান্, সেই পুত্রটি ইতিপূর্বে অনেক মহাকায় রাক্ষসকে হত্যা করিয়াছে। কুন্তী আরও বলিলেন যে, তাঁহার পুত্রের শক্তিসামর্থ্যের কথা গোপন রাখিতে হইবে। কারণ, জানাজানি হইলে রাক্ষস-হত্যার কৌশল জানিবার নিমিত্ত অনেক বিদ্যার্থী আসিয়া তাহার বিরক্তি উৎপাদন করিবে। এই বিদ্যা অপরকে শিখাইতে তাহার গুরু অনুমতি দেন নাই।

কুন্তীর বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণ যেন পুনর্জন্ম লাভ করিলেন। তিনি কুন্তীর এহেন করুণায় বিস্মিত হইয়াছেন। জননীর আদেশে ভীম যখন বক সমীপে যাত্রা করিবেন, ঠিক সেই সময় যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ বাড়ী ফিরিয়াছেন। যুধিষ্ঠির এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া

জননীকে তিরস্কার করিলে মনস্বিনী জননী উত্তর করিলেন যে, জতুগৃহ হইতে পলায়ন এবং হিড়িম্বাকে হত্যা করার সময় তিনি ভীমের শক্তি বিশেষভাবেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আর আশ্রয়দাতার এরূপ বিপদে সাহায্য করা উচিত বিবেচনায়ই তিনি ভীমকে রাক্ষসের নিকট পাঠাইতেছেন। জননীর আশীর্বাদে ভীম রাক্ষসকে বধ করিয়া সেই অঞ্চলকে রক্ষা করেন।

এই ঘটনায় কুন্তীর হৃদয়ের যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা তাঁহার ন্যায় মনস্বিনী ব্যতীত অন্যত্র দুর্লভ।[৮]

কিছুদিন পর পাঞ্চালরাজনন্দিনী কৃষ্ণার স্বয়ংবর-সভার সংবাদ শুনিতে পাইয়া পাণ্ডবগণ জননী সহ পাঞ্চালপুরীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহারা এক কুম্ভকারের আশ্রয়ে গুপ্তভাবেই বাস করিতেছিলেন। যথাসময়ে স্বয়ংবর-সভায় লক্ষ্যবেধ করিয়া অর্জুন কৃষ্ণার বরমাল্য লাভ করেন।

কুন্তী জানিতেন যে, পুত্রগণ ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছেন। ভীম ও অর্জুন যথাসময়ে ফিরিয়া না আসায় জননী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। বর্ষণমুখর গভীর রাত্রিতে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া ভীম ও অর্জুন জননীকে ডাকিয়া কহিলেন—'মা, ভিক্ষা আনিয়াছি।' জননী দরজা না খুলিয়াই ঘরের ভিতর হইতে বলিলেন—

ভুঙ্‌ক্তেতি সমেত্য সর্ব্বে। আদি ১৯১।২

—সকলে মিলিয়া ভোগ কর।

এই কথা বলিয়া দরজা খুলিতেই পুত্রদের সঙ্গে নববধূকে দেখিতে পাইয়া কুন্তীর দুশ্চিন্তার অন্ত রহিল না। তিনি সস্নেহে বধূর হাত ধরিয়া তাঁহাকে ঘরের ভিতরে লইযা গেলেন এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট উপস্থিত হইযা কহিলেন—'বৎস, আমি এই বধূটিকে না দেখিয়াই ঘরের ভিতর হইতে বলিয়া ফেলিয়াছি—সকলে মিলিয়া ভোগ কর। তুমি ধর্মজ্ঞ, আমার বাক্য যাহাতে মিথ্যা না হয় এবং এই রাজকুমারীও যাহাতে ধর্মভ্রষ্টা না হন, সেইরূপ উপায় আবিষ্কার কব।' যুধিষ্ঠির জননীর এই অজ্ঞানপ্রসূত বাক্য লঙ্ঘনে কোন দোষ হইবে না বলিয়া শুধু অর্জুনকেই কৃষ্ণার পাণিগ্রহণের অনুরোধ করিলে অর্জুন জননীর আদেশকে লঙ্ঘন করিতে রাজী হন নাই।

জ্যেষ্ঠানুক্রমে একে একে পাঁচ ভাই দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিলেন। এই বিবাহের পর কুন্তী ও পাণ্ডবগণ কিছুকাল দ্রৌপদীর পিত্রালয়েই বাস করিয়াছেন। পরে ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী ও কৃষ্ণা সহ পাণ্ডবগণকে হস্তিনায় আনাইয়াছেন এবং অর্ধরাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠাইয়াছেন। সেখানে নূতন রাজধানী নির্মাণ করিয়া তাঁহারা পরম সুখে বাস করিতেছিলেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছে। ঈর্ষাতুর ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে দ্যূতাসক্ত যুধিষ্ঠির দুইবারই দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়াছেন। প্রথমবারের পরাজয় ও চরম লাঞ্ছনার পর যদিও ভীত ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে বরপ্রদানের ছলে সেই বিবাদের শান্তি করিয়াছিলেন, তথাপি দ্বিতীয়বারের দ্যূতক্রীড়ার পর সেইরূপ কিছু করেন নাই। দ্যূতক্রীড়ায় উপস্থিতিকালে যুধিষ্ঠির তাঁহার জননী, দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণকে সঙ্গে লইয়া হস্তিনায় গিয়াছিলেন। পরাজিত পাণ্ডবগণ দ্রৌপদী সহ তের বৎসরের ম্যাদে বনে যাত্রা করিতেছেন। বিদুর পাণ্ডবগণকে কহিলেন যে, সুকুমাবী রাজপুত্রী বৃদ্ধা আর্যা পৃথা বনে যাইতে পারিবেন না, তিনি বিদুরের গৃহেই তের বৎসর কাল সসম্মানে বাস করিবেন। পাণ্ডবগণ তাঁহাদের পিতৃতুল্য খুল্লতাতের এই প্রস্তাব সানন্দে সমর্থন করিয়াছেন।[৯]

অরণ্যযাত্রার সময় দ্রৌপদী অন্তঃপুরের সকলের নিকট হইতে সাশ্রুনয়নে বিদায় গ্রহণ

করিতেছেন। শাশুড়ীর চরণে পতিত হইয়া বিদায় প্রার্থনা করিতেই শোকসন্তপ্তা কুন্তী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতেছেন—

বৎসে শোকো ন তে কার্য্যঃ প্রাপ্যেদং ব্যসনং মহৎ।
স্ত্রীধর্ম্মাণামভিজ্ঞাসি শীলাচারবতী তথা ॥ ইত্যাদি। আদি ৭৯।৩—৮

—বৎসে, এই মহাদুঃখে পড়িয়াও তুমি শোক করিবে না। তুমি স্ত্রীধর্মে অভিজ্ঞা এবং চরিত্রে ও আচারে প্রতিষ্ঠিতা। ভর্তাদের প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হয়, তাহা তোমাকে বলিতে হইবে না। তুমি সাধ্বী ও গুণবতী, পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল তোমার দ্বারা উজ্জ্বল হইয়াছে। তুমি যে কুরুকুলকে দগ্ধ কর নাই, ইহাই তাহাদের সৌভাগ্য। তোমার যাত্রাপথ মঙ্গলময় হউক—আমি অনুক্ষণ এই প্রার্থনা করিব। সাধ্বী রমণীগণ ভবিষ্যতের চিন্তায় উদ্বিগ্ন হন না। তোমার মহান্ ধর্মই তোমাকে রক্ষা কবিবেন ও শীঘ্রই শ্রেয়ঃ লাভ করিবে। আমার পুত্র সহদেব অরণ্যবাসে যাহাতে কষ্ট না পায় সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে।

অতঃপর হরিণচর্মধারী অধোমুখ পুত্রগণকে আলিঙ্গন করিয়া জননী করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরলোকগত পাণ্ডুকে সম্বোধন করিয়াও অতি করুণ সুরে তিনি পুত্রদের নিমিত্ত আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছেন। সহদেবকে সম্বোধন করিয়া স্নেহময়ী জননী বলিয়াছেন—

সহদেব নিবর্ত্তস্ব ননু ত্বমসি মে প্রিয়ঃ।
শরীরাদপি মাদ্রেয় মা মাং ত্যাক্ষীঃ কুপুত্রবৎ ॥ ইত্যাদি। আদি। ৮০।২৮, ২৯

—বৎস সহদেব, তুমি নিবৃত্ত হও, তুমি আমার শরীর হইতেও প্রিয়। হে মাদ্রেয়, কুপুত্রের ন্যায় আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইও না। তোমার ভ্রাতৃগণ যদি সত্যপালনের নিমিত্ত বনে যাইতে চাহে, তবে তাহারা যাউক। তুমি এখানে থাকিয়াই আমাকে পালন কর। তাহাতেই তোমার ধর্ম রক্ষিত হইবে।

জননীর করুণ বিলাপে সমধিক ব্যথিত পাণ্ডবগণ তাঁহার পদধূলি মাথায় লইয়া যাত্রা করিলেন। বিদুর নিতান্ত শোকার্ত হইয়া শোকাকুলা কুন্তী সহ আপন ভবনে প্রবেশ করিয়াছেন।

বিদুর ভ্রাতৃজায়াকে পরম সম্মানে স্বগৃহে রাখিয়াছেন, কিন্তু কুন্তী তের বৎসর কাল পুত্রগণ ও পুত্রবধূর দুঃখকষ্টের কথা ভাবিয়া নিতান্ত কষ্টে দিন কাটাইতেছিলেন।

পাণ্ডবগণের বনবাস ও অজ্ঞাতবাসেব তের বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে পাণ্ডবগণ যাহাতে পৈতৃক রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধার করিতে পারেন, কৃষ্ণ সেই প্রস্তাব করিতে হস্তিনায় আসিয়াছেন। তিনি বিদুরের আতিথ্য স্বীকার করিয়া তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। বিদুরের সহিত নানাবিষয়ে কথাবার্তার পর অপরাহ্ণে কৃষ্ণ তাঁহার পিসীমাতা কুন্তীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন। কুন্তী কৃষ্ণকে দেখিয়াই তাঁহার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন;পরে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া একে একে পুত্রদের ও পুত্রবধূর কুশল জিজ্ঞাসা করিতে করিতে পুনরায় সকল লাঞ্ছনা স্মরণ করিয়া তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার এইসকল কথার মধ্যে মহামতি বিদুরের গুণকীর্তনও শুনিতে পাই। দ্যূতসভায় কৌরব-প্রধানগণের সাক্ষাতে দ্রৌপদীর অমানুষিক লাঞ্ছনাই যে তাঁহাকে সর্বাধিক দুঃখ দিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া কুন্তী বলিতেছেন—

তস্যাং সংসদি সর্ব্বেষাং ক্ষত্তারং পূজয়াম্যহম্।
বৃত্তেন হি ভবত্যার্য্যো ন ধনেন ন বিদ্যয়া ॥ ইত্যাদি। আদি ৯০।৫৩, ৫৪

—সেই সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ক্ষত্তাকেই (বিদুর) আমি শ্রদ্ধা করিতে পারি। ধন

বা বিদ্যা থাকিলেই মানুষ আর্য হয় না, একমাত্র চরিত্রগুণেই মানুষ আর্যত্ব লাভ করে। সেই মহাবুদ্ধি ধীর মহাত্মা বিদুরের চরিত্রই তাঁহার অলঙ্কারস্বরূপ। সেইরূপ চরিত্র ত্রিলোকেও দুর্লভ।

অতঃপর কুন্তী অতি দুঃখে বলিয়াছেন—'ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের সহিত আমার পুত্রগণকে কখনও আমি ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখি নাই। দুর্যোধন প্রভৃতিকেও নিজের পুত্রদের সমানই মনে করিতাম। হে কৃষ্ণ, আজ সেই সুকৃতির বলেই তোমাকে কহিতেছি যে, শত্রুহননের পর পাণ্ডবদের সহিত রণবিজয়িরূপে তোমাকে আমি অবশ্যই দেখিব।'"

পিতা শূরসেন তাঁহাকে কুন্তিভোজের কন্যারূপে দান করিয়াছিলেন। ইহাতেও কুন্তী পরে মনে মনে দুঃখ অনুভব করিতেন। তিনি কৃষ্ণকে কহিতেছেন—

পিতরন্ত্বেব গর্হেয়ং নাত্মানং ন সুযোধনম্।
যেনাহং কুন্তিভোজায় ধনং বৃত্তৈরিবার্পিতা ॥
বালাং মামার্য্যকস্তুভ্যং ক্রীড়ন্তীং কন্দুহস্তিকাম্।
অদাত্তু কুন্তিভোজায় সখা সখ্যে মহাত্মনে ॥
সাহং পিত্রা চ নিকৃতা শ্বশুরৈশ্চ পরন্তপ।
অত্যন্তদুঃখিতা কৃষ্ণ কিং জীবিতফলং মম ॥ উ ৯০।৬২-৬৪

—আমি দুর্যোধনকে বা নিজেকে দোষ দেই না, আমার পিতাকেই নিন্দা কবি। বদান্যরূপে প্রখ্যাত ব্যক্তি যেরূপ নিজের ধন অপরকে অক্লেশে বিলাইয়া দেন, আমার জনকও সেইরূপ আমাকে কুন্তিভোজের কন্যারূপে সমর্পণ করিয়াছিলেন। আমি বাল্যে যখন কন্দুকক্রীড়া (লাটিম, পুতল প্রভৃতি লইয়া খেলা) করিতাম, তখনই তোমার পিতামহ তাঁহার সখা মহাত্মা কুন্তিভোজের হাতে দত্তককন্যারূপে আমাকে সম্প্রদান করেন। হে পরন্তপ, সেই আমি পিতার দ্বারা পিতৃস্নেহে বঞ্চিতা এবং শ্বশুরকুলেও ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রাদির দ্বারা লাঞ্ছিতা হইয়াছি। হে কৃষ্ণ, এরূপ অতি দুঃখিতা আমার প্রাণধারণের কি প্রয়োজন?

কুন্তী স্বামীর কথা কিছুই বলেন নাই। সম্ভবতঃ ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট দাম্পত্য-জীবনের কোন কিছু প্রকাশ করা অশোভন মনে করিয়াছেন। কুন্তিভোজগৃহে অতিথিপরিচর্যার ফলে এবং আপন বুদ্ধির দোষে পুত্রলাভ এবং পুত্রবিসর্জনের কথা প্রকাশ করাও লজ্জাকরই মনে করিয়াছেন। এইসকল ঘটনা প্রকাশ না করিলেও তাঁহার আত্মবিলাপের ভিতরে কথঞ্চিৎ ইঙ্গিত পাইতেছি। কিন্দমমুনির অভিসম্পাতেই হউক, আর অন্য কারণেই হউক—পাণ্ডু কুন্তীর সকল বাসনা পূর্ণ করিতে অসমর্থ ছিলেন। কুন্তী কখনও স্বামীর আনন্দোজ্জ্বল মুখচ্ছবি দেখিতে পান নাই। স্বামী জীবিত থাকিতে ক্ষেত্রজ পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করা জননীর পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় নহে—ইহা সহজেই বোঝা যায়। 'শ্বশুরের দ্বারাও লাঞ্ছিতা হইয়াছি'—কুন্তীর এই উক্তিটির ব্যঞ্জনা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। (তবে কি ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখ গুরুজন পাণ্ডুর দারগ্রহণ অনুচিত জানিয়াও কুন্তীর স্বয়ংবর-সভায় যাত্রাকালে পাণ্ডুকে নিষেধ করেন নাই? গুরুজন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তো পরে পাণ্ডুর দ্বিতীয়া ভার্যা মাদ্রীকে বধূরূপে বরণ করিয়াছেন।)

ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট কুন্তী তাঁহার জীবনের দুঃখকষ্ট ও ক্ষোভের কারণরূপে অনেক কিছুই ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কথা হইতে সুস্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, তিনি জীবনে কখনও শান্তি পান নাই। এইসকল কথার পর কুন্তী কৃষ্ণকে আরও কহিয়াছেন—'হে গোবিন্দ, বৈধব্য, অর্থহানি, দুর্যোধনকৃত শত্রুতা প্রভৃতিতেও আমি তত বিচলিত হই নাই, কিন্তু দীর্ঘকাল পুত্রদিগকে না দেখায় আমি অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। মৃত্যুশোকেও

মানুষের সান্ত্বনা আছে, কিন্তু এই শোকে কোন সান্ত্বনা নাই। তুমি ধর্মনিষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে বলিবে যে, তাহার ধর্ম ক্ষীণ হইতেছে। যে পুত্রবতী নারী অপরের আশ্রয়ে বাস করে, সেই নারীকে ধিক্। ভীম ও অর্জুনকে বলিবে যে, ক্ষত্রিয়া নারী যে উদ্দেশ্যে পুত্রকামনা করেন, তাহারা যেন সেই উদ্দেশ্য সফল করে। তাহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের পরীক্ষাকাল উপস্থিত হইয়াছে। এই সময় যদি তাহারা বৃথা নষ্ট করে, তবে আর তাহাদের মুখ দেখিতে চাহি না। তাহারা যেন প্রাণের ভয় না করে, এরূপ অবস্থায় জীবনদানও শ্রেয়ঃ। নকুল এবং সহদেবকেও তুমি আমার এই বাসনাই জানাইবে। দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার প্রতিশোধ গ্রহণ না করিলে আমার দুঃখ যাইবার নহে।'

কৃষ্ণও পিসীমাতাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিয়াছেন যে, শীঘ্রই পাণ্ডবগণ তাঁহাদের সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিয়া জননীর পাদবন্দনা করিবেন।

কুন্তী কৃষ্ণকে পুনরায় কহিলেন—'হে মহাবাহো, যাহাতে পুত্রগণের কল্যাণ হয়, তুমি তাহাই করিবে। তোমার বুদ্ধি, বিক্রম ও প্রভাব আমি উত্তমরূপে জানি, তুমিই আমাদের পরম আশ্রয়'।[৯]

পিসীমাতাকে প্রণাম করিয়া কৃষ্ণ দুর্যোধনের ভবনে যাত্রা করিলেন। শান্তির সর্বপ্রকার চেষ্টা করিয়াও কৃষ্ণ দুর্যোধনের অনমনীয় মনোভাব পরিবর্তন করিতে পারেন নাই। বিফলকাম হইয়া উপপ্লব্যে ফিরিয়া যাইবার পূর্বে বিদুরের গৃহে আসিয়া তিনি পিসীমাতার নিকট কুরুসভার সকল বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। পুত্রদের প্রতি মহাপ্রাজ্ঞা জননীর বক্তব্য শুনিতে চাহিলে এবারও কুন্তী ওজস্বিনী ভাষায় কৃষ্ণকে বলিতেছেন—"হে কৃষ্ণ, তুমি যুধিষ্ঠিরকে বলিবে যে, তাহার বুদ্ধি ক্ষত্রিয়োচিত নহে। ক্ষত্রিয়সন্তান বাহুবলে পৃথিবী জয় করিবে এবং ধর্মপথে থাকিয়া প্রজাপালন করিবে—ইহাই তাহার ধর্ম। আমি জ্ঞানবৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছি, একদা ধনাধিপতি কুবের রাজর্ষি মুচুকুন্দকে সমগ্র পৃথিবী দান করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু রাজর্ষি তাহা গ্রহণ না করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি বাহুবলে পৃথিবী জয় করিয়া ভোগ করিতে চান। এই উক্তি শুনিয়া কুবের বিস্মিত হইয়াছিলেন। মুচুকুন্দের বাসনাও পূর্ণ হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়সন্তান এইরূপ তেজস্বীই হইয়া থাকে। যুধিষ্ঠির ধর্মপথে থাকিয়া তাহার পৈতৃক রাজ্য উদ্ধারের নিমিত্ত যুদ্ধ করিবে—ইহাই আমার আদেশ।

হে শত্রুনাশন, তোমার নিকট একটি পুরাতন ঐতিহাসিক ঘটনা ব্যক্ত করিতেছি। বিদুলা নামে একজন তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়রমণী ছিলেন। তিনি পরম বিদুষী ও বুদ্ধিমতী। তাঁহার পুত্র সঞ্জয় সিন্ধুরাজের নিকট পরাজিত হইয়া অতি দীনভাবে কাপুরুষের ন্যায় উদ্যমহীন হইয়া দিন কাটাইতে থাকিলে সেই তেজস্বিনী পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'হে শত্রুহর্ষবর্দ্ধন, আমি কি তোমাকে গর্ভে ধারণ করি নাই ? তোমার পিতা কি ক্ষত্রিয় ছিলেন না ? হে কাপুরুষ, উঠ, পরাজিত হইয়া শুইয়া থাকিও না। কাপুরুষ অল্পেতেই সন্তোষ লাভ করে। সাপের দন্ত উৎপাটন করিতে যাইয়া প্রাণত্যাগ করাও ভাল, তথাপি কুকুরের মত বাঁচিয়া থাকা নিরর্থক। তিন্দুকের (গাবগাছের) অলাত (প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড) যেরূপ চতুর্দিকে স্ফুলিঙ্গ বিকীরণ করে, সেইরূপ তুমিও বরং স্বল্পক্ষণমাত্র বিক্রম প্রকাশ করিয়া নিহত হও, তুষাগ্নির ন্যায় শিখাহীন হইয়া শুধু ধূম বিকীর্ণ করিয়া বাঁচিয়া থাকার ফল কি ? গাধার মত নিস্তেজ পুত্র কি ক্ষত্রিয়ের বংশধারা রক্ষা করিতে পারে ? হয় বীরত্ব প্রদর্শন কর, না হয় মৃত্যু বরণ কর।'

জননীর বাক্যে পুত্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন—'মাতঃ, তোমার হৃদয় কি ইস্পাতের দ্বারা গঠিত ? জননী হইয়া পুত্রকে তুমি মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতে চাহিতেছ

নানাবিধ ওজর-আপত্তি করিয়াও পরিশেষে সঞ্জয় জননীর উদ্দীপক বাণীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার চিত্তে ক্ষাত্র তেজ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং তিনি সিন্ধুরাজকে পুনরায় যুদ্ধে আহ্বান করিলেন।

হে কেশব, তুমি আমার পুত্রগণকে এই পুরাবৃত্ত শোনাইয়া কহিবে যে, ক্ষত্রিয়সন্তান কখনও যুদ্ধকে ভয় করেন না। আমার পুত্রগণ যেন কৃষ্ণার লাঞ্ছনার কথা ভুলিয়া না যায়"।[১০]

কৃষ্ণের মুখে জননীর তেজোদীপ্ত ভাষণ শুনিয়া পাণ্ডবগণও বিস্মিত হইয়াছেন। চরের মুখে কুন্তীর এইসকল উত্তেজক বাক্য শুনিয়া ভীষ্ম ও দ্রোণ দুর্যোধনকে বলিয়াছেন যে, জননীর এইপ্রকার অত্যুগ্র ধর্মসঙ্গত উপদেশ শোনার পর পাণ্ডবগণ তাঁহাদের প্রাপ্য রাজ্যাংশ না পাইলে কিছুতেই শান্ত থাকিবেন না।[১১]

কৃষ্ণ উপপ্লব্যে চলিয়া গেলেন। ভবিষ্যৎ যুদ্ধাশঙ্কায় বিদুর অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি কুন্তীর সমীপে উপস্থিত হইয়া দুঃখের সহিত বলিলেন—'জীবপুত্রি, কুরুপাণ্ডবের মধ্যে যাহাতে যুদ্ধ সংঘটিত না হয়, আমি সর্বতোভাবে সেই চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু দুর্যোধন কিছুতেই আমার কথায় কাণ দিলেন না। ধর্মনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির বলবান্ হইয়াও দুর্বলের ন্যায় পুনঃ পুনঃ শান্তিকামনাই করিতেছেন, তাহাতেও কোন ফল হয় নাই। বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাবও বিশুদ্ধ নহে, তিনিও পুত্রের মত সমর্থন করিয়া ধর্মচ্যুত হইয়াছেন। জয়দ্রথ, কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির দুর্বুদ্ধিতেই এই মহৎ বংশ বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে। দুশ্চিন্তায় আমার ঘুম হয় না'।

বিদুরের কথা শুনিয়া কুন্তীও বিমর্ষচিত্তে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এই ভয়াবহ জ্ঞাতিবিরোধের আশঙ্কায় তাঁহার চিত্ত ভারাক্রান্ত। একদিকে জ্ঞাতিবধ, অন্যদিকে চিরদারিদ্র্য—এই উভয়ই অত্যন্ত শোচনীয় বলিয়া তিনিও অতিশয় অশান্তি ভোগ করিতেছেন। তিনি ভাবিতেছেন—পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণ স্নেহবশতঃ পাণ্ডবগণের বিশেষ ক্ষতি ঘটাইবেন না, কিন্তু

অয়ন্ত্বেকো বৃথাদৃষ্টির্ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ম্মতেঃ।
মোহানুবর্ত্তী সততং পাপো দ্বেষ্টি চ পাণ্ডবান্॥
মহত্যনর্থে নির্ব্বন্ধী বলবাংশ্চ বিশেষতঃ।
কর্ণঃ সদা পাণ্ডবানাং তন্মে দহতি সম্প্রতি ॥ইত্যাদি। উ ১৪৪।১৬-২৫

—এই পাপমতি কর্ণ দুর্যোধনের অসাধু কর্মের সমর্থক, ইহার আচরণও সাধু নহে। কর্ণ সর্বদা পাণ্ডবগণকে দ্বেষ করে এবং পাণ্ডবদের অহিতসাধনে তৎপর, বিশেষতঃ কর্ণ বলবান্। এখন আমি এই চিন্তায়ই দগ্ধ হইতেছি। আজ আমি জননীর দাবি লইয়া ইহার সহিত দেখা করিব। সকল ঘটনা প্রকাশ করিলে নিশ্চয়ই কর্ণ পাণ্ডবগণের অনিষ্টচিন্তা পরিত্যাগ করিবে।

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া কুন্তী ভাগীরথীর দিকে চলিয়াছেন। নদীর তীরে উপস্থিত হইয়াই তিনি সত্যসন্ধ দানবীর কর্ণের বেদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। কর্ণ তখন সূর্যের উপাসনা করিতেছিলেন। কুন্তী প্রখর রৌদ্রতাপে ক্লান্ত হইয়া কর্ণের পশ্চাদ্দেশে তাঁহারই উত্তরীয়চ্ছায়ায় দাঁড়াইয়া উপাসনা-সমাপ্তির অপেক্ষা করিতেছেন। উপাসনান্তে কর্ণ কুন্তীকে দেখিতে পাইয়াই প্রণামপূর্বক যুক্তকরে জিজ্ঞাসা করিলেন—'রাধা ও অধিরথের পুত্র আমি কর্ণ আপনাকে প্রণাম করিতেছি। কি উদ্দেশ্যে আপনি আমার কাছে আসিয়াছেন ? আমি কি করিব—আজ্ঞা করুন'।

কুন্তী কহিলেন—'বৎস, তুমি রাধেয় নহ, অধিরথ তোমার জনকও নহেন। তুমি কৌন্তেয়, সূর্যদেব তোমার জনক, তুমি আমারই কানীন পুত্র। আমি তোমাকে তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের মধ্যে আহ্বান করিতে আসিয়াছি। হে বীর্যবান্, তুমি পার্থ, তোমাকে যেন আর সূতপুত্র বলা না হয়'।

আকাশ হইতে সূর্যদেবও তখন কুন্তীর বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, কিন্তু সত্যধৃতি কর্ণ বিচলিত হইলেন না। তিনি অতি করুণ অথচ দৃঢ়স্বরে কহিলেন—'মাতঃ, জন্মমূহূর্তেই তুমি আমার জীবনকে অভিশপ্ত করিয়াছ। মাতৃস্নেহ বিসর্জন দিয়া যে আচরণ করিয়াছ, কোন শত্রুও কি তাহা করিতে পারে ? এখন তোমার স্নেহাস্পদ পুত্রগণের হিতকামনায়ই তুমি আমার নিকট আসিয়াছ। আমি দুর্যোধনের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিব না, আমি কি অকৃতজ্ঞ হইব ? আমি দুর্যোধনের পক্ষে থাকিয়া তোমার পুত্রদের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিব। তোমার অনুরোধের সম্মান রক্ষার্থ একটি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অর্জুন ব্যতীত তোমার অন্য চারি পুত্রকে বধ করার সুযোগ ঘটিলেও বধ করিব না। অর্জুনকে বধ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, অথবা অর্জুন কর্তৃক নিহত হইব। পরিশেষে অর্জুন সহ অথবা কর্ণ সহ তোমার পাঁচ পুত্রই থাকিবেন'।

কর্ণের কথা শুনিয়া দুঃখিতা কুন্তী কাঁপিতে কাঁপিতে পুত্রকে স্নেহালিঙ্গন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।[১১]

অতঃপর মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত কুন্তীর সহিত আমাদের আর সাক্ষাৎ ঘটে না। বিদুরের অন্তঃপুরে থাকিয়াই সম্ভবতঃ তিনি সকল সংবাদ পাইতেছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু না জানিলেও তাঁহার উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ও শোকের বিষয় অনুমান করা কঠিন নহে।

মহাযুদ্ধ শেষ হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে শেষবারের মত নিহত বন্ধুবান্ধব, গুরুজন ও স্নেহভাজনদের ছিন্ন দেহ দেখিবার নিমিত্ত হস্তিনাপুরীর সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন। হতপুত্র, হতবন্ধু স্ত্রীপুরুষের করুণ ক্রন্দন, আর্তনাদ ও বিলাপধ্বনিতে মহাশ্মশানও যেন মূর্ছিত হইতেছে। সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য অতিশয় করুণ। সেখানে পাণ্ডবগণ প্রথমতঃ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সহিত দেখা করিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দেওয়ার পর জননীর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছেন।

চিরস্য দৃষ্ট্বা সা পুত্রান্ পুত্রাধিভিরভিপ্লুতা।
বাষ্পমাহারয়দ্দেবী বস্ত্রেণাবৃত্য বৈ মুখম্॥ ইত্যাদি। স্ত্রী ১৫।৩৩—৩৮

—দীর্ঘকাল পরে পুত্রগণকে দেখিয়া পুত্রদের ব্যথায় ব্যথিতা কুন্তী কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পুত্রগণও জননীকে দেখিয়া কাঁদিতেছিলেন। জননী একে একে পুত্রগণের ক্ষতস্থানে হাত বুলাইতে বুলাইতে হতপুত্রা দ্রৌপদীর শোকের গভীরতা স্মরণ করিয়া পুনরায় কাঁদিতে লাগিলেন। দ্রৌপদী তাঁহাদের নিকটেই ভূমিতলে লুটাইয়া বিলাপ করিতেছিলেন। পতিগণ ও শাশুড়ীকে দেখিয়া তাঁহার শোক যেন উথলিয়া পড়িল। কুন্তী বধূকে উঠাইয়া বুকে টানিয়া লইলেন। সকলে মিলিয়া শোকাকুলা গান্ধারীর সমীপে উপস্থিত হইলে গান্ধারী অসাধারণ ধৈর্য ধারণ করিয়া সকলকে প্রবোধ দিয়াছেন।

হতবান্ধবা মহিলাগণের বিলাপধ্বনির মধ্যেই ছিন্ন ভিন্ন শবদেহগুলি স্তূপীকৃত হইল। যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে বিদুর সেইগুলির দাহক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়াছেন। এবার ধৃতরাষ্ট্রকে পুরোবর্তী করিয়া স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে সকলেই গঙ্গায় উপস্থিত হইয়াছেন। প্রত্যেকেই যুদ্ধহত আপন আপন গুরুজন, পুত্রপৌত্রাদি ও বন্ধুবান্ধবের উদ্দেশে সলিলাঞ্জলি দান করিলেন।

পুত্রশোকাতুরা কুন্তীর আর ধৈর্যধারণের শক্তি রহিল না। এতকাল যে ঘটনাকে গোপন করিয়া তিনি তিলে তিলে দগ্ধ হইতেছিলেন, আজ কাঁদিতে কাঁদিতে সর্বসমক্ষে পুত্রদের নিকট সেই ঘটনাই প্রকাশ করিয়া কহিলেন—'বৎসগণ, যে মহাবীরকে তোমরা রাধাতনয় কর্ণ বলিয়া জানিতে, যে সত্যসন্ধ বীর্যবান্ দুর্যোধনের প্রধান সহায়ক ছিলেন, যে বীরপুরুষ অর্জুনের দ্বারা নিহত হইয়াছেন—

কুরুধ্বমুদকং তস্য ভ্রাতুরক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
স হি বঃ পূর্ব্বজো ভ্রাতা ভাস্করান্ময্যজায়ত ৷৷ স্ত্রী ২৭।১১

—সেই পুণ্যকর্মা তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। সূর্যদেব হইতে তিনি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার উদ্দেশেও তোমরা তর্পণ কর।'

জননীর এই বাক্যে পাণ্ডবদেব মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তাঁহাদের, বিশেষতঃ যুধিষ্ঠিরের শোক যেন শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। এতদিন এই পরিচয় গোপন রাখার জন্য জননীকে তিরস্কার করিয়া তিনি করুণ সুরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। কর্ণের উদ্দেশে সলিলাঞ্জলি দান করিয়া তিনি অভিসম্পাত করিলেন যে, অতঃপর সমগ্র স্ত্রীজাতি কোন কথাই মনে গোপন রাখিতে পারিবেন না।

অনেকের নানাবিধ প্রবোধ-বাক্যে বিষণ্ণ যুধিষ্ঠির একটু শান্ত হইয়া হস্তিনার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। কুন্তীব মনে কিছুমাত্র সুখ নাই। পুত্রগণের ঐশ্বর্যপ্রাপ্তিতেও তাঁহার বিষাদ অপগত হইল না। তিনি গান্ধারীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া কোনপ্রকারে দিন কাটাইতেছেন। এইভাবে পনর বৎসর অতিবাহিত হইল।[১১]

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী বানপ্রস্থ গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়া গৃহত্যাগে প্রস্তুত হইয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের বহুবিধ অনুনয়-বিনয়েও তাঁহাদের সঙ্কল্প শিথিল হয় নাই। কার্ত্তিকের পূর্ণিমা-তিথিতে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী হস্তিনার রাজপ্রাসাদ হইতে যাত্রা করিলেন। কুন্তী আপন স্কন্ধে গান্ধারীর হাতখানি রাখিয়া আগে আগে চলিয়াছেন, আর ধৃতরাষ্ট্র হাত রাখিয়াছেন—গান্ধারীর স্কন্ধে। কুন্তীও যে চিরতরে গৃহত্যাগ করিতেছেন, ইহা কেহই বুঝিতে পারেন নাই। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী হস্তিনার বর্দ্ধমান-দ্বার দিয়া যাত্রা করিয়াছেন, অগণিত পুরুষ ও নারীর অশ্রুবারিতে তাঁহাদের যাত্রাপথ বিধৌত হইল। বিদুর এবং সঞ্জয়ও বানপ্রস্থ গ্রহণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের অনুগমন করিতেছেন। হস্তিনায় আজ ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ধৃতরাষ্ট্র সকলকে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলে পৌরবর্গ আর অগ্রসর হন নাই। যুধিষ্ঠির জননীকে কহিলেন—'মাতঃ, বধূগণকে সঙ্গে লইয়া আপনি ফিরিয়া যান, আমি ইঁহাদের সহিত আরও কিছুদূর অগ্রসর হইব'।

সাশ্রুনয়না কুন্তী সেইভাবেই চলিতে চলিতে কহিলেন—'বৎস, সহদেবের প্রতি সর্বদা সস্নেহ ব্যবহার করিবে, সে তোমার ও আমার একান্ত অনুরক্ত। বুদ্ধির দোষে আমি একদা যাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, তোমাদের সেই বীর্যবান্ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সতত স্মরণ করিবে। সূর্যতনয় বীর পুত্রের পরিচয় গোপন রাখিয়াছিলাম বলিয়া নিজের অপরাধ স্মরণ করিয়া আমার কঠিন হৃদয়ও যেন বিদীর্ণ হইতেছে। তোমরা ভ্রাতৃগণ মিলিত হইয়া তাহার উদ্দেশে দানদক্ষিণাদি করিবে। তুমিই এখন এই বংশের পালক, ভ্রাতৃগণ ও দ্রুপদদুহিতার কল্যাণচিন্তায় সতত অবহিত থাকিবে। আমি ভাশুর ও ভাশুরপত্নীর সেবা করিয়া তপস্বিনীরূপে বনেই বাস করিব'।

অকস্মাৎ জননীর এই নিদারুণ সঙ্কল্প শুনিয়া পাণ্ডবগণ বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। যুধিষ্ঠির এবং ভীমের বিলাপেও কুন্তীর মন টলিল না। দ্রৌপদী সুভদ্রা প্রমুখ বধূগণের করুণ ক্রন্দনও

বিফল হইল।

সা পুত্রান্ রুদতঃ সর্ব্বান্ মুহুর্মুহুরবেক্ষতী।
জগামৈব মহাপ্রাজ্ঞা বনায় কৃতনিশ্চয়া ॥ আশ্র ১৬।৩১

—সেই কৃতনিশ্চয়া মহাপ্রাজ্ঞা রোরুদ্যমান পুত্রগণের দিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে অরণ্যের উদ্দেশে চলিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ, বধূগণ এবং অপর পরিজনেরাও তাঁহার অনুগমন কবিতেছিলেন।

যুধিষ্ঠির জননীর সঙ্কল্প শুনিয়া বিলাপ করিতে করিতে ইহাও কহিয়াছিলেন যে, যদি জননীর এইরূপ সঙ্কল্পই মনে ছিল, তবে কেন তিনি কৃষ্ণের মুখে পুত্রগণকে বিদুলার উপাখ্যান শোনাইলেন, কেনই বা যুদ্ধ করিয়া পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে প্রবোচিত করিলেন ?

পথিমধ্যে কুন্তী পুনরায় অশ্রুবারি মুছিতে মুছিতে যুধিষ্ঠিবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'হে মহাবাহো, তোমাদিগকে ক্ষাত্রতেজে উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্তই আমি কৃষ্ণের নিকট বিদুলাব পুত্রানুশাসন কীর্তন করিয়াছি। তোমরা সকলেই পরাক্রমশালী ও ধর্মনিষ্ঠ। তোমবা চিরকাল শত্রুপরাভূত হইয়া হীনভাবে বনে বনে ভ্রমণ করিবে—ইহা ভাবিতেও আমার দুঃখ হইত। এই কারণেই তোমাদিগকে রাজ্যোদ্ধারের প্ররোচনা দিয়াছি। তোমরা পাঁচ ভাই ও দ্রৌপদীর অহেতুক লাঞ্ছনায় মর্মাহত হইয়াই প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত তোমাদিগকে উত্তেজক বাণী শোনাইয়াছি। তোমাদের পিতাব মহৎ বংশ যাহাতে হীনতা প্রাপ্ত না হয—এই নিমিত্ত তোমাদের তেজোবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বৎসগণ, আমি স্বামীব ঐশ্বর্য ভোগ করিয়াছি, স্বামীব ধন দান করিয়াছি, যথাবিধি সোমরস পান করিয়াছি। নিজেব ভোগের নিমিত্ত আমি বাসুদেবের দ্বারা তোমাদিগকে বিদুলার উপাখ্যান শোনাই নাই, তোমাদিগকে বক্ষা করিবার নিমিত্তই উত্তেজিত করিয়াছি।

নাহং বাজ্যফলং পুত্রাঃ কাময়ে পুত্রনির্জ্জিতম্।
পতিলোকানহং পুণ্যান্ কাময়ে তপসা বিভো ॥ ইত্যাদি। আশ্র ১৭।১৯, ২০

—পুত্রের বিজিত রাজ্যে ঐশ্বর্য-ভোগের স্পৃহা আমার নাই। হে মহাবাহো, তপস্যা দ্বারা আমি পুণ্য পতিলোক লাভের কামনা করিতেছি। অরণ্যবাসী ভাশুর ও ভাশুরপত্নীর সেবা কবিযা তপস্যা দ্বাবা আমি দেহকে শোষণ করিব।'

পরিশেষে জননী পুত্রগণকে আশীর্বাদ করিতেছেন—

নিবর্ত্তস্ব কুরুশ্রেষ্ঠ ভীমসেনাদিভিঃ সহ।
ধর্ম্মে তে ধীয়তাং বুদ্ধির্মনস্তু মহদস্তু চ ॥ আশ্র ১৭।২১

—হে কুরুশ্রেষ্ঠ, তুমি ভীমসেন প্রভৃতিকে লইয়া ফিরিয়া যাও। ধর্মে তোমার মতি স্থির থাকুক, তোমার অন্তর মহৎ হউক।

ইহার পর ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী কুন্তীকে বনগমন হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছেন, গৃহে থাকিয়াই দানধ্যানের দ্বারা তপঃসঞ্চয় করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু কুন্তীকে ফিরাইতে পারেন নাই। পুত্র ও পুত্রবধূগণ কাঁদিতে কাঁদিতে শোকাকুল চিত্তে ফিরিয়া গেলেন।

প্রথম দিবসে বানপ্রস্থিগণ ভাগীরথীতীরে রাত্রি যাপন করিয়াছেন। কুন্তী ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সেবার ভার গ্রহণ করিলেন।[১১]

গান্ধারী এবং কুন্তী উভয়েই বল্কল ও অজিন ধারণ করিয়া কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। কিছুদিন তাঁহারা যমুনাতীরে রাজর্ষি শতযূপের আশ্রমে বাস করিয়াছেন।

এদিকে পাণ্ডবগণ সকল কর্তব্য ভুলিয়া শোকে দুঃখে অতি দীনভাবে শুধু বনবাসিগণকেই স্মরণ করিতেছিলেন। কুন্তীর বিচ্ছেদে সহদেব এবং বধূগণ সমধিক ব্যথিত; কে কাহাকে সান্ত্বনা দিবেন

যুধিষ্ঠির স্থির করিলেন—ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখ বানপ্রস্থিগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সপরিবারে অরণ্যযাত্রা করিবেন। সমগ্র হস্তিনাপুরী তাঁহাদের সঙ্গে চলিয়াছে, লোকে লোকারণ্য। যাত্রা আরম্ভ হইল। আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা তাপসগণের মুখে জানিতে পারিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র সকলকে লইয়া যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছেন। তখনই তাঁহারা যমুনার দিকে যাত্রা করিয়া দূর হইতে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে দেখিতে পাইলেন। সহদেব দৌড়িয়া গিয়া মাতার চরণ ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে শিশুর ন্যায় কাঁদিতে লাগিলে অশ্রুপূর্ণমুখী কুন্তী তাঁহাকে তুলিয়া বুকে টানিয়া লইয়াছেন। একে একে প্রত্যেকেই গুরুজনকে প্রণাম করিয়া কাঁদিতেছিলেন।

বিদুর মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির সপরিবারে একমাস কাল সেই আশ্রমেই বাস করিতেছেন। ইতিমধ্যে মহর্ষি ব্যাস, দেবর্ষি নারদ প্রমুখ তপস্বিগণও শতযূপের আশ্রমে সমবেত হইয়াছেন।

গান্ধারী পরলোকগত পুত্রগণ, জ্ঞাতি বন্ধু প্রভৃতির কিরূপ গতি হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত শ্বশুর ব্যাসদেবের চরণে প্রার্থনা জানাইয়াছেন। গান্ধারীর প্রার্থনা শুনিয়া কুন্তীও তাঁহার প্রচ্ছন্নজাত বীর পুত্রটিকে স্মরণ করিতেছিলেন। দিব্যদৃষ্টি মহর্ষি কুন্তীর মনোভাব জানিতে পারিয়া তাঁহার কোন প্রার্থনা আছে কিনা—জিজ্ঞাসা করিলেন।[১৫]

তপস্বিনী কুন্তীর আজ আর লোকলজ্জার ভয় নাই। তিনি শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া আপন জীবনের সকল ঘটনাই প্রকাশ করিতেছেন। দুর্বাসার পরিচর্যার বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন—

... .. তমহং পর্য্যতোষয়ম্।
শৌচেন ত্যাগসন্ত্যাগৈঃ শুদ্ধেন মনসা তথা।
কোপস্থানেষ্বপি মহৎস্বকুপ্যন্ন কদাচন ॥ আশ্র ৩০।২, ৩

—অনপরাধী হইয়া শুচিতার দ্বারা এবং শুদ্ধচিত্তে আমি মহর্ষি দুর্বাসাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলাম। বিশেষভাবে ক্রুদ্ধ হইবার মত ব্যাপারেও আমি কদাচ ক্রুদ্ধ হই নাই।

মহর্ষি একটি রাজকন্যার সহিত এরূপ কি আচরণ করিতে পারেন, তাহা বলা হয় নাই। (কর্ণের জন্ম-রহস্য বিষয়ে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে কি ? অবশ্য পরে দুর্বাসার প্রদত্ত মন্ত্র দ্বারা কৌতূহলবশতঃ সূর্যকে আহ্বান এবং সূর্যদেবের প্রসাদে পুত্রপ্রাপ্তি প্রভৃতি সকল ঘটনাই কুন্তী বিবৃত করিয়াছেন।)

নিবেদনের উপসংহারে কুন্তী শ্বশুরের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন—'ভগবন্, মন্দবুদ্ধি আমি সেই দেবদত্ত শিশুটিকে নদীবক্ষে বিসর্জন করিয়াছিলাম। সেই কথা স্মরণ করিয়াই যেন দগ্ধ হইতেছি। পাপই হউক, আর অপাপই হউক, আপনার নিকট অকপটে ব্যক্ত করিলাম। আমি সেই পুত্রটিকে দেখিতে চাই। দয়া করিয়া আমার শোক অপনোদন করুন'।[১৬]

ব্যাসদেব দয়ার্দ্রস্বরে কুন্তীকে বলিয়াছেন যে, এই ব্যাপারে তাঁহার কোন পাপ হয় নাই। দেবতারা ইচ্ছা করিলে সমস্তই করিতে পারেন, কুন্তীর আত্মগ্লানির কোন কারণ নাই।

সেই রাত্রিতেই ভাগীরথীর পুণ্যসলিলে অবগাহন করিয়া ব্যাসদেব যুদ্ধনিহত ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার যোগবলে পরলোকবাসিগণ সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই অদ্ভুত ঘটনায় সকলেরই গ্লানি দূর হইল, সকলই আনন্দিত।[১৭]

কয়েকদিন পরে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর আদেশে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাণ্ডবগণ সপরিবারে হস্তিনায় ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছেন, কিন্তু আশ্রম ছাড়িয়া যাইতে তাঁহাদের মন মানিতেছে না। যুধিষ্ঠির জননীসমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্বক ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর আদেশের কথা জানাইলে পর জননী চোখের জল মুছিতে মুছিতে সেই আদেশই সমর্থন করিলেন।

সহদেব সাশ্রুনয়নে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিলেন যে, তিনি হস্তিনায় ফিরিয়া যাইবেন না। তিনি জননীর পদসেবা করিবার নিমিত্ত সেই আশ্রমেই থাকিবেন। কুন্তী তাঁহার এই প্রাণাধিক পুত্রটিকে বুকে লইয়া নানাভাবে বুঝাইয়া বলিলেন—

উপরোধো ভবেদেবমস্মাকং তপসঃ কৃতে।
ত্বৎস্নেহপাশবদ্ধা চ হীয়েয়ং তপসঃ পরাৎ॥
তস্মাৎ পুত্রক গচ্ছ ত্বং শিষ্টমল্পঞ্চ নঃ প্রভো। আশ্র ৩৬।৪১, ৪২

—তুমি আমার কাছে থাকিলে পুত্রস্নেহে আমাদের তপস্যার বিঘ্ন ঘটিবে। আমাদের শেষ দিন আগতপ্রায়। অতএব হে বৎস, তুমি ফিরিয়া যাও।

জননী মস্তকাঘ্রাণ করিয়া সাশ্রুনয়নে সকলকে বিদায় দিলেন। গুরুজনকে প্রণাম করিয়া এবং পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া সকলেই কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

যুধিষ্ঠিরাদি আশ্রম হইতে হস্তিনায় ফিরিয়া আসিবার পর দুই বৎসব কাল গত হইয়াছে। একদা নানাতীর্থ পর্যটনান্তে দেবর্ষি নারদ হস্তিনায় পদার্পণ করিলেন। তাঁহার মুখে জানা গেল যে হরিদ্বারের নিকটস্থ এক গভীর অরণ্যে যোগযুক্ত রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র, মহাতপস্বিনী গান্ধাবী ও কুন্তী যোগাসনে উপবেশন করিয়া দাবানলে দেহাহুতি দিয়াছেন। তপস্বী সঞ্জয়ের মুখে দেবর্ষি এই বৃত্তান্ত শুনিয়াছেন এবং সেই দাবাগ্নিদগ্ধ অরণ্যে রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র ও তপস্বিনীদ্বয়ের অগ্নিদগ্ধ কলেবব স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

এই সংবাদে পুনরায় হস্তিনায় শোকাশ্রুর বন্যা বহিল। নারদের সময়োচিত সান্ত্বনাবাক্যে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া যুধিষ্ঠির লোক পাঠাইয়া সেই দগ্ধ অরণ্য হইতে মুক্তাত্মগণের দেহাস্থি সংগ্রহ করিলেন। মহাসমাবোহে সকলেরই পারলৌকিক কৃত্য সম্পন্ন হইল।

মনস্বিনী পৃথা জীবনে কখনও শান্তি পান নাই। বাল্যে জনক তাঁহাকে নৃপতি কুন্তিভোজকে কন্যারূপে দান করিযাছিলেন। বযঃপ্রাপ্ত হইয়া ইহাতেও তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। তাঁহার মাতৃস্নেহ দৈববিড়ম্বনায অঙ্কুরেই শুকাইয়া গিয়াছিল। সারাজীবন তিনি নিতান্ত নির্লিপ্তের মত সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়াছেন। স্বামিসুখেও তিনি প্রায় বঞ্চিতই ছিলেন। পূর্ণ যৌবনে বৈধব্যের অভিশাপগ্রস্তা এই মহীয়সী নারীর তেজস্বিতাও কম ছিল না। পুরাণাদি শাস্ত্রেও তিনি অভিজ্ঞা ছিলেন। সপত্নীপুত্রগণকে, বিশেষতঃ সহদেবকে তিনি প্রাণাধিক স্নেহ করিতেন। ব্যাস বিদুর কৃষ্ণ প্রমুখ মহামতিগণও তাঁহাকে 'প্রজ্ঞাবতী' 'মহাপ্রজ্ঞা' 'মনস্বিনী' প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন। তিনি শুধু মহাবীরগণের জননী নহেন, তিনি স্বয়ং একজন বীরাঙ্গনা ছিলেন। জীবনের শেষ দুই বৎসর কাল কঠোর তপস্যা করিয়া এই নারী আনন্দধামে প্রস্থান করিয়াছেন। এই তপস্বিনীর পুণ্য নাম স্মরণে কল্যাণ হয় বলিয়া হিন্দুদের বিশ্বাস।

---

১ আদি ৬৭।১৬০
২ আদি ৬৭।১২৯—১৩১। আদি ১১১।১—৩। বন ৩০২।২৭
৩ আদি ১১৪তম অ।
৪ আদি ১২৩।৭৭, ৭৮
৫ আদি ১৩৭।২৩

৬ আদি ১৬১তম ও ১৬২তম অ।
৭ আদি ৭৮।৫—৮
৮ উ ৯০।৬১
৯ উ ৯০।৬৯—১০৪
১০ উ ১৩৩তম—১৩৭তম অ।
১১ উ ১৩৮।১—৩
১২ উ ১৪৪তম—১৪৬তম অ।
১৩ আশ্র ১।৬, ৮, ১১, ২৩
১৪ আশ্র ১৮শ অ।
১৫ আশ্র ২৯শ অ।
১৬ আশ্র ৩০।১৭, ১৮
১৭ আশ্র ৩২শ ও ৩৩শ অ।

মাদ্রী

বাহ্লীক বা মদ্রদেশের (পাঞ্জাব) অধিপতি অর্তায়নের কন্যাকে মাদ্রী বলা হইত। মহাবীর শল্য মাদ্রীব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। অংশাবতরণাধ্যায়ে দেখা যায়—ধৃতিদেবীর অংশে মাদ্রীর আবির্ভাব।[১] শৈশবেই মাদ্রী পিতৃহীন হইয়াছেন।

কুরুরাজ পাণ্ডু স্বয়ংবরে কুন্তীকে লাভ করেন। ইহার পর ভীষ্ম পাণ্ডুর অপর ভার্যার সন্ধানে মদ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তিনি পূর্বেই লোকপরম্পরায় শুনিতে পাইয়াছেন যে, নৃপতি শল্যের একটি রূপবতী সাধ্বী বিবাহোপযুক্তা ভগিনী আছে। ভীষ্ম পাণ্ডুর ভার্যার্থে মাদ্রীকে শল্যের নিকট প্রার্থনা কবিলে শল্য তাঁহাকে বলিয়াছেন—'হে বীর, আপনার প্রস্তাবিত বরের ন্যায় বর দুর্লভ, কিন্তু আমার একটি বক্তব্য আছে। আমার পূর্বপুরুষগণ এই বংশে একটি নিয়ম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহা সাধু হউক, আর অসাধুই হউক, আমি এই নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারি না। আপনিও নিশ্চয়ই ইহা অবগত আছেন। হে সত্তম, পণ দিবার কথা আপনাকে বলিতে পারিতেছি না, অথচ এই কুলধর্মের জন্যই আপনাকে বাগ্‌দানও কবিতে পারিতেছি না'।

ভীষ্ম মদ্ররাজের কথার যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিয়া কন্যাপণরূপে মদ্ররাজকে অসংখ্য রত্নরাজি দান করিলেন। প্রীত মদ্ররাজ ভগিনী মাদ্রীকে অলঙ্কৃত করিয়া ভীষ্মের নিকট উপস্থিত করিলে ভীষ্ম মাদ্রীকে লইয়া হস্তিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। শুভ লগ্নে মাদ্রীর সহিত পাণ্ডুব বিবাহোৎসব সুসম্পন্ন হইল।[২]

কুন্তী ও মাদ্রী—এই উভয় ভার্যাসহ পাণ্ডু একমাস কাল পরম সুখে হস্তিনায় থাকিয়া দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইয়াছেন। নানা দেশ জয় করিয়া প্রচুর ধনরত্ন আহরণপূর্বক তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। কিছুকাল যাইতে না যাইতেই তিনি ভার্যাদ্বয় সহ অরণ্যে যাত্রা কবিয়াছেন। তাঁহার এই অরণ্যবাসের প্রকৃত কারণ জানা যায় না। সেখানেও তিনি মৃগয়া কবিয়াই দিন যাপন করিতেছিলেন। সুতরাং তপস্যার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেন নাই।

একদিন মৃগযাকালে হরিণরূপধারী কিন্দম-মুনিকে বাণবিদ্ধ করায় পাণ্ডু মুনি কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছেন। অভিশপ্ত পাণ্ডু অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প করিলে উভয় ভার্যাই নানাবিধ অনুনয়-বিনয়ে তাঁহার সঙ্কল্পে বাধা দিয়াছেন। ভার্যাদের অনুরোধে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া পাণ্ডু দিন কাটাইতেছেন। তাঁহার মনে সুখ নাই। পুত্রমুখ দর্শনের নিমিত্ত তিনি অত্যন্ত উৎসুক, কিন্তু মুনির শাপে সেই বাসনা পূর্ণ হইবার নহে। অগত্যা ক্ষেত্রজ-পুত্র লাভের নিমিত্ত কোনপ্রকারে তিনি কুন্তীকে সম্মত করিয়াছেন। পতির নির্দেশে দুর্বাসা-ঋষির প্রদত্ত মন্ত্রে পর পর তিনজন দেবতাকে আহ্বান করিয়া তিন বৎসরের ভিতর কুন্তী যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনকে কোলে পাইয়াছেন।

হস্তিনায় ধৃতরাষ্ট্রপত্নী গান্ধারীও শত পুত্রের জননী হইয়াছেন। মাতৃত্বের তীব্র বাসনা মাদ্রীকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। একদা স্বামীকে নির্জনে পাইয়া তিনি

বলিতেছেন—মহাবাজ, তোমাব অসামর্থ্যও আমাকে দুঃখ দেয নাই। কুন্তী তোমাব জ্যেষ্ঠা ভার্যা, ইহাতেও দুঃখিতা হই নাই। গান্ধাবী শত পুত্রেব জননী হইযাছেন—এই সংবাদ শুনিযাও তেমন দুঃখ হয নাই। কিন্তু মহাবাজ,

ইদন্তু মে মহদ্দুঃখং তুল্যতাযামপুত্রতা। ইত্যাদি। আদি ১২৪।৪-৬

—কুন্তী ও আমি উভযই তোমাব ভার্যা। কুন্তী পুত্রবতী হইযাছেন, আমি পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিতা বহিলাম—ইহাই আমাব পবম দুঃখ। যদি কুন্তী অনুগ্রহ কবিযা আমাকেও সেই মন্ত্রটি শিখাইযা দেন ৩বে কৃতার্থা হইব তোমাবও আনন্দেব কাবণ হইবে। আমাব প্রার্থনায কুন্তী কি বলিবেন—এই চিন্তাযই নিজে সপত্নীকে মনোবাসনা জানাইতে পাবি না। তুমি যদি আমাব প্রতি প্রসন্ন হইযা তাঁহাকে অনুবোধ কব, তবে আমাব বাসনা পূর্ণ হয'।

পাণ্ডু কহিলেন যে তাঁহাব মনেও এই বাসনা বহিযাছে কিন্তু কুন্তী সম্মত হইবেন কি না—এই সন্দেহে এতকাল তিনি মাদ্রীকে কিছু বলেন নাই।

পাণ্ডুব অনুবোধে কুন্তী সপত্নীকে মন্ত্রটি শিখাইযা দিলেন। মাদ্রী সেই মন্ত্রে অশ্বিনীকুমাব নামক দুইজন দেবতাকে এক সঙ্গে আহ্বান কবিযা তাঁহাদেব প্রসাদে যমজ পুত্র (নকুল ও সহদেব) লাভ কবিযাছেন। এখনও পাণ্ডুব পুত্রস্পৃহা পবিতৃপ্ত হয নাই। পুনবায মাদ্রীকে মন্ত্রটি শিখাইবাব নিমিত্ত তিনি কুন্তীকে অনুবোধ কবিযাছেন। সম্ভবতঃ মাদ্রী সেই মন্ত্র ভুলিযা গিযাছিলেন। একই সঙ্গে দেবদ্বযকে আহ্বান কবিযা মাদ্রী দুইটি পুত্র লাভ কবায কুন্তীব মনে ঈর্ষা জাগিযাছে, তিনি সবিনযে পতিব অনুবোধ প্রত্যাখ্যান কবিলেন। অগত্যা পাঁচটি ক্ষেত্রজ পুত্রেব মুখ দেখিযাই পাণ্ডুকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইল।

একদা বসন্ত সমযে নির্জনে সালঙ্কৃতা মাদ্রীকে দেখিতে পাইযা পাণ্ডু বিচলিত হইযা পডিলেন। নিতান্ত কালগ্রস্ত হইযাই যেন তিনি মুনিব শাপ ভুলিযা গেলেন। মাদ্রী তাঁহাকে সর্বতোভাবে বাবণ কবিযাও হাব মানিলেন। পাণ্ডু পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মুনিব শাপ সত্যে পবিণত হইল।

ততো মাদ্রী সমালিঙ্গ্য বাজানং গতচেতসম।
মুমোচ দুঃখজং শব্দং পুনঃ পুনবতীব হি॥ আদি ১২৫।১৩

—মাদ্রী মৃত স্বামীব দেহ আলিঙ্গন কবিযা উচ্চৈঃস্ববে কাঁদিতে লাগিলেন।

পাঁচটি পুত্র সহ কুন্তী অধিক দূবে ছিলেন না। মাদ্রীব ক্রন্দন শুনিযা তিনি সেই স্থানে উপস্থিত হইযাই এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। শোকে ও দুঃখে বিলাপ কবিতে কবিতে কুন্তী স্বামীব মৃত্যুব জন্য মাদ্রীকেও তিবস্কাব কবিযাছেন। কুন্তীব ধাবণা এই যে, মাদ্রীই স্বামীকে প্রলুব্ধ কবিযা এই মৃত্যুব কাবণ হইযাছেন। মাদ্রী কহিলেন—

বিলপন্ত্যা মযা দেবি বার্য্যমাণেন চাসকৃৎ।
আত্মা ন বাবিতোহনেন সত্যং দিষ্টং চিকীর্ষুণা॥ আদি ১২৫।২২

—দেবি, আমি পুনঃ পুনঃ কাতবভাবে ইঁহাকে বাবণ কবিযাছি, কিন্তু শাপজ দুবদৃষ্টকে সত্যে পবিণত কবিবাব নিমিত্তই যেন ইনি নিবস্ত হন নাই।

পুত্রগণকে মাদ্রীব হাতে সমর্পণ কবিযা কুন্তী সহমৃতা হইতে চাহিলে মাদ্রী কুন্তীব নিকট প্রার্থনা জানাইযাছেন, যেহেতু তাঁহাব প্রতি আসক্ত হইযাই মহাবাজ প্রাণত্যাগ কবিযাছেন, সেইহেতু তিনিই পবলোকে মহাবাজেব সঙ্গিনী হইবেন। কুন্তী যেন তাঁহাকে সেই অনুমতিই দেন। মাদ্রী আবও কহিযাছেন—

ন চাপ্যহং বর্ত্তযন্তী নির্ব্বিশেষং সুতেষু তে।
বৃত্তিমার্য্যে চবিষ্যামি স্পৃশেদেনস্তথা চ মাম॥ ইত্যাদি। আদি

১২৫।২৭-৩০

—হে আর্যে, আমি জীবিত থাকিযা তোমার পুত্রদের প্রতি আপন পুত্রের ন্যায় আচরণ করিতে পারিব না। ইহাতে পাপভাগিনী হইব। তুমি আমার পুত্রদ্বয়কে নিজের পুত্রের মত দেখিবে। মহারাজের দেহের সহিত একই চিতায় আমাব দেহকে দাহ করিয়া আমার ঈপ্সিত প্রিয় কর্ম সম্পন্ন কব। নিত্য অবহিত হইয়া পুত্রগণকে পালন কব। আমার আর কিছুই বলিবার নাই।

ইত্যুক্ত্বা তং চিতাগ্নিস্থং ধর্ম্মপত্নী নরর্ষভম্।
মদ্রাজসুতা তূর্ণমন্বারোহদ্ যশস্বিনী ॥ আদি ১২৫।৩১

—এই কথা বলিয়া যশস্বিনী ধর্মপত্নী মাদ্রী তৎক্ষণাৎ পতির চিতাগ্নিতে ঝাঁপ দিলেন।

মাদ্রীর স্বল্পায়ু জীবনে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা নাই। তাঁহার কথাবার্তা হইতে বোঝা যায়, তিনি সরলস্বভাবা ছিলেন। মৃত্যুর দ্বাবা বিশেষভাবে তাঁহার পতিপ্রাণতা প্রকাশ পাইয়াছে।

---

১ আদি ৬৭।১৬০
২ আদি ১১৩।১--১৮
৩ আদি ১২৪ তম অ।

দেবিকা

দুই ভার্যাকে সঙ্গে লইয়া মহারাজ পাণ্ডু অরণ্যে গমন করিযাছেন। এবার ভীষ্ম বিদুরের বিবাহের উদ্যোগ কবিতে লাগিলেন। তিনি শুনিয়াছেন—মহারাজ দেবকের একটি পাবসবী (ব্রাহ্মণের দ্বাবা শূদ্রাতে জাতা) কন্যা আছে। তাহার নাম দেবিকা। কন্যাটি রূপবতী এবং বিবাহের উপযুক্তা। ভীষ্ম কন্যাটির পালক-পিতা দেবকের সমীপে উপস্থিত হইযা বিদুরেব পত্নীরূপে বরণ কবিবাব নিমিত্ত কন্যাটিকে প্রার্থনা করেন। বিদুরও জাতিতে পারসব। অতএব কন্যার পিতা সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। ভীষ্ম দেবিকাকে হস্তিনায় আনিয়া বিদুরের সহিত বিবাহ দিয়াছেন।

কালক্রমে দেবিকা কয়েকটি সৎপুত্রের জননী হইয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণও বিদুরের ন্যায় গুণবান্।[১]

বিদুরের পত্নী দেবিকা এবং তাঁহার পুত্রগণের সম্বন্ধে মহাভারতকার মহর্ষি আব কিছুই বলেন নাই। বিদুরেব ন্যায় মহানুভব আদর্শ পুরুষের পত্নী এবং পুত্রগণ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে জানিবার কৌতূহল স্বাভাবিক। কিন্তু সেই কৌতূহল চরিতার্থ কবিবার উপায় নাই।

---

১ আদি ১১৪।১২-১৪

কৃষ্ণা (দ্রৌপদী)

পাঞ্চালরাজ যজ্ঞসেন তাঁহার বাল্যবন্ধু আচার্য দ্রোণকে এক সময়ে অপমানিত করেন। আচার্যও সেই অপমানের চরম প্রতিশোধ তুলিতে ভোলেন নাই। অপমানিত যজ্ঞসেন দ্রোণহন্তা পুত্র লাভেব নিমিত্ত যজ্ঞ করিলে সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে প্রথমতঃ ধৃষ্টদ্যুম্নের উদ্ভব হইল : অতঃপর সেই যজ্ঞবেদীতেই যজ্ঞাগ্নি হইতে একজন কুমারী আবির্ভূতা হইলেন। তাঁহার আবির্ভাব-মুহূর্তেই দৈববাণী শোনা গেল—

সর্ব্বযোষিদ্বরা কৃষ্ণা নিনীষুঃ ক্ষত্রিয়ান্ ক্ষয়ম্।
সুরকার্য্যমিয়ং কালে করিষ্যতি সুমধ্যমা।
অস্যাঃ হেতোঃ কৌরবাণাং মহদুৎপৎস্যাতে ভয়ম্ ॥ আদি ১৬৭।৪৮, ৪৯

—নারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এই সুন্দরী কৃষ্ণা ক্ষত্রিয়গণকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত আবির্ভূতা হইযাছেন। ইনি যথাকালে দেবতাদের অভিলষিত কার্য সম্পন্ন করিবেন। ইঁহাকে উপলক্ষ্য কবিযা কৌরবগণের সমূহ ভয় উপস্থিত হইবে।

কৃষ্ণেত্যেবাব্রুবন্ কৃষ্ণাং কৃষ্ণাভূৎ সা হি বর্ণতঃ ॥ আদি ১৬৭।৫৪

—তিনি কৃষ্ণবর্ণা বলিয়া দ্বিজগণ তাঁহার নাম রাখিয়াছেন—'কৃষ্ণা'। ঋত্বিক্ যাজের আশীর্বাদে কৃষ্ণা যজ্ঞসেনকে পিতা এবং তাঁহার মহিষী পার্ষতীকেই জননী বলিয়া জানিয়াছেন।

কৃষ্ণা যজ্ঞসেনের কন্যা বলিয়া 'যাজ্ঞসেনী', দ্রুপদের (যজ্ঞসেন) কন্যা বলিয়া 'দ্রৌপদী' এবং পাঞ্চালরাজের কন্যা বলিয়া 'পাঞ্চালী' নামেও পরে পরিচিতা হন।

অংশাবতরণাধ্যায়ে দেখা যায়—

দ্রৌপদী ত্বথ সংজজ্ঞে শচীভাগাদনিন্দিতা। আদি ৬৭।১৫৭

—শচীদেবীর অংশে সুন্দরী দ্রৌপদীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

অনেক স্থানেই কৃষ্ণার অসামান্য রূপলাবণ্যের বর্ণনা পাওয়া যায়—

বিভ্রাজমানা বপুষা বিভ্রতী রূপমুত্তমম্। আদি ৬৩।১১০
নাতিহ্রস্বা ন মহতী নীলোৎপলসুগন্ধিনী।
পদ্মায়তাক্ষী সুশ্রোণী স্বসিতাঞ্চিতমূর্দ্ধজা ॥
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণা বৈদূর্য্যমণিসন্নিভা ॥ আদি ৬৭।১৫৮, ১৫৯
সুভগা দর্শনীয়াঙ্গী স্বসিতায়তলোচনা।

নীলোৎপলসমো গন্ধো যস্যাঃ ক্রোশাৎ প্রধাবতি ॥ আদি ১৬৭।৪৪—৪৬। আদি ১৮৪।১০
কাম্যং হি রূপং পাঞ্চাল্যা বিধাত্রা বিহিতং স্বয়ম্। আদি ১৯১।১৪
নৈব হ্রস্বা ন মহতী—ইত্যাদি। সভা ৬৫।৩৩-৩৯

সুকেশী সুস্তনী শ্যামা পীনশ্রোণিপয়োধরা। ইত্যাদি। বি ৯।১১-১৭
নীলোৎপলাভা পুরদেবতেব—বি ৭১।১৭। আশ্র ২৫।৯

—অনুপম রূপবতী কৃষ্ণার দেহ অতি খর্ব নহে, অতি দীর্ঘও নহে। নীলোৎপলের সৌরভের ন্যায় তাঁহার দেহের সৌরভ চতুর্দিকে এক ক্রোশ দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। পদ্মের পাপড়ির মত তাঁহার আকর্ণবিশ্রান্ত আয়ত নেত্রযুগল, তাঁহার শ্রোণিদেশ অতি মনোহর। ঘোর কৃষ্ণ ও কুঞ্চিত কেশরাশি দ্বারা তাঁহার সৌন্দর্য সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৈদূর্যমণির প্রভার ন্যায় নীলাভ স্নিগ্ধ প্রভা তাঁহার দেহ হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে। বিধাতা সর্বলক্ষণসম্পন্না পাঞ্চালীকে দর্শনীয়াকৃতি করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন। এমন রূপ দেবলোক ব্যতীত অন্যত্র সুলভ নহে।

তাঁহার আবির্ভাব-মুহূর্তের পরে অনেক কাল পর্যন্ত মহাভারতের পাঠকবর্গ তাঁহার দর্শন পান নাই। তাঁহার বিবাহযোগ্য বয়স হইয়াছে। কৃষ্ণার পিতা যজ্ঞসেন দ্রোণশিষ্য অর্জুনের বিক্রম প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

যজ্ঞসেনস্য কামস্তু পাণ্ডবায় কিরীটিনে।
কৃষ্ণাং দদ্যামিতি সদা ন চৈতদ্ বিবৃণোতি সঃ॥ ইত্যাদি।
আদি ১৮৪।৮-১২

—যজ্ঞসেনের মনোবাসনা ছিল যে, পাণ্ডুপুত্র কিরীটীর হাতে তিনি কৃষ্ণাকে সম্প্রদান করিবেন, কিন্তু এই বাসনা তিনি প্রকাশ করেন নাই। তিনি কন্যার স্বয়ংবর-সভা আহ্বান করিয়াছেন, আর এরূপ একখানি ধনু প্রস্তুত করাইয়াছেন যে, তাহাতে বাণযোজনা করা যে-সে বীরেব কর্ম নহে। দূর আকাশে একটি ছিদ্রদ্বার কৃত্রিম যন্ত্রের উপরে একটি লক্ষ্য স্থাপন করাইয়া নৃপতি দ্রুপদ মনে মনে আশা করিতেছেন যে, তাঁহার স্থাপিত সেই ধনুতে বাণযোজনা করিয়া ছিদ্রপথে সেই লক্ষ্য বিদ্ধ করা অর্জুন ব্যতীত অপরের সাধ্যায়ত্ত নহে।

সমাগত পাণিপ্রার্থী রাজন্যবর্গের সভায় দ্রুপদ ঘোষণা করিলেন যে, এই ধনুর্বাণের দ্বারা যিনি ছিদ্রপথে লক্ষ্যটিকে বিদ্ধ করিতে পারিবেন, সেই ধনুর্ধরই তাঁহার কন্যা কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ করিবেন।

কৃষ্ণার অগ্রজ ধৃষ্টদ্যুম্নও সেই ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করিয়া কৃষ্ণার নিকট একে একে রাজন্যবৃন্দের পরিচয় দিতে লাগিলেন। দুর্যোধন, শাল্ব, শল্য প্রমুখ নৃপতিবৃন্দ ক্রমশঃ ধনুতে বাণযোজনার চেষ্টা করিয়া বিফলকাম হইলে কর্ণ সদর্পে উত্থিত হইয়া ধনুতে বাণযোজনাপূর্বক লক্ষ্যবেধে প্রস্তুত হইয়াছেন।

দৃষ্ট্বা তু তং দ্রৌপদী বাক্যমুচ্চৈ-
র্জগাদ নাহং বরয়ামি সূতম্। আদি ১৮৭।২৩

—দ্রৌপদী তদবস্থ কর্ণকে দেখিয়াই উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—'আমি সূতকে বরণ করিব না।'

পিতা ও অগ্রজের সেই ঘোষণার পর দ্রৌপদীর এই উক্তি সঙ্গত কি না—ইহা বিচার্য বিষয়। তাঁহার এই উক্তিতে তেজস্বিতা প্রকাশ পাইলেও পিতা ও অগ্রজের ঘোষণার মর্যাদা লঙ্ঘিত হইয়াছে।

সূর্যের দিকে তাকাইয়া সলজ্জ-হাস্যে কর্ণ ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করিলেন। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে পাণ্ডবগণ সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়গণ একে একে নিরস্ত হইলে পর ব্রাহ্মণগণের মধ্য হইতে অর্জুন গাত্রোত্থান করিলেন। সভায় উপস্থিত ব্রাহ্মণগণের নানাবিধ আশা-নিরাশার বাক্য শুনিতে শুনিতে অর্জুন সেই ধনুর নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন।

মহাদেবকে প্রণাম এবং কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া তিনি ধনুর্গ্রহণ করিলেন। মুহূর্ত-মধ্যে লক্ষ্যটি বাণবিদ্ধ হইয়া ছিদ্রপথে ভূপাতিত হইল। দেবতাদের পুষ্পবর্ষণে এবং হাজার হাজার ব্রাহ্মণের উত্তরীয়-প্রকম্পনে সভাস্থল চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। শতাঙ্গ তূর্যের নিনাদ ও সূতমাগধাদির স্তুতিগীতিতে মুখরিত সভায় কৃষ্ণা সানন্দে ব্রাহ্মণবেশী বীরের গলায় বরমাল্য অর্পণ করিলেন।[১]

নৃপতি দ্রুপদ একজন ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিবেন—ক্ষত্রিয়কুল নীরবে এই অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারা একযোগে দ্রুপদকে আক্রমণ করিয়াছেন দেখিয়া ভীম ও অর্জুন দ্রুপদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছেন। অল্পক্ষণেব মধ্যেই আক্রমণকারী ক্ষত্রিয়বর্গ চরম পরাজয় স্বীকার করিয়া আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলেন।

এইদিকে দক্ষিণ-পাঞ্চালের ভার্গব-নামক এক কুম্ভকারের গৃহে থাকিয়া কুন্তী অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় সেই দিন কাটাইতেছেন। পুত্রগণ ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছেন, কিন্তু গভীর রাত্রি পর্যন্ত গৃহে ফিরেন নাই। তবে কি দুর্যোধন তাহাদিগকে হত্যা করাইলেন? স্নেহবশতঃ জননী নানারূপ অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া বর্ষণমুখর গভীর রাত্রিতে ঘবের ভিতরে বসিয়া আছেন, এরূপ সময়ে ভীমার্জুনের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন—'মা, ভিক্ষা আনিয়াছি।' রুদ্ধদ্বাব ঘরের ভিতরে থাকিয়া কিছু না দেখিয়াই জননী কহিলেন—'সকলে মিলিয়া ভোগ কর'।

পরে দবজা খুলিয়াই কুন্তী কৃষ্ণাকে দেখিতে পাইয়া প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে পারিয়াছেন। সস্নেহে হাতে ধরিয়া তিনি নববধূকে ঘবে লইয়া গেলেন, কিন্তু বিশেষভাবে না জানিয়া তিনি যাহা বলিয়া ফেলিয়াছেন, তাহার জন্য চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন। জননী যুধিষ্ঠিরকে আত্মকৃত প্রমাদের কথা জানাইলে পর যুধিষ্ঠিব কৃষ্ণার পাণিগ্রহণের নিমিত্ত অর্জুনকে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু অর্জুন কিছুতেই মাতৃবাক্য লঙ্ঘন করিতে রাজী হন নাই। পাঞ্চালীর রূপলাবণ্য দেখিয়া পাঁচ ভাই-এর প্রত্যেকেই আকৃষ্ট হইয়াছেন। ব্যাসদেব পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী হইবেন, ইহাই বিধিলিপি।[২] ভ্রাতৃগণের মনোভাব বুঝিতে পাবিয়া এবং মহর্ষির ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ কবিয়া যুধিষ্ঠির কহিলেন—

সর্ব্বেষাং দ্রৌপদী ভার্য্যা ভবিষ্যতি হি নঃ শুভা। আদি ১৯১।১৬

—কল্যাণী দ্রৌপদী আমাদের সকলেবই ভার্যা হইবেন।

নৃপতি দ্রুপদও গুপ্তভাবে আপন পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা ছদ্মবেশী জামাতার প্রকৃত পরিচয় অবগত হইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার পুরোহিতকে কুম্ভকার-গৃহে পাঠাইয়া পরম সমাদরে কৃষ্ণা সহ সমাতৃক পাণ্ডবগণকে বাজপ্রাসাদে আনাইলেন। জামাতার যে পরিচয় শুনিয়াছেন, তাহা সত্য কি না—পরীক্ষার নিমিত্ত দ্রুপদ একটি গৃহকে ফল, মাল্য, চর্ম, আসন, রজ্জু, গো, বীজ, বর্ম, খড়্গ, ধনুর্বাণ প্রভৃতির দ্বারা সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন।

কুন্তী ও কৃষ্ণাকে অন্তঃপুরে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করা হইল। যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচ ভাইও যথারীতি অভ্যর্থিত হইয়া গৃহে প্রবেশ কবিলেন। কিছুক্ষণ নিঃশঙ্কচিত্তে মহামূল্য আসনে উপবেশন করার পর তাঁহারা অন্যান্য বস্তুর প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়াই ধনুর্বাণ প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ নিরীক্ষণ কবিতে লাগিলেন। অনুমানে দ্রুপদ ও তাঁহার মন্ত্রিগণ সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, সেই পাঁচ ভাই নিশ্চয়ই পাণ্ডুর পুত্র।[৩]

দ্রুপদের সনির্বন্ধ অনুরোধে যুধিষ্ঠির তাঁহাদের প্রকৃত পরিচয় দিয়া নৃপতিকে আশ্বস্ত করিয়াছেন।

পাঁচজনই একে একে কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ করিবেন—যুধিষ্ঠিরের এই প্রস্তাব শুনিয়া দ্রুপদ বিস্মিত হইলেন। ব্যাসদেব যদৃচ্ছাক্রমে সেই সভায় উপস্থিত হইলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দ্রুপদ সবিনয়ে তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা করেন। ব্যাসদেব নির্জনে দ্রুপদের নিকট দ্রৌপদীর পূর্বজন্মে পঞ্চ পতির বরপ্রাপ্তির ঘটনামূলক পঞ্চেন্দ্রোপাখ্যান বিবৃত করিয়া তাঁহার সংশয় দূর করিয়াছেন।[৫] যুধিষ্ঠিরও দ্রুপদের নিকট মুনিকন্যা বার্ক্ষীর একই কালে দশজন পতিকে বরণ এবং গৌতমী জটিলার সাতজন ঋষিকে পতিত্বে বরণের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত কীর্তন করিয়াছেন। বিশেষতঃ মাতৃবচন লঙ্ঘন করিলে মহাপাপ হইবে— ইহাও বলিতে ছাড়েন নাই।[৬]

যুধিষ্ঠির ও ব্যাসের বচনে নৃপতি দ্রুপদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। শুভলগ্নে জ্যেষ্ঠানুক্রমে পাঁচ ভাই দ্রৌপদীকে পত্নীরূপে লাভ করিলেন। নৃপতি জামাতৃগণকে প্রচুর ধনরত্ন যৌতুক দিয়া পরম সমাদরে বরণ করিয়াছেন।[৭]

নববধূ কৃষ্ণা ভক্তিভরে শাশুড়ীর পাদবন্দনা করিলে কুন্তী আশীর্বাদ করিতেছেন—

যথেন্দ্রাণী হরিহয়ে স্বাহা চৈব বিভাবসৌ।
রোহিণী চ যথা সোমে দময়ন্তী যথা নলে॥ ইত্যাদি। আদি ১৯৯।৫-১২

—কল্যাণি, ইন্দ্রাণী যেরূপ মহেন্দ্রের, স্বাহা যেরূপ অগ্নির, রোহিণী যেরূপ সোমের এবং দময়ন্তী যেরূপ নলের অনুগতা, তুমিও সেইরূপ পতিগণের অনুগতা হও। তুমি কুবেরের ভদ্রার মত, বশিষ্ঠের অরুন্ধতীর মত এবং নারায়ণের লক্ষ্মীর মত পতিচিত্তানুবর্তিনী হও। তুমি আয়ুষ্মান্ পুত্রগণের জননী হইয়া বহু সুখসৌভাগ্য ভোগ কর। মহাবীর পতিগণের বিক্রমাহৃত ঐশ্বর্য যজ্ঞাদিতে ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া শতবর্ষ সুখে যাপন কর।

দ্বারকা হইতে কৃষ্ণও বহুবিধ মহার্ঘ উপহার পাণ্ডবদিগকে পাঠাইয়াছেন। জননী ও পত্নী সহ পঞ্চ পাণ্ডব পরম সুখে শ্বশুবালয়ে আছেন।

ছদ্মবেশী অর্জুনই যে দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন, এই কথা আর গোপন রহিল না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্রূরমতি ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরের পরামর্শে বধূ সহ সমাতৃক পাণ্ডবগণকে সস্নেহ আহ্বান করিয়া বিদুরের দ্বারা হস্তিনায় আনাইয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহাভিনয়ের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই।

ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশেই পাণ্ডবগণ অর্দ্ধরাজ্য লাভ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে নূতন রাজধানী নির্মাণ করিয়া পরম শান্তিতে বাস করিতেছেন। একদিন দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের সভায় পদার্পণ করিলেন। পাণ্ডবগণ এবং দ্রৌপদীর সমুচিত অর্চনায় পরম প্রীত দেবর্ষি সকলকে আশীর্বাদ করিয়া নির্জনে পাঁচ ভাইকে কহিলেন—

পাঞ্চালী ভবতামেকা ধর্ম্মপত্নী যশস্বিনী।
যথা বো নাত্র ভেদঃ স্যাত্তথা নীতির্বিধীয়তাম্॥ আদি ২০৮।১৮

—যশস্বিনী পাঞ্চালী তোমাদের পাঁচজনেরই ধর্মপত্নী। এক পত্নীকে লইয়া তোমাদের মধ্যে যাহাতে বিবাদ না ঘটে, সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

একমাত্র তিলোত্তমাকে পত্নীরূপে লাভ করিবার নিমিত্ত অভিন্নহৃদয় দুই ভাই সুন্দ ও উপসুন্দ কিরূপে বিনষ্ট হইয়াছিলেন—সেই উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া দেবর্ষি নারদ পুনবায় পাণ্ডবগণকে সতর্ক থাকিতে বলেন।

পাণ্ডবগণ নারদের সম্মুখেই তখন নিয়ম করিলেন যে—

দ্রৌপদ্যা নঃ সহাসীনানন্যোন্যং যোঽভিদর্শয়েৎ।
স নো দ্বাদশবর্ষাণি ব্রহ্মচারী বনে বসেৎ॥ আদি ২১২।২৯

—দ্রৌপদীর সহিত যিনি যখন বাস করিবেন, তখন তিনি ব্যতীত অপর ভ্রাতা দ্রৌপদীর শয়নগৃহে প্রবেশ করিলে বার বৎসব ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া বনে বাস করিবেন।

এই নিয়ম স্থাপন করিয়া পাণ্ডবগণ পত্নী সহ আনন্দে বাস করিতেছেন। অনেক দিন পর একবাত্রিতে এক ব্রাহ্মণের গৃহে চোর প্রবেশ করিয়া তাঁহার গরু চুরি কবিয়াছে। বিপন্ন ব্রাহ্মণ চীৎকার করিতে করিতে রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইলে অর্জুন ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিয়াছেন। পাণ্ডবগণের শস্ত্রাগারে দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠির নিদ্রিত ছিলেন। অর্জুনকে অগত্যা সেই আগারেই প্রবেশ করিতে হইল। চোরকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া ব্রাহ্মণের গরু উদ্ধার করিয়া অর্জুন ফিরিয়া আসিয়াছেন। এবার তাঁহাদেরই স্থাপিত নিযম অনুসাবে অর্জুনকে বনে যাইতে হইবে। যুধিষ্ঠিরেব কোন অনুরোধই তিনি শুনিলেন না, অরণ্যে যাত্রা করিলেন। বার বৎসর পরে অর্জুন সুভদ্রাকে সঙ্গে লইযা ইন্দ্রপ্রস্থে ফিবিয়া আসিয়াছেন। অর্জুন দ্রৌপদীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে দ্রৌপদী কহিতেছেন—

তত্রৈব গচ্ছ কৌন্তেয় যত্র সা সাত্ত্বতাত্মজা।
সুবদ্ধস্যাপি ভাবস্য পূর্ব্ববন্ধঃ শ্লথায়তে ॥ ইত্যাদি। আদি ২২১।১৭, ১৮

—হে কৌন্তেয়, তুমি সুভদ্রার নিকটেই যাও, দৃঢ়তর অপব বন্ধনের দ্বারা পূর্বের বন্ধন শিথিলতা প্রাপ্ত হয়। দ্রৌপদী আরও অনেক কথা বলিতে থাকিলে অর্জুন নানাবিধ স্তোকবাক্যে কোনপ্রকারে অভিমানিনীকে শান্ত করিলেন।

সুভদ্রা দ্রৌপদীকে প্রণাম কবিলে দ্রৌপদী তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিতেছেন—

নিঃসপত্নোঽস্তু তে পতিঃ। আদি ২২১।২৪

—তোমার পতি শত্রুহীন হউন।

অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর অভিমান অতি স্বাভাবিক। পাঁচ ভাইকে পতিত্বে বরণ করিলেও অর্জুনকেই তিনি সমধিক ভালবাসিতেন।

কিছুকাল পবে পাঞ্চালী পঞ্চ পাণ্ডব হইতে পাঁচটি পুত্র কোলে পাইযাছেন।

যুধিষ্ঠিবাৎ প্রতিবিন্ধ্যং সুতসোমং বৃকোদবাৎ।
অর্জ্জুনাচ্ছ্রুতকর্ম্মাণং শতানীকঞ্চ নাকুলিম ॥
সহদেবাচ্ছ্রুতসেনমেতান্ পঞ্চ মহারথান্।
পাঞ্চালী সুষুবে বীবানাদিত্যানদিতির্যথা ॥ আদি ২২১।৭৯, ৮০

—যুধিষ্ঠিরের পুত্রের নাম প্রতিবিন্ধ্য, ভীমের পুত্রের নাম সুতসোম, অর্জুনের পুত্রের নাম শ্রুতকর্মা, নকুলের পুত্রেব নাম শতানীক এবং সহদেবেব পুত্রের নাম শ্রুতসেন। অদিতি যেরূপ আদিত্যগণের জননী, পাঞ্চালীও সেইরূপ পঞ্চ মহাবীরের জননী হইলেন।

কিছুকাল পবে একদা গ্রীষ্মকালে দ্রৌপদী সুভদ্রা প্রমুখ অন্তঃপুরচারিণীগণ কৃষ্ণার্জুনের সহিত জলবিহারে যমুনায় গিয়াছেন। সেখানেই ব্রাহ্মণরূপধারী অগ্নিদেব খাণ্ডবদহনে কৃষ্ণার্জুনের সাহায্য চাহিয়াছিলেন।[১]

অতঃপর অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিযাছে। অগ্নিদেবের খাণ্ডবদহন, কৃতজ্ঞ ময়-দানব কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের সভাগৃহ নির্মাণ, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞসম্পাদন, কৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপালহনন ইত্যাদি। ধর্মরাজেব ঐশ্বর্যদর্শনে ঈর্যালু দুর্যোধন পিতার অনুমোদনে কপট পাশাখেলায় পাণ্ডবগণেব সর্বস্ব আত্মসাৎ করিবার ফন্দী আঁটিয়াছেন। দ্যূতাসক্ত যুধিষ্ঠিরও অবিবেচকের মত ধৃতরাষ্ট্রের আমন্ত্রণে ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী সহ হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া দুর্যোধনের ফাঁদে ধরা দিয়াছেন। দুর্যোধনের পক্ষে খেলোয়াড় ধূর্ত শকুনির সহিত পণদ্যূতে যুধিষ্ঠির একে একে সর্বস্ব হারাইলেন। পরে তিনি যথাক্রমে নকুল, সহদেব, অর্জুন, ভীম এবং নিজেকেও

দুর্যোধনেব অধীন কবিযাছেন, তথাপি তাঁহাব দ্যূতাসক্তি শিথিল হয নাই। শকুনিব পবিহাসে কাণ্ডজ্ঞান-বিবহিত যুধিষ্ঠিব এবাব দ্রৌপদীকে পণ বাখিযাও হাবিযাছেন। সভায ধিক্কাব উত্থিত হইযাছে।

দুর্যোধন পণজিতা দ্রৌপদীকে দাসীব ন্যায সভাস্থলে আনিবাব নিমিত্ত বিদুবকে নির্দেশ দিলেন। বিদুবেব কঠোব বচন শুনিযা দুর্যোধন বিদুবকে ভীত ভাবিযা তিবস্কাব কবিলেন এবং সূতজাতীয প্রাতিকামীকে এই পৈশাচিক কর্মে নিযোগ কবিলেন। প্রাতিকামী অন্তঃপুবে উপস্থিত হইযা দ্রৌপদীকে বাজাজ্ঞা জানাইতেই দ্রৌপদী কহিলেন— প্রাতিকামিন তুমি কি বলিতেছ? কোন বাজা অক্ষক্রীডায ভার্যাকে পণ বাখেন? দ্যূতমত্ত মূঢ যুধিষ্ঠিবেব ধূর্তগণকে দেয পণ আব কি কিছুই নাই?'

প্রাতিকামী কহিল যে, সমস্ত ধনসম্পত্তি হাবাইযা যুধিষ্ঠিব ক্রমশঃ ভ্রাতৃগণকে নিজেকে এবং দ্রৌপদীকেও পণ বাখিযা হাবিযাছেন।

এবাব দ্রৌপদী কহিলেন—

গচ্ছ ত্বং কিতবং গত্বা সভাযাং পৃচ্ছ সূতজঃ।

কিং নু পূর্ব্বং পবাজৈষীবাত্মানমথবা নু মাম ॥ ইত্যাদি। সভা ৬৭।৭ ৮

—হে সূতজ, তুমি সভায গিযা সেই দ্যূতাসক্তকে জিজ্ঞাসা কবিবে, প্রথমতঃ তিনি নিজেকে পণ বাখিযা হাবিযাছেন, না আমাকে পণ বাখিযা হাবিযাছেন। তুমি আমাকে সেই সংবাদ দিলে সভায যাইতে হইলে আমি যাইব।

প্রাতিকামীব মুখে দ্রৌপদীব প্রশ্ন শুনিযা যুধিষ্ঠিব মৃতকল্প হইযা বহিলেন, কোন কথাই বলিলেন না। দুর্যোধন কহিলেন যে, দ্রৌপদী সভাস্থলে উপস্থিত হইযা তাঁহাব প্রশ্ন করুন তাহা হইলে সকলেই তাঁহাব প্রশ্ন ও যুধিষ্ঠিবেব উত্তব শুনিতে পাইবেন।

প্রাতিকামী দুঃখিত হইযা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আবাব দ্রৌপদীব নিকট যাইতে বাধ্য হইল। এবাব দুর্যোধনেব উক্তি শুনিযা দ্রৌপদী কহিলেন যে, প্রাতিকামী যেন নীতিজ্ঞ ববিষ্ঠ সভাসদগণকে জিজ্ঞাসা কবে—কৌববগণ কি ধর্মচ্যুত হইবেন? এবং তাঁহাদিগকেই যেন পূর্ব-প্রশ্নটি কবা হয। তাঁহাদেব সিদ্ধান্ত অনুসাবেই তিনি কাজ কবিবেন।

যুধিষ্ঠিব দুর্যোধনেব উদ্দেশ্য বুঝিযা একজন দূত পাঠাইযা দ্রৌপদীকে জানাইলেন যে দ্রৌপদী যেন একবস্ত্রা, অধোনীবী (নাভিব উপবে বস্ত্র জডাইযা), বোদমানা এবং বজস্বলা অবস্থায শ্বশুব ধৃতবাষ্ট্রেব সম্মুখে আসিযা উপস্থিত হন। সভ্যগণ ও ভীমাদি পাণ্ডবগণ অধোমুখে বসিযা বহিলেন।

দ্রৌপদী অধোবদনে সভাব এক পাশে দাঁডাইযা কাঁদিতেছেন। হৃষ্ট দুর্যোধন দ্রৌপদীকে সভাব মধ্যস্থলে আনিবাব নিমিত্ত পুনবায প্রাতিকামীকে আদেশ কবিলেন। এবাব প্রাতিকামীও ভযে প্রভুব আদেশ পালনে ইতস্ততঃ কবিতেছে দেখিযা দুর্যোধন দুঃশাসনকে নির্দেশ দিলেন যে, দ্রৌপদীকে যেন শীঘ্র বলপূর্বক টানিযা আনা হয। দুঃশাসন দ্রৌপদী সমীপে উপস্থিত হইযা কহিলেন—'কৃষ্ণে, তুমি পণে বিজিতা হইযাছ, লজ্জা ত্যাগ কবিযা দুর্যোধনেব দিকে তাকাও। হে পদ্মপলাশাক্ষি, এবাব কৌববগণকে ভজনা কব।'

দুঃশাসনেব কথা শুনিযাই দ্রৌপদী হাতেব দ্বাবা বিবর্ণ মুখখানি ঢাকিযা দৌডাইযা গান্ধাবী প্রমুখ কুরুনাবীগণেব দিকে ধাবিত হইযাছেন। যুববাজ দুঃশাসন গর্জন কবিতে কবিতে তাঁহাব পিছনে দৌডাইযা তাঁহাব কুঞ্চিত কেশগুচ্ছে ধবিযা টানিতে লাগিলেন। দ্রৌপদী বলিলেন—'হে অনার্য, মন্দবুদ্ধে, আমি একবস্ত্রা এবং বজস্বলা। আমাকে সভাস্থলে লইযা যাওযা উচিত হইবে না।' দুঃশাসন কি এই কথায় নিবস্ত হইবেন? তিনি বোরুদ্যমানা

দ্রৌপদীকে 'দাসী' সম্বোধন কবিযা টানিতে টানিতে সভাব দিকে লইযা যাইতেছেন, আব পতিতার্দ্ধবস্ত্রা দ্রৌপদী দুঃখে ও ক্ষোভে অন্তবে জ্বলিতে জ্বলিতে আস্তে আস্তে কহিতেছেন— হে নৃশংস, হে অনার্য, এই সভায গুরুজনেব সম্মুখে আমাকে এরূপভাবে লইযা যাইবে না। আমাকে বিবস্ত্রা কবিও না। ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমাব সহায হইলেও পাণ্ডবদেব হাত হইতে পবিত্রাণ পাইবে না। ধর্মনিষ্ঠ ধমবাজেব অণুমাত্র দোষেব কথাও মুখে আনিব না। আশ্চর্যেব বিষয—কেহই তোমাকে ধিক্কাব দিতেছেন না।

ধিগস্তু নষ্টঃ খলু ভাবতানাং
ধৰ্ম্মস্তথা ক্ষত্রবিদাঞ্চ বৃত্তম।
যত্র হ্যতীতাং কুরুধৰ্ম্মবেলাং
প্রেক্ষন্তি সর্ব্বে কুরবঃ সভাযাম ॥ ইত্যাদি। সভা ৬৭।৪০, ৪১

—কুরুবংশেব ধমেব মার্যাদা লঙ্ঘন কবিযা যাহা কবা হইতেছে, সভাগৃহে সকল কৌববগণই তাহা প্রত্যক্ষ কবিতেছেন। ভবতকুলেব ক্ষত্রিযপ্রধানগণেব ধর্ম ও চবিত্র নষ্ট হইযা গিযাছে। ইহাদিগকে ধিক। দ্রোণ ভীষ্ম এবং মহাত্মা বিদুবেব বিবেকও লোপ পাইযাছে, মহাবাজ ধৃতবাষ্ট্রেব এই দারুণ অধমকে কুরুবৃদ্ধগণ দেখিতে পাইতেছেন না।'

দ্রৌপদী কুপিত পতিগণেব উপব কটাক্ষ নিক্ষেপ কবিলেও পাণ্ডবগণ কোন কথা বলিলেন না, অন্তবে জ্বলিতে থাকিলেন। ইহাতে দুঃশাসনেব সাহস বাডিযা গেল। তিনি অট্টহাস্যে 'দাসী' 'দাসী' বলিযা মূর্ছিতপ্রায কৃষ্ণাকে টানিতে লাগিলেন। কর্ণ ও শকুনি দুঃশাসনকে বাহবা দিতেছেন, আব অপব সভ্যগণ অধোমুখে বসিযা আছেন।

ভীষ্ম দ্রৌপদীব পূব-প্রশ্নেব সুস্পষ্ট উত্তব না দিযা যেন পাশ কাটাইযা গেলেন। দ্রৌপদী পুনবায সভাসদগণেব নিকট হইতে সেই প্রশ্নেব উত্তব জানিতে চাহিলে সকলেই চুপ কবিযা বহিযাছেন। এইদিকে দুঃশাসনেব অসভ্যতা মাত্রা ছাডাইযা চলিতেছে।

ভীম আব সহ্য কবিতে পাবিলেন না। দ্রৌপদীব এই লাঞ্ছনাব জন্য তিনি দ্যূতপ্রিয অগ্রজেব হস্ত দগ্ধ কবিতে উদ্যত হইলে অর্জুন অতি কষ্টে তাঁহাকে থামাইযাছেন।

মৃতকল্প পাণ্ডবগণেব লাঞ্ছনা ও কুলবধূব এই দারুণ দুর্দশা দেখিযা ধৃতবাষ্ট্র-তনয বিকর্ণ সভাসদগণকে সম্বোধন কবিযা কহিলেন যে, দ্রৌপদীব প্রশ্নেব যথার্থ উত্তব না দিলে সভ্যগণ নবকগামী হইবেন। বিকর্ণ ভীষ্ম, ধৃতবাষ্ট্র, বিদুব, দ্রোণ এবং কৃপকেও তিবস্কাবেব সুবে বলিযাছেন যে, পাঞ্চালীব প্রশ্নেব উত্তব না দেওযা তাঁহাদেব পক্ষে অনুচিত হইতেছে।

সভাকে নিরুত্তব দেখিযা বিকর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইযা কহিলেন যে, কেহ কিছু না বলিলেও তিনি তাঁহাব অভিমত প্রকাশ কবিতেছেন। 'দ্যূতাসক্ত যুধিষ্ঠিব ধূর্তদেব দ্বাবা পণে জিত হইযাছেন। দ্রৌপদী শুধু তাঁহাবই পত্নী নহেন। শকুনিব উত্তেজনাবাক্যে অশোভনভাবে দ্রৌপদীকে পণ বাখিযা তিনি খেলায হাবিযাছেন। অতএব আমি দ্রৌপদীকে বিজিতা বলিয়া মনে কবি না।'

এই স্পষ্ট বচন শুনিযা সভ্যগণেব অনেকেই 'সাধু সাধু' কবিতে লাগিলেন। কর্ণ বিকর্ণকে ধিক্কাব দিতে দিতে ক্রোধে ফাটিযা পডিলেন। পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীব বস্ত্রাদি আহবণেব নিমিত্ত কর্ণ দুঃশাসনকে নির্দেশ দিযাছেন। পাণ্ডবগণ আপন আপন উত্তবীয খুলিযা দিযাছেন, কিন্তু একবস্ত্রা দ্রৌপদী আব কি দিবেন ? দুঃশাসন ছাডিবাব পাত্র নহেন। তিনি দ্রৌপদীব বস্ত্র ধবিযা টানাটানি কবিতেছেন।

আকৃষ্যমাণে বসনে দ্রৌপদ্যা চিন্তিতো হবিঃ।
গোবিন্দ দ্বাবকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয।

কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব।

প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ কুরুমধ্যেঽবসীদতীম॥ সভা ৬৮।৫১—৫৩

—দুঃশাসন বস্ত্র আকর্ষণ করিলে দ্রৌপদী কাতরভাবে কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া কহিতেছেন—হে গোবিন্দ, তুমি কি জানিতেছ না যে, কৌরবদের দ্বারা লাঞ্ছিতা হইতেছি। আমি তোমার শবণ লইলাম। হে গোবিন্দ, কৌরবসভায় বিপন্না হইয়াছি, বক্ষা কর।

উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার কবিয়া দ্রৌপদী একান্ত মনে কৃষ্ণকে ডাকিতে থাকিলে কৃষ্ণ আর স্থির থাকিতে পাবিলেন না। জগদীশ্বর দ্রৌপদীর বস্ত্রমধ্যে আবিষ্ট হইয়া তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন। দুঃশাসন যতই টানেন, ততই নূতন নূতন বস্ত্ররাশি দ্রৌপদীর দেহকে আচ্ছাদন করিতে থাকে। সভামধ্যে বস্ত্ররাশি স্তূপীকৃত হইয়া উঠিল। পরিশ্রান্ত দুঃশাসন লজ্জিত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। সভাস্থ সকলেই দ্রৌপদীকে 'ধন্য ধন্য' কবিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ক্রুদ্ধ ভীমসেন দুঃশাসনের রক্তপানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। দ্রৌপদীব পূর্ব-প্রশ্নেব উত্তর দিবার নিমিত্ত বিদুর সভ্যগণের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন, কিন্তু সকলই নিরুত্তর।

দাসী দ্রৌপদীকে গৃহে লইয়া যাইবাব নিমিত্ত কর্ণ দুঃশাসনকে আদেশ করিলে দুঃশাসন সেই আদেশ পালনে প্রস্তুত হইয়াছেন। দ্রৌপদী করুণসুরে কহিতেছেন—'আমি দুঃশাসনেব অত্যাচারে কর্তব্য পালন কবিতে পারি নাই। সভাস্থ গুরুজনদিগকে পূর্বেই অভিবাদন কবা আমার উচিত ছিল। আমি এখন সকলকে প্রণাম করিতেছি। আমাব ত্রুটি মার্জনীয়'।

দুঃশাসন তাঁহাকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিতে থাকিলে তিনি ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। ক্ষোভে ও দুঃখে কহিলেন—

মৃষ্যন্তি কুরবশ্চেমে মন্যে কালস্য পর্য্যযম।

স্নুষাং দুহিতবঞ্চৈব ক্লিশ্যমানামনর্হতীম্॥ সভা ৬৯।৭

—দুহিতৃস্থানীয়া পুত্রবধূর উপর এইপ্রকার অত্যাচার চলিতেছে, আর কৌরব-প্রধানগণ ইহা সহ্য করিতেছেন। বোধ করি, ইহা কুরুবংশের ধ্বংসেরই সূচনা করিতেছে।

ভীষ্ম পুনরায় অসহায়ভাবে একই কথা বলিলেন—'কল্যাণি, তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে আমি অসমর্থ। যুধিষ্ঠিরই তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন।'

রোরূয়মাণা দ্রৌপদীর করুণ বিলাপ শুনিয়াও দুর্যোধনের ভয়ে সভ্যবর্গ চুপ করিয়া আছেন। দুর্যোধন স্মিতমুখে কহিলেন যে, এই প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরেব মুখেই দ্রৌপদী শুনিতে পাইবেন। যুধিষ্ঠিরও মৌন ভঙ্গ করিলেন না। ক্রুদ্ধ ভীম তাঁহার চন্দনচর্চিত বাহুযুগল আস্ফোটন-পূর্বক কহিলেন যে, ধর্মরাজ যদি তাঁহাদের গুরু না হইতেন, তবে কিছুতেই তাঁহারা এই অত্যাচার সহ্য করিতেন না। কৃষ্ণার কেশাকর্ষণ করিয়া কোন ব্যক্তিই জীবিত থাকিতে পারিত না, যদি যুধিষ্ঠির তাঁহাদের প্রভু না হইতেন। ভীমের উদ্ধত বাক্য শুনিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর বলিলেন—'তোমার দ্বারা সকলই সম্ভব, ক্ষমা কর'।

কর্ণ অতি নীচ ভাষায় দ্রৌপদীকে কহিলেন যে, পাণ্ডবগণ তো দুর্যোধনের দাসরূপে পরিণত হইয়াছেন, এবার দ্রৌপদীর পক্ষে অন্যকে পতিরূপে বরণ করাই উচিত। ক্রুদ্ধ ভীম যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কর্ণের কথায় বিশেষ প্রীত হইয়া দুর্যোধন বাম উরু হইতে বস্ত্র সরাইয়া দ্রৌপদীকে ইঙ্গিত করিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া ভীম উচ্চৈঃস্বরে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন—'যুদ্ধক্ষেত্রে গদার আঘাতে যদি এই উরু না ভাঙ্গিতে পারি, তবে পিতৃলোকে আমার স্থান হইবে না'।

বিদুর 'হায়, হায়' করিয়া উঠিলেন। তিনি আরও কহিলেন যে, কুলবধূর এইপ্রকার লাঞ্ছনার ফলে নিশ্চয়ই কুরুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। এই সময় ধৃতরাষ্ট্রভবনে নানাবিধ দুর্লক্ষণ দেখা দিল। উচ্চৈঃস্বরে শৃগালদল চীৎকার করিয়া উঠিল। ভীষণ পক্ষিকুল ও গর্দভের চীৎকারে সকলেই প্রমাদ গণিতে লাগিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সোমদত্ত ও বাহ্লিক সভা ত্যাগ করিলেন। বিদুর ও গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে এইসকল সংবাদ শোনাইয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র ভীত হইয়া বিদুরের পরামর্শে দুর্যোধনকে ভর্ৎসনা করিলেন এবং পাঞ্চালীকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন—'তুমি আমার বধূগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, তুমি ধর্মশীলা ও সতী। বৎসে, আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।'

পাঞ্চালী প্রথমতঃ যুধিষ্ঠিরের দাসত্বমুক্তি-রূপ বর চাহিলে ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—আমি এই বর দিলাম। কল্যাণি, আবার বর প্রার্থনা কর'। এবার পাঞ্চালী ভীমাদি চারি ভ্রাতার অদাসত্ব প্রার্থনা করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—

তথাস্তু তে মহাভাগে যথা ত্বং নন্দিনীচ্ছসি।
তৃতীয়ং বরয়াস্মত্তো নাসি দ্বাভ্যাং সুসংস্কৃতা ॥ সভা ৭১।৩৩

—হে মহাভাগে, নন্দিনি, তাহাই হউক। আমা হইতে তৃতীয় বর গ্রহণ কর। দুইটি বর দিযাও তৃপ্তি বোধ করিতেছি না।

দ্রৌপদী শ্বশুরকে কহিলেন—'ভগবন্, লোভ ধর্মকে নাশ করে। ক্ষত্রিয়ার পক্ষে দুই-এর অধিক বর প্রার্থনা করা অশাস্ত্রীয়। আমার পতিগণ দাসত্বমুক্ত হইয়াছেন। পুণ্য কর্মের দ্বারা তাঁহারা নিজেই কল্যাণ লাভ করিবেন'।

দ্রৌপদীর বরপ্রাপ্তিতে ঈর্ষান্বিত কর্ণ পাণ্ডবগণকে উপহাস করিতে লাগিলেন। ভীম তাহাতে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া তখনই কৌরবগণকে যমালয়ে পাঠাইবার বাসনা ব্যক্ত করিলে অর্জুন তাঁহাকে কোনপ্রকারে শান্ত রাখিয়াছেন।[৯]

ভীত ধৃতরাষ্ট্র নানাবিধ স্তোকবাক্যে পাণ্ডবগণকে সান্ত্বনা দিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠাইয়াছেন। আশাহত দুর্যোধন পুনরায় কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণের ঐশ্বর্যহরণের ষড়যন্ত্র করিতেছেন। মন্ত্রণায় স্থির হইল—পুনরায় পণদ্যূতে যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করা হউক। পরাজিত পক্ষকে বার বৎসর অরণ্যে ও এক বৎসর অজ্ঞাতভাবে বাস করিতে হইবে। অজ্ঞাতবাসের সময় জানাজানি হইলে অরণ্যবাসের ম্যাদ আরও বার বৎসর বৃদ্ধি পাইবে। এই বিষয়ে দুর্বলচিত্ত অন্ধরাজের অনুমোদন লাভও কষ্টসাধ্য হইল না। দ্রোণ, বাহ্লীক, ভীষ্ম, বিদুর, যুযুৎসু, বিকর্ণ, এমন কি, গান্ধারীর হিতবাক্যেও স্বার্থপর ধৃতরাষ্ট্র টলিলেন না। এবার যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত প্রাতিকামীকে ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠানো হইল। যুধিষ্ঠিরও এই ফাঁদে পা দিয়াছেন। শকুনির সহিত দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির পরাজিত হইলেন।

অরণ্যযাত্রার আয়োজন চলিতেছে। রাজোচিত বসনভূষণ পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণ মৃগচর্ম পরিধান করিয়াছেন। আনন্দে উৎফুল্ল দুঃশাসন অকথ্য ভাষায় তাঁহাদিগকে উপহাস করিয়া পরিশেষে দ্রৌপদীকে কহিলেন,—'যাজ্ঞসেনি, নির্ধন অরণ্যচারী পতিগণকে ত্যাগ করিয়া এই সভায় উপস্থিত কৌরবগণের মধ্যে কাহাকেও পতিরূপে বরণ কর'।[১০]

ভীমসেন এইসকল কথায় কুপিত হইয়া আবার দুঃশাসনের রক্তপান ও দুর্যোধনের উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। অর্জুনও কর্ণবধের প্রতিজ্ঞা করেন।

দ্রৌপদী পতিগণের সহিত বনগমনে প্রস্তুত হইয়াছেন। পাণ্ডবগণ সকলকে অভিবাদন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। বিদুর তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া কহিতেছেন—'অধর্মের

দ্বারা পরাজিত হইলে তাহাতে ব্যথিত হইতে নাই। তোমরা ধর্মজ্ঞ ও বীরপুরুষ, আর—

ধর্ম্মার্থকুশলা চৈব দ্রৌপদী ধর্ম্মচারিণী। ইত্যাদি। সভা ৭৮।১১, ১২

—ধর্মচারিণী দ্রৌপদী ধর্মার্থকুশলা। তোমরা পরস্পর পরস্পরের প্রিয়। তোমরা সন্তুষ্ট ও শত্রুদের অভেদ্য। তোমাদিগকে সকলেই ভালবাসেন।'

কুন্তী ও অন্যান্য পূজনীয়াগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের সময় দ্রৌপদী সকলের চরণে প্রণতা হইয়াছেন। শোকবিহ্বলা কুন্তীর কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়। অতি কষ্টে তিনি বলিতেছেন—

বৎসে, শোকো ন তে কার্য্যঃ প্রাপ্যেদং ব্যসনং মহৎ।
স্ত্রীধর্ম্মাণামভিজ্ঞাসি শীলাচারবতী তথা ॥ ইত্যাদি। সভা ৭৯।৪—৭

—বৎসে, তুমি স্ত্রীলোকের ধর্মবিষয়ে অভিজ্ঞা এবং শীল ও আচারপালনে নিপুণা। এই বিপৎপাতে শোক করিবে না। তোমার দ্বারা তোমার পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল অলঙ্কৃত হইয়াছে। পতিদের প্রতি ব্যবহারের বিষয়ে তোমাকে উপদেশ দিতে হইবে না। ধর্মের দ্বারা রক্ষিতা হইয়া অচিরেই কল্যাণ লাভ করিবে। তোমার যাত্রাপথ মঙ্গলময় হউক—এই আশীর্বাদ করি।

তথেত্যুক্ত্বা তু সা দেবী স্রবন্নেত্রজলাবিলা।
শোণিতাক্তৈকবসনা মুক্তকেশী বিনির্যযৌ ॥ সভা ৭৯।৯

—অশ্রুপূর্ণনয়নে শাশুড়ীর আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া শোণিতাক্ত একখানিমাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া মুক্তকেশী দ্রৌপদী যাত্রা করিলেন।

কৃষ্ণা তু কেশৈঃ প্রচ্ছাদ্য মুখমায়তলোচনা।
দর্শনীয়া প্ররুদতী রাজানমনুগচ্ছতি ॥ সভা ৮০।৭

—কেশসমূহের দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া আয়তলোচনা সুদর্শনা কৃষ্ণা কাঁদিতে কাঁদিতে যুধিষ্ঠিরের অনুসরণ করিতেছেন।

জিজ্ঞাসু ধৃতরাষ্ট্রের নিকট দ্রৌপদীর এইপ্রকার গমনের তাৎপর্য বর্ণনাচ্ছলে বিদুর কহিয়াছেন—'একবস্ত্রা শোণিতাক্তবসনা রজস্বলা রোরুদ্যমানা মুক্তকেশী দ্রুপদদুহিতা তাঁহার গমনের ভঙ্গী দ্বারা সূচনা করিতেছেন যে, যাঁহাদের অত্যাচারে তাঁহার এইপ্রকার লাঞ্ছনা ঘটিয়াছে, তের বৎসর পরে তাঁহাদের ভার্যাগণ পতি পুত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণকে হারাইয়া শোণিতলিপ্ত দেহে মুক্তকেশী হইয়া পতিপুত্রাদির পারলৌকিক কৃত্য সম্পাদনান্তে এইভাবেই হস্তিনায় প্রবেশ করিবেন।'[১১]

দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণের অরণ্যযাত্রার পর প্রজাবর্গের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া ধৃতরাষ্ট্র ভীত হইয়া পড়িলেন। এই সময় সঞ্জয় তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার পরিণতি যে কিরূপ ভয়ঙ্কর হইবে, তাহা শোনাইতে লাগিলেন। স্বার্থপর ধৃতরাষ্ট্রও বলিতেছেন—

তস্যাঃ কৃপণচক্ষুর্ভ্যাং প্রদহ্যেতাপি মেদিনী।
অপি শেষং ভবেদদ্য পুত্রাণাং মম সঞ্জয় ॥ সভা ৮১।১৮

—দ্রৌপদীর শোকাকুল নেত্রদ্বয় পৃথিবীকেও দগ্ধ করিতে সমর্থ। হে সঞ্জয়, আমার পুত্রদের মধ্যে কেহ কি আজ রক্ষা পাইবে?

প্রজাগণ পরস্পর মিলিত হইয়া দুঃখে ও ক্ষোভে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার কথাই আলোচনা করিতেছেন। সায়ংকালে ব্রাহ্মণগণের গৃহে অগ্নিহোত্র লোপ পাইয়াছে। ব্রাহ্মণগণও দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় কুপিত হইয়াছেন।[১২]

পাণ্ডবগণ কাম্যক-বনে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের লাঞ্ছনার সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণও সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। যুধিষ্ঠিরাদির সহিত কৃষ্ণের নানাবিধ কথাবার্ত্তার পর কুপিতা

দ্রৌপদী কৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—'আমি মুনিঋষিদের মুখে শুনিয়াছি—তুমি স্বয়ং পরমেশ্বর। হে মধুসূদন, তোমাকে ভালবাসি বলিয়াই দুঃখের কথা শোনাইব।

কথং নু ভার্য্যা পার্থানাং তব কৃষ্ণ সখী বিভো।

ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভগিনী সভাং কৃষ্যেত মাদৃশী॥ ইত্যাদি। বন ১২।৬১-১২৬

—আমি পার্থগণের ভার্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী এবং তোমার সখী। হে বিভো, আমার ন্যায় নারী কেন সভাস্থলে লাঞ্ছিতা হইবে? আমি বীরদুহিতা, বীরভার্যা, বীরভগিনী, বীরসখী ও বীরজননী। আমার কেন এরূপ লাঞ্ছনা ঘটিল? আমি তোমাদিগকে ধিক্কার দিতেছি। পরম ক্রুদ্ধা দ্রৌপদী দুর্যোধনাদির সর্ববিধ দুষ্কর্ম বর্ণনা করিয়া ক্রোধে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতেছেন—বুঝিতে পারিলাম—পতি, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা এবং তুমি আমার কেহই নহ। নীচাশয়গণ আমাকে এরূপ লাঞ্ছিতা করিলেও তোমরা কেহই প্রতীকারে অগ্রসর হও নাই। আমার এই দুঃখ যাইবার নহে—

চতুর্ভিঃ কারণৈঃ কৃষ্ণ ত্বয়া রক্ষ্যাস্মি নিত্যশঃ।

সম্বন্ধাদ্ গৌরবাৎ সখ্যাৎ প্রভুত্বেন চ কেশব॥ বন ১২।১২৭

—হে কৃষ্ণ, হে কেশব, তুমি নিত্য আমাকে রক্ষা করিবে। এই বিষয়ে তোমার উপর আমার চতুর্বিধ দাবী রহিয়াছে। প্রথমতঃ আমি তোমার ভ্রাতৃজায়া, দ্বিতীয়তঃ আমার উৎপত্তিবৃত্তান্ত তোমার অবিদিত নহে, তৃতীয়তঃ আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি এবং তুমিও আমাকে সখীরূপে জ্ঞান কর, চতুর্থতঃ তুমি সর্বশক্তিমান্ মহাপুরুষ।'

দ্রৌপদীর সকরুণ তিরস্কারে লজ্জিত হইয়া কৃষ্ণ কহিলেন—'হে ভাবিনি, যাঁহারা তোমার লাঞ্ছনা ঘটাইয়াছেন, তোমার ক্রোধে তাঁহাদের ভার্যাগণও তোমার ন্যায় রোদন করিবেন। তুমি পুনরায় রাজমহিষী হইবে। আমাব বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে।' অর্জুনও তখন দ্রৌপদীকে এই আশ্বাস দিযাছেন।

কৃষ্ণের সহিত দ্রৌপদীর সম্পর্ক অতি মধুর। দ্রৌপদী কৃষ্ণের সখী।[১৫] তিনি কৃষ্ণকে শ্রদ্ধা করেন। এই কারণেই এই তেজস্বিনী অভিমানের সুরে কৃষ্ণকে এরূপভাবে শোনাইয়াছেন।

দ্বৈতবনে বাসের সময় একদিন সন্ধ্যাকালে দ্রৌপদী সহ পাণ্ডবগণ একত্র বসিয়া নিজেদের দুঃখ ও ক্ষোভের কথা আলোচনা করিতেছেন।

প্রিয়া চ দর্শনীয়া চ পণ্ডিতা চ পতিব্রতা।

অথ কৃষ্ণা ধর্ম্মরাজমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ইত্যাদি। বন ২৭।২-২৮,৩৬

—দর্শনীয়াকৃতি, পাণ্ডবগণের প্রিয়তমা, পণ্ডিতা ও পতিব্রতা কৃষ্ণা ধর্মরাজকে বলিলেন—'দুষ্কৃতি দুর্যোধন তোমাদের সহিত আমাকে অজিন পরিধান করাইয়া বনে পাঠাইয়াও অনুতপ্ত হন নাই, পরন্তু তিনি আনন্দিতই হইয়াছেন। আমাদের যাত্রাকালে সকলের নেত্রই অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু পাপাত্মা দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনিকে আনন্দিত দেখিয়াছি। দেবোপম মহাবীর তোমার চারি ভ্রাতার দুরবস্থা দেখিয়া আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। মহারাজ, তোমার ভ্রাতৃগণের ও আমার এইপ্রকার লাঞ্ছনা দেখিয়াও কি তোমার ক্রোধের উদ্রেক হয় না? ক্ষত্রিয় হইয়া তোমার এই মৃদুতা শোভা পায় না। অপমান মরণ হইতেও গর্হিত। ক্ষমাশীলকে কেহই গ্রাহ্য করে না। তাঁহাকে অশক্ত বলিয়া মনে করে। কালাকাল বিবেচনা না করিয়া অপরাধীকে সতত ক্ষমা করিতে নাই। যিনি বিচারপূর্বক যথাকালে মৃদুতা ও তীক্ষ্ণতা প্রদর্শন করিতে জানেন, তিনিই প্রকৃত মহীপতি হইবার যোগ্য।'

তেজস্বিনী ভার্যার এই ভাষণ শুনিয়াও যুধিষ্ঠির পুনঃ পুনঃ ক্ষমার মহিমা বর্ণনা করিতে থাকিলে দ্রৌপদী অতি দুঃখে কহিতেছেন—

নমো ধাত্রে বিধাত্রে চ যৌ মোহঞ্চক্রতুস্তব।
পিতৃপৈতামহে বৃত্তে বোঢ়ব্যে তেঽন্যথা মতিঃ ॥ বন ৩০।১

—পিতৃ-পিতামহের পন্থা অনুসরণ করাই তোমার উচিত ছিল, কিন্তু তোমার বুদ্ধি অন্যপ্রকার। যে পরমেশ্বর এবং তোমার পূর্বকৃত কর্ম তোমার এইরূপ মতিভ্রম ঘটাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার।

অতঃপর বহুবিধ উত্তেজক বাক্য ও যুক্তির অবতারণা করিয়াও দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু শান্তচিত্ত যুধিষ্ঠির তাহাতে বিচলিত হন নাই। পুনরায় ধর্মরাজকে মনু বৃহস্পতি প্রমুখ মহামান্যগণের অর্থশাস্ত্রের বহুবিধ উপদেশ স্মরণ করাইতেও দ্রৌপদী ত্রুটি করেন নাই। এই প্রকরণে দ্রৌপদীর রাজধর্ম ও অর্থশাস্ত্র বিষয়ে জ্ঞানের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। যে উপায়ে তিনি এইসকল শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাহাও তিনি প্রকাশ করিতেছেন—

ব্রাহ্মণং মে পিতা পূর্ব্বং বাসয়ামাস পণ্ডিতম।
সোঽপি সর্ব্বামিমাং প্রাহ পিত্রে মে ভরতর্ষভ ॥
নীতিং বৃহস্পতিপ্রোক্তাং ভ্রাতৄন্মেঽগ্রাহয়ৎ পুরা।

স মাং রাজন্ কর্ম্মবতীমাগতামাহ সান্ত্বয়ন ॥ বন ৩২।৬০—৬২

—আমার পিতা একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে স্বগৃহে স্থান দিয়া তাঁহার নিকট হইতে বৃহস্পতিপ্রোক্ত সমগ্র নীতিশাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণ করেন। সেই পণ্ডিত আমার ভ্রাতৃগণকেও এই নীতিশাস্ত্রের উপদেশ দিতেন। আমি ভ্রাতৃগণের মুখে সেইগুলি শুনিতাম এবং কোন প্রয়োজনে পিতার কাছে উপস্থিত হইলে সেই পণ্ডিত মহাশয় সস্নেহে আমাকেও সেইসকল উপদেশ শোনাইতেন। আমি পিতার নিকটে বসিয়া শ্রদ্ধাভরে শুনিতাম।

অন্যত্র দেখা যাইতেছে, গণিতশাস্ত্রেও দ্রৌপদীর জ্ঞান অসাধারণ। একদা তিনি আপন মুখে সত্যভামার নিকট বলিতেছেন—'আমি অন্তঃপুরের সকলের এবং ভৃত্যগণের কাজকর্ম পরিদর্শন করি। তাহাদের সর্ববিধ ব্যবস্থাপনা আমাকেই করিতে হয়।

সর্ব্বং রাজ্ঞঃ সমুদয়মায়ঞ্চ ব্যয়মেব চ।
একাহং বেদ্মি কল্যাণি পাণ্ডবানাং যশস্বিনি ॥ বন ২৩২।৫৩

—হে যশস্বিনি, কল্যাণি, পাণ্ডবগণের রাজ্যের আয়-ব্যয় প্রভৃতির সমস্ত হিসাবপত্র আমি একাই জানি'।

ইহাতে মনে হইতেছে, দ্রৌপদীই যুধিষ্ঠিরের অর্থসচিবের দায়িত্ব বহন করিতেছেন। দ্রৌপদী-সত্যভামাসংবাদ হইতে আরও অনেক কথাই জানা যায়। দ্রৌপদীর অরণ্যবাসের সময় কৃষ্ণের সহিত সত্যভামাও দ্রৌপদীর সহিত দেখা করিতে আসেন। একদা নানাবিধ বিশ্রম্ভালাপের ভিতর সত্যভামা জিজ্ঞাসা করিলেন—'পাঞ্চালি, তুমি কি উপায়ে লোকপাল-সদৃশ পাঁচজন পতিকে এরূপভাবে বশীভূত করিলে? ব্রত, তপস্যা অথবা কোনরূপ মন্ত্র বা ঔষধের শক্তিতে কি এই অসাধ্য সাধন করিয়াছ? তোমার সৌভাগ্যবর্দ্ধক উপায়টি জানিতে পারিলে আমিও কৃষ্ণের উপর প্রয়োগ করিয়া দেখিতে পারি'।

পতিব্রতা দ্রৌপদী উত্তরে কহিলেন—'সখি, তুমি যে-সকল উপায়ের উল্লেখ করিয়াছ, সেইগুলি তো অসতী মহিলাগণই প্রয়োগ করেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত

আমাকে কি কি করিতে হয়, তাহা বলিতেছি। কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কারকে সংযত রাখিয়া আমি সর্বদা পাণ্ডবগণ ও আমার সপত্নীগণের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকি। তাঁহাদের কখন কিরূপ প্রয়োজন, তাহা ইঙ্গিতেই বুঝিতে পারিয়া তদনুসারে শুশ্রূষায় তাঁহাদের চিত্তানুবর্তন করিয়া থাকি। তাঁহাদের স্নানাহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা না করিয়া কখনও নিজের দিকে লক্ষ্য করি না। তাঁহাদের অনভিলষিত সকলপ্রকার কর্মই বর্জন করিয়া থাকি। শাশুড়ীর আদেশ অনুসারে যাবতীয় গৃহকর্মে নিত্য অবহিত থাকিযা অতিথি ও আত্মীয়বর্গের সেবা করি। গুরুর্জনের প্রতি যথাযোগ্য আচবণে কখনও উদাসীন থাকি না। এইসকল আচরণেই আমি পতিগণের প্রীতি উৎপাদনের চেষ্টা করি।'[১৪]

পাঁচজন পতির মধ্যে অর্জুনই ছিলেন দ্রৌপদীর প্রিয়তম। অর্জুন কাম্যক-বন হইতে তপস্যার নিমিত্ত হিমালয়ে যাত্রা করিলে পর যুধিষ্ঠিরাদি চারি ভাই এবং কৃষ্ণা নিতান্ত কাতর হইয়া পড়েন। কৃষ্ণা অকপটে যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছেন—

তমৃতে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠং বনং ন প্রতিভাতি মে। বন ৮০।১২
শূন্যামিব প্রপশ্যামি তত্র তত্র মহীমিমাম্। বন ৮০।১৩
ন লভে শর্ম্ম বৈ রাজন্ স্মরন্তী সব্যসাচিনম্। বন ৮০।১৫

—সেই পাণ্ডবশ্রেষ্ঠকে দেখিতে না পাওয়ায় বনভূমি আমার ভাল লাগিতেছে না। কুসুমিত এই প্রিয়দর্শন বনভূমিব সর্বত্র যেন শূন্য বোধ হইতেছে। রাজন, নীলাম্বুদের সমান কান্তিযুক্ত সব্যসাচীকে স্মবণ করিয়া আমি শান্তি পাইতেছি না।

দ্রৌপদীর তেজস্বিতায় সকলই ভীত ছিলেন। দুর্যোধনের ঘোষযাত্রার প্রস্তাব শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র বলিযাছেন—পাণ্ডবগণের সহিত দেখা হইলে অঘটন ঘটিবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

ধর্ম্মবাজো ন সংক্রুধ্যেদ্ ভীমসেনস্ত্বমর্ষণঃ।
যজ্ঞসেনস্য দুহিতা তেজ এব তু কেবলম ॥ বন ২৩৮।৯

—ধর্মবাজ ক্রুদ্ধ হইবেন না, কিন্তু ভীমসেন অত্যন্ত অসহিষ্ণু, আর যজ্ঞসেনের দুহিতা তো একেবাবে তেজের মূর্তি।

অতএব দ্রৌপদীর তেজোগর্ভ উত্তেজনায় ভীমসেন সমধিক ক্রুদ্ধ হইলে দুর্যোধনাদি প্রাণে বাঁচিবেন কি না—সন্দেহ।

কৃষ্ণার শরণাগতি এবং সভক্তি আহ্বান একাধিকবার কৃষ্ণের আসনকে টলাইয়াছে। কোপনস্বভাব মহর্ষি দুর্বাসা শিষ্যদল সহ বনবাসী পাণ্ডবগণের অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়াছেন। দ্রৌপদীর ভোজনের পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার সূর্যদত্ত পাকভাণ্ডের ভোজ্য-সামগ্রী কিছুতেই নিঃশেষিত হইত না। ইহা ছিল—ভগবান্ সূর্যদেবের বর। দ্রৌপদীর ভোজনের পরেই মহির্ষ উপস্থিত হন। পাকভাণ্ডকে শূন্য দেখিয়া চিন্তিতা দ্রৌপদী ভক্তিভরে কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা জানাইলেন—

দুঃশাসনাদহং পূর্ব্বং সভায়াং মোচিতা যথা।
তথৈব সঙ্কটাদস্মান্মামুদ্ধর্ত্তুমিহার্হসি ॥ বন ২৬২।১৬

—দ্যূতক্রীড়ার সভায় দুঃশাসনের অত্যাচার হইতে তুমিই আমার লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলে। প্রভো, এই সঙ্কট হইতেও তুমিই উদ্ধার কর।

অচিন্ত্যগতি ভগবান্ ভক্তিমতীর আহ্বান শুনিয়াছেন এবং তখনই উপস্থিত হইয়া পাকভাণ্ডলগ্ন শাকান্নে পরিতুষ্ট হইয়া সশিষ্য দুর্বাসার ক্ষুন্নিবৃত্তি ঘটাইয়াছেন।

যুধিষ্ঠিরাদির অনুপস্থিতিকালে দুষ্টমতি জয়দ্রথ পাণ্ডবগণের অরণ্যনিলয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। দ্রৌপদী তাঁহাদিগকে অতিথিজ্ঞানে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি

করেন নাই। জয়দ্রথ হৃতরাজ্য বিগতশ্রী পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবার প্রস্তাব করিবামাত্র বুদ্ধিমতী কৃষ্ণা মনে মনে অতিশয় কুপিতা হইয়াছেন। কিন্তু পতিগণের গৃহাগমনেব প্রতীক্ষায়—

বিলোভয়ামাস পরং বাক্যৈর্বাক্যানি যুঞ্জতী। বন ২৬৬।২৩

—নানাবিধ কথোপকথনে কাল হরণের উদ্দেশ্যে সেই দুষ্টকে প্রলোভন দিতে লাগিলেন।

প্রসঙ্গতঃ পতিদের বলবীর্য কীর্তন করিয়া দ্রৌপদী জয়দ্রথের ভয়োদ্রেকের চেষ্টা করিয়াছেন। জয়দ্রথ দ্রৌপদীর কালহরণের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া বলপূর্বক তাঁহাকে ধবিতে গেলে প্রথমতঃ তিনি জয়দ্রথকে ভর্ৎসনা করিয়া এই পাপকর্ম হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং পুরোহিত ধৌম্যকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়াছেন। পাপবুদ্ধি জয়দ্রথ কৃষ্ণার উত্তবীয়-প্রান্ত ধরিয়া টানিতে থাকিলে তিনি সেই উত্তরীয়খানি ফেলিয়া দিলেন।

তয়া সমাক্ষিপ্ততনুঃ স পাপঃ পপাত শাখীব নিকৃত্তমূলঃ। বন ২৬৭।২৪

—তারপর দ্রৌপদী জয়দ্রথকে এরূপ এক ধাক্কা দিলেন যে, সেই পাপাত্মা ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।

কিন্তু কতক্ষণ আর একটি দুর্বৃত্তের সঙ্গে ধ্বস্তাধবস্তি করা যায়? শেষ পর্যন্ত জয়দ্রথেরই জয় হইল। সে পাঞ্চালীকে বলপূর্বক রথে তুলিয়া লইয়া যাত্রা করিয়াছে। বৃদ্ধ পুরোহিত ধৌম্য সেই রথের অনুসরণ করিতেছিলেন। পরে পাণ্ডবদের হাতে জয়দ্রথের যে কিরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছে, তাহা ভীম ও জয়দ্রথের জীবনী হইতে জানা যাইবে।

প্রতিজ্ঞাত অরণ্যবাসের বার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এবার এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের পালা। স্থির হইল—এই এক বৎসর কাল দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবগণ মৎস্যপতি বিরাটরাজের পুরীতে গুপ্তভাবে বাস করিবেন। কে কিরূপ কর্ম গ্রহণ করিবেন, এই পরামর্শ চলিতেছে। যুধিষ্ঠির কহিলেন—

ইয়ং হি নঃ প্রিয়া ভার্য্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী।
মাতেব পরিপাল্যা চ পূজ্যা জ্যেষ্ঠেব চ স্বসা॥ ইত্যাদি। বি ৩।১৪—১৬

—মাতার ন্যায় পরিপাল্যা এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় পূজ্যা, আমাদের প্রাণ হইতেও গরীয়সী এই প্রিয়া ভার্যা দ্রৌপদী কি কর্ম গ্রহণ করিবেন? ইনি সুকুমারী, রাজপুত্রী, পতিব্রতা, মহাভাগা এবং যশস্বিনী। অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় ইনি কি যে-কোন কাজ করিতে পারিবেন?

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া কৃষ্ণা কহিলেন—'মহারাজ, আমি সৈরন্ধ্রীর (পরিচারিকা) বেশে বিরাটপুরীতে প্রবেশ করিব। আমি মহিলাদের কেশবিন্যাসের কাজে অভিজ্ঞা। রাজভার্যা সুদেষ্ণার পরিচারিকারূপে আমি নিযুক্তা হইব। কেহ আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিব যে, যুধিষ্ঠিরের গৃহে আমি দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলাম। মহারাজ, তুমি দুঃখবোধ করিবে না। আমি নিজেই নিজকে রক্ষা করিব।'

যুধিষ্ঠির এবং ভীম বিরাটপুরীতে প্রবেশ করার পর দ্রৌপদী প্রবেশ করেন। কুঞ্চিত কেশগুচ্ছের বেণী রচনা করিয়া দক্ষিণপার্শ্বে তিনি সেই বেণীকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। মলিন একখানি বস্ত্র পরিধান করিয়া দুঃখিনীর ন্যায় তিনি রাজপুরীতে চলাফেরা করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অনেক পুরুষ ও নারী তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিলেন ও ইতস্ততঃ ভ্রমণের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্রৌপদী নিজকে একজন কর্মপ্রার্থিনী পরিচারিকা বলিয়া পরিচয় দিলেন, কিন্তু তাঁহার রূপ ও কণ্ঠস্বরে কেহই সেই পরিচয় বিশ্বাস করে নাই। বিরাটমহিষী প্রাসাদ হইতেই সৈরন্ধ্রীকে দেখিতে পাইয়া ডাকাইলেন। তিনিও

তাঁহাকে পরিচারিকা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। সৈরন্ধ্রীর অসাধারণ রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে দেবী, গন্ধর্বী অথবা কোন অপ্সরা বলিয়া মনে করিয়াছেন। মহিষীর জিজ্ঞাসাব উত্তরে সৈরন্ধ্রী বলিয়াছেন—

সৈরন্ধ্রী তু ভুজিষ্যাস্মি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে। ইত্যাদি। বি ৯।১৮-২২

—আমি সত্যই একজন পরিচারিকা। আমি কেশবচনা ও চন্দনাদি বিলেপন প্রস্তুত করিতে জানি। ফুল দিয়া সুন্দব মালা গাঁথিতেও আমি অভ্যস্ত আছি। কৃষ্ণেব প্রিয়া মহিষী সত্যভামা এবং পাণ্ডবভার্যা সুন্দরী কৃষ্ণার পবিচর্যায আমি নিযুক্ত ছিলাম। তাঁহাদের নিকট হইতে উৎকৃষ্ট ভোজ্য ও বস্ত্রাদি পাইতাম। দেবী সত্যভামা স্বয়ং আমার নাম রাখিয়াছিলেন—মালিনী। দেবি, আজ কাজের অন্বেষণে তোমার পুবীতে উপস্থিত হইয়াছি।

রাজমহিষী সুদেষ্ণা কহিলেন—'মহারাজ যদি তোমাকে দেখিযা আসক্ত না হন, তবে তোমাকে মাথায় করিয়া রাখি। এখানকার মহিলাগণ পর্যন্ত তোমাব রূপে মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া আছে, পুরুষদের তো কথাই নাই। তোমাকে স্থান দিয়া নিজের দুর্ভাগ্যকে আহ্বান করিতে পারি না। তোমাকে দেখিতে পাইলে কি মহাবাজ আর স্থিব থাকিবেন?'

সৈরন্ধ্রী কহিলেন—

নাস্মি লভ্যা বিরাটেন ন চান্যেন কদাচন।
গন্ধর্ব্বাঃ পতযো মহ্যং যুবানঃ পঞ্চ ভাবিনি॥ ইত্যাদি। বি ৯।৩০—৩৪

—বিরাট অথবা অপর কোন পুরুষই আমাকে লাভ কবিতে পাবিবেন না। হে ভাবিনি, প্রবল পরাক্রান্ত গন্ধর্বরাজের পুত্র পাঁচজন গন্ধর্ব আমার পতি। তাঁহারা আমাকে রক্ষা করেন। যিনি আমাকে উচ্ছিষ্ট প্রদান কবেন না এবং পাদপ্রক্ষালনের কাজে আমাকে নিয়োগ করেন না, আমার পতিগণ তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। যদি কোন পুরুষ আমার প্রতি আসক্ত হয়, তবে গন্ধর্বগণের হাতে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত। কোনও কাবণে আমার পতিগণ দুঃখে পড়িয়াছেন, তাঁহারা আমার অতিশয় প্রিয়। অতএব কেহই আমাকে চঞ্চল করিতে পারিবে না।

সুদেষ্ণা সৈরন্ধ্রীকে পরম সমাদরে স্থান দিয়া ভরসা দিলেন যে, তাঁহাকে কাহারও উচ্ছিষ্ট এবং চরণ স্পর্শ করিতে হইবে না।

ক্রমে ক্রমে সহদেব, অর্জুন এবং নকুলও ছদ্মবেশে বিরাটপুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন এবং প্রত্যেকেই আপন আপন ঈপ্সিত কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

কৃষ্ণা তু সর্ব্বান্ ভর্ত্তৃংস্তান্ নিরীক্ষন্তী তপস্বিনী।
যথা পুনরবিজ্ঞাতা তথা চরতি ভাবিনী॥ বি ১৩।১১

—দুঃখিতা কল্যাণী কৃষ্ণা পতিগণকে দেখিয়া অজ্ঞাতভাবে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

রাজমহিষীর পরিচর্যা করিতে করিতে অতি দুঃখে তিনি দশ মাস অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার সৌন্দর্যই তাঁহাকে বিপদে ফেলিল। সুদেষ্ণার গৃহে এই অসামান্য রূপবতী পরিচারিকাটিকে দেখিতে পাইয়া বাজশ্যালক সূতপুত্র সেনাপতি কীচকের মুণ্ড ঘুরিয়া গেল। সুদেষ্ণার নিকট আপন মনোভাব প্রকাশ করিয়া দুর্বৃত্ত কীচক সৈরন্ধ্রীর নিকট কু-প্রস্তাব করিয়া বসিল। সাধ্বী সৈরন্ধ্রী পরদাররতির দোষ প্রদর্শন করিয়া শান্তভাবে সেনাপতিকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কীচক ঠাণ্ডা হইল না। পুনরায় নানা কথায় সৈরন্ধ্রীকে বশ করিতে চাহিলে এবার সৈরন্ধ্রী তাহাকে তিরস্কারপূর্বক গন্ধর্বপতিগণের ভয় দেখাইলেন। প্রত্যাখ্যাত কীচক সুদেষ্ণাকে অনুরোধ করিল যে, যে-কোন উপায়েই হউক, সৈরন্ধ্রীকে তাহার নিকট পাঠাইতে হইবে। সুদেষ্ণা কীচককে আশ্বাস দিয়া

কহিলেন—'কোনও পর্বদিনে তুমি সুবা ও অন্নাদি প্রস্তুত বাখিবে। সুবা আনিবাব নিমিত্ত সৈবন্ধ্রীকে তোমাব নিকট পাঠাইব। নির্জনে তাহাকে যদি বাজী কবিতে প্যাব, তবেই তোমাব বাসনা পূর্ণ হইবে।'

নির্দিষ্ট দিনে সুদেষ্ণা সৈবন্ধ্রীকে কহিলেন যে, তিনি পিপাসায কাতব হইযাছেন। সৈবন্ধ্রী যেন কীচকভবন হইতে সুবা আনিযা তাঁহাব পিপাসা নিবাবণ কবেন। সৈবন্ধ্রী কহিতেছেন—

ন গচ্ছেযমহং তস্য কীচকস্য নিবেশনম।
ত্বমেব বাজ্ঞি জানাসি যথা স নিবপত্রপঃ ॥ ইত্যাদি। বি ১৫।১১-১৫

—আমি কীচকেব গৃহে যাইব না। বাজ্ঞি, সে কিৰূপ নির্লজ্জ, তাহা তো তুমি জান। তোমাব গৃহে থাকিযা আমি ব্যভিচাব কবিতে পাবিব না। প্রবেশেব সময়ই আমি তোমাকে যে-সকল নিযমেব কথা বলিযাছি, তাহাও তোমাব জানা আছে। মূঢ় লম্পট কীচক নিশ্চযই আমাকে অপমান কবিবে। তোমাব অনেক পবিচাবিকা আছেন। বাজপুত্রি, তুমি অন্য কাহাকেও সেখানে পাঠাও।

সুদেষ্ণা কহিলেন যে, যেহেতু তিনি সৈবন্ধ্রীকে পাঠাইতেছেন, সেইহেতু কীচক নিশ্চযই সৈবন্ধ্রীব অপমান কবিবে না। এই বলিযা তিনি সুবা আনিবাব নিমিত্ত সৈবন্ধ্রীব হাতে একটি সুবর্ণপাত্র তুলিযা দিলেন। শঙ্কিতা সৈবন্ধ্রী কাঁদিতে কাঁদিতে ঈশ্ববেব নাম লইযা কীচকভবনে যাত্রা কবিযাছেন। এক মুহূর্ত তিনি সূর্যদেবেব উপাসনা কবিলেন। সূর্যদেব তাঁহাব বক্ষণেব নিমিত্ত অপ্রত্যক্ষ একটি বাক্ষসকে তাঁহাব সঙ্গে পাঠাইযাছেন।

কীচক সৈবন্ধ্রীকে দেখিযাই স্বাগত-সম্বোধনে আহ্বান কবিল। ভাবখানা এই যে, সৈবন্ধ্রী যেন তাহাবই বাসনা পূর্ণ কবিতে উপস্থিত হইযাছেন। সৈবন্ধ্রী সুদেষ্ণাব নিমিত্ত সুবা সংগ্রহেব কথা জানাইলে পব কীচক কহিল যে, সে অন্যেব হাত দিযা সুবা পাঠাইবে। এই বলিযাই সেই লম্পট সৈবন্ধ্রীব ডান হাতখানি চাপিযা ধবিল। সৈবন্ধ্রী বাগে কাঁপিতে কাঁপিতে কীচককে এৰূপ এক ধাক্কা লাগাইলেন যে, সেনাপতিপ্রবব ভূমিতে পডিযা গেলেন। কীচককে ভূমিতে ফেলিযা দিযাই তিনি বাজসভাব দিকে দৌডাইতে লাগিলেন। ক্রুদ্ধ কীচকও দৌডাইযা সভাব সন্নিকটেই সৈবন্ধ্রীব কেশগুচ্ছে ধবিযা তাঁহাকে ভূমিতলে ফেলিযা দিযা লাথি মাবিল। নৃপতি বিবাট এবং সভাসদগণও এই দৃশ্য দেখিলেন। সূর্যপ্রেবিত বাক্ষসেব ধাক্কায কীচকও মবাব মত ভূমিতে পডিযা বহিল।

যুধিষ্ঠিব জানাজানিব ভযে হাতে ধবিযা ভীমকে সঙ্কেত না কবিলে কীচক তখনই মহানিদ্রায নিদ্রিত হইতেন।

সৈবন্ধ্রী সভাদ্বাবে আসিযা ক্রোধে ও ক্ষোভে তাঁহাব পতিগণ ও বিবাটকে তিবস্কাব কবিতে লাগিলেন। তিনিও পতিগণেব ও তাঁহাব প্রকাশেব ভযে সামলাইযা সঙ্কেতে ক্ষোভ প্রকাশ কবিযাছেন। দুর্বলচিত্ত বিবাট বিচাব কবিতে সাহসী হন নাই। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিসম পাণ্ডবগণেব ললাট ঘর্মাক্ত হইযা উঠিল। সৈবন্ধ্রী অগত্যা সুদেষ্ণাব অন্তঃপুবে প্রবেশ কবিলেন।[১৫]

বাত্রিকালে গোপনে সৈবন্ধ্রী পাকশালায ভীমেব শয্যায উপস্থিত হইযা আলিঙ্গনপূর্বক নিদ্রিত ভীমকে জাগাইযা কহিতেছেন—

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কিং শেষে ভীমসেন যথা মৃতঃ।
নামৃতস্য হি পাপীযান ভার্য্যামালভ্য জীবতি ॥ বি ১৭।১৬

—ভীমসেন, উঠ, উঠ। মৃতেব ন্যায কেন শুইযা বহিযাছ। পাপিষ্ঠ লম্পট জীবিত ব্যক্তিব ভার্যাকে ধর্ষণ কবিযা বাঁচিতে পাবে না।

দ্যূতসভার লাঞ্ছনা হইতে আরম্ভ করিয়া কীচকের পাদপ্রহার পর্যন্ত সমস্ত অপমানের কথা ভীমকে শোনাইবার সময় দ্রৌপদী অতি ক্ষোভে অবিবেচক, দ্যূতাসক্ত, অক্ষধূর্ত প্রভৃতি শব্দে যুধিষ্ঠিরকে বিশেষিত করিয়াছেন। দ্রৌপদীর করুণ বর্ণনায় ও ক্রন্দনে ভীমও স্থির থাকিতে পারেন নাই। কাঁদিতে কাঁদিতে সুকন্যা, ইন্দ্রসেনা, সীতা, সাবিত্রী প্রমুখ পতিব্রতাগণের চরিত্র স্মরণ করাইয়া ভীমসেন দ্রৌপদীকে প্রবোধ দিয়াছেন এবং পরিশেষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আগামী রাত্রিতে কীচককে তিনি যমালয়ে পাঠাইবেন। কি করিতে হইবে—তাহাও উভয়ের পরামর্শে স্থির হইয়াছে।

পরদিন বলদর্পিত কীচক সৈরন্ধ্রীর সহিত নির্জনে দেখা করিয়া কহিতে লাগিল—'নৃপতি বিরাট তো নামে-মাত্র নৃপতি, আমিই প্রকৃতপক্ষে মৎস্যরাজ। হে ভীরু, আমাকে ভজনা কর। আমি তোমার দাস হইয়া থাকিব।'

সৈরন্ধ্রী কহিলেন—'গন্ধর্বগণ এবং তোমার সখা ভ্রাতা প্রভৃতি কেহই যাহাতে জানিতে না পারেন, সেইরূপ গোপনে যদি আমার সহিত মিলিত হইতে পার, তবে তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে। রাজবাড়ীর নৃত্যশালা রাত্রিকালে নির্জন থাকে। আলোকহীন সেই গৃহে রাত্রিতে তুমি উপস্থিত হইবে।'

কীচককে এইভাবে প্রলুব্ধ করিয়া দ্রৌপদী ভীমকে এই সংবাদ জানাইয়াছেন। যথাসময়ে ভীম অন্ধকারাচ্ছন্ন নৃত্যশালায় একখানি শয্যায় শুইয়া রহিলেন। দুর্মতি কীচক সৈরন্ধ্রীজ্ঞানে ভীমকে স্পর্শ করিয়া পশুর ন্যায় নিহত হইল।

সৈরন্ধ্রীর মুখে সকলেই শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার গন্ধর্বপতিগণ কর্তৃক কীচক নিহত হইয়াছে। কীচকের জ্ঞাতিবর্গ স্থির করিল যে, যে রূপসীকে কামনা করায় কীচকের এরূপ শোচনীয় মৃত্যু ঘটিয়াছে, সেই সৈরন্ধ্রীকেও কীচকের শবদেহের সহিত দাহ করিতে হইবে। তাঁহারা বলপূর্বক সৈরন্ধ্রীকে বাঁধিয়া শ্মশানের দিকে যাত্রা করিয়াছে।

সৈরন্ধ্রী চীৎকার করিয়া জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন ও জয়দ্বল—এই পাঁচটি সাঙ্কেতিক নামে পতিগণকে এই শোচনীয় ঘটনা জানাইলেন। এবারও ভীমসেন বল্লবের বেশ বদলাইয়া বাহুবলে উৎপাটিত বৃক্ষের আঘাতে একশত পাঁচজন শ্মশানযাত্রী উপকীচককে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া দ্রৌপদীকে মুক্ত করিয়াছেন।

সৈরন্ধ্রী রাজভবনে ফিরিয়া আসিতেছেন দেখিয়া পুরুষেরা গন্ধর্বদের ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিল, সৈরন্ধ্রীর দিকে তাকাইতে সাহসী হইল না। সুদেষ্ণাও রাজার আদেশে সৈরন্ধ্রীকে অবিলম্বে অন্যত্র চলিয়া যাইতে কহিলেন। যেহেতু সৈরন্ধ্রীর ন্যায় অপরূপ সুন্দরী সেখানে থাকিলে রাজ্যের অনেক পুরুষেরই কীচকের ন্যায় গতি হইবে।

সৈরন্ধ্রী কহিলেন যে, আর মাত্র তের দিন পরেই গন্ধর্বগণের দুঃখের অবসান ঘটিবে এবং তাঁহারা নৃপতির কল্যাণ করিয়া তাঁহাকে অন্যত্র লইয়া যাইবেন। এই কয়টি দিন মহারাজ যেন অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে স্থান দেন।[১১]

অজ্ঞাতবাসের প্রতিজ্ঞাত ম্যাদ উত্তীর্ণ হইয়াছে। এবার সকলেই পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীর প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিলেন। মহসামারোহে অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

শান্তিপূর্ণ উপায়ে দুর্যোধন পাণ্ডবগণের হৃত রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে রাজী হইলেন না। অগত্যা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে শান্তির দূতরূপে হস্তিনায় পাঠাইতেছেন। যুধিষ্ঠির, অর্জুন ও নকুল শান্তিস্থাপনের নিমিত্ত কৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছেন। দুর্ধর্ষ ভীমও আজ শান্তিস্থাপনে আগ্রহান্বিত। একমাত্র সহদেব ও সাত্যকি শান্তিস্থাপনে অনিচ্ছুক। যুদ্ধ ব্যতীত

তাঁহাদের মুখে অন্য কথা নাই। কৃষ্ণা ভীমের এইপ্রকার মৃদুতা দেখিয়া বিশেষ ব্যথিত হইয়াছেন। সহদেব ও সাত্যকিকে সমর্থন করিয়া তিনি কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন—'হে জনার্দন, দুর্যোধনের সকল দুষ্কৃতিই তোমার জানা আছে। তিনি রাজ্যার্দ্ধ প্রত্যর্পণ না করিলে কখনও সন্ধির প্রস্তাব করিবে না। দ্যূতসভায় আমার লাঞ্ছনার কথা কি তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ ?

ধিক্ পার্থস্য ধনুষ্মত্তাং ভীমসেনস্য ধিগ্ বলম্।
যত্র দুর্য্যোধনঃ কৃষ্ণ মুহূর্ত্তমপি জীবতি ॥ ইত্যাদি। উ ৮২।৩১-৪৩

—হে কৃষ্ণ, এখনও দুর্যোধন জীবিত আছেন। অর্জুনের ধনুষ্মত্তাকে ধিক্, ভীমসেনের সামর্থ্যকেও ধিক্।' দ্রৌপদী বাম হাতে তাঁহার উন্মোচিত কেশগুচ্ছ ধরিয়া সাশ্রুনয়নে কহিতেছেন—'হে পুণ্ডরীকাক্ষ, সকল সময়ই স্মরণ রাখিবে যে, দুঃশাসন এই কেশগুচ্ছ স্পর্শ করিয়াছে। সন্ধিকাম ভীমার্জুন যদি এই লাঞ্ছনার প্রতীকারে অনিচ্ছুক হন, তবে আমার ভ্রাতৃগণকে সঙ্গে লইয়া বৃদ্ধ পিতা যুদ্ধ করিবেন। আমার পাঁচটি পুত্রকে সঙ্গে লইয়া অভিমন্যু যুদ্ধ করিবে। দুঃশাসনের ছিন্ন হস্তকে ধূলিলুণ্ঠিত না দেখা পর্যন্ত আমার হৃদয়ের জ্বালা শান্ত হইবে না। হৃদয়ে প্রদীপ্ত অগ্নিকে বহন করিয়া নানা দুঃখে তের বৎসর কাটাইয়াছি। আজ সন্ধিকাম মহাবাহু ভীমসেনের মৃদু বাক্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।' এই বলিয়া ক্ষোভে ও দুঃখে কৃষ্ণা কাঁদিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ তাঁহার সখীকে নানাবিধ সান্ত্বনা দিয়া কহিয়াছেন যে, অচিরেই কৌরবগণ কৃষ্ণার দুঃখ ও ক্রোধের ফল ভোগ করিবেন।

মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি চলিতেছে। কৃষ্ণাকে মৎস্যদেশের উপপ্লব্য নগরেই রাখা হইয়াছে। দ্রুপদভার্যাগণও তখন উপপ্লব্যে ছিলেন।[১১]

দুর্যোধনের মুখে শোনা যায়—দুঃশাসন কর্তৃক কেশাকর্ষণের পর হইতে কৃষ্ণা কৌরব-বিনাশের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছেন। পতিগণের জয়ের নিমিত্ত

স্থণ্ডিলে নিত্যদা শেতে যাবদ্ বৈরস্য যাতনম্। শল্য ৫।১৮

—লাঞ্ছনার প্রতীকার অর্থাৎ শত্রুনিধন না হওয়া পর্যন্ত কৃষ্ণা সংস্কৃত অগ্নির সমীপে ভূমিশয্যায় শয়ন করিতেছেন।

মহাযুদ্ধের অষ্টাদশ রাত্রিতে ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করিয়া অনেক বীরকে হত্যা করিয়াছেন। দ্রৌপদীর ভ্রাতৃদ্বয়—শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামার হাতে নিহত হইয়াছেন। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রেরও সেই গতি ঘটিয়াছে। পর দিন প্রত্যূষেই শোকার্ত যুধিষ্ঠির নকুলকে উপপ্লব্যে পাঠাইয়া দ্রৌপদীকে কুরুক্ষেত্রে আনাইলেন।

উপপ্লব্যং গতা সা তু শ্রুত্বা সুমহদপ্রিয়ম্।
তদা বিনাশং পুত্রাণাং সর্ব্বেষাং ব্যথিতাভবৎ ॥ ইত্যাদি। সৌ ১১।৫-১৬

—উপপ্লব্যস্থিতা দ্রৌপদী সকল পুত্রের অতি অপ্রিয় নিধনবার্তা শুনিতে পাইয়া নিতান্ত ব্যথিতা হইয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের সমীপে আসিয়াই তিনি বায়ু দ্বারা কম্পমান কদলীবৃক্ষের ন্যায় ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন। ভীম তাঁহাকে তুলিয়া সান্ত্বনা-বাক্যে প্রবোধ দিতে থাকিলে শোকার্তা দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কারের সুরে কহিলেন—মহারাজ, ভাগ্যবশতঃ তুমি কুশলেই আছ, রাজ্যলাভ করিয়াছ, এখন পুত্রগণকে স্মরণ করার আর প্রয়োজন নাই। পাপকর্মা অশ্বত্থামা আমার প্রসুপ্ত পুত্রগণকে হত্যা করিয়াছেন শুনিয়া আমি যেন শোকাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইতেছি। আজ যদি সঙ্গিগণ সহ অশ্বত্থামা নিহত না হন, তবে আমি উপবাসের দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিব।

রাজর্ষি যুধিষ্ঠির কহিলেন যে, অশ্বত্থামা দূরস্থিত দুর্গম ৮৬
তাঁহাকে কি উপায়ে আজ বধ করা যাইবে ? দ্রৌপদীর ভ্রাতৃগণ এবং ‍পুপন করিয়াছেন।
লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে। ‍নিয়ের গতি

দ্রৌপদী কহিতেছেন, যে-উপায়েই হউক, অশ্বত্থামাকে বধ করিয়া তাঁহার শিরঃ।২ সহজাত মণিটি আনিয়া যুধিষ্ঠির যদি মস্তকে ধারণ করেন, তবে তিনি প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প ত্যাগ করিবেন। এই বলিয়া তিনি ভীমকে এই বিষয়ে উত্তেজনা দিতেছেন। সকল কঠিন|কাজেই দ্রৌপদী ভীমের উপর সমধিক ভরসা রাখেন। এই ব্যাপারেও ভীমের দ্বারা তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। অশ্বত্থামা ভীমকে মণিটি দান করিয়া প্রাণে বাঁচিয়াছেন।[১৮]

কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে সকলে মিলিত হইয়াছেন। ছিন্নদেহ গতপ্রাণ আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনকে দেখিতে পাইয়া সকলেই করুণস্বরে বিলাপ করিতেছেন, কেহই আজ স্থির থাকিতে পারেন নাই। হতপুত্রা কৃষ্ণা ভূমিতে পড়িয়া রোদন করিতেছেন। কুন্তীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার শোক তীব্রতর হইয়া উঠিল। তিনি বলিতে লাগিলেন—

আর্য্যে পৌত্রাঃ ক তে সর্ব্বে সৌভদ্রসহিতাঃ গতাঃ।
ন ত্বাং তেঽদ্যাভিগচ্ছন্তি চিরং দৃষ্ট্বা তপস্বিনীম্ ॥
কিন্নু রাজ্যেন বৈ কার্য্যং বিহীনায়াঃ সুতৈর্ম্মম ॥ স্ত্রী ১৫।৩৬

—আর্যে, অভিমন্যুর সহিত তোমার অপর পৌত্রগণ কোথায় গিয়াছে ? দীর্ঘকাল পরে দুঃখিনী তোমাকে দেখিয়াও আজ তাহারা তোমার নিকট আসিতেছে না। পুত্রহীনা আমার রাজ্যে কি প্রয়োজন ?

রোরুদ্যমানা শোকার্তা কৃষ্ণাকে ভূমি হইতে তুলিয়া শোকসন্তপ্তা কুন্তী কৃষ্ণা ও পুত্রগণ সহ গান্ধারীর সমীপে উপস্থিত হইলে পুত্রশোকাতুরা গান্ধারী কৃষ্ণাকে কহিলেন—'বৎসে, শোক করিও না, আমাকে দেখ। নিয়তিব বিধানেই এই ধ্বংসলীলা ঘটিয়াছে। মহামতি বিদুর ইহা পূর্বেই জানিতে পারিযাছিলেন। সংগ্রামহত ক্ষত্রিয-সন্তানের জন্য শোক করিতে নাই। তোমার এবং আমাব আজ একই দশা। কে আমাদিগকে সান্ত্বনা দিবে ? আমারই অপরাধে এই শ্রেষ্ঠ বংশ বিনষ্ট হইল।'

গান্ধারীর সান্ত্বনা-বচনে কৃষ্ণা কিঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইয়াছেন। নিহত বীরগণের দাহাদি সংস্কার ও শ্রাদ্ধশান্তি সম্পন্ন হইয়াছে। বিষণ্ণ যুধিষ্ঠির শ্মশানতুল্য হস্তিনার রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসের সঙ্কল্প ব্যক্ত করিয়াছেন। ভ্রাতৃগণের কোন অনুরোধেই তাঁহার বৈরাগ্য শিথিল হইল না। এবার অভিমানিনী কৃষ্ণা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন—'মহারাজ, তোমার ভ্রাতৃগণ চাতকের মত তোমার দিকে চাহিয়া আছেন। তাঁহাদের করুণ ক্রন্দন শুনিয়াও তুমি তাঁহাদের প্রতি উদাসীন রহিয়াছ। যথোচিত ভাষণে তাঁহাদের চিত্তে আশার সঞ্চার কর। চিরদুঃখী ভ্রাতৃগণকে তুমিই আশ্বাস দিয়াছিলে যে, দুর্যোধনকে বধ করিয়া তাঁহারা রাজ্যভোগ করিবেন। ইহাই কি সেই আশ্বাসের পরিণতি ? হে ভারত, তোমার মনোবৃত্তি ক্লীবের ন্যায়, পুরুষোচিত নহে। অসাধুর দণ্ডবিধান ও সাধুর পরিপালনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। ধর্মবিৎ ক্ষত্রিয় শত্রুনিধনে বিষাদগ্রস্ত হন না। মহারাজ, তুমি মোহাবিষ্ট হইয়া তোমার ভ্রাতৃগণকে দুঃখ দিতেছ। দেবপ্রতিম পঞ্চ পতি লাভ করিয়াও আমার অদৃষ্টে সুখভোগ ঘটিল না। তোমার ভ্রাতৃগণও তোমার ন্যায় দুর্বলচিত্তের অনুবর্তী হইয়া উন্মত্ত হইয়াছেন। অন্যথা তোমাকে বন্দী করিয়া নাস্তিকের দলের সহিত রাখিয়া তাঁহারা রাজ্যশাসন করিতেন। উন্মার্গগামী মূঢ় ব্যক্তিকে বৈদ্য দ্বারা চিকিৎসা করাইতে হয়।

...গণকে হারাইয়াও হতভাগিনী আমি বাঁচিতে চাহিতেছি, তোমারও চিকিৎসার প্রয়োজন... মান্ধাতা ও অম্বরীষের ন্যায় ধর্মপথে থাকিয়া পৃথিবী শাসন আর তোমার ...ান-দক্ষিণা ও যাগযজ্ঞের দ্বারা চিত্তকে প্রশান্ত কর।"[১১]

কর [illegible] ভাষণেও দ্রৌপদীর অনন্যসাধারণ তেজ ও প্রজ্ঞা লক্ষ্য করিবার বস্তু। পরিশেষে আরও অনেকের সান্ত্বনা-বচনে যুধিষ্ঠির প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। তাঁহার অভিষেক সম্পন্ন হইতেছে।

উপবেশ্য মহাত্মানং কৃষ্ণাঞ্চ দ্রুপদাত্মজাম্
জুহাব পাবকং ধীমান্ বিধিমন্ত্রপুরস্কৃতম্ ॥ শা ৪০।১৪

—পুরোহিত ধৌম্য সর্বতোভদ্র আসনে ব্যাঘ্রচর্মোপরি যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণাকে বসাইয়া মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিতে যথাবিধি আহুতি দিলেন।

বিধিমতে যুধিষ্ঠিরের অভিষেকোৎসব সম্পন্ন হইল। কৃষ্ণা প্রাধানা মহিষীর সম্মান প্রাপ্ত হইলেন।

যুধিষ্ঠিরেব অশ্বমেধ-যজ্ঞেও কৃষ্ণাই পতির সহিত দীক্ষিতা হইয়া সহধর্মিণীর কৃত্য সম্পন্ন করিয়াছেন।[১২]

গান্ধারী ও কুন্তীর সেবায় অবহিতা থাকিয়া রাজমহিষী কৃষ্ণা সুখেই দিন যাপন করিতেছেন। রাজ্যলাভের পর পনর বৎসর গত হইল। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর ও সঞ্জয় বানপ্রস্থ গ্রহণ করিয়া অরণ্যযাত্রা করিতেছেন। কাহাকেও কিছু না বলিয়া কুন্তীও তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন। পুত্রগণ কিছুতেই জননীকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিলেন না। কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে নানাবিধ উপদেশ দিতেছেন। ইহার মধ্যে বলিতেছেন—

দ্রৌপদ্যাশ্চ প্রিয়ে নিত্যং স্থাতব্যমবিকর্শন। আশ্র ১৬।১৫

—হে শত্রুতাপন, সতত দ্রৌপদীর প্রিয় কর্মসম্পাদনে অবহিত থাকিবে।

দ্রৌপদীও কাঁদিতে কাঁদিতে কিয়দ্দূর পর্যন্ত শাশুড়ীর অনুসরণ করেন এবং পরে পতিগণের সহিত ফিরিয়া আসেন। দ্রৌপদীর উপর কুন্তীর অগাধ স্নেহ ছিল। তেজস্বিনী শাশুড়ী তাঁহার এই বধূটির তেজস্বিতাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন।

কুন্তীর অরণ্য-যাত্রার কিছুকাল পরে যুধিষ্ঠির যখন জননী ও ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির দর্শনলাভের নিমিত্ত অরণ্যযাত্রা করিবেন, তখন দ্রৌপদীও যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছেন। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর প্রার্থনায় ভ্রাতৃগণ ও পুররমণীগণকে সঙ্গে লইয়াই যাত্রা করিয়াছেন।

ব্যাসদেবের যোগবলে পরলোকগত আত্মীয়স্বজন ও পুত্রাদির দর্শনলাভে দ্রৌপদীও কৃতার্থা হইলেন। প্রায় মাসাধিক কাল আশ্রমে যাপন করিয়া পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর আদেশে সপরিবারে হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে দেবর্ষি নারদের মুখে জানা গেল যে, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী যোগাসনে উপবেশন করিয়া দাবানলে দেহাহুতি দিয়াছেন।

যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন প্রাপ্তির পর পঁয়ত্রিশ বৎসর গত হইয়াছে। পরস্পর হানাহানি করিয়া যদুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। বলরাম এবং কৃষ্ণও দেহত্যাগ করিয়াছেন। নির্বিণ্ণ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের নিকট তাঁহার মহাপ্রস্থানের সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন। ভীমাদি চারি ভাই এবং দ্রৌপদীও যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যাইতে চাহিতেছেন। সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া বল্কল পরিধানপূর্বক—

ভ্রাতরঃ পঞ্চ কৃষ্ণা চ ষষ্ঠী শ্বা চৈব সপ্তমঃ।

আত্মনা সপ্তমো রাজা নির্যযৌ গজসাহ্বয়াৎ ॥ মহাপ্র ১।২৪, ২৫

—চারি ভ্রাতা ও কৃষ্ণা সহ রাজা যুধিষ্ঠির হস্তিনা হইতে যাত্রা করিলেন। একটি কুকুরও তাঁহাদের সঙ্গে চলিল।

যোগযুক্ত পতিগণের পশ্চাতে চলিয়াছেন যোগিনী কৃষ্ণা, আর কৃষ্ণার পশ্চাতে চলিয়াছে কুকুরটি। পদব্রজে নানা তীর্থ পর্যটনের পর তাঁহারা উত্তরাভিমুখে চলিতে চলিতে মহাগিরি হিমবানের দর্শন লাভ করিলেন। হিমালয় অতিক্রমকালে তাঁহারা প্রকাণ্ড একটি মরুভূমি দেখিতে পাইলেন। অতঃপর তাঁহারা মহাশৈল মেরুর সমীপবর্তী হইয়াছেন। সকলেই দ্রুতগতিতে চলিতেছেন। চলিতে চলিতে—

যাজ্ঞসেনী ভ্রষ্টযোগা নিপপাত মহীতলে। মহাপ্র ২।৩

—যোগ হইতে স্খলিতচিত্তা যাজ্ঞসেনী মহীতলে পতিত হইলেন।

ভীম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, রাজপুত্রী যাজ্ঞসেনী কখনও কোন অধর্মাচরণ করেন নাই। কি কারণে তিনি পড়িয়া গেলেন ? উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন—

পক্ষপাতো মহানস্যা বিশেষেণ ধনঞ্জয়ে।
তস্যৈতৎ ফলমদ্যৈষা ভুঙ্‌ক্তে পুরুষসত্তম ॥ মহাপ্র ২।৬

—ধনঞ্জয়ের প্রতি ইঁহার বিশেষ পক্ষপাত ছিল। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আজ ইনি সেই পক্ষপাতেরই ফল ভোগ করিলেন।

ভূপতিতা কৃষ্ণার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই পাণ্ডবগণ চলিতে লাগিলেন। এই পতনই কৃষ্ণার মহাপ্রস্থান।

জীবনী আলোচনায় দেখা যায়—যজ্ঞাগ্নিসম্ভূতা মহীয়সী কৃষ্ণা চিরদিনই ক্ষাত্রতেজের প্রতিমূর্তি। তাঁহার প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও দৈহিক শক্তি অসামান্য। ভক্তিমতী ও সহিষ্ণু এই নারী কখনও আপন কর্তব্যে অবহেলা করেন নাই। দৈবক্রমে পাঁচ-জন বীরপুরুষকে পতিত্বে বরণ করিয়াও তিনি পতিব্রতার আদর্শ-স্থানীয়া।

তাঁহার অর্জুন-পক্ষপাত দোষেব বলিয়া আমরা মনে করি না। কারণ, তিনি অর্জুনেরই বীর্যশুল্কা। স্বয়ংবর-সভায়' পরীক্ষোত্তীর্ণ অর্জুনের কণ্ঠেই তিনি বরমাল্য অর্পণ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি তাঁহার তাদৃশ প্রীতি সম্ভবপর নহে। তথাপি তিনি তাঁহাদের প্রতি যতটুকু কর্তব্য পালন করিয়াছেন, তাহাতেই আমাদের বিস্ময় জাগে। অর্জুনকে আরও অধিক ভালবাসিলেও বিস্ময়ের কারণ ছিল না।

এই পুণ্যশীলা নারীর নাম স্মরণ করিলে পাপরাশি বিনষ্ট হয় বলিয়া হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন।

---

১ আদি ১৮৮তম অ।
২ আদি ১৯১।১—১৪
৩ আদি ১৬৯তম অ।
৪ আদি ১৯৪তম অ।
৫ আদি ১৯৭তম অ।
৬ আদি ১৯৬।১৪—১৮
৭ আদি ১৯৮তম অ।
৮ আদি ২২২।২৩—৩৩
৯ সভা ৭২তম অ।
সভা ১১।২৬—২৮
১০ সভা ৭৭।১১
১১ সভা ৮০।১৯—২১
১২ সভা ৮১।২০—২২
১৩ সভা ৬৯।১০। উ ৮২।২১
অশ্ব ৮৭।১২
১৪ বন ২৩২তম অ।
১৫ বি ১৬শ অ।
১৬ বি ২৪শ অ।
১৭ সৌ ১০।২৮। সৌ ১১।৫
১৮ সৌ ১৬শ অ।
১৯ শা ১৪শ অ।
২০ অশ্ব ৮৯।২

সুভদ্রা

বসুদেবের কন্যার নাম সুভদ্রা। সুভদ্রা কৃষ্ণের বৈমাত্র ভগিনী। তাঁহার জননীর নাম রোহিণী এবং বলরাম তাঁহার সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।[১]

সুভদ্রা অতি সুন্দরী ছিলেন। যুধিষ্ঠির সহ অবস্থান কালে দ্রৌপদীর শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিতে বাধ্য হুইয়া অর্জুন পূর্বস্থাপিত নিয়ম অনুসারে দ্বাদশ বৎসরের ম্যাদে গৃহত্যাগ করেন। এই সময়ে ব্রহ্মচর্য পালন-পূর্বক অরণ্যবাসের কথা ছিল। পরন্তু অর্জুন তাহা যথারীতি পালন করেন নাই। নানা দেশ ভ্রমণের পর অর্জুন প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া কৃষ্ণ তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন। সেখান হইতে অর্জুনকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ সুরম্য রৈবতক-পর্বতে বাস করিতে যান। কয়েক দিন পর বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণের একটি বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে রৈবতক মুখরিত হইয়া উঠিল।

সখীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সুভদ্রাও সেই উৎসবে যোগ দিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই অর্জুন মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ অর্জুনের মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছেন। কৃষ্ণের পরিহাসে অর্জুন তাঁহার বাসনা গোপন রাখিতে পারেন নাই। অর্জুন সুভদ্রাকে পাইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে কৃষ্ণ কহিলেন যে, স্বয়ংবর-সভা আহ্বান করিলে কি হইবে বলা যায় না। বীর ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে বলপূর্বক হরণ করাই প্রশস্ত। অতএব অর্জুন সেই পথ অবলম্বন করিলেই তাঁহার মনস্কাম সিদ্ধ হইবে। তখনই অর্জুন যুধিষ্ঠিরের অনুমতিলাভের নিমিত্ত ইন্দ্রপ্রস্থে লোক পাঠাইলেন। যুধিষ্ঠিরও সানন্দে অনুমতি দিয়াছেন।

কৃষ্ণের রথ লইয়া অর্জুন মৃগয়ার ছলে রৈবতকের আশে-পাশে ঘুরিতেছেন। এদিকে সুভদ্রা রৈবতকে পূজা-অর্চাদি সম্পন্ন করিয়া দ্বারকায় যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে অর্জুন তাঁহাকে বলপূর্বক রথে তুলিয়া লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে যাত্রা করেন। তখনই দ্বারকাতে এই সংবাদ পৌঁছিল এবং রণভেরী বাজিয়া উঠিল। কৃষ্ণ চুপ করিয়া আছেন। অর্জুনের এই আচরণ বৃষ্ণ্যন্ধকবংশের বিশেষ অপমানজনক বোধ করিয়া বলরাম ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণকে সঙ্গে লইয়া অর্জুনকে আক্রমণ করাই তিনি স্থির করিলেন।[২]

কৃষ্ণ নানা কথায় বলরামকে বুঝাইয়া শান্ত করেন। সকলে মিলিয়া পরম সমাদরে সুভদ্রার সহিত অর্জুনকে দ্বারকায় ফিরাইয়া আনিয়াছেন। বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইল। সুভদ্রা অর্জুনের মামাতো ভগিনী ছিলেন, এবার ভার্যা হইলেন। বৎসরাধিক কাল পরম সুখে দ্বারকায় বাস করিয়া অর্জুন সুভদ্রাকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে চলিয়া যান।

সুভদ্রাং ত্বরমাণশ্চ রক্তকৌশেয়বাসিনীম্।
পার্থঃ প্রস্থাপয়ামাস কৃত্বা গোপালিকা-বপুঃ॥ আদি ২২১।১৯

—লাল শাড়ী পরাইয়া অর্জুন গোপবালিকার বেশে সুভদ্রাকে প্রথমেই অন্তঃপুরে পাঠাইলেন।

দ্রৌপদীর ভয়েই সম্ভবতঃ অর্জুন সুভদ্রাকে বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি দেন নাই। সুভদ্রা প্রথমে

কুন্তীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণ করেন এবং তারপর

ববন্দে দ্রৌপদীং ভদ্রা প্রেষ্যাহমিতি চাব্রবীৎ। আদি ২২১।২৩

—দ্রৌপদীকে প্রণাম করিয়া তিনি কহিলেন—'আমি তোমার পরিচারিকা'।

দ্রৌপদীও ভদ্রাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—'তোমার পতি শত্রুহীন হউন'। দ্রৌপদীর সহিত প্রথম দর্শনেই সুভদ্রার বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

বলরাম ও কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া প্রভূত যৌতুক দানে অর্জুনকে সম্মানিত করিয়াছেন।

যথাকালে সুভদ্রা একটি পুত্রের জননী হইয়াছেন। এই পুত্রই সুদর্শন মহাবীর অভিমন্যু।[৩]

সুভদ্রা দ্রৌপদীর একান্ত অনুগতা। দ্রৌপদীও তাঁহাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখেন।[৪]

পাণ্ডবগণের বনবাসের সময় পুত্র সহ সুভদ্রা তাঁহার পিত্রালয়ে বাস করিতেছিলেন। অভিমন্যুর বিবাহের সময় তিনিও উপপ্লব্যে গিয়াছেন।[৫]

মহাযুদ্ধের সময় সুভদ্রা ও উত্তরা কুরুক্ষেত্রের শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন বলিয়াই মনে হয়। অভিমন্যুর নিধনের পর অর্জুন কৃষ্ণকে কহিয়াছেন—

আশ্বাসয় সুভদ্রাং ত্বং ভগিনীং স্নুষয়া সহ। দ্রো ৭৫।৯

—তুমি বধূ উত্তরা ও তোমার ভগিনী সুভদ্রাকে আশ্বস্ত কর।

কৃষ্ণ অর্জুনের গৃহে (শিবিরে) গমন করিয়া সময়োচিত সান্ত্বনাবচনে ভগিনীর শোকাপনোদনের চেষ্টা করেন। দ্রৌপদী এবং উত্তরাকেও সেই স্থানে দেখা যায়।[৬] (দ্রৌপদী কি অভিমন্যুর নিধনবার্তা শুনিয়া উপপ্লব্য হইতে কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছেন? তিনি তো মহাযুদ্ধের সময়ে উপপ্লব্যেই ছিলেন।[৭])

সুভদ্রার পৌত্র পরিক্ষিৎ অশ্বত্থামার অস্ত্রে প্রাণহীন অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইলে পর কুন্তী সুভদ্রা দ্রৌপদী প্রমুখ নারীগণ করুণ বিলাপ করিতে করিতে কৃষ্ণের শরণাপন্না হইয়াছিলেন। সেইখানে দেখা যাইতেছে যে, সুভদ্রাও কৃষ্ণকে সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর বলিয়াই জানিতেন।[৮]

প্রৌঢ় বয়সেও সুভদ্রার চেহারা অতি মনোহর। তাঁহার বর্ণ কাঁচা সোনার মত। চন্দ্রের লাবণ্য যেন তাঁহার দেহকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে।[৯]

আশ্রমস্থিতা তাপসী শাশুড়ীকে দেখিবার নিমিত্ত সুভদ্রাও দ্রৌপদীর সহিত গিয়াছিলেন এবং ব্যাসদেবের কৃপায় পরলোকগত পুত্রকে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

হস্তিনার সিংহাসন-প্রাপ্তির পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে দ্রৌপদী সহ পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান করিবেন। পরিক্ষিৎকে হস্তিনার সিংহাসনে এবং যদুবংশীয় বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া যুধিষ্ঠির সুভদ্রার হাতে তাঁহাদিগকে সঁপিয়া দিয়া কহিলেন—'তুমি ইহাদিগকে রক্ষা করিবে। তোমার চিত্ত যেন অধর্ম-পথে না যায়'।[১০]

অতঃপর সুভদ্রা সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না।

---

১ আদি ২১৯।১৭
২ আদি ২২০তম অ।
৩ আদি ২২১তম অ।
৪ আদি ২২২।২৩
৫ বি ৭২।২২
৬ দ্রো ৭৬।৪৩
৭ সৌ ১১।৫
৮ অশ্ব ৬৭তম অ।
৯ আশ্র ২৫।১০
১০ মহাপ্র ১।৯

অন্যান্য পাণ্ডবভার্যা ও কৌরবভার্যাগণ

দেবিকা—যুধিষ্ঠিরের ভার্যা। দেবিকা ছিলেন—গোবাসন শৈব্যের দুহিতা। স্বয়ংবর-সভায় তিনি যুধিষ্ঠিরকে বরণ করেন। দেবিকার পুত্রের নাম ছিল—'যৌধেয়'।[১] কুরুক্ষেত্রে তিনি অশ্বত্থামার হাতে নিহত হন। দেবিকা সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না।

হিড়িম্বা—ভীমের ভার্যা। ভীমের রূপে ও বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া রাক্ষসবংশসম্ভূতা হিড়িম্বভগিনী হিড়িম্বা বনমধ্যে ভীমকে কামনা করেন। মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতিক্রমে ভীম রাক্ষসীর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। হিড়িম্বার গর্ভজাত ভীমতনয়ের নাম 'ঘটোৎকচ'। ঘটোৎকচ মহাযুদ্ধে কর্ণকর্তৃক নিহত হন। পূর্বের শর্ত অনুসারে পুত্রের জন্মের পরে হিড়িম্বার সহিত ভীমের আর সম্পর্ক ছিল না।[২]

বলন্ধরা—কাশীরাজের দুহিতা এবং ভীমসেনের ভার্যা। ভীম বীরত্ব প্রদর্শনপূর্বক বলন্ধরাকে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ, বলা হইয়াছে যে, বলন্ধরা ভীমের 'বীর্যশুল্কা'। বলন্ধরার পুত্রের নাম ছিল 'সর্বগ'। তিনিও মহাযুদ্ধে নিহত হন।[৩]

কালী—মদ্ররাজ শল্যের ভগিনী। তিনিও ভীমের ভার্যা। কালীর পুত্রের নাম ছিল—'সর্বগত'।[৪] তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পঞ্চত্ব লাভ করেন।

কালী অতিশয় সুন্দরী ছিলেন। আশ্রমবাসিনী তাপসী কুন্তীকে দেখিবার নিমিত্ত তিনিও গিয়াছেন। তখন তাঁহার চেহারা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

প্রবৃদ্ধনীলোৎপলদামবর্ণা। আশ্র ২৫।১২

—প্রস্ফুটিত নীলোৎপলের মালা বা স্তবকের বর্ণের ন্যায় কালীর গাত্রবর্ণ।

উলূপী—ঐরাবত-কুলোৎপন্ন নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা। ঐরাবত এই সুন্দরী কন্যাটিকে বিবাহ দিয়াছিলেন। অল্পদিন মধ্যেই উলূপীর স্বামী সুপর্ণ কর্তৃক অপহৃত হন। অনপত্যা যুবতী উলূপী পাতালে পিত্রালয়েই বাস করিতে থাকেন। পতিহীনা উলূপী নিতান্ত মনোদুঃখে কাল যাপন করিতেছেন। তাঁহার সকল আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ রহিয়াছে।[৫]

দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠিরের শয়নমন্দিরে রাত্রিকালে প্রবেশ করিতে বাধ্য হওয়ায় পূর্বস্থাপিত নিয়ম অনুসারে অর্জুনকে বার বৎসর ব্রহ্মচর্য পালনপূর্বক অরণ্যে বাস করিতে হইবে। তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছেন। অনেক তীর্থ ভ্রমণের পর অর্জুন গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বার) উপস্থিত হইলেন। একদিন গঙ্গায় স্নান-তর্পণ সমাপনান্তে তীরে উঠিবার কালে কামমোহিতা উলূপী তাঁহাকে জলের ভিতরে টানিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। উলূপীর অমিত শক্তিতে নাগলোকে উপনীত অর্জুন কৌরব্যগৃহে অগ্নিশালা দেখিতে পাইয়া সেই অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। তারপর হাসিমুখে অর্জুন উলূপীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি উদ্দেশ্যে তাঁহাকে নাগলোকে আনা হইয়াছে। উলূপী আপন পিতৃপরিচয় দিয়া কহিতেছেন—'হে মহাবাহো, তোমার স্নানকালে তোমাকে দেখিয়াই আমি মোহিতা হইয়াছি। তোমাকে পতিরূপে পাইতে বাসনা।'

অর্জুন তাঁহার প্রতিজ্ঞা ও ব্রহ্মচর্যের কথা প্রকাশ করিয়া কহিলেন—'হে নাগকন্যে, কি উপায়ে তোমার বাসনা-পূরণ ও ব্রহ্মচর্য-পালন সম্ভবপর হইতে পারে—তাহা বল। তোমার বাসনা পূর্ণ করিতে আমি প্রস্তুত আছি।'

উলূপী কহিলেন—'হে পাণ্ডব, তোমার এই ব্রতের বিষয় আমার জানা আছে। দ্রৌপদী সম্বন্ধেই তোমার ব্রহ্মচর্যব্রত পালিত হউক, আমার বাসনা পূরণ করিলে ব্রতভঙ্গ হইবে না। আমি তোমার শরণাগতা, শরণাগতা নারীর জীবন রক্ষা করিলে ধর্মই হইবে।'

উলূপীর কাতর প্রার্থনায় অর্জুন সেই রাত্রি কৌরব্যভবনে যাপন করিয়া পরদিন উলূপী সহ গঙ্গাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। বিদায় গ্রহণের সময় উলূপী তাঁহার প্রিয়তমকে বর দিলেন যে, অর্জুন জলে অজেয় হইবেন এবং জলচর জন্তুগণ তাঁহার বশ্য থাকিবে। এই বর দিয়া উলূপী পিতৃগৃহে চলিয়া গিয়াছেন। কিছুকাল পরে উলূপী একটি সর্বাঙ্গসুন্দর পুত্র লাভ করিলেন। সেই ক্ষেত্রজ পুত্রের নাম 'ইরাবান্'।[৬]

ইরাবান্ উলূপীর পূর্ব পতির ক্ষেত্রজ পুত্র হইলেও উলূপী পুত্রপ্রাপ্তির পরেও অর্জুনের সহিত সম্পর্ক ছেদ কবেন নাই। যদিও আর তিনি সন্তানবতী হন নাই, তথাপি চিরদিনই অর্জুনকে পতিরূপে জ্ঞান করিয়াছেন। অর্জুনও

ভার্য্যার্থিং তাঞ্চ জগ্রাহ পার্থঃ কামবশানুগাম্। ভী ৯০।৯

—কামবশে অনুগতা উলূপীকে ভার্যারূপেই গ্রহণ করিয়াছেন।

তখনকার সামাজিক বিচারে এই ঘটনাটির ঠিক ঠিক সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইরাবানের পিতৃব্য অশ্বসেন অর্জুনের প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন। এইহেতু অর্জুনতনয় ইরাবান্‌কে তিনি তাঁহার গৃহে স্থান দেন নাই। রূপবান্ শক্তিশালী ইরাবান্ অর্জুনের ইন্দ্রলোকে অবস্থিতির কালে সেইখানে উপস্থিত হইয়া অর্জুনের নিকট আত্মপরিচয় দেন। তখনও ইরাবান্‌কে বলিতে শোনা যায়—

পুত্রশ্চাহং তব প্রভো। ভী ৯০।৩০

—প্রভো, আমি তোমার পুত্র ইরাবান্।

অর্জুন পুত্রকে স্নেহালিঙ্গন করিয়া কহিয়াছেন—'বৎস, কৌরবদের সহিত আমাদের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তুমি আমাদের সাহায্য করিবে'।

মহাযুদ্ধের অষ্টম দিবসে রাক্ষস আর্যশৃঙ্গির বাণে ইরাবানের মস্তক দেহচ্যুত হইল।[৭]

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্বকে লইয়া অর্জুন যাত্রা করিয়াছেন। নানা দেশ জয় করিয়া তিনি মণিপুরে উপস্থিত হইলে তাঁহার পুত্র বভ্রুবাহন ভক্তিভরে পিতাকে অভ্যর্থনা করেন। যুদ্ধকাম অর্জুন পুত্রের আচরণকে কাপুরুষোচিত মনে করিয়া পুত্রকে ধিক্কার দিলেন।

তমেবমুক্তং ভর্ত্রা তু বিদিত্বা পন্নগাত্মজা।
অমৃষ্যমাণা ভিত্ত্বোর্ব্বীমুলূপী সমুপাগমৎ ॥ ইত্যাদি। অশ্ব ৭৯।৮—১২

—ভর্তা অর্জুন বভ্রুবাহনকে তিরস্কার করিতেছেন জানিতে পারিয়া নাগকন্যা উলূপী তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া পৃথ্বী বিদারণপূর্বক সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি বভ্রুবাহনের নিকট নিজেকে মাতৃরূপে পরিচয় দিয়া কহিলেন—'বৎস, যুদ্ধার্থী পিতাকে যুদ্ধ দ্বারাই পরিতৃপ্ত কর। তাহাতেই তোমার ধর্মপালন হইবে'।

বিমাতার পরামর্শে বভ্রুবাহন অগত্যা পিতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সেই যুদ্ধে পুত্রের বাণে মূর্ছিত হইয়া অর্জুন ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন। বভ্রুবাহনও নিজেকে পিতৃহন্তা মনে করিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। ব্যাপার শুনিয়া বভ্রুবাহনের জননী চিত্রাঙ্গদা সেইস্থলে

উপস্থিত হইয়া অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। পিতার সহিত পুত্রকে যুদ্ধে উৎসাহিত করার জন্য তিনি উলূপীকে তিরস্কার করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বভ্রুবাহনও নিজেকে অতিপাতকী মনে করিয়া করুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন। উৎসাহ দানের জন্য তিনিও বিমাতাকে কম তিরস্কার করেন নাই। উলূপী নাগলোকে সঞ্জীবন-মণিকে স্মরণ করিতেই মণিটি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তিনি পুত্রকে আশ্বাস দিয়া সেই মণিটি অর্জুনের বুকের উপর স্থাপন করিতে কহিলেন। বভ্রুবাহন তাহা করিবামাত্র অর্জুন নিদ্রোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিয়াছেন। এবার সকলেই আনন্দিত। পরে উলূপীর মুখে সকলেই জানিতে পারিলেন যে, শিখণ্ডীকে পুরোভাগে রাখিয়া ভীষ্মকে রথ হইতে পাতনের জন্য বসুগণ গঙ্গার অনুমোদন-ক্রমে অর্জুনকে নরকবাসের অভিসম্পাত দেন। উলূপী সেই শাপবাক্য শুনিতে পাইয়া তাঁহার পিতাকে জানান। পিতা কৌরব্য শাপমোচনের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ বসুগণের নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করিলে বসুগণ কহিয়াছেন যে, পুত্র বভ্রুবাহনের বাণে রণভূমিতে লুটাইয়া পড়িলে অর্জুন শাপমুক্ত হইবেন। এই কারণেই উলূপী পুত্র বভ্রুবাহনকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন।

অশ্বমেধ-যজ্ঞে উলূপী, চিত্রাঙ্গদা ও বভ্রুবাহনকে আমন্ত্রণ জানাইয়া অর্জুন বিদায় গ্রহণ করিলেন।[৮] যথাসময়ে বভ্রুবাহন চিত্রাঙ্গদা ও উলূপীকে লইয়া হস্তিনায় উপস্থিত হইয়াছেন। কুন্তী, দ্রৌপদী এবং সুভদ্রার আদর-যত্নে উলূপী ও চিত্রাঙ্গদা বিশেষ আপ্যায়িত হন।[৯]

সেই যজ্ঞের পর বভ্রুবাহন মণিপুরে ফিরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু উলূপী ও চিত্রাঙ্গদা হস্তিনাতেই রহিয়া গেলেন। দ্রৌপদী ও সুভদ্রার সহিত তাঁহারাও গান্ধারীর সেবায় নিত্য অবহিত আছেন।[১০]

তাপসী কুন্তীর দর্শন-মানসে তাঁহারাও আশ্রমে গিয়াছিলেন এবং ব্যাসদেবের প্রসাদে উলূপীও পরলোকগত পুত্রের দেখা পাইয়াছেন। সেই বয়সেও উলূপীর গাত্রবর্ণ কাঁচা সোনার মত।[১১]

ইহার পর পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থানের সময় পর্যন্ত উলূপী হস্তিনার অন্তঃপুরেই বাস করিয়াছেন। দ্রৌপদী সহ পাণ্ডবগণের যাত্রার পরমুহূর্তে—

বিবেশ গঙ্গাং কৌরব্য উলূপী ভুজগাত্মজা। মহাপ্র ১।২৭

—হে কৌরব্য (জনমেজয়), ভুজগাত্মজা উলূপী গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করিলেন।

চিত্রাঙ্গদা—উলূপীর প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া অর্জুন নানা দেশ পর্যটনের পর মণিপুরে (দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে) উপস্থিত হইয়াছেন। সেখানকার অধিপতি চিত্রবাহনের সহিত দেখা করিতে গিয়া রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে দেখিতে পাইয়াই অর্জুন তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। চিত্রবাহনের নিকট আত্মপরিচয় দিয়া তিনি রাজকন্যাকে প্রার্থনা করিয়াছেন। চিত্রবাহন কহিলেন যে, এই কন্যাটি তাঁহার একমাত্র সন্তান। সুতরাং ভবিষ্যতে চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত পুত্রই মাতামহের পারলৌকিক কৃত্য করিবে এবং মাতামহের পুত্রিকাপুত্ররূপে গণ্য হইবে। অর্জুন এই শর্তে সম্মত হইলেই তিনি সানন্দে কন্যাদান করিবেন। অর্জুন সম্মত হইলেন এবং চিত্রাঙ্গদাকে ভার্যারূপে গ্রহণ করিয়া তিন বৎসর মণিপুরে অবস্থান করিলেন। চিত্রাঙ্গদা একটি পুত্র কোলে পাইয়াছেন। তাহার নাম 'বভ্রুবাহন'। সমাতৃক বভ্রুবাহন মাতামহের গৃহেই থাকিয়া গেলেন।[১২]

তিন বৎসর পরে অর্জুন অনেক তীর্থ ভ্রমণান্তে চিত্রাঙ্গদা ও পুত্রটিকে দেখিবার নিমিত্ত আবার মণিপুরে গিয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের সময় পুনরায় দেখা হইবে—চিত্রাঙ্গদাকে এই আশ্বাস দিয়া অর্জুন তীর্থভ্রমণে যাত্রা করেন।[১৩]

চিত্রাঙ্গদা অতিশয় রূপবতী। তাঁহাকে দেখিবা-মাত্র অর্জুন মুগ্ধ হইয়াছেন।

চিত্রাঙ্গদা চৈব নরেন্দ্রকন্যা
যৈষা সবর্ণার্দ্রমধুকপুষ্পৈঃ। আশ্র ২৫।১১

—রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার দেহের বর্ণ আর্দ্র মধুক (মহুয়া) ফুলের মত।

চিত্রাঙ্গদার সম্বন্ধে পরবর্তী ঘটনাগুলি উলূপীর জীবনীতেই আলোচিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞে কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদির আদর-যত্নে বভ্রুবাহন বিশেষভাবে আপ্যায়িত হন। পিতামহী, পিতৃব্যগণ ও পিতার প্রদত্ত বহুমূল্য স্নেহোপহার লাভ করিয়া বভ্রুবাহন মণিপুরে ফিরিয়া গিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদা অতঃপর দীর্ঘকাল হস্তিনায়ই বাস করেন। পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থানের পর

চিত্রাঙ্গদা যযৌ চাপি মণিপূরপুরং প্রতি। মহাপ্র ১।২৮

—চিত্রাঙ্গদা মণিপুরে যাত্রা করিলেন।

করেণুমতী—চেদিরাজ শিশুপালের কন্যা। ধৃষ্টকেতুর ভগিনী। নকুল তাঁহাকে ভার্যারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। করেণুমতীর একটি পুত্র ছিল। তাঁহার নাম ছিল 'নিরমিত্র'।[১৪] নিরমিত্রও কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে নিহত হন।

কমলায়তনেত্রা ইন্দীবরশ্যামতনু করেণুমতী অপরূপ সুন্দরী ছিলেন।[১৫] পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থানের পর তিনি পরিক্ষিতের রাজ্যে সুভদ্রার সহিত বাস করেন।[১৬]

বিজয়া—মদ্ররাজ শল্যের দুহিতা। নকুল ও সহদেবের মামাতো ভগিনী; স্বয়ংবর-সভায় বিজয়া সহদেবের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। পুত্রের নাম 'সুহোত্র'। সুহোত্রও মহাযুদ্ধে নিহত হন।[১৭]

জরাসন্ধসুতা—মগধাধিপ জরাসন্ধের একজন কন্যাও সহদেবের ভার্যা ছিলেন। তাঁহার নাম জানা যায় না। তিনি ছিলেন—'চম্পকদামগৌরী'। অর্থাৎ চাঁপাফলের মালা বা স্তবকের মত গৌরবর্ণা।[১৮]

পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থানের পর সহদেবের উভয় ভার্যাই সুভদ্রার সহিত বাস করিতেছিলেন।[১৯]

উল্লিখিত পাণ্ডবভার্যাগণের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। দ্রৌপদীই ছিলেন পঞ্চ পাণ্ডবের সহধর্মিণী বা পত্নী, অন্যেরা ভার্যামাত্র।

দুর্যোধনাদি একশত ভ্রাতার প্রত্যেকেই বিবাহিত ছিলেন এবং প্রত্যেকেরই পুত্রাদি ছিল।[২০]

মহাযুদ্ধের পর পতিপুত্রহীনা বিধবাগণই শুধু রহিয়া গেলেন। তাঁহাদের করুণ বিলাপধ্বনিতে মহাশ্মশান মুখরিত।

কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদ রাজপুরনগরে তাঁহার কন্যার স্বয়ংবরসভা আহ্বান করেন। অনেক রাজা ও রাজপুত্র পাণিপ্রার্থিরূপে উপস্থিত হইয়াছেন। ধাত্রী সহ রাজকন্যা স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত হইয়া একে একে অনেকেরই পরিচয় শুনিয়া তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। দুর্যোধনের সমীপে উপস্থিত হইয়াও তাঁহাকে লঙ্ঘন করায় অভিমানী দুর্যোধনের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। তিনি বলপূর্বক রাজকন্যাকে রথে তুলিয়া লইলেন এবং আক্রমণকারী রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়া হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলেন।[২১] এই রাজকন্যাই দুর্যোধনের পত্নী। দুর্যোধনের ও গান্ধারীর বিলাপ হইতে জানা যায়—কুরুরাজপত্নী সুন্দরী ছিলেন।[২২] মহাভারতে তাঁহার নাম পাওয়া যায় না (বেণীসংহার নাটকে 'ভানুমতী'—এই নাম দেখা যায়।) তাঁহার পুত্রের নাম ছিল—'লক্ষ্মণ' এবং কন্যার নাম ছিল—'লক্ষ্মণা'।

দ্রৌপদীর ঐশ্বর্য দর্শনে কৌরবভার্যাগণ ঈর্ষান্বিতা হইয়াছিলেন।[২৩] দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর লাঞ্ছনাকালে এবং দ্রৌপদীর অরণ্যযাত্রার সময় তাঁহাদিগকে কাঁদিতেও দেখা যায়।[২৪]

---

১ আদি ৯৫।৭৬
২ আদি ১৫৫তম অ।
৩ আদি ৯৫।৭৭
৪ শ্রীমদ্ভাগবত ৯।২২।৩১
৫ ভী ৯০।৭, ৮
৬ আদি ২১৪তম অ।
৭ ভী ৯০।৭৭
৮ অশ্ব ৮০তম ও ৮১তম অ।
৯ অশ্ব ৮৮।২—৫
১০ আশ্র ১।২৩—২৫
১১ আশ্র ২৫।১১
১২ আদি ২১৫তম অ।
১৩ আদি ২১৭তম অ।
১৪ আদি ৯৫।৭৯
১৫ আশ্র ২৫।১৪
১৬ মহাপ্র ১।২৮
১৭ আদি ৯৫।৮০
১৮ আশ্র ১।২৪। আশ্র ২৫।১৩
১৯ মহাপ্র ১।২৮
২০ আদি ১১৭।১৭। আশ্র ২৫।১৬
২১ শা ৪র্থ অ।
২২ শল্য ৬৪।৩৭। স্ত্রী ১৮।৫। স্ত্রী ১৭।২৫
২৩ সভা ৫৭।৩৩
২৪ সভা ৭৯।৩৩

উত্তরা

মৎস্যরাজ বিরাটের দুহিতার নাম ছিল—উত্তরা। অজ্ঞাতবাসের সময় অর্জুন ক্লীববেশে বৃহন্নলা নাম ধারণ করিয়া বিরাটপুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন। নৃত্যগীতে কুশল বলিয়া বৃহন্নলা আপনার পরিচয় দিলে মৎস্যরাজ পরীক্ষার দ্বারা তাঁহার ক্লীবত্বে নিঃসংশয় হইয়া উত্তরা ও তাঁহার সখীগণের সঙ্গীত-শিক্ষকরূপে বৃহন্নলাকে নিযুক্ত করিলেন।

স শিক্ষয়ামাস চ গীতবাদিতং
সুতাং বিরাটস্য ধনঞ্জয়ঃ প্রভুঃ। ইত্যাদি। বি ১১।১২, ১৩

—অভিজ্ঞ ধনঞ্জয় বিরাটের কন্যা ও তাঁহার সখীগণকে গীতবাদিত শিখাইতে লাগিলেন।

উত্তরার চেহারা অতি মনোহর। পদ্মপলাশের ন্যায় তাঁহার নেত্রযুগল, বিদ্যুতের ন্যায় অথবা তপ্ত সুবর্ণের ন্যায় তাঁহার গাত্রবর্ণ।[১]

কৌরবগণ কর্তৃক বিরাটের গোহরণের সময় উত্তরার অনুরোধে বৃহন্নলা উত্তরের সারথ্য স্বীকার করেন। এই ব্যাপারে বৃহন্নলারও ইচ্ছা ছিল। বৃহন্নলার যাত্রাকালে উত্তরা ও তাঁহার সখীগণ কহিলেন—'বৃহন্নলে, ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখ বীরগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের মনোজ্ঞ বস্ত্রগুলি আমাদের পুতুল-খেলার নিমিত্ত আনিবে'।[২]

উত্তরা যৌবনে পদার্পণ করিলেও তাঁহার মন যেন শিশুর মতই রহিয়া গিয়াছে। বৃহন্নলা উত্তরার কথা স্মরণ রাখিয়াছিলেন এবং বীরদের বস্ত্র আনিয়া উত্তরাকে উপহার দিয়াছিলেন।[৩]

অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। পাণ্ডবগণ আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। পুত্রের মুখে অর্জুনের অসামান্য বীরত্বের বর্ণনা শুনিয়া মৎস্যরাজ অর্জুনকে কন্যাদান করিতে চাহিলে অর্জুন তাহা অনুচিত বিবেচনা করেন। তিনি তাঁহার ছাত্রী রাজকন্যা উত্তরাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণের প্রস্তাব করিলে বিরাট সানন্দে সম্মত হইলেন। মহাধুমধামে অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ হইয়া গেল[৪]

মাত্র ছয় মাস পরেই[৫] কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে যুবক অভিমন্যু নিহত হইলেন। উত্তরা তখন সন্তানসম্ভবা। অশ্বত্থামার অভিমন্ত্রিত ব্রহ্মাস্ত্র তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানকে বিদ্ধ করিয়াছে। উত্তরার দুর্ভাগ্যের যেন শেষ নাই। মহাশ্মশানে পতির ক্ষতবিক্ষত শবদেহ দেখিয়া উত্তরা করুণ বিলাপ করিতেছেন। তাঁহার সেই বিলাপে পাষাণও বুঝি গলিয়া যায়।[৬]

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞ উপলক্ষ্যে কৃষ্ণ হস্তিনায় আসিয়াছেন। এই সময়ে উত্তরা একটি মৃত পুত্র প্রসব করিলেন। প্রথমতঃ মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়াই সমস্ত যেন নিঃশব্দ হইয়া গেল। কৃষ্ণ ব্যস্ত হইয়া সাত্যকি সহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কুন্তী সুভদ্রা দ্রৌপদী প্রমুখ পুরনারীগণ কৃষ্ণকে দেখিয়াই কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন। কৃষ্ণ সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিলে উত্তরা করুণ বিলাপ করিয়া প্রার্থনা জানাইতেছেন—

বার্ষ্ণেয় মধুহন্ বীর শিরসা ত্বাং প্রসাদয়ে।

দ্রোণপুত্রাস্ত্রনির্দ্দগ্ধং জীবয়েনং মমাত্মজম্ ॥ ইত্যাদি। অশ্ব ৬৮।১৩—২৪
—হে বার্ষ্ণেয়, হে মধুসূদন, হে বীর, তোমার চরণে মাথা রাখিয়া প্রার্থনা করিতেছি—দ্রোণপুত্রের অস্ত্রদগ্ধ আমার পুত্রটিকে প্রাণদান কর। প্রভো, মনে ছিল, পুত্রকে কোলে লইয়া তোমাকে প্রণাম করিব। আমার সেই আশা বিফল হইল। তোমার ভাগিনেয় তোমার বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। তাঁহার পুত্রের দশা দেখ।

এই বলিয়া উত্তরা পুনঃ পুনঃ মূর্ছিতা হইতেছেন, আর নারীদের করুণ বিলাপে সূতিকাগৃহও যেন কাঁদিতেছে।

কৃষ্ণ তাঁহার যোগজ প্রভাবে শিশুর দেহে প্রাণ-সঞ্চার করিতেই শিশুটি নড়িয়া উঠিল। সকলেই 'ধন্য ধন্য' করিতে লাগিলেন।

উত্থায় চ যথাকালমুত্তরা যদুনন্দনম্।
অভ্যবাদয়ত প্রীত্যা সহ পুত্রেণ ভারত ॥ অশ্ব ৭০।৯

—হে ভারত (জনমেজয়), যথাকালে উঠিয়া পুত্রকে কোলে লইয়া উত্তরা কৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন।

পরিক্ষীণ বংশে জাত বলিয়া কৃষ্ণ তখনই শিশুটির নাম রাখিলেন—'পরিক্ষিৎ'। বিষ্ণু (কৃষ্ণ) কর্তৃক রক্ষিত (প্রাণপ্রাপ্ত) বলিয়া পরে পরিক্ষিৎ 'বিষ্ণুরাত' নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

আশ্রমবাসিনী কুন্তী, তপস্বী ধৃতরাষ্ট্র এবং তাপসী গান্ধারীকে দেখিবার নিমিত্ত উত্তরাও সকলের সহিত আশ্রমে গিয়াছেন। সেখানে ব্যাসদেবের প্রসাদে পরলোকগত পিতা, ভ্রাতা ও স্বামীর দর্শনলাভে তিনিও কৃতার্থা হইয়া মহর্ষির প্রসাদেই গঙ্গায় ডুব দিয়া পতিলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[৭]

---

১ বি ৩৭।১—৫। আশ্র ২৫।১৫
২ বি ৩৭।২৮, ২৯
৩ বি ৬৬।১২, ১৩
৪ বি ৭২তম অ।
৫ স্ত্রী ২০।২৮
৬ স্ত্রী ২০শ অ।
৭ আশ্র ৩৩শ অ।

সুদেষ্ণা

উত্তরার জননী বিরাটমহিষী সুদেষ্ণার চরিত্রও আলোচনার যোগ্য। সুদেষ্ণা ছিলেন—কেকয়রাজের কন্যা। এইজন্য তাঁহাকে কৈকেয়ীও বলা হইত।[১]

দ্রৌপদী সৈরন্ধ্রীবেশে বিরাটপুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন। রাজমহিষী প্রাসাদ হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ডাকাইয়া নিকটে আনাইলেন। সৈরন্ধ্রীর মুখে যদিও সুদেষ্ণা শুনিতে পাইলেন যে, সৈরন্ধ্রী একজন কর্মপ্রার্থিনী পরিচারিকা, তথাপি সৈরন্ধ্রীর রূপলাবণ্য দেখিয়া তিনি তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই।

সুদেষ্ণা তাঁহার স্বামীর চরিত্রে সন্দেহ পোষণ করিতেন। এই জন্য এহেন সুন্দরীকে অন্তঃপুরে স্থান দেওয়া উচিত হইবে কি না, ভাবিতেছেন। তাঁহার সন্দেহ তিনি গোপন করেন নাই। স্পষ্টই বলিতেছেন—

মূর্দ্ধ্নি ত্বাং বাসয়েয়ং বৈ সংশয়ো নাত্র বিদ্যতে।
ন চেদিচ্ছতি রাজা ত্বাং গচ্ছেৎ সর্ব্বেণ চেতসা ॥ ইত্যাদি। বি ৯।২৩—২৫

—রাজা যদি তোমার রূপে মুগ্ধ না হইতেন, তবে তোমাকে মাথায় করিয়া রাখিতাম—ইহাতে সন্দেহ নাই। পরন্তু রাজা অবশ্যই তোমাতে আসক্ত হইবেন। আমার অন্তঃপুরের নারীরা পর্যন্ত মুগ্ধ হইয়া তোমার দিকে তাকাইয়া আছে। কোন্ পুরুষ তোমাকে দেখিয়া স্থির থাকিবে? রাজা তোমার দিব্য রূপ দেখিতে পাইলে আমাকে ত্যাগ করিয়া তোমাতেই আসক্ত হইবেন।

পরিশেষে গন্ধর্ব পতিগণের দ্বারা সৈরন্ধ্রীকে সুরক্ষিতা জানিয়া সুদেষ্ণা তাঁহাকে অন্তঃপুরে স্থান দিয়াছেন। এক বৎসর প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। সূতপুত্র রাজশ্যালক সেনাপতি কীচক সৈরন্ধ্রীকে দেখিতে পাইয়াই অস্থির হইয়া পড়ে। সৈরন্ধ্রীকে পাইবার নিমিত্ত সে সুদেষ্ণাকে ধরিয়া বসিল। সৈরন্ধ্রীর নিকট আপন মনোভাব ব্যক্ত করিয়া কীচক তাঁহার দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াছে। এবার যে-কোন উপায় আবিষ্কারের নিমিত্ত সে পুনরায় সুদেষ্ণাকে ধরিল। স্বামীর চরিত্রে সন্দিগ্ধা সুদেষ্ণাও সৈরন্ধ্রীকে কীচকের কবলে ঠেলিয়া দিতে পারিলে রক্ষা পান।

স্বমর্থমভিসন্ধায় তস্যার্থমনুচিন্ত্য চ।
উদ্বেগঞ্চৈব কৃষ্ণায়াঃ সুদেষ্ণা সূতমব্রবীৎ ॥ বি ১৫।৪

—কৃষ্ণা সুদেষ্ণার উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এইজন্য আপনার ও কীচকের উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত তিনি কীচককে পরামর্শ দিলেন।

সুদেষ্ণার পরামর্শ ও পরবর্তী ঘটনাসমূহ কৃষ্ণার চরিত্রে আলোচিত হইয়াছে।

রাজসভায় দুর্বৃত্ত কীচকের কোন বিচার হয় নাই। কাঁদিতে কাঁদিতে সৈরন্ধ্রী সুদেষ্ণার গৃহে ফিরিয়া আসিলে সুদেষ্ণা যেন অজ্ঞতার ভান করিয়া কহিতেছেন—'ভদ্রে, তুমি কি জন্য কাঁদিতেছ? কে তোমাকে দুঃখ দিয়াছে'? সৈরন্ধ্রীর মুখে দুর্বৃত্তের অত্যাচার ও নৃপতির

নিষ্ক্রিয়তার কথা শুনিয়া সুদেষ্ণা আবার কহিতেছেন—'হে সুকেশি, তুমি যদি বল, তবে আমি দুর্বৃত্ত কীচককে বধ করাইব'।[১]

সুদেষ্ণার এই কুটিলতা দেখিয়া হাসি পায়। দ্রৌপদী ভীমের নিকট তাঁহার দুঃখ বর্ণনাচ্ছলে বলিয়াছেন—'তুমি যখন সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করিতেছিলে, তখন অন্তঃপুরের নারীগণ খুব কৌতুক বোধ করিতেছিলেন। তোমার এই লাঞ্ছনায় আমার চিত্ত দুঃখে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। আমাকে দুঃখিতা দেখিয়া কৈকেয়ী নারীগণকে বলিতেছিলেন—

কল্যাণরূপা সৈরন্ধ্রী বল্লবশ্চাপি সুন্দরঃ।
স্ত্রীণাং চিত্তঞ্চ দুর্জ্ঞেয়ং যুক্তরূপৌ চ মে মতৌ ॥ বি ১৯।৯, ১০

—সৈরন্ধ্রী রূপবতী, বল্লবও সুদর্শন পুরুষ। স্ত্রীলোকের মনোভাব বোঝা কঠিন। এই উভয়ই পরস্পরের যোগ্য'।

এইসকল কথা বলিয়া কৈকেয়ী সর্বদাই আমাকে শাসন করিয়া থাকেন এবং তোমাতে অনুরক্তা বলিয়া আশঙ্কা করেন।

এই বর্ণনা হইতেও বোঝা যাইতেছে—সুদেষ্ণার চরিত্র অতি সন্দেহপ্রবণ। এইসকল ঘটনার ভিতরেই সুদেষ্ণার চরিত্রটি স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

---

১ বি ৯।৬। বি ১৯।৭ ২ বি ১৬।৪৮,৫১